গ্রন্থাবলী সিরিজ

(প্রথম ভাগ)

শরৎচন্দ্র মিত্র অনুদিত

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

১২৫৮

গ্রন্থাবলী সিরিজ

(প্রথম ভাগ)

শ্রীশরৎচন্দ্র মিত্র অনূদি

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিনে"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত।

মূল্য ১, এক টাকা।

উচ্ছ্বাস

দ্বিযাম যামিনী—এবে সুষুপ্ত ধরণী !
নিথর নিসর্গ-কান্তি শশি-বিলাসিনী।
ত্রিবিধ-প্রতিভা খেলে সুনীল অম্বরে ;
অকস্মাৎ এ কি মোহ অভাগা-অন্তরে ?
কল্পনে লো ! তন্দ্রাবেশে স্বপন-খেলায়,
কেন লো ঝরালি অশ্রু অজস্র ধারায় ?
এ কি হেরি ?—
ভৈরবকল্লোলপূর্ণ সংসার আবাস,
বহিছে চিন্তার স্রোত বিষাদ-উচ্ছ্বাস,
নরক আবর্ত্ত তাহে শোক-উর্ম্মি-খেলা,
ভীষণ কল্লোলে ভাঙ্গে সংসারের বেলা ;
স্থানে স্থানে চিতাবহ্নি-বিদগ্ধ-শ্মশান,
জীবরক্ত-লালায়িত কালের কৃপাণ।
কাল-আবর্ত্তনে সদা নব বিপর্য্যয়,
পার্থিব জীবন স্বপ্ন নিমিষে বিলয়।
আশার ভঙ্গুর বিম্ব হৃদয়-সরসে,
ভাঙ্গে নিত্য নিরাশার সমীর পরশে।
কালের করাল ভেরী ভীষণ নিস্বনে
জাগাইছে মানবের জীবন স্বপনে।
(আমারও)—
বিবর্ণ জীবন-কান্তি নিরাশা-দলনে,
ধ্রুবতারা সুখ-তারা হৃদয়-গগনে,
অকালেই অস্তমিত নবীন জীবনে ;
প্রতিভাও আভাহীন মানস-গগনে !
সংসারের প্রলোভনে হয়ে আত্মহারা,
দুর্ভাগ্যের তাড়নায় হয়ে দিশেহারা ;
ভাবিতেছি আঁখিনীরে সুখ-শান্তি-হীন।
জীবনের সুখ-রবি আঁধারে বিলীন।
আবার আবার এ কি উন্মাদ স্বপন ?
এবে—পূর্ণ শান্তিময় সেই ত্রিদিব ভবন !
ভাতিছে বিবিধ বর্ণে বিচিত্র তোরণ,
ঐ শুনি অমরার দুন্দুভি-নিস্বন।

হীরকে হেমের খেলা, অলিন্দে মন্দার-মালা,
কোটি-রবি-শশি-প্রভা, অচলা চপলা ;
হেম-অম্বু লীলাময়ী ওই মন্দাকিনী,
চির-শান্তিময়ী ওই সুধা-প্রসারিণী।
শোক, দ্বেষ, নাহি লেশ বিষাদ-তাড়ন,
বিমল সুখের উৎস ঝরে অনুক্ষণ।
বিরহ, শমনভয় চির-বিরহিত,
জীবনের শেষ ব্রত করি উদ্‌যাপিত ;
অনঘ জীবের আত্মা আসি এই ধাম,
অনন্ত অক্ষয় সুখ ভুঞ্জে অবিরাম।
কল্পনে লো !
অমল সুধাংশু যথা চন্দ্রমা-মণ্ডলে !
বসি কেবা জ্যোতির্ম্ময় অমরার তলে ?
বিশ্বমায়া পাসরিয়া পুণ্যপুঞ্জ-ফলে,
স্বর্গীয় কুসুম-মালা দোলাইয়া গলে,
অনল-উপম-কান্তি-পুঞ্জ-প্রভাসিত,
বিভুগুণ গানে এবে সভক্তি নিরত ?
কেন বা হেরিয়া ওই পুরুষ-রতনে,
বাজিল হৃদয়-তন্ত্রী আনন্দ-নিক্কণে ?
—এ কি ! এ কি ! পিতৃদেব মম !!—
বর্ষ-বিম্ব একে একে মহা কালস্রোতে,
মিশাইল, আসি পুনঃ মিশিল চকিতে।
তোমার অধরে পিতঃ স্নেহ-হাসি-রেখা,
শৈশব জীবনে মম সেই শেষ দেখা ;
তথাপিও সেই হাসি—সে মধু বচন,
প্রাণের নিভৃতে জাগে আজও অনুক্ষণ।
তোমার অঙ্কের ফুল অযত্নে ভূতলে,
ছিন্নবৃন্ত শুষ্কদল শুকায় অকালে।
শোকের সাগর-নীরে ডুবায়ে অধমে,
যে অবধি তেয়াগিলে মর মর্ত্ত্যধামে,
ভাঙ্গিয়া এ জগতের মায়ার স্বপন,
করেছিলে জীবনের অন্তিম শয়ন।

অবধি গণি গণি দুখের লহর,
ফেলিয়া নীরবে পিতঃ সদা আঁখিলোর;
তোমার সে প্রেম-মূর্ত্তি করি অনুধ্যান,
পিতৃহারা আত্মহারা অভাগা সন্তান,
যাপিছে—যাপিবে বুঝি আঁধার জীবন!
রাহুগ্রস্ত হ'লে শশী জগৎ যেমন।
তব—স্নেহ-করুণার উৎস কমল আনন,
এবে—ঘুমন্তে জাগ্রতে মম সুখদ স্বপন।
তোমার এ স্নেহ-মাখা বদন-কমল,
এখন কেবলমাত্র স্মৃতির সম্বল।
তব অঙ্কে বসি যবে আধ আধ ভাষে,
শৈশবের সুধামাখা মধু হাসি হেসে,
করিতাম তব গলে বাহু নিবেষ্টন;
সে সকল দিন এবে উন্মাদ স্বপন!

এখন—
আকাঙ্ক্ষিত পদধূলি দাও মম শিরে,
আশীর্ব্বাদ কর মোরে সদয় অন্তরে;
—কীর্ত্তি-পুঞ্জে রাখি যেন আদর্শ জীবন,
গৌরবে জীবন-ব্রত করি উদ্‌যাপন,
জীবনে আহুতি দিয়া সংসার অনলে,
জাহ্নবীর তীরে যবে শ্মশানের কোলে,
চিতাবক্ষে হবে মম অন্তিম শয়ন!
শেষের সে দিন পিতঃ দিও দরশন।
পরমেশ-ভক্তি আর পুণ্যকীর্ত্তিবলে,
পার্থিব-জীবন অন্তে ও চরণ-তলে,
তোমার এ পুণ্যধামে বসি কুতূহলে,
উল্লাসিব বিভু-প্রেম-সুধা-পরিমলে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র মিত্র

নিবেদন

সার ওয়াল্টার স্কট ইংরাজী-সাহিত্যক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁহার সুললিত-লেখনী-নিঃসৃত উপন্যাসগুলি যে কিরূপ মাধুর্য্যপূর্ণঘটনাবৈচিত্র্যময়, তাহা ইংরাজী অভিজ্ঞ পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। আমি যখন সেই প্রথিতনামা ঔপন্যাসিকের "ওয়েভার্লি নভেল্স" নামক উপন্যাস-গ্রন্থাবলীর কতকগুলি পাঠ করিতে আরম্ভ করি, তখন আমিও তাঁহার সুধা-নিস্রাবিণী লেখনীনৈপুণ্য—অদ্ভুত ঘটনাবৈচিত্র্য—মধুর ভাবাবেশ ও হৃদয়োন্মাদিনী কল্পনাচিত্রে বিমুগ্ধ ও সম্মোহিত হই; তখনই আমার হৃদয়ে এক সম্মোহিনী আশা আসিয়া আমাকে ইংরাজীভাষানভিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাগণের জন্য এই অমৃতখনি গ্রন্থগুলি বঙ্গীয় পরিচ্ছদে প্রকাশ করিতে প্রণোদিত করে।

রেনল্ড প্রভৃতি বহুসংখ্যক পাশ্চাত্য গ্রন্থকারের উৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলি বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-ভাণ্ডারের রত্নরূপে বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকাগণের হৃদয়ে কতই আনন্দ-সঞ্চার করিতেছে—কিন্তু মহাত্মা স্কটের গ্রন্থগুলি বঙ্গীয়-সাহিত্য-ভাণ্ডারে সম্পূর্ণ অপরিচিত; সুতরাং মধুরত্ব ও নূতনত্বের আকর্ষণে সার ওয়াল্টার স্কটের সর্ব্বজনবিদিত "কেনিলওয়ার্থ" পুস্তকখানি বঙ্গভাষায় প্রণয়ন করিয়া অনেক অংশে কৃতকার্য্য হইয়াছিলাম; কিন্তু সংসারচক্রের প্রতিকূল আবর্ত্তনে ও নানাবিধ সাংসারিক দুর্ঘটনাবশতঃ আমার বাল্যজীবনের সেই আশালতা নির্ম্মূলপ্রায় হইয়াছিল। এক্ষণে 'বসুমতীর' স্বত্বাধিকারী পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রোৎসাহে পুনরায় নূতন উদ্যমে সেই শুষ্ক আশালতায় জলসেচনে হস্ত প্রসারণ করিলাম। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র বাবুর এই হিতৈষণার জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। মৎ-প্রণীত এই গ্রন্থাবলী মহাত্মা স্কটের অত্যুজ্জ্বল আলোকের ক্ষীণ প্রতিবিম্ব মাত্র।

যাহা হউক, এক্ষণে সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ ইহার প্রতি অনুকূল কটাক্ষপাত করিলেই শ্রম ও উদ্যম সফল বোধ করিব।

[illegible]নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, বহুবাজার, কলিকাতা।
৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯১৯।

শ্রীশরচ্চন্দ্র মিত্র।

সার ওয়াল্টার স্কটের সংক্ষিপ্ত জীবনী

ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের সীমান্তবর্ত্তী "বর্ডার" বংশে সার ওয়াল্টার স্কট জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ওয়াল্টার স্কট এডিনবরোর জনৈক এটর্নির নিকট কেরাণীর কার্য্য করিতেন এবং সকল বিষয়ে শান্তি ও সুশৃঙ্খলতা ভালবাসিতেন। তাঁহার জননীও সাতিশয় কোমলহৃদয়া এবং তাঁহার স্মরণশক্তি অতিশয় প্রখরা ছিল এবং তিনি রমণী হইলেও অনেক বিষয়ে তাঁহার অনন্যসাধারণ রমণীদুর্লভ অভিজ্ঞতা ছিল।

সার ওয়াল্টারের বাল্য ও যৌবন

১৭৭১—১৭৯৯।

সার ওয়াল্টার স্কট, ১৭৭১ খ্রীঃ অব্দের ১৫ই আগষ্ট এডিনবর্গে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে প্রবল জ্বররোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহার দক্ষিণ পদ খঞ্জ হইয়া যায়। অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি এডিন-বর্গের বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপনান্তে ১৭৮৩ খ্রীঃ অব্দে কলেজে অধ্যয়নার্থ গমন করেন, তৎপরে ১৭৯২ খ্রীঃ অব্দে ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় (ওকালতি) আরম্ভ করিয়া ১৭৯৭ খ্রীঃ অব্দে জনৈক ফরাসী রাজভক্ত ব্যক্তির মিস কার্পেন্টার নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করেন। সার ওয়াল্টারের পত্নী অতিশয় সুন্দরী ছিলেন বটে, কিন্তু সম্ভবতঃ তাঁহার ততদূর চরিত্র-বল ছিল না। ১৭৯৯ খ্রীঃ অব্দে সার ওয়াল্টার সেলকার্ক সায়ারের সেরিফের পদে নিয়োজিত হইলেন।

সার ওয়াল্টারের জীবনের দ্বিতীয় বিভাগ,

১৭৯৯—১৮১৪।

সাহিত্যিক-জীবন এবং আইন-ব্যবসায় প্রায়ই পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন—সুতরাং স্কট আইন-ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। প্রথমতঃ তিনি জার্ম্মাণ সাহিত্যিকগণের গ্রন্থ অনুবাদে হস্তার্পণ করিয়া ১৭৯৯ খ্রীঃ অব্দে "গ্লেন ফিনলাস" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। ১৮০২—৩ খ্রীঃ অব্দে বর্ডারবাসিগণের পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ-বিবাদ-বিসম্বাদ-বিষয়িণী কবিতা লিখিয়া "বর্ডার মিনিস্ট্রেল্‌সি" নামক সুবিখ্যাত কাব্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। ১৮০৫ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার "লে অফ দি লাষ্ট মিনিষ্ট্রেল" নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। তৎপরে মারমিয়ান, লেডী অফ দি লেক্ প্রভৃতি কতকগুলি কবিতা উপর্য্যুপরি ক্ষিপ্র বেগে প্রকাশিত হইতে লাগিল।

স্কটের জীবনের তৃতীয় বিভাগ।

ওয়েভার্লি নভেলস্ ১৮১৪—১৮৩২। কিন্তু কাব্যগগনে আর একটি প্রতিভাজ্যোতিঃপ্রদীপ্ত জ্যোতিষ্কের (বায়রণ) উদয়ে সার ওয়াল্টারের কবিত্ব-প্রতিভা রাহুগ্রস্ত চন্দ্রমার নিষ্প্রভ কৌমুদীর ন্যায় বিমলিন হইয়া আসিল: সুতরাং তিনি কাব্যগগন হইতে বিচ্যুত হইয়া উপন্যাসজগতে পদার্পণ করিলেন। ১৮১৪ খ্রীঃ অব্দে ওয়েভার্লি প্রকাশিত হইল: এই গ্রন্থে তিনি নিজ নাম অপলাপ করিলেন; গ্রন্থখানি "বেনামী" মুদ্রিত হইল। তৎপরে পরবর্ত্তী গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইলে স্কট সাহিত্যক্ষেত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন—তাঁহার খ্যাতি দিগ্‌দিগন্তে ব্যাপ্ত হইল। কিন্তু তিনি যে কারবারের অংশীদার ছিলেন, সেই কারবারটি অকস্মাৎ অচল হইয়া যাওয়ায় ২,৩৪,০০০০, টাকার দায়িত্ব তাঁহার স্কন্ধে আসিয়া পড়িল।

সার ওয়াল্টারের জীবনের শেষাংশ।

এইরূপে ঋণদায়ে জড়িত হইয়া গ্রন্থ-প্রণয়ন দ্বারা ঋণ-পরিশোধ করিবার জন্য অপ্রতিহত উদ্যম-শীলতার সহিত লেখনী-সঞ্চালন করিয়া অবিশ্রান্ত অক্লান্তভাবে চারি বৎসরের পরিশ্রমের ফলে অর্দ্ধেক

ঋণ পরিশোধ করিলেন। কিন্তু এইরূপ সহনশক্তির অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভগ্ন হইয়া পড়িল। ১৮৩০ খ্রীঃ অব্দে তিনি পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন; আর আরোগ্য লাভ করিতে পারিলেন না। ১৮৩২ খ্রীঃ অব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর পুত্র-কলত্র-বেষ্টিত হইয়া উপল-খণ্ডে প্রতিহত টুইড নদীর কলধ্বনি শুনিতে শুনিতে মহানিদ্রায় নয়ন মুদ্রিত করিলেন।

স্কটের গ্রন্থাবলীর তালিকা

কাব্যগ্রন্থ—

১৭৯৯ খ্রীঃ অব্দে		গ্লেনফিনলাস্।
১৮০২-৩	"	বর্ডার মিন্সট্রেলসি।
১৮০৫	"	দি লে অফ দি লাষ্ট মিন্সট্রেল্।
১৮০৮	"	মারমিয়ান।
১৮১০	"	দি লেডী অফ দি লেক।
১৮১১	"	দি ভিসান অফ দি রডারিক।
১৮১৩	"	রোকবি।
ঐ	"	ট্রায়ার মেন।
১৮১৫	"	দি লর্ড অফ দি আইলস্।
১৮১৭	"	হ্যারল্ড দি ডন্টলেস্।

উপন্যাস-গ্রন্থাবলী।

১৮১৪ খ্রীঃ অব্দে		ওয়েভার্লি।
১৮১৫	"	গায় ম্যানারিং।
১৮১৬	"	দি এন্‌টিকুয়ারি।
ঐ	"	দি ব্ল্যাক ডোয়াফ।
ঐ	"	ওল্ড মর্টালিটী।
১৮১৮	"	রবরয়।
ঐ	"	হার্ট অফ দি মিডলোথিয়ান।
১৮১৯	"	দি ব্রাইড অফ ল্যামারমুর।
ঐ	"	এ লেজেণ্ড অফ মণ্ট রোজ।
ঐ	"	আইভানহো।
১৮২০	"	দি এবট।
ঐ	"	কেনিল ওয়ার্থ।
ঐ	"	দি মনাস্টারি।
১৮২১	"	দি পাইরেট।
১৮২২	"	দি ফরচুন্স অফ নাইজেল।
১৮২৩	"	পেভেরিল অফ দি পিক্।
১৮২৩	"	কুইন্‌টিন ডারওয়ার্ড।
ঐ	"	সেণ্ট রোনান্স ওয়েল।
১৮২৪	"	রেড গণ্টলেট।
১৮২৫	"	টালিসম্যান।
ঐ	"	দি বিট্রথড্।
১৮২৬	"	উডষ্টক।
১৮২৭	"	দি সার্জ্জন্স ডটার।
১৮২৮	"	দি ফেয়ার মেড অফ পার্থ।
১৮২৯	"	এন এফ জিয়ারষ্টিন।
১৮৩১	"	কাউণ্ট রবার্ট অফ প্যারিস।
ঐ	"	কাস্ল ডেনজারাস্।
ঐ	"	হাইল্যাণ্ড উইডো।

ইতিহাস গ্রন্থ।

১৮২৭-৯	"	টেলস্ অফ এ গ্র্যাণ্ড ফাদার।
১৮২৭	"	লাইফ অফ নেপোলিয়ান বোনাপার্ট।

স্কটের স্বভাব-সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা।

স্কট স্বভাব-কবি ও স্বভাব-সৌন্দর্য্যপ্রিয়। প্রকৃতির শান্তিময় রমণীয় বিজন বন্যশোভা সন্দর্শনে তাঁহার সাতিশয় অনুরাগ। বর্ডার প্রদেশের নগ্ন শিলাময় প্রশান্ত পার্ব্বত্য শোভাই তাঁহার নেত্র-প্রসাদন। উজ্জ্বল জমকপূর্ণ শোভা-সমৃদ্ধি তাঁহার পক্ষে ততদূর নয়নাভিরাম নহে। এডিনবর্গ নগর সুসজ্জিত উদ্যান শোভার বিনোদ চিত্রের অনুরূপ হইলেও এডিনবর্গে অবস্থানকালে তিনি বলিতেন—"আমার ইচ্ছা হয়, আমি আমার সেই ধূসরবর্ণ পার্ব্বত্য প্রদেশে ফিরিয়া যাই। যদি বৎসরান্তে একবার সেই গুল্মাবৃত প্রান্তর-ভূমি-দর্শনলাভ আমার ভাগ্যে না ঘটে, তবে মৃত্যুই আমার পক্ষে বাঞ্ছনীয়।"

স্কট যে কেবল স্বভাবতঃ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপ্রিয়, তাহা নহে, এই স্বভাব-সৌন্দর্য্য উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত করিবার স্পৃহাও স্বতই তাঁহার হৃদয়ে বলবতী; কারণ, তাঁহার হৃদয় স্বভাবসৌন্দর্য্যপুষ্ট ও কল্পনা-প্রতিভা-রঞ্জিত, সুতরাং তিনি কিরূপে সেই উজ্জ্বল বর্ণ-বিন্যাসে বিরত হইবেন? এই বর্ণবিন্যাসেই তাঁহার শক্তি—এই বর্ণ-বিন্যাসেই তাঁহার আনন্দ। যদিও তিনি বক্ষ্যমাণ বিষয়গুলি সম্বন্ধে অধিক বর্ণন করিতে না চাহেন, কিন্তু তিনি সেই বিষয়গুলি উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত

করিয়া থাকেন—এইরূপ বঞ্চিত করিতে তিনি সিদ্ধহস্ত।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও স্কট।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ একরূপ অভিনব ও ব্যক্তিগতভাবে স্বভাব পরিদর্শন করিতেন; তিনি স্কটের ন্যায় বিস্ময়াবিষ্টভাবে কিম্বা টমসনের ন্যায় বর্ণনার প্রাকৃতিক চিত্র অঙ্কনে আনন্দ উপভোগ জন্য কিম্বা বার্নের ন্যায় মানবের প্রেম ও বিষাদ প্রকাশের সহায়ীভূতরূপে কিম্বা কুপারের ন্যায় বিশ্বস্রষ্টার জ্ঞান-গরিমা ও মহত্ত্বের প্রমাণপ্রদরূপে স্বভাব পরিদর্শন করিতেন না। তিনি স্বভাবের সত্তা যেন প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি করিতেন। তাঁহার হৃদয় উন্নত চিন্তা ও উন্নত কল্পনায় পূর্ণ হইয়া উঠিত এবং তাঁহার নেত্রে স্বভাবস্থ বস্তুমাত্রেই জীবনীশক্তিসম্পন্ন বলিয়া প্রতিভাত হইত। তিনি সমগ্র জড়জগৎ প্রাণময় দেখিতেন। তিনি যে কেবলমাত্র স্বভাবদৃশ্য অঙ্কন করিতেন, তাহা নহে। তিনি দেখিতেন, সকলেরই অভ্যন্তরে আত্মার বিকাশ এবং এমন কি, তাঁহার কর্ণে স্বভাবের স্বরও শ্রূয়মাণ হইত। স্বভাব তাঁহাকে সর্ব্বদা একরূপ বিস্ময়াপন্ন করিত তাঁহার প্রতি স্বভাবের একরূপ প্রবল আকর্ষণ—স্বভাবের স্বরূপ নির্ণয়ে তিনি একরূপ সুনিপুণ যে, স্বভাব তাঁহার নেত্রে তাঁহার আরাধ্য দেবপ্রতিমার ন্যায়—এই স্বভাব-অনুশীলন তাঁহাকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করিয়াছিল—প্রেম ও প্রার্থনার ন্যায় স্বর্গে প্রবেশদ্বারস্বরূপ হইয়াছিল।

কুপার ও স্কট।

কুপার পারিপাট্যশোভিত স্বভাবসৌন্দর্য্যপ্রিয় ছিলেন। সুদৃশ্য উদ্যান—সুরম্য বক্ষবস্থ—সুসজ্জিত প্রান্তর-পথ—রমণীয় শস্যক্ষেত্র তাঁহার নয়নানন্দন। কুপার ওয়ার্ডসওয়ার্থের ন্যায় স্বভাবপ্রিয় হইলেও ওয়ার্ডসওয়ার্থের ন্যায় স্বভাবের প্রতি এমন কোন শক্তির আরোপ করেন নাই যে, যে শক্তিবলে স্বভাব আমাদিগকে সকল পদার্থেরই জীবনীশক্তি অনুভব করাইতে পারে। কুপার প্রাকৃতিক দৃশ্যের বহিরাকারমাত্র অঙ্কিত করিয়াছেন; কিন্তু তাহাদের আত্মার বিকাশ দর্শন করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। স্বভাবপরিদর্শনে তিনি এইমাত্র আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভ করিয়াছেন যে, স্বভাব জগৎস্রষ্টার জ্ঞান-গরিমা ও মহত্ত্বের পরিচায়ক।

সেক্সপীয়র ও স্কট।

সেক্সপীয়রের সৃষ্ট চরিত্রগুলি জীবনীশক্তিসম্পন্ন এবং তাহাতে আত্মারও স্ফুরণ লক্ষিত হয়; কিন্তু স্কটের চরিত্রগুলি সৃষ্ট বস্তু নহে এবং কবিত্বকল্পনায় জীবন্ত, সে সকল চরিত্রে আত্মার স্ফুরণ নাই। সেক্সপীয়র মানবহৃদয়ের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াগুলি বিশদভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন: স্কট সেই সকল ঘটনাবলী উজ্জ্বলভাবে বর্ণন করিয়াছেন—যাহা হইতে সেই সকল ক্রিয়ার উৎপত্তি। সেক্সপীয়র তাঁহার কল্পিত চরিত্রগুলিকে যথার্থ নরনারীর ন্যায় প্রদর্শন করিয়াছেন—স্কট বেশভূষার পারিপাট্য দৃশ্যাবলীর সৌন্দর্য্য পরিস্ফুটনে সমধিক নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন; সুতরাং তিনি বাহ্য প্রকৃতি লইয়াই ব্যস্ত।

সেক্সপীয়র ব্যক্তিগত চরিত্র এবং তাহাদের হৃদয়গত স্নেহ ও প্রেমের চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন—স্কট বীরের বীরত্ব ও রমণীর সৌন্দর্য্যের সাধারণ আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। সেক্সপীয়র তাঁহার চিত্রিত চরিত্রের মনোভাবগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন, আর স্কট সেগুলি স্থূলভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। সেক্সপীয়র প্রত্যেক চরিত্রেরই গভীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন আর স্কট তাঁহার অঙ্কিত মানবচরিত্র তাহার ভাষা ও কার্য্য দ্বারা প্রকটিত করিয়াছেন। সেক্সপীয়রের বর্ণনাগুলি ঘনীভূতভাবে এবং স্কটের বর্ণনাগুলি প্রশস্তভাবে বিরচিত। সেক্সপীয়রের বর্ণনা গাঢ়তমর ও স্কটের বর্ণনা ব্যাপক, সেক্সপীয়র আমাদিগকে মানবহৃদয়ের অন্তঃস্থলে লইয়া যান; স্কটের গতি হৃদয়ের প্রান্তভাগেই সীমাবদ্ধ।

স্কটের রমন্যাসের (রোমান্সের) রমণীয়তা।

(১) স্কটের রমন্যাসগুলি কষ্টকল্পিত নহে, অধিকাংশগুলি অচিন্তিতরূপে রচিত। বহু প্রাচীন ঘটনাবলী সরসভাবে চিত্রিত করিবার শক্তি এবং অক্লান্তমতা গুণেই তাহার প্রণীত গ্রন্থগুলি এরূপ সর্ব্বজনপ্রিয়।

(২) অতি প্রাচীনকাল ও সুদূর অতীত ঘটনার চিত্র।—স্কট স্বীয় সম-সাময়িক ঘটনাবলী প্রায় চিত্রিত না করিয়া তাহার ২।৩ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মমূলক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী অতি সুন্দর ও সরসভাবে চিত্রিত করিয়াছেন,—যথা—ওলড মর্টালিটি ১২৫ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা উপলক্ষে লিখিত

—(কেনিলওয়ার্থ টিউডারদিগের সমকালীন—আইভান হো ও টালিসম্যান ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

(৩) স্কটের রমন্যাসগুলি কেবলমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থ বা মনোভাব সম্বন্ধীয় নহে—স্কটের রমন্যাস কেবলমাত্র যে কোন ব্যক্তিবিশেষের জীবনীর কাল্পনিক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে, তাহা নহে, কিন্তু যাঁহারা সামাজিক বা সাম্প্রদায়িক বা রাজনৈতিক বিবাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত ও ক্ষিপ্ত হইয়াছেন, এইরূপ ব্যক্তিগণের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার রমন্যাসে প্রেমের উপাখ্যান কোন মহৎ ঘটনা কিম্বা কোন ইতিহাসোল্লিখিত ব্যক্তিবিশেষের ভাগ্যবিপর্যায় কিংবা কোনরূপ সামাজিক অবস্থার আবর্ত্তন বা পরিবর্ত্তনের সহিত সংশ্লিষ্ট।

(৪) নীরস জীবন-চিত্রগুলির সরসভাবে অঙ্কন।

স্কট তাঁহার উপন্যাসে মানবের আবেগময়ী মনোবৃত্তি অপেক্ষা মানবজীবনের কার্য্যপরম্পরা অধিকতর উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। তিনি অতি সহজেই রমন্যাস ইতিহাসে পরিবর্ত্তিত করিতে সমর্থ। তিনি হাইল্যাণ্ডবাসিগণের চৌর্য্যস্বভাব যেরূপ বিশদভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাদের সাহসিকতা ও কুসংস্কারগুলিও সেইরূপ পরিস্ফুটভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি অদ্ভুত শক্তি সহকারে মানবজীবনের উন্নত মনোবৃত্তি এবং নীরস ঘটনাবলীর বিভিন্নতা সমধিক উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করিয়াছেন।

(৫) উন্নত আদর্শ অনুসরণ।

স্কট তাঁহার রমন্যাসের চিত্রবিশেষের অঙ্কন জন্য কোন উন্নত আদর্শ এবং স্বাধীন out of doors life মনোনীত করিতেন। যে সকল চরিত্র কোন উন্নত ও বিশিষ্ট কারণে গঠিত, তিনি সেই সকল চরিত্রই সিদ্ধহস্তে অঙ্কিত করিতেন। তাঁহার উপন্যাসগুলির বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার উপন্যাসগুলিতে এমন একটি সঞ্জীবনী শক্তি—এমন উপদেশব্যঞ্জক বিবরণ ও ধীশক্তি-উদ্দীপনী শক্তি আছে, যাহা অপর কোন উপন্যাসে আদৌ লক্ষিত হয় না।

স্কটের নায়ক-চিত্র।

স্কটের উপন্যাসের নায়ক সাধারণতঃ সাধারণ ব্যক্তির ন্যায়—তাহাদের ব্যক্তিগত বিশেষ কোনরূপ অসাধারণত্ব দৃষ্ট হয় না ; তাহারা সাধারণতঃ প্রায় একরূপ আদর্শে গঠিত। সকলেই সুন্দর সুশ্রী—বলিষ্ঠ—অশ্বারোহণে, পর্ব্বত-ভ্রমণে ও লম্ফপ্রদানে সমর্থ—তাঁহারা সকলেই বুদ্ধিমান্ ও বাক্পটু, কিন্তু আমরা তাঁহাদের অন্তরের ভাব কিছুই জানিতে পারি না। স্কট স্বয়ং বলিয়াছেন,—"আমি আমার উপন্যাস-কল্পিত নায়কগণের চরিত্র-অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত নহি ; বিশেষতঃ সীমান্তপ্রদেশবাসী ও লুণ্ঠক দস্যুগণের সন্দেহজনক চরিত্র-চিত্র-অঙ্কনে আমার বিশেষ প্রবৃত্তিও নাই- তথাপি আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঐরূপ হীনচরিত্র ব্যক্তিগণও আমার উপন্যাসের নায়করূপে প্রকাশিত ও পরিগণিত হইয়া থাকে।

স্কটের নায়িকা-চিত্র।

স্কটের উপন্যাসের নায়িকাগণের চরিত্র ততদূর বিশুদ্ধ নহে। তাঁহারা রূপলাবণ্যবতী বটে, কিন্তু তাঁহাদের ততদূর চরিত্র-গৌরব লক্ষিত হয় না। স্কট সুন্দরী নায়িকার রূপলাবণ্যে এত দূর মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন যে, তিনি আর তাঁহার নায়িকার অন্তরে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। তিনি নায়িকার বাহ্য সৌন্দর্য্যই অঙ্কিত করিতেন—আমরা তাঁহাদের স্বভাব, অঙ্গসৌষ্ঠব ও আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া থাকি। তাঁহার নায়িকা যখন যে ভাবে রাজপথে অবতীর্ণ হইতেন, আমরা তখন সেই ভাবে তাঁহার পরিচয় পাইতাম। তিনি কি ভাবে কথোপকথন করিতেন, তাহাও আমরা কিয়ৎপরিমাণে অবগত হই। কিন্তু তাঁহার মনোভাব কিরূপ, তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না। তিনি যে কিরূপ চরিত্রের স্ত্রীলোক, তাহা আমরা ঘুণাক্ষরে উপলব্ধি করিতে সমর্থ নহি। তাঁহার নায়িকা কোনরূপে হৃদয়গ্রাহিণী নহেন—যেন সংসারের কঠোরা রমণী-চিত্র।

স্কটের উপন্যাসের উৎকর্ষ।

স্কট তাঁহার উপন্যাসে মানব-সমাজের চিন্তা, ক্লেশ, উত্তেজনা ও আমোদ-প্রমোদের স্বরূপ চিত্রগুলি সরসভাবে অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়াছেন। যে সকল উপাদান-সমষ্টিতে সমাজ সংগঠিত, সম্বদ্ধ ও সীমাবদ্ধ, সেই উপাদানগুলি স্কটের উপন্যাস ব্যতীত অন্য কোন উপন্যাসে তত দূর বিশদ ও বিস্তৃতভাবে পরিলক্ষিত হয় না। যে উপায়ে সাধারণ মানবজীবন হইতে অদ্ভুত ও খেয়ালপূর্ণ মানবচরিত্র

...হয়, স্কট তাঁহার উপন্যাসে তাহাও বেশ সুস্পষ্ট ও ...বোধগম্যভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। সমাজের ...কালবর্ত্তী ঘটনা ও অবস্থা-বিপর্য্যয়গুলি সজীব ...ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। যে সকল নীতি-...জগৎ-সংসার নিয়ন্ত্রিত, সেই নীতিসূত্রগুলি এরূপ ... প্রদর্শন করিয়াছেন—যাহা তাঁহার মনুষ্যত্ব ও ...র প্রফুল্ল অন্তরের পরিচায়ক।

স্কটের উপন্যাসলব্ধ উপদেশ।

স্কটের উপন্যাসগুলি উচ্চ অঙ্গের ও মহৎভাবের উপদেশে পূর্ণ। উপন্যাসগুলি পাঠ করিলে পাঠকের হৃদয়ে বল, সাহস ও উৎসাহের সঞ্চার হয়। প্রতি-হিংসা-চরিতার্থের প্রবৃত্তি—লাম্পট্য প্রভৃতি নিকৃষ্ট মনোবৃত্তির উপরে ঘৃণা জন্মে। মন হইতে নৈতিক ভাবের শিথিলতা এবং সহানুভূতির অভাবজনিত কঠোরতা দূর হইয়া দয়া-দাক্ষিণ্যাদি কোমল প্রশান্ত ও মহৎভাবের উদয় হয় এবং হৃদয়ের কোমলতা ক্ষণস্থায়ী উচ্ছ্বাসের আবেগমাত্রে পর্য্যবসিত হয় না। ভাব, ভাষা, চিন্তা, কল্পনা, বর্ণনা সকল বিষয়েই স্কট উন্নত ও মহৎ মানব-চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া মানব-চরিত্রে যাহা কিছু উত্তম, উন্নত ও মহৎ, তাহারই পোষণ, সমর্থন ও অনুমোদন এবং যাহা কিছু নীচত্ব ও স্বার্থপরতার পরিচায়ক, তৎসমুদয়ের নিকৃষ্টতা বিশদভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

উপন্যাস (Novel) ও রমন্যাসের (Romance) পার্থক্য।

উপন্যাস—কোন কাল্পনিক গল্প মানবজীবনের সত্য ও স্বরূপ ঘটনার আকারে বর্ণন করার নাম উপন্যাস এবং উপন্যাসে মানবের মনোবৃত্তি-নিচয় বাহ্যদৃশ্যে ক্রিয়ায় পরিণত করিয়া প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

রমন্যাস—"রোমান্স" এই শব্দটি দ্বারা প্রাচীন লাটিন ভাষা হইতে উৎপন্ন রোমানিক ভাষা বুঝায়—যাহা হইতে ইটালীয়, ফরাসী ও স্পেনিস্ প্রভৃতি নানা ভাষার উৎপত্তি। তৎপরে রোমানিক ভাষায় লিখিত কাল্পনিক গল্প বুঝাইত, কিন্তু অত্যদ্ভুত, চমৎকারজনক ও বিস্ময়োদ্দীপক ঘটনাবলীর সমবায়ে এই সকল গল্প বিরচিত হওয়াতে এক্ষণে সাধারণতঃ কোন অত্যদ্ভুত, অসাধারণ ও বিস্ময়জনক গল্প-বিশেষকে Romance বা রমন্যাস বলা হইয়া থাকে।

কেনিলওয়ার্থ

শ্রীশরচ্চন্দ্র মিত্র প্রণীত

আভাস।

"No scandal about Queen Elezabeth, I hope"
The Critic.

কেনিলওয়ার্থ পুস্তকখানি ইংলণ্ডীয় সাহিত্য-গগন-মিহির ওয়েভার্লি-নভেল্‌স্‌ প্রণেতা মহাত্মা সার ওয়াল্টার স্কটের বিশ্বজনীন প্রীতি-সঞ্চারিণী লেখনী-প্রসূত। যিনি ইংলণ্ডীয় রাজন্য-কুল-শিরোভূষণ—প্রকৃতিপুঞ্জের মাতৃ-স্বরূপিণী—যাঁহার সুশাসন-লব্ধ যশোভাতি ইংলণ্ডীয় ইতিহাসকে স্বর্ণাক্ষরে রঞ্জিত করিয়াছে—যাঁহার শাসনকালে সর্ব্বসাধারণের বৈষয়িক, আধ্যাত্মিক, মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও উৎকর্ষসাধন হইয়াছে—যাঁহার রাজত্বসময়ে সাহিত্য, দর্শন ও রাজনৈতিক গগন সেক্সপিয়র, মিল্টন, বেকন প্রভৃতি দিব্যলাবণ্য-জ্যোতিস্মণ্ডলের অভ্যুদয়ে পৌর্ণমাসীর কৌমুদীরাশি-বিভাসিত—যে ওজস্বিনী প্রতিভাশালিনী ক্ষণজন্মা রাজ্ঞীর পুণ্যপ্রতাপে ইংলণ্ড রাজ্যের অতিবিস্তৃতি, বাণিজ্যের উন্নতি, বৈদেশিক সমরে ইংলণ্ডীয় বিজয়-লক্ষ্মীর বিজয়-নিশান সদর্পে উড্ডীন—যাঁহার কটাক্ষ-ইঙ্গিতে দেশীয় প্রভাবশালী সামন্তবর্গ ও বিদেশীয় নৃপতিবৃন্দ উগ্রবীর্য্য বিষধর হইয়াও হীনবীর্য্য মহী-লতার ন্যায় অবস্থিত—অনন্ত গগনের জ্যোতিষ্কগণনা, সৈকত-পুলিনের সিকতা-গণনা, উর্ম্মিমালীর উর্ম্মি-গণনা যেরূপ অসম্ভব—তদ্রূপ অনির্ব্বচনীয় গুণগ্রামসমন্বিতা, রাজকুলের আদর্শস্থানীয়া কুমারী রাজ্ঞী এলিজাবেথ অপরিমেয় ধীশক্তি, অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, অদ্ভুত বিচার-শক্তি, বিদ্যানুরাগ, বিচক্ষণতা ও দুরবগম্য গাম্ভীর্য্য সত্ত্বেও রমণী-স্বভাব-সুলভ-লঘুত্ব-বশতঃ যৌবনের ভীষণ তরঙ্গে বিচলিতা হইয়া অমাত্যবর লর্ড লিষ্টারের ভুবনমোহন রূপ-লাবণ্যে তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরাগিণী হইয়াছিলেন। তাঁহার চিরন্ত জীবনের সুখের পথ কণ্টকবিহীন গোলাপকুসুমে আস্তীর্ণ হইলেও তন্মধ্যস্থ প্রণয়-কীট অলক্ষ্যভাবে থাকিয়া তাঁহাকে দংশন করিতেছিল। তাঁহার প্রণয়ভাজন অমাত্যবরও প্রেমের স্বপন-রাজ্যে তাঁহার সহিত অবিচ্ছেদ সুখ-সম্মিলনাশায় তাঁহার প্রণয়-জ্বালা নিবারণ করিতে প্রয়াসী হইয়া স্বহস্ত-রোপিতা হৃদয়-সরসীর স্বর্ণ-পঙ্কজিনীকে নিতান্ত নির্ম্মমভাবে বৃন্তচ্যুতা করিলেন; কিন্তু তথাপি প্রকাশ্যভাবে ইংলণ্ড ও ইংলণ্ডেশ্বরীর হৃদয়-রাজ্যের অধীশ্বর হইতে পরিলেন না। আর্লি অকৃতদার হইলে তাঁহার সে মনোরথ পূর্ণ হইত—এই সকল গভীর রহস্যপূর্ণ প্রণয়-কাহিনী এই পুস্তকে উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে।

এক্ষণে সাধারণের প্রতি নিবেদন এই যে—সেই প্রথিতনামা ঔপন্যাসিক প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা স্কট—প্রাকৃতিক-শোভাবর্ণন—নরচরিত্র-প্রদর্শন—ভাব-প্রকটন ও সমাজচিত্র-অঙ্কন সকল বিষয়েই সিদ্ধহস্ত ও তাঁহার শক্তি অনির্ব্বচনীয়া। তাঁহার সেই সার্ব্বজনীন রচন-সৌন্দর্য্যের ভাষান্তরে পূর্ণ পরিস্ফুটন অতি দুরূহ কার্য্য—তথাপি—"তদ্‌গুণৈঃ কর্ণমাগতা চাপলায় প্রণোদিত" হইয়াই এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলাম। আদ্যোপান্ত মূল পুস্তকের অনুসরণ ও স্থানে স্থানে মৌলিক রচনা সংযোগ করিয়াছি। জানি না, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি। এক্ষণে গুণগ্রাহক ও অনুগ্রাহক পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ ইহার প্রতি অনুকূল কটাক্ষ করিলেই সমস্ত পরিশ্রম সফল বোধ করিব।

৪২ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

শ্রীশরচ্চন্দ্র মিত্র।

কেনিলওয়ার্থ

[১]

রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজত্বকালে অক্সফোর্ড নগরের উপকণ্ঠে কাম্নর নামে একখানি গ্রাম ছিল। গ্রামখানি একটি মনোরম শৈলের অধিত্যকাপ্রদেশে অবস্থিত। এই গ্রামে জাইল্‌স্ গসলিং নামক জনৈক ব্যক্তির একখানি পান্থনিবাস সাময়িক রুচির অনুরূপ গৃহ-সজ্জার উপকরণে সজ্জিত ও বিবিধ পানীয় দ্রব্যে পূর্ণ থাকিয়া গ্রামের গৌরব বৃদ্ধি করিত। এই পান্থনিবাস "ব্ল্যাকবেয়ার" নামে অভিহিত ছিল। একদিন সন্ধ্যাকালে "ব্ল্যাকবেয়ার" আশ্রমের প্রাঙ্গণে এক সশস্ত্র অশ্বারোহী যুবক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যুবকের নাম মাইকেল ল্যাম্বরণ। যুবক জাইল্‌স্ গসলিংএর ভাগিনেয়। ফাঁসী-কাষ্ঠের আসামী। ভাগিনেয়কে দীর্ঘকাল প্রবাসবাসের পর অকস্মাৎ এইরূপে সমাগত দেখিয়া মাতুল সন্তুষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, বরং মনে মনে কিছু উদ্বিগ্ন ও বিব্রত হইয়া পড়িলেন। কারণ, ল্যাম্বরণ উদ্ধতস্বভাব, পানশৌণ্ড, দ্যূতক্রীড়াসক্ত ও কুচরিত্র। ল্যাম্বরণকে প্রত্যাগত দেখিয়া সমবেত অতিথিবৃন্দও যেন একরূপ চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করিতে লাগিলেন।

ল্যাম্বরণ একে একে পূর্ব্ব-পরিচিত ব্যক্তিগণের সংবাদ লইতে লাগিল; কিন্তু তাহার দেশপর্য্যটনোপলক্ষে দূরদেশে সুদীর্ঘ অবস্থিতিকালমধ্যে যুগান্তর হইয়া গিয়াছে; কেহ রাষ্ট্রবিপ্লবে, কেহ বা ব্যাধির প্রকোপে, কেহ বা রাজদণ্ডে নির্ব্বাসিত, পরলোকগত বা দণ্ডিত হইয়াছে। গ্রামের মধ্যে কতই পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে।

এইরূপে বাল্যপরিচিত ব্যক্তিগণের সংবাদানুসন্ধিৎসু হইয়া এণ্টনি ফষ্টারের বিষয় জিজ্ঞাসা করায় গোল্ডথ্রেড নামক জনৈক অতিথির নিকট হইতে ল্যাম্বরণ জানিতে পারিল যে, ফষ্টার এক পরম রূপবতী রমণীকে হস্তগত করিয়া অসূর্য্যম্পশ্যারূপে নিভৃত-নিবাসে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এই সংবাদ শ্রবণমাত্র ল্যাম্বরণের রমণীদর্শন-কৌতূহল অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল এবং গোল্ডথ্রেডকে উক্ত নিভৃত-নিবাস দেখাইয়া দিবার জন্য সাতিশয় নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিল। এইরূপ নির্ব্বন্ধাতিশয়ে গোল্ডথ্রেড অগত্যা সম্মত হইল।

এ দিকে কয়েক দিন হইতে ত্রিশিলিয়ান নামক জনৈক ভদ্রলোক অতিথিভাবে ব্ল্যাকবেয়ার আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। যদিও তাঁহার ছদ্মবেশ, তথাপি তাঁহাকে দেখিলে বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত বলিয়া বোধ হয়। চিন্তার তামসী ছায়া তাঁহার মুখমণ্ডলের ভাবান্তর সংঘটন করিয়াছে। তিনি সর্ব্বদা মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতেন, কাহারও নিকট আত্মপরিচয় দিতেন না; অথচ তাঁহার ব্যয়বাহুল্য বশতঃ গসলিং বেশ লাভবান্ হইতেছেন দেখিয়া আর ত্রিশিলিয়ানের সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ বা কৌতূহল প্রদর্শন করিতেন না। ত্রিশিলিয়ানও গোল্ডথ্রেডের মুখে অবরোধবাসিনী অসূর্য্যম্পশ্যা রমণীর সম্বন্ধীয় সংবাদে নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ল্যাম্বরণ ও গোল্ডথ্রেডের সহিত কাম্নর ভবনে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহারা পরদিবস কাম্নর ভবনে গমন করিবেন, ইহাই ধার্য্য হইল।

[২]

পরদিবস প্রাতরশন সমাপনান্তে তিন জনে কাম্নর ভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কাম্নর ভবনখানি গ্রামের অনতিদূরে এক উন্নত প্রাচীরবেষ্টিত অভ্রভেদী বৃক্ষরাজিসমাচ্ছন্ন বহুবিস্তৃত উদ্যানমধ্যে নিবিড় বৃক্ষজালে অবগুণ্ঠনাবৃতের ন্যায় অবস্থিত ছিল। সৌভাগ্যক্রমে উদ্যান-প্রবেশদ্বার অর্গলবদ্ধ না থাকায় ল্যাম্বরণ ও ত্রিশিলিয়ান উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিয়া অট্টালিকার সম্মুখবর্ত্তী

হইলেন। গোল্ডথ্রেড্ দূর হইতে উদ্যান দেখাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল। এই অট্টালিকার উভয় পার্শ্বে যে উন্নতশীর্ষ বনস্পতিগণ সহর্ষে পল্লবিত শাখাবাহু প্রসারণ পূর্ব্বক বিহঙ্গকূজনচ্ছলে হীনবল দ্রুম-লতাদিগকে অভয় দান করিয়া শীতবাতাতপ হইতে রক্ষা করিত, এখন তাহারা শীর্ণকায় স্থাণুবৎ দণ্ডায়-মান। এককালে যে ভূমিভাগ চঞ্চলভ্রমরগুঞ্জিত পুষ্পভারানত তরুলতা বক্ষে ধারণ করিয়া উদ্যানভূমির প্রসন্ন রমণীয় কান্তি সম্পাদন করিত, সেই ভূমি এক্ষণে ভুজঙ্গাশ্রিত কণ্টক-লতাগুল্মে আচ্ছন্ন! যে নলিন-বৃন্দ-ভূষণা নির্ম্মলসলিলা সরসী এক সময়ে বিমল কমল-পরিমলে উদ্যানভূমি আমোদিত করিত, সেই সরসী এক্ষণে বরাহমুখান্দোলিত পল্বলে পরিণত—উদ্যানের অলঙ্কার প্রস্তরমূর্ত্তিগুলি ভগ্ন, স্বস্থানচ্যুত ও বিপর্য্যস্ত। ফলতঃ উদ্যানের অবস্থা এক্ষণে অতীব শোচনীয়। যখন তাঁহারা সেই গতশ্রী নশ্বর মনুষ্যকীর্ত্তির সাক্ষিস্বরূপ ভগ্ন সৌধের নিকট উপনীত হইলেন, তখন সঙ্কীর্ণচেতা ইন্দ্রিয়পরায়ণ ল্যাম্বরণের শুষ্ক হৃদয়েও সংসার-বৈরাগ্যের উদয় হইল।

ল্যাম্বরণ দ্বারদেশে করাঘাত করিবামাত্র এক জন বৃদ্ধ পরিচারক আসিয়া সতর্কভাবে দ্বার উন্মোচন করিল এবং তাঁহারা উভয়ে প্রবেশ করিবামাত্র পুনর্ব্বার দ্বার বন্ধ করিয়া দিগকে অভ্যর্থনাকক্ষে লইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে ফষ্টার আসিয়া উপস্থিত হইল। ল্যাম্বরণ অকৃত্রিম বাল্যসৌহৃদ্যসুলভ স্পর্দ্ধার সহিত সরস বাক্-বিনিময়ে পূর্ব্বসৌহৃদ্যের পঙ্কোদ্ধার করিলে, ফষ্টার ত্রিশিলিয়ানকে সেই কক্ষে বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিয়া, ল্যাম্বরণকে গৃহান্তরে লইয়া গেল এবং উভয়ে নানারূপ কথোপকথন হইতে লাগিল। ল্যাম্বরণ ভাগ্যান্বেষী যুবক; সুতরাং ফষ্টার এক্ষণে ক্ষমতাশালী রাজপুরুষের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ হইয়াছে জানিয়া তাহার নিকট কর্ম্মপ্রার্থী হইল। ফষ্টারও তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিজ সহকারিত্বে নিয়োজিত করিল এবং সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ-পদস্থ মহজ্জনের সংসর্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, সেই বিষয়ে যথাযোগ্য উপদেশ দিতে লাগিল।

এ দিকে ত্রিশিলিয়ান একাকী অভ্যর্থনাকক্ষে অপেক্ষা করিতে করিতে নিজ অবস্থা স্মরণ করিয়া শোকদগ্ধ হৃদয়ের দারুণ যন্ত্রণায় কাতরভাবে স্বগত বলিতে লাগিলেন,—"হা এমি! স্বেচ্ছাচারিণি নির্ম্মমে! তোমায় ভালবাসিয়া আমার শেষে এই পরিণাম! যাহাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিয়াছি—পবিত্র প্রেমের জীবন্ত প্রতিমাজ্ঞানে যাহাকে এ হৃদয় উৎসর্গ করিয়াছি—যাহার স্মৃতির উদ্বোধনে অশ্রুজলে প্লাবিতবক্ষঃ হওয়াই সেই প্রেমব্রতের উদ্‌যাপন, তাহার জন্য এখনও আমার প্রাণপণ! সত্য বটে, এ হৃদয়াকাশ হইতে যে শুকতারা পতিত হইয়াছে, যদিও তাহাকে সেইস্থানে সন্নিবেশিত করিতে পারিব না—তথাপি তাহাকে তাহার প্রতারকের কবল হইতে এবং তাহার ছন্নমতি হইতে উদ্ধার করিয়া, ধর্ম্মের জয়স্বরূপ তাহাকে তাহার মুমূর্ষু পিতৃদেবের চরণে পুনরুৎসর্গ করিব। ধর্ম্ম আমার সহায়!"

ত্রিশিলিয়ান আপন মনে এইরূপ বিলাপ করিতে-ছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, যে রমণীর জন্য তিনি বিলাপ করিতেছেন, যে মন্ত্রের সাধনে তাঁহার প্রাণপণ, সেই মন্ত্রের অভীষ্টদেবতা সেই স্বেচ্ছাচারিণী এমি তাঁহার সম্মুখে!

ত্রিশিলিয়ান বিষাদজড়িত অস্ফুটস্বরে কহিলেন, "হা এমি!" ত্রিশিলিয়ানকে দেখিবামাত্র সহসা এমির কমনীয় কান্তি পাণ্ডুবর্ণে পরিণত হইল। হাস্যরশ্মি-প্রভাসিত মুখচন্দ্র প্রভাত-বিধুর ক্ষীণালোকের ন্যায় ম্লান হইয়া গেল। তিনি ভয়বিস্ময়জড়িত ভগ্নস্বরে বলিলেন,—"ত্রিশিলিয়ান! এ সময়ে আমার গৃহে অনাহূতভাবে তুমি কি জন্য?"

ত্রিশিলিয়ান। তোমার ভগ্নহৃদয়-জন্মদাতা মুমূর্ষু পিতার অনুরোধে তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ তোমার অন্বেষণভার গ্রহণ করিয়া তোমাকে তোমার প্রতা-রকের কবল হইতে মুক্ত করিতে আসিয়াছি।

এমি। আমার পিতা কি তবে পীড়িত?

ত্রিশি। শুধু পীড়িত নহেন—কঠিন পীড়া। মুমূর্ষু আর বিলম্ব করিলে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে কি না সন্দেহ। তিনি এখনও তোমার মুখের একটি স্নেহের কথা শুনিলে এবং তোমার নয়নে একবিন্দু অনুতাপাশ্রু দেখিলে পূর্ব্বশোক বিস্মৃত হইয়া তোমাকে ক্ষমা করিবেন।

এমি। ত্রিশিলিয়ান! তুমি অগ্রে যাইয়া পিতাকে আমার সংবাদ দিয়া আশ্বস্ত কর। যাইবার জন্য আমাকে অনুমতি লইতে হইবে।

ত্রিশি। অনুমতি? রুগ্নশয্যায়—সম্ভবতঃ মৃত্যু-

শয্যাশায়ী পিতাকে দেখিতে যাইবার জন্য আবার অনুমতির অপেক্ষা? কাহার অনুমতি? যে পাপিষ্ঠ তোমার পিতৃগৃহে থাকিয়া তোমাকে হরণ করিয়া আতিথ্যের উপযুক্ত পরিশোধ দিয়াছে, সেই পাপিষ্ঠের নিকট অনুমতির প্রতীক্ষা? তোমার কি এতদূর অধঃপতন হইয়াছে যে, তুমি আপনার পদে আপনি কুঠারাঘাত করিবে?—তুমি নিশ্চয়ই প্রলোভনে ভ্রান্ত। যে পিতার যত্নে তুমি পালিত হইয়া পরিশেষে যাঁহার মর্ম্মে দারুণ আঘাত দিয়া এখানে আসিয়া কুহকীর কুহক-মন্ত্রে বিবেকশূন্য হইয়া আছ, আমি তোমার অপত্য বৎসল জরাজীর্ণ মুমূর্ষু পিতার প্রতিনিধিরূপে তোমাকে আদেশ করিতেছি, তুমি তোমার পিতৃভবনে যাইবার জন্য আমার সহগামিনী হও—অন্যথা তোমাকে বল-প্রয়োগে যাইতে বাধ্য করিব।

এই বলিয়া ত্রিশিলিয়ান যেমন এমিকে বলপ্রয়োগে পিত্রালয়ে লইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে হস্ত প্রসারণ করিলেন, অমনি এমি শঙ্কিত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

সহসা এমির চীৎকারধ্বনি কর্ণগোচর হইবামাত্র ফষ্টার কক্ষমধ্যে আসিয়া স্বগত বলিল—"এ কি সর্ব্ব-নাশ!" তৎপরে এমিকে বলিল—"আপনি এখানে কেন? অন্তঃপুরে গমন করুন—আর ত্রিশিলিয়ান মহাশয়! আপনি শীঘ্র এখান হইতে বিদায় হউন!"

ত্রিশিলিয়ান ক্ষোভ ও রোষমিশ্রিত পরুষ কটাক্ষে উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া উদ্যানের সীমান্তবর্ত্তী প্রাচীরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পরেই ভার্ণি তাঁহার সম্মুখীন হইয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল,—"ত্রিশিলিয়ান! যেখানে তোমার আগমন সম্ভাবিত নহে এবং কেহ ইচ্ছাও করে না—তুমি সেখানে কি জন্য?"

ত্রিশিলিয়ান ভার্ণিকে দেখিয়া ও তাহার মুখে এইরূপ সম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া, ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে কহিলেন,—"ভার্ণি পামর! তুই এখানে কি জন্য? শৃগাল যেরূপ গতজীব মেষশাবকের চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটিত করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করে, তুই কি সেইরূপ এই অবোধ বালিকার ধর্ম্মজীবন নষ্ট করিয়া এক্ষণে তাহার শব-দর্শনে পৈশাচিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে আসিয়াছিস্? পামর! সাধ্য থাকে, আত্মরক্ষা কর!"

ত্রিশিলিয়ানের মনে দৃঢ় সংস্কার ছিল যে, এই ধূর্ত্ত বিশ্বাসঘাতক ভার্ণিই এমিকে প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া বিপথগামিনী করিয়াছে। তিনি স্বয়ং আশৈশব যে প্রসূনের মধু-পানাশায় বুক বাঁধিয়া প্রোৎসাহিতচিত্তে সংসার-সোপানে পদক্ষেপ করিতেছিলেন, এই নারকীয় কীটই তাঁহার সেই পবিত্র ফুল্ল প্রসূনের ধর্ম্ম-মধু অপহরণ করিয়াছে—সুতরাং তাহাকে সম্মুখে পাইয়া তাঁহার বৈরনির্য্যাতন-বৃত্তি বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি নিষ্কোষিত অসি-হস্তে ভার্ণিকে আক্র-মণ করিলেন। উভয়ে কিয়ৎক্ষণ এইরূপে দ্বন্দ্বযুদ্ধের পর ত্রিশিলিয়ান, ভার্ণিকে নিরস্ত্র, পরাভূত ও ভূতল-শায়ী করিয়া, তাহার বক্ষে জানু চাপিয়া বলিলেন—"পামর! পাপচক্ষে বিশ্বচক্ষু ঐ মধ্যাহ্ন-তপনকে একবার প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া নরকের পথে চলিয়া

ইতিমধ্যে ল্যাম্বরণ ফষ্টারের আদেশক্রমে দ্বন্দ্বস্থলে উপস্থিত হইয়া আঘাতের প্রাক্কালেই পশ্চাদ্দিক হইতে ত্রিশিলিয়ানের হস্ত হইতে তরবারি কাড়িয়া লইয়া ভার্ণির প্রাণরক্ষা করিল।

ত্রিশিলিয়ান উঠিয়া ধীরে ধীরে কাম্নর হইতে প্রস্থান করিলেন।

[৩]

ত্রিশিলিয়ান কাম্নর ভবন হইতে প্রস্থান করিলে, ভার্ণি গাত্রোত্থান করিয়া আগমন-সঙ্কেতসূচকধ্বনি করিবামাত্র এমি চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ঐ বুঝি প্রভু আসিয়াছেন," কিন্তু অনতিবিলম্বে ভার্ণি তাঁহার সম্মুখীন হইলে, তিনি ভার্ণিকে দেখিয়া, নিতান্ত হতাশভাবে অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "কৈ—না—তিনি ত নহেন।"

ভার্ণি তাঁহার এইরূপ হর্ষবিষাদজড়িত বিভ্রম-বিলাস দর্শনে কিঞ্চিৎ শ্লেষব্যঙ্গোক্তিপূর্ণ স্বরে বলিয়া উঠিল, "সত্য বটে, এ দাস রিচার্ড ভার্ণি! কিন্তু পূর্ব্বগগনে যখন ধূসর মেঘের উদয় হইয়া, অনতিপরেই দিনমণির উদয়বার্ত্তা ঘোষণা করে, তখন সে মেঘ কি বাঞ্ছনীয় নহে?"

এমির কর্ণকুহরে যেন অমৃত-বর্ষণ হইল। তিনি হর্ষপরিপ্লুতকম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে কি অদ্য এখানে প্রাণনাথের শুভাগমন হইবে?"

ভার্ণি তাঁহার হস্তে একখানি পত্রিকা ও বহুমূল্য মুক্তাফলক-রচিত একটি কণ্ঠমালা প্রদান করিয়া বলিল, —"অদ্য তাঁহার এখানে আসিবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে।"

এমি পরিচারকগণকে যথোচিত আয়োজন করিতে আদেশ করিয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

এমি নয়নের অন্তরাল হইলে ভার্ণি ফষ্টারকে বলিতে লাগিল, "দেখ ফষ্টার, আমিই সেই দরিদ্র ভূস্বামী হিউগ রবসার্টের দরিদ্রা কন্যাকে এখানে আনিয়া এত সুখের অধীশ্বরী করিয়াছি, নতুবা তাহাকে সেই অর্ব্বাচীন ত্রিশিলিয়ানের সহধর্ম্মিণীরূপে যাবজ্জীবন দুঃখে কাটাইতে হইত। হিউগ রবসার্টও উহার সহিত তাহার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন। আমিই সেই সুদূর আরণ্য প্রদেশ হইতে সুকৌশলে এই অম্লান কুসুম হরণ করিয়া, এই সুবিশাল ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার্ব্বভৌমের শিরোভূষণ করিয়া রাখিয়াছি। রাজ্ঞী এলিজাবেথ যে গ্রহ, উপগ্রহ ও পারিপার্শ্বিক মণ্ডলে পরিবৃতা থাকিয়া শ্বেতদ্বীপের রাজাম্বরে বিরাজিতা, আমাদের প্রভু আর্ল অফ লিষ্টার সেই মণ্ডলীর সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর প্রধান গ্রহ; সচিবকুলের শ্রেষ্ঠ—রাজসভার রত্ন—মন্ত্রণায় বৃহস্পতি—ঐশ্বর্য্যে অতুল—সম্মানে সার্ব্বভৌম—অশেষগুণসম্পন্ন—অতুল রূপবান্—সদালাপী—সুরসিক ও রাজ্যেশ্বরীর প্রধান প্রেমাস্পদ ও দক্ষিণ বাহু!—আমিই স্বয়ং ঘটক হইয়া আমার প্রভুর সহিত এই দরিদ্র ভূস্বামি-তনয়ার সঙ্গোপনে মিলন করাইয়া দিয়া তাঁহাদের গুপ্ত প্রণয়ের অঙ্কুর বিকাশ করাইয়া দিয়াছি! প্রভু যখন কাননে সেই কুরঙ্গিণীর সহিত নিভৃত সাক্ষাৎ জন্য প্রবেশ করিতেন, আমিই কাননের দ্বারে প্রহরিরূপে থাকিয়া অপরের প্রবেশ নিবারণ করিতাম—আমি তাঁহাদের প্রেমলিপি বহন করিতাম—আমিই সেই সরলপ্রাণ সার হিউগ ও সেই ত্রিশিলিয়ানটাকে মিথ্যা গল্পে প্রতারিত করিয়া অন্যমনস্ক রাখিতাম—সুতরাং দেখ, এই সকল কারণে শ্রীমতীর আমার নিকট কতদূর কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকা উচিত; কিন্তু দেখ, ইহার মধ্যে তিনি আপনাকে সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্রী জ্ঞানে যে ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট দেখিতেছি, উনি আমাদের তৃণজ্ঞান করেন।'

ফষ্টার শুনিয়া কহিল—"হাঁ, অতটা সীমাবিরুদ্ধ আতিশয্য ভাল নয়।"

ভার্ণি। ভাল, ত্রিশিলিয়ানটা এখানে আসিল কিরূপে?

ফষ্টার। ল্যাম্বরণের সহিত আসিয়াছে।

ভার্ণি। ল্যাম্বরণটা আবার কে?

ফষ্টার। আপনি আমাকে পূর্ব্বে এক জন লোকের জন্য বলিয়াছিলেন, তাই আমি উহাকে মনোনীত করিয়াছি।

ভার্ণি। দেখ, ত্রিশিলিয়ানটাকে একেবারে এদেশ হইতে তাড়াইতে হইবে। আমি ল্যাম্বরণকে ওই বব্বরটার উপর লক্ষ্য রাখিতে নিযুক্ত করিয়াছি।

উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে বহির্দ্বারে আঘাতের শব্দ হইল।

ভার্ণি বিরক্তভাবে বলিল,—"এমন সময়ে কে আবার দ্বারে আঘাত করে?"

ফষ্টার দেখিয়া আসিয়া বলিল,—"মাইকেল ল্যাম্বরণ।"

ভার্ণি আচ্ছা! উহাকে পুস্তকাগারে লইয়া যাও।

ফষ্টার প্রস্থান করিলে ভার্ণি স্বগতভাবে বলিতে লাগিল—"প্রভুর স্বার্থ ও মঙ্গলামঙ্গল আমার স্বার্থ ও মঙ্গলামঙ্গলের সহিত জড়িত, তাঁহার উন্নতি ও অবনতিতে আমারও উন্নতি অবনতি, সুতরাং উঁহাদের এ গোপন বিবাহ-রহস্য কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না, এবং এমিকেও এখন এই অবরোধ হইতে মুক্ত করিব না।

এ দিকে এমি অন্তঃপুরে গমন করিয়া এক সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে মণিময় পর্য্যঙ্কে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় সুকোমল বপু বিন্যস্ত করিয়া পূর্ণায়ত-লোচনে গৃহের শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি পল্লীপালিতা গ্রাম্য-ভূস্বামি-তনয়া, সুতরাং সজ্জিত কক্ষশোভা সন্দর্শনে তাহার মনে বিস্ময় দূরে থাকুক, তাঁহার ভ্রম জন্মিয়াছিল তিনি মনে করিলেন, বুঝি এ সকল শোভা-সম্পদ্ শিল্পীর শিল্প নহে,—অদ্ভুত ইন্দ্রজাল! আর এ সকলের মূলশিল্পী সামান্য ঐন্দ্রজালিক নহে, অলৌকিক প্রেমের মহেন্দ্রজালিক শিল্পকর।

অপরাহ্ণ যতই অবসান হইতে লাগিল, এমির হৃদয়-সরসী আশার লহরী-লীলায় পূর্ণ হইয়া উৎসাহ-সমীরণে ততই হিল্লোলিত হইতে লাগিল। আকর্ণ-বিস্তৃত নয়ন-যুগলের স্বাভাবিক জ্যোতি, স্ফূর্ত্তির জ্যোতির সহিত মিলিত হইয়া, তাঁহার

মুখকান্তি আরও সুন্দর হইয়া উঠিল। জেনেট * বহুমূল্য হীরকের অলঙ্কারে সাজাইয়া তাঁহার সুষমা শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়া দিল।

এইরূপে বেশবিন্যাস সমাপ্ত হইলে এমি নিতান্ত অস্থিরতার সহিত মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এইবার দিনমণি অস্তমিত হইলেই আমার সেই গুণ-মণির উদয় হইবে, আর আমিও শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার উপকরণে আমার এই হৃদয়-মন্দির সাজাইয়া সেই দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রেমানন্দে পূজা করিব।

তিনি সজ্জিত বাসরে বসিয়া আপন মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে এক আগন্তুক সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। চন্দ্রমাদর্শনে স্রোতস্বিনী যেরূপ উল্লাসে উদ্বেল হইয়া সফেন সলিলোচ্ছ্বাসে পুলিনদেশ প্লাবিত করে, তদ্রূপ আগন্তুকের মুখচন্দ্র-দর্শনে তাঁহার প্রীতিবিস্ফারিত নয়নযুগল আনন্দাশ্রুবর্ষণে রক্তিমকপোল আপ্লুত করিল। অশ্রুবিন্দুগুলি যেন হারবিশ্লিষ্ট মুক্তাফলের ন্যায় অবিরলধারে ভূমিতলে পতিত হইতে লাগিল। হৃদয়ের বিষণ্ণতা সৌরকর-সম্মিলনে কৃজ্ঝটিকার ন্যায় অপসারিত হইয়া গেল।

পাঠক! এই আগন্তুকের পরিচয় বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন—ইনি স্বয়ং আরল অফ লিষ্টার! এই উপন্যাসের নায়ক।

আরল আবেশ-উদ্‌ভ্রান্ত-ভাবে এমিকে আলিঙ্গন করিয়া, উচ্চমঞ্চস্থিত আসনে উপবেশন করাইয়া তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। অসঙ্কোচে তাঁহা-দের প্রেমগর্ভ রসালাপ চলিতে লাগিল। সুদীর্ঘ বিরহে মধুর মিলন—বিরহ-বিধুরা বিরহিণীর বহুদিন পরে হৃদয়-রঞ্জন বিরহনাশন প্রাণকান্তকে নিরজনে দরশন —বহুদিন ঊর্দ্ধমুখে আঁখিনীরে ভাসিয়া তৃষিতা চাত-কীর নবনীরদ-সমাগম!—বিমল চাঁদিনী রাতে সোনার বরণ মেঘের কোলে চকোরী চাঁদে সম্মিলন!—পিপাসিতা কামিনী নয়ন ভরিয়া, প্রাণ ভরিয়া, হৃদয় ভরিয়া প্রেমপীযুষপানে প্রাণের পিপাসা শান্তি করিলেন—সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল। নিবাত-নিষ্কম্প-পদ্মপলাশ-লোচনে আরলের বসন-ভূষণ ও সম্মানপদকগুলি একে একে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। সেগুলি দেখা শেষ হইলে আরল বলিলেন,—"প্রিয়ে! এখন তো তোমার দেখার সাধ মিটিল?—আরও এরূপ অনেকগুলি পদক-রত্ন আছে, রাজ-দরবারে গমনকালে ব্যবহৃত হয়।"

এমি। এ সকল সাধ মিটিয়াছে। আমি রত্না-ভরণ, সুরম্য হর্ম্ম্য ও সুরম্য নিকুঞ্জ চাহি না—এখন আমি সাধারণে তোমার ধর্ম্মপত্নী বলিয়া পরিচিতা হইয়া, তোমার নিকেতনে তোমার পদতলে বসিয়া, তোমার পদসেবা করিতে পাইলেই আমার সকল সাধ পূর্ণ হয়।

আরল। সাধারণে পরিচিত?—অবশ্যই এক দিন হইবে। সে সাধ কি আমার নাই এমি? কিন্তু তুমি জান না যে, যাহারা উচ্চপদ রাজসেবার বহন করেন, তাঁহাদের হস্তপদ এরূপ বদ্ধ থাকে—আমারও সেই দশা। যদিও আমি রাজসংসারে অতি উন্নত স্থান লাভ করিয়াছি, তথাপি সে স্থান আমার পক্ষে নিরাপদ নহে—আমার এই গুপ্ত পরিণয় প্রকাশ হইয়া পড়িলে আমার সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং আপাততঃ কিছু দিন তোমাকে এইখানে এই ভাবে থাকিতে হইবে। আমিও মধ্যে মধ্যে আসিয়া সাক্ষাৎ করিব—এ জন্য তুমি ক্ষুণ্ণ হইও না।

এইরূপ কথোপকথনে ভোজনকাল আগত হইল। আল-দম্পতি ভোজনকক্ষে গমন করিলেন। ভার্ণি ও ফষ্টারও কাউন্টেসের নিমন্ত্রণানুসারে আসিয়া একত্র ভোজনে উপবিষ্ট হইল। জেনেট পরিবেশন করিয়া সকলকে তৃপ্তির সহিত ভোজন করাইল। জেনেট অনিন্দ্যসুন্দরী; পূর্ণেন্দুমুখী জেনেটের রূপ-মাধুরী অযত্নসিদ্ধ ও অঙ্গরাগশূন্য। তরুণীর প্রশান্ত ও সুকোমল মুখকমলে সুবঙ্কিম ভ্রূযুগ-শোভিত ভ্রমর-কৃষ্ণ আঁখি দুটি যেন হাসিতেছে—নিরাভরণা সুন্দরী যেন বিবসনা বনদেবী। আল-দম্পতি জেনেটের পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইয়া আহারান্তে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। ভার্ণি ফষ্টার প্রভৃতি সকলে স্ব স্ব গৃহে গমন করিল।

পরদিবস প্রভাতে আল শয়নকক্ষ হইতে বহির্গত হইলে ভার্ণি তাঁহার বেশবিন্যাস প্রভৃতি দৈনন্দিন পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল। আর্ল রাত্রিবাস ত্যাগ করিতে করিতে বলিলেন—"ভার্ণি! ঐ যে স্বর্ণ

* জেনেট এণ্টনী ফষ্টারের কন্যা এবং এক্ষণে এমির সহচরীরূপে নিয়োজিতা।

শৃঙ্খল-বদ্ধ পদকগুলি পড়িয়া রহিয়াছে, ঐগুলিকে যথাস্থানে রাখ। গত কল্য ও-গুলি বহন করিয়া আমার স্কন্ধে বেদনা হইয়াছে, আর ও-সকলে আমার স্পৃহা নাই। আমাদের মত মূর্খদিগকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্যই চতুর রাজচক্রবর্ত্তিগণ সম্মান ও মর্য্যাদা প্রদানের ব্যপদেশে ঐ সকল শৃঙ্খলের আবিষ্কার করিয়াছেন। আমার সম্মান ও সম্পদ্ যথেষ্ট হইয়াছে। বহু দিন হইতে অস্থির সাগরে তরি ভাসাইয়া আসিতেছি—এখন ইচ্ছা হয়, কূলে বসিয়া বিশ্রাম করি।"

ভার্ণি। তবে কি এখন এ সাগর ত্যাগ করিয়া বিলাসসাগরে তরি ভাসাইবেন ?

আর্ল। এ কিরূপ শ্লেষ ভার্ণি ?

ভার্ণি। শ্লেষ নহে প্রভু! আপনি রাজকার্য্য হইতে অপসৃত হইলে আপনার কি পরিণাম ঘটিবে, একবার কল্পনা করিয়া দেখুন—রাজলক্ষ্মীর অনুকম্পার সুদৃঢ় ভিত্তিতে আপনার যে দিগন্তদর্শী সুবিশাল যশঃস্তম্ভ এতদিন সগর্ব্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া আপনার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছে, সেই স্তম্ভ বালসূর্য্যের উদয়ে প্রভাত-তুষারের ন্যায় ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে—প্রভু! ভাবিয়া দেখুন দেখি, সেই অধঃপতিত স্তম্ভ কাহার মস্তক চূর্ণীকৃত করিবে ?

কল্পনা করুন, যেন আপনি অপসৃত—রাজকোপে পতিত, সকলের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়া সুদৃঢ় ব্যবধানে অবস্থিতি করিতেছেন—কি স্তুতি—কি নিন্দা—কি মিত্রগণের হা-হুতাশ—কি শত্রুগণের জয়োল্লাস—কিছুই আপনার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে না। আপনার সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী সুযোগ পাইয়া আপনার উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে—এতাবৎকাল যে বিশাল মহীরুহের অন্তরালে থাকিয়া সর্ব্বলোকবাঞ্ছিত সূর্য্যালোকভোগে বঞ্চিত ছিল, বিনা ঝঞ্ঝায় সে পাদপ পতিত হওয়ায় অনায়াসে সেই আলোক ভোগ করিতেছে এবং যদিও ক্ষমাগুণের অনুরোধে পতিত তরুর মূলোৎপাটনে নিবৃত্ত হয়! আপনি তখন কোথা ?—কিরূপ অবস্থায় পতিত ? যিনি রাজ্ঞীর পার্শ্বে শাসনদণ্ড ধারণ করিয়া মহাসভা শাসন করিতেন—তিনি কি না এখন সামান্য ভূস্বামী—কুকুর লইয়া মৃগয়া করিতেছেন—গ্রাম্যনারী লইয়া রঙ্গ করিতেছেন—সেরিফের অধীনে থাকিয়া তাহার আদেশে লোক-সংগ্রহ করিতেছেন—

আর্ল। ভার্ণি—আর না, যথেষ্ট হইয়াছে—

ভার্ণি। প্রভু! এখনও বক্তব্য কিছু বাকি আছে। মনে করুন, আপনি অপসৃত—লর্ড সাসেক্স ইংলণ্ডের শাসনকর্ত্তা! আর আপনি রমণীর প্রেমে অন্ধ হইয়া সকল আশা-ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া অলস ও অকর্ম্মণ্যভাবে গ্রাম্য-জীবন অতিবাহিত করিতেছেন।

আর্ল। "ভার্ণি! নিরস্ত হও—আর না—আমি অবসর লইবার কথা মুখে আনিব না। যাও, তুমি অশ্ব সজ্জিত করিয়া আমার যাত্রার উদ্যোগ কর—" এই বলিয়া আর্ল বিষণ্ণভাবে পরিচ্ছদাগার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ভার্ণি মনে মনে বলিতে লাগিল,—"যাও! তোমার বিদায়ে আমি সন্তুষ্ট হইলাম—এখন তোমার উভয় সঙ্কট। তোমার হস্তে যে হিরণ্ময়ী প্রতিমা আনিয়া দিয়াছি, তুমি তাহার উপাসনা করিবে—না ? দুরাকাঙ্ক্ষার সেই মোহিনী মূর্ত্তিখানি—যাহা হৃদয়ে আঁকিয়া রাখিয়াছ, তাহারই চরণসেবা করিবে ? ঐ যে হৈমকিরীটিনী শিখরিণী দেখিতেছ, উহার উত্তুঙ্গ শিখরে তোমাকে উঠিতে হইবে ; কিন্তু তুমি একলা পারিবে না—এই রিচার্ড ভার্ণির হস্তধারণ করিয়া উঠিতে হইবে—আর শ্রীমতী এমি সুন্দরি! তুমি প্রভুর মহিষী হইয়াছ—হও, তাহাতে ক্ষতি নাই—ভার্ণিকে উপেক্ষা করিও না ; ভার্ণিই তোমার এই সম্পদের সোপান ; যদি সোপানে পদাঘাত কর, অথবা উল্লঙ্ঘন কর, আরোহণে কৃতকার্য্য হইবে না—পদস্খলিত হইয়া অধঃপতিত হইবে—এইরূপ স্বগত চিন্তা করিয়া কুচক্রী ভার্ণি অবশেষে প্রভুর যাত্রার উদ্যোগ করিবার জন্য বহির্গত হইল।

আর্ল কাউণ্টেসের নিকট বিদায় লইবার জন্য শয়নকক্ষে গমন করিলেন। যামিনীতে এমির মুখখানি যেন মেঘনির্ম্মুক্ত হিমাংশুকিরণে বিকশিতা কুমুদিনীর ন্যায় ঢল ঢল করিতেছিল। এখন যামিনীর অবসান—কুমুদকান্ত অস্তগামী, তাই কুমুদিনীও বিষাদিনী—বস্তুতঃ বিরল-ভূষণা অসম্বৃতবসনা বালা সুখদা ক্ষণদাক্ষয়ে বিকলা শশিকলার ন্যায় কান্তবিরহে একান্ত ব্যাকুলা হইলেন। কবরীবন্ধন শিথিল হইয়া অবেণীসংবদ্ধ অলকদাম আলুলায়িত হইয়া পড়িয়াছিল, আর্ল তাঁহাকে বক্ষে চাপিয়া আলিঙ্গন করিয়া বহু কষ্টে বলিলেন—"প্রিয়তমে! জগদীশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন,

অরুণদেব গগনপথে দেখা দিয়াছেন, এখন আমি বিদায় লই—"

কাউণ্টেস। "নাথ, একটি কথা! যদি কোন আশঙ্কার কারণ থাকে, তবে আমাদের বিবাহের কথা আপাততঃ সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু আমার পিতার নিকট কি গোপন রাখা উচিত? তিনি আমার শোকে মুমূর্ষুপ্রায় হইয়াছেন—আবার নাকি তিনি পীড়িত; সুতরাং আমার ইচ্ছা যে, আমি স্বয়ং একবার যাইয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসি।"

আর্ল। "পীড়িত? কাহার নিকট হইতে শুনিলে, তিনি পীড়িত? সম্প্রতি আমি সংবাদ পাইয়াছি, তিনি সুস্থশরীরে মৃগয়া করিতেছেন; এখন তাহার নিকট গুপ্তপরিণয় প্রকাশের ইচ্ছা মনে স্থান দিও না. তাহা হইলে এ কথা ত্রিশিলিয়ানের কর্ণগোচর হইবে আর ত্রিশিলিয়ান আমার চিরবৈরী র‍্যাডক্লিফ—যাহাকে সকলে লর্ড সাসেক্স বলিয়া জানে—তাহার আত্মীয় অনুগত; সুতরাং এ সংবাদ সাসেক্সের কানে ও রাজ্ঞীরও কর্ণগোচর হইতে বাকী থাকিবে না। তাহা হইলে আমার সর্ব্বনাশ—এ কি? তোমার কি অসুখ বোধ হইতেছে? এখনও শয্যাত্যাগের সময় হয় নাই. তুমি শয়ন কর গে—আমি এখন চলিলাম।"—এই বলিয়া আর্ল প্রাঙ্গণে আসিয়া, দীর্ঘাবরণে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া, অশ্বারোহণে প্রাঙ্গণভূমি অতিক্রম করিয়া প্রস্থান করিলেন। ভার্ণি ফষ্টারকে কতকগুলি মুদ্রা প্রদান করিয়া কহিল—"প্রভু তোমাকে ও তোমার কন্যা জেনেটকে এই পুরস্কার দিয়াছেন।"

ফষ্টার। (সবিস্ময়ে) আমার কন্যাকে আবার পুরস্কার কেন? আমি প্রভুকে চিনিয়াছি; ও পুরস্কার নহে, প্রলোভন মাত্র—বড় লোকের আসক্তি এক রমণীতে অধিক দিন থাকে না—শশিকলার ন্যায় দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

ভার্ণি। এণ্টনি! তুমি কি পাগল হইয়াছ? তোমার এত কি সৌভাগ্য হইবে যে, জেনেট প্রভুর সু-নজরে পড়িবে? পাপিয়ার সঙ্গীত ছাড়িয়া কেহ কি ছাতার পাখীর কর্কশ রব শুনিতে ইচ্ছা করে?

ফষ্টার। পাপিয়া আর ছাতার ব্যাধের নিকট সবই সমান—আপনি ত কিরাতের শৃঙ্গনিনাদক সহচর; বাঁশীস্বরে কত শত নিকুঞ্জবিহারিণী বিহঙ্গিনীকে তাঁহার জালে নিক্ষিপ্তা করিয়াছেন; কিন্তু নিশ্চয় জানিবেন, আমার জেনেট নিষ্কলঙ্ক থাকিবে।

ভার্ণি। আমার কি আর ইচ্ছা যে, তোমার কন্যা তোমার হস্তধারণ করিয়া নরকের প্রশস্ত পথে বিচরণ করে? সে যা হৌক, ত্রিশিলিয়ানের কায়র দর্শনের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।

এই বলিয়া ভার্ণি অশ্বারোহণানন্তর প্রাঙ্গণভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সবলে অশ্বচালনা করিয়া ব্র্যাকবেয়ারে উপস্থিত হইয়া ল্যাম্বরণের সহিত সাক্ষাৎ করিল।

ল্যাম্বরণ ভার্ণির উপদেশক্রমে ত্রিশিলিয়ানের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে নিযুক্ত ছিল, এক্ষণে ভার্ণি তাহাকে সে বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে, ল্যাম্বরণ কহিল, "কি করিব মহাশয়! তিনি যতক্ষণ জাগিয়া ছিলেন, ততক্ষণ তাঁহাকে চোখে চোখে রাখিয়াছিলাম। তৎপরে তিনি নির্দ্দিষ্ট কক্ষে যাইয়া শয়ন করিলেন, কিন্তু কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, কোন সন্ধান পাইতেছি না।"

ভার্ণি শুনিয়া বলিল—"চলিয়া গিয়াছে, আপদ গিয়াছে। আচ্ছা, ল্যাম্বরণ! বড় লোকের নিকট কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা কর? কখন দরবার দেখিয়াছ?"

ল্যাম্বরণ। কখন চক্ষে দেখি নাই, সপ্তাহে একবার করিয়া স্বপ্নে দেখিয়াছি

ভার্ণি। তবে এইবার স্বপ্ন সফল কর। বড় লোকের নিকট থাকিতে হইলে কি কি গুণের আবশ্যক জান?

ল্যাম্বরণ। (১) তীক্ষ্ণদৃষ্টি (২) মৌনাবলম্বন (৩) সকল সময়ে সকল কার্য্যে উদ্যম ও সাহস (৪) সতেজ বুদ্ধিবৃত্তি (৫) নিস্তেজ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি—

ভার্ণি। তোমার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি কি কোন কালে ছিল?

ল্যাম্বরণ। বোধ হয় না—তবে বাল্যকালে যদি কিছু থাকিয়া থাকে, তার পরে যুদ্ধক্ষেত্রে ও সাগরগর্ভে ঢালিয়া দিয়াছি—

ভার্ণি। বেশ, তবে এস।

ল্যাম্বরণ। আমার প্রভু কে?

ভার্ণি। সার রিচার্ড ভার্ণি।

ল্যাম্বরণ। তবে না রাজমন্ত্রী?

ভার্নি। তবে তাই।

এইরূপ কথাবার্ত্তায় উভয়ে উডষ্টক নামক রাজ-কাননে আসিয়া উপস্থিত হইল। উডষ্টক ইংলণ্ডের পুরাকালীন রাজকীয় নিকুঞ্জ-কানন; এই নিকুঞ্জেই দ্বিতীয় হেনরী রোসালন্দ সুন্দরীকে লইয়া গুপ্তলীলা করিয়াছিলেন।

অদ্য কাননের সুপ্রভাত। সন্নিহিত গ্রামসমূহের আবালবৃদ্ধবনিতা রাজ-প্রতিনিধি-দর্শন-লাভ-লালসায় দলে দলে আসিয়া কানন-ভূমি পূর্ণ করিতেছে। আরল অভ্যাগত ব্যক্তিগণকে শিষ্টাচারে আপ্যায়িত করিয়া অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

[৪]

ফষ্টার কর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া কাম্নর ভবন হইতে প্রত্যাগমনকালে ভার্নির সহিত ত্রিশিলিয়ানের দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয় এবং সেই দুর্ঘটনার পর তিনি ব্ল্যাকবেয়ারে প্রত্যাগমন করিয়া সমস্ত দিন একাকী নিজ কক্ষেই ছিলেন। সন্ধ্যার সময় অভ্যর্থনাকক্ষে উপবেশন করিলে ধূর্ত্ত ল্যাম্বরণ ভার্নির উপদেশানুসারে পুনরায় ঘনিষ্ঠ-ভাব দেখাইয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে প্রয়াসী হইলে ত্রিশিলিয়ান তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিয়া তাহার সংসর্গ পরিহার পূর্ব্বক ক্ষিপ্রভাবে সায়াহ্ন-ভোজন সমাপন করিয়া নিজকক্ষে যাইয়া শয়ন করিলেন।—শয়ন করিলেন বটে, কিন্তু নিদ্রা আসিল না। বর্ষাবারি-প্লাবনে প্রবাহিণী-বক্ষের ন্যায় অনন্ত চিন্তাস্রোতে তাঁহার চঞ্চল হৃদয় আলোড়িত হইল। এমির নিষ্কলঙ্ক মুখচন্দ্রখানি তাঁহার মানস-গগনে উদিত হইয়া সেই বিপুল চিন্তাস্রোতে ভাসিতে লাগিল। তিনি অর্দ্ধস্তিমিত-নেত্রে নিশ্চলভাবে সেই মুখখানি দেখিতে দেখিতে বিষম অন্তর্দ্দাহে ব্যথিত হইয়া শয্যাতলে ছটফট করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে সহসা তাঁহার কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া জাইলস্ গসলিং কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কহিলেন—"ত্রিশিলিয়ান মহাশয়! আপনার মুখে রক্তের চিহ্ন ও আপনার ভাবভঙ্গী দেখিয়া আমি আপনার বিপদাশঙ্কা করিতেছি; কারণ, এণ্টনি ফষ্টার একে অতি ভয়ঙ্কর লোক, তাহাতে আমার ভাগিনেয় তাহার সহকারী, তাহাতে আবার এক দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি উহাদের পৃষ্ঠপোষক—আপনার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিতে ক্ষতি কি, কাম্নর ভবনের রমণীঘটিত গোলযোগের সেই দুর্দ্দান্ত ভার্নিই মূল। নারীজাতি স্বয়ং অস্ত্র ধরে না বটে, কিন্তু জগতে যত অস্ত্রাঘাত হইয়া থাকে, তৎসমুদয়েরই মূল।"

ত্রিশিলিয়ান। হাঁ মহাশয়! দুরাত্মারা যে রমণীকে এখানে অবরোধ করিয়াছে, আমি তাহাকে চিনিয়াছি। অবরুদ্ধা রমণীর পিতামহ সার রজার রবসার্টের সহিত আমার পিতামহের কোন সূত্রে আন্তরিক সখ্য জন্মিয়াছিল ও রমণীর পিতা সার হিউগ রবসার্টের সহিত আমার পিতার একরূপ ভ্রাতৃভাব সংস্থাপিত হইয়াছিল; সুতরাং সার হিউগ রবসার্ট আমাকে অপত্যনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিয়া থাকেন। আমার পিতৃবিয়োগ হইলে পিতৃসখা সার হিউগ আমাকে নিজ-গৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন। আমি তথায় যাইলাম। তিনি আমার প্রতি এতদূর স্নেহ ও বাৎসল্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, আমি তাঁহার অনুরোধে বাধ্য হইয়া তাঁহার ভবনে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম; আমার তখন বাল্যাবস্থা। আমি তাঁহার গৃহে প্রতিপালিত হইতে লাগিলাম। তাঁহার কন্যা ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিল, স্বভাব-সুন্দরী লাবণ্যময়ীর লাবণ্যকুসুম বিকসিত হইল। শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় দিন দিন রূপলাবণ্য বাড়িতে লাগিল। আমরা সর্ব্বদা একত্রে খেলিতাম, সুতরাং সংসক্তি বশতঃ আমার আসক্তি ও প্রসক্তির সঞ্চার হইল প্রসঙ্গক্রমে দিন দিন আসঙ্গ বাড়িতে লাগিল। যুবতীর পিতা তাহা বুঝিলেন। আমাদের উভয়ের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইল। কিন্তু যুবতীর আমার উপর প্রণয়ের পরিবর্ত্তে যথোচিত ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল; তাঁহার অনুরোধে পরিণয় তৎকালে সম্পন্ন না হইয়া একবৎসর পরে হইবে বলিয়া স্থগিত রহিল। এই সময়ে রিচার্ড ভার্নি আসিয়া উপস্থিত হইল। ভার্নি সার হিউগের অতি দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়। নরাধম সেই সম্পর্কে বলীয়ান্ হইয়া সার হিউগের গৃহে প্রবেশ করিয়া সেই স্থলেই অবস্থিতি করিতে লাগিল। দুরাত্মার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই সুখের গৃহে অশান্তি প্রবেশ করিল। পরস্পরে সর্ব্বদা নিভৃতে দেখা-সাক্ষাৎ আরম্ভ হইল এবং অতিশয় ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। কিছু দিন পরে এক দিন দেখা গেল, উভয়েই গৃহত্যাগ

করিয়া পলায়ন করিয়াছে এবং সেই অবধি কেহ তাহাদের কোন সন্ধান পায় নাই। অদ্য প্রাতে ডুবাস্মা ফষ্টারের গৃহে আমি তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। আর অধিক কি বলিব, হতভাগিনী ধর্ম্মচ্যুতা হইয়া নরাধম ভার্ণির রক্ষিতা শয্যাসঙ্গিনীরূপে তথায় অবরোধবাসিনী হইয়া রহিয়াছে।

গসলিং। এতক্ষণে আপনার দ্বন্দের কারণ বুঝিলাম; রমণী যখন আপনাতে অনুরক্তা নহেন, এবং আপনার অনুরাগের যোগ্য পাত্রীও নহেন, তখন—

ত্রিশিলিয়ান। অন্য প্রয়োজন ছিল না যুবতীর পিতা আমার পিতৃতুল্য। হতভাগিনী পিতার বক্ষে দারুণ আঘাত করিয়া অভিসারিকার ন্যায় অভিসারে অবস্থিতি করিতেছে। আহা, বৃদ্ধকে দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, পাষাণও বিগলিত হয়। আশৈশব যাহাকে অকলুষিত ধর্ম্মজীবনে জীবন্ত দেখিয়াছি, আমি থাকিতে অকালে সেই জীবন বিনষ্ট হইবে, ইহা চক্ষে দেখিতে পারিব না—আর একবার সেই হতভাগিনীকে বুঝাইয়া বলিব, কি লর্ড লিষ্টারকে জানাইব, কি রাজ্ঞীর নিকট ভার্ণির নামে অভিযোগ করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।

গসলিং। ভার্ণি লিষ্টারের অতীব প্রিয়পাত্র। সম্ভবতঃ তিনি ভার্ণির পক্ষই সমর্থন করিবেন। আপনি সার হিউগ রবসার্টের স্বাক্ষরিত একখানি আবেদনপত্র লইয়া রাজ-দরবারে অভিযোগ করুন।

ত্রিশিলিয়ান। এই সদ্যুক্তি বটে; আমি কল্য প্রত্যুষেই এখান হইতে বিদায় হইব।

গসলিং। প্রত্যুষে নহে, অদ্য রাত্রেই আপনি যাত্রা করুন; আমার ভাগিনেয়ের অদৃষ্টে বিধাতা ফাঁসিকাষ্ঠেই মৃত্যু লিখিয়াছেন, কিন্তু আমার এমন ইচ্ছা নয় যে, সে আমার আশ্রমস্থ কোন অতিথিকে হত্যা করিয়া সেই বিধিলিপির সার্থকতা করে। আপনি প্রস্তুত হউন, অশ্ব সজ্জিত আছে।

ত্রিশিলিয়ান আশ্রমস্বামীর প্রাপ্য পরিশোধ করিয়া অশ্বারোহণ পূর্ব্বক ব্লাকবেয়ার পান্থনিবাস পশ্চাৎ রাখিয়া তামসী রজনীর অনন্ত প্রসারিত অন্ধকারে ক্ষীণ আশার স্ফুলিঙ্গালোক মাত্র অবলম্বনে ধীরে ধীরে গ্রামের সীমা অতিক্রম করিলেন।

[৫]

সদাশয় গসলিংএর উপদেশক্রমে সাধারণের অলক্ষিতে ও প্রচ্ছন্নভাবে গমন করিতে ইচ্ছুক হইয়া ত্রিশিলিয়ান নিভৃত, নির্জ্জন ও দুর্গম পথ অবলম্বন করিয়া গমন করিতে লাগিলেন; কিন্তু বক্র, বন্ধুর, অপরিচিত, আলোকবিহীন পথে গমন করা নিতান্ত কষ্টকর; সুতরাং গ্রামের সীমা অতিক্রম না করিতেই কনক-কিরীটিনী উষারাণী ফুলসাজে সাজিয়া হাসিতে হাসিতে পূর্ব্বাশার হৈম-দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া ধীরে ধীরে সুনীল গগনের তমসাবরণ অপসারিত করিলেন। সেই সঙ্গে চপল পবন সরসীজলে কমলিনীর কমলমুখ চুম্বিয়া আবার উষাসখী দিগঙ্গনার বক্ষ হইতে কনক-অঞ্চল সরাইয়া দিল—প্রসারিত অঞ্চলের কনক-বিভায় দিঙ্‌মণ্ডল রঞ্জিত হইল। চতুর ভৃঙ্গ নলিনীর মুখমধুপানে বিভোর হইয়া পরাগ-রাগ-রঞ্জিত মুখেই সুতানে গুঞ্জন করিতে লাগিল। বিটপিনী পত্রান্ত-গলিত-নৈশ-শিশির-পাতচ্ছলে হর্ষনীর বর্ষণ করিয়া উষা-রাণীকে প্রণয়োপহার দিবার জন্য অর্দ্ধস্ফুটন্ত কুসুমের ডালি সাজাইতে লাগিল। সাদা সাদা ভাঙ্গা ভাঙ্গা খণ্ডমেঘগুলি নীলিম নীরেন্দ্রবক্ষে ফেনমণ্ডিত তরঙ্গ-লেখার ন্যায় সুনীল আকাশে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। বিহঙ্গকুল কলরবে বিভাবরী-অবসান ঘোষণা করিল। প্রকৃতি শান্তি-হিল্লোলে ভাসিয়া উঠিল।

ত্রিশিলিয়ান দেখিলেন, তিনি গ্রামের সীমান্তেই রহিয়াছেন। আবার বিঘ্নের উপরে বিঘ্ন—তাঁহার অশ্বের একখানি লৌহ-পাদুকা স্খলিত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং অশ্বের পাদুকা প্রস্তুত করাইবার জন্য নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া এবং অশ্বকে চলচ্ছক্তিহীন হইয়া আসিতে দেখিয়া এক হস্তে অশ্বরশ্মি ধারণ পূর্ব্বক একটি সঙ্কীর্ণ ও কর্দ্দমময় পথের রেখানুসরণ করত কিয়দ্দূর যাইয়া এক ক্ষুদ্র কৃষকপল্লীতে জনৈক বৃদ্ধা গৃহিণীকে তাহার কুটীরদ্বার সম্মার্জ্জন করিতে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্রে! এখানে কোন কর্ম্মকার আছে? আমার অশ্বের পাদুকা স্খলিত হইয়া গিয়াছে।"

বৃদ্ধা তাঁহার সহিত আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া উচ্চৈঃস্বরে "মাষ্টার ইরাসমাস হালডে! কে আসিয়াছে দেখ," বলিয়া বারংবার আহ্বান করিলে

এক চর্ম্মাবৃত, কঙ্কালাকৃতি, প্রশস্তললাট ও কোটরগত-নয়নবিশিষ্ট, কুব্জপৃষ্ঠ, ন্যুব্জদেহ, শুক্লকেশ ব্যক্তি বহু প্রাচীন ছিন্নপৃষ্ঠ একখানি গ্রন্থ-হস্তে কুটীর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া জ্ঞানালোকপ্রদীপ্ত-নয়নে ত্রিশিলিয়ানের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "আপনার কি প্রয়োজন ?"

ত্রিশিলিয়ান পণ্ডিতবরকে আপন অশ্বের অবস্থা জানাইলে পণ্ডিতবর কহিলেন—"অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে এক কর্ম্মকার আছে—আপনি এইখানে মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাপন করুন ; আপনার অশ্বও নবীন শষ্প ভক্ষণ করুক।"

ত্রিশিলিয়ান সম্মত হইলেন। গৃহিণী নিজ অবস্থানুরূপ রন্ধন করিয়া ত্রিশিলিয়ানকে আহার করাইলেন। ত্রিশিলিয়ান আহারান্তে পণ্ডিতবরকে কহিলেন—"মহাশয়, এইবার আমার কর্ম্মকারের নিকট যাইবার পথটি অনুগ্রহ পূর্ব্বক দেখাইয়া দিন।"

হলিডে। যদি পথ দেখাইয়া দিতে হয়, আমার ছাত্রকে পাঠাইব ; রিচার্ড!—রিকার্ডি!—ডিকি!"

গৃহিণী। তুমি কি আমার বাছাকে যমের বাড়ী পাঠাইতে চাও ?

হলিডে। ভয় নাই, ডিকি পর্ব্বতের উপর হইতে অঙ্গুলিসঙ্কেতে পথ দেখাইয়া দিয়া আসিবে। ডিকি অস্ত প্রাতে বাইবেল আবৃত্তি করিয়াছে। রিচার্ড! —ডিকি!—রিকার্ডি!

শিক্ষকের সস্নেহ সম্ভাষণে আদরের ছাত্র রিকার্ডি শাখামৃগের মত দ্রুতগতিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বৎসের মূর্ত্তিখানি অপরূপ ; যেমন মুখভঙ্গী, তেমনি অঙ্গভঙ্গী—তেমনি গমনভঙ্গী—কোটরগত নয়নে ভঙ্গী-পূর্ণ অপাঙ্গদৃষ্টি যেন বিজলী খেলিতেছে।

ত্রিশিলিয়ান বালককে দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন যে, বালক চতুর ও বুদ্ধিমান্ এবং তাহার ইচ্ছা হইলে সে পিতামহী বা গুরুমহাশয় কাহারও অনুমতির অপেক্ষা রাখিবে না। তিনি বালককে বলিলেন— "রিচার্ড! তুমি আমাকে কর্ম্মকারের বাসস্থানটি দেখাইয়া দিলে আমি তোমাকে একটি রৌপ্যমুদ্রা দিব।"

ডিকি তাঁহার দিকে চাহিয়া ইঙ্গিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া কহিল—"আমি পথ দেখাইতে যাইব, আর যদি আমাকে ভূতে ধরিয়া লইয়া যায় ? (প্রাঙ্গণের দিকে চাহিয়া) যেমন ঐ চিল ঠাকুরমার কুক্কুট-ছানা লইয়া যাইতেছে ?" গৃহিণী দেখিলেন, সত্যই একটা বড় চিল তাঁহার একটি গৃহপালিত কুক্কুটশাবক লইয়া যাইতেছে—তিনি-চিল! 'চিল!' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে সেই দিকে ছুটিলেন—ডিকিও সেই সময়ে অবসর বুঝিয়া ত্রিশিলিয়ানকে বলিল,—"আর কেন ? এই বেলা"—এই বলিয়া এক লম্ফে প্রাঙ্গণ-ভূমি অতিক্রম করিল। ত্রিশিলিয়ানও তাহার অনু-সরণ করিলেন।

উভয়ে এইরূপে কিয়দ্দূর গমন করিয়া এক জনশূন্য জলাভূমির নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলে, ডিকি বলিল—"এই পর্য্যন্ত আমাদের যাত্রার সীমা। ঐ সম্মুখের প্রস্তরখণ্ডের উপর আপনার দেয় মূল্য রাখিয়া, অশ্বকে ঐ স্থানে বন্ধন করিয়া, তৎসঙ্গে তিনবার উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া কিঞ্চিদ্দূরে অদৃশ্যভাবে অবস্থান করিলেই কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিবেন, আপনার অশ্বের পাদুকা প্রস্তুত হইয়াছে।"

ত্রিশিলিয়ান ডিকির উপদেশমত সমস্তই করিলেন ; কিন্তু তত উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিতে না পারায় ডিকি বিকটবদনভঙ্গী করিয়া প্রাণপণে তিনবার চীৎকার করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে লৌহযন্ত্রের ঠন্-ঠন্ ধ্বনি ত্রিশি-লিয়ানের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। তিনি অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত শিলাখণ্ড-সমীপে গমন করিয়া দেখিলেন, অশ্বও নাই—রক্ষিত মুদ্রাও নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ সংশয়বিস্ময়াকুলিতচিত্তে অনতিদূরবর্ত্তী ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষগুল্মলতাবল্লরী-বেষ্টিত বনভূমির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, দীর্ঘকুন্তল, লম্বিতশ্মশ্রু ও ধূম্রক্লেদ-ক্লিন্ন এক ভীষণ মূর্ত্তি আপাদ-মস্তক রোমচর্ম্মে আবৃত হইয়া অশ্বের পাদুকা প্রস্তুত করিতেছে! ত্রিশিলিয়ান তাহার সম্মুখীন হইবামাত্র কর্ম্মকার তাঁহাকে আততায়ী জ্ঞানে হস্তস্থ লৌহ-মুদ্গর উত্তোলন করিয়া সংগ্রামসজ্জায় দণ্ডায়মান হইল।

ত্রিশিলিয়ান তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া বলিলেন,— "ওরে ছদ্মবেশী বঞ্চক! তুই কে ? কি জন্যই বা এখানে এ ভাবে রহিয়াছিস্ ? আমি তোকে বিচারা-লয়ে লইয়া গিয়া দণ্ডভোগ করাইব, নতুবা তোর মস্তক দ্বিখণ্ড করিব!"

এ দিকে ডিকিও মধ্যস্থভাবে আসিয়া পড়িল এবং

ভিকির মধ্যস্থতায় কর্ম্মকার ওয়েল্যাণ্ড স্থির শান্তভাব ধারণ করিয়া ত্রিশিলিয়ানকে নম্রভাবে কহিল—"মহাশয়! দুঃখী লোক দুঃখের উপরোধে যদি কোন ব্যবসায় করে, আপনার তাহাতে অন্তরায় হইবার আবশ্যক কি? আসুন, আমার গৃহে আসুন—আপনাকে আমার আত্মপরিচয় বর্ণন করিব।" এই বলিয়া নবতৃণাবৃত সুড়ঙ্গদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া তাঁহাকে ভূগর্ভ-নিহিত অন্ধকূপসদৃশ প্রকোষ্ঠতলে উপনীত করিল। সুড়ঙ্গগর্ভ কৃষ্ণমেঘকুন্তলা অমানিশার নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ, গাঢ় তিমিরজালে আবৃত ও দুর্গন্ধপূর্ণ কৃষ্ণধূমে সমাচ্ছন্ন—গুহাবিবরটি যেন নিস্তল-নিরয়-নিলয়ের লোমহর্ষণ বিভীষিকা-পূর্ণ ভীষণ চিত্র মাত্র—প্রকোষ্ঠ-মধ্যে কর্ম্মকারের ব্যবসায়োপযোগী যন্ত্রাদি ব্যতীত রাসায়নিক উপাদান ও যন্ত্রাদিও বিস্তর ছিল। ওয়েল্যাণ্ড এক জন ব্যুৎপন্ন রাসায়নিক।

ওয়েল্যাণ্ড ত্রিশিলিয়ানকে বলিল—"মহাশয়! আমি আপনাকে চিনিয়াছি। প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে সার হিউগ রবার্টের ভবন লিদকোর্ট হলে এক দিন সন্ধ্যাকালে এক যাদুকর ভোজবাজী দেখাইতেছিল; আপনি সার হিউগের পঞ্চদশবর্ষীয়া লাবণ্যময়ী কন্যাকে সমস্ত বুঝাইয়া দিতেছিলেন—তিনি—"

ত্রিশি। হা,—যে রজনীতে তুমি সেই ভোজবাজী দেখাইয়াছিলে—সেই আমার জীবনের এক সুখ-রজনী! কিন্তু সে সুখরজনী প্রভাত হইয়াছে—" বলিতে বলিতে সজল-নেত্রে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। সরলচিত্ত ওয়েল্যাণ্ড তাঁহাকে পত্নীবিধুর মনে করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইল এবং সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া কহিল—"মহাশয়! আমি না জানিয়া সে বিষয় উত্থাপন করিয়া আপনার মনে অকারণ কষ্ট দিয়াছি—আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।"

এই শোকতাপময় জগতে সান্ত্বনাই শোকার্ত্তের শোকাপনোদন-মন্ত্র।—ঐ যে বিবসনা জননী একমাত্র জীবনসর্ব্বস্ব হৃদয়রতনকে অকালে বিসর্জ্জন দিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় ধূলিশয্যায় লুণ্ঠিতা হইতেছেন—দিবানিশি নয়ন-আসারে ভগ্নবক্ষঃ প্লাবিত হইতেছে—কাঁদিয়া কাঁদিয়া নয়ন দুটি অন্ধ হইয়া গিয়াছে—এই বিশ্বসংসার উঁহার নিকট জীবরক্ত-লাঞ্ছিত, চিতাবহ্নির অঙ্গার-ভস্মময় ও শোকের তপ্তশ্বাসপূর্ণ-নৈরাশ্য-প্রভঞ্জন-বিতাড়িত শ্মশানের ন্যায় ধূ ধূ করিতেছে—ওই যে নবীনমুকুল কুসুম-কোমল শিশু শৈশবে মাতৃ-অঙ্ক-বিচ্ছিন্ন হইয়া পান্থপদ-দলিত কুসুমের ন্যায় অব্যক্ত যাতনা অনুভব করিয়া ম্লানমুখে ছলছলনেত্রে মনে মনে সব শূন্যাকার দেখিতেছে—ওই যে কাঞ্চন-কমল ষোড়শী-বালা জীবনের সুখরবি-পতিধন-অদর্শনে শিশিরসিক্তা নলিনীর ন্যায় অশ্রুজলসিক্ত মুখখানি উপধানে লুকাইয়া দিন-যামিনী নীরবে নলিন-নয়নে অশ্রুপাত করিতেছে—ওই যে প্রণয়বিধুর উন্মত্ত যুবা গভীর নিশীথে বাতায়নপথে সজল-নয়নে আকাশপানে চাহিয়া অতীতের সরসী-সলিল আলোড়িত করিয়া কত পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইতেছেন—নৈরাশ্যের অন্তর্দাহী হা-হুতাশে অভাগার ভগ্ন-হৃদয় নিদাঘ-রৌদ্রতপ্ত মরুবায়ুর ন্যায় পুড়াইয়া দিতেছে—ওই যে সহায় সম্পত্তিহীন প্রতিভাশালী যুবক দুর্ভাগ্যের প্রতিকূল স্রোতে জীবনের লক্ষ্য হারাইয়া উদাসীনভাবে সংসার-কাননে বিচরণ করিতেছেন—যাহার জীবনের সুখ-রবি চির-অস্তমিত—বিষাদের যবনিকায় যাহার হৃদয়-কন্দর গাঢ় তিমিরে আচ্ছন্ন—সান্ত্বনার শান্তি-সলিল-সিঞ্চনই কি এই তাপদগ্ধ জীবনের দগ্ধজ্বালা জুড়াইবার একমাত্র মহৌষধ নহে?

ওয়েল্যাণ্ডের সহানুভূতি ত্রিশিলিয়ানের উত্তপ্ত হৃদয় শীতল করিল। তিনি তাহার উপর প্রসন্ন হইয়া সদয়ভাবে বলিলেন—"ওয়েল্যাণ্ড! এমন প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তিতে এরূপ জঘন্য ব্যবসা করিতেছ কেন?"

ওয়েল্যাণ্ড। তবে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধারণ করিয়া আমার বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। আমি বাল্যকালে কর্ম্মকারের ব্যবসায়ে দীক্ষিত হইয়া, স্বল্পকালমধ্যে যথেষ্ট নৈপুণ্য লাভ করিয়া সে ব্যবসা করিলাম। পরে এক ঐন্দ্রজালিকের, তৎপরে এক জন চিকিৎসকের সহকারীই বলুন আর শিষ্যই বলুন, হইলাম।

ত্রিশি। ধন্য তুমি! চিকিৎসাশাস্ত্রও বাকী নাই! শেষে হাতুড়ে গুরুর হাতুড়ে শিষ্য হ'লে নাকি?

ওয়ে। না মহাশয়! তিনি নিতান্ত হাতুড়ে ছিলেন না। আর আমিও তাঁহার অন্নদাস ছিলাম না। ক্রমে গুরুশিষ্যে বিলক্ষণ মনোমালিন্য জন্মিল এবং গুরু এক দিন আমার অজ্ঞাতসারে হঠাৎ অন্তর্হিত হইলেন। সেই অবধি আমি এইরূপে উপজীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছি।

ত্রিশি। তুমি এখানকার পথঘাটের বিষয় সম্যক্রূপ অবগত আছে?—তোমার আরোহণোপযোগী অশ্ব প্রস্তুত আছে?

ওয়েল্যাণ্ড। অন্ধকার রাত্রেও যথা-ইচ্ছা গমনাগমন করিতে পারি। আমার অশ্বের ন্যায় তেজস্বী ও দ্রুতগামী অশ্ব অতি অল্প লোকেরই আছে।

ত্রিশি। তবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া ও ভদ্রোচিত বেশ ধারণ করিয়া বিশ্বস্তভাবে আমার অনুগমন কর। আমার নিকট থাকিতে হইলে সাহস আবশ্যক। তাহা দেখিতেছি. তোমার যথেষ্ট আছে।

ওয়েল্যাণ্ড সম্মত হইল এবং অতি অল্পকালমধ্যেই স্নান ও ক্ষৌরাদির দ্বারা দেহসংস্কার করিয়া এরূপ রূপান্তর পরিগ্রহ করিল যে, ত্রিশিলিয়ান দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"তোমাকে আর কেহ চিনিতে পারিবে না।"

ইতাবসরে রিচার্ড অশ্ব দুইটি সজ্জিত করিয়া আনিল। তাঁহারা উভয়ে অশ্বে আরোহণ করিলেন। রিচার্ড বিদায়কালে ওয়েল্যাণ্ডকে বলিল—"বন্ধু! তবে এত দিনের পর আমায় ছাড়িয়া চলিলে?"

ওয়েল্যাণ্ড। কি করব বন্ধু! এ জগৎ লীলাময় ঈশ্বরের লীলাভূমি। সুখ-দুঃখ, সম্পদ বিপদ, হর্ষ-বিষাদ, উৎসব-ব্যসন- সকলই সেই লীলাময়ের অনন্ত লীলায় চক্রনেমির মত অবিশ্রান্ত আবর্ত্তন করিতেছে—সকলই অনিত্য—সকলই নশ্বর—সকলই ভঙ্গুর সকলই পরিবর্ত্তনশীল—সকলই—সৃষ্টি স্থিতি ও লয় এই তিনের অধীন।—দেখ, আজ যে স্থানে চিত্তবিনোদন নিকুঞ্জ-কানন ও কলকণ্ঠ বিহঙ্গের মধুর কূজন—কা'ল সে স্থানে জলন্ত চিতাবহ্নিশিখার প্রবল আস্ফালন ও বামাকণ্ঠের করুণ ক্রন্দন-নিনাদ—আজ যে নগরী ধনধান্যপূর্ণা, সুবর্ণসৌধমালাবিভূষিতা—কা'ল সেই নগরী ভগ্নস্তূপময় দুর্গম কান্তারে পরিণত।—আজ যাহা বিমল আনন্দনীরে ভাসমান—কা'ল তাহা নিরানন্দনীরে মগ্ন।—আজ যে হৃদয় স্নেহ, দয়া ও মায়ার জীবন্ত উৎস—কা'ল সে হৃদয় নীরস মরু।—আজ যিনি সসাগরা সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরার একচ্ছত্র সম্রাট—ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে কা'ল তিনি পর্ণাবাসে অজিনবাসা বনচারী।—বন্ধু! মিলন হইলেই বিচ্ছেদ—বিচ্ছেদ হইলেই মিলন। এত দিন তোমার মায়াজালে আবদ্ধ ছিলাম—আজ সেই মায়াময়ের মায়ায় মায়াডোর ছিন্ন হইল—বন্ধু! তোমার নিকট আজীবন ঋণী রহিলাম—তোমার বিচ্ছেদে অন্তরে কাতর হইলাম।

ডিকি। বিচ্ছেদ কি বন্ধু! আবার শীঘ্রই মিলন হইবে। তুমি ত আগামী উৎসবে কেনিলওয়ার্থে উপস্থিত হইবে। আমিও তথায় যাইব।

ওয়েল্যাণ্ড। দেখিও, সহসা কোন দুঃসাহসিক কার্য্য করিও না।

ডিকি কোন উত্তর না দিয়া লাফাইতে লাফাইতে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া অবশেষে অশ্বচালনা করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিতে না করিতে অকস্মাৎ এক অতি ভীষণ শব্দ উত্থিত হইল। তাঁহারা পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, আলাস্কোর সেই ভূগর্ভনিহিত অন্ধকূপ হইতে নিবিড় ধূমরাশি বিশাল স্তম্ভাকারে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া দিগন্ত ব্যাপ্ত করিতেছে। তদ্দর্শনে ওয়েল্যাণ্ড সেই বজ্রনির্ঘোষ তুল্য শব্দোদ্গমের কারণ উপলব্ধি করিয়া কহিল—"আমার গৃহ ভস্মসাৎ হইল। আমি কথাচ্ছলে রিচার্ডের নিকট অগ্নিকুণ্ডের নিম্নে সঞ্চিত বারুদের কথা প্রকাশ করিয়াছিলাম, সে সেই বারুদে অগ্নিসংযোগ করিয়া গৃহটি ভস্মসাৎ করিয়াছে।"

তৎপরে পথিকদ্বয় দ্রুতবেগে অশ্বচালনা করিয়া মার্লবরো নগরে উপনীত হইলেন এবং তত্রত্য পান্থনিবাসে সে রজনী অতিবাহিত করিয়া পরদিবস অতি প্রত্যূষেই বিদায় হইলেন এবং দুই দিবস অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করিয়া তৃতীয় দিবসে ডিভনসায়ারান্তর্গত "লিদ্‌কোট্‌হল" নামক সার হিউগ্ রব্‌সার্টের আবাসভবনে উপনীত হইলেন

[৬]

"লিদ্‌কোট্ হল" ভবন ডিভন্‌সায়ারান্তর্গত "লিদ্‌কোট্" গ্রামের সান্নিধ্যে নিবিড় বৃক্ষজালসমাচ্ছন্ন সুবিশাল "এক্সমুর" নামক মৃগয়াক্ষেত্রের সন্নিকটে অবস্থিত এবং সম্ভ্রান্ত রব্‌সার্ট-বংশের পুরুষপরম্পরাগত প্রাচীন নিকেতন। ইহা আয়তনে অতি বিশাল এবং একটি নির্ম্মলতোয়া পরিখা রজত-মেখলার ন্যায় মণ্ডলাকারে ইহার চারিদিকে বেড়িয়া

সমীরণান্দোলিত শ্যামল প্রান্তবিপিনশোভা প্রতিবিম্ব-রূপে ধারণ করিয়া কেমন বিনোদচিত্র প্রদর্শন করিতেছে। প্রাসাদ-প্রবেশার্থ পরিখার উপর একটি সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল।

ত্রিশিলিয়ান ওয়েল্যাণ্ডের সহিত সেতু অতিক্রম করিয়া প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইলেন।

সার হিউগের পারিষদ প্রবীণবয়স্ক স্বভাব-গম্ভীর যমজান ত্রিশিলিয়ানের অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে গৃহস্বামীর শয়নকক্ষে লইয়া গেলেন।

সার হিউগ রবসার্ট নিয়তলস্থ এক সুদীর্ঘ প্রকোষ্ঠমধ্যে একখানি পর্য্যঙ্কোপরি নিদ্রিত ছিলেন। ত্রিশিলিয়ান কক্ষে প্রবেশ করিয়া হিউগের নিদ্রাভঙ্গে মুমূর্ষু ব্যক্তির ন্যায় স্থির ও শূন্য নয়ন দর্শনে অশ্রুসংবরণ করিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে অধোবদনে অগ্রসর হইয়া সার হিউগের নিকটবর্ত্তী হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে সার হিউগ ত্রিশিলিয়ানকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"এড্‌মণ্ড! আমি সমস্ত বুঝিয়াছি। হয় তুমি তাহার সন্ধান পাও নাই—কিংবা যদি পাইয়া থাক—এমন অবস্থায় পাইয়াছ যে, না পাওয়াই ভাল ছিল।"

ত্রিশিলিয়ান উত্তরদানে অসমর্থ হইয়া দুই হস্তে বদন-মণ্ডল আবৃত করিয়া অবিরলধারে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

সার হিউগ কহিলেন,—"যথেষ্ট! যথেষ্ট!—কিন্তু তুমি কাঁদিতেছ কেন এডমণ্ড? আমার কাঁদিবার কারণ আছে—কেন না, সে আমার কন্যা। তোমার আনন্দ প্রকাশ করাই উচিত—কেন না, সে তোমার সহধর্ম্মিণী হইলে অন্য কি এক প্রমাদ ঘটিত।"

ধর্ম্মযাজক মহাশয় বলিলেন—"মহাশয়! আশ্বস্ত হউন। এমন অযোগ্য চিন্তাকে মনে স্থান দিবেন না! আমাদের বুদ্ধিমতী প্রিয় তনয়া লোক-ধর্ম্ম-বিগর্হিত কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, এরূপ সম্ভাবিত নহে।"

সার হিউগ শুনিয়া বিরক্তভাবে কহিলেন,—"না না! গর্হিত আর কিরূপে?—আমার ন্যায় পরীবার্দ্ধ কৃষকের কন্যা, ভার্ণির ন্যায় রাজপুরুষের বিলাসিনী হইবে, সে আর গর্হিত কি?—সে ত শ্লাঘার বিষয়! অধুনাতন রাজকীয় অভিধানে এ কার্য্যের নামান্তর ও অর্থান্তর হইয়াছে, সন্দেহ নাই।"

ধর্ম্ম-যাজক ও ত্রিশিলিয়ান উভয়েই সার্ হিউগকে নিদ্রা যাইতে অনুরোধ করিলে সার্ হিউগ শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া বিরামদায়িনী সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রাদেবীর অঙ্কশায়ী হইয়া সুষুপ্তির শান্তি-সুধা-সিঞ্চনে জ্বালা-যন্ত্রণা প্রশমিত করিতে যত্নবান্ হইলেন। ত্রিশিলিয়ানও উপস্থিত বিভ্রাটের প্রতীকার সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্য ধর্ম্মযাজকের নিকট গমন করিলেন।

ধর্ম্মযাজক সহসা রাজ্ঞীর নিকট অভিযোগ করা সুযুক্তি বিবেচনা করিলেন না। প্রথমতঃ আরল অফ লিষ্টারের নিকট আবেদন করাই বিধেয় বোধ করিলেন। কারণ, এলিজাবেথের দরবারে এ বিষয় অভিযুক্ত হইলে সর্ব্বত্র রমণীর কলঙ্ক ঘোষিত হইবে; কিন্তু প্রকৃত ঘটনা আদ্যোপান্ত অবগত হইলে লর্ড লিষ্টার সম্ভবতঃ স্বীয় প্রিয়পাত্র ভার্ণির অপরাধ গোপ-নানুরোধে এ বিষয়ের বিচারভার স্বয়ং লইতে পারেন. সুতরাং বিনা গোলযোগে রমণীর উদ্ধার-কার্য্য সংসাধিত হইবার সম্ভাবনা। এ যুক্তি ত্রিশিলিয়ানের মন্দ বোধ হইল না।

এমন সময় উইল সহাস্যবদনে আসিয়া সংবাদ দিল, "ওয়েল্যাণ্ড-প্রদত্ত ঔষধি-সেবনে সার্ হিউগের ক্ষীণ দেহে বলাধান হইয়াছে। মনের প্রফুল্লভাব জন্মিয়াছে। তিনি নিদ্রাভঙ্গে নূতন জীবন লাভ করিয়াছেন।"

ত্রিশিলিয়ান, ধর্ম্মযাজক ও যমজান সার্ হিউগের কক্ষে গমন করিয়া ও তাঁহাকে সুস্থ ও প্রফুল্ল দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন, এবং ভার্ণির বিরুদ্ধে আরল অফ লিষ্টারের নিকট অভিযোগ করিবার বিষয় নিবেদন করিলে তিনি প্রস্তাবিত আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিয়া অভিযোগ কার্য্যে ত্রিশিলিয়ানকে নিজ প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন।

পরদিবস প্রত্যূষে ত্রিশিলিয়ান ওয়েল্যাণ্ডের সহিত বহির্গত হইলেন। যাত্রাকালে এক জন অশ্বারোহী আসিয়া তাঁহার হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিল। তিনি পত্র পাঠ করিলেন। পত্রের মর্ম্ম এইরূপ:—

"সুহৃদ্বর মাষ্টার ত্রিশিলিয়ান!

আমি সম্প্রতি বড় অসুস্থ। সে জন্য আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আমার আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে যাঁহারা আমার বিশেষ বিশ্বস্ত ও প্রেমাস্পদ, এই সময়ে তাঁহারা সকলে আমার নিকট থাকেন। অতএব

আমার অনুরোধ যে, তুমি অবিলম্বে ডেপ্টফোর্ড নগরের নিকটবর্ত্তী সেয়স্কোর্ট ভবনে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। আমার অন্য যে সকল পরামর্শ আছে, পত্রমধ্যে সে সকল প্রকাশযোগ্য নহে।

তোমার—

র‍্যাডক্লিফ্, আর্ল-অফ্-সাসেক্স।"

ত্রিশিলিয়ান পত্র পাঠ করিয়া নিতান্ত ব্যস্তভাবে বলিলেন—"আঃ ষ্টিভেন! তুমি আসিয়াছ—সংবাদ কি? প্রভুর কি অসুখ?"

ষ্টিভেন। তাহা বলিতে পারি না। চিকিৎসকেরা রোগ নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না। অনেকে অনেক প্রকার সন্দেহ করিতেছেন। প্রভুকে কেহ বিষ খাওয়াইয়াছে—অথবা কোন পৈশাচিক ক্রিয়া।

ওয়েল্যাণ্ড শুনিয়া ষ্টিভেনের নিকট হইতে একে একে পীড়ার সমস্ত লক্ষণগুলি জানিয়া লইয়া বলিল, "বিষাক্ত দ্রব্য সেবনের ফলই বটে। আমি রোগ-নির্ণয় করিয়াছি। সার্ হিউগ্‌কে যেমন সুস্থ করিয়াছি, সেইরূপ ইঁহারও চিকিৎসা করিয়া ইঁহাকেও আরোগ্য করিব।"

"বেশ! তবে আমার সহগামী হও" এই বলিয়া ত্রিশিলিয়ান অতি ব্যস্তভাবে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ওয়েল্যাণ্ড ও ষ্টিভেনের সহিত অতিশয় ক্ষিপ্রবেগে লণ্ডনাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ওয়েল্যাণ্ড তাঁহাকে রাজধানী দেখিবার জন্য অনুরোধ করিলে, তিনি তাহার সহিত লণ্ডনের জনাকীর্ণ রাজপথে নির্গত হইলেন।

ওয়েল্যাণ্ড এইরূপে নানাস্থান হইতে নানারূপ ভেষজ দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া অবশেষে বহু অনুসন্ধানে একটি ক্ষুদ্র পল্লীমধ্যে যোগ্নান নামক এক আপণিকের নিকট হইতে অতি কষ্টে এক প্রকার চূর্ণ-দ্রব্য সংগ্রহ করিল; অতঃপর নগর-দর্শনে আর অনর্থক কালহরণ না করিয়া উভয়ে অবিলম্বে "সেয়স্কোর্ট" ভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

[৭]

"সেয়স্কোর্ট" ভবন অবরুদ্ধ দুর্গের ন্যায় অতি সতর্কভাবে রক্ষিত হইতেছিল। লর্ড সাসেক্স ও লর্ড লিষ্টার উভয়েই রাজ্ঞীর প্রণয়পাত্র। সুতরাং উভয়েরই মনে দারুণ ঈর্ষা। সেই ঈর্ষা এক্ষণে ঘোর বিদ্বেষে পরিণত হইয়া উভয়েরই হৃদয়ে প্রধূমিত। পাছে সেই সন্ধুক্ষিত বিদ্বেষ-বহ্নি ঘোর সাম্প্রদায়িক বিরোধানল প্রজ্বলিত করিয়া রাজ্যমধ্যে তুমুল বিপ্লব উপস্থিত করে, এই আশঙ্কায় সকলেই সশঙ্ক; তাই প্রতিদ্বন্দ্বী আর্লদ্বয় সতর্কভাবে স্ব স্ব আবাস-দুর্গ-রক্ষায় এত সযত্ন।

রাজ্ঞী এলিজাবেথের শাসন-প্রণালীর অন্তর্নিহিত একটি বিশেষ কৌশল ছিল। উহার নাম—"সাম্প্রদায়িকতা।" রাজ্যমধ্যে দুইটি প্রতিপক্ষ সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া তিনি উভয়ের সাহায্যে রাজ্যশাসন করিতে ভালবাসিতেন। উভয় হস্তে উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি রাজকীয় প্রসাদ বিতরণ করিতেন। উভয় কর্ণে উভয় দলপতির মন্ত্রণা শুনিতেন। একের অতিরিক্ত প্রাধান্য দেখিলে অপরের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া সাম্য-নীতিবলে উভয়ের মধ্যে সমতা স্থাপন করিয়া দিতেন।

প্রণয়ভাজন অমাত্যযুগল উভয়েরই শৌর্য্য-বীর্য্যশালী। তন্মধ্যে লর্ড লিষ্টার সুশ্রী, সুপুরুষ, রসিক ও প্রেমিক এবং রমণীমনোমোহন রূপে-গুণে সাক্ষাৎ কন্দর্প। লীলা-চতুর কন্দর্পের চপল কুসুমায়ুধে কঠিন বীর-হৃদয় মথিত হয়, সুতরাং কামিনীর প্রণয়-প্রবণ কুসুম-কোমল চপলহৃদয় যে স্মর-শরে আকুল হইবে, ইহা আশ্চর্য্য কি?—তাহাতে আবার রমণী যুবতী!—বিরহিণী!!—বিলাসিনা!!!—চিরকুমারী!!!! সুতরাং বীর যোদ্ধার লৌহ অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা কন্দর্পরূপী লিষ্টারের নীরব নয়ন-বাণের সম্মোহন শক্তির নিকট পরাভূত ও বিড়ম্বিত হইল।

লর্ড সাসেক্সের রুগ্নাবস্থায়, তাঁহার সাম্প্রদায়িকগণ তাঁহার জীবনে হতাশ হইয়া অত্যন্ত কাতর হইলেন। সকলেই ভাবিল, এইবার লর্ড লিষ্টার নিষ্কণ্টকে, নির্ব্বিবাদে ও প্রকাশ্যভাবে ইংলণ্ড ও ইংলণ্ডেশ্বরীর হৃদয়-রাজ্যের একাধীশ্বর হইবেন। কিন্তু সাময়িক প্রথানুসারে অস্ত্র-শস্ত্রের ঘাত-প্রতিঘাত ব্যতীত কোন পক্ষেরই এরূপ সর্ব্বময় প্রাধান্যলাভের সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং বিরোধী সাম্প্রদায়িকগণ তুমুল রাষ্ট্র-বিপ্লব আশঙ্কায় রণবেশে দলে দলে স্ব স্ব প্রভুপার্শ্বে ও এমন কি, রাজপ্রাসাদের সীমান্তবর্ত্তী স্থানেও সম্মিলিত হইয়া কলহ ও অবৈধ জনতা-কোলাহলে রাজভবন পূর্ণ করিয়া রাজ্ঞীর কর্ণ বধির করিতে লাগিল।

ত্রিশিলিয়ান দেখিলেন, "সেয়স্কোর্ট" লর্ড সাসেক্সের অনুচর আত্মীয়বন্ধু প্রভৃতি বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত লোকে পূর্ণ। তাঁহারা সকলেই রুগ্ন আরলকে দেখিতে আসিয়াছেন। সকলেই বিষণ্ণ এবং শত্রুপক্ষের আক্রমণ আশঙ্কায় রণবেশে সজ্জিত।

তৎপরে তিনি একটি প্রশস্ত কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ওয়াল্টার র‍্যালে ও ব্লাউন্ট দুখানি পর্য্যঙ্কে বিশ্রাম করিতেছেন। তাঁহারা উভয়ে লর্ড সাসেক্সের পরিবারভুক্ত। ত্রিশিলিয়ানকে দেখিবামাত্র উভয়েই সমাদরে ও সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন—"ত্রিশিলিয়ান! তুমি অতি মহানুভব, কারণ, এখন বিপন্ন প্রভুর বিপৎকালে বিপদ্ ও ক্লেশের অংশভাগী হইতে আসিয়াছ।"

ত্রিশি। প্রভুর পীড়া কি সাংঘাতিক?

র‍্যালে। হাঁ মহাশয়! উঁহার জীবনের আশা বড়ই অল্প। আমরা সমস্ত রাত্রি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে জাগ্রত থাকিয়া পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকি।

তাঁহাদের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে লর্ড সাসেক্সের গৃহাধ্যক্ষ আসিয়া ত্রিশিলিয়ানকে বলিলেন—"লর্ড আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন।"

ত্রিশিলিয়ান তৎক্ষণাৎ লর্ডের কক্ষে গমন করিলেন। লর্ডের শরীরের অবস্থা অতীব শোচনীয়। ত্রিশিলিয়ানকে দেখিবামাত্র সাদরে সম্ভাষণ করিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। ত্রিশিলিয়ান তাঁহার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়া তাঁহার মুখে পীড়ার লক্ষণাদি সমস্ত শুনিয়া তাঁহাকে ওয়েল্যাণ্ড স্মিথের দ্বারা চিকিৎসিত হইতে পরামর্শ দিলেন। লর্ড তদনুসারে ওয়েল্যাণ্ডের ঔষধ সেবন করিলেন।

ওয়েল্যাণ্ড বলিল, "প্রভু! আপনাকে একটি বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে—আমার চিকিৎসাকালমধ্যে অপর কোন লোক আপনার চিকিৎসায় হস্তক্ষেপ করিতে পাইবে না।"

লর্ড। বেশ, তাহাই হইবে।

ওয়েল্যাণ্ড তাঁহাকে ঔষধ সেবন করাইয়া সুস্থচিত্তে নিদ্রা যাইতে অনুরোধ করিলে, সকলে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। আরলের গৃহ ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ হইল। রুগ্নগৃহে থাকিবার মধ্যে রহিলেন কেবলমাত্র ত্রিশিলিয়ান, ষ্টান্লি ও ওয়েল্যাণ্ড এই তিন জন। অনতিবিলম্বে আরল্ ঔষধের নিদ্রাকারক গুণে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইলেন।

[ ]

বালার্ক-সহচরী উষাসতীর যে আলোক-প্রভায় নিবিড় নীরদ-কুন্তলা তামসী নিশা সরমে সাগরপারে অন্তর্হিতা হইয়া থাকে—ইন্দু-নিভাননা নবীনা নিশীথের প্রমোদ উল্লাসে ভাসিয়া যে উষালোকে প্রাণকান্তে বিদায় দিয়া প্রভাতের নলিনীর ন্যায় ম্লানমুখী হইয়া থাকে—দুর্দ্দান্ত দস্যু নিশীথে নিদ্রিত-নিরীহ-নিগ্রহে দগ্ধোদর পূর্ণ করিয়া যে উষালোকে সভয় অন্তরে ইতর জন্তুর ন্যায় বিবরাশ্রয়ে লুক্কায়িত হয়—নিশীথে সতীত্বনিধি হারাইয়া চন্দ্রমুখী বালা যে উষালোকে ব্যাকুলা হইয়া লজ্জা ও অনুতাপ-বিদগ্ধ-অন্তরে জীবনভার অসহ্য জ্ঞান করে—অসমর্থ ঋণদায়ে উত্তমর্ণের পীড়নে যে উষালোকে কারাগার দর্শন-কল্পনা করিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া থাকে—কৃষাবল হলস্কন্ধে শোভন হইয়া যে উষালোকে কৃষিযাত্রায় নির্গত হয়—অধ্যয়নশীল যুবক রাত্রিজাগরণে ক্লান্ত হইয়া যে উষালোকে নিদ্রাবেশে বিবশ হইয়া পড়েন—সেই বিভিন্ন চিত্র-প্রদর্শিনী উষার রক্তিমরশ্মিরেখা রুগ্ন আরলের কক্ষে বাতায়নপথে প্রবেশপূর্ব্বক নির্ব্বাণোন্মুখ দীপরশ্মিগুলিকে আলেখ্যলিখিত দীপশিখার ন্যায় অনুজ্জ্বল করিয়া রুগ্নশয্যাপার্শ্বে জাগরণক্লিষ্ট ব্যক্তিত্রয়ের বিকৃত ও মলিন মুখকান্তি প্রদর্শন করিতে লাগিল।

রাজ্ঞী লর্ড সাসেক্সের পীড়ার সংবাদ পাইয়া সাসেক্সকে দেখিবার জন্য তাঁহার গৃহচিকিৎসককে পাঠাইলেন। কিন্তু র‍্যালে প্রভু ও ওয়েল্যাণ্ডের আদেশক্রমে তাঁহাকে রুগ্ন-কক্ষে প্রবেশ করিতে দিলেন না।

ক্রমে প্রভাত অতিক্রান্ত হইয়া আসিল। ত্রিশিলিয়ান দেখিলেন, প্রভুর নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে ও তাঁহার প্রফুল্লভাবে বোধ হইতেছে, তিনি সুস্থ হইয়া নবজীবন লাভ করিয়াছেন।—অনুচরগণ শুনিয়া সানন্দে লর্ডের পরিচর্য্যার নিযুক্ত হইল। লর্ড ক্রমে রাজ্ঞীর চিকিৎসকের অবমাননার বিষয় সমস্ত শুনিলেন; শুনিয়া ঈষৎ হাসিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ব্লাউন্টকে আদেশ করিলেন—"ব্লাউন্ট! তুমি ওয়াল্টার ও ট্রেসির সহিত অবিলম্বে নৌকারোহণে গ্রীণউইচে যাইয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ সহকারে রাজ্ঞীর নিকট চিকিৎসকের

প্রত্যাখ্যানের কারণ নির্দ্দেশ ও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আইস।

ব্রাউট শুনিয়া বিরক্তভাবে ওয়াল্‌টার ও ট্রেসির সহিত যাত্রা করিয়া টেম্‌স-তীরে তরণীতে আরোহণ করিল। কলস্বনা কল্লোলিনী মধ্যাহ্ন-তপন-কিরণ মাখিয়া সহর্ষে ঊর্ম্মিমালা বিস্তারে সৈকত-পুলিন বিধৌত করিয়া আনন্দে কুল কুল নাদে বহিয়া যাইতেছে। তরীখানি মৃদুমন্দ-মারুত-হিল্লোলে তরঙ্গভঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

এইরূপে কিয়দ্দূর গমন করিলে তাঁহারা দূর হইতে দেখিতে পাইলেন—পতাকা-শোভিতা তরীগুলি সুদূর তটান্তে সোপানতলে অপেক্ষা করিতেছে। বোধ হয়, রাজ্ঞী এখনই জলবিহারে বাহির হইবেন। আর সশস্ত্র প্রহরিগণ তোরণ হইতে তীরভূমি পর্য্যন্ত দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া রাজ্ঞীর আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছে। ওয়াল্‌টার তদ্দর্শনে সবলে তরণী সঞ্চালন পূর্ব্বক কিয়দ্দূরে পুলিনপ্রান্তে তরণীসংযোগ করিয়া তীরে অবতরণ করিল।

এ দিকে তোরণদ্বার উদ্ঘাটিত হইল। সশস্ত্র প্রহরী ও সৈন্যগণ সুদৃশ্য পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া বিভাগ-বিন্যস্তভাবে গমন করিতে লাগিল। পশ্চাতে সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলাবৃন্দ-পরিবৃত হইয়া তারকাপুঞ্জ-বেষ্টিত চন্দ্রমণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ন্যায় সৌম্যদর্শনা ও স্বর্গ-বিচ্যুতা বিদ্যুল্লতার ন্যায় তেজঃপুঞ্জশালিনী বৃটনেশ্বরী নয়নগোচর কেন্দ্রস্থলে লর্ড হন্‌সডনের বাহুতে দেহভার ন্যস্ত করিয়া ধীরে ধীরে তটিনীতীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এ দিকে ওয়াল্‌টার সুযোগ বুঝিয়া সাহসভরে অতি নিকটে অগ্রসর হইয়া এবং শিরস্ত্রাণ খুলিয়া সোৎসুক-নয়নে প্রশান্তভাবে রাজ্ঞীর আগমন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রহরীগণ তাঁহার প্রিয়দর্শন আকার ইঙ্গিত, সাহসিকতা ও মূল্যবান্ পরিচ্ছদে উন্নত ও সম্ভ্রান্তজ্ঞানে তাঁহাকে রাজ্ঞীর আগমনপথে অগ্রসর হইতে কোন বাধা দিল না।

অসমসাহসী ওয়াল্‌টার ক্রমে রাজ্ঞীর নয়নপথের পথিক হইলেন—সে নয়ন কখন তাঁহার প্রতি প্রজা-পুঞ্জের ভক্তি ও সম্মান লক্ষ্য করিতে এবং রূপবান্ পুরুষের রূপলাবণ্যদর্শনে উদাসীন ছিল না। ওয়াল্‌টারের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। এক সামান্য দৈবঘটনাবলে ওয়াল্‌টার রাজ্ঞীর বিশেষ লক্ষ্যস্থল ও অনুগ্রহের পাত্র হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্বরাত্রে বৃষ্টি হওয়ায় পথ স্থানে স্থানে কর্দ্দমাক্ত ছিল। ওয়াল্‌টার যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেইখানে কর্দ্দম সঞ্চিত থাকায় রাজ্ঞার গমনে প্রতিবন্ধক হইল। তিনি কর্দ্দমদর্শনে অগ্রসর হইতে ইতস্ততঃ করিবামাত্র র্যালে অগ্রসর হইয়া সসম্ভ্রমে ও ভক্তিভাবে গাত্র হইতে বহু-মূল্য দীর্ঘ আবরণটি উন্মুক্ত করিয়া রাজ্ঞার সম্মুখে কর্দ্দমের উপর পাতিয়া দিলেন। তাঁহাদের উভয়ের মুখমণ্ডল যুগপৎ আরক্ত হইল। রাজ্ঞী মস্তকসঞ্চালনে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া নীরবে তরণীতে আরোহণ করিলেন।

অনতিবিলম্বে এক জন রাজপুরুষ আসিয়া ওয়াল্‌টারকে বলিলেন—"মহাশয়! আপনারই অঙ্গরাখা কর্দ্দমাক্ত দেখিতেছি। রাজ্ঞী আপনাকে ডাকিতেছেন, আপনি আমার সহিত আগমন করুন।"

ওয়াল্‌টার রাজ্ঞীর আদেশ শ্রবণে চরিতার্থ হইয়া রাজপুরুষের সহিত গমন করিলেন। তাঁহার প্রতি রাজ্ঞীর একপ প্রসাদচিহ্ন তাঁহার ভবিষ্য ভাগ্য-গগনে অনবমিতভাবে তুঙ্গস্থানগত গ্রহসূচিত সুখ-সম্পদের অবতারণা করিয়া দিল।

এ দিকে ব্রাউণ্ট ও ট্রেসি উভয়ে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া—"এত দূর গড়াইবে কে জানিত"—ইত্যাদি বলিতে বলিতে ভগ্নহৃদয়ে নৌকারোহণ করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন।

ওয়াল্‌টারকে দেখিয়া ইন্দীবর-নয়না ইন্দুমুখী ইঙ্গিতে আপন নৌকায় আসিতে বলিলেন। ওয়াল্‌টার কর্দ্দমাক্ত অঙ্গরাখা হস্তে রাজ্ঞীর যানে আরোহণ করিলেন।

রাজ্ঞী বলিলেন—"যুবক! তুমি আমার জন্য একটি সুন্দর পরিচ্ছদ নষ্ট করিয়াছ। তজ্জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিতেছি। তুমি একটি উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পুরস্কার পাইবে।"

ওয়াল্‌টার শুনিয়া নতমস্তকে নম্রভাবে নিবেদন করিলেন, "পরিচ্ছদে আমার আকাঙ্ক্ষা নাই।"

রাজ্ঞী। তবে তুমি কি প্রার্থনা কর?

ওয়াল্‌টার। আমি এই কর্দ্দমাক্ত পরিচ্ছদটি পরিধান করিবার অনুমতি প্রার্থনা করি।

রাজ্ঞী। নির্ব্বোধ! তোমার আপন পরিচ্ছদ পরিধান করিবে—তাহাতে আবার অনুমতি কি?

ওয়াল্‌টার। এই পরিচ্ছদটি এখন আমার ন্যায়

সামান্য ব্যক্তির উপযুক্ত নহে। আপনার শ্রীচরণ-স্পর্শে এক্ষণে রাজকুমারের অঙ্গাচ্ছাদনের উপযুক্ত হইয়াছে।

রাজ্ঞীর গণ্ডদেশ পুনর্ব্বার আরক্তিম হইল। তিনি কপট হাস্য দ্বারা আত্মশ্লাঘাজনিত চিত্তচাঞ্চল্য ও বিস্ময় গোপন করিয়া বলিলেন,---"নাটক উপন্যাস পাঠে এই যুবকের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে। যুবক! তুমি কে? কোথা হইতে কোন প্রয়োজনে এখানে আসিয়াছ?"

ওয়াল্টার। আমি লর্ড সাসেক্সের পরিবারভুক্ত—তিনি আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন।

মুহূর্ত্তমধ্যে রাজ্ঞীর প্রসন্ন মুখকান্তি জলদ-ভারাবনত গগনমণ্ডলের ন্যায় গম্ভীরভাব ধারণ করিল। তিনি তীরস্বরে বলিলেন "ওঃ, বুঝিলাম! লর্ড সাসেক্স আমার চিকিৎসকের অবমাননা করিয়াছেন বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা জন্য তোমায় আমার নিকট পাঠাইয়াছেন।"

রাজ্ঞীর জলদগম্ভীর স্বরে ওয়াল্টার ব্যতীত আর সকলেরই দারুণ হৃৎকম্প উপস্থিত হইল।

ওয়াল্টার বলিলেন—"রাজ্ঞি! ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্য তিনি আমাকে প্রেরণ করেন নাই। আপনার চিকিৎসক আসিবার পূর্ব্ব হইতেই তিনি অপর এক চিকিৎসকের ঔষধ সেবন করিয়া গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন। অসময়ে নিদ্রাভঙ্গে প্রভুর প্রাণহানি হইবার সম্ভাবনা বলিয়াই—রুগ্নকক্ষে আপনার চিকিৎসকের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। নিদ্রাভঙ্গে তিনি যখন শুনিলেন যে, তাঁহার নিদ্রিত অবস্থায় তাঁহার অজ্ঞাতসারে এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তখন তিনি অপরাধীকে আপনার চরণ-তলে ক্ষমাভিক্ষার জন্য সমর্পণ করাই সদুপায় বিবেচনা করিলেন।"

রাজ্ঞী সক্রোধে ও সবিস্ময়ে বলিলেন—"তবে কাহার এত সাহস যে সে আমার চিকিৎসকের অবমাননা করে?"

ওয়াল্টার অবনতমস্তকে বিনয়-নম্র-স্বরে বলিলেন—"অপরাধী আপনার সম্মুখে—আমিই অপরাধী: সুতরাং স্বকৃত দুষ্কার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য আসিয়াছি।—আমার প্রভু সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ—"

রাজ্ঞী। (সবিস্ময়ে) "তুমি? অপরাধী তুমি!—আচরণে তোমাকে ত বেশ রাজভক্ত বলিয়া বোধ হয়—তবে তুমি এরূপ অন্যায় কার্য্য কেন করিলে?"

ওয়াল্টার। "কারণ ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি—অসময়ে নিদ্রাভঙ্গে পাছে প্রভুর প্রাণহানি হয়, এই ভয়েই ওরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম—"

রাজ্ঞী। লর্ড এখন কেমন আছেন?

ওয়াল্টার। তিনি ঔষধ সেবনে সম্পূর্ণরূপে ব্যাধিনির্ম্মুক্ত হইয়াছেন।

রাজ্ঞী। লর্ডের সুস্থ সংবাদে সুখী হইলাম। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, যুবক! তোমার নাম কি এবং কোন্ মহদ্বংশে তোমার উদ্ভবে অলঙ্কৃত হইয়াছে?

ওয়াল্টার। রাজ্ঞি! আমার নাম ওয়াল্টার র‍্যালে—আমি "ডিভনসায়ারের" এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।

রাজ্ঞী কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—"র‍্যালে! তুমিই কি আত্মবলেই সাহস ও বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলে? যাহা হউক, তুমি এত তরুণ-বয়স্ক হইয়াও যেন সমরনিপুণ ও বাক্‌পটু! তুমি চিকিৎসকের অবমাননার শাস্তি-স্বরূপ এই কর্দ্দম-মলিন পরিচ্ছদটি পরিধান কর এবং তোমাকে এই মাণিক্যশোভিত অলঙ্কারটি দিতেছি, গলদেশে ধারণ কর।"

র‍্যালে আশৈশব ওজস্বী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রতিভা-সম্পন্ন এবং স্বভাবসিদ্ধ ও অনন্যসাধারণ শিষ্টাচার ও বাক্‌চাতুর্য্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ—সুদীর্ঘ আয়াস-অভ্যাসেও যাহা সকলের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে না—তৎক্ষণাৎ জানু পাতিয়া রাজ্ঞীর সম্মুখে উপবেশন করিলেন এবং তাঁহার করচুম্বন করিয়া তৎপ্রদত্ত রত্নাভরণ গলদেশে ধারণ করিলেন। রাজ্ঞী তাঁহার শিষ্টাচারে বিমোহিত হইয়া লর্ড ও লেডীগণকে বলিলেন—"চলুন! আমরা লর্ড সাসেক্সকে দেখিয়া আসি। তাঁহার এ সময়ে আমাদের তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দেওয়া উচিত।"

এক জন পুরোহিত শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন—"আপনার বাক্যই আমাদের জীবনীশক্তি—আপনার দাক্ষিণ্যভাবেই আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস চলিতেছে—আপনার মুখচন্দ্রই চন্দ্রমার উদয়ে জ্যোতির্লতা-দীপ্তির ন্যায় সৈনিকদিগের হৃদয়নিহিত সাহস-বীর্য্যের উত্তেজনার কারণ—আপনার বদন-সুধাকরের কোমল ও প্রশান্ত জ্যোতিঃ সভাসদবর্গের মানসপথ

আলোকিত করে—ইংলণ্ডীয় রমণীগণ সকলেই একবাক্যে বলিয়া থাকেন—'লর্ড সাসেক্স রাজ্ঞীর পরম প্রেমাস্পদ।'—অতএব অবিলম্বে লর্ডের ভবনে গমন করাই উচিত।'

রাজ্ঞীর আদেশে কর্ণধার "ডেপ্টেফার্ড" অভিমুখে তরী ফিরাইল। তরীগুলি ধীর-সমীর-ভরে নদী-নীরে হেলিয়া, দুলিয়া; ভাসিয়া চলিল।

রাজ্ঞীর আরুল-ভবনে গমন করিবার আর একটি বিশেষ কারণ ছিল। তিনি শুনিয়াছিলেন, লর্ড সাসেক্স বহুসংখ্যক পরাক্রান্ত ও সশস্ত্র অনুচর রাখিয়া আপনাকে প্রবল করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য "সেয়কোর্ট" যাত্রায় তাঁহার এত আগ্রহ।

লর্ড সাসেক্স কিরূপে রাজ্ঞীর বিরাগশান্তি করিবেন, ত্রিশিলিয়ানের সহিত সে বিষয়ে মন্ত্রণা করিতেছিলেন। রাজ্ঞীর এরূপ আকস্মিক আগমনে উভয়েই অতীব উৎকণ্ঠিত হইলেন এবং ইন্দ্রধনুর ন্যায় বিচিত্র তোরণ, পতাকা ও কুসুমস্তবকে নগরীর শোভা সম্পাদন করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে পারিলেন না ভাবিয়া অতিশয় অস্থির হইলেন এবং একটি কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া এইভাবে তৎকালোচিত দেহসংস্কার করিয়া অভ্যর্থনাকক্ষে গমন করিলেন; কিন্তু স্বভাবগঠিত শ্রীহীনমুখে লাবণ্যসম্পাদন করিতে পারিলেন না। তাঁহার আকৃতি সৈনিক প্রকৃতোচিত কঠোরভাবে পূর্ণ। বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত—বক্ষঃস্থল বিশাল।—আজানুলম্বিত বাহু, বিশাল বক্ষঃ প্রভৃতি বীরের লক্ষণ হইলেও রণভূমে রণবেশে আরক্ত-গণ্ড সৈন্যমণ্ডলীমধ্যে ব্যতীত সুষমাময়ী রমণীমণ্ডলে কখনই প্রিয়দর্শন নহে। এ বিষয়ে লর্ড লিষ্টার সুনীল শারদীয় গগনে রমণী-তারকাদল-মধ্যে উজ্জ্বল, কমনীয় ও সৌম্যমূর্তি শরচ্চন্দ্রের ন্যায় ছিলেন।

রাজ্ঞী অভ্যর্থনাকক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল গম্ভীর এবং ঈর্ষ্যা ও বিরক্তির তামসী ছায়ায় আচ্ছন্ন। তিনি সাসেক্সের সৈন্যমণ্ডলী দর্শন করিয়া ঈর্ষ্যা ও অসন্তোষের সহিত বলিলেন—"লর্ড! ইহা কি সেনানিবাস—না লণ্ডনের টাওয়ার যে এখানে এত সৈন্য ও অস্ত্র-শস্ত্রের সমাবেশ? যেন রাজধানীর প্রান্তভাগ শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, অচিরে তদ্বিপক্ষে অভিযান করিতে হইবে! যাহা হউক, আপনার আরোগ্যলাভে সন্তুষ্ট হইলাম। ওয়াল্টার র‍্যালে এখন হইতে রাজ-সংসারে থাকিবে। কারণ, সে উচ্চতর মর্য্যাদার উপযুক্ত।"

লর্ড সম্মতি প্রদান করিলেন। রাজ্ঞী লর্ডের সহিত কথোপকথন সমাপ্ত করিয়া "সেয়কোর্ট" ভবন ভয়, বিস্ময়, উদ্বেগ ও অশান্তিতে পূর্ণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

[৯]

লর্ড লিষ্টার বলিলেন "ভার্ণি! রাজ্ঞী আদেশ করিয়াছেন, লর্ড সাসেক্সের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে হইবে।"

ভার্ণি শুনিয়া বলিল—"আমি একজন বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী লোকের মুখে শুনিয়াছি যে, লর্ড সাসেক্স রাজ্ঞীর অকস্মাৎ "সেয়কোর্টে" আগমনে অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়াছেন। রাজ্ঞী নাকি বলিয়াছেন—'সাসেক্সের আবাস-ভবন ঠিক এক সেনানিবাস অথবা রোগিপূর্ণ চিকিৎসালয়।' আর রাজ্ঞীর সমভিব্যাহারিণী রমণীমণ্ডলী সাসেক্সের গৃহস্থালী দেখিয়া তাঁহাকে পরিহাস করিয়া বলিলেন,—"লিষ্টারের ভবনে আমরা আরও অধিক সমাদরে অভ্যর্থিতা হইতাম।"

লিষ্টার বলিলেন—"তুমি ত অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছ; কিন্তু তুমি কি শোন নাই যে, রাজ্ঞীর প্রেমগগনে আর একটি নূতন জ্যোতিষ্ক উঠিয়াছে? সেটিও প্রণয়ের আকর্ষণে অহর্নিশি তাঁহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে থাকিবে?"

ভার্ণি। আপনি কি র‍্যালের কথা বলিতেছেন?

আরুল। হাঁ, আমি তাঁহার কথাই বলিতেছি, সেই যুবক ভবিষ্যতে 'নাইট-অফ-গার্টার' পদে উন্নীত হইবে! ত্রিশিলিয়ান এক্ষণে লর্ড সাসেক্সের পরম প্রিয়পাত্র হইয়া তাঁহারই আলয়ে রহিয়াছে। লর্ড সাসেক্স সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছেন।

ভার্ণি। যদিও তিনি সুস্থ হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছে। প্রভু! আপনি ভগ্নোৎসাহ হইয়া এত উদ্বিগ্ন ও নির্ব্বেদগ্রস্ত হইবেন না!

আরুল। না না,—ভগ্নহৃদয় হইব কি জন্য? আমার পরিজন ও অনুচরবর্গকে উত্তমোত্তম অস্ত্রশস্ত্রে এরূপে সুসজ্জিত হইতে বল, যেন অস্ত্রগুলি বাহ্যদৃশ্যে আভরণ-স্বরূপ অথচ কার্য্যকালে অস্ত্রের অভিপ্রায় সাধন করিতে পারে! ভার্ণি! তুমি সর্ব্বদা আমার কাছে

কাছে থাকিবে, কারণ, তোমাকেও সময়মত আবশ্যক হইতে পারে।

এ দিকে লর্ড সাসেক্স ও তাঁহার দলস্থ ব্যক্তিগণও মহোৎসবে যাত্রা করিবার জন্য উপযুক্ত আয়োজনে নিযুক্ত হইলেন। লর্ড সাসেক্স ত্রিশিলিয়ানকে বলিলেন —"বোধ হয়, এতক্ষণে তোমার অভিযোগ ও আবেদনপত্র রাজ্ঞীর হস্তগত হইয়াছে। আশা করি, রাজ্ঞীর নিকট ন্যায়বিচারই হইবে। কারণ, তিনি ন্যায়পরায়ণা এবং অভিযোগটিও ন্যায়সঙ্গত

ত্রিশিলিয়ান শুনিয়া বলিলেন—"প্রভু! আমি অতিশয় বিস্মিত হইয়াছি যে, আপনি একেবারে অভিযোগ-পত্রখানি রাজ্ঞীর নিকট প্রেরণ করিয়াছেন প্রথমে লিষ্টারের নিকট অভিযোগ করাই এমি রবসার্টের বন্ধুদিগের ইচ্ছা ছিল।"

আর্ল। আমার মতে রাজ্ঞীর নিকট অভিযোগ ও বিচারপ্রার্থনাই সদ্‌বিবেচনার কার্য্য এবং রমণীর আত্মীয়-বন্ধুগ ইহাতে অন্তরের সহিত অনুমোদন করিবেন। লিষ্টার ও তৎপক্ষীয় ব্যক্তিগণের মুখে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিবার ইহাই প্রশস্ত সুযোগ। রাজ্ঞী তোমার অভিযোগ সাদরে গ্রহণ করিয়া সুবিচার করিবেন যখন সকলকে প্রস্তুত হইতে বল, আমি মধ্যাহ্নেই রাজদরবারে উপস্থিত হইব।

এ দিকে সমবিক্রান্ত প্রতিপক্ষ অমাত্যদ্বয়ের সসৈন্যে সমাগম ও সংঘর্ষণে তুমুল বিপ্লব-আশঙ্কায় রাজ্ঞী এলিজাবেথ তন্নিবারণার্থে লণ্ডন হইতে বহুসংখ্যক সশস্ত্র সৈন্য আনাইয়া রাখিলেন। চারিদিকে ঘোষণা-পত্র প্রচারিত হইল—"সকলে নিরস্ত্র হইয়া রাজভবনে প্রবেশ করিবে।"

অবশেষে নিরূপিত সময় উপস্থিত হইল। অমাত্যদ্বয় উজ্জ্বল বেশভূষায় বিভূষিত ও বিলম্ব্যমান অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত অনুচরবর্গের সহিত প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে আসিয়া উপনীত হইলেন।

ক্রমে দুই দলের বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের নেতৃবর্গের সহিত বিভিন্নমুখে প্রবাহিত সরিৎ-স্রোতের ন্যায় অমিশ্রিতভাবে রাজভবনের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। লর্ড সাসেক্সের সহিত ত্রিশিলিয়ান, ব্লাণ্ট ও র‍্যালে এবং লর্ড লিষ্টারের সহিত ভার্ণি সহচররূপে ছিলেন। লর্ড সাসেক্স আভিজাত্য ও পদমর্য্যাদায় লিষ্টার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এজন্য তিনি অগ্রে সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন দ্বারবান্ ওয়াণ্টারকে সসম্ভ্রমে প্রবেশ করাইয়া ত্রিশিলিয়ান ও ব্লাউণ্টের প্রবেশ নিবারণ করিল।

এ দিকে লিষ্টারের সহিত প্রবেশকালে ভার্ণিও দৌবারিক কর্তৃক তাড়িত হইল। লিষ্টার প্রিয় অনুচরের এরূপ অবমাননায় সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া দ্বাররক্ষককে বিলক্ষণ ভর্ৎসনা করিলেন।

দ্বাররক্ষক সবিনয়ে বলিল—"প্রভু! আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমি রাজ্ঞীর আদেশানুসারেই নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি।"

আর্ল আর কিছু না বলিয়া নীরবে সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। রাজ্ঞী ইংলণ্ড রাজ্যের ধুরন্ধর প্রখ্যাতকীর্ত্তি রাজপুরুষগণে পরিবৃতা ও উজ্জ্বল রত্নের ন্যায় সিংহাসনে সমাসীনা। এমন সময়ে পূর্ব্বোক্ত দৌবারিক লিষ্টারের তিরস্কারজনিত অবমাননা সহ্য করিতে না পারিয়া রাজ্ঞীর সম্মুখে আসিয়া নিবেদন করিল—"রাজ্ঞি! আমি কাহার আদেশ পালনে নিযুক্ত হইয়াছি, আপনার? না লর্ড লিষ্টারের?—দেখুন, আপনার আদেশ পালন করিতে গিয়া লর্ড কর্তৃক সর্ব্বসমক্ষে যথোচিত অপমানিত হইলাম।"

সকলেই দ্বাররক্ষকের এইরূপ স্পর্দ্ধা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। রাজ্ঞী শুনিয়া কুটিল কটাক্ষে লিষ্টারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"লর্ড! এ সকলের অর্থ কি? আমার আদেশ লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা আপনাকে কে দিয়াছে? আর আমার কর্ম্মচারীকে শাসন করিবার আপনারই বা অধিকার কি? আপনি জানিবেন, এই রাজসংসারে—রাজসংসারে কেন, সমগ্র ইংলণ্ডরাজ্যে একমাত্র কর্ত্রী থাকিবে—প্রভু কেহ থাকিবে না।—বোইয়ার! তুমি যাও, তুমি সন্তোষজনকরূপে কর্ত্তব্য পালন করিয়াছ।"

দ্বাররক্ষক হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিল। লিষ্টার অপমান ও লজ্জায় নীরবে আনত আননে দাঁড়াইয়া রহিলেন। লিষ্টারকে আত্মসমর্থন-বিমুখ ও আপনার প্রভুশক্তি অক্ষুণ্ণ দেখিয়া রাজ্ঞী আর্লের উপর সন্তুষ্ট হইলেন এবং সাসেক্স ও তৎপক্ষীয়ের হর্ষোচ্ছ্বাস দমন করিবার জন্য লর্ড সাসেক্সকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"লর্ড! আপনি বহুসংখ্যক সৈন্যের পৃষ্ঠপোষক হইয়া রাজ্যমধ্যে এরূপ অশান্তি-বীজ বপন করিতেছেন কেন?"

সাসেক্স। রাজ্ঞি! আমার সৈন্যগণ আপনারই কার্য্যে আয়লণ্ড ও স্কটলণ্ডে যুদ্ধ করিয়াছে ও উত্তরাঞ্চল

বিদ্রোহী আরলদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছে, কিন্তু আমি জানি না-

রাজ্ঞী। (বাধা দিয়া)—কি, আমার সহিত বাক্‌বিতণ্ডা! লর্ড লিষ্টারের ন্যায় আপনার নম্রতা অভ্যাস করা উচিত। আমি আপনাদের আদেশ করিতেছি যে, আপনারা উভয়ে শক্রভাব ত্যাগ ও পরস্পরের করগ্রহণ করিয়া সখ্যভাব অবলম্বন করুন; আমি আমার রাজ্যে এরূপ শক্রভাবের প্রশ্রয় দিতে একান্ত অনিচ্ছুক। সাসেক্স! আপনাকে মিনতি করিতেছি; লিষ্টার! আপনাকে আদেশ করিতেছি।"

রাজ্ঞীর ভাবপূর্ণ উচ্চারণ-ভঙ্গীতে 'মিনতি' ও 'আদেশ'—'আদেশ' ও 'মিনতি' বলিয়া স্পষ্ট প্রতায়মান হইল। আরলদ্বয় তথাপি নিশ্চল ও নিশ্চেষ্ট। রাজ্ঞী সপ্তম স্বরে বলিলেন—"লর্ড সাসেক্স! লর্ড লিষ্টার! আমি আবার বলিতেছি—আপনারা পরস্পর করগ্রহণ করুন; নতুবা অচিরে আপনাদিগকে 'লণ্ডন টাওয়ার' দেখিতে হইবে—আপনাদের দর্প চূর্ণ করাই আমার উদ্দেশ্য।"

—"কারাবাস! সে ত অসহ্য নয়; কিন্তু আপনার অদর্শনে যে জীবন মরণ সমান!!—লর্ড সাসেক্স! করগ্রহণ করুন"—এই বলিয়া লিষ্টার হস্ত প্রসারণ করিলেন।

আরলদ্বয় পরস্পর করমর্দন করিলে রাজ্ঞী প্রীতিবিকশিত নেত্রে বলিতে লাগিলেন—"আপনারা কোথায় রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ রাজ্যভার বহন করিয়া আশ্রিত প্রকৃতিপুঞ্জের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন, না—আপনারাই পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিভাবে দেশমধ্যে অশান্তি উৎপাদন করিতেছেন। আপনাদের কি এরূপ করা উচিত? লর্ড লিষ্টার! আপনার সংসারে ভার্ণি বলিয়া কেহ আছেন?"

লিষ্টার। আছে।

রাজ্ঞী। ভার্ণি কোথায়? আর দেখিতেছি, এই আবেদনপত্রে ত্রিশিলিয়ান নামক এক ব্যক্তি আছেন, তিনিই বা কোথায়?

আদেশমাত্র ভার্ণি ও ত্রিশিলিয়ান উভয়ে আগমন করিলেন। ভার্ণি প্রথমতঃ তাহার প্রভুর দিকে, তৎপরে রাজ্ঞীর দিকে চাহিল; লিষ্টার তখনও অধোবদন। সুতরাং কিরূপে তাঁহার ভাগ্য-তরী চালিত হইবে, সে বিষয়ে সঙ্কেতেও কোন উপদেশ পাইল না। যাহা হউক "দুরাত্মার ছলের অসদ্ভাব নাই"—সুতরাং তাহারও কৌশল ও উপস্থিতবুদ্ধির অসদ্ভাব হইল না। অমনি সে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব-বলে নিমেষমধ্যে এই আপতিত ঘোর ভাগ্যবিপ্লব হইতে অনায়াসে প্রভুর ও আপনার উদ্ধার উপায় স্থির করিয়া লইল।

রাজ্ঞী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি লিদকোটবাসী হিউগ্ রবসার্টের কন্যাকে পিতৃগৃহ হইতে বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছ?"

ভার্ণি শুনিয়া জানু পাতিয়া উপবেশন করিয়া অসঙ্কোচে ও অম্লানবদনে বলিল "আমাদের উভয়ের প্রণয়সঞ্চার হইয়াছিল।"

লিষ্টার ইতর ভৃত্যের এরূপ জঘন্য প্রগল্‌ভ বাক্যে ঘৃণা, অপমান ও ক্রোধে রুদ্ধবীর্য্য ভুজঙ্গের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন! একবার ভাবিলেন—নিজমুখে সমস্ত প্রকাশ করিয়া রাজসম্মানে জলাঞ্জলি দিয়া চলিয়া যাই। কিন্তু আবার ভাবিলেন—তাহাতে আপনার উচ্ছেদ ও শক্রদলের মুখোজ্জ্বল ভিন্ন আর কোন ফল হইবে না। এইরূপে নানা আন্দোলন করিয়া অতিকষ্টে আত্মসংযম করিলেন এবং মৌনভাবে রাজ্ঞী ও ভার্ণির প্রশ্নোত্তর শুনিতে লাগিলেন।

রাজ্ঞী। যদি প্রণয়সঞ্চার হইয়াছিল, তবে তুমি তাহার পিতার সম্মতি লইয়া পাণিগ্রহণ করিলে না কেন?

ভার্ণি। রাজ্ঞি! তাহার পিতা ত্রিশিলিয়ান নামক এক ব্যক্তিকে বাগ্‌দত্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার নিকট পাণিপ্রার্থনা করিলে বোধ হয় সফলকাম হইতাম না।

রাজ্ঞী। সেই জন্য তাহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া লইয়া গেলে?

ভার্ণি। মতিভ্রান্ত হইয়া করিয়াছি বলিলে বিচারকের নিকট সে যুক্তি ফলপ্রদ হয় না, আর প্রণয়ের আকর্ষণে করিয়াছি বলিলেও আপনি তাহা অনুভব করিতে পারিবেন না; কেন না, প্রেমের যাতনা আপনি জানেন না; সুতরাং অনুভব করিতে পারিবেন না—যেহেতু, ভালবাসার যন্ত্রণা আপনি অপরকে দিয়া থাকেন, নিজে ভোগ করেন না।

শেষোক্ত অংশটুকু অতি মৃদুস্বরে বলিল।

রাজ্ঞী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"তুমি অতিশয়

প্রগল্‌ভ ও শঠ; তুমি কি সেই রমণীকে বিবাহ করিয়াছ?"

ভার্ণি অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"হাঁ।"

লিষ্টার উদ্ভূত রোষাবেগে বলিয়া উঠিলেন, "মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক!"

রাজ্ঞী বলিলেন, "লড! আপনি ক্রুদ্ধ হইবেন না, উহার পরীক্ষা এখনও শেষ হয় নাই। ভার্ণি! তোমার প্রভু এ বিষয়ের কিছু জানেন? সত্য করিয়া বলিবে, নতুবা তোমার কঠিন দণ্ড অনিবার্য্য।"

ভার্ণি। ঈশ্বর সাক্ষী, সত্য বলিতেছি, আমার প্রভু এ সকল বিষয়ের কারণ না হইয়াও মূল কারণ।

লিষ্টার সক্রোধ-অস্ফুটস্বরে বলিলেন—"দুরাত্মন্! তুই আমার সর্ব্বনাশ করিবি?"

রাজ্ঞী তাঁহার নিকটস্থ সভ্যমণ্ডলীকে বলিলেন—"আপনারা একটু অপসৃত হউন। ভার্ণি! তুমি বলিয়া যাও, কিন্তু তোমার প্রভুর নামে মিথ্যা দোষারোপ করিও না; বল, তোমার প্রভু কিরূপে তোমার গুপ্তপ্রেম-ঘটিত ব্যাপারের কারণ—অথবা উহাতে লিপ্ত।"

"প্রভুর নামে অপবাদ রটনা করিব, এরূপ মতি যেন আমার কখন না হয়, কিন্তু তথাপি সত্যনিবন্ধে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, সম্প্রতি প্রভুর মন কেমন এক উদ্‌ভ্রান্তভাবে আচ্ছন্ন হইয়াছে। সংসারের দিকে তাঁহার এক তিলও মন নাই। সুতরাং আমরাও নিঃশঙ্কভাবে—যার যা ইচ্ছা—করিয়া থাকি এবং প্রভুকে নির্দ্দোষী হইয়াও লজ্জা ও অপরাধের অংশভাগী হইতে হইতেছে।"

রাজ্ঞী। তবে তোমার প্রভু সাক্ষাৎসম্বন্ধে কার্য্যতঃ কোন প্রকারে তোমার অপরাধের অংশভাগী নহেন?

ভার্ণি। প্রত্যক্ষভাবে নহেন; তবে পরোক্ষভাবে বটে—আর যে মুহূর্ত্ত হইতে উনি সেই ক্ষুদ্র পুলিন্দাটি পাইয়াছেন, সেই মুহূর্ত হইতে উঁহার এইরূপ উদ্‌ভ্রান্ত ভাব দেখিতেছি।

রাজ্ঞী। কি পুলিন্দা? কোথা হইতে কিরূপে পাইলেন

ভার্ণি। কোথা হইতে কিরূপে পাইলেন—তাহা আমি জানি না। তবে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, উনি কোন রমণীর কেশগুচ্ছ হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকেন, আপন মনে কত কি বলেন এবং নিদ্রাকালেও কেশগুলিকে হৃদয় হইতে স্থানান্তরিত করেন না।

রাজ্ঞী ভৃত্যের এইরূপে গুপ্তভাবে প্রভুর গুহ্য বিষয় পরিদর্শন জন্য বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"সেই কেশগুচ্ছের বর্ণ কিরূপ?"

ভার্ণি। রাজ্ঞি! ভাবুক কবি হইলে বলিতেন—'মিনার্ভা-দেবী-রচিত জালের স্বর্ণ-সূত্রের ন্যায় ইহার বর্ণ'—কিন্তু আমার বিবেচনায় বাসন্তী-সন্ধ্যায় অস্তগমনোন্মুখ দিবাকরের স্বর্ণাভ রশ্মিচ্ছটার ন্যায়ই ইহার বর্ণ।

রাজ্ঞী। কেন? তুমিও ত দেখিতেছি, এক জন কবি!—যাহা হউক, বল দেখি, সমবেত রমণীমণ্ডলীর মধ্যে কাহার কেশের সহিত ঐ কেশগুচ্ছের সাদৃশ্য আছে—অর্থাৎ কিরূপ কুন্তল মিনার্ভাদেবী-রচিত জালের সূত্রের ন্যায়—না, না—কি? সান্ধ্যসূর্য্যের কোমল স্বর্ণকান্তি রশ্মিসূত্রের ন্যায়!

ভার্ণি একে একে রমণীগণের কম-কুসুম কমকুণ্ডলিত কবরী ফণিনী বিনিন্দিত-বিনোদ-বেণী—এলায়িত-চিক্কণ-চারু-কেশ-পাশ—দোলায়িত কুঞ্চিত-কুন্তল স্তবক—অর্থাৎ ষোড়শীর সুচিক্কণ-চাচর-চিকুর হইতে বর্ষীয়সীর রজত-শুভ্র কেশ পর্য্যন্ত অনিমিষ-নয়নে নিরীক্ষণ করিল; কিন্তু সাদৃশ্য কোথাও পাইল না। অবশেষে তাহার নয়নভঙ্গ রমণীর মুখপদ্ম-শোভা-সন্দর্শনে ক্লান্ত অথবা সাদৃশ্য পাইয়া রাজ্ঞীর সুবর্ণকান্তি দোদুল্যমান অলকদামে সংসক্ত হইয়া রহিল। রাজ্ঞী তাহা বুঝিলেন এবং সেই সঙ্গে ভার্ণিও বলিল—"রাজ্ঞি! সাদৃশ্য ত কোথাও পাইলাম না, তবে এক—স্থানে—ঠিক যেন সূর্য্যরশ্মির আলোকচ্ছটা ওঃ, (দুই হস্তে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া) আমার চক্ষু ঝলসাইয়া গেল—"

"তুমি যে দেখিতেছি, একটি বিদূষক-বিশেষ"—বলিয়া হাসিতে হাসিতে রাজ্ঞী লিষ্টারের নিকট গমন করিলেন।

সভামণ্ডলী কৌতূহল ও বিস্ময়ে নিস্পন্দ। লিষ্টার পরিণয় প্রকাশ ও রাজ্ঞীর বিরাগ-আশঙ্কায় মুহ্যমান। এমন সময়ে রাজ্ঞী তাঁহার প্রতি সস্নেহে দৃষ্টিপাত করিলেন আরল সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিলেন। সে দৃষ্টির অর্থ—অভয়দান।

রাজ্ঞীর অনুকূল ভাব দর্শনে আরল আশ্বস্ত হইলেন

চারু শরতের শশাঙ্ক-কিরণ-উদ্ভাসিত গগনের ন্যায় তাঁহার মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইল। তিনি সুললিত বাক্যে রাজভক্তির পরিচয় দিতে লাগিলেন। প্রথমে নানারূপে উদভ্রান্ত হইয়া অতিশয় অধীর ও কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়াছিলেন, এক্ষণে আবার পূর্ব্বের ন্যায় অদম্য সাহস, আত্মশ্লাঘী কঠোরতা ও হৃদয়ের সজীবতা আসিয়া তাঁহার দেহে বলসঞ্চার করিল। রাজ্ঞীর স্নেহানুরাগ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহার পদতলে জানু পাতিয়া উপবেশন করিয়া বলিতে লাগিলেন—"রাজ্ঞি! বসন-ভূষণ, সম্পদ, ঐশ্বর্য্য সমস্ত গ্রহণ করুন, আমি আপনার শ্রীচরণাশ্রিত 'দাস' এই শব্দমাত্র আমার অঙ্গের ভূষণস্বরূপ রাখিয়া আপনারই কার্য্য-সাধন জন্য কেবলমাত্র আমার শাণিত কৃপাণ ও দীর্ঘ গাত্রাবরণ আমাকে প্রদান করুন এবং আমি যে রাজভক্ত প্রজা ও আপনার প্রতি আমার যে অচলা ভক্তি আছে, ইহা ভাবিয়া আমাকে শ্লাঘান্বিত হইতে দিন—এ দাস ইহা ভিন্ন আর কিছু প্রার্থনা করে না।"

রাজ্ঞী আর্লের এরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব মোহনমূর্ত্তি ও বচনস্ফূর্ত্তি দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া একহস্তে তাঁহাকে ভূতল হইতে উঠাইলেন এবং চুম্বন করিবার জন্য অপর হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিলেন "আর্ল! আপনি যখন পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া সামান্য লোকের ন্যায় ছিলেন এবং আমিও রাজকন্যামাত্র ছিলাম, তখন হইতেই আপনি আমার জন্য মন ও প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত ছিলেন—ধরাশয্যা ত্যাগ করিয়া রাজ্যের সুদৃঢ়স্তম্ভের ন্যায় রাজ্যভার বহন করুন। আপনার কর্ত্রী আপনাকে কখন কখন ভর্ৎসনা করিতে পারেন; কিন্তু আপনার গুণগ্রামের অপলাপ কখন করিবেন না।—ভদ্র মহোদয়গণ! আমার সমগ্র রাজ্যমধ্যে ইঁহা অপেক্ষা বিশ্বস্ত ব্যক্তি আর কেহই নাই।"

লিষ্টারের এইরূপ প্রশংসা শুনিয়া লিষ্টার-পক্ষীয়-দিগের মধ্যে জয়োল্লাসের ধুম পড়িয়া গেল, কিন্তু শত্রু ও শত্রুপক্ষের জয়োল্লাস দেখিয়া, যেন ঈর্ষ্যায় ও দুঃখে সাসেক্সপক্ষীয়দিগের মর্ম্মগ্রন্থি শিথিল হইয়া যাইতে লাগিল।

লিষ্টার বলিলেন—"ভার্ণি তাহার অপরাধের জন্য আমার অতিশয় বিরাগভাজন হইয়াছে—আমার মধ্যস্থ হওয়া—"

—"বটে বটে! আমরা একেবারেই ভার্ণির বিষয় ভুলিয়া গিয়াছি—কোথা অভিযোগকারী ত্রিশিলিয়ান কোথা?"

ত্রিশিলিয়ান রাজ্ঞার আদেশে নিরাশ-ভগ্ন-হৃদয়ে রাজ্ঞীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে রাজ্ঞী কিয়ৎকাল তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাঁহার রূপমাধুরী নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—"আমার ইঁহার জন্য অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে। ইঁহাকে দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, ইনি শিক্ষিত ও সদ্বংশসম্ভূত ভদ্র যুবক।" তৎপরে ত্রিশিলি-য়ানকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"মহাশয়! আমি দেখিতেছি, আপনার ভালবাসার প্রতিদান আপনি প্রাপ্ত হন নাই, কিন্তু এখন আর কি করিবেন, আপনি বিদ্বান্ ও বিচক্ষণ; সুতরাং সেইরূপ কার্য্য করুন—সে রমণী আপনার প্রতি অনুরাগিণী নহে; সুতরাং তাহাকে বিস্মৃত হউন! আর রমণীর পিতার কথা, তাঁহার জামাতাকে উন্নত পদে উন্নমিত করিয়া তাঁহার কন্যার গ্রাসাচ্ছাদনের সুযোগ্য উপায়বিধান করিলেই তাঁহার রোগের উপশম হইবে। আর আমরা আপনাকে পরিত্যাগ করিব না, আপনি আমার সংসারে অবস্থিতি করুন"—এই বলিয়া কবি সেক্ষপিয়ারের লেখনী-সম্ভূত কয়েক ছত্র আবৃত্তি করিলেন। আবৃত্তি শেষ হইলে ত্রিশিলিয়ান কিছু বলিবার উপক্রম করিবামাত্র তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এ ভদ্রলোক আবার কি বলিতে চাহেন?—এক রমণীর আপনাদের উভয়কেই পতিত্বে বরণ করা কি সম্ভব? সে রমণী পছন্দ করিয়া ভার্ণিকে বিবাহ করিয়াছে।"

ত্রিশি। এই কি বিচারের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি? ভার্ণির কথা সত্য নহে।

রাজ্ঞী। লর্ড লিষ্টার! আপনার যতদূর বিশ্বাস, আপনি সত্য করিয়া বলুন, আপনার পরিচারক কি যথার্থ এমি রবসার্টকে বিবাহ করিয়াছে?"

লিষ্টারের মর্ম্মে কঠিন আঘাত লাগিল, কিন্তু শ্রাদ্ধ অনেকদূর গড়াইয়াছে, আর ফিরান যায় না; সুতরাং তিনি "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ" এইরূপ ভাবে বলিলেন—"হাঁ, সে রমণী বিবাহিতা স্ত্রী বটে।"

ত্রিশিলিয়ান। রাজ্ঞি! আমি কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি, কোথায়, কখন্ এবং কি প্রতিজ্ঞাসূত্রে বদ্ধ হইয়া উহাদের এই পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে?

"কেন? আরলের সত্যবাদিতায় আপনি কি সন্দেহ

করেন? যাহা হউক, সময়বিশেষে এ বিষয়ের মীমাংসা হইবে।" এই বলিয়া রাজ্ঞী লিষ্টারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন"- লর্ড! আমরা আগামী সপ্তাহে আপনার কেনিলওয়ার্থ দুর্গে গমন করিব! আপনি লর্ড সাসেক্সকেও নিমন্ত্রণ করুন।"

লিষ্টার শুনিয়া বলিলেন—"লর্ড যদি আমার ভবনে পদধূলি প্রদান করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করেন, তাঁহা হইলে আমি তাঁহার সৌহৃদ্যের পরিচয় প্রাপ্ত হই।"

সাসেক্স সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও সম্মতি প্রদান করিলেন। রাজ্ঞী আরলদ্বয়কে বলিলেন—"লর্ড লিষ্টার! লর্ড সাসেক্স! আপনারা দেখিবেন, যেন ভার্ণি ও ত্রিশিলিয়ান আমাদের সহিত কেনিলওয়ার্থে সাক্ষাৎ করেন। আর ভার্ণি! তোমার স্ত্রীকেও কেনিলওয়ার্থে লইয়া যাইবে। লর্ড লিষ্টার! আপনি এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবেন।"

তৎপরে বিলাস-বিলোল-বিলোচন লীলা-মন্দ-মধুর হাস্যের সহিত ওয়াল্‌টারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তুমি আমাদের উৎসবে যোগ দিবে, সেই সময়ে তোমার পরিচ্ছদের বিষয় বিবেচনা করা যাইবে।"

এইরূপে রাজসভাভঙ্গ হইল।

[১০]

সভা-ভঙ্গে সভামণ্ডলী বিদায় গ্রহণ করিলে লর্ড লিষ্টারও চিন্তাকুলিত-হৃদয়ে স্বীয় ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি যেন দ্রবণশীলা হিম-শিলাবক্ষে অতল সাগরে ভাসিতেছেন - যাহার দ্রবণে প্রতি মুহূর্ত্তেই অতল-জলে নিমজ্জন-আশঙ্কায় হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতেছে। তাঁহাকে মান-ধন রক্ষার জন্য প্রাণপণে আত্ম-ত্যাগ ও পরিণয়-রহস্য গোপন করিতে হইবে - এত দিন যাঁহার জন্য এতদূর আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, যাঁহার প্রেম-পয়োধি-নীরে মনের সুখে প্রণয়-তরী ভাসাইয়া আসিতেছেন - যাঁহার প্রণয়-মুকুল-বিরাজিত হৃদয়োদ্যানে বিহার করিয়া আসিতেছেন—তাঁহার মনোরঞ্জন জন্য তাঁহাকে জলে, অনলে, কান্তারে, শ্বাপদ-সঙ্কুল গিরি-কন্দরেও যাইতে হইবে। বর্ষাপগমে শৈল-নিঃসৃত হিমজলে গিরি-নদীর সলিলোচ্ছ্বাসের ন্যায় পরিণয়-প্রকাশ-রূপ বিপদাপগমে উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের উৎস ঢালিয়া তাঁহার প্রেম-পয়োধি উচ্ছ্বসিত করিতে হইবে; নতুবা রাজ্ঞীর প্রণয়ে বিচ্ছেদ তাঁহার পক্ষে ভগ্ন-পোত-নাবিকের অতল-জলে নিমজ্জন তুল্য। দুরাকাঙ্ক্ষ আরল দুরাশার কলুষ-প্রবাহে পড়িয়া অর্দ্ধাঙ্গিনী পত্নীকে ভুলিলেন—মোহ-তিমিরাচ্ছন্ন হৃদয় হইতে স্বর্গীয় প্রতিমাখানিকে অনায়াসে অপসারিত করিলেন। বাসনা বিবেকের নিকট পরাভূত হইল।

এ দিকে লর্ড লিষ্টার একটি নির্জ্জন কক্ষে প্রবেশ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন—"আমার মান-সম্ভ্রম রক্ষার জন্য শেষে কি না এক জন ইতর ভৃত্যের উপর নির্ভর করিতে হইল!—আমি কি অপদার্থ!"—এইরূপে অনুশোচনায় তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল—এমন সময়ে ভার্ণি সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল,—"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!—এই যে আপনি এখানে!! রাজ্ঞীর জলবিহারের সময় উপস্থিত। তিনি যানারোহণ করিয়া আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন; আপনি শীঘ্র নদীতীরে আগমন করুন।"—লর্ড শুনিয়া যন্ত্রচালিত পুতুলের ন্যায় ভার্ণির সহিত নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

লর্ডের বিলম্বে ক্রোধাবেগে রাজ্ঞীর কপোলদেশ রক্তাভ হইয়া উঠিল। তিনি রুক্ষস্বরে বলিলেন - "লর্ড—আপনার জন্য আমরা অপেক্ষা করিতেছি।"

লর্ড। শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ আমার আসিতে বিলম্ব হইয়াছে। আমায় ক্ষমা করুন।

রাজ্ঞী। আপনি অসুস্থ? তবে আপনি আমার পার্শ্বে উপবেশন করুন।

লর্ড আসন পরিগ্রহ করিলেন। ত্রিশিলিয়ান ও র‍্যালে রাজ্ঞীর আদেশে রাজ্ঞীর নৌকায় রহিলেন এবং ভার্ণি অপর নৌকায় গমন করিল।

এইরূপে সকলে যথাযোগ্য স্থানে উপবেশন করিলে শোভনদৃশ্য তরণীগুলি ক্ষেপণী-বিক্ষোভিত তরঙ্গে ভাসিয়া চলিল। নদীজলে তরী-বক্ষে বাদ্যযন্ত্র মধুর ঐকতানে বাজিয়া উঠিল এবং চঞ্চল তরঙ্গগুলি যেন সেই তানে প্রাণ মিশাইয়া সেই সুরে সুর মিশাইয়া নাচিয়া নাচিয়া তরীগুলিকে নাচাইতে লাগিল, নদীতীরস্থ জনতা-কোলাহল শূন্যপথ ভেদ করিয়া বায়ুহিল্লোলে মিশাইতে লাগিল। নানাবিধ কথোপকথনের পর রাজ্ঞী বলিলেন—"ত্রিশিলিয়ান! আপনি সরস্বতীর উপাসক সেক্সপিয়ারের লিখিত

নাটকের যে কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া আবৃত্তি করুন।"

ত্রিশিলিয়ানের হৃদয় দুঃখে ও নিরাশায় অতিশয় ব্যথিত ছিল এবং রাজ্ঞীর নিকট যেরূপ সুবিচার হইল, তাহাতে তাঁহাকে আশাভরসায় এককালে জলাঞ্জলি দিতে হইল—সুতরাং তিনি রাজ্ঞীর অনুরোধে বিশেষ মনোযোগ না করিয়া এবং আবৃত্তির উপযোগী কোন অংশ তাঁহার স্মরণ নাই, এইরূপ ভাব করিয়া বলিলেন—'মাষ্টার র‍্যালের স্মরণশক্তি অতি প্রখরা, তিনি উত্তমরূপ আবৃত্তি করিতে পারেন।"

রাজ্ঞীর আদেশে র‍্যালে যুবজনসুলভ সরস ভাবভঙ্গী, মধুর স্বরকম্পন, ভাববিশিষ্ট উচ্চারণ ও যতি ঠিক রাখিয়া নিম্নলিখিত পদ্যটি আবৃত্তি করিলেন :—

'আহা ! সেই কালে কিবা হেরিলাম আমি,
তুমি না হেরিলে ; ফুলধনু ল'য়ে করে
ধাইছে ধরণীতলে চন্দ্রলোক হ'তে
ফুলবাণ হানিতে মদন। সুকুমারী
অনূঢ়া সুন্দরী পশ্চিমে আসীনা ; তারে
লক্ষ্য করি হানে ফুলবাণ :—
একবাণে যার, বিন্ধি শত শত হিয়া,
প্রেমের জ্বলনে জীবে করে জ্বালাতন।
হেরিলাম অতনুর দীপ্ত শরানল,
শীতল সুধাংশু-করে হইল নির্ব্বাণ,
কুমারী উঠিয়া তবে চলিল তখন,
নিষ্কাম মানস তার নাহি প্রেমজ্বালা।"

রাজ্ঞী শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, যদিও এই পদ্যটি তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না, তথাপি র‍্যালের ন্যায় নবীন যুবকের সুন্দর মুখ হইতে বিশুদ্ধভাবে উচ্চারিত হওয়ায় তাঁহার কর্ণে যেন সুধার সুধারা ঢালিল অস্ফুটস্বরে শেষ ছত্রটি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন :-

"নিষ্কাম মানস তার নাহি প্রেমজ্বালা।"

লিষ্টার দেখিলেন, বড়ই বিপদ্। একটা বালকের মুখে পদ্য শুনিয়া মহিষী একেবারে গলিয়া গিয়াছেন, অতএব অন্যদিকে তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করা উচিত, নতুবা নিজের সৌভাগ্যরবি অস্তমিত বা রাহুগ্রস্ত হয়, আবার এদিকে রাজ্ঞীর সমক্ষে গুপ্ত পরিণয় প্রকাশে তাঁহার যেরূপ অনিষ্ট ও বিপদসম্ভাবনা—র‍্যালের প্রতি রাজ্ঞীর অনুগ্রহবশতঃ তিনি তদপেক্ষা অধিক অনিষ্ট আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। ক্রমে জলবিহার শেষ হইলে তাঁহারা সকলে তরণী হইতে অবতরণ করিলেন। তৎপরে সকলের আহারাদি সমাপ্ত হইলে রাজভবনে এক মনোরম উদ্যানে তাঁহাদের সভাধিবেশন হইল। রাজ্ঞী তাঁহার এক জন সহচরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"র‍্যালে কোথায় ?"

যুবতী বলিলেন—"তাঁহাকে আমি ২।৩ মিনিট পূর্ব্বে একটি হীরকাঙ্গুরী দ্বারা সার্সীর গায়ে লিখিতে দেখিয়াছি।"

"তবে চল, দেখি সে কি লিখিয়াছে"—এই বলিয়া রাজ্ঞী যুবতীর সহিত সার্সীর নিকট গমন করিয়া দেখিলেন, কাচের উপরে লেখা রহিয়াছে—

—"উঠিতে বাসনা মম উঠিলে পতন।"—

তিনি ২।৩ বার আবৃত্তি করিয়া হাস্যমুখে বলিলেন,—"সুন্দরি! উত্তম প্রস্তাবনা হইয়াছে ; এস, আমরা উহার দ্বিতীয় চরণটি পূর্ণ করিয়া দি"—এই বলিয়া একটি হীরাকাঙ্গুরী দ্বারা তিনি স্বহস্তে লিখিলেন—

"ভয় যদি হয় প্রাণে উঠে না কখন"

ব্যাধ যেরূপ ফাঁদ পাতিয়া শীকারেরআশায় অপেক্ষা করে, র‍্যালেও তদ্রূপ কিছু দূরে অন্তরালে অদৃশ্যভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন। রাজ্ঞী লিখিয়া প্রস্থান করিলে তিনি নিঃশব্দে তথায় আসিলেন এবং দ্বিতীয় চরণটি দেখিয়া বুঝিলেন, তাঁহার উপর রাজ্ঞীর অনুরাগ ষোলকলায় পূর্ণ হইয়াছে এবং তাঁহার ভবিষ্যৎ ভাগ্যগগনের সুখরবি উদয়োন্মুখ।—

অনতিপরে তাঁহাদের বিদায়কাল আগত হইল। তিনি লর্ড সাহেবের যানে আরোহণ করিয়া লর্ডের সহিত সেয়মোর্ট"—ভবনে উপনীত হইলেন। লর্ড সম্প্রতি কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন, গমনাগমনের ক্লেশে পরিশ্রমে অতিশয় ক্লান্ত ও অসুস্থ হইয়া ওয়েল্যাণ্ডকে ডাকিয়া পাঠাইলেন—কিন্তু ওয়েল্যাণ্ড অদৃশ্য। এ দিকে র‍্যালের এইরূপ উন্নতির অবতারণা দেখিয়া সকলেই তাঁহার মঙ্গলকামনা করিয়া পরম হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

ত্রিশিলিয়ান ওয়েল্যাণ্ডের মুখভঙ্গি দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—"ওয়েল্যাণ্ড! তুমি কি প্রেতযোনি দেখিয়াছ, নতুবা এত ভীত হইবার কারণ কি ?"

ওয়েল্যাণ্ড হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল—"গতরাত্রে আমি আমার পুরাতন প্রভুকে দেখিয়াছি—অতএব আর এক দণ্ডও এখানে থাকিব না। তাঁহার নজরে পড়িলে আমার মৃত্যু অনিবার্য্য!"

ত্রিশিলিয়ান। দেখ, তুমি যেমন গুপ্ত ও প্রচ্ছন্নভাবে যাইতেছ—আমি তোমাকে সেইরূপ গুপ্তভাবে আমার নিজের কোন কর্ম্ম উপলক্ষে পাঠাইতে ইচ্ছা করি— সেখানে তোমার কোন আশঙ্কা নাই।

ওয়েল্যাণ্ড। আপনার আদেশ প্রতিপালনে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত, কি আদেশ করিবেন, করুন।

ত্রিশিলিয়ান। আমি এখন যেরূপ অবস্থায় রহিয়াছি, তাহাতে আমার এখন দুরাচার ভার্ণি ও তাহারা কুকর্ম্মের সহকারী ল্যাম্বরণ, এণ্টনি ফষ্টার— এমন কি, প্রতারক লিষ্টারেরও কার্য্য-পরম্পরা ও চক্রান্ত বিশেষ মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করা উচিত ও আবশ্যক। কাম্নরবাসী গ্লাকৃবেয়ার পান্থনিবাস-স্বামী জাইলস্ গস্‌লিংএর সহিত আমার কোন বিষয়ের বন্দোবস্ত আছে। তুমি দৌত্যকার্য্যের নিদর্শনস্বরূপ এই অঙ্গুরী লইয়া যাও এবং যদি বিশ্বস্তভাবে আমার কার্য্যোদ্ধার করিতে পার, এই সুবর্ণ-মুদ্রাগুলির তিন গুণ পুরস্কার পাইবে। যাও, শীঘ্র কাম্নরে গমন কর। দেখিবে, তথায় কি হইতেছে।

—"আপনি আমার প্রভু! আমি প্রাণ দিয়াও আপনার কার্য্য সুসম্পন্ন করিব।"—এই বলিয়া ওয়েল্যাণ্ড ত্রিশলিয়ানের নিকট হইতে বিদায়-গ্রহণ করত রাত্রির অন্ধকারেই কাম্নরাভিমুখে যাত্রা করিল।

[১১]

লর্ড লিষ্টার ভার্ণির কৌশলরূপ উড়ুপ অবলম্বনে দুস্তর পরীক্ষা-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া জলপথে "কেনিলওয়ার্থে" প্রত্যাগমন করিলেন এবং গভীর নিশীথে তরঙ্গসঙ্কুল ঘূর্ণাবর্ত্তে মগ্নপ্রায়-পোতরক্ষণক্লিষ্ট নাবিকের ন্যায় শ্রান্ত ও ত্রস্তভাবে আপন কক্ষে প্রবেশ করিয়া করতল-লগ্ন-কপোলে উপবেশন করিয়া রহিলেন। ভার্ণি কিয়ৎক্ষণ পরে গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল— "প্রভু! আপনার জয়লাভে আমরা পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছি।"

আর্ল। তুমি জান, রাজ্ঞীর সহিত প্রবঞ্চনা করিয়া আমায় কিরূপ বিপদে ফেলিয়াছ? সুতরাং তোমার হর্ষ-প্রকাশের অতি অল্পমাত্রই কারণ আছে।

ভার্ণি। প্রভু! যাহা প্রকাশ করিলে আপনার ঘোর অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা—তাহা প্রকাশ না করায় কি আমি প্রবঞ্চক হইয়া আপনার বিপদের কারণ হইলাম? প্রভু! আপনিই না আমাকে এ বিষয় অতি গোপন রাখিতে আদেশ করিয়াছেন? আপনি ত স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন, সে সময় কেন প্রতিবাদ করিয়া আপনার সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করিলেন না? প্রভুর বিপদ্‌সংঘটন করা বিশ্বস্ত ভৃত্যের কর্ত্তব্য নহে।

"দেখ, আমি দুরাকাঙ্ক্ষা বশতঃ পবিত্র প্রণয়েও সুখী হইতে পারিতেছি না।"

ভার্ণি বলিল—"প্রভু! ও কথা বলিবেন না। আপনার ঐ প্রণয়ই আপনার সুখ ও উন্নতি-পথের কণ্টক।"

লর্ড দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"হতভাগিনী য়্যামি সাধারণের নিকট আমার বিবাহিতা পত্নী বলিয়া পরিচিতা হইতে চাহে।"

ভার্ণি। প্রভু! আপাততঃ তাঁহার ইচ্ছা কি সঙ্গত? ধর্ম্মতঃ তিনি আপনার পরিণীতা পত্নী; অবসর প্রাপ্ত হইলেই আপনি তাঁহাকে প্রণয়ালাপে চরিতার্থ করিতেছেন। সুতরাং তিনি সুশীলা পতিব্রতা পত্নী হইয়া কি স্বামীর সুখ ও উন্নতির জন্য কিছুকাল একটু গোপনে থাকিতে পারেন না?—অকালে মেঘোদয় যেমন পদ্মিনীর বালসূর্য্যের হন্তারক—আপনার স্ত্রী-ও সেইরূপ অকালে সর্ব্বসমক্ষে আপনার স্ত্রী বলিয়া পরিচিত হইতে চাহিয়া আপনার সুখ ও উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিতে বসিয়াছেন।

লর্ড। ভার্ণি! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা কতকটা সত্য বটে। য়্যামিকে এ সময়ে এখানে আনিলে আমার ঘোর বিপদ্—অথচ রাজ্ঞীর আদেশ। আমার এখন উভয় সঙ্কট।

ভার্ণি। আমি যেরূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি, তাহাতে রাজ্ঞীকে অনায়াসে প্রতারিত করিতে পারিব।

এই বলিয়া ভার্ণি প্রস্থান করিল। লর্ড কক্ষের একটি বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া তিমিরাবৃত নৈশাকাশে অসংখ্য তারকাবলীর শোভা দেখিয়া স্বগত বলিতে লাগিলেন—"আমার উন্নতির পথ অতীব অন্ধকারময় ও বিঘ্নসঙ্কুল। আমি কখন ভাবি নাই যে, গগন-পথ-সঞ্চারী গ্রহমণ্ডল আমার সৌভাগ্য সূচনা করিবে

এলিজাবেথের রাজত্বসময়ে জ্যোতিঃশাস্ত্র ও জ্যোতির্ব্বেত্তাদিগের উপর লোকের অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও

বিশ্বাস ছিল। সকলেই জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের গণনানুসারে গ্রহগণের ফলাফলের উপর নির্ভর করিত। লর্ড লিষ্টার জ্যোতির্ব্বিদগণের এক জন উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক বন্ধু ছিলেন। তিনি একটি বাক্স খুলিলেন এবং তন্মধ্য হইতে কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা লইয়া একটি পুটকে রাখিয়া কতকগুলি চিত্র ও রেখাঙ্কিত একখানি কাগজ বাহির করিলেন; তৎপরে দেওয়াল মধ্যস্থ একটি সোপান-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী গুম্বজাকৃতি গৃহের নিকটে গ্রহমণ্ডলের ফলাফল পর্য্যবেক্ষণে নিবিষ্টচিত্ত এক জ্যোতির্ব্বিদকে অনুচ্চ স্বরে বলিলেন—"আপনি এইবার আসুন।"

অনতিবিলম্বে আলাস্কো পূর্ব্বোক্ত সোপানপথে অবতরণ করিয়া আর্লের গৃহে প্রবেশ করিলেন।

আলাস্কো দেখিতে খর্ব্বাকার। মুখমণ্ডল সুদীর্ঘ শুভ্র শ্মশ্রুজালে আচ্ছাদিত—মস্তকের কেশ সুচিক্কণ শুভ্রবর্ণ। ভ্রূযুগল কৃষ্ণাভ। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ এবং গণ্ডদেশের চর্ম্ম এত অধিক বয়স সত্ত্বেও অকুঞ্চিত, মসৃণ ও রক্তাভ।

আরল্ বলিলেন—"আপনার গণনা ব্যর্থ হইয়াছে, তিনি আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।"

আলাস্কো। তাঁর মৃত্যু ঘটিবে—এরূপ কথা আপনাকে ত বলি নাই—গ্রহ-সূচিত ফল ঈশ্বরেচ্ছার অধীন।

লর্ড। যদি এরূপ হয়, তবে আপনার গণনা ফলিয়াছে! কারণ, তিনি সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন অথচ তাঁহার মৃত্যু ঘটে নাই।

আলাস্কো। দেখুন, একটি শুভগ্রহ তুঙ্গস্থানে থাকিয়া আপনার উচ্চতর পদমর্য্যাদা ও আখ্যা-প্রাপ্তি সূচনা করিতেছে।

আরল্। আপনি আমার সহিত পরিহাস করিতেছেন?

আলাস্কো। পরিহাস! যাহার কেশ পলিত—দন্ত গলিত—দৃষ্টি ঈশ্বরের দিকে প্রসারিত—তাহার পক্ষে পরিহাস করা সম্ভব?

লর্ড। না না। আমি ভ্রান্ত হইয়া আপনার উপর অমূলক সন্দেহ করিয়াছি। আপনি গণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, আমার কিছু বিপদাশঙ্কা আছে। বলিতে পারেন, কোথা হইতে কিরূপ সূত্রে সেই বিপদ্ ঘটিবে?

আলাস্কো। পশ্চিমদিক্‌স্থ কোন প্রতিদ্বন্দ্বী যুবকই আপনার এই বিপদের কারণ;—তা প্রণয় সম্বন্ধে কি রাজ্ঞীর অনুরাগ সম্বন্ধে, সে বিষয়ে কিছু বলিতে পারি না।

"পশ্চিমদিক্! তবে ঠিক হইয়াছে। ঝটিকা যে পশ্চিমদিক্ হইতেই উত্থিত হইবে, বুঝিয়াছি। কর্ণওয়াল ও ডিভনসায়ার, ত্রিশিলিয়ান ও র‍্যালের মধ্যে এক জন—যাহা হউক, আমাদের এক্ষণে সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতে হইবে। মহাশয়! এই স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করুন; ভার্ণি! ইঁহাকে লইয়া যাও, দেখও, যেন ইঁহার কোনরূপ অযত্ন বা অসুবিধা না হয়।"

আলাস্কো বিদায় গ্রহণ করিয়া ভার্ণির সহিত ভোজনকক্ষে প্রবেশ করিলেন। ভার্ণি তাঁহার আহারান্তে তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া অতি সতর্কভাবে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"আমি আপনাকে সঙ্কেত করিয়াছিলাম,—তাহা কি আপনি দেখিয়াছিলেন?"

আলাস্কো। হাঁ, আমি তোমার সঙ্কেত ও পরামর্শানুসারেই গণনা করিয়াছি।

ভার্ণি। শুনিয়াছি, আপনি নাকি এক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত করিতে জানেন—সে ঔষধের গুণ কি?

আলাস্কো। অধিক মাত্রায় সেবনে মৃত্যু অনিবার্য্য, আর অল্প মাত্রায় সেবনে চিত্তের অবসাদ, স্থানপরিবর্ত্তনে অনিচ্ছা প্রভৃতি অবসাদক লক্ষণ প্রকাশ হয়। পক্ষীতে খাইলে পিঞ্জরের দ্বার অর্গলশূন্য হইলেও উড়িয়া যায় না।

ভার্ণি। আমাদের ঐ ঔষধে আবশ্যক আছে। আমাদের একটি কাননের বিহঙ্গিনী আছে—যাহার মধুর স্বরে একটি বৃহৎ শ্যেন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া রহিয়াছে—রাজ্ঞী কোন একটি রমণীকে কেনিলওয়ার্থে লইয়া যাইবার জন্য প্রভুকে আদেশ করিয়াছেন। এক্ষণে আপনার ঔষধ সেবন করিয়া রমণীর তথায় গমন নিবারণ করিতে হইবে, অথচ প্রভু যেন এ চক্রান্তের বিন্দুবিসর্গ জানিতে না পারেন।

"উত্তম, তবে আমি এখন বিশ্রামকক্ষে গমন করি" এই বলিয়া আলাস্কো একটি প্রদীপ হস্তে তাঁহার রাত্রিবাসের জন্য যে গৃহ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং দ্বারদেশ অর্গলবদ্ধ করিয়া শয়ন করিলেন। ভার্ণিও অপর এক গৃহের দ্বারে করাঘাত করিয়া ডাকিল, "ল্যাম্বরণ।"

ল্যাম্বরণ আরক্ত-মুখে ও চঞ্চল-চরণে টলিতে টলিতে প্রবেশ করিল।

ভার্নি তাহাকে দেখিয়া বলিল—"ল্যাম্বরণ! তুমি এই দণ্ডেই আলায়োকে কাম্নর ভবনে লইয়া যাও। আমি ফষ্টারকে একখানি পত্র দিতেছি। আলায়োকে নিম্নতলে একটি গৃহে থাকিতে দিবে এবং রসায়ন-শালার যন্ত্র ও দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতে চাহিলে তাহাও দিবে। কিন্তু প্রভু-পত্নীর সহিত কদাচ নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিতে দিবে না; তুমি আমার ভবিষ্যৎ আদেশ জন্য কাম্নর ভবনে অপেক্ষা করিবে।"

'আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য। আমি কল্য প্রত্যুষেই যাত্রা করিব' এই বলিয়া প্রস্থান করিতে ল্যাম্বরণ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল এবং উদ্বিগ্নভাবে নিশা-যাপন করিয়া প্রভাতের প্রাক্কালেই আলায়ো ও এক জন ভৃত্যের সহিত কাম্নরাভিমুখে যাত্রা করিয়া ব্ল্যাকবেয়ার আশ্রমে উপস্থিত হইল।

[১২]

আজ "ব্ল্যাক্-বেয়ার" আশ্রমের নিকটে একটি মেলা বসিয়াছে এবং গ্রামবাসিগণ দলে দলে তথায় যাইতেছে।

এক জন পদগামী লোক পণ্যাজীবের বেশে একটি পণ্যদ্রব্যপূর্ণ বাক্স ও একগাছি সুদৃঢ় যষ্টি লইয়া ব্ল্যাক-বেয়ার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল। এইরূপ পণ্যাজীবগণ বিক্রেয় দ্রব্য লইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভ্রমণ করিত। গ্রাম্য মহিলাগণ ইহাদের নিকট হইতেই পরিচ্ছদাদি ক্রয় করিতেন।

ল্যাম্বরণ আলায়োর সহিত আশ্রম-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলে আলায়ো তৎক্ষণাৎ "কাম্নর" ভবনে যাইবার জন্য অতিশয় জেদ করিতে লাগিলেন। কি ল্যাম্বরণ বলিল "আমি ন এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম না করিয়া যাইব না" – এই বলিয়া সুরাদেবীর উপাসনায় ব্যাপৃত হইল এবং পূর্ব্ব-পরিচিত বন্ধু-গণের সহিত কিয়ৎক্ষণ আলাপ-পরিচয়ের পর আলা-য়োর সহিত কাম্নরে প্রস্থান করিল।

ল্যাম্বরণ প্রস্থান করিলে পণ্যাজীবরূপী ওয়েল্যাণ্ড গস্‌লিংকে জিজ্ঞাসা করিল, "বৃদ্ধ কখন্ বিদায় হইবে এবং কাম্নরে যাইবে কিনা বলিতে পারেন?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই"— এই বলিয়া গস্‌লিং ত্রিশিলিয়ানের প্রেরিত নিদর্শন-অঙ্গুরীয়টি গ্রহণ করিয়া বলিলেন— "তিনি যেরূপ পুরস্কার পাঠাইয়াছেন, তাহার উপকার আমি করিতে পারিলাম না। তাঁহাকে বলিবেন যে, রমণী এখনও পূর্ব্ববৎ সেই "কাম্নর" ভবনেই আছেন।"

"—যথেষ্ট!" (স্বগত) "আমি বৃদ্ধের সমস্ত দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিব। প্রথমে উহাকে দেখিয়া যে ভয় হইয়াছিল, তাহা এখন সাহস ও ঘৃণায় পরিণত হইল।" (প্রকাশ্যে)—"আশ্রম-পতে! বিদায় হই" এই বলিয়া পণ্যাজীব-বেশধারী ওয়েল্যাণ্ড আশ্রমের পশ্চাদ্দিকস্থ গুপ্ত দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া নিভৃত-পথ অবলম্বন পূর্ব্বক কাম্নর-ভবনাভিমুখে যাত্রা করিল।

[১৩]

এ দিকে লর্ড লিষ্টারের আদেশানুসারে এণ্টনি ফষ্টার অতিশয় গুপ্ত ও সতর্কভাবে "কাম্নর" ভবনের যাবৎ কার্য্যকলাপ তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল এবং অত্যধিক পরিজনে রহস্য-প্রকাশ-আশঙ্কায় কেবল গৃহকর্ম্মসম্পাদন-ব্যপদেশে এক জন বৃদ্ধ পরিচারক ও দুই জন বৃদ্ধা পরিচারিকা মাত্র রাখিয়া দিল।

পণ্যাজীবরূপী ওয়েল্যাণ্ড একটি বৃদ্ধা পরি-চারিকাকে একটি রৌপ্যমুদ্রা-প্রদানে বশীভূত করিয়া তৎসাহায্যে উদ্যানে প্রবিষ্ট হইয়া অদূর-সঞ্চারিণী দুইটি রমণীমূর্ত্তি দেখিয়া তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য সুস্বরে বলিল—

"আনিয়াছি হিম-শুভ্র সুন্দর বসন,
রেসমের পরিচ্ছদ চিকণ শ্যামল।
সুন্দর সুদৃশ্য আছে মুখ-আবরণ,
গোলাপে জিনিয়া করচ্ছদ সুকোমল॥"

ওয়েল্যাণ্ডের কণ্ঠস্বর কর্ণগোচর হইবামাত্র কাউ-ণ্টেস্ সহচরী জেনেটকে বলিলেন - "দেখ, ভাগ্যক্রমে অদ্য এই পণ্যাজীবের দর্শন পাইলাম। আমরা এখানে নির্জ্জনে নিরানন্দেই থাকি, এখন অন্ততঃ দুই এক ঘণ্টা সময় পরমসুখে কাটিয়া যাইবে। জেনেট! উহাকে নিকটে ডাকিয়া আন।"

জেনেট তাহার পিতার ভয়ে পণ্যাজীবকে ডাকিতে সঙ্কুচিত হইলে কাউণ্টেস্ (স্বয়ং) ওয়ে-ল্যাণ্ডকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—"পণ্যাজীব!

এ দিকে আসিয়া আমাকে তোমার জিনিসপত্র দেখাও; যদি আমার আবশ্যকমত কোন বস্তু থাকে, আমি ক্রয় করিব এবং তদ্দ্বারা তোমারও বিস্তর লাভ হইবে।”

ওয়েল্যাণ্ড বাক্স খুলিয়া একে একে তন্মধ্যস্থ দ্রব্যগুলি দেখাইতে লাগিল এবং অভ্যস্ত প্রবীণ আপণিকের ন্যায় সেইরূপ বাক্‌পটুতা প্রকাশ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল—“আপনি কি লইতে ইচ্ছা করেন?”

ওয়েল্যাণ্ড এক এক করিয়া সমস্ত দেখাইল। কাউণ্টেস্ কতকগুলি বহুমূল্য পরিচ্ছদ ক্রয় করিলেন।

ওয়েল্যাণ্ড কাউণ্টেসকে রাজ্ঞীর কেনিলওয়ার্থে আগমন-সংবাদ জ্ঞাপনব্যপদেশে নানাবিধ গন্ধদ্রব্য দেখাইতে দেখাইতে বলিল—“এক্ষণে এই সকল দ্রব্যের মূল্য দ্বিগুণ বাড়িয়াছে, কারণ, রাজ্ঞী সম্প্রতি লিষ্টার-ভবনে আগমন করিবেন এবং তদুপলক্ষে মহা সমারোহ হইবে।”

কাউণ্টেস্ শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন—“জেনেট্! তবে এ জনরব ত সত্য বটে।”

ওয়েল্যাণ্ড বলিল - “নিশ্চয়ই সত্য! আর ঐ উৎসব শেষ হইবার পূর্ব্বেই ইংলণ্ড-ভূমি অধীশ্বর এবং ইংলণ্ডেশ্বরী হৃদয়েশ্বর লাভ করিবেন।”

কাউণ্টেস্ সক্রোধে বলিলেন - “তোমার মিথ্যা কথা। রাজ্ঞী যে এত দিন কুমারী থাকিয়া এখন পুরুষের দাসী হইবেন, ইহা কখনই সম্ভব নয়। কারণ, আজীবন কুমারী থাকাই তাঁহার প্রতিজ্ঞা। যাহা হউক, ও সকল অনধিকার ও অনাবশ্যকীয় চর্চ্চায় আমাদের আবশ্যক নাই।” এই বলিয়া তিনি একটি মোড়ক তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন – “এ কি? ইহার গুণ কি?”

ওয়েল্যাণ্ড। উহা এক প্রকার ঔষধ। সপ্তাহকাল সেবন করিলে নিশ্বাস, চিত্তের অবসন্নতা, ভালবাসার অযোগ্য প্রতিদান ও নিরাশার গভীর যন্ত্রণায় সন্তপ্ত হৃদয়ে পূর্ণ শান্তি প্রদান করে। সম্প্রতি “করণ্‌ওয়াল সায়ারে” ত্রিশিলিয়ান নামক এক সম্ভ্রান্ত যুবক প্রণয়িণীর অবজ্ঞায় ভগ্নহৃদয় হইয়া আমার এই ঔষধ সেবনে অনেক পরিমাণে সুস্থ হইয়াছেন।

কাউণ্টেস্ জেনেট! আমিও কিঞ্চিৎ ঔষধ লইব। সময়ে সময়ে ঐরূপ অবসাদ আসিয়া আমারও শরীরকে আচ্ছন্ন করে।

জেনেট। পরীক্ষা না করিয়া হঠাৎ কোন ঔষধ সেবন করা উচিত নয়।

“আমি সে প্রমাণ দিতেছি”—এই বলিয়া ওয়েল্যাণ্ড কিয়ৎপরিমাণে লইয়া গলাধঃকরণ করিল। তদ্দর্শনে কাউণ্টেস্‌ও অবশিষ্টাংশ ক্রয় করিয়া তৎক্ষণাৎ কিয়দংশ সেবন করিলেন। সেবন করিবামাত্র যেন তাঁহার মন-প্রাণ সতেজ ও উন্নত হইয়া উঠিল। তিনি জেনেটকে ওয়েল্যাণ্ডের মূল্য শোধ করিয়া ও ক্রীত দ্রব্যগুলি লইয়া যাইতে আদেশ করিয়া আবাস-ভবনে প্রবেশ করিলেন! এইরূপে তাঁহার সহিত নিভৃতে কথোপকথনের সকল সুযোগ নষ্ট হইল দেখিয়া ওয়েল্যাণ্ড জেনেটের সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়া বলিল “যুবতি! একটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি। যাহাতে তোমার প্রভুপত্নী নিরাপদে ও স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন, সে বিষয়ে তোমার একান্ত যত্নবতী হওয়া উচিত।”

জেনেট! তুমি যাহা বলিলে, সমস্ত সত্য এবং আমিও সেইরূপ করিয়া থাকি; কিন্তু তোমার এ সকল উপদেশ দিবার আবশ্যক কি?

ওয়েল্যাণ্ড। আবশ্যক কি? তবে শুন, দেখ, আমি যথার্থ পণ্যজীবী নহি।” মৃদুস্বরে এই কথা বলিবামাত্র জেনেট বলিয়া উঠিল “তবে আমি অনুচরদিগকে আহ্বান করি।”

ওয়েল্যাণ্ড। দেখ, অত অপরিণামদর্শিনী হইও না। আমি তোমাদের কর্ত্রী ঠাকুরাণীর হিতৈষী বন্ধু; সুতরাং আমার সহিত বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তাঁহার অনিষ্টসাধন করিও না। পরিণামে অনুতাপা-

ওয়েল্যা হাসিয়া বলিল “সুন্দরি! তুমি যা বলিয়া সন্তুষ্ট হও আমি তাই। তোমাকে সাবধান করি যে, অদ্য সন্ধ্যাকালে অথবা কল্য প্রাতে তোমার পিতার সহিত একটি বৃদ্ধ আসিবেন, তিনি বাহ্যিক নিরীহভাবে কালকূট গরল আনয়ন করিবেন। তাঁহার উদ্দেশ্য যে কি, বলিতে পারি না। যাহা হউক, এই সকল বিষয় তোমার কর্ত্রীর নিকট প্রকাশ করিও না। আমার এই ঔষধটি বিষঘ্ন সুতরাং তাঁহার কোন ভয় নাই। শোন! শোন!! ঐ দেখ, তাঁহারা বুঝি আসিতেছেন!!!”

বাস্তবিক সেই সময়ে বহির্দ্দিকস্থ উদ্যান হইতে মনুষ্য-কলরবের ন্যায় অস্ফুট শব্দ আসিতে লাগিল। ওয়েল্যাণ্ড ভীত হইয়া নিকটবর্ত্তী গুল্মলতামধ্যে গিয়া লুক্কায়িত হইল। জেনেট্ ভয়ে ক্রীত দ্রব্যগুলি লুকাইয়া ফেলিবার জন্য দ্রুতবেগে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। এ দিকে এন্টনি ফষ্টার, আলায়েস ও সুরামত্ত ল্যাম্বরণ উদ্যানমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল।

জেনেট এই অবসরে বায়ুবেগে বিধূয়মানা কৃশাঙ্গী লতিকার ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে য়্যামির গৃহে প্রবেশ করিল। ওয়েল্যাণ্ডের কথায় তাহার মনে বিষম আশঙ্কা ও আতঙ্ক হইয়াছিল। এক্ষণে ল্যাম্বরণের প্রলাপবাক্যে সেই আশঙ্কা আরও বদ্ধমূল হইল। কিন্তু সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও য়্যামির নিকট প্রকাশ না করিয়া ওয়াল্যাণ্ডের উপদেশ পালন করিবে, এইরূপ সংকল্প করিল।

এ দিকে ওয়েল্যাণ্ড তাহার পূর্ব্বপ্রভু আলায়েসের কণ্ঠস্বর এবং ল্যাম্বরণের অশ্লীল প্রলাপ শুনিয়া ক্রোধে অন্ধ হইল; কিন্তু য়্যামিকে ঔষধ সেবন করাইয়া পাপিষ্ঠের পাপ-কৌশল ব্যর্থ করিয়াছে ভাবিয়া প্রফুল্ল-মনে সুবিধামত "কাম্নর" হইতে বহির্গত হইয়া পর-দিবস গস্‌লিংএর নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিল। গস্‌লিংও আপদ শান্তি হইল ভাবিয়া প্রফুল্লচিত্তে তাহাকে বিদায় দিলেন, কিন্তু হীরকাঙ্গুরী প্রত্যর্পণ করিলেন না।

[১৪]

লর্ড লিষ্টার কিরূপ সমারোহে ও সমাদরে "কেনিল-ওয়ার্থ" ভবনে রাজ্ঞীর অভ্যর্থনা করিবেন, এই আন্দোলনই তাঁহার প্রজাপুঞ্জের প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিল। চারিদিকেই উৎসবোপযোগী দ্রব্যসম্ভার সমা-হৃত হইতে লাগিল। লর্ড লিষ্টারের উপর রাজ্ঞীর প্রেম শশিকলার ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; সর্ব্ব-সাধারণেই ভাবিত, রাজ্ঞী লিষ্টারের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধা হইবার জন্য সময় সুযোগ অপেক্ষা করিতেছেন।

সৌভাগ্যের শীর্ষতম সোপানে উন্নীত হইয়াও ভাগ্যদেবীর বরপুত্র ও ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রণয়পাত্র আর্ল অফ্ লিষ্টার আপনাকে দারুণ অসুখী মনে করিতে লাগিলেন।

তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থা ঠিক যেন অকূল-সাগরে ভাসমান তরণী-বক্ষে অবস্থিত নাবিকের ন্যায়—যাহার সম্মুখস্থ মানচিত্র পথ-প্রদর্শনে জলযাত্রা সুগম করিতেছে, অথচ সাগর-গর্ভে নিমজ্জিত পর্ব্বতমালা ঘূর্ণাবর্ত্ত প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া তাঁহার পথ যে বিঘ্ন-সঙ্কুল, যুগপৎ তাহাও জানাইয়া দিতেছে এবং তিনি কিরূপে নির্ব্বিঘ্নে গন্তব্য স্থানে উপনীত হইবেন, ভীতিবিহ্বল-চিত্তে তাহাই চিন্তা করিতেছেন।

রাজ্ঞী এলিজাবেথের চরিত্র পুরুষোচিত কাঠিন্য ও স্ত্রীজাতি-সুলভ কোমলতা ও লঘুত্ব এই ত্রিবিধ গুণেই গঠিত ছিল। তাঁহার প্রজাগণ তাঁহার রাজত্বকালে সর্ব্বাংশে সুখে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারিয়াছিল; তাঁহার অন্তঃকরণ সুখদ সান্ধ্য-সমীর হিল্লোলিত গগনের ন্যায় প্রশান্ত। তাঁহার প্রেমের মধুর হাস্যচ্ছটা সুবিমল কৌমুদী-বিকাশের ন্যায় স্নিগ্ধ এবং তাঁহার ভীষণ-ভ্রুকুটি-বিভঙ্গে সকলেই বজ্রনির্ঘোষপূর্ণ প্রলয়কালোচিত তুমুল ঝটিকাপাতের ন্যায় বিষম প্রমাদ গণনা করিত।

লর্ড লিষ্টারের সহিত তাঁহার অন্যবিধ সম্বন্ধ। তিনি রাজ্ঞীর প্রিয়তম প্রণয়ভাজন। তথাপি তাঁহাকেও সময়ে সময়ে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত এবং বোধ হয়, এইরূপ অবস্থায় তিনি রাজ্ঞীর চরণ কমল হৃদয়-সরোবরে ধারণ করিয়া বলিলেন—"প্রিয়ে চারুশীলে, মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্।"

আর্ল দিবারাত্র ভাবিতেন—"আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই একবাক্যে বলিতেছে যে, আমার সহিতই এলিজাবেথের বিবাহ হইবে এবং আমিই ইংলণ্ডের রাজপদে অভিষিক্ত হইব। বাস্তবিক আমার প্রতি রাণীর পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক সদয় ও ঘনিষ্ঠ ভাব দেখিতেছি—তাঁহার কার্য্যকলাপ অধিকতর অনুরাগ-ব্যঞ্জক এবং দৃষ্টিপাতও আরও অধিক কোমল ও প্রেমপূর্ণ হইয়াছে। আমারও সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হই-বার অনুপযোগী কোন বিষয়ই নাই—তবে রাজমুকুট শিরোদেশে স্থাপন করিবার ইচ্ছায় হস্তপ্রসারণ করিতে গিয়া দেখিতেছি যে, একমাত্র প্রতিবন্ধক আসিয়া আমার হস্তরোধ করিতেছে।"—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি একখানি পত্রিকা বাহির করিয়া বলিতে লাগিলেন—"এই য়্যামির পত্র। য়্যামি সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে তাহাকে আমার পরি-ণীতা পত্নী বলিয়া স্বীকার করিবার জন্য আমাকে

অত্যন্ত জেদ করিয়া বলিয়াছে, 'রাজ্ঞী আমাদের বিবাহ-ব্যাপার অবগত হইলে পুত্রবৎসলা জননী আদরের পুত্রবধূ দেখিয়া যেরূপ উল্লসিতা হইয়া থাকেন, তিনিও সেইরূপ হইবেন'—কিন্তু য়্যামি জানে না, সেই অষ্টম হেনরীর কন্যা এলিজাবেথ যদি জানিতে পারেন যে, যাহাকে তিনি সুযোগ্য পাত্র-জ্ঞানে হৃদয়ের অধিকারী করিয়াছেন এবং যাহার সহিত দাম্পত্য-শৃঙ্খলে আবদ্ধও হইতে পারেন—তাহার পূর্ব্বপরিণীতা পত্নী জীবিতা, তাহা হইলে কি ভয়ানক পরিণাম হইবে! আমার ধনে প্রাণে বিনাশ।"—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি য়্যামির "কেনিলওয়ার্থে" গমন সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্য বিশ্বস্ত ও হিতৈষী অনুচর ভার্ণিকে আহ্বান করিলেন।

ভার্ণি উপস্থিত হইলে আর্‌ল বলিলেন—"দেখ ভার্ণি! রাজ্ঞী য়্যামিকে 'কেনিলওয়ার্থে' তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত না করাইয়া কিছুতেই ছাড়িবেন না। রাজ্ঞীর এখানে আগমনের দিনও প্রায় আগত। ভার্ণি! উপায় স্থির করিয়া আমাকে এই দুস্তর বিপদ্‌সাগর হইতে উদ্ধার কর; নতুবা আমার সর্ব্বনাশ।"

ভার্ণি। কেন? আপনার স্ত্রী কি দশাবিপর্যায় বশতঃ কিছু দিনের জন্য আমার কৌশল অবলম্বন করিয়া আপনার স্বার্থ ও মান-সম্ভ্রম রক্ষা করিতে সম্মত হইবেন না?

আর্‌ল। য়্যামি আমার স্ত্রী হইয়া কিরূপে তোমার স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিবে? তাহা আমার পক্ষে একান্ত হীনতা ও অমানুষিকতার কার্য্য এবং তাহার পক্ষে ত কথাই নাই।

ভার্ণি। রাজ্ঞী তাঁহাকে আমার পত্নী বলিয়াই জানেন; সুতরাং এক্ষণে প্রতিবাদ করিতে গেলে সমস্ত রহস্যই প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা।

আর্‌ল। ভার্ণি! আমি এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেও য়্যামি সম্মত হইবে না। সুতরাং অন্য কোন উপায়ে প্রতীকার করিবার চেষ্টা দেখ।

ভার্ণি শুষ্ককণ্ঠে বলিয়া উঠিল "তবে অপর কোন রমণীকে য়্যামি রব্‌সার্ট সাজাইয়া রাজ্ঞীর সম্মুখে বাহির করিলে হয় না?"

আর্‌ল। এ কথা তোমার বাতুলতা মাত্র। ও সকল পরামর্শ যুক্তিসিদ্ধ নহে। ট্রেশিলিয়ান, য়্যামির পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়-কুটুম্বগণও রহস্য প্রকাশ করিয়া দিয়া আমাকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করিবে; সুতরাং অন্য উপায় দেখ।

ভার্ণি। প্রভু! আমার এরূপ অবস্থা হইলে আমি আমার স্ত্রীকে জোর করিয়া এরূপ করিতে বাধ্য করিতাম।

আর্‌ল। আমি এরূপ অমর্য্যাদাসূচক কর্কশ ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করি না। তবে যখন আর উপায়ান্তর নাই, তখন অগত্যা তোমার পরামর্শই গ্রাহ্য।

ভার্ণি সহর্ষে বলিল—"প্রভু! যথার্থই আমার পরামর্শমত কার্য্য করা যদি আপনার অভিমত হয়, তবে আমার প্রভুপত্নীকে আমার পরামর্শমত উপদেশ দিয়া একখানি পত্র লিখিয়া দিউন। আপনার পত্র দেখাইলে বিশ্বাস করিবেন।"

লিষ্টার ক্ষিপ্রহস্তে লেখনী ধারণ করিয়া নিম্ন-লিখিত পত্রখানি লিখিলেন—

"প্রাণের য়্যামি!

আমি এক্ষণে ঘোর বিপদে জড়িত হইয়াছি। সে বিপদ্‌-সাগরে মান-সম্ভ্রম, এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্ত ভাসিয়া যায় যায় হইয়াছে। আর অধিক লিখিতে পারিলাম না। ভার্ণির নিকট বাচনিক শুনিও ও তাহার উপদেশ-মত কার্য্য করিও।

তোমারই লিষ্টার।"

ভার্ণি পত্র গ্রহণ করিয়া একটিমাত্র অনুচরের সহিত অবিলম্বে অশ্বারোহণে বার্কসায়ার অভিমুখে গমন করিল। আর্‌ল এতক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া ছিলেন, এক্ষণে অশ্বপদশব্দে চমকিত হইয়া তাড়্‌দ্বেগে আসন হইতে উত্থান পূর্ব্বক ভার্ণিকে নিবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে সোৎসুকনয়নে বাতায়নপথে গমন করিলেন। কিন্তু ভার্ণি এতক্ষণ বহুদূর গমন করিয়াছে, আর তাহাকে ফিরাইবার কোন উপায় নাই। বাতায়নের দ্বার খুলিয়া তিনি ভার্ণিকে দেখিতে পাইলেন না—কেবল দেখিলেন, চতুর্দ্দিকে নিরন্ধ্র ও ঘোর তমিস্রজালে বেষ্টিত এবং গভীর তিমিরাচ্ছন্ন নৈশাকাশে অগণিত তারকারাজি অনুজ্জ্বলভাবে ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছে। তাঁহার মনে এইরূপ ভাবের উদয় হইল, "যেন বিশাল অন্তরীক্ষ সমগ্র প্রাণিজগতের ভাগ্যগ্রন্থ এবং নক্ষত্রাবলী জীবগণের অদৃষ্টফল-সূচক সাঙ্কেতিক চিহ্ন। গ্রহনক্ষত্রগণ নৈশগগনের

ঘোর অন্ধকারে নিস্তব্ধভাবে নিখিল প্রাণিজগতের প্রত্যেক জীবের অদৃষ্টের উপর সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়া আপনাপন দেহ আবর্ত্তন করিতেছে—উহাদের দেহ আবর্ত্তনের সহিত অপ্রত্যক্ষভাবে আমার অদৃষ্টচক্রের আবর্ত্তন হইতেছে - জানি না, কি ঘটিবে—জ্যোতির্ব্বিদ্ আলাস্কো আমাকে বলিয়াছিল, অতিশীঘ্রই আমার ভাগ্যপরিবর্ত্তন ঘটিবে—আমাকে সতর্ক থাকিতে ও আশ্বস্ত হইতেও বলিয়াছিল।—আমার রাজপদে অভিষেক কিরূপে? এলিজাবেথের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া শিরোদেশে ইংলণ্ডের রাজমুকুট-ধারণ ও সিংহাসনে উপবেশন!!—সে আশা এখন দুরাশা মাত্র —যাক্। সমৃদ্ধিশালী ইংলণ্ডবাসিগণ আমাকে তাহাদের অধিপতি মনোনীত করিয়াছে। এলিজাবেথ যদি সম্মতি প্রদান করেন, তাহা হইলে তাহারা আমাকে তাহাদের অধিপতিত্বে বরণ করে। তাই বা কেন? আমার কি এই ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিকার নাই? — নিশ্চয়ই আছে— কিন্তু সে সকল রহস্যপূর্ণ আন্দোলনে আবশ্যক নাই। এখন আমি অন্তঃসলিলা স্রোতস্বতীর ন্যায় মনের আশা মনেই রাখিয়া কিছুকাল অপেক্ষা করি- নিশ্চয়ই এমন সময় আসিবে—যখন আমি নিজমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক বাহুবলে সমগ্র বাধা-বিপত্তি দমন করিয়া আপন স্বত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইব।"

যৎকালে আম্‌ব্রল ধর্ম্মচিন্তা ও বিবেকবুদ্ধিতে জলাঞ্জলি দিয়া রাজকার্য্য-সম্বন্ধীয় কূটনীতি ও স্বার্থপরতার আলোচনা করিতে করিতে আত্মহারা অবস্থায় দুরাকাঙ্ক্ষার কুহেলিকায় আচ্ছন্ন থাকিয়া নানারূপ সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহার অনুচর ভার্ণি অতিশয় দ্রুতবেগে বার্কসায়ারাভিমুখে গমন করিতেছিল। ভার্ণির হৃদয়ও দুরাকাঙ্ক্ষার ভীষণ তরঙ্গে আন্দোলিত। তাহার মনে বড় সাধ যে, প্রভুর উপর প্রভুত্ব করে; প্রভু তাহাকে বিশ্বস্তভাবে হৃদয়ের গূঢ়তম মর্ম্মকথা খুলিয়া বলেন এবং তাহাকেই য়্যামির নিকট দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করেন। এত দিনে তাহার সে সাধ পূর্ণ হইল। পাপিষ্ঠ মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এইবার ত প্রভু আমার করায়ত্ত, হস্তপদ বদ্ধ— সুতরাং সে পাপিষ্ঠাও সেই সূত্রে এখন আমার অধীনা—আর তাহাকে যদি সর্ব্বসমক্ষে অন্ততঃ একবার আমার পত্নী বলিয়া স্বীকার করাইতে পারি, তাহা হইলে ত আমি দিগ্বিজয়ী—আর একান্তই যদি তাহা না করিতে চায়, তবে আলাস্কো তাহার কর্ত্তব্য সমাধা করিবে। আলাস্কোর ঔষধের গুণে হতভাগিনীর দেহ অবসন্ন হইবে এবং আমরা রাজ্ঞীর সমক্ষে উহার পীড়ার ভাণ করিয়া উহার কেনিলওয়ার্থে গমন নিবারণ করিয়া সকল দিক্ বজায় রাখিব। স্বয়ং আম্‌ব্রল ত আমার মুষ্টির ভিতর। অশ্বিনী-তনয়! দ্রুতবেগে ধাবমান হও। আমি যেমন তোমার কুক্ষি-পঞ্জরে আঘাত করিয়া তোমার গমন-বেগ বর্দ্ধিত করিবার জন্য তোমাকে উত্তেজিত করিতেছি —সেইরূপ উচ্চাভিলাষ ও প্রতিহিংসা আমার বক্ষোদেশে উদ্দীপিত হইয়া আমাকে স্বকার্য্য-সাধনে সহস্রগুণে প্রণোদিত করুক।

[১৫]

বিলাসিনী প্রমদামণ্ডলী একবাক্যে বলিয়া থাকেন যে, সুন্দরী য়্যামির যেমন অতুল রূপমাধুরী, তিনি সেইরূপ সৌখীনাও ছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ সময়ই বেশভূষা ও অঙ্গরাগ-সম্পাদনেই অতিবাহিত হইত। তিনি শৈশবেই মাতৃস্নেহে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। মাতৃহীনা কন্যার হৃদয়ে পাছে মাতৃবিয়োগ-শোক জাগিয়া উঠে, এই ভয়ে স্নেহশীল পিতা কখন কন্যার কোন ইচ্ছার প্রতিকূলাচরণ করিতেন না। ট্রিশিলিয়ান তাঁহার শিক্ষাগুরু-পদে অভিষিক্ত থাকিয়া তাঁহার হৃদয়ে জ্ঞানাঙ্কুর বিকসিত করিয়াছিলেন; কিন্তু মনে প্রণয়-লিপ্সা বলবতী থাকিলেও য়্যামির হৃদয়ে অণুপ্রমাণ প্রেমাঙ্কুর বিকসিত করিতে সক্ষম হন নাই। কারণ, য়্যামি তাঁহাকে শিক্ষাগুরু জ্ঞানে ভক্তি ও সম্মান করিতেন। য়্যামির এখন পূর্ণযৌবন। তাঁহার স্থিরা সৌদামিনীর ন্যায় লাবণ্য-উদ্ভাসিত সুঠাম দেহখানি যৌবনভারে উপচিত হইয়া শারদীয় চান্দ্রমসী শোভা অপেক্ষাও প্রিয়দর্শন হইয়া উঠিল—এ দিকে সুযোগ বুঝিয়া বিলাসচতুর অনঙ্গ আকর্ণসন্ধানে তাঁহার কমল-কোরক-বিভূষিত কোমল-হৃদয়ে অনিবার্য্য সুরত-সম্ভোগ-লিপ্সা উদ্দীপিত করিয়া দিল। ঋতুরাজ বসন্তাগমে মুকুল-ভূষণা বনলতা সহর্ষে প্রাণকান্ত তরুবরে যেমন আলিঙ্গন করিয়া থাকে—তদ্রূপ মন্মথ-শরমথ্যমানা পীন-স্তন-জঘন-ভারে সন্নতাঙ্গী—কাম-কলারূপিণী য়্যামি আপনার অনুরূপ বিশ্ব-বিলোদন

রূপলাবণ্য-সম্পন্ন লিষ্টারকে ভার্ণির উত্তরসাধকতায় বিজন বিপিনে—নিভৃতে-নির্জ্জনে মৃণাল-নাল-ললিত ভুজলতা-পাশে বাঁধিয়া অনঙ্গের শরানল নির্ব্বাপিত করিলেন।

আরল য়্যামিকে গুপ্তভাবে পত্নীত্বে বরণ করিয়া পিতৃ-গৃহ হইতে স্থানান্তরিত করাইয়া কাম্নর-ভবনে ভার্ণি ও ফষ্টারের রক্ষণাধীনে অতি গুপ্তভাবে রাখিয়া দিলেন; এবং সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার অবরোধ-যন্ত্রণার উপশম করিতেন—কিন্তু যখন প্রণয়-বেগ দিন দিন কমিয়া আসিল এবং নানা স্বার্থের ব্যপদেশে তাঁহার আগমন ক্রমে স্থগিত হইয়া প্রণয়ের প্রতিদান পত্রাকারে পরিণত হইল—তখন য়্যামি দেখিলেন, যে গৃহ এককালে পতিসংসর্গ-সুখে অশেষ সুখের আগার ছিল, এখন তাহা পতি-বিরহে দারুণ অসুখের কারাগারে পরিণত হইয়াছে। আরল ভাবিতেন, এদিকে এইরূপ গুপ্তভাবেই রাখিয়া দিবেন; কিন্তু য়্যামি তাঁহাকে সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে তাঁহার পত্নী বলিয়া স্বীকার করিবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সুতরাং তাঁহাদের উভয়ের মনোভাব এখন ঠিক বিপরীত।

য়্যামি জেনেট্‌কে বলিলেন—"জেনেট্! আমি যদিও এখন পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী, কিন্তু আমার জন্ম স্বাধীন কুলে। প্রভু আমাকে স্বপ্নাতীতরূপে সুখী করিয়াছেন বটে, কিন্তু যদি আমাকে চিরকালই প্রোষিত-ভর্তৃকা বিরহিণীর মত এইরূপ অবরোধ-বাসিনী হইয়া থাকিতে হয়, তবে সে সুখে প্রয়োজন কি?—এ যেন আমার নির্ব্বাসন। আমি প্রভুকে প্রাণের সহিত ভালবাসি; কিন্তু ইহাও মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, যদি আমি ত্রিশিলিয়ানকে বিবাহ করিয়া মণি-মুক্তার পরিবর্ত্তে আধফুটন্ত গোলাপ-মুকুলে কবরী বাঁধিয়া থাকিতাম, তাহা হইলে সহস্র গুণে মনের সুখে থাকিতাম।" উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় ভার্ণি কক্ষে প্রবেশ করিল।

ভার্ণির দৃষ্টি এক্ষণে তীক্ষ্ণ, ললাটদেশ কুঞ্চিত, ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত এবং নির্ম্মম শুষ্ক-হৃদয়ে দুশ্চিন্তার কলুষপ্রবাহ ভৈরব কল্লোলে প্রবাহিত হইতেছে। য়্যামি তাহার এইরূপ আকার দেখিয়া ত্রস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়! প্রভুর সংবাদ কি?"

ভার্ণি। সংবাদ প্রকাশ জন্য নির্জ্জনতার আবশ্যক।

এণ্টনি ও জেনেট উভয়েই তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং ভার্ণির আকার-প্রকারে বিষম দুর্দ্দৈব সংঘটন আশঙ্কা করিয়া সোৎসুকভাবে বাহির হইতে কথাবার্ত্তা শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল।

কাউণ্টেসের গৃহদ্বার রুদ্ধ হইল। ভার্ণি মৃদুস্বরে বলিল—"আপনার স্বামীর আদেশ, কিছু দিনের জন্য আপনাকে আমার পত্নী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকিতে হইবে

কাউণ্টেস্ শ্রবণমাত্র ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিলেন—য়্যাবাদা! প্রতারক! আমি এরূপ ঘৃণিত অশ্রাব্য কথা শুনিতে চাহি না। জেনেট্! ফষ্টার! তোমরা শীঘ্র দরজা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ কর। পাপিষ্ঠ আমাকে বন্দী করিয়াছে।"

তৎক্ষণাৎ বাহির হইতে সবলে দ্বার খুলিয়া ফষ্টার ও জেনেট্ বেগে গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিল। ভার্ণি তখন দন্তে দন্তঘর্ষণ করিতেছে। কাউণ্টেস গৃহের মধ্যস্থলে পাদ-দলিতা ভুজঙ্গিনীর ন্যায় ক্রোধে আস্ফালন করিয়া বলিতেছেন—"এতদূর স্পর্দ্ধা প্রগলভ জীব! প্রভুর আদেশের ছল করিয়া দুরাচার আপনার ঘৃণিত দুরভিসন্ধি সাধন করিতে আসিয়াছ? পাপাত্মা, তোমার এতদূর স্পর্দ্ধা ও দুরাকাঙ্ক্ষা!—আমার স্বামীর আদেশ!!!—আমি কেনিলওয়ার্থে যাইয়া রাজসভামধ্যে এই ইতর ভৃত্যকে আমার স্বামী বলিয়া পরিচয় দিব—ওঃ, দুরাত্মার কি দুরাকাঙ্ক্ষা ও ধৃষ্টতা!" এই বলিতে বলিতে ক্ষোভে ও অপমানে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া তিনি স্তব্ধ হইলে ভার্ণি বলিল—"এই দেখুন আপনার স্বামীর স্বহস্ত লিখিত এই আদেশপত্র।"

"আমার স্বামী উন্নতচেতা ডাড্‌লি এরূপ কাপুরুষোচিত ও ঘৃণিত পন্থা অবলম্বন করিবেন না। যদিও তিনি এরূপ নীচতা অবলম্বন করিয়া থাকেন, আমি তাহা পদদলিত করি এবং তাহার স্মরণচিহ্নও বিলুপ্ত করি" এই বলিয়া তিনি ক্রোধে ও অপমানে পত্রখানি ছিঁড়িয়া ভূতলে ফেলিয়া পদাঘাত করিতে লাগিলেন।

তদ্দর্শনে ভার্ণি কর্কশস্বরে বলিয়া উঠিল—"তোমরা সকলে সাক্ষী থাক। উনি আমার উপরেই প্রভুর আদেশের আরোপ করিয়া আমাকেই অপরাধী প্রমাণ করিবার জন্য পত্রখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।"

কাউণ্টেস্ বজ্রগম্ভীরস্বরে বলিলেন—"তুমি শীঘ্র

এখান হইতে দূর হও। আমি তোমার মুখ দর্শন করিতে চাহি না।"

ভার্ণি এত অবমাননা সত্ত্বেও কিছু আকার ইঙ্গিতে অন্তরের গোপনভাব কিছুমাত্র প্রকাশ না করিয়া ফষ্টারের সহিত একেবারে অপ্রশস্ত সিঁড়ি দিয়া মৃত্তিকা-নিম্নস্থ একটি গৃহে প্রবেশ করিল। এই গৃহটি কাম্নর-ভবনের রসায়ন-শালা এবং নানাবিধ ঔষধ ও অদ্ভুত অদ্ভুত যন্ত্রে পরিপূর্ণ। এই গৃহেই আলাস্কো দুজ্ঞেয় ও জটিল শাস্ত্রসমূহের আলোচনায় ও রসায়নশাস্ত্রের অনুশীলনে ব্যাপৃত ছিলেন।

ফষ্টার ও ভার্ণি গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল এবং তাহাদের গভীর গুপ্ত মন্ত্রণা আরম্ভ হইল।

এ দিকে কাউণ্টেস্ গৃহ প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"জেনেট! জেনেট! আমি আর অধিক দিন এখানে থাকিব না। পাষণ্ডের ব্যবহারে আমার বড় আতঙ্ক হইতেছে। আমি কাম্নর-ভবন হইতে শীঘ্রই পলায়ন করিব।"

জেনেট। হা অদৃষ্ট! এ স্থানের যে চারিদিকে উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত; আপনি কিরূপে এখান হইতে পলায়ন করিবেন এবং পলায়ন করিয়া যাইবেনই বা কোথায়?

হতভাগ্য রমণী কৃতাঞ্জলিপুটে স্বর্গের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "জেনেট্! কিরূপে ও কোথায় পলাইব জানি না, তবে ইহা মাত্র জানি, দুর্জ্জনের নিকট আমার মান-সম্ভ্রম, এমন কি, জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট হইতে বসিয়াছে। সুতরাং ঈশ্বর নিশ্চয়ই হতভাগিনীর পরিত্রাণের উপায় করিয়া দিবেন।"

না দিবেনই বা কেন? মঙ্গলালয় ভগবান্ সর্ব্বদাই মঙ্গলময়! অনন্তব্যাপী নিখিল চরাচর সকল জীবেই তাঁহার অনন্ত করুণা-উৎস সমভাবে প্রবাহিত—যে ভূতভাবন বিপদতারণ ব্রহ্মাণ্ড-জীবন উত্তাল-তরঙ্গ-সমাকুল অতল জলধিনীরে শিলাতলে ক্ষুদ্র কীটাণু হইতে ভীষণ কান্তারে দুর্গম গিরিগহ্বরে সিংহ-ব্যাঘ্রাদিকে পানাহার দানে রক্ষা করেন, যে [illegible] দাবদগ্ধ মরুভূমে [illegible] [illegible] দূর করেন যাঁহার অম্লান [illegible] বিপুল-জ্যোতি হইতে ক্ষীণ-জ্যোতি খদ্যোতের জ্যোতিকণায় সমভাবে বর্ত্তমান—যাহার সৌম্যমূর্ত্তি ও হাস্যরেখা বাসন্তী ঊষার মেঘলেখাঙ্কিত সুনীল আকাশ হইতে [illegible] লে মৃণালদলে সমভাবে প্রসারিত যাঁহার শাসনে অনন্তসঞ্চারী সৌরজগৎ হইতে ভূতলে কীটাণু পর্য্যন্ত নিরন্তর ক্ষয়বৃদ্ধিশীল—যাঁহার অনুগ্রহবারি-সেচনে সমগ্র জীবকুল অনুপ্রাণিত, সঞ্জীবিত ও উল্লাসিত সেই প্রেমময় বিঘ্ন-বিনাশন তাঁহার সৃষ্ট প্রাণি-জগতের শ্রেষ্ঠ জীবের বিপদভঞ্জনের জন্য যে অভাবনীয় উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিবেন—ইহাতে আর বিচিত্র কি?

তাঁহাদের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে ফষ্টার এক হস্তে একটি ক্ষুদ্র কাচের গেলাস ও অপর হস্তে একটি বোতল আনিয়া শুষ্কমুখে ও কম্পিত হস্তে য়্যামিকে বোতলস্থিত পানীয় সেবনার্থ সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিল। তাহার এইরূপ সন্দেহজনক ভাবভঙ্গী দেখিয়া য়্যামি ও জেনেট উভয়েই দারুণ সন্দেহ ও আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। জেনেট মুহূর্ত্তকাল স্তম্ভিত থাকিয়া পিতার হস্ত হইতে দ্রুতভাবে গেলাস ও বোতল গ্রহণ করিয়া বলিল—"পিতঃ, যখন ঠাকুরাণী আবশ্যক বোধ করিবেন, তখন আমি স্বহস্তে তাঁহাকে ঢালিয়া দিব।"

ফষ্টার কম্পিতস্বরে বলিয়া উঠিল "না, না, তোমাকে আর ঢালিয়া দিতে হইবে না। যাও, তুমি এখন উপাসনা মন্দিরে যাও।"

জেনেট। যতক্ষণ না আমি কর্ত্রী ঠাকুরাণীর বিষয়ে নিশ্চিন্ত হই, ততক্ষণ আমি কোথাও যাইব না। পিতঃ যদি এই পানীয় সেবনে উনি সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ বোধ করেন, তবে নিশ্চয়ই ইহাতে আমিও সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ বোধ করিব। আমি ইহা পান করিব।

ফষ্টার ক্ষিপ্রহস্তে বোতলটি কাড়িয়া লইয়া নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া দ্রুতবেগে গৃহত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল।

জেনেট অতিশয় লজ্জা ও আতঙ্কমিশ্রিত দৃষ্টিতে য়্যামির দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। য়্যামি সদয়-দৃষ্টিতে জেনেটের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"জেনেট! কাঁদিও না।"

জেনেট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভগ্নস্বরে বলিল—"ঠাকুরাণি বিদায়" বলিয়া প্রস্থানোন্মুখী হইলে কাউণ্টেস [illegible] বলিলেন "জেনেট! তুমিও কি আমাকে এই দারুণ বিপদের সময় পরিত্যাগ করিয়া চলিলে?"

"আপনাকে ত্যাগ করিব ? ঠাকুরাণি ! আমি প্রাণত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু আপনাকে ত্যাগ করিতে পারি না। আপনি ত পূর্ব্বে বলিয়াছেন—'ঈশ্বর আপনার পরিত্রাণের পথ দেখাইয়া দিবেন।' —ঈশ্বর স্বহস্তে যে দ্বার উন্মোচন করিয়া আপনার পরিত্রাণের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, আমি সে পথ বন্ধ করিব না, আমাকে ডাকিবেন না ; আমি অতি শীঘ্র ফিরিয়া আসিব।" এই বলিয়া জেনেট নিষ্ক্রান্ত হইল।

এ দিকে ফষ্টার যাইয়া রসায়নশালায় প্রবেশ করিলে ভার্ণি তাহাকে ব্যঙ্গোক্তি করিয়া বলিল "কি হে, সাধের পাখীকে কি মধু পিয়াইয়াছ ?"

ফষ্টার না, আমার হাত হইতে পান করিলেন না। আপনি কি আমাকে নারী-হত্যা করিতে বলেন ?

ভার্ণি ক্রুদ্ধস্বরে বলিল—"আরে আহাম্মক ! কে তোমাকে বলিল যে, এ বিষ ? আমরা শপথ করিয়া বলিতেছি যে, ঐ বোতলে যাহা আছে, তাহা বিষ নহে।"

ফষ্টার বলিল,—"মহাশয়গণ ! আমি আপনাদের অভিপ্রায় কি জানি, না, কিন্তু এখানে আমি আমার একমাত্র স্নেহের কন্যার প্রতি অটুট মায়ায় বদ্ধ আছি। দেখুন ! আমি অতি পাপজীবনভার বহন করিয়া আসিতেছি এবং পৃথিবীও আর আমার ভার সহিতে পারিতেছে না ; কিন্তু আমার জেনেট সদ্যঃ প্রস্ফুটিত কুসুমের ন্যায় নির্ম্মল এবং শৈশবে তাহার জননীর কোলে যেরূপ নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক ছিল, এখনও বৎস আমার সেইরূপই আছে, সুতরাং নিশ্চয়ই সেই সুবর্ণমণ্ডিত ও নন্দনকানন-শোভিত অমরপুরে স্থান পাইবে।"

"হাঁ হাঁ। পুষ্পক রথ আসিয়া তোমার কন্যাকে সকায় স্বর্গে লইয়া যাইবে আর তুমিও তাহার পুণ্য-ফলে স্বর্গে যাইয়া অক্ষয় সুখ-ভোগ করিবে" এই বলিয়া সেই বোতল ও গেলাসটি লইয়া গৃহ হইতে নির্গত হইয়া প্রস্থান করিল।

ভার্ণি গৃহ পরিত্যাগ করিলে আলাস্কো ফষ্টারকে বলিলেন—"বৎস ! আমি তোমাকে বলিতেছি যে, দুরাচার ভার্ণি এই অমূল্য শাস্ত্রকে যতই কেন পরিহাস করুক না, ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমি এই দৈব-শাস্ত্রে এত ব্যুৎপন্ন হইয়াছি যে, যিনি যতই বিজ্ঞ ও জ্ঞানী হউন না, কেহই এ বিষয়ে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে, যাঁহাকে আমি গুরু বলিয়া মানিতে পারি। পাপাচার ভার্ণির ন্যায় কেবল-মাত্র পাষণ্ড ও রাক্ষস এমন অনেক নরাধম আছে, যাহারা অতি পবিত্র বিষয়গুলিকেও বিদ্রূপ করিতে অণুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না, তথাপি বিশ্বাস করিও—যেহেতু খৃষ্টান ধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত আছে যে, ঈশ্বর-প্রেরিত পুণ্যাত্মা সেণ্টজন কর্ত্তৃক পরিদৃষ্টা, ঈশ্বরের আত্মাসম্ভূতা, পাতকিগণের পাতকবিনাশিনী, অবনীতলে শোভমানা অমরাবতীর অনুরূপ প্রতিমা, সুতরাং প্রত্যেক খৃষ্টিয়ানের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র নূতন—জেরুজেলম ভূমি অখিল-ব্রহ্মাণ্ডপতির সেই গভীর ও দুরবগাহ সৃষ্টি ও পরিত্রাণ-রহস্য প্রকাশ করিতেছে এবং যাহার পাবনগুণে প্রকৃতির অতি দুর্দ্দান্ত এবং মুক্তিলাভে নিতান্ত অযোগ্য সন্তানগণও ক্ষালিত-পাপ হইয়া শান্তি ও মুক্তিলাভ করে।"

ফষ্টার শুনিয়া সান্দগ্ধভাবে বলিল—"কৈ, হোল্ড-ফোর্থ ত এ সকল বিষয় সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, যাহারা দুষ্কর্ম্ম করে এবং মিথ্যা কথা রচনা করে, তাহারা সেই পবিত্রধামে সুখ-সম্পদলাভে বঞ্চিত হয়।"

আলাস্কো। তোমার এ সকল কথার মর্ম্ম কি ? কাহাকে উল্লেখ করিয়া এ কথা বলিলে ?

ফষ্টার। যাহারা বিষ অথবা বিষাক্ত দ্রব্য প্রস্তুত অথবা তাহাদের আলোচনা এবং গোপনে প্রয়োগ করে, তাহাদের অদৃষ্টে সেই অক্ষয় স্বর্গে অনির্ব্বচনীয় সুখ-সমৃদ্ধিলাভ ঘটিয়া উঠে না।

আলাস্কো। যাহার আদ্যন্তই মন্দ ও অনিষ্টকর এবং যাহা স্বয়ং মন্দ হইলেও সুফল উৎপাদনে সমর্থ, এই দুই প্রকার বস্তুর মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে যদি একের অকাল, বিয়োগে অনেকের অশেষ কল্যাণসাধন ও অমঙ্গলসমূহ দূরীভূত হয় ঈদৃশ ব্যক্তির মৃত্যু না ঘটিলে যখন আধি ব্যাধি শোক দুঃখ মানবের স[illegible]ানের অধীন থাকিয়া এক জন প্রাচীন ও বিচক্ষণ ব্যক্তির ঈষৎ ইঙ্গিতমাত্রেই দূরে পলায়ন করে, এবং যখন অতি মূল্যবান্ এবং বহুল আয়াসলব্ধ পদার্থ সকল সেই মানব-বুদ্ধির অধীন ব্যক্তিদিগের করায়ত্ত হয়—যখন চিকিৎসাশাস্ত্র একেবারে বিলুপ্ত হইয়া একমাত্র বিশ্বব্যাপিনী সঞ্জীবনী শক্তিতে পরিণত হইবে—যখন কেবল

প্রবীণ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিগণই পৃথিবীর অধীশ্বর হইবেন এবং মৃত্যু তাঁহাদের ভ্রূভঙ্গীদর্শনে দূরে পলায়ন করিবে—তখন যদি একটি সামান্য ঘটনা দ্বারা—একটি নশ্বর পার্থিব জীবনের নির্দ্দিষ্ট আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই অকাল সমাধি দ্বারা সেই মঙ্গলময় পরিণাম সংঘটিত হয়, তাহা হইলে পুণ্যাত্মা সাধুগণের ধর্ম্মরাজ্যের উন্নতির জন্য এরূপ সামান্য উৎসর্গ করিতে আপত্তি কি ?

ফষ্টার। হোল্ডফোর্থ আমাকে বলিয়াছেন, তোমার মত ধর্ম্মবিরুদ্ধ এবং ভ্রান্তিমূলক, সুতরাং অগ্রাহ্য—

আলাস্কো। বৎস! সে এখনও এ সকল বিষয়ে অজ্ঞ। যাহা হউক, আমি শীঘ্রই হোল্ডফোর্থকে আমার মতখণ্ডন করিবার জন্য আহ্বান করিব। মোজেসের ঐন্দ্রজালিক সর্প যেমন মিশরদেশীয় নৃপতি ফ্যারোয়ার সমক্ষে তদ্দেশীয় স্পর্দ্ধাকারী যাদুকরদিগের ঐন্দ্রজালিক সর্পগণকে গ্রাস করিয়াছিল হোল্ড-ফোর্থও আমার সহিত স্পর্দ্ধা করিলে আমিও সর্ব্ব-সমক্ষে তাহাকে পরাভূত করিব এবং তোমরা স্বচক্ষে সমস্ত দর্শন করিবে।

ইত্যবসরে ভার্ণি গৃহে প্রবেশ করিয়া বিদ্রূপস্বরে বলিয়া উঠিল "ফষ্টার, তুমি পারিলে না, কিন্তু যেমন ভ্রূভঙ্গীতে শিশুর মনে ভয়ের সঞ্চার হয়, সেই-রূপ ভ্রূভঙ্গীতে তাহাকেও বশীভূত করিয়া পান করাইয়াছি।" এই বলিয়া ভার্ণি প্রস্থান করিল। ফষ্টার, আলাস্কো ও অন্যান্য সকলে রাত্রি অধিক হইয়াছে দেখিয়া শয়নার্থ স্ব-স্ব কক্ষে গমন করিল।

[১৬]

নিদাঘের দীর্ঘ বেলা অবসান হইয়া আসিল। নীরব তপন নীরবে কানন, কান্তার, ব্যোম, গিরি, সিন্ধুকক্ষ সুবর্ণরাগে রঞ্জিত করিয়া নিতান্ত ক্লান্তভাবে প্রদোষে প্রতীচী-প্রান্তে ঢলিয়া পড়িলেন। সুনীল-গগন শ্বেত, পীত সুবর্ণমেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া রজতাম্বু-বাহিনী সান্ধ্যতটিনীর বক্ষে কেমন বিনোদ চিত্র আঁকিল। কম্পস্রোতপ্লাবিতা ধরিত্রী শশাঙ্ক-শালিনী যামিনীর শান্তি-হিল্লোলে ভাসিল। সান্ধ্য-স্বভাবের সমীর-হিল্লোলে ভানুবিষাদিনী নলিনী কাঁপিয়া কাঁপিয়া সরসীজলে নিমীলিত হইল। নীলিম অম্বরে তারকানিকর ফুটিল। শ্যাম-দূর্ব্বাদল খদ্যোতের দলে জ্বলিল। কামিনী-কুন্তলে কুসুমের মালা সাজিল—মধুরে মধুরে মিশিল।

এ দিকে সন্ধ্যা অতিক্রান্তা হইলে জেনেট ম্যামির গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবামাত্র ম্যামি অতিকষ্টে ধীরে ধীরে বলিলেন—"জেনেট্! আর দেখিতেছ কি ? ভার্ণি আমাকে বলপ্রয়োগে বিষপান করাইয়াছে—আর আমি বাঁচিব না।"

জেনেট। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! আপনি পূর্ব্বেই সেই পণ্যাজীবের বিষঘ্ন ঔষধ সেবন করিয়াছেন, সুতরাং আপনার কোন আশঙ্কা নাই। আমি আপনার পলায়নের উপায় স্থির করিয়াছি। আপনি এখন প্রস্তুত হউন। সেই পণ্যাজীবরূপী ওয়েল্যাণ্ড—ত্রিশিলিয়ানের বন্ধু ও তাঁহারই আদেশে আপনার উদ্ধারসাধন জন্য এখানে আসিয়াছে। আমি তাঁহাকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া তাঁহার সততা ও সত্যবাদিতায় অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমার পরামর্শে সে এক্ষণে সসজ্জ হইয়া পশ্চাদ্দ্বারে আপনার অপেক্ষা করিতেছে। আপনি এখন এই দুঃসাহসিক কার্য্য করিতে পারিবেন কি ?

ম্যামি। যে আসন্ন বিপদ হইতে পরিত্রাণ প্রার্থনা করে, তাহার দেহে আপনা হইতেই বলসঞ্চার হয়—যাহার লজ্জা ও অপমানের ভয় থাকে, তাহার মানসিক বলেরও অভাব থাকে না। যখন ভীষণ সারমেয় তীক্ষ্ণদন্ত বিস্তার করিয়া একটি হরিণীকে গ্রাস করিবার জন্য বেগে তাহার অনুধাবন করে—তখন অসহায় হরিণী প্রাণরক্ষার আশায় লম্ফ দিয়া প্রকাণ্ড গহ্বর উল্লঙ্ঘন করিবার উপযোগী বল ধারণ করে না কি ?—জেনেট! আমার বোধ হইতেছে, যেন আমার উদ্ধার করিবার জন্য স্বর্গ হইতে দেবদূত আসিয়াছে। ত্রিশিলিয়ানের ন্যায় পরার্থপর লোক আর নাই! আহা! কি শোচনীয়রূপেই তাঁহাকে প্রতিদান করিয়াছি! যাহা হউক, এখন আর অনু-শোচনায় কাজ নাই। জেনেট! শীঘ্র পলায়নের জন্য আয়োজন কর—আমি অনেক পরিমাণে সুস্থ বোধ করিতেছি।

জেনেটের নিকট চাবী থাকিত, যদ্দ্বারা জেনেট ইচ্ছামত একটি পশ্চাদ্দ্বার খুলিয়া বাহিরে যাতায়াত করিত। ফষ্টার ম্যামির সর্ব্বাঙ্গীন সুখস্বচ্ছন্দতার ভার কন্যার উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিল

সম্প্রতি য়্যামিও অবরোধ-যন্ত্রণায় অতিশয় অধীরা হইয়াছিলেন, সুতরাং জেনেট তাঁহার সেই সুখ-স্বচ্ছন্দতা রক্ষার ছলে তাঁহার পলায়নকার্য্যে সহায়তা করিয়া আপনাকে পিতার নিকট বিশ্বাস-ভঙ্গাপরাধে অপরাধিনী বিবেচনা করিল না।

জেনেট অতি সত্বর একটি ক্ষুদ্র বাক্সমধ্যে তাঁহার গমনোপযোগী কতকগুলি অত্যাবশ্যক দ্রব্য-সামগ্রী ও পাথেয় স্বরূপ কতকগুলি অলঙ্কার ও মণিরত্ন তাঁহার হস্তে প্রদান করিল। য়্যামি ছদ্মবেশ ধারণ করিলেন।

এখন রজনীর দ্বিযাম অতীত। প্রশান্ত গগন, বিশাল ধরণী সুধাংশুর তরল মাধুরীতে উছলিত। অচঞ্চল সমীরেও ঘোর গম্ভীরতা—অবাত-কম্পিত তরুলতা থরে থরে ফুটন্ত ফুলরাশি ছড়াইয়া চারিদিক্ সুবাসে আমোদিত করিতেছে। বিমানসঞ্চারী অমরগণ অম্বরতলে, ছায়াপথে, নৈশ-নিসর্গ-কান্তি দেখিয়া বেড়াইতেছেন। জগৎ নিস্তব্ধ—নীরবে নিদ্রিত। গিরি-প্রস্রবণের সফেন সলিলোচ্ছ্বাস—কৌমুদীস্নাত তরল তরঙ্গিণীর মধুর কুলকুলনাদ—অদূর-নিঃসৃত ঝিল্লীর সুধারব—নির্জ্জন প্রান্তরে জম্বুকের ধ্বনি—শান্ত নিশীথিনার গভীর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া বাতাসের গায়ে লতায় পাতায় মিশাইয়া যাইতেছে। কোন কোন নর-রাক্ষস এমন শান্তি-নিস্রবিণী নিশিতে নিদ্রাসুখে বঞ্চিত হইয়া অপরের সর্ব্বনাশ ও স্বার্থসাধন-উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রের জাল পাতিতেছে। কোন প্রণয়বিধুর নিভৃতে নির্ঝরিণী-তীরে বা বাপীতটে বসিয়া তাহার সেই—প্রেমের অমিয়-খনি, কামনার কল্পলতা, হৃদয়-সরসের স্বর্ণ-পঙ্কজিনী—স্মৃতির সম্বল—জীবনের সুখতারা—জীবন-সঙ্গিনীর বিদায়ের অশ্রুসিক্ত সজল মুখখানি মনে করিয়া হতাশ প্রেমের হুতাশে তপ্তশ্বাস ফেলিয়া সজলনয়নে কাতর স্বরে ভঙ্গকণ্ঠ কাঁপাইয়া—"আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে"—বলিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতেছে।

জেনেট য়্যামিকে একটি সঙ্কীর্ণ উদ্যান-পথ দিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। য়্যামি যাইতে যাইতে পশ্চাতে কামরাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, চন্দ্রমাশালিনী যামিনীর নির্ম্মল জ্যোৎস্নাভিষেকে রজতকান্ত সৌধ-শিখরশ্রেণী নীলাম্বরের নীলোৎসঙ্গে মিশিয়া অপরূপ বিনোদ দৃশ্য প্রদর্শন করিতেছে।

জেনেট জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কি এক্ষণে আপনার পিত্রালয়ে যাইবেন? সেখানে যাইলে আপনার সকল দিকেই মঙ্গল হয়।"

য়্যামি। না জেনেট! যত দিন না আমার স্বামী সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে আমাকে তাঁহার পরিণীতা পত্নী বলিয়া স্বীকার করেন, তত দিন আমি সেখানে যাইব না। আমি এখন 'কেনিলওয়ার্থে' আমার স্বামীর ভবনে রাজ্ঞীর আগমনোৎসব দেখিতে যাইব।

জেনেট। আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, আপনি যেন সেখানে বিলক্ষণ সমাদরে গৃহীত হন। কিন্তু প্রভু আপনার সহিত তাঁহার বিবাহের কথা অতি গোপনে রাখিতে চাহেন, সুতরাং এরূপ সময়ে এরূপ ক্ষেত্রে অকস্মাৎ তাঁহার ভবনে গমনে কি তিনি সুখী হইবেন?

য়্যামি। আমি ত তাঁহাকে অপদস্থ বা তাঁহার অনিষ্টসাধন করিতে যাইতেছি না। আমি এই দুরাত্মা রক্ষিগণের অমানুষিক অত্যাচারে নিতান্ত নিপীড়িতা হইয়াই এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতেছি। আমি তাহাদের অত্যাচার-কাহিনী তাঁহার নিকট আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা ও আশ্রয় প্রার্থনা করিব। তাহা হইলে তিনি অবশ্যই আমাকে ক্ষমা করিয়া গ্রহণ করিবেন।"

জেনেট শুনিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল—"ঠাকুরাণী যখন তাঁহার স্বামি-নির্দ্দিষ্ট আবাসভবন ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, তখন তাঁহার স্বামীর নিকট গমন করিয়া তাঁহার গৃহ-পরিত্যাগের কারণগুলি বিশদরূপে বর্ণন করা কর্ত্তব্য। আর্ল তাঁহার গোপন-বিবাহ গোপনে রাখিতে চাহেন, সুতরাং যদি ঠাকুরাণী সে বিষয় সাধারণের নিকট ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তিনি প্রভুর যৎপরোনাস্তি অপ্রিয়পাত্রী হইবেন। যদি পিত্রালয়ে গিয়া বর্ত্তমান পরিচয় গোপন রাখেন, তাহা হইলে সর্ব্বসমক্ষে তাঁহার কলঙ্কিনী দুর্নাম অনিবার্য্য। কিন্তু পরিচয় প্রদানে তাঁহাকে বিশ্বাসভঙ্গ অপরাধে চিরকালের নিমিত্ত স্বামিসুখে বঞ্চিত হইতে হইবে। আর কেনিলওয়ার্থে গমন করিয়া ইনি প্রভুর নিকট সমস্ত অত্যাচারকাহিনী প্রকাশ করিলে, তিনি কিছু এত কঠিন হইবেন না যে, তাঁহার অত্যাচারী অনুচরদিগের অত্যাচারে প্রশ্রয় দিয়া তাহাদের সহকারিতা করিবেন; কিন্তু আবার অত্যাচারকাহিনী শুনিয়াও যদি প্রভু ইঁহাকে আশ্রয়

প্রদান না করেন এবং উনি ক্রোধে অপমানে প্রতিহিংসার বশবর্ত্তিনী হইয়া ত্রিশিলিয়ানের সহায়তায় রাজ্ঞার নিকট প্রভু ও তাঁহার অনুচরদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করেন, তাহা হইলে সকল দিকেই সর্ব্বনাশ" মনে মনে এইরূপ তর্কবিতর্ক করিয়া অগত্যা কেনিলওয়ার্থেই গমন করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া তাঁহার মতের সমর্থন করিয়া অতিশয় সতর্কভাবে তাঁহার কেনিলওয়ার্থে উপস্থিতি প্রভুকে জ্ঞাত করাইতে অনুরোধ করিল।

অ্যামি বলিলেন, "জেনেট্! খিড়কীর নিকট আসিয়াছি। এখন তবে বিদায়।—তুমি কাঁদিও না। যে সমস্ত বস্ত্র অলঙ্কার আমার গৃহে পড়িয়া আছে, গ্রহণ করিও। এখন তুমি একটি সামান্যা সহচরীরূপে রহিয়াছ, এবার মিলনকালে দেখিবে, তুমি ইংলণ্ডের প্রধান রাজমন্ত্রী আর্ল-অফ্-লিষ্টার-পত্নীর প্রধানা সহচরী হইয়াছ।"

"—ঈশ্বর করুন যেন তাহাই হয়।" —এই বলিয়া জেনেট্ খিড়কীদ্বার উন্মুক্ত করিল। সেই সঙ্গে অ্যামির অন্তরাত্মা কাঁদিয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন, তাঁহাকে একখানি জীর্ণ তরী-সাহায্যে অকূল-সমুদ্র পারে যাইতে হইবে এক অপরিচিতের সহিত কত ভয়ানক দুর্গম পথ অতিক্রম করিতে হইবে। তিনি চারিদিক্ আঁধার দেখিলেন। উত্তপ্ত কটাহ হইতে পরিত্রাণাশায় অগ্নিমধ্যে ঝাঁপ দিলেন।

ওয়েল্যাণ্ড উৎকণ্ঠিতভাবে কিছু দূরে দাঁড়াইয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র সমীপবর্ত্তী হইল।

জেনেট জিজ্ঞাসা করিল—"সব প্রস্তুত?"

ওয়েল্যাণ্ড। অন্য সবই প্রস্তুত; কেবলমাত্র একটি অশ্বের অভাব। যাহা হউক, তজ্জন্য চিন্তা নাই। ঠাকুরাণীকে অশ্বে আরোহণ করাইয়া যতক্ষণ না আর একটি অশ্ব সংগ্রহ করিতে পারি, ততক্ষণ আমি তাঁহার পার্শ্বে পার্শ্বে পদব্রজে গমন করিব। জেনেট, তুমি যদি আমার উপদেশমত কার্য্য কর, তাহা হইলে আর কেহ আমাদের ধরিতে পারিবে না।"

জেনেট। কি উপদেশ? আমি কল্য বলিব যে, ঠাকুরাণী অদ্য শয্যাত্যাগ করিতে পারিবেন না।

ওয়েল্যাণ্ড। আর বলিবে যে, তাঁহার দারুণ শিরঃপীড়া হইয়াছে, তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে যেন কেহ বিরক্ত না করে—এই বলিলেই সকলে বুঝিবে যে, তাহাদের ঔষধ ধরিয়াছে, তাহা হইলে আমাদের অনুসৃত হইয়া ধরা পড়িবার আর কোন চিন্তা ও আশঙ্কার কারণ থাকিবে না।

এই বলিয়া ওয়েল্যাণ্ড অ্যামিকে অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ করাইল। জেনেট্ অ্যামির করচুম্বন করিয়া কহিল—"ঠাকুরাণি! তবে এখন বিদায়। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন, আপনার মনোরথ পূর্ণ হউক।" তৎপরে ওয়েল্যাণ্ডকে বলিল—"তুমিই এক্ষণে পথে এই অসহায়া কুলকামিনীর রক্ষাকর্ত্তা, ইহার ভার তোমার হস্তে অর্পণ করিয়া আমি একরূপ নিশ্চিন্ত রহিলাম—দেখিও, যেন পথে ইঁহার কোন বিপদ না ঘটে। নির্ব্বিঘ্নে ইঁহাকে কেনিলওয়ার্থে লইয়া যাইবে।"

এই বলিয়া জেনেট উদ্যানে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে খিড়কীদ্বার বন্ধ করিয়া দিল। এ দিকে ওয়েল্যাণ্ড স্বহস্তে অশ্বের বল্‌গাধারণ করিয়া অতিশয় দীনমনে অশ্বের পার্শ্বে পার্শ্বে গমন করিতে লাগিল।

এইরূপে যথাসাধ্য দ্রুতগমন করিয়া কাম্নর হইতে দশ ক্রোশমাত্র পথ অতিক্রম করিল; ক্রমে সম্মুখবর্ত্তী প্রান্তর হইতে রজনীর অন্ধকার অপসারিত ও প্রাচীগগনে আলোক আভা অল্পে অল্পে বিকশিত হইয়া উদীয়মান বাল-তপনের আগমন ঘোষণা করিল এবং অনতিবিলম্বে এক আকস্মিক ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় তাঁহারা অধিকতর দ্রুতবেগে ও স্বচ্ছন্দে গমন করিতে লাগিলেন।

[১৭]

ওয়েল্যাণ্ড অ্যামিকে প্রচ্ছন্নভাবে সাধারণের অজ্ঞাত গুপ্ত বন-পথ দিয়া লইয়া যাইতে লাগিল, এবং কিয়দ্দূর এইরূপে নির্ব্বিঘ্নে গমন করিয়া দেখিল, এক কৃষক-বালক একটি সজ্জিত অশ্বের বল্‌গাধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বালকটি ছদ্মবেশী ওয়েল্যাণ্ডকে দেখিবামাত্র সম্বোধন করিয়া বলিল,—"আপনারা কি যাদুকর? যাদুবিদ্যা দেখাইবার জন্য কেনিলওয়ার্থে যাইতেছেন?"

ওয়েল্যাণ্ড। হাঁ। আমরা কেনিলওয়ার্থেই যাইতেছি।

বালক। আপনার সাঙ্কেতিক শব্দ কি—"বিন্‌স।"

"হাঁ।" তীক্ষ্ণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ববলে এইরূপ সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়া ওয়েল্যাণ্ড তৎক্ষণাৎ বালকের হস্ত হইতে অশ্বরজ্জু গ্রহণ করিয়া অশ্বে আরোহণ করিল।

ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, যিনি যতই কেন হিতাহিত ও নীতিজ্ঞানসম্পন্ন হউন না, এরূপ অবস্থায় পড়িয়া এরূপ সুযোগ ঘটিলে প্রলুব্ধ হইয়া তাঁহাকে নিশ্চয়ই হিতাহিত ও নীতিজ্ঞান বিসর্জ্জন দিতে হইবে।

অশ্বদ্বয় আরোহী ও আরোহিনীকে পৃষ্ঠে লইয়া তীরবেগে ছুটিল। ওয়েল্যাণ্ড গমনকালে মৃদুস্বরে বলিয়া গেল—"ইহাকেই বলে দৈববলে প্রাপ্তি! মূর্খ বালক! তোমার ভ্রম বুঝিয়া আমাদিগের অনুসরণ করিবার প্রারম্ভেই আমরা বহুদূর অতিক্রম করিব।"

কিন্তু ভাগ্যদেবী একবার অনুকূল হইয়া পরক্ষণেই আবার প্রতিকূল হইলেন। তাঁহারা অর্দ্ধক্রোশেরও অনধিক পথ অতিক্রম না করিতেই গোল্ডথ্রেডের তেজস্বী অশ্ব অমিততেজে ধাবিত হইয়া তাঁহাদের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল।

গোল্ডথ্রেড ওয়েল্যাণ্ডকে চিনিতে পারিয়া নম্রভাবে বলিল,—"তুমি আমার অশ্বটি প্রত্যর্পণ কর। আমি জেন্ থাথামকে এই অশ্বপৃষ্ঠে গির্জ্জায় লইয়া যাইতাম। তাহার সহিত আমার অদ্য বিবাহ। জেন্ বিবাহবেশে এই অশ্বের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তোমায় মিনতি করিয়া বলিতেছি, আমার অশ্বটি প্রত্যর্পণ কর।"

ওয়েল্যাণ্ড। আমি বড় দুঃখিত হইলাম বটে, কিন্তু কি করি, ডনিংটন পর্য্যন্ত না গিয়া কিছুতেই অশ্ব ত্যাগ করিতে পারিতেছি না।

গোল্ডথ্রেড। তুমি কি বিবাহার্থিনী রমণীকে বিবাহবেশে পদব্রজে গির্জ্জায় গমন করাইবে!—এই কি তোমার উচিত?

"কি করি ভাই? উভয়ে এক অশ্বেই আরোহণ করিয়া একত্রে গির্জ্জায় চলিয়া যাও। ডনিংটনে নিশ্চয়ই অশ্বটি ফেরত পাইবে।" এই বলিয়া আর তিলার্দ্ধকালও অপেক্ষা না করিয়া ওয়েল্যাণ্ড য়্যামির সহিত প্রফুল্লমনে অশ্বচালনা করিয়া নির্ব্বিঘ্নে ডনিংটনে আসিয়া উপস্থিত হইল। ওয়েল্যাণ্ড য়্যামিকে তাহার ভগ্নী বলিয়া পরিচয় দিতে শিখাইয়া দিল এবং বিশ্রামান্তে "এনক্লেভ" পান্থনিবাসে যাইয়া গোল্ডথ্রেডকে অশ্বটি প্রত্যর্পণ করিয়া য়্যামির জন্য একটি সবল অশ্ব সংগ্রহ করিয়া আনিল।

"এনক্লেভ" পান্থনিবাস-স্বামী কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন—"এক দল অভিনয়কারী কেনিলওয়ার্থে অভিনয় করিবার জন্য ২।১ ঘণ্টাকাল পূর্ব্বে ডনিংটন হইতে যাত্রা করিয়াছে।"

ওয়েল্যাণ্ড শুনিয়া ভাবিল—তবে আমরা এক্ষণে তাহাদের সহিত এক দলভুক্তভাবে মিলিয়া গমন করিলে আর আমাদের ধৃত হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। তৎপরে য়্যামির সম্মতি অনুসারে সেই অগ্রগামী অভিনেতৃ-দলে মিলিত হইবার জন্য উভয়েই সেইরূপ ছদ্মবেশে মধ্যাহ্নে কেনিলওয়ার্থ অভিমুখে যাত্রা করিল এবং কিয়দ্দূর ক্ষিপ্রবেগে অশ্বচালনা করিয়া য়্যামির সহিত অদূরবর্ত্তী এক পর্ব্বতে শ্যামল তরুচ্ছায়াস্নিগ্ধ সানুপ্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিল, অভিনেতৃগণ সেই স্থানে সদলে বিশ্রাম করিতেছে। একটি প্রসন্নসলিলা স্রোতস্বিনী পর্ব্বতের পাদদেশে বলয়াকারে বেষ্টন করিয়া কুলকুলনাদে বহিয়া যাইতেছে এবং নদীতীরে দুই একখানি পর্ণকুটীর যেন মুনিবনকুঞ্জচ্ছায়ায় যোগধ্যান-নিরত সাধু-সন্ন্যাসীর নিভৃত শান্তি-নিকেতনের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ওয়েল্যাণ্ড য়্যামির সহিত সতর্কভাবে আসিয়া নির্ব্বিঘ্নে অভিনেতৃদলে মিলিয়া গেল। দলস্থ সকলেই ব্যস্ত থাকায় কেহ তাঁহাদের কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিল না। ভার্ণি ও ল্যাম্বরণ পাছে এদিকে চিনিতে পারে, এই ভয়ে ওয়েল্যাণ্ড দলস্থ লোকদিগকে ভার্ণি ও আপনাদের মধ্যে ব্যবধানস্বরূপ রাখিয়া গমনপথের দিকে রহিল। ভার্ণি ও ল্যাম্বরণ কেনিলওয়ার্থ অভিমুখে যাত্রা করিতেছিল, তাহারাও উভয়ে ইত্যবসরে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং সমীপস্থ হইয়া দলস্থ লোকদিগের পরিচ্ছদ ও সরঞ্জাম দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তোমরা কি অভিনয় করিবার জন্য কেনিলওয়ার্থে যাইতেছ? তাহাই যদি তোমাদের উদ্দেশ্য, তবে এখানে বিলম্ব করিলে ঠিক সময়ে তথায় উপস্থিত হইতে পারিবে কিরূপে? আর একটি স্ত্রীলোক ও পুরুষ এইমাত্র

এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, উহারা কি তোমাদের দলভুক্ত ?"

ওয়েল্যাণ্ড শুনিয়া কি বলিবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময়ে সেই দলস্থ একটি বালক ভার্ণির কর্ণে চুপি চুপি বলিল,—"মহাশয়! উনি এক জন সুচতুর ঐন্দ্রজালিক। আর ঐ রমণী উঁহার সমভিব্যাহারিণী, উঁহার কার্য্যের সহায়তা করিয়া থাকেন।"

—"আমার এখন ক্রীড়া-কৌতুক দেখিবার সময় নাই। তোমরা শীঘ্র যাত্রা কর"—এই বলিয়া সবেগে অশ্বচালনা করিয়া ভার্ণি প্রস্থান করিল। ল্যাম্বরণও তাহার অনুগমন করিল।

দানবদ্বয় প্রস্থান করিলে ম্যামি ও ওয়েল্যাণ্ডের যেন পুনর্জীবন লাভ হইল! চতুর বালক, শূন্যে শাখামৃগের মত এক লম্ফ দিয়া বলিল—"ওয়েল্যাণ্ড! তোমার পরিচয় ত আমি দিয়াছি, এখন তুমি বলিতে পার, আমি কে ?"

ওয়ে। তুমি ডিকি।

ডিকি। তুমি ঠিক চিনিয়াছ। আমি এখন স্বাধীন হইয়াছি। তোমার সঙ্গে ঐ স্ত্রীলোকটি কে ?

ওয়ে। উনি আমার ভগ্নী। উনি বড় সুন্দর গায়িকা—এমন কি, উঁহার সঙ্গীতে জলের মৎস্যও জল হইতে স্থলে উঠিয়া আসে।

ডিকি। তবে উঁহার একটি গীত আমায় শুনাইয়া দাও। আমি রমণীর সঙ্গীত যদিও কখন শুনি নাই—তথাপি বড় ভালবাসি।

ওয়ে। যদি কখন শোন নাই, তবে রমণীর সঙ্গীতের উপর এত ভালবাসা জন্মিল কিরূপে ?

ডিকি। পূর্ব্বকালে রাজারাজড়ারা কোন রমণীকে না দেখিয়াও তাঁহার নামমাত্র শুনিয়াই তাঁহাকে ভালবাসিয়া ফেলিত।

ওয়ে। তবে না শুনিয়া তুমিও এখন ঐ রকম ভালবাসিতে থাক, তার পর এক সময়ে শুনিও।

ডিকি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া অগত্যা বাহ্যাকারে সম্মতি প্রকাশ করিল।

এ দিকে ওয়েল্যাণ্ডের অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া-কৌতুক দেখিয়া দলস্থ সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের উভয়কে আপনাদের দলভুক্ত করিয়া লইল এবং আহারাদি ও বিশ্রামান্তে সকলে একত্রে এক দল-ভুক্তভাবে গমন করিতে লাগিলেন।

ডিকি কাউণ্টেসের মুখখানি দেখিবার জন্য অত্যন্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া সমস্ত দিন চেষ্টা করিয়া অবশেষে তাঁহার আবরণাবৃত মুখখানি একবার দেখিতে পাইয়া সবিস্ময়ে ওয়েল্যাণ্ডকে বলিল—"ওহে, তোমার ভগ্নী যে বড় উঁচুদরের—এমন রূপবতী রমণী কি আর কামারের ঘরে পাওয়া যায় বাবা? আচ্ছা, আমার সহিত যেমন প্রতারণা করিলে, আমিও সেইরূপ প্রতিশোধ লইব।"

ওয়েল্যাণ্ড দেখিল, বিষম গোলযোগ।—ডিকি অতিশয় খলস্বভাব ও কুচক্রী - কেনিলওয়ার্থও অনেক দূর; সুতরাং মনে মনে ভীত হইয়া উভয়ে ডিকির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ভগ্নীর অসুস্থতার ভাণ করিয়া তাহাদের নিকট হইতে বিদায় লইল। অভিনেতৃগণ কাউণ্টেস্ ও ওয়েল্যাণ্ডকে পশ্চাতে রাখিয়া "ওয়ারউইক" অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা উভয়ে অতি উদ্বিগ্নভাবে সে রাত্রি পান্থ-নিবাসে অতিবাহিত করিলেন।

[১৮]

বিভাবরী অবসানপ্রায়। বিধু অস্তমিত। প্রকৃতি ক্রমে উষার অঞ্চল ধরিয়া নব-ভানু-রাগে রঞ্জিত করিয়া পূর্ব্ব গগনে দেখা দিলেন। সেই সঙ্গে নব-জীবন-সঞ্চারে জগৎ বিনিদ্র হইল। নির্ঝরিণী-তীরে—নিভৃতকাননে—সরসীদলে—অম্বরে—রত্নসৌধে—পর্ণকুটীরে সুধার নির্ঝর ঝরিল। বনফুলে বনস্থলী বিভূষিত হইল। কল্লোলিনী কল্লোলে হিল্লোলে রাঙ্গারবি বক্ষে লইয়া নাচিয়া নাচিয়া ছুটিল। মন্দ-পবন কুসুমের বাস বিলাইয়া রসিকা যুবতীর অঞ্চল ও কুন্তল লইয়া খেলা করিতে লাগিল।

কাউণ্টেস্ প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে মধুর প্রভাতের স্নিগ্ধ সমীর সেবনে সুস্থ হইয়া ওয়েল্যাণ্ডের সহিত যাত্রা করিলেন। ক্রমে মধ্যাহ্ন-তপনের খরতর কিরণজালে ও নিদারুণ পথক্লেশে—নীহারনিষিক্ত ও ছিন্ননাল অফুল্ল নলিনীর ন্যায় স্বেদজলে আপ্লুতা হইয়া তিনি অতিকষ্টে ওয়েল্যাণ্ডের সহিত জনতা-স্রোতে জলবিম্বের মত ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন।

ওয়েল্যাণ্ড বলিল—"ঠাকুরাণি! সমস্ত ইংলণ্ড এক্ষণে মহোৎসবে মাতিয়াছে। বিপুল জনতাস্রোত অর্ণ-বপ্রবাহের মত রাজপথ দিয়া "কেনিলওয়ার্থ

অভিমুখে অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হইতেছে—উৎসব-উপলক্ষে রাজকর্ম্মচারিগণ দলে দলে সহর ও গ্রামস্থ আপণ হইতে দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহে ব্যাপৃত হইয়াছেন। দ্রব্যসম্ভারপূর্ণ বৃহৎ বৃহৎ শকটে রাজপথ রুদ্ধপ্রায়। এতদ্ব্যতীত আরল, মারকুইস, ডিউক্ প্রভৃতি নিমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, দর্শকমণ্ডলী ও আমোদকৌতুক ব্যবসায়িগণ দলে দলে দেশব্যাপী মহোৎসব দেখিবার জন্য রাজপথ দিয়া যাইতেছেন। রাজপথ সঙ্কীর্ণ; সুতরাং আমাদের এখন রাজপথ অবলম্বন করা নিরাপদ নহে। আসুন, আমরা বনপথ দিয়া প্রচ্ছন্নভাবে গমন করি।"

কাউণ্টেস সম্মত হইলেন। ত্রেসেলিয়ন তাঁহাকে কাননপথ দিয়া গুপ্তভাবে লইয়া যাইতে লাগিল। যিনি মস্তকে করোনেট্ ধারণ করিয়া আরল-অফ-লিষ্টারের বামপার্শ্বে থাকিয়া এই সকল অতিথি অভ্যাগতের সংবর্দ্ধনা করিবেন—যিনি লিষ্টারের গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা থাকিয়া তাঁহার সংসার সুখের আগারে পরিণত করিবেন যিনি রাজ্ঞীর সহিত একাসনে বসিবেন, সেই লিষ্টার-কুললক্ষ্মী কি না এক অজ্ঞাতকুলশীল অপরিচিতের সহিত ছদ্মবেশে প্রচ্ছন্নভাবে সামান্য কৃষকরমণী অপেক্ষাও দীনভাবে যাইতেছেন—তিনি নিতান্ত অসমীক্ষ্যকারিতা বশতই ত্রিশিলিয়নকে প্রত্যাখ্যান করিয়া লিষ্টারের রূপ-ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনে জন্মের মত নয়ননীরে জীবনের সুখতরী ভাসাইয়াছেন। এক্ষণে আকুল-হৃদয়ে নৈরাশ্যতিমিরাবৃত ভাবী জীবনের ঘোর বিভীষিকাময়ী ছায়া দেখিতে দেখিতে বহুদূর অতিক্রম করিয়া অবশেষে দুর্ভেদ্য প্রাকারবলয়বেষ্টিত "কেনিলওয়ার্থ" দুর্গের সন্নিহিতা হইলেন। এই দুর্গের ক্ষেত্রফল প্রায় ২১ বিঘা। ইহার এক প্রান্তে বহুবিস্তৃত অশ্বশালা। ইপার্শ্বে বিবিধ-বৃক্ষবল্লরীবেষ্টিত দৃশ্যবিনোদন উপবনের শ্যামল শোভা। তৎপরে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণে গগনস্পর্শী শিখর-মালা-মণ্ডিত সৌধশ্রেণী সদর্পে মেঘের গতিরোধ করিতেছে—যে বীরগণ এই সকল প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, যদিও তাঁহারা কালকালান্ত যুগযুগান্ত হইল স্ব স্ব কার্য্যসমাধান্তে মাতৃভূমির নিকট চির-বিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের প্রাসাদগাত্র-ক্ষোদিত নামাঙ্কন, প্রাসাদপ্রকোষ্ঠে সযত্নে রক্ষিত অস্ত্রশস্ত্রাদি এবং তাঁহাদের গৌরবপ্রভাপুঞ্জ-প্রভাসিত ইতিহাসাবলি তাঁহাদের স্মৃতি জলন্তভাবে জাগাইয়া রাখিয়াছে। লর্ড লিষ্টার এক্ষণে এই সকল দৃষ্টান্ত অনুসরণ [illegible] পূর্ব্বাধিকারিগণের কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এই সকল সম্পত্তির আয়তন বৃদ্ধি করিতেছেন।

এই দুর্গের সীমা [illegible] প্রাচীরপ্রান্তে বিবিধ জলজকুসুমশোভিত [illegible] [illegible] সঙ্কীর্ণ সলিল-আস্ফালন-হিল্লোলি[illegible] স্বচ্ছ সরোবর ছিল। লিষ্টার রাজ্ঞীর অভ্য[illegible] [illegible] সরোবরবক্ষে সেতু নির্ম্মাণ করিয়া তাহার [illegible] [illegible]ন প্রবেশপথ প্রস্তুত করিয়াছেন।

সরোবরপ্রান্তে মৃগ [illegible] [illegible] আকীর্ণ ও ঘনসন্নিবিষ্ট পাদপাবৃত এক বিশাল কানন ছিল। এই সকল বৃক্ষশাখার মধ্য [illegible] প্রাচীরের বাহির হইতে কেনিলওয়ার্থ দুর্গের সম্মুখপ্রদেশ ও উহার উত্তুঙ্গ শিখরমালা দেখিতে পাওয়া যাইত।—কিন্তু কালের কি বিচিত্র গতি!—একদিন যে কেনিলওয়ার্থ অত্যুচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ও পরিখাবলয়ে সুরক্ষিত থাকিয়া প্রকৃতির রমণীয় বিলাসকক্ষরূপে রাজকন্যাগণের নৃত্যগীত ও আমোদ-উৎসবের লহরীতে ভাসমান থাকিত যে কেনিলওয়ার্থ প্রবল-পরাক্রান্ত বীর-কেশরিগণের অজেয় আশ্রয়স্থান ছিল—যে কেনিলওয়ার্থে একদিন সাহসী যোদ্ধৃবৃন্দগণ বিক্রম ও সাহসের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া নারীগণের কোমল করপ্রদত্ত পুরস্কার গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ হইতেন—যে কেনিলওয়ার্থ বিপক্ষের অনলবর্ষণ লোষ্ট্রনিক্ষেপবৎ অগ্রাহ্য করিয়াছিল—সেই কেনিলওয়ার্থ আজ নিষ্ঠুর কালের বিধ্বংসী লীলায় ভগ্নস্তূপে পরিণত!—ইহার অযত্নসম্ভূত তৃণদামসমাচ্ছন্ন বিপুল ভগ্নাবশেষ ভাবুকের হৃদয়ে গভীররূপে এই উপদেশ অঙ্কিত করিয়া দিতেছে যে, জগৎ নশ্বর—সাধুজনসেবিত-সন্মার্গাবলম্বনে সৎকার্য্যলব্ধ অমল যশ অর্জ্জনই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য ব্যক্তিই যথার্থ মনুষ্যপদবাচ্য এবং নশ্বর দেহত্যাগান্তে অক্ষয় স্বর্গে, অক্ষয় পুণ্যলোকে, অক্ষয় সুখভোগে অধিকারী হইয়া দৈবানিকগণের সহিত [illegible] করিয়া থাকেন!

কাউণ্টেস্ যখন বনপথ হইতে গগনস্পর্শী দুর্গপ্রাসাদের শ্বেত শিখরাবলি দর্শন করিলেন, তখন তাঁহার চিত্তের বিষম ভাবান্তর হইল। কারণ, যিনি আরলের ধর্ম্মপত্নী—যিনি এই বিপুল সম্পত্তির একমাত্র অধিকারিণী, যিনি এই রাজসংসারের সর্ব্বেসর্ব্বা গৃহিণী—

যাঁহার কটাক্ষমাত্রেই এই স্বর্গদ্বার সদৃশ বিশাল সিংহ-দ্বার আপনা হইতে খুলিয়া যাইয়া যিনি স্বয়ং সংবর্দ্ধনার সহিত রাজ্ঞার হস্তধারণ করিয়া রাজ্ঞীকে পুরমধ্যে লইয়া যাইবেন, তিনি কি না নিতান্ত দীনহীনা কাঙ্গালিনীর ন্যায় যাইতেছেন। অবশেষে তোরণদ্বারে উপস্থিত হইলে একেবারে তাঁহার গতিরোধ হইল; কারণ, সশস্ত্র প্রহরিগণ এই দ্বারে নিমন্ত্রিত অভ্যাগত ও ক্রীড়া-কৌতুকপ্রদর্শনকারিগণের নির্ব্বাচন করিয়া প্রবেশ করাইতেছিল।

অনিমন্ত্রিত দর্শকমণ্ডলী প্রবেশলাভ জন্য রক্ষকগণের হস্তে অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিত হইতে লাগিল। কাউণ্টেসের সহিত বিচ্ছিন্ন হইবার আশঙ্কা এবং ভিতরে প্রবেশলাভের অনিশ্চিততায় ওয়েল্যাণ্ড অতিশয় ভীত ও কাতর হইল।— কিন্তু যখন দৈব অনুকূল হয়, তখন সহস্র বাধা-বিপত্তি অনায়াসে অতিক্রম করিয়া 'কোথা হইতে কি সূত্রে যে আমরা সুখের মুখ দেখিতে পাই, তাহা নির্দ্ধারণ করা আমাদের সামান্য মানববুদ্ধির অতীত। আচম্বিতে একজন সর্দ্দার প্রহরী ওয়েল্যাণ্ড ও য়্যামিকে যাদুকর ও যাদুকরী জ্ঞানে ওয়েল্যাণ্ডের দিকে চাহিয়া বলিল—"মহাশয়! আপনি এতক্ষণ বাহিরে কি করিতেছেন? আপনার সঙ্গিনার সহিত ভিতরে প্রবেশ করুন।"

ওয়েল্যাণ্ড এইরূপে অভাবিত উপায়ে য়্যামির সহিত প্রবেশলাভ করিল কাউণ্টেস্ ইতিপূর্ব্বে কখন রাজধানী দেখেন নাই, সুতরাং অত্যুচ্চ শিখরমালা-শোভিত সুবিশাল দুর্গপ্রসাদ—শিখরাগ্রে দীর্ঘদণ্ডে উড্ডীয়মান সুদৃশ্য পতাকাশ্রেণী—বিচিত্র চারুচিত্র-চিত্রিত প্রাসাদগাত্র—আগ্নেয়াস্ত্রসজ্জিত ও প্রান্তবাহিনী পরিখাবেষ্টিত ভীষণ দুর্গপ্রাকার—চারিদিকে বিস্ফুর্য্যমান অস্ত্রশস্ত্র—বেশভূষা ও আড়ম্বরের প্রদর্শনী দেখিয়া তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া যাইল তিনি এক জন সামান্য গ্রাম্য ভূস্বামীর কন্যা—এত আড়ম্বর—এত জাঁক-জমক দেখিবার সুযোগ তাঁহার কোথায়? এই সকল দেখিয়া তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন— "আমি প্রভুকে এমন কি দিয়াছি যে, তাঁহার এই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী হইতে পারি?"—কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভাবিতে লাগিলেন—'দিই নাই বা কি?—আবার দিতে বাকি আছে কি?—সবই ত দিয়াছি—সতীত্ব—যাহা রমণীর অমূল্য রত্ন—তাহাই তাঁহাকে দিয়াছি মন প্রাণ সবই দিয়াছি;—তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছি—ডড্‌লি ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া ঈশ্বরের সম্মুখে পুরোহিত কর্ত্তৃক মন্ত্রপূত হইয়া আমাকে তাঁহার ধর্ম্মপত্নী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন- ঈশ্বর আমাদের পবিত্র বন্ধনে বদ্ধ করিয়াছেন - কাহার সাধ্য সে পবিত্রবন্ধন ছিন্ন করে? আমি তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া অকস্মাৎ এইরূপ দীনহীনা পথচারিণী কামিনার ন্যায় এখানে আসিয়াছি বলিয়া তিনি আমার উপর ক্রুদ্ধ হইবেন বটে; কিন্তু তাঁহার য়্যামি—তাঁহার ভালবাসার য়্যামি কাঁদিবে—য়্যামির অশ্রু-জলে তাঁহার সমস্ত ক্রোধ ক্ষালিত হইয়া যাইবে

তিনি মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিতে করিতে ওয়েল্যাণ্ডের সহিত বৃক্ষতল দিয়া যাইতেছিলেন। এমন সময়ে ডিক বৃক্ষশাখা হইতে লম্ফ দিয়া ওয়েল্যাণ্ডকে সবলে জড়াইয়া ধরিল। তদর্শনে রক্ষিগণ হাসিতে লাগিল।

ওয়েল্যাণ্ড বাহুবল হইতে মুক্ত হইবার জন্য সবলে অঙ্গসঞ্চালন করিতে করিতে বলিল—"আমাকে ভূতে ধরিল না কি?—না গাছ হইতে ফল পড়িয়া সেই ফল আবার মানুষকে এইরূপে জড়াইয়া ধরে; এখান-কার সবই কি এই প্রকার অদ্ভুত!"

ওয়েল্যাণ্ডের এইরূপ অদ্ভুত কল্পনা-প্রতিভা দেখিয়া ডিক হাসিতে হাসিতে বলিল,—"এখানকার গাছের ফল এই রকম হস্তপদবিশিষ্ট জীবন্ত ফল আর ফলের বোঁটা এমন জড়ানো যে, পড়িবামাত্র আঁকড়াইয়া ধরে। আমার জন্যই তুমি ফটক পার হইয়া এখানে আসিতে সক্ষম হইলে।—আমি সেই প্রহরীকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম, তাই বোধ হয়, সে তোমাদের পরিচ্ছদে তোমাকেই আমাদের দলের কর্ত্তা মনে করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। আমি এই গাছের উপর উঠিয়া তোমার জন্য অপেক্ষা করিতে-ছিলাম।"

ওয়েল্যাণ্ড শুনিয়া বলিল—"যাহা হউক, আমি এখন তোমার পরামর্শমতে চলিব তুমি ত দেখছি, এখানকার এক জন পাণ্ডা—তোমার খুব প্রতি-পত্তি! যাহা হোক, আমার উপর একটু সুনজর রাখিও।"

ডিকি শুনিয়া প্রস্থান করিল।

হতভাগিনী কাউণ্টেস্ এইরূপে নিতান্ত দীন-হীনার ন্যায় এক অপরিচিতের রক্ষণাধীনে ছদ্মবেশে

অশ্বপৃষ্ঠে বিঘ্নসঙ্কুল সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া কণ্ঠাগত প্রাণে রাজতুল্য স্বামীর করুণাসাগরে আত্মসমর্পণ করিবার আশায় রাজভবন তুল্য ভবনে এই প্রথম পদার্পণ করিলেন।

ওয়েল্যাণ্ড অশ্বরজ্জু সংযত করিয়া কাউণ্টেসকে বলিল—"এখন কি আদেশ হয়?"

কাউণ্টেস্ কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন—"আদেশ! আদেশ করিবার ক্ষমতা আছে—কিন্তু আদেশ পালন করিবে কে?"

এই বলিয়া তিনি কাতরভাবে এক জন কর্ম্মচারীর নিকট লিষ্টারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, সে ব্যক্তি তাঁহার মলিনবেশ দেখিয়া তাঁহাকে সামান্যা নারীজ্ঞানে তীব্রস্বরে অকথ্য বিদ্রূপ ও শ্লেষোক্তি করিয়া চলিয়া গেল।

এ দিকে ওয়েলাণ্ড একটি মিষ্টভাষী ভদ্র প্রহরীকে উৎকোচপ্রদানে তুষ্ট করিয়া "মারাভিন টাওয়ারে" * কাউণ্টেসের জন্য নির্জ্জন আশ্রয়স্থান সংগ্রহ করিয়া লইল এবং ঐ প্রহরী তাঁহাদের সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য ওয়েল্যাণ্ডকে ভাণ্ডারে লইয়া গিয়া আহারাদির সুবন্দোবস্ত করিল।

কাউণ্টেস্ লিষ্টারের নামে একখানি পত্র লিখিয়া পত্রখানি রেশমবিনিন্দিতকেশদ্বারা বাঁধিয়া ওয়েল্যাণ্ডকে বলিলেন—"প্রিয় সুহৃদ! আমার পরিত্রাণের জন্যই ঈশ্বর তোমাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন। তুমি হতভাগিনীর জন্য এই শেষ কষ্টটুকু স্বীকার করিয়া পত্রখানি প্রভুর নিকট পৌঁছাইয়া দাও; তাহা হইলেই তোমার গলগ্রহ দূর হইবে।"

ওয়েল্যাণ্ড তৎক্ষণাৎ পত্রখানি গ্রহণ করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। স্বামি গৃহদ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া আহারে উপবেশন করিলেন।

* এই কক্ষ কেনিলওয়ার্থের কারাগৃহ। মারভিন নামক কোন হতভাগ্য বন্দী এই স্থানে উপাংশু হত্যায় জীবনলীলা সাঙ্গ করা অবধি "মারভিন্ টাওয়ার" নামে ইহার নামকরণ হইয়াছে। বর্ত্তমান উৎসব উপলক্ষে অতিথি-অভ্যাগতদিগের অবস্থিতি জন্য এই গৃহটি, পর্য্যাপ্ত শয্যা, আসন লিখিবার উপকরণ প্রভৃতি দ্রব্যসামগ্রীতে সজ্জিত করা হইয়াছে। এই কক্ষের জানালা দিয়া টাওয়ার-সংলগ্ন উদ্যানের রমণীয় শোভা দেখিতে পাওয়া যায়

ওয়েল্যাণ্ড প্রস্থান করিয়া ভাবিতে লাগিল—'আমার স্বহস্তে এ পত্র আর্লের হস্তে প্রদান করিবার প্রয়াস নিতান্তই দুরাশা ও দুঃসাহসের কার্য্য। যাহা হউক, ত্রিশিলিয়ান মহাশয় সম্ভবতঃ এখানে আসিয়াছেন, আমি তাঁহার আদেশে এই রমণীকে 'কাম্নর' হইতে আনিয়া ঘোর অসমসাহসের কার্য্য করিয়াছি। এখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সমস্ত বিষয় নিবেদন করি। তিনি জ্ঞানী, বিদ্বান্ ও বিচক্ষণ—পত্র সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য হয়, তিনি করিবেন। আমি তাঁহার হস্তে ইহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া দায়িত্ব হইতে মুক্তিলাভ করি। আর আমার এখানে তিলার্দ্ধকালও থাকা উচিত নহে। বড় লোকের সংসর্গ কেবল বিড়ম্বনামাত্র—কথায় বলে—বড়র প্রণয় বালির বাঁধ, ক্ষণেকে হাতে দড়ী, ক্ষণেকে চাঁদ—আমি যেমন সুদূর প্রান্তরে অশ্বের পাদুকা নির্ম্মাণ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতাম, আমার তাহাই ভাল। বড় লোকের বিড়ম্বনাময় অনুগ্রহে সুখী হইয়া আমার কাজ নাই—সুখ অপেক্ষা শান্তি শতগুণে শ্রেয়ঃ।"

[১৯]

সুনীল ব্যোমকুন্তলা শুভ্রা যামিনীর আগমনে পূর্ণিমার প্রদীপ্ত কৌমুদী-বিভাসিত বিমান-বিতানে সচন্দ্র তারকাপুঞ্জ স্তবকে স্তবকে উদিত হইয়া যেরূপ গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ সুষমাময়ী মহিষীর আগমনে দেশদেশান্তর হইতে সমাগত সামন্তবর্গ, প্রকৃতিপুঞ্জ ও দর্শকবৃন্দে "কেনিলওয়ার্থ" ভবন সমাকীর্ণ হইয়াছে।

ওয়েলাণ্ড কথাপ্রসঙ্গে সন্ধান পাইল—ত্রিশিলিয়ান আর্লদ্বয়ের সহিত রাজ্ঞীকে সংবর্দ্ধনা করিয়া আনিবার জন্য "ওয়ারউইকে" গিয়াছেন। রাজ্ঞী তথায় অভিনন্দন গ্রহণ করিয়া গোধূলি অপগমে "কেনিলওয়ার্থে" আগমন করিবেন। ত্রিশিলিয়ানও সম্ভবতঃ সেই সঙ্গে আসিবেন।

ওয়েলাণ্ড ত্রিশিলিয়ানের অপেক্ষায় বহুক্ষণ সেতুপ্রান্তে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বিরক্ত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল—ত্রিশিলিয়ান জলবিম্বের ন্যায় এই বিপুল জনতাস্রোতে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছেন—

তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করা আর নদীসৈকতের বালুকাগণনা অথবা প্রবহমান নদীর ঊর্ম্মিগণনা উভয়ই সমান।

এ দিকে ট্রেসিলিয়ান "ক্লোরউইকে" গিয়া তাঁহার চক্ষুশূল ভার্ণিকে দেখিয়া ক্রোধে ও ঘৃণায় জ্বলিয়া উঠিলেন এবং তাহার জন্য আর মুহূর্ত্তকালও অপেক্ষা না করিয়া একেবারে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গুপ্তপথে কেনিলওয়ার্থে প্রবেশ করিলেন। সুতরাং সেতু-প্রান্তে দণ্ডায়মান থাকিয়াও ওয়েল্যাণ্ড তাঁহার সাক্ষাৎ পাইল না।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া তিনি হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইবার জন্য পূর্ব্বোক্ত "মার্ভিন্ টাওয়ার" সম্মুখ উদ্যানে গমন করিলেন এবং ছিন্ন প্রেমের মর্ম্মঘাতী যন্ত্রণায় আকুল হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন—সকলেই আমোদ-আহ্লাদে উন্মত্ত—আর তিনি এই নির্জ্জন উদ্যানে বঞ্চনার কণ্টকিকায় আচ্ছন্ন। দুরাকাঙ্ক্ষা ও ঐশ্বর্য্য আড়ম্বরের কলুষশোভিত কেনিলওয়ার্থের সহিত—শান্তি, সরলতা, পবিত্রতা, স্নেহ ও করুণার বিমল উৎস পরিপূরিত ও গ্রাম্যশোভা-পূর্ণ "লিদ্কোর্ট" হলের বৈষম্য তুলনা করিতে লাগিলেন এবং কল্পনার মোহিনী মায়ায় দেখিলেন—যেন সদ্যোবিকশিত কমলিনীর ন্যায় অম্লানমুখী এ্যামি সুহাসিনী বনদেবীর মত রূপের ছটায় বনপথ আলোকিত করিয়া বেড়াইতেছে।

প্রেম!—নামটি কি মধুর!—এই প্রেমই কি সেই ত্রিদিবে অমরবালার ধন?—নন্দন-অলিন্দে অমরবাঞ্ছিত মন্দার?—সংসার সাগরের কৌস্তুভ রতন?—নর-নারীর অমর সুরধ্বনি?—না ভুজঙ্গ-কুণ্ডলিত কাঞ্চন-কমল?—শরতের কুজ্ঝটিকাবৃত পূর্ণিমার শশী?—আঁধার প্রান্তরে আলেয়ার আলো?—ক্ষণ-স্থায়িনী দৃষ্টিবিনাশিনী সৌদামিনীকান্তি?—হৃদয়ের শোণিতপাতই কি এই প্রেমরত্নের মূল্য!—নির্জ্জন শ্মশান-তলে যোগিনী সাজে চিতা-ভস্মলেপনই কি এই প্রেমের পরিণাম?—এই প্রেমেই কি বীরকুলেন্দ্র এণ্টনির যৌবন-অঙ্কেই জীবন-যবনিকা পতনের অন্যতম কারণ?—এণ্টনির হৃদয় সরসের স্বর্ণ-কমল ক্লিওপেট্রা প্রস্ফুটযৌবনেই নিমীলিত হইল কেন?—কেন সেই সৌভাগিনী ডেস্ডিমোনার জীবন-শশী যৌবনের পূর্ণিমা-অঙ্কেই অস্তমিত হইল?—প্রেমের বিষ-ধারা বর্ষণ না হইলে কি নবীন মুকুল দুটি* অকালে বৃন্তেই নিমীলিত হইত?—তপোবন-বিভা† তাপস-তনয়া প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধা না হইলে কি রাজ-সভাতলে এত গঞ্জনাভাগিনী হইত?—অদম্য বীরহৃদয়ে প্রেমের বহ্নিশিখা না জ্বলিলে কি বীরপ্রসবিনী "ট্রয়" অঙ্গার-ভস্ম-স্তূপে পরিণত হইয়া জম্বুক-গৃধিনী-নিবাস হইত?

কয়জন এ জগতে পবিত্র প্রেমে সুখী?—কয়জন এ জগতে ভালবাসিয়া নিশিদিন নয়ন-নীরে না ভাসিয়া উষ্ণশ্বাস না ফেলিয়া হাসিমুখে থাকিতে পাইয়াছে?—কয়জন, আপন তুল্য-বংশীয়া পবিত্র-হৃদয়া বালিকাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিয়া পবিত্র বিবাহ-বন্ধনে প্রাণের সহিত বাঁধিয়া সুখী হইবার আশায়—জীবনের ছায়ারূপিণী—পবিত্র প্রেমের প্রতিমা-খানিকে—যাহার তুলনা সৌরজগৎ, নরজগৎ, জড়জগৎ কোথাও মিলে না—যাহার সুধামুখের কথাগুলি সুধার ধারা—যাহার মুখখানি দিনান্তে একবার অন্তরাল হইতে দেখিতে পাইলেও নয়ন-মনে অমৃত-সিঞ্চন হয়—সেই নির্ম্মল শরচ্চন্দ্রের প্রভাবতী বালিকাকে—চন্দ্রসহচরী কৌমুদীর ন্যায় অর্দ্ধাঙ্গিনী জীবন-সহচরী করিবার আশায় মুক্তকণ্ঠে যোড়করে পরমেশ-চরণে প্রার্থনা করিয়া সফলকাম হইয়া থাকেন?

পৃথিবীতলে শত শত প্রণয়িযুগল দৈববিড়ম্বনা ও সমাজতাড়নায় বিচ্ছিন্ন হইয়া আশাভঙ্গে শূন্যপ্রাণে নিরাশ-ঝটিকাপূর্ণ জীবনসাগরের অস্থির প্রবাহ গণিয়া দিনযামিনী যাপন করিতেছেন। দিনের পর যতই দিন যাইতেছে, তাহাদের ছিন্ন হৃদয়-তন্ত্রী মর্ম্ম-ঝঙ্কারে ততই নাচিয়া উঠিতেছে। তাঁহারা ভাবিতেছেন—আশা চপলা! একবার ক্ষণমাত্র হৃদয়গগনে খেলিয়া অলীক-স্বপন-কল্পনার মত কোথায় অনন্তে বিলীন হইয়া যায়—এ জীবনে সুখ কোথায়?—জগৎ মানবের পরীক্ষাস্থল। মানব পরীক্ষা দিতে আসিয়া পরীক্ষা দিয়া চলিয়া যায়—আশা! এ জন্মের মনস্তাপ ও করুণ প্রার্থনায় পরজন্মে উভয়ে একবৃন্তে যুগলকুসুম হইয়া থাকিবে। কতকাল কালস্রোতে মিশিয়া যায়, কিন্তু তাঁহাদের হৃদয়-মুকুরে পরস্পরের মূর্ত্তি নিরন্তর সমভাবে প্রভাসিত থাকিয়া অতীতের সুখ-স্মৃতি উজ্জ্বলভাবে জাগাইয়া রাখে। যাঁহারা বুঝিয়াছেন—

* রোমিও জুলিয়েট। † শকুন্তলা।

"এ জীবন সুখময় নহে কদাচন
প্রবল পরীক্ষাস্থল এ মর-ভুবন।"

তাঁহারা মর্ম্মযন্ত্রণা হৃদয়ে চাপিয়া রাখিয়া, সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অদম্যতেজে বীরের ন্যায় স্বকার্য্যসাধন করিয়া চলিয়া যান।—তাঁহাদের বিশ্বাস, যদি এ জীবনে সুকৃতিফলে পর-জগতে বাসনা পূর্ণ হয়; কিন্তু যাহারা ভাবুক ও কল্পনাপ্রিয়—সংসারের কুটিল ও শ্রমসাধ্য কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসৃত থাকিয়া বিরলে কল্পনার সন্ত-সন্তাপহারিণী মোহিনী মায়ায় আচ্ছন্ন থাকিতে ভালবাসেন—কিশোরের প্রেম তাঁহাদের উন্নতি ও সকল পার্থিব সুখই নষ্ট করিয়া দেয়। প্রেমের অঙ্কুর তাঁহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া কল্পনা-বারি সেচনে দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহাদিগকে এরূপ মোহাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে যে, তাঁহাদের সেই প্রতিমাখানিই তাঁহাদের জীবনের ধ্রুবতারা ও স্মৃতির সম্বল হইয়া উঠে—নিশাকালে তাঁহাদের স্বপ্নরাণী ও দিবাভাগে কল্পনার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র তাঁহাদের মনশ্চক্ষে বিরাজিত থাকেন। অবশেষে যখন নিরাশার কঠিন কুঠারে মর্ম্ম ছিন্ন হইয়া হৃদয় হইতে এতদিনের আশা একেবারে উন্মূলিত হইয়া যায়—তখন আশাছিন্ন হৃদয়ের—ভীষণ যন্ত্রণায়, কেবল স্মৃতির অস্ফুট ছায়ামাত্র জীর্ণকক্ষে ধারণ করিয়া বিশীর্য্যমাণ দেহে ভালবাসার কৃতজ্ঞতা ও প্রতিদানস্বরূপ অচিরে আত্মজীবন আহুতি দিয়া থাকেন।

হতভাগ্য ত্রিশিলিয়ানের অবস্থাও এইরূপে—ভবিষ্যজীবনও এইরূপ অদৃষ্ট-চক্রের আবর্ত্তনাধীন। তাঁহার মনের অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, তাহাতে অন্য-দিকে মনঃসংযোগ করা উচিত ভাবিয়া রাজ্ঞীর পুরপ্রবেশ দেখিবার জন্য প্রাঙ্গণে গমন করিলেন; কিন্তু জনতা-কোলাহল তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি নির্জ্জনে শান্তিলাভ করিবার জন্য "মারভিন্ টাওয়ারে" আপন কক্ষসমীপে আসিলেন এবং কক্ষ-দ্বার ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। তাঁহার নিকট একটি স্বতন্ত্র চাবি ছিল, তদ্দ্বারা দ্বার উন্মোচন করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মস্তক ঘূর্ণিত হইল—কণ্ঠতালু বিশুষ্ক হইল—চক্ষুর্দ্বয় নিমেষশূন্য হইল এবং সর্ব্ব-শরীরে যেন বৈদ্যুতিক বেগ সঞ্চালিত হইয়া সর্ব্ব-শরীর কাঁপিতে লাগিল। তিনি প্রথমে মনে করিলেন—যাহার দিবানিশি যাহা চিন্তা ও জল্পনা, তিনি সর্ব্বদা সকল স্থানেই সেই বস্তুই দেখিয়া থাকেন। যেমন দরিদ্র ঘুমঘোরে স্বপ্নাবেশে অর্থপ্রাপ্তির স্বপ্নই দেখিয়া থাকে—হত্যাকারী সর্ব্বদাই নিহত ব্যক্তির বিভীষিকাপূর্ণ প্রেতদেহকে সম্মুখে অট্টহাস্যে তাণ্ডব-নৃত্য করিতে দেখিয়া থাকে—সেইরূপ ইহাও আমার উত্তেজিত মস্তিষ্কের কল্পনাকল্পিত মূর্ত্তি। না,—না, ইনি যথার্থই সেই স্যামি রবসার্ট—সেই জীর্ণ পিতার একমাত্র আদরের কন্যা—আমার ভগ্ন-হৃদয়-কুটীরে ঘুমন্ত চাঁদের নিভন্ত চন্দ্রিকারশ্মি।—যাহা হউক, ইনি এ অবস্থায় এখানে কেন?—এইরূপ ভাবিয়া তিনি সবিস্ময়ে ক্ষিপ্রভাবে বলিয়া উঠিলেন "তুমি এখানে কেন?

কাউণ্টেস। আমি এখানে কেন?—আমি এখানেই এমন একজনের নিকট আছি—যিনি এখান-কার সর্ব্বময়—

ত্রিশি। এখানকার সর্ব্বময়ই বটে!—সেই জন্যই সে এত সমারোহ সত্ত্বেও তোমাকে বন্দিনীর ন্যায় একাকিনী আমার ঘরে লুকাইয়া রাখিয়াছে—তাহার সামান্য ক্ষমতায় যতটুকু সাধ্য, সে তাহা করি-য়াছে। য়্যামি! আমি সমস্তই বুঝিয়াছি। তুমি এক্ষণে সহায়হীনা—আশ্রয়হীনা—তোমার এক্ষণে সহায় ও আশ্রয়ের নিতান্ত আবশ্যক।

কাউণ্টেস। ত্রিশিলিয়ান! তুমি চিরকালই আমাকে ভালবাস বলিয়া আমার মঙ্গলকামনা করি-তেছ, কিন্তু তাহাতে আমার মঙ্গল না হইয়া বরং সর্ব্বনাশের কারণ হইবে। আমায় একটি ভিক্ষা দাও, তুমি ২৪ ঘণ্টাকালমাত্র আমার কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকিও না।

ত্রিশিলিয়ান শুনিয়া অগত্যা সম্মত হইয়া দুঃখিত-ভাবে বলিলেন—"যাহা হউক, ২৪ ঘণ্টাকাল তোমার কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিব না, প্রতিশ্রুত হইলাম; কিন্তু ২৪ ঘণ্টা উত্তীর্ণ হইলে?'

কাউণ্টেস। তোমার যাহা কর্ত্তব্য হয়, করিও। কিন্তু এখন যদি অনুগ্রহ করিয়া এই ২৪ ঘণ্টাকাল তোমার এই গৃহে আমাকে একাকিনী থাকিতে দাও।"

ত্রিশি। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যখন এই প্রকাণ্ড প্রাসাদে একটি সামান্য গৃহে থাকিবার অধি-কার তোমার নাই—তখন তুমি এখানে কি উপকার ও মঙ্গললাভের প্রত্যাশা করিতে পার?

কাউন্টেস। আমার সহিত তর্ক করিও না। দয়া করিয়া আমাকে একাকিনী এই গৃহে রাখিয়া চলিয়া যাও—মহানুভব এড মণ্ড। এমন এক সময় আসিবে—যখন তুমি দেখিবে—আমি রবসার্ট তোমার অনুগ্রহের যথার্থ পাত্রী কি না।

[২০]

ত্রিশিলিয়ান য্যামির নিকট বিদায় লইয়া নিম্নে অবতরণকালে সুরামত্ত ল্যাম্বরণ সোপানপথে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া অতিশয় ধৃষ্টভাবে ইতরভাষায় তাঁহাকে অমর্য্যাদাসূচক সম্ভাষণ করিল: ত্রিশিলিয়ান মানসম্ভ্রমের খর্ব্বতা বিবেচনায় তাহার সহিত বাক্যালাপ না করিয়া একেবারে বাহির প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইত্যবসরে ওয়েল্যাণ্ড অতি ব্যস্তভাবে আসিয়া তাঁহাকে চুপি চুপি বলিল—"তিনি কাম্নর হইতে পলায়ন করিয়া এত দুর্গেই অবস্থিতি করিতেছেন—আবার কি না সকলকে প্রত্যাখ্যান করিয়া লর্ড লিষ্টারের হস্তে তাঁহার আত্মসমর্পণ করিবার আশা!!!—তিনি লিষ্টারকে দিবার জন্য আমাকে এক পত্র দিয়াছেন। সেখানে তাঁহার নিকট পৌঁছাইবার সম্বন্ধে আপনার সহিত পরামর্শ করিবার জন্য আপনার অপেক্ষা করিতেছি—এই দেখুন, সেই পত্র,"—এই বলিয়া পত্রখানি পকেট হইতে বাহির করিতে গিয়া না পাইয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—"ওই যা, পত্রখানি তবে কোথায় পড়িয়া গিয়াছে—নতুবা ভুলক্রমে কোথায় রাখিয়াছি।"

ত্রিশি। যেখানে পাও, শীঘ্র লইয়া আইস। যদি হারাইয়া থাকে, তোমার শিরশ্ছেদ অনিবার্য্য।

ওয়েল্যাণ্ড এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া দুঃখিতভাবে পত্রের সন্ধানে গমন করিল এবং কোথাও না পাইয়া ভাবিতে লাগিল—এখন আমি রমণীর গৃহে ফিরিয়া গিয়া তাঁহাকে নিবেদন করি যে, পত্রখানি অপহৃত হইয়াছে; সুতরাং তিনি আর একখানি পত্র লিখিয়া আর কাহাকেও দিয়া লিষ্টারের নিকট পাঠাইয়া দিন এবং তৎপরে আমি এখান হইতে বিদায় হই—নতুবা উহারা এক ফুৎকারেই আমার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া দিবে।

এই ভাবিয়া ওয়েল্যাণ্ড গুপ্তভাবে "মারভিন্ টাওয়ারে য্যামির গৃহসমীপে উপস্থিত হইবামাত্র ল্যাম্বরণ আসিয়া বলিল—"কে তুমি?—এখানে কি জন্য? ঐ গৃহে প্রবেশ করিলেই তোমার গলায় ফাঁসি লাগাইয়া দিব।"

ওয়েল্যাণ্ড শুনিয়া সভয়ে বিনীতভাবে বলিল—"প্রভু! আমি সেই যাদুকর, আমি ওই গৃহে আমার ভগ্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।"

ল্যাম্বরণ। যদি মঙ্গল চাও, তবে এখনই এখান হইতে দূর হও, নতুবা তোমাকে এই জানালা হইতে নীচে ফেলিয়া দিব। সাধ্য থাকে, যাদুবলে আত্মরক্ষা কর, সয়তান।

ওয়েল্যাণ্ড। প্রভু! অত নিষ্ঠুর হইবেন না। একবার আমার ভগ্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিন।

"আবার সেই কথা?"—এই বলিয়া দুর্ব্বৃত্ত ল্যাম্বরণ ওয়েল্যাণ্ডের গ্রীবা বজ্রমুষ্টিতে ধারণ করিয়া পশ্চাদ্দ্বার দিয়া তাহাকে একেবারে দুর্গ হইতে বাহির করিয়া দিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া বিপুল হর্ষে টাওয়ারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে করিতে বলিতে লাগিল—"এখন ত্রিশিলিয়ানের গৃহ হইতে ঐ স্ত্রীলোকটাকে বাহির করিয়া সকলকে দেখাইতে পারিলেই ত্রিশিলিয়ান বিলক্ষণ অপদস্থ ও অবমানিত হইবে; তাহা হইলেই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়," এবং তৎপরে একটি সুরাপূর্ণ বোতল বাহির করিয়া পান করিতে করিতে ভিতর প্রাঙ্গণে চলিয়া গেল।

[২১]

ওয়েল্যাণ্ড পত্রের সন্ধানে প্রস্থান করিলে ত্রিশিলিয়ান প্রাঙ্গণেই তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে র‍্যালে ও ব্লাউট আসিয়া তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে রাজ্ঞীর অভ্যর্থনার্থ লইয়া গেলেন।

ক্রমে গোধূলি সমাগত হইল। মরীচিমালী অবগুণ্ঠনবতী সন্ধ্যাসতীর আগমনে লাজুক পুরুষের ন্যায় সলজ্জভাবে ময়ূখমালা সংহার করিয়া পশ্চিমাচলে প্রস্থান করিলেন। সমগ্র দুর্গ দীপমালায় বিভূষিত হইয়া যেন দিবালোকে পূর্ণ হইল। রাজ্ঞী দুর্গে প্রবেশ করিলেন। দুর্গ-শিখর হইতে ভীমরবে ঘণ্টাধ্বনি হইয়া বিস্তৃত প্রান্তর ও জলাশয়ের উপর দিয়া বিশাল শব্দস্রোত সঞ্চালিত করিয়া দিগ্‌দিগন্তে তাঁহার

আগমন ঘোষণা করিল। দর্শক ও সৈন্যমণ্ডলী উচ্চকণ্ঠে গভীর হর্ষনাদ করিতে লাগিল। সমগ্র বাদ্যযন্ত্র মধুস্বরে ঐক্যতানে বাজিয়া উঠিল। অসংখ্য কামান একসঙ্গে গর্জিয়া উঠিল।

রাজ্ঞী এলিজাবেথ সদ্যঃ প্রস্ফুটিত কমলিনীর ন্যায় রূপবতী পুরন্ধ্রী ও সহচরীগণের সহিত তারকারাজি-বেষ্টিত চন্দ্রমণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ন্যায় মণিরত্নখচিত উজ্জ্বলবেশে সেতুপথে পদার্পণ করিলেন।

তপ্তকাঞ্চনমূর্তি লিষ্টার রাজ্ঞীর দক্ষিণপার্শ্বে একটি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ তেজস্বী অশ্বে সমারূঢ়। আর্ল ও অপরাপর সদস্যগণ সকলেরই মস্তক অনাবৃত। যদিও গৌরব-প্রভা ও আত্মপ্রসাদে আর্লের মুখমণ্ডল উজ্জ্বলভাবে প্রভাসিত, তথাপি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে বোধ হয় যেন, বিষাদের ক্ষীণ ছায়াও রহিয়াছে।

ভার্ণির কৌশলে আর্ল বুঝিয়াছিলেন যে, কাউণ্টেস্ অসুস্থ—সেই জন্যই কেনিলওয়ার্থে আসিতে পারেন নাই। সুতরাং রহস্যপ্রকাশ সম্বন্ধে তাঁহার কোন আশঙ্কা জন্মে নাই।

এইরূপে সমারোহ-যাত্রায় তাঁহারা ক্রমে গ্যালারি টাওয়ারের নিকটবর্তী হইলেন। প্রধান প্রহরী পণ্ডিতবর ইরাস্মাস্ হলিডে কর্তৃক রচিত নিম্নলিখিত কবিতাটি আবৃত্তি করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিল।

> এস দেবি! নমি তোমা বৃটন-ঈশ্বরি!
> ত্রিদিব-ললনা তুমি অবনী-মাঝার;
> আমি দ্বারী কিন্তু ক্ষীণপ্রাণ নহি কভু,
> মম কণ্ঠধ্বনি অশনি-সঙ্কাশ,
> চারিদিক্ রাখে শান্ত করি:
> এই যষ্টি ন্যায়দণ্ড মম।
> আহা কিবা সুকোমল! এ কি দৃশ্য হেরি!
> এ যে ললিতা ললনা তুলনা মিলে না
> মহীতলে; কি সুন্দর মুখখানি আহা!
> যেন কষিত কাঞ্চন-মাঝে হীরকের
> প্রভা; রূপের ছটায় ঝলসে নয়ন
> এবে; কাজ নাই প্রহরীর কাজে আর,
> এই লহ রাজভক্তি দিতেছি তোমায়,
> অতুল রূপের খনি! যাও চলি সুখে,
> রুধিব না তোমা আমি; কোন্ নরাধম
> নিবারিবে পুরমাঝে প্রবেশ তোমার?"

রাজ্ঞী শুনিয়া ঈষৎ গ্রীবা-সঞ্চালনে, তাঁহাকে আপ্যায়িত করিয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বৈতালিকগণ মুক্তকণ্ঠে স্তুতিবাদ করিতে লাগিল। রাজ্ঞীর সহগামী ব্যক্তিগণ এই স্থানে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন।

চারিদিকে নানারূপ অভিনয়, আতসবাজি ও ক্রীড়া-কৌতুক চলিতে লাগিল। রাজ্ঞী ও অন্যান্য সকলে "গ্যালারি টাওয়ারে" অভ্যর্থনা-কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

লর্ড লিষ্টার রাজ্ঞীকে সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া তাঁহার কেনিলওয়ার্থে আতিথ্য স্বীকার জন্য তাঁহাকে স্তুতিবাদ সহকারে অজস্র ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

রাজ্ঞী ওয়ালটারকে সমাগত ব্যক্তিগণের নাম-ধাম-পদমর্যাদা প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ত্রিশিলিয়ানের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"সম্মুখে ঐ বিমর্ষ লোকটি কে?"

র‍্যালে। উঁহার নাম এড্‌মণ্ড ত্রিশিলিয়ান নিবাস কর্ণওয়ালে।

রাজ্ঞী। আমাদের সেই ত্রিশিলিয়ান?—অভিযোক্তা ত্রিশিলিয়ান? আর সেই রমণী-চোর কি তাঁহার নাম?—তিনি কোথায়

র‍্যালে ঘৃণার সহিত ভার্ণির নাম উচ্চারণ করিলেন।

রাজ্ঞী বলিলেন—"আমি এক্ষণে ভার্ণি ও ত্রিশিলিয়ানের অভিযোগের বিষয় শুনিতে চাহি—লর্ড লিষ্টার! সেই রমণী কি এখন এখানে উপস্থিত আছেন?"

লিষ্টার। না, তিনি এখন এখানে উপস্থিত নাই।

রাজ্ঞী ক্রোধে বলিলেন "আমার আদেশ যে অটল ও অটুট, তাহা কি আপনি জানেন না?"

লিষ্টার। আমরা সমস্তই অবগত আছি। আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য। রমণীর অনুপস্থিতির কারণ ভার্ণি নিবেদন করিবে।

ভার্ণি সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আলাস্কোর সাক্ষ্যপত্র প্রদান করিয়া বলিল—"রমণী এক্ষণে পীড়িত হইয়া এণ্টনি ফষ্টার নামক জনৈক ভদ্রলোকের আলয়ে চিকিৎসক আলাস্কোর চিকিৎসাধীনে রহিয়াছেন; সুতরাং এখানে আসিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।"

রাজ্ঞী। তবে ত দেখিতেছি, সমস্তই বিফল হইল, ত্রিশিলিয়ান মহাশয়! আপনার অবস্থা দেখিয়া আমার মনে বড় কষ্ট হইতেছে, কিন্তু কি করিব? জোর করিয়া কেহ কখন কাহাকে ভালবাসিতে ও বাসাইতে পারে না—ভালবাসাটা মনের স্বাধীন ক্রিয়া। ব্যাধির উপর অধিপত্য করিবার হাত নাই। রমণী যাহার চিকিৎসাধীনে রহিয়াছেন, এই দেখুন, তাঁহার সাক্ষ্যপত্র।

ত্রিশিলিয়ান সমস্ত শুনিলেন। য়্যামির নিকট যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা ভুলিলেন এবং রাজ্ঞীকে পাপিষ্ঠের চাতুরী চক্রান্তে প্রতারিত হইতে দেখিয়া এবং এই প্রতারণামূলক সাক্ষ্য প্রমাণজালে পাছে তাঁহার প্রতি অবিচার হয়, ভয়ে তিনি বলিয়া উঠিলেন "ঐ সকল কাগজপত্র সত্য নহে।"

রাজ্ঞী শুনিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন—"সে কি?—যখন ঐ সকল কাগজপত্র অমাত্যবর ডড্‌লির সম্মুখে প্রদর্শিত হইতেছে এবং যখন ইহাদের সত্যতা সম্বন্ধে লর্ড ডডলিও দায়ী রহিয়াছেন, তখন ইহাই ঐ সকল কাগজপত্রের সত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ। আর আপনি যদি এ সকল মিথ্যা বলিয়া অগ্রাহ্য করেন, তবে আপনি উপযুক্ত ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া ইহাদের অসত্যতা প্রতিপাদন করুন।"

ত্রিশিলিয়ান দেখিলেন, প্রমাণ প্রদর্শন করিতে গেলে য়্যামির নিকট তাঁহার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইয়া যায়; সুতরাং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বলিলেন—"২৪ ঘণ্টা অতীত হইলে আমি যথেষ্ট নিদর্শন দ্বারা সুচারুরূপে প্রমাণ করিব যে, রমণী কখনই পীড়িতা নহেন এবং এই সকল ঘটনা ও কাগজপত্র সমস্তই অলীক আরোপিত ও প্রতারণার জটিল জালে জড়িত।"

রাজ্ঞী বলিলেন,—"রমণী যে পীড়িতা নহে এবং চিকিৎসক আলাস্কোর সাক্ষ্যপত্র প্রতারণামূলক—২৪ ঘণ্টা অতীত হইলে আপনি যদি বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে না পারেন, তাহা হইলে কি হইবে?"

ত্রিশি। না পারি, যূপকাষ্ঠে আমার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবেন!"

রাজ্ঞী। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—যদি আপুনি এই অসম্ভব চেষ্টায় কৃতকার্য্য হইতে না পারেন, তবে এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপের আবশ্যকতা কি?"

ত্রিশিলিয়ান ভাবিলেন, যদি এই ২৪ ঘণ্টামধ্যে য়্যামির সহিত তাঁহার স্বামীর সদ্ভাব স্থাপিত হয়, তাহা হইলে আমারই সম্পূর্ণ বিপদ, এই ভাবিয়া তিনি শুষ্ককণ্ঠে সন্দেহ ও ভয়মিশ্রিত ভগ্নস্বরে অসংলগ্ন ভাবে বলিতে লাগিলেন—"হাঁ,হ'তে পারে—তবে নিশ্চয় কি না বলিতে পারি না—তবে দেখিব, অনেক প্রমাণ বোধ হয় প্রদর্শন করি-

রাজ্ঞী তাঁহাকে জড়িতস্বরে এইরূপ প্রলাপ বকিতে দেখিয়া অতিশয় বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"এ কি শঠতা না বাতুলতা? র‍্যালে!—তুমি শীঘ্র তোমার বন্ধুকে আমার সম্মুখ হইতে লইয়া গিয়া উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে রাখিয়া আইস। সেই সুন্দরীকে দেখিবার জন্য আমার বড় কৌতূহল হইতেছে—যাহার জন্য এমন বিজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তির মস্তিষ্ক একেবারে শোচনীয়রূপে বিকৃত হইয়া গিয়াছে।"

ত্রিশিলিয়ান আবার কি বলিবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমন সময়ে র‍্যালে ব্লাউণ্টের সাহায্যে তাঁহাকে সভাগৃহ হইতে বাহিরে লইয়া গাইল।

ত্রিশিলিয়ান য়্যামির নিকট—"২৪ ঘণ্টার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া শান্তভাবে ব্লাউণ্টের সহিত যাইয়া র‍্যালের গৃহে প্রবেশ করিলেন। ব্লাউণ্ট বাহির হইতে দরজা তালাবন্ধ করিয়া সভাগৃহে প্রত্যাগমন করিল। হতভাগ্য ত্রিশিলিয়ান অকুতোভয়ে অকৃতজ্ঞ রমণীর নিঃস্বার্থ উপকার করিতে যাইয়া রাজ্ঞীর বিরাগভাজন, বন্ধুগণের নিকট বাতুল বলিয়া পরিগণিত ও অবশেষে বন্দিদশায় বদ্ধ হইলেন। দশচক্রে [ভগবান ভূত হইল।]

ত্রিশিলিয়ান সভাগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে রাজ্ঞী বলিলেন—"একটি রমণীর জন্য এমন জ্ঞানী ও বিদ্বান্ ব্যক্তির মস্তিষ্ক এরূপ শোচনীয়রূপে বিকৃত হওয়া বড়ই দুঃখের বিষয়। এখন বুঝিতেছি, উঁহার প্রলাপ সমস্তই নিরর্থক। লর্ড লিষ্টার! আপনার অনুচর ভার্নি আপনার অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও বশীভূত—তাহাকে উচ্চপদে উন্নত করিয়া হিউগ্ রব্‌সার্টের সহিত সদ্ভাব সংস্থাপন করিয়া দি। তিনি তাঁহার জামাতাকে এরূপ উন্নত দেখিলে সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহার সহিত সংপ্রীতি স্থাপন করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না"—এই

বলিয়া তিনি ভার্ণিকে 'নাইট' পদে অভিষিক্ত করিলেন। সেই সঙ্গে র‍্যালে ও ব্লাউন্টেরও ঐ পদে অভিষেক হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে সভাভঙ্গ হইলে সকলেই আপনাপন নির্দ্দিষ্ট শয়নকক্ষে গমন করিলেন। অদ্যকার মহোৎসব মহা সমারোহে সম্পন্ন হইল। লিষ্টার উল্লাসিত চিত্তে ভার্ণির সহিত পূর্ব্বোক্ত জলাশয়ের দিকে একটি বারাণ্ডায় আসিল। অদ্য পূর্ণিমা-রজনী—ধরিত্রী শুভ্র অম্বরে আবরিত হইয়া হাসিতেছে—জলাশয়বক্ষ নিশাপতির প্রতিবিম্ব হৃদয়ে ধারণ করিয়া মৃদুমন্দ নৈশ সমীরণে আন্দোলিত হইয়া যেন পুলকে তালে তালে নাচিতেছে; গগনপটে তারকাগুলি যেন লজ্জাবতী কনে-বৌয়ের মত মুখ টিপিয়া একটু একটু হাসিতেছে—সমস্ত প্রাণিজগৎ নিদ্রাঘোরে অচেতন—জড় জগৎ নিস্তব্ধ—মধ্যে মধ্যে প্রহরিগণের গভীর গগনভেদী চীৎকার, শৃগাল কুক্কুর ও দুই একটি নিশাচর পশুপক্ষীর কণ্ঠধ্বনি এই নিশীথ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে।

লর্ড লিষ্টার জ্যোৎস্নাস্নাত সুনীল গগনে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগিলেন—"হে সুদূর অন্তরীক্ষবাসী অগ্নিময় জ্যোতিষ্কগণ! * তোমরা মধুর সঙ্গীতে বিমানপথ পূরাইয়া নীরবে স্ব স্ব দেহ আবর্ত্তন করিয়া চলিয়া যাইতেছ—আমায় বল, আমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে কি না? আমি যে উচ্চ আশা এতদিন হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছি, সে আশার ফল তোমাদের ন্যায় উজ্জ্বল, প্রসিদ্ধ ও স্থায়ী হইবে কি না? অথবা লোকে যেরূপ দুরাশাবশতঃ তোমাদের উজ্জ্বল ও অবিনশ্বর আলোক-আভা অনুকরণ করিবার জন্য দীপনশীল ধধূপসকল আকাশে উৎক্ষেপ করিয়া স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে—অথচ তাহারা ক্ষণস্থায়ী চমক প্রদান করিয়া তৎক্ষণাৎ গাঢ় অন্ধকারে বিলীন হইয়া যায়—সেইরূপ আমার এই উজ্জ্বল ও উন্নত জীবন ক্ষণপ্রভার প্রভার ন্যায় তিলেকমাত্র সকলের সমক্ষে স্পদ্ধান্বিত হইয়া শেষে কি বিড়ম্বিত ও একেবারে নৈরাশ্য-তিমিরগর্ভে মগ্ন হইয়া যাইবে?"—এই বলিয়া গভীর ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ভার্ণিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভার্ণি! সকলেই আমার প্রতি রাজ্ঞীর অনুরাগের কথা বলিয়া থাকে—সেটা কি সত্য?"

ভার্ণি। হাঁ প্রভু!

লিষ্টার। আরও দেখ, সকলেই নাকি বলিতেছে, রাজ্ঞীর সহিত আমার বিবাহ হইবে—কিন্তু একটি বিঘ্ন আছে। যাহা হউক, আলাস্কোর গণনানুসারে শুভগ্রহের ফলে সে বিঘ্ন দূর হইতে পারে। বসুমতীর ইচ্ছা যে, আমি ইংলণ্ড ও ইংলণ্ডেশ্বরীর স্বামিপদে অভিষিক্ত হই। ইউরোপের পরাক্রান্ত সম্রাট্‌ ও অধিপতিগণ একবাক্যে এ বিষয়ে অনুমোদন করিয়াছেন। যাহা হউক, এখন তুমি বলিতে পার, ত্রিশিলিয়ান কিজন্য রাজ্ঞীর নিকট এরূপ উদাসীনভাব দেখাইল? আমার বোধ হয়, প্রণয়িনী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হওয়াতে রাজ্ঞীর কোমল হৃদয় আর্দ্র করিবার জন্যই এরূপ উদাসীনতা দেখাইয়াছে

ভার্ণি। প্রভু! তাঁহার মনে সে সকল চিন্তা নাই। তিনি সুখে নিশাযাপন করিবার জন্য একটি সঙ্গিনী আনিয়া "মারভিন টাওয়ারে" রাখিয়া,—দিয়াছেন।

লিষ্টার। কিরূপ সঙ্গিনী—উপপত্নী?

ভার্ণি। নতুবা আর কি হইতে পারে? গণিকা ব্যতীত কোন রমণী পরপুরুষের গৃহে এতক্ষণ একাকিনী থাকিতে পারে?

লিষ্টার। এ ত মন্দ রহস্য নয়! যাহা হউক, আমি তাঁহার কোন অনিষ্ট করিব না। তুমি তাঁহার উপর বিশেষ নজর রাখিও।

ভার্ণি। আমি তাঁহাকে আমার বিশ্বস্ত অনুচর মাইকেল লাম্বরণের নজরে রাখিয়াছি।

এই বলিয়া ভার্ণি লিষ্টারের নিকট বিদায় লইয়া নিজ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল।

"মারভিন্ টাওয়ারে" কাউণ্টেসের পথক্লান্ত দেহলতা শয্যাতলে লুটাইতেছে। তিনি নিরাশ-হৃদয়ে ভবিষ্য চিন্তায় নিমগ্ন; একমনে ভাবিতেছেন, ওয়েল্যাণ্ডপত্রখানি প্রভুর হস্তে পৌঁছাইয়া দিল কি না? আর যদি পৌঁছাইয়া থাকে—চারিদিকে যেরূপ জনতা ও কোলাহল, তাহাতে বাহির অধিক না হইলেই বা তিনি কিরূপে আসিবেন?

পথশ্রান্তি, দুর্ভাবনা, ভয় ও নিরাশায় তাঁহার শরীর ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিল। কিয়ৎক্ষণ পরে

* Music of the spheres.

গগনোত্থিত থধূপ সকল অগ্নিকণা উদ্গীরণ করিয়া তাঁহার কক্ষ উজ্জ্বল আলোকে পূর্ণ করিল। তিনি সেই আলোকে দেখিলেন—উত্তুঙ্গ-প্রাসাদ-শিখর প্রজ্বলিত দীপমালার একাবলী হার বক্ষে করিয়া হাসিতেছে কতকগুলি ধূসরবর্ণ ধূমপটলে আবৃত হইয়া অতি ভীষণাকার দেখাইতেছে—জলাশয়বক্ষ নানারূপ জলন্ত আগ্নেয় পদার্থে পূর্ণ হইয়া স্বর্ণ-দ্রবের ন্যায় দেখাইতেছে। চারিদিকে ও আলোক, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের গাঢ় তিমির দূর হইল না। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"হা বিধাতঃ, এই সকল ক্ষণস্থায়ী জ্যোতিঃ কি আমার ক্ষণিক সুখ-আশার এক কটি স্ফুলিঙ্গের মত নহে? যাহা 'ক-বারমাত্র উজ্জ্বল দেখাইয়া তৎক্ষণাৎ আঁধারে বিলীন হইয়া যায়—হা লিষ্টার! তুমি কি শপথ করিয়া বল নাই যে এই হতভাগিনী ই মিই তোমার প্রাণ?—প্রিয়তম! তুমিই কি সেই ঐন্দ্রজালিক—যাহার ইন্দ্র-জালে ই সকল অদ্ভুত দৃশ্য উৎপন্ন হইতেছে—আর তোমার হতভাগিনী পত্নী অনাথার মত একাকিনী এই সকল দর্শন করিতেছে? সামান্য নর্তকী কৃষক-কুমারীর এখন যতটুকু স্বাধীনতা আছে, হতভাগি-নীর তাহাও নাই।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

তিনি তন্দ্রাবেশে স্বপ্ন দেখিলেন—"যেন সেই কাম্নরেই রহিয়াছেন। লর্ড লিষ্টার যেমন মৃদুস্বরে বংশী-সঙ্কেতে আপনার আগমন জ্ঞাপন করিতেন এখন যেন তৎপরিবর্ত্তে উচ্চৈঃস্বরে তূর্য্যধ্বনি করি-তেছেন। হরিণীর মৃত্যুকালে ব্যাধেরা এইরূপ তূর্য্য-ধ্বনি করিয়া থাকে। আবার দেখিলেন, যেন প্রাঙ্গণে শোকবস্ত্র পরিয়া অসংখ্য লোক একত্রিত হইয়াছে। ধর্ম্মযাজক ক্রস্ হস্তে কাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন"— ইবার যথার্থই গগনভেদী তূর্য্যধ্বনি হইয়া পরদিন রাজ্ঞীর মৃগয় যাত্রার সংবাদ ঘোষণা করিল। সহসা তূর্য্যস্বনে কাউ-ণ্টেসের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি চমকিয়া উঠিলেন; একমনে তূর্য্যধ্বনি শুনিলেন। দেখিলেন, তরুণ অরু-ণের আরক্তিম রশ্মিরেখা তাঁহার বাতায়নের ছিদ্র দিয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া উষারাণীর আগমন ঘোষণা করিতেছে। এতক্ষণ নিদ্রার মোহিনী মায়ায় সমস্ত যন্ত্রণা ভুলিয়া তিনি হিন্দোলশায়িত নির্ব্বিকার শিশুর চিত্তের ন্যায় নৈশশান্তি উপভোগ করিতে-ছিলেন; নিদ্রাভঙ্গে আপনার প্রকৃত অবস্থা স্মরণ করিয়া আবার বিষাদনীরে নিমগ্ন হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—আমায় আর এখন তাঁহার মনে আছে? খন স্বয়ং রাজ্ঞী তাঁহার অতিথি। এই বিশাল কেনিলওয়ার্থে কোথায় এক নিভৃত কোণে একটি ক্ষীণ ক্ষুদ্র প্রাণী ভয়ে ও নিরাশায় শুকাইয়া যাইতেছে, তাহা কি আর তিনি লক্ষ্য করিতেছেন?—শারদীয় সুধাংশুশোভিত বিশাল অম্বরপ্রান্তে একটি নিষ্প্রভ তারকা কোথায় নিমীলিত হইতেছে, কে আর তাহা লক্ষ্য করিয়া থাকে?"—এমন সময় তাঁহার কক্ষদ্বারে মৃদু করাঘাত হইল। তিনি যুগপৎ ভয় ও আহ্লাদে অধীরা হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"প্রাণকান্ত আসিয়াছ?"—বাহির হইতে অস্ফুটস্বরে উত্তর হইল—"হা আসিয়াছি।"

কাউণ্টেস্ তৎক্ষণাৎ দ্বার খুলিয়া দিয়া দীর্ঘাবরণে প্রচ্ছন্নমূর্ত্তি আগন্তুকের গলদেশ আপন সুকোমল বাহুবল্লী দ্বারা বেষ্টন করিলেন।

আগন্তুক কাউণ্টেসের আদরের যথোচিত প্রতিদান করিয়া বলিল—"সুন্দরি! আমি লিষ্টার নহি, কিন্তু একজন পূর্ণমাত্রার ভদ্রলোক।

এমি শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সবলে সুরামত্ত লম্পটের অপবিত্র আলিঙ্গন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া দ্রুতবেগে গৃহের মধ্যস্থলে যাইয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

দুর্ব্বৃত্ত ও প্রাবরণ কাউণ্টেসকে ত্রিশিলিয়ানের উপ-পত্নী জ্ঞানে তাঁহার সঙ্কুচিত ভাবের বিদ্রূপাত্মক অনু-করণ করিয়া অবজ্ঞাসূচক পরিহাসস্বরে নানারূপ অশ্লীলবাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার সতীত্ব-নাশে উদ্যত হইয়া বলপূর্ব্বক তাঁহার হস্তধারণ করিল।

তিনি আত্মরক্ষার আর কোন উপায় না দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। কারাধ্যক্ষ লরেন্স রমণীকণ্ঠের করুণ আর্ত্তনাদ শুনিয়া দ্রুতপদে গৃহে প্রবেশ করিয়াই সক্রোধে বলিয়া উঠিল—"এ কি? এক ঘরে পুরুষ ও স্ত্রীলোক কেন?—এরূপ ব্যবহার এ সময়ের পক্ষে নিতান্তই সভ্যতা ও শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ।"

কাউণ্টেস্ ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, "মহাশয়! আমাকে রক্ষা করুন!"

দুর্বৃত্ত ল্যাম্বরণ আপনার দুষ্প্রবৃত্তি সাধন করিতে না পারিয়া ক্রোধে শাণিত ছুরিকা লইয়া লরেন্সকে আক্রমণ করিল- উভয়ে ঘোর দ্বন্দ্বযুদ্ধ বাধিয়া গেল। লরেন্স মুহূর্তমধ্যে পাপিষ্ঠকে বৃহৎ চাবীর আঘাতে রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিল।

এ দিকে কাউন্টেস্ও এই অবসরে পলায়ন করিয়া "মারভিন্ টাওয়ার"-সংলগ্ন পূর্ব্বোক্ত উদ্যানে একটি কুঞ্জমধ্যে যাইয়া লুক্কায়িতা হইলেন; তাঁহার দাস্য-বরণের নিম্নে রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীর ন্যায় পরিচ্ছদ ছিল। তিনি কাম্নর হইতে পলায়নকালে ঐরূপ ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে জেনেট-প্রদত্ত পাথেয়পূর্ণ বাক্সটি হস্তে ধারণ করিয়া কুঞ্জস্থ শিলাতলে উপবেশন করতঃ অদৃষ্ট-চক্রের আবর্ত্তন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

[২৪]

রাজ্ঞী গাত্রোত্থান করিলে আর্ল উপবনাদি প্রদর্শন করাইবার জন্য তাঁহাকে "মারভিন টাওয়ার"-সংলগ্ন উদ্যানে লইয়া গেলেন। রাজ্ঞীর সহচরী, কামিনীগণ দূরে থাকিয়া তাঁহাদিগকে বিরলে প্রেমালাপের সুযোগ প্রদান করিয়া অন্তরাল হইতে তাঁহাদের কমনীয় যুগলমূর্ত্তি দেখিয়া নয়ন সার্থক করিতে লাগিল।

একটি পুরুষ ও একটি রমণী যখন বিরলে আলাপে নিযুক্ত থাকেন, তখন অনেক স্থলেই তাঁহাদের ভাগ্য প্রায় একরূপ স্থির হইয়া যায় এবং হয় ত তাঁহারা পূর্ব্বে যাহা কল্পনাও করেন নাই—তাহাও সংঘটিত হইয়া থাকে—কথোপকথন প্রেমালাপে পরিণত হয়—স্নেহ ও অনুরাগ প্রণয়ে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই সাংঘাতিক কালে সম্ভ্রান্ত নরশ্রেষ্ঠ হইতে সামান্য রাখাল যুবক পর্য্যন্ত অধীর ও আত্মহারা হইয়া মনের আবেগে প্রগল্‌ভভাবে কত কথাই বলিয়া ফেলেন এবং এমন কি, রাজকুমারীগণ পর্য্যন্ত আপন আপন মর্য্যাদা ও গাম্ভীর্য্য হারাইয়া সামান্যা গ্রাম্য-বালার ন্যায় যেন মনোমুগ্ধ হইয়া নায়কের প্রেমালাপ শুনিয়া থাকেন।

লিষ্টার রাজ্ঞীকে মধুর বাক্যে সম্মোহিতা করিয়া আপন মনোরথসিদ্ধির সুযোগ অন্বেষণ করিতেছেন এবং রাজ্ঞীও একমনে শুনিয়া পুলকে বিভোর হইতেছেন। ক্রমে তাঁহাদের কথোপকথন প্রেমালাপে পরিণত হইল। রাজ্ঞী ভগ্নস্বরে বলিলেন—"না ডাড্‌লি! আমি বিবাহকে সুখের জিনিস মনে করি না—আমার সহিত বিবাহের আশা করিবেন না—স্বল্পকালের জন্যও আমাকে একাকিনী থাকিতে দিন।"

আর্ল বিষণ্ণ-বদনে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন। রাজ্ঞী মনে মনে বলিলেন,—"ইহা কি সম্ভব?—না, এলিজাবেথ ইংলণ্ডে একমাত্র অধীশ্বরাই থাকিবে।" তৎপরে পরিক্রমণ করিতে করিতে তিনি অকস্মাৎ সন্নিহিত কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, শিলাখণ্ডের উপর এক রমণীমূর্ত্তি। মূর্ত্তিটি ভাস্কর-হস্ত-প্রসূত, না যথার্থই রক্তমাংসগঠিত সজীব-মূর্ত্তি, স্থির করিতে পারিলেন না। বাস্তবিকই হতভাগিনী এমি নিস্পন্দভাবে বসিয়া ছিলেন। যদিও রাজ্ঞী-সন্দর্শন কখনও তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই, তথাপি তাঁহার রাজকন্যার ন্যায় লক্ষণবিশিষ্ট আকৃতি, তদনুরূপ বেশভূষা ও আকার-ইঙ্গিতে তাঁহাকেই রাজ্ঞী অনুমানে মস্তক অবনত করিলেন। রাজ্ঞী তাঁহার অভিনেত্রীর ন্যায় পরিচ্ছদ দেখিয়া ভাবিলেন, বোধ হয়, আমার অভ্যর্থনা করিবার জন্যই ইঁহাকে কুলকামিনী সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। তিনি দয়াদ্রস্বরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কুঞ্জসুন্দরি! তুমি সহসা এমন পাণ্ডুবর্ণ হইলে কেন? তোমার কি হইয়াছে?"

এমি ভগ্নস্বরে উত্তর দিলেন—"আমাকে রক্ষা করুন।"

রাজ্ঞী। ইংলণ্ডের প্রত্যেক রমণীই আমার রক্ষণীয়া—তুমি কি জন্য ও কিরূপ আশ্রয় প্রার্থনা কর?

এমির মন এত উদ্বেগ্নভাবে পূর্ণ যে, তিনি কি বলিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া ক্ষিপ্রভাবে বলিয়া উঠিলেন—"আমি, জানি না।"

রাজ্ঞীর কৌতূহল বৃদ্ধি হইল। তিনি বলিলেন, "নির্ব্বোধ রমণী! তোমার অবস্থার বিষয় আমি না জানিলে কিরূপে তোমায় রক্ষা করিব?"

এমি। আমি আপনার চরণে ধরিয়া বলিতেছি, আমাকে ভার্ণির কবল হইতে উদ্ধার করিয়া রক্ষা করুন।

রাজ্ঞী। (সবিস্ময়ে)কে ?—সার রিচার্ড ভার্ণি ? তুমিই বা তাহার কে ? সেই বা তোমার কে ?

এমি। আমি তাহার নিকট বন্দিনী ছিলাম, সে আমার জীবননাশে উদ্যত হইয়াছিল কারাগার হইতে পলাইয়া

রাজ্ঞী। আমার নিকট আশ্রয় পাইবার জন্য ? যথার্থই যদি তুমি আশ্রয়ের পাত্রী হও, তবে নিশ্চয় তাহা পাইবে। তুমি কি সার হিউগ রবসার্টের কন্যা এ্যামি রবসার্ট ? নিশ্চয় তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে। তুমি তোমার বৃদ্ধ পিতা ও ট্রেশিলিয়ানের সহিত প্রতারণা করিয়াছ। তোমার সহিত কি ভার্ণির বিবাহ হইয়াছে ?'

এমি তৎক্ষণাৎ এক লম্ফে দাড়াইয়া উঠিয়া ক্ষিপ্রভাবে বলিলেন—"না। উপরে ঈশ্বর রহিয়াছেন, তিনি সাক্ষী। আপনি আমাকে যেরূপ মনে করিতেছেন, আমি সেরূপ নাই।'

রাজ্ঞী। তবে তুমি কাহার বিবাহিতা উপপত্নী ? জানিও, আমি এ্যালিভাবেন এবং তোমার পিতৃবন্ধুর সহিত পরিচয় নিষ্প্রয়োজন ছিল।

এমি নিরাশভাবে বলিলেন "লর্ড লিষ্টার সমস্ত অবগত আছেন।"

রাজ্ঞী শুনিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন,—"কি ? লর্ড লিষ্টার! রমণি! তাহার ন্যায় মহাত্মা ব্যক্তির তোমার ন্যায় রমণীর সহিত কি সম্বন্ধ ? তোমার বিষয় তিনি জানিতে পারেন ? এস, তুমি আমার সহিত আইস। তাঁহারই সম্মুখে তোমার সমস্ত বক্তব্য শুনিব।'

এমি শুনিয়া ভয়ে অভিভূত হইলেন। তাহার মুখমণ্ডলে বিষম ভাবান্তর লক্ষিত হইল। রাজ্ঞী তদ্দর্শনে তাহাকে মিথ্যাবাদিনী করিয়া সবলে কুঞ্জ হইতে বাহির করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন।

অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাত হইলে পথহারা পথিক যেমন চমকিয়া উঠে, লর্ড লিষ্টারও রাজ্ঞীকে তাঁহার প্রিয়তমা মৃতকল্পা পত্নীকে রুক্ষভাবে টানিয়া আনিতে দেখিয়া সেইরূপ বিস্ময়ে শিহরিয়া উঠিলেন। অচিরে সমতুলা ... কুগণের শীর্ষস্থানীয় হইয়া হাদের প্রভুপদবাচ্য হইবার কল্পনা তিনি এতক্ষণ উল্লাসে বিভোর হইয়া ... করিতেছিলেন তাহার অধরে মধ্যে মধ্যে বিজলী-চমকের ন্যায় আত্মপ্রসাদ সূচক হাস্যরেখা খেলিতেছিল ; কিন্তু এক্ষণে রাজ্ঞীর এই ভয়ঙ্কর রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার সে সকল উচ্চ আশা সুখের কল্পনা বেলাসংলগ্ন ফেনপুঞ্জের ন্যায় মুহূর্ত্তমধ্যে বিলীন হইয়া গেল! রাজ্ঞী এমিকে দেখাইয়া জলদগম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি এই রমণীকে জানেন ?'

অপরাধী যেরূপ বধ্যভূমিতে নীত হইবার আদেশ শুনিবামাত্র চারিদিক্ শূন্যময় দেখিয়া ত্রাসে শিহরিয়া উঠে—লর্ড লিষ্টারও এই প্রশ্ন শুনিবামাত্র সেইরূপ ভয়ে শিহরিয়া তৎক্ষণাৎ রাজ্ঞীর সম্মুখে অধোবদনে বসিয়া পড়িলেন।

রাজ্ঞী ক্রোধ-কম্পিত-কণ্ঠে কহিলেন—"লর্ড! আপনি এরূপ অকৃতজ্ঞভাবে অনায়াসে আমার সহিত চাতুরী করিতে সাহসী হইলেন ? আমি জানিতাম, আপনি আমাদের অতি বিশ্বাসী!—প্রতারক আর্ল! এখন আপনার মস্তক ঘোর বিপজ্জালে জড়িত!"

লিষ্টার আপনাকে রাজ্ঞীর নিকট যথার্থ অপরাধী জানিয়াও সদর্পে বলিলেন,—"যে রাজ্ঞী বিশ্বস্ত অধীনের প্রতি এরূপ ব্যবহার করেন, সে রাজ্ঞীর নিকটে আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না।"

রাজ্ঞী চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন—"লর্ডগণ! আমাদিগকে এত অবজ্ঞা! যাহাকে আমরা হাতে তুলিয়া এই তুঙ্গ প্রদান করিয়াছি—সেই তুঙ্গে আমাদের অনুগ্রহাধীন কর্ত্তৃক আমাদিগের এরূপ অপমান ? লর্ড শ্রুসবরি! আপনি ইংলণ্ডের শান্তিরক্ষক—ইঁহাকে রাজবিদ্রোহিতাপরাধে দণ্ডিত করুন। বিদ্রোহী বিশ্বাসঘাতককে কারারুদ্ধ করুন।"

এমি স্বামীকে রাজ্ঞীর কোপে ধ্বংসোন্মুখ হইতে দেখিয়া আপনার অবস্থা ভুলিলেন। রাজ্ঞীর পদদ্বয় ধারণ করিয়া বলিলেন—"রাজ্ঞি! ইনি নির্দ্দোষ। মহানুভব লিষ্টারের নামে কলঙ্ক আরোপ করিতে পারে, এমন সাধ্য কাহার ?"

লিষ্টারের হৃদয়তন্ত্রী কাঁপিয়া উঠিল! তিনি তৎক্ষণাৎ সর্ব্বসমক্ষে এমির সহিত বিবাহের কথা প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিলেন—এমন সময়ে দুষ্ট সরস্বতী ভার্ণির কণ্ঠে আবির্ভূত হইয়া ভার্ণিকে অনাহূতভাবে রাজ্ঞীর সম্মুখে আনয়ন করিল।

ভার্ণি রাজ্ঞীর পদতলে উপবিষ্ট হইয়া বলিল—"আমার প্রভু নির্দ্দোষী। আপনার যে শাস্তি অভিরুচি হয়, আমার উপর নিক্ষেপ করুন।"

এমি তৎক্ষণ রাজ্ঞীর পাদমূলে নতজানু হইয়া বসিয়াছিলেন। যাহাকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন, সেই পাপিষ্ঠ ভার্ণিকে এত নিকটে উপবেশন করিতে দেখিয়া বিদ্যুদ্বেগে গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন—"রাজ্ঞি! আপনি আমাকে ভুজঙ্গপূর্ণ অন্ধকূপমধ্যে নিক্ষেপ করুন—কিন্তু এই ভিক্ষা—ঐ পাপিষ্ঠের মুখ যেন আমাকে দেখিতে না হয়।"

এমির কথায় রাজ্ঞীর মনে কি নূতন ভাবের সঞ্চার হইল। তিনি বলিলেন—"কেন বিধুমুখি! এ ভদ্রলোক তোমার কি এত অনিষ্ট করিয়াছেন যে, উঁহার উপর তোমার এত আক্রোশ ও ঘৃণা?"

এমি। পাপিষ্ঠ আমার ঘোর সর্ব্বনাশ করিয়াছে। আমার শান্তির স্থানে ভীষণ অশান্তি উৎপাদন করিয়া আমায় ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে।

রাজ্ঞী। তুমি মতিভ্রান্ত হইয়াছ। যাহা হউক, লর্ড হন্সডন্! আপনি এই রমণীকে নিরাপদে ও যত্নে রাখিয়া দিবার বন্দোবস্ত করুন।

লর্ড হন্সডন্ দুঃখমানা এমিকে আপন কন্যার ন্যায় সস্নেহে কঠিন বাহুতে ধারণ করিয়া লইয়া গেলেন। তৎপরে রাজ্ঞীর দৃষ্টি লিষ্টারের উপর পতিত হইল। তিনি দেখিলেন, আর্ল্‌এর মুখমণ্ডল গম্ভীর ও আরক্ত এবং ক্রোধ ও অভিমানে পূর্ণ। তিনি ভার্ণিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ সকল রহস্যের অর্থ কি?"

ভার্ণি সাক্ষাৎ সয়তানের শিষ্য; সুতরাং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের বলে পাপিষ্ঠ অসঙ্কোচে বলিল—"আমার স্ত্রীর কিরূপ শোচনীয় ব্যাধি, তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন। আমি এন্টনি ফষ্টার নামক জনৈক ভদ্রলোকের রক্ষণাধানে উঁহাকে রাখিয়া আসিয়াছিলাম—কিন্তু জানি না, কিরূপে ও কখন্ সেখান হইতে পলাইয়া এখানে আসিয়াছেন। যাহা হউক, এখন আমার উন্মাদিনী স্ত্রীকে এখান হইতে উঁহার আত্মীয়-স্বজনের নিকট লইয়া যাইবার আদেশ প্রদান করুন।"

লিষ্টার শুনিয়া চমকিত হইলেন। রাজ্ঞী ভার্ণিকে বলিলেন—"এবারে তোমার স্ত্রীকে সাবধানে রাখিবে। আর এরূপে লোক হাসাইও না।"

ভার্ণি শুনিয়া অভিবাদনে সম্মতি প্রকাশ করিল—কোন উত্তর দিল না। রাজ্ঞী লিষ্টারকে বলিলেন—"লর্ড! আসুন—দুঃখিত হইবেন না। আপনি আমাদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। আমাদের আপনার উপর ক্রুদ্ধ হইবার অধিকার আছে। যাহা হউক, আমরা সিংহ-প্রকৃতি হইলেও ক্ষমাগুণে অগ্রগণ্য।"

লিষ্টার শুনিয়া বাহ্যাকারে হৃষ্টচিত্ত দেখাইলেন; কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল গভীর তমসাচ্ছন্ন রহিল।

মৃগয়াসজ্জা আরম্ভ হইল। চারিদিকে মৃগয়াযাত্রার ধুম পড়িয়া গেল।

[১৮]

মহাড়ম্বরে মৃগয়া-ব্যাপার পরিসমাপ্ত হইলে লর্ড লিষ্টার ও ভার্ণি নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করিয়া গুপ্তভাবে কথোপকথনে নিযুক্ত হইলেন। ভার্ণি প্রতারণামূলক মিথ্যাবাক্যে এমির উপর অবাধ্যতার আরোপ করিয়া বলিল—"তিনি আর এরূপ অবরোধে থাকিতে চাহেন না। শীঘ্রই সর্ব্বসমক্ষে কাউণ্টেস্ বলিয়া পরিচিতা হইবার জন্য অধীরা হইয়া তাঁহার স্বামীর নিষেধবাক্য অবহেলা করিয়া এখানে আসিয়া এইরূপ অবাধ্যতার কার্য্য করিয়াছেন।"

লিষ্টার, পত্নীর যথার্থ শোচনীয় অবস্থার বিষয় এবং পলায়নের যথার্থ কারণ না জানিয়া ভার্ণিরই স্বকপোল-কল্পিত কারণ শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন—"আমি সামান্য ভুস্বামীর কন্যাকে ইংলণ্ডের সর্ব্বোচ্চ উপাধিতে ভূষিতা করিয়া এই বিপুল সম্পত্তির অংশভাগিনী করিয়াছি; আর কিছুদিন সে কি ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিতে পারিল না? আমাকেও এইরূপে বিপদে জড়িত করিল? রাজ্ঞীকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া আমার মনে বড় আশঙ্কা হইয়াছিল।"

ভার্ণি। প্রভু! তার জন্য আর চিন্তা কি? আমার প্রস্তাবিত উপায় অবলম্বন করিলেই সমস্ত নির্ব্বিঘ্নে নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে। নতুবা গত্যন্তর নাই—আমি যেমন করিয়া পারি, তাঁহাকে সে বিষয়ে সম্মত করাইব।

—"না, না—তুমি না। আমি স্বয়ং এই দণ্ডেই যাইতেছি—চল, এখন সকলেই নিদ্রিত"—এই বলিয়া আর্ল্ প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভার্ণিকে লইয়া এমির কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

ভার্ণি ভাবিল—"আমার তরী ত মগ্নপ্রায়, এখন যদি কোনরূপে রক্ষা হয়।"

এমি আলুলায়িত-কেশে ও অসম্বর-বসনে গভীর বিষাদপূর্ণ-হৃদয়ে উপবেশন করিয়াছিলেন। দ্বারোদ্ঘাটন মাত্র ভয়ে চমকিতা হইলেন। প্রথমেই ভার্ণির দিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। তিনি সভয়ে বলিয়া উঠিলেন—"পাপিষ্ঠ! আবার কি নূতন দুরভিসন্ধি সাধন করিতে আসিয়াছ?"

লিষ্টার শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন 'তোমার সার্ রিচার্ডের সহিত বাক্যালাপের প্রয়োজন নাই।"

এমি তাঁহার গলদেশ বাহুবল্লরীর বিলোল বন্ধনে বাঁধিয়া প্রেমবিগলিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"প্রিয়তম! এতক্ষণে তুমি আসিলে? এতক্ষণে কি তোমার অধীনা হতভাগিনীকে মনে পড়িল?"

সুন্দরী প্রেমময়ী পত্নীর সোহাগহিল্লোলে ক্রোধ, বিরক্তি ও অসন্তোষ ভাসিয়া গেল। তিনি এমির সোহাগ ও আদর সাদরে গ্রহণ ও প্রতিদান করিয়া বিমর্ষভাবে বলিলেন—"প্রিয়ে! তুমি শেষে আমার সর্ব্বনাশ করিলে।"

—"সে কি নাথ! আমা হইতে তোমার সর্ব্বনাশ?"

লিষ্টার গম্ভীরস্বরে বলিলেন—"তুমি আমার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া এখানে আসিয়া আমাদের উভয়কেই বিপদ্‌গ্রস্ত করিতে বসিয়াছ।"

এমি রুদ্ধস্বরে বলিতে লাগিলেন—"কি জন্য যে কামর ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, তাহা তুমি জান না—আর আমি সে সব বলিতেও চাহি না; কিন্তু আমি আর এখন সেখানে যাইব না।"

লিষ্টার। তবে অন্যত্র তোমার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিব। কিন্তু আমাদের উভয়ের মঙ্গলের জন্য তোমাকে কিছুদিন 'ভার্ণির স্ত্রী' বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকিতে হইবে—কারণ, ভার্ণি আমার বিশ্বস্ত ও পরম হিতৈষী।

এমি শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বিদ্যুদ্বেগে আর্লের আলিঙ্গন হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া বলিলেন—"এ তোমার কিরূপ জঘন্য ও ঘৃণিত প্রস্তাব!—তুমি প্রভু! ভার্ণির উপর এত অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করিও না—তুমি এরূপ আদর্শ-চরিত্র ধারণ করিয়া সকলের সমক্ষে আমাকে দাসপত্নী বলিয়া পরিচিত করাইয়া পুনরায় কিরূপে লোকসমাজে আমাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিবে?"

ভার্ণি শুনিয়া মধ্যস্থভাবে বলিল "প্রভু! ইনি যদি এ প্রস্তাবে সম্মত না হন, তবে ত্রিশিলিয়ানের সহিত লিদ্‌কোটহলে উঁহার পিত্রালয়ে গমন করিয়া আপাততঃ সেইখানেই থাকা উচিত।"

ত্রেশিলিয়ানের নামে আর্লের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল—তিনি সক্রোধে বলিলেন—"ভার্ণি, সাবধান! ত্রিশিলিয়ানের নামোল্লেখ করিলে তোমার বক্ষে এই ছুরিকা আমূল বিদ্ধ করিয়া তোমার রক্ত দর্শন করিব।"

ভার্ণি শুনিয়া মস্তক অবনত করিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিল। এমি লিষ্টারের দিকে—প্রশান্ত দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"নাথ! তোমার গভীর রহস্যপূর্ণ চাতুরীই এই অশেষ অনর্থ-পরম্পরার নিদান; কর্ম্মাত্র সত্যই সম্মান, মর্য্যাদা ও গৌরবের সোপান। তোমার অভাগিনী পত্নীকে রাজ্ঞীর চরণে সমর্পণ করিয়া সর্ব্বসমক্ষে স্বীকার কর যে—'আমি এই রমণীর মোহে আকৃষ্ট হইয়াই গোপনে ইহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম—এখন আমার মোহবিকার দূর হইয়াছে'—প্রভু! সর্ব্বসমক্ষে এইটুকু বলিলেই আমাদের উভয়েরই সম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষা হইবে। আর যদি আইনবলে বা অন্যায়বলে তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হই, তাহাতেও আমার মনে ক্ষোভ থাকিবে না—কেন না, সকলে জানিবে—আমি কলঙ্কিনী নাই—তোমার পরিণীতা পত্নী। তৎপরে নাথ! তুমি আমায় ত্যাগ করিলে দেখিবে—এমির জীবন আর তোমার সুখের পথের কণ্টকস্বরূপ হইয়া তোমাকে জ্বালাতন করিবে না।"

এমির এইরূপ যুক্তিপূর্ণ সকরুণ বিলাপোক্তি শুনিয়া লিষ্টারের চৈতন্যোদয় হইল–হৃদয় গলিয়া গেল বিবেকবৃত্তি উদ্দীপিত হইল। তিনি বলিলেন—"প্রাণের এমি! আমি তোমার যোগ্য স্বামী নহি—আমার কঠোর প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক—শত্রুগণ যত পারে শ্লেষোক্তি বর্ষণ করুক। আমি স্বহস্তে স্বকৃত প্রতারণাজাল ছিন্ন করিব—রাজ্ঞী আমার শিরশ্ছেদ করুন।"

এমি। (সবিস্ময়ে)—কি! তোমার শিরশ্ছেদ? কেন? তুমি নিজে পছন্দ করিয়া বিবাহ করিয়াছ—এই অপরাধে? এই কি রাজ্ঞীর ন্যায় বিচার?—আর এই কাল্পনিক অপরাধে ভীত হইয়া তুমি সৎ ও সত্যপথ হইতে অসৎ ও অসত্য পথে যাইতেছ?"

লিষ্টার। হায়! এমি, কি যে ভীষণ-ব্যাপার

ঘটিতেছে, তাহার তুমি কিছুই জান না! যাহা হউক, আমার উপর নিতান্ত যথেচ্ছাচার করিতে পারিবেন না- আমি এই দণ্ডেই আমার মিত্র সামন্তবর্গের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য তাঁহাদের নিকট দূত ও পত্রাদি পাঠাইতেছি—কারণ, ব্যাপার যেরূপ গুরুতর দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে আমাকে হয় ত আমার আপন দুর্গেই দুর্গস্বামীর পরিবর্ত্তে আসামী হইয়া থাকিতে হয়।"

-"না প্রভু! এমন শান্তিপূর্ণ রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত করিও না। সত্য ও সরলতা ভিন্ন আর আমাদের বন্ধু নাই—তুমি রাজ্ঞীর সহিত মনান্তর করিও না।"

—"প্রিয়তমে! আমার সহিত তর্ক করিও না; আমি যাহা ভাল বোধ হয় করিব- এমি' এখন বিদায়। ভার্ণি আমার আইস।"—এই বলিয়া আরল এমিকে বক্ষে চাপিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং পূর্ব্ববৎ প্রচ্ছন্নমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভার্ণির সহিত গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ভার্ণি গৃহপরিত্যাগকালে এমির দিকে বিকট কোপ-দৃষ্টিতে চাহিয়া অস্ফুটস্বরে বলিয়া গেল—"এই পাপিনীই আমার সমস্ত অশান্তির কারণ। আচ্ছা কাউণ্টেস্! হয় তুমি, না হয় আমি- এই দুয়ের এক জনই পৃথিবীতে থাকিবে।"

ইত্যবসরে এক জন বালক আসিয়া আরলের হস্তে একটি ক্ষুদ্র বাক্স দিয়া বলিল -"প্রভু! আপনি এই বাক্সটি উন্মাদিনীকে দেওয়াইবেন।"

আরল ক্ষিপ্রহস্তে বাক্সটি গ্রহণ করিয়া ভার্ণির সহিত মন্ত্রণাগারে প্রবেশ করিলেন।

[২৬]

আরল মন্ত্রণাগারে প্রবেশ করিয়া উত্তেজিতভাবে বলিলেন—"যে লতাটিকে স্বহস্তে এত যত্নে রোপণ করিয়াছি, তাহাকে কি এত সহজেই নির্ম্মমভাবে উৎপাটন করিতে হইবে?—আমার সুহৃদ্ সামন্তগণ সকলেই পরাক্রান্ত, সঙ্গতিপন্ন ও আমার বিশেষ অনুগত—সুতরাং তাঁহারা যদি প্রত্যুপকার ও আমার মঙ্গলের জন্য আমার পতাকানুবর্ত্তী হয়েন, তাহা হইলে আর আমার ভাবনা কি?"

ভার্ণি। প্রভু! আপনি স্বয়ং পরাক্রান্ত এবং পরাক্রান্ত সামন্তবর্গ আপনার সুহৃদ্, এ কথা সত্য কিন্তু প্রভু, রাজ্ঞীর অনুগ্রহের প্রতিফলিত আলোকেই আপনার এত আলোক। আর রাজ্ঞী আপনাকে যে সম্মান ও সম্পদ প্রদান করিয়াছেন, তাহা যদি প্রতিগ্রহ করেন, তাহা হইলে দেখিবেন—তদ্দণ্ডেই আপনার আত্মীয়বন্ধু সকলেই আপনার পক্ষ ত্যাগ করিবেন—আর হয় ত আপনি স্বকীয় প্রাসাদেই বন্দিভাবে অবরুদ্ধ হইবেন। এ রাজ্য প্রজাতন্ত্র—সমগ্র প্রজাপক্ষের রাজভক্তিই যখন এ রাজ্যের ভিত্তি, তখন আপনি জন কতককে লইয়া বিদ্রোহোত্থান করিয়া কি ফল হইবে?—সুতরাং অকারণে এরূপ রাজদ্রোহিতার পরিচয় দিয়া সর্ব্বসমক্ষে হাস্যাস্পদ হইবেন না।"

লিষ্টার। এরূপ মন্তব্য যথার্থই তোমার কাপুরুষত্বের ভবিষ্যৎ চিন্তার ফল। তোমার যদি আমার পক্ষে থাকিতে সাহস না থাকে, কেনিলওয়ার্থ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও। আমার পশ্চাতে লজ্জা—সম্মুখে উচ্ছেদ—আমি অগ্রসর হইব, পশ্চাৎপদ হইব না।

ভার্ণি। ভ্রান্তিবশতঃ আপনি ন্যায়পথভ্রষ্ট হইলে আপনার ভ্রান্তি দূর করা আমার ন্যায় হিতৈষী ভৃত্যের একান্ত কর্ত্তব্য। প্রভু! আমি যাহা চিরকালের জন্য ভ্রান্তি-সাগরে নিক্ষেপ করিতাম—তাহাই আবার উত্তোলন করিতে হইবে এবং নিজমুখেই ব্যক্ত করিতে হইবে—নতুবা গত্যন্তর নাই।

লিষ্টার। কি বলিবে—শীঘ্র বল। এখন বাক্যব্যয়ের সময় নয়—কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার সময়।

ভার্ণি। সে আপনার পত্নী-সম্বন্ধীয় কথা। ত্রিশিলিয়ান কাউণ্টেস্কে কাম্নর হইতে গুপ্তভাবে লইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে এক চর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই চর পণ্যাজীবের বেশে কাম্নরভবনে প্রবেশ করিয়া রাত্রিকালে তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করিয়া অবশেষে কেনিলওয়ার্থে আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রভু! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ত্রিশিলিয়ানের গৃহে তাঁহার এক উপপত্নী আছে কিন্তু আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, সেই রমণী আপনারই পত্নী। ল্যাম্বরণকে দেখিয়া গৃহ হইতে পলায়নকালে তাঁহার হস্ত হইতে এই দস্তানাটি স্খলিত হইয়া পড়ে—এই দেখুন সেই দস্তানা।

আরল দস্তানাটি লইয়া দেখিয়া বলিলেন—"হাঁ, এ দস্তানা আমারই—আমি স্বহস্তে ইহা তাঁহাকে দিয়াছি।"

ভার্ণি। প্রভু! আপনি চেষ্টা করিলে আরও অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারেন।

আর্ল্ শুনিয়া একান্ত কাতর হইয়া বলিলেন—"আর না, আর না—আমি সমস্তই বুঝিয়াছি হা ধিক্! আমি এই কলঙ্কিনী পাপিষ্ঠার জন্য এমন মহৎ বন্ধুগণকে বিপজ্জালে জড়িত—এমন সুশৃঙ্খল ন্যায়-রাজ্যের ভিত্তি বিদ্রোহাচরণে কম্পিত ও এমন শান্তি-পূর্ণ স্থানের বক্ষোদেশ অস্ত্রাগ্নিতে ছারখার করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। যদি এই নারকীর সহিত আমার এই নারকীয় বিবাহ না হইত, তাহা হইলে পৃথিবীতে যাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদমর্য্যাদা আর নাই, সেই রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া আমি নরলোকে ধন্য হইতে পারিতাম। ওঃ! কি ভীষণ ভ্রান্তি—আমি মণিময়-হার-ভ্রমে কাল-বিষধরীকে কণ্ঠে ধারণ করিয়াছি—নতুবা কেন সে আমার মুখ না চাহিয়া—আমার শত্রুর সহিত গোপনে প্রেম করিয়া তাহাকে প্রশ্রয় দিয়া আমাকে অপমানিত, লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করিবে?—পাপিষ্ঠ ভার্ণি, যদি এত ঘটনা হইয়া গিয়াছে, তবে তুমি আমার নিকট এতদিন এ সকল বিষয় অপ্রকাশ রাখিয়াছিলে কেন?"

ভার্ণি। প্রভু! আমি জানি, তাঁহার এক বিন্দু অশ্রুজল আমার শত সহস্র অভিযোগ মুছিয়া ফেলিবে—সেই জন্য বলিতে সাহস হয় নাই।

লিষ্টার। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! তাঁহার পূর্ণ আলোকে আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে—আমি সমস্ত রহস্যেরই উদ্ভেদ করিয়াছি—ভার্ণি! এমন যুবতী—এমন সুন্দরী—এমন মনোমোহিনী রমণী—শেষে কি না দ্বিচারিণী!!!—প্রিয় সুহৃদ্! তুমি তাহার অভিসারের অন্তরায় হইয়া তাহার উপপতির বিপদ্-চিন্তা করিয়াছিলে বলিয়াই তোমার উপর তাহার এত আক্রোশ—আর আমি উন্মত্তভাবে বিদ্রোহ উত্থাপন করিলে রাজ্ঞী ক্রোধে আমার শিরশ্ছেদ করিতেন এবং এমি আমার বিবাহিতা পত্নী বলিয়া আইনবলে এই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইত—সুতরাং সেই সঙ্গে ভিক্ষুক ত্রিশিলিয়ানের শুভগ্রহও তুঙ্গীগত হইত—আমাকে বিপদ্গ্রস্ত করাই তাহার বাসনা—আর তাহার স্বপক্ষে কিছু বলিও না—আমি তাহার রক্ত দর্শন করিতে চাহি।

আর্লকে এইরূপে উন্মত্তভাবে কাউণ্টেসের রক্ত-দর্শনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে দেখিয়া পাপিষ্ঠ ভার্ণি মনে মনে ভাবিল—"যদি এখন কাউণ্টেসের কলঙ্ক রটনা দ্বারা প্রভুর ক্রোধানল প্রজ্বলিত করিয়া মৃত্যু-সংঘটন অথবা অন্য কোন প্রকারে কাউণ্টেস্কে ইঁহার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করাইতে পারি—তাহা হইলে আমার কণ্টক দূর হয়। কারণ, প্রভু নিষ্কণ্টকে রাজ্ঞীর পাণিগ্রহণ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করেন এবং সেই সঙ্গে আমারও মনস্কামনা ষোল কলায় পূর্ণ হয়।" এই ভাবিয়া পাপিষ্ঠ, আর্লের ক্রোধাগ্নি আরও প্রবল বেগে প্রজ্বালিত করিবার উদ্দেশে যেন সন্দিগ্ধভাবে বলিল—"প্রভু! আপনার দারুণ মানসিক যন্ত্রণায় আপনি এখন এরূপ ভয়ানক কথা বলিতেছেন।"

লিষ্টার। না,—না,—আমাদের উভয়ের বন্ধন অদ্য ছিন্ন হইয়াছে—সে দ্বিচারিণী—দুশ্চারিণী—তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য!!!—লোকতঃ ধর্ম্মতঃ সঙ্গত ও প্রার্থনীয়। এই বাক্সটা ভাঙ্গিয়া দেখ—ইহার ভিতর কি আছে।

ভার্ণি তদনুসারে বাক্সের আবরণ উন্মোচন করিবামাত্র আর্ল সক্রোধে তন্মধ্যস্থ বহুমূল্য অলঙ্কার ও মণি-মাণিক্যগুলি ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন—"পিশাচি!—যাহার লোভে তুমি আত্মবিক্রয় করিয়াছ—যাহার লোভে অকালে মৃত্যুর কবলে যাইতেছ—যাহার লোভে আমাকে চিরকালের জন্য শোকে, দুঃখে ও অপমানে অনুতাপে দগ্ধ করিয়া রাখিলে—সেই তুচ্ছ বস্তুর এই দশা ভার্ণি! তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য"—এই বলিয়া পদাঘাতে সেগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন।

এ দিকে ভার্ণিও তৎক্ষণাৎ ভূপতিত অলঙ্কারগুলি কুড়াইতে কুড়াইতে বলিতে লাগিল—"লোকটা নিতান্তই প্রেমের দায়ে পাগল হইতে বসিয়াছে—যাহার জন্য এত উদ্‌ভ্রান্ত, অচিরে তাহারও এই দশা ঘটিবে।"

আহা!—এমন অতুলরূপগুণবতী—একান্ত স্বামি-গতপ্রাণা—আদর্শ সতী—মুমূর্ষু জনকের সর্ব্বস্বধন—পাপাত্মা পিশাচগণের প্রলোভনে ভ্রান্ত হইয়া সুখের আশায় তাহাদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া এক্ষণে তাহাদের বিরাগানলে আত্মজীবন আহুতি দিতে যাইতেছে। পিশাচগণ দুরাকাঙ্ক্ষার মরীচিকায় দিগ্‌বিদিগ্-জ্ঞান-শূন্য হইয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচার-মূঢ়

নৃশংস রাক্ষসের ন্যায় একটি নিরপরাধা রমণীর জীবননাশের জন্য কি ভীষণ চক্রান্তের জাল পাতিতেছে।

[২৭]

স্বভাব-গম্ভীর ভার্ণির মুখমণ্ডল এক্ষণে প্রসন্ন ও হাস্যময়। হৃদয় প্রফুল্লতার সরস ভাণ্ডার। নরাধম, লিষ্টারের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, লিষ্টারের অবস্থা তাহার বিপরীত। তাঁহার ওষ্ঠাধর ঘন ঘন স্পন্দিত হইতেছে—হৃদয় অদম্য দুরাকাঙ্ক্ষার গভীর কটচিন্তায় পূর্ণ—ছিন্ন প্রেমের মর্ম্মঘাতী যাতনায় জর্জ্জরিত—প্রতিহিংসায় উদ্দীপিত এবং উচ্ছ্বসিত আবেগে আলোড়িত হইতেছে। শূন্যদৃষ্টি, কুঞ্চিত ও ললাটে অঙ্কিত চিন্তারেখা তাঁহার গভীর মর্ম্মযন্ত্রণা প্রকাশ করিয়া বলিয়া দিতেছে—এ উৎসবে তাঁহার একতিলও মন নাই—তিনি সকল বিষয়েই বিমনা ও উদাসীন। মুষ্টি-ভিক্ষোপজীবী ভিক্ষুকও তাঁহা অপেক্ষা সহস্রগুণে শান্তিসুখে সুখী।

ভার্ণি অবনত-মস্তকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল —"প্রভু! সমস্তই মঙ্গল।"

লিষ্টার। চিকিৎসক কি তাহাকে দেখিয়াছে?

ভার্ণি। হাঁ প্রভু, তিনি কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কিন্তু কাউন্টেস্ কোন উত্তর দিলেন না। সুতরাং চিকিৎসক এই মর্ম্মে সাক্ষ্যপত্র লিখিয়া দিবেন—রমণীর চিত্তোন্মাদ হইয়াছে; সুতরাং অচিরে তাঁকে তাঁহার আত্মীয়স্বজনের নিকট পাঠান উচিত—এইমাত্র লিখিয়া দিলেই অদ্য সন্ধ্যা-কালে আমরা কাউন্টেস্‌কে কাম্নরে রাখিয়া আসিতে পারিব।

লিষ্টার। আর ত্রিশিলিয়ান?

ভার্ণি। আমি জন্মের মত তাঁহাকে দেশান্তরিত করিব।

লিষ্টার। না, না। যে আমাকে এতদূর মর্ম্মাহত করিয়াছে—যে আমার সুখশান্তির হন্তারক—সে কি সামান্য ও উপেক্ষণীয় শত্রু? আমি রাজ্ঞীর সমক্ষে আদ্যোপান্ত প্রকাশ করিয়া উহাকে রাজ্ঞীর কোপানলে দগ্ধ করিব।

আর্লের এইরূপ ভাবভঙ্গী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দেখিয়া তদ্দণ্ডেই তাঁহাকে আপন ধূর্ত্ততা ও কৌশলের বশবর্ত্তী করিবার স্পৃহা স্বতই পাপিষ্ঠের কঠিন হৃদয়ে উদ্দীপ্ত হইল। পাপিষ্ঠ ভার্ণি অসঙ্কোচে বলিল—"আমি কায়মনোবাক্যে আপনার সেবা ও মঙ্গলকামনায় জীবন উৎসর্গ করিয়া গৌরব বোধ করি; কিন্তু অদ্য আপনার এ ভাব দেখিয়া আমার অতিশয় লজ্জা বোধ হইতেছে। যান, রাজ্ঞীর নিকট আপনার গুপ্ত পরিণয় প্রকাশ করিয়া তাঁহার পদতলে শরণ প্রার্থনা করুন। ত্রিশিলিয়ান আপনার পত্নীর সহিত ব্যভিচার করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নামে অভিযোগ উত্থাপন করুন—সর্ব্বসমক্ষে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করুন যে, এরূপ মহৎ-বংশ-সম্ভূত ও নরশ্রেষ্ঠ হইয়া সামান্যা গ্রাম্য নারীর প্রেমে মজিয়া তাহাকে বিবাহ করিয়া কুল উজ্জ্বল করিয়াছেন এবং অবশেষে তাহার ধূর্ত্ততায় প্রতারিত হইয়াছেন। প্রভু! যান—শীঘ্র যান—মহত্ত্বে অভ্যুদয়াশার মূলোৎপাটন ও প্রতিপক্ষগণের মুখোজ্জ্বল করুন—কিন্তু ভার্ণির নিকট চিরবিদায় লইবেন।"

ভার্ণির বক্তৃতায় তিনি নিতান্ত নিরাশভাবে বলিলেন—"ভার্ণি! আমায় পরিত্যাগ করিও না—আমায় কি করিতে হইবে, শীঘ্র বল।"

ভার্ণি আর্লের করচুম্বন করিয়া বলিল,—"প্রভু! প্রকৃতিস্থ হউন। সাধারণ লোকের ন্যায় সামান্য কারণে এত বিচলিত হইবেন না—ভ্রান্তিবশতঃ অনেকেই কুলটা কামিনীর কুহকে আত্মহারা হইয়া থাকে—তাই বলিয়া আপনিও কি সেই কামিনীর জন্য উন্মাদগ্রস্ত হইবেন?—তাহার ন্যায় দ্বিচারিণী কিছুতেই আপনার হৃদয়ে স্থান পাইবার যোগ্যা নহে। অদ্য প্রাতে যাহা সঙ্কল্প করিয়াছেন—তাহা কার্য্যে পরিণত করুন—মৃত্যুই তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত।"

আর্ল শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন—উদ্‌ভ্রান্তভাবে চিত্রার্পিতের ন্যায় একদৃষ্টে ভার্ণির দিকে চাহিয়া যেন কোনরূপ আকর্ষণ শক্তিবলে পাপিষ্ঠের কঠিন হৃদয়ের পৈশাচিক বল ও কাঠিন্য শোষণ করতঃ তদ্দ্বারা আপন কোমল হৃদয়ের কাঠিন্য সম্পাদন করিয়া স্নেহ মমতা ও প্রেম বিসর্জ্জন দিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন—"তাহাই হউক—কিন্তু ভার্ণি! আমাকে একটিমাত্র অশ্রুবিন্দু ফেলিতে দাও।"

পাপিষ্ঠ ভার্ণি সয়তানের পূর্ণ অবতার—প্রভুর এইরূপ দীনভাব দেখিয়া পাপিষ্ঠ বুঝিল—এইবার

ঔষধ ধরিয়াছে, সুতরাং অসঙ্কোচে বলিল—"না, এক বিন্দুও না; এখন অশ্রুমোচনের সময় নহে - এখন ট্রেশিলিয়ানের বিষয় স্মরণ করুন।"

লিষ্টার। ঠিক বটে!—ওঃ, সে নামে অশ্রুবিন্দু রক্তবিন্দু হইয়া যায়—আমি স্বহস্তেই তাহার উপর বৈরনির্য্যাতন করিব।

ভার্ণি। আপনি আপনার কার্য্য সাধন করিবার ভার আমার উপর অর্পণ করিয়াছেন, তাহা আপনার ভৃত্যগণ বিশ্বাস করিয়া আমার আবশ্যকমত আমার কার্য্যে সহায়তা করে - এইজন্য নিদর্শন-স্বরূপ আপনার অঙ্গুরী চাহিতেছি।

—"এই লও অঙ্গুরী, যাহা করিতে হয়, শীঘ্র কর" - এই বলিয়া লিষ্টার তৎক্ষণাৎ অঙ্গুরী উন্মোচন করিয়া ভার্ণির হস্তে দিয়া ক্ষিপ্রভাবে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সভাকক্ষে গমন করিলেন। আর্লকে প্রসন্নভাবে আসিতে দেখিয়া সকলে প্রফুল্ল হইলেন।

সভাকক্ষে রঙ্গ-রস-হাস্য-কৌতুক চলিতে লাগিল। লিষ্টার, রাজ্ঞীর কর্ণকুহরে প্রেমালাপের পীযূষধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাজ্ঞী সেই সুললিত প্রেম-সুধাপানে ক্রমে আবেশে বিভোর হইতে লাগিলেন। সেই সঙ্গে ডড্‌লির শুভগ্রহ তুঙ্গীগত হইল।

ইত্যবসরে রাজ্ঞীর পারিবারিক চিকিৎসক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজ্ঞী জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভিষক্‌-বর! লেডী ভার্ণির সংবাদ কি?"

লিষ্টারের হাস্যরেখা অধরে মিলাইয়া গেল। তিনি স্পন্দহীন শিলামূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চলভাবে তাঁহাদের কথা-বার্ত্তা শুনিতে লাগিলেন।

চিকিৎসক বলিলেন—"রমণী বাক্যালাপ করিতেই চাহেন না। তাঁহার পীড়া চিত্তোন্মাদ। তাঁহাকে অবিলম্বে জনতা ও কোলাহল হইতে স্থানান্তরিত করা উচিত।"

রাজ্ঞী। তবে অবিলম্বে তাহাকে লইয়া যাও, ভার্ণিকে বল—যেন উহার সহিত পরুষ-ব্যবহার না করে। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এরূপ রমণী উন্মাদিনী।

যথাসময়ে অভিনয় আরম্ভ হইল। সামরিক বাদ্যযন্ত্র সমস্বরে সামরিক তান বাজাইয়া মধুর স্বরে সমগ্র দুর্গবক্ষ প্লাবিত করিল। সেই সঙ্গে অভিনেতৃ-গণ স্ব স্ব অভিনয়-কৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিল। কৃত্রিম সমর আরম্ভ হইল। বোধ হইল যেন, অতীত-কালস্রোত বিবর্ত্তিত হইয়া আবার সেই বন্য-পশু-চর্ম্ম-ধারী, গুহা-নিবাসী, ফলমূলাহারী, দীর্ঘশ্মশ্রু ও জটাজাল-সমন্বিত প্রাচীন ব্রিটনগণের আবির্ভাব হইয়াছে—আবার যেন পৃথিবীর একচ্ছত্র অধীশ্বর রোমরাজ্যের পরাক্রান্ত সন্তানগণ রোমান্‌ "ঈগল" অঙ্কিত পতাকা হস্তে সামরিক গীত গাইয়া রণমদে উত্তেজিত হইয়া ব্রিটনদিগকে ভীষণ সংগ্রামে আহ্বান করিতেছে।

চারিদিক্‌ বিষম গোলমালে পূর্ণ হইয়া উঠিল। অভিনেতৃগণ ক্রমে এত উত্তেজিত হইয়া উঠিল যে, তাহারা যে যাহা সাজিয়াছে—আপনাদিগকে বাস্তবিক তাহাই মনে করিতে লাগিল। লিষ্টার অসহ্য গোলমালে বিরক্ত হইয়া অভিনয় বন্ধ করিতে আদেশ দিলেন।

ইত্যবসরে সেই গভীর জনতামধ্যে কে এক ব্যক্তি কৃষ্ণবর্ণ মুখাবরণে মুখমণ্ডল আবরিত করিয়া তাঁহার কর্ণে অনুচ্চস্বরে বলিল—"লর্ড! আপনাকে নির্জ্জনে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।"

[ ]

লিষ্টার চমকিত হইয়া সবিস্ময়ে সেই প্রচ্ছন্ন-মূর্ত্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কে? আমার সহিত নির্জ্জনে আপনার কি আবশ্যক? আপনার নাম কি?"

অজ্ঞাত ব্যক্তি। আমার নাম এড্‌মণ্ড ট্রেশি-লিয়ান; নিবাস কর্ণওয়ালে—অঙ্গীকার বশতঃ ২৪ ঘণ্টাকাল মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতে বাধ্য হইয়া-ছিলাম। ২৪ ঘণ্টা অতীত হইয়াছে, সুতরাং এক্ষণে আমার বক্তব্য-প্রকাশে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাইয়াছি।

লর্ড যাহাকে এত ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন—যাহা হইতে তাঁহার এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস, যাহার উপর তাঁহার এতদূর বদ্ধবৈর—তাঁহাকে সম্মুখে পাইয়া শোণিত-লোলুপ শার্দ্দূলের ন্যায় তাঁহার জিঘাংসাবৃত্তি বলবতী হইল; কিন্তু তথাপি তিনি অদ্ভুত রোষাবেগ দমন করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য কি, জানিবার জন্য ব্যগ্রভাবে বলিলেন—'ট্রেশিলিয়ান মহাশয়! আপনি আমার নিকট কি প্রার্থনা করেন?"

ত্রিশি। প্রভু! বড়ই সময়াভাব, সুতরাং অদ্য রাত্রেই কোন গুরুতর বিষয় আপনাকে নিবেদন করিয়া আপনার নিকট ন্যায় বিচার প্রার্থনা করি।

লিষ্টার। ইহা ত সকলেরই প্রাপ্য—রাজ্ঞী বিশ্রাম-কক্ষে প্রবেশ করিলে আপনি আমার সহিত মারভিন্ উদ্যানে সাক্ষাৎ করিবেন।

"যথেষ্ট"—এই বলিয়া ত্রিশিলিয়ান প্রস্থান করিলেন। ক্ষণকালের জন্য আর্লের মুখমণ্ডল প্রসন্ন হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন—"এত দিনের পর ঈশ্বর সদয় হইয়া পাপিষ্ঠকে অযাচিতভাবে মুষ্টি মধ্যে মিলাইয়া দিয়াছেন। পাপিষ্ঠের চাতুরীজাল অচিরে ছিন্ন হইবে। তৎপরে উহার শঠতা ও ব্যভিচারের উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিব—অদ্য নিশীথে পূর্ণ-প্রতিহিংসা-সাধন!—শত্রুবক্ষে শানিত ছুরিকা আমূল বিদ্ধ করিয়া উষ্ণশোণিত-দর্শন!!"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি হর্ষোৎফুল্ল-হৃদয়ে পুনরায় রাজ্ঞীর পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিলে, আবার নূতন যন্ত্রণা তাঁহাকে আরও ব্যথিত করিয়া তুলিল। রাজ্ঞী তাঁহাকে বলিলেন "লর্ড! আপনি ঠিক সময়ে আসিয়াছেন; সার রিচার্ড আপনার আদেশক্রমে তাহার উন্মাদিনী পত্নীকে লইয়া কিয়ৎকালের জন্য কেনিলওয়ার্থ হইতে চলিয়া যাইতেছে। ভার্ণি আমার সহচরীগণকে দেখিয়া এত চঞ্চল ও মোহিত হইয়াছে যে, বোধ হয়, তাহার উন্মাদিনী পত্নীকে অদূরবর্ত্তী জলাশয়ে নিক্ষেপ করতঃ ইহাদের সংসর্গে অশ্রুজল শুষ্ক করিয়া পত্নী-বিয়োগক্লেশ চতুর্গুণ পূর্ণ করিয়া লইবে—আপনার কি বোধ হয়?"

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ নানারূপ কথাবার্ত্তায় অতিবাহিত হইলে দুর্গের প্রকাণ্ড ঘণ্টা উচ্চরবে মধ্যরাত্রি ঘোষণা করিল। রাজ্ঞী ও দুর্গস্থ অন্যান্য সকলে বিশ্রামার্থ স্ব স্ব কক্ষে গমন করিলেন। কিন্তু দুর্গস্বামী নিদ্রাদেবীর নিকট বিদায় লইয়া অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। তিনি ভার্ণিকে আনিবার জন্য পরিচারককে আদেশ করিলেন। পরিচারক বলিল —"ভার্ণি এক ঘণ্টা পূর্ব্বে আরও তিনজনের সহিত পশ্চাদ্দ্বার দিয়া কেনিলওয়ার্থ হইতে প্রস্থান করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে একজন অশ্বপৃষ্ঠে গিয়াছেন।"

আর্ল। রাত্রেই গিয়াছে?—ভার্ণির আর কোন সহচর যদি এখানে উপস্থিত থাকে—তবে তাহাকে এই দণ্ডেই এখানে লইয়া আইস।

পরিচারক গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে আর্ল বলিতে লাগিলেন—"ভার্ণি বড়ই উদ্যোগী ও উত্তেজনাশীল! সে নিশ্চয়ই আমাদ্বারা কোন ঘোরতর দুরভিসন্ধি ও স্বার্থসাধন করিতে চাহে—সেই জন্যই সে এত ব্যস্ত এবং একেবারে দয়া-মায়া-বিবর্জ্জিত হইয়াছে—আমার উন্নতিতে তাহার উন্নতি, সুতরাং আমার রাজপদলাভের অন্তরায়স্বরূপ য়্যামিকে কোনরূপে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলেই তাহার সে উদ্দেশ্য সফল হয়—এই জন্যই তাহার জেদ। যাহা হউক, আমি সহজে এ বিষয়ে কলঙ্কভাগী হইব না—য়্যামিকে দণ্ড দিব, কিন্তু এত হঠকারিতার সহিত নহে। কারণ অপরিণামদর্শীর ন্যায় যাহা-হউক একটা করিয়া ফেলিলে যাবজ্জীবন অনুতাপে দগ্ধ হইতে হইবে। একজনকে ক্রোধানলে আহুতি দিলেই আপাততঃ যথেষ্ট হইবে। তাহাকে ত মুষ্টিমধ্যে পাইয়াছি।"

এইরূপ আন্দোলন করিয়া তিনি ভার্ণিকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিলেন—

"সার রিচার্ড ভার্ণি!

আমি তোমাকে যে কার্য্যের ভার দিয়াছি, তাহা এক্ষণে স্থগিত রাখিয়া কাউণ্টেসের স্বচ্ছন্দ ও নিরাপদে থাকিবার সুবন্দোবস্ত করিয়া অবিলম্বে কেনিলওয়ার্থে প্রত্যাগমন করিবে। যদি আসিতে বিলম্ব হয়, তাহা হইলে গতি সত্বর আমার অঙ্গুরীয়টি কোন বিশ্বস্ত লোক দ্বারা আমার নিকট পাঠাইয়া দিবে।

তোমার হিতৈষী—

আর্ল অফ্-লিষ্টার।"

আদেশলিপি সমাপ্ত হইলে পরিচারক ল্যাম্বরণকে লইয়া আর্লের সমীপে উপস্থিত হইল। ল্যাম্বরণের এক্ষণে অশ্বারোহীর বেশ। আর্ল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কতক্ষণে পথে ভার্ণির নিকট পৌঁছিতে পারিবে?"

ল্যাম্ব। অশ্ব সবল হইলে একঘণ্টামধ্যে।

আর্ল। তবে এই দণ্ডেই যাত্রা কর।

"—যে আজ্ঞা প্রভু!—" বলিয়া ল্যাম্বরণ তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল এবং কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিয়া সহর্ষে ও সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—"হো! হো! কাউণ্টেস্! তুমি কাউণ্টেস? বড় গুরুতর রহস্যই উদ্ঘাটিত করিয়াছি—" এবং

তৎপরে অশ্বে আরোহণ করিয়া বিদ্যুদ্‌বেগে কাম্‌নরাভিমুখে ধাবিত হইল।

এ দিকে আর্ল ও মারভিন্ উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হৃদয় নানাবিধ তরঙ্গে আলোড়িত হইতে লাগিল। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন —"এত দিনের পর আমার ভ্রান্তি ও মোহবিকার দূর হইয়াছে—কলঙ্কিনীর কুহক-বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে— সুতরাং তাহাকে পরিত্যাগ করিলে আর আমি ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইব না—এখন সুদূর-বিস্তৃত রাজ্য আমাদের মধ্যে ব্যবধান থাকিবে— বিশাল বারিধিস্রোত আমাদের মধ্যে গভীর তরঙ্গ-গর্জ্জনে প্রবাহিত হইবে এবং তাহাদের গভীর-আবর্ত্ত-মধ্যে আমাদের প্রেম-রহস্য অলীক স্বপ্নবৎ বিলীন হইয়া যাইবে। এত দিনে তাহার মায়াশৃঙ্খল ছিন্ন হইয়া আমার উন্নতিপথ নিষ্কণ্টক হইল

এইরূপে তর্ক-বিতর্ক করিয়া তিনি ত্রিশিলিয়ানকে ভার্ণির কুটিলতায়—আরোপিত অপরাধে—অপরাধী স্থির করিলেন। তাহার প্রতি দণ্ডবিধান, য়্যামিকে পরিত্যাগ ও রাজপদ লাভ-লালসা তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র হইয়া উঠিল।

নীরব রজনী এখন পূর্ণচন্দ্রের রজত-কিরণে উদ্ভাসিত। গগনমণ্ডল স্বচ্ছ, সুনীল ও মেঘনির্ম্মুক্ত। বহুসংখ্যক শ্বেত-প্রস্তর-মূর্ত্তি যেন কবর হইতে উত্থিত ও শ্বেত-বস্ত্রাবৃত প্রেতযোনির ন্যায় উদ্যানে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। প্রস্রবণ-নিঃসৃত স্বচ্ছ জলধারাগুলি পূর্ণ-চন্দ্রের রজত-কিরণ মাখিয়া গলিত রজত ধারার ন্যায় নিম্নস্থ বলয়াকার আধারপাত্রে ঝর্-ঝর্ রবে পতিত হইতেছে। স্নিগ্ধ সমীর ফুটন্ত কুসুমের সুবাসে —উদ্যানভূমি আমোদিত করিয়া দুই চারিটি জলবিন্দু চুপি চুপি উড়াইয়া লইয়া বিমল জ্যোৎস্না-স্নাত কুসুম-দলে ফেলিয়া যেন মুক্তা সাজাইতেছে। দিবাভাগ নির্ব্বাত ও অতিশয় উত্তপ্ত ছিল—এক্ষণে তন্দ্রাবিবশা প্রমদার কোমল কর সঞ্চালিত তালবৃন্ত-সঞ্চালনেরও অনধিক বেগে নৈশ সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে। নানা জাতি বিহঙ্গ-বিহঙ্গিনীগণ মৃদু মন্দ সমীরণে উল্লসিত প্রাণে কুঞ্জকলায়ে সমস্বরে কণ্ঠ মিলাইয়া সুধারবে উদ্যানভূমি পূর্ণ করিতেছে।

নীরব নিশীথের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ রমণীয় কান্তি— সুধাকরের স্নিগ্ধ শীতল জ্যোতিঃ—ফুটন্ত কুসুমের মধুর সুবাস—বিহঙ্গিনীর মধুর সঙ্গীতেও আর্লের অশান্তিপূর্ণ উত্তপ্ত হৃদয় শীতল করিতে পারিল না। তিনি কূট-চিন্তার কুহেলিকায় আচ্ছন্ন থাকিয়া উত্তেজিতভাবে উদ্যানস্থ অট্টালিকার ছাদের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিক্রমণ করিতে করিতে কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলেন—অদূরে একটি মানব-মূর্ত্তি ধীরে ধীরে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে।

ত্রিশিলিয়ান সম্মুখীন হইয়া তাঁহার যথাযোগ্য সংবর্দ্ধনা করিলে তিনি গর্ব্বিতভাবে ঈষৎ গ্রীবা-সঞ্চালনে তাহা প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন—"আমি অঙ্গীকার বশতঃ আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছি এবং আমার সহিত আপনার নির্জ্জনে গুপ্ত সাক্ষাতের উদ্দেশ্য কি? তাহা শুনিতে প্রস্তুত আছি, শীঘ্র প্রকাশ করুন।"

ত্রিশি প্রভু! আমি সেই য়্যামি রব্‌সার্টের কথাই বলিতেছি এবং বোধ হয়, তাহার বিষয় আপনি সমস্ত অবগত আছেন। আমি ও তাহার দুর্ব্বৃত্ত স্বামী—যে তাহার সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছে— এই উভয়ের মধ্যে কে অপরাধী—তাহা বিচার করিবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করাই আপনার সহিত এই গুপ্ত সাক্ষাতের উদ্দেশ্য। হতভাগিনী তাহার স্বামী কর্ত্তৃক অবৈধ ও বিপজ্জনক অবরোধ-যন্ত্রণায় নিতান্ত নিপীড়িতা হইয়াই এখানে পলাইয়া আসিয়াছিল এবং আমাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছিল —আমি ২৪ ঘণ্টাকাল কায়মনোবাক্যে তাহার পক্ষ অবলম্বন করিব না।

আর্ল। আপনি স্মরণ রাখিবেন, কাহার সহিত কথা কহিতেছেন।

ত্রিশি। আমি তাহার সেই পাপিষ্ঠ অযোগ্য স্বামীর কথা বলিতেছি। তাহার অমানুষিক ব্যবহারে আমি ইহা অপেক্ষা কোমল ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। পাপী আরও অধিক নিকৃষ্ট কুবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য য়্যামিকে এই দুর্গের এক নিভৃত কক্ষে লুকাইয়া রাখিয়াছে। প্রভু! আমি হতভাগিনীর পিতা কর্ত্তৃক— তাঁহার প্রতিনিধিরূপে আদিষ্ট ও প্রেরিত হইয়া তাঁহারই বক্তব্য নিবেদন করিতেছি—আর তিনি বলিয়া দিয়াছেন—তাহাদের আসুরিক বিবাহ রাজ্ঞী ও সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশিত হয় এবং য়্যামিকে আর অবরোধ-বাসিনী করিয়া না রাখে—প্রভু! আপনি ব্যতীত

কে আর আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন ?—সুতরাং আপনিই বিচার করুন

লিষ্টার এতদিন যাঁহাকে তাঁহার সকল অনিষ্টের আকর ও ভীষণ শত্রু বলিয়া জানিতেন—যাঁহার উপর তাঁহার দারুণ আক্রোশ—তাঁহাকে এইরূপ উদাসীন, নির্লিপ্ত ও নিঃস্বার্থভাবে তাঁহার প্রেমিকাকে নিষ্কলঙ্কচরিত্রা প্রমাণ করিয়া সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে স্বামীকে বিবাহিতা পত্নী বলিয়া স্বীকার করাইবার জন্য এরূপ আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন—"আপনার বক্তব্য শুনিলাম। আমি আশা করি নাই যে, কেহ আমার মুখের উপর এরূপ অবমাননা-সূচক কথা বলিতে সাহস করিবে—একজন মহান্ ব্যক্তির হস্তে আপনার শিরশ্ছেদ হওয়া অপেক্ষা ঘাতুকের কঠিন করে আপনার শিরশ্ছেদই উপযুক্ত দণ্ড—যদি সামর্থ্য থাকে, আত্মরক্ষার্থ অস্ত্র গ্রহণ করুন"—এই বলিয়া তরবারি দ্বারা ত্রিশিলিয়ানকে আক্রমণ করিলেন। ত্রিশিলিয়ানও আপন অস্ত্রে সে আঘাত ব্যর্থ করিলেন। উভয়ের অসিফলক প্রদীপ্ত চন্দ্রিকালোকে সৌদামিনীর ন্যায় ঝকিতে লাগিল। উভয়েই অমিততেজে ও তুল্যবলে অস্ত্রের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিতে লাগিলেন—উদ্যানমধ্যস্থ নির্জ্জন প্রাসাদের ছাদে নিশীথ রজনীতে বীরপুরুষদ্বয় এইরূপে অকারণে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া নিষ্কলঙ্ক শোণিতপাতে ধরিত্রীকে অপবিত্র করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া অস্ত্রচালনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ ঘোর সংগ্রাম চলিল। অকস্মাৎ তাঁহারা নিম্নে মনুষ্যের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। আর্ল ত্রিশিলিয়ানকে বলিলেন—"আপনি আমার সহিত আসুন--আমাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রকাশ পড়িয়াছে, সুতরাং অদ্য স্থগিত থাকিল। পুনর্ব্বার আরম্ভ করিয়া শেষ করিবার ক্ষমতা যদি আপনার থাকে—তবে কল্য সুবিধামত আমি আপনাকে সঙ্কেত করিব—আপনিও সেই অনুসারে কার্য্য করিবেন।"

ত্রিশি। প্রভু! অন্য সময় হইলে আমি আপনার এ অভাবনীয় ও অসঙ্গত বৈরনির্য্যাতনস্পৃহার কারণ অনুসন্ধান করিতাম—কিন্তু আপনি আমার মুখে যেরূপ কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিয়াছেন—তাহা রক্ত ব্যতীত অন্য তরল পদার্থ দ্বারা ক্ষালিত হওয়া অসম্ভব। আর আপনি যেরূপ উন্নত—আপনার হৃদয় যদি সেইরূপ হইত, তাহা হইলে আমি আপনার নিকট আহত ও অনাদৃত হইয়াও সন্তোষ লাভ করিতাম

লিষ্টার কোন উত্তর না দিয়া সত্বর গুপ্তভাবে প্রস্থান করিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

ত্রিশিলিয়ানও গুপ্তভাবে শয়ন-কক্ষাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

এ দিকে সশস্ত্র প্রহরিগণ, দাঙ্গাকারীরা কোথায় লুকাইয়া আছে ভাবিয়া চারিদিকে অন্বেষণ করিতে লাগিল।

[২৯]

পরদিন নূতন প্রকারের আমোদে রাজ্ঞীর মনোরঞ্জন করিবার জন্য পুরাকালীন ইংরাজ ও ডেন্সগণের সমরাভিনয় আরম্ভ হইল। অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে চলিতে লাগিল। রাজ্ঞী একমনে অভিনয় দেখিতে লাগিলেন। লর্ড লিষ্টারও সুযোগ বুঝিয়া ত্রিশিলিয়ানকে সঙ্কেত করিলেন। ত্রিশিলিয়ানও পূর্ব্ব পরামর্শানুসারে সঙ্কেতের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার অনুগামী হইলেন এবং উভয়ে অশ্বারোহণে দুর্গ হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে অত্যুচ্চ ও ঘন-সন্নিবিষ্ট "ওক"-বৃক্ষ-বেষ্টিত এক নিভৃত অরণ্যমধ্যে আসিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া বৃক্ষে অশ্বরশ্মি বন্ধন করিলেন।

ত্রিশিলিয়ান বলিলেন—"প্রভু! জানিতে ইচ্ছা করি - আপনি কি জন্য আমার নামে কলঙ্ক আরোপ করিয়া আমাকে অপদস্থ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন?"

"যদি কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইতে চাও, তবে অচিরে অস্ত্র গ্রহণ কর, নতুবা তোমার অপকলঙ্কে জগৎ পূর্ণ হইবে,"—এই বলিয়া আর্ল ত্রিশিলিয়ানকে আক্রমণ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ উভয়ের ঘোর সংগ্রাম চলিল। তৎপরে আর্ল ত্রিশিলিয়ানকে নিরস্ত্র করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন এবং তাঁহার গলদেশে অসি স্পর্শ করিয়া বলিলেন—"পাপিষ্ঠ! আমার সহিত প্রতারণা ?—আমার সর্ব্বনাশের চেষ্টা ?—রমণী আলিঙ্গনের পরিবর্ত্তে এখন মৃত্যু আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত হও।"

ত্রিশি। আমার মনে অণুমাত্র শঠতা বা আপনার

সর্ব্বনাশ-চেষ্টা নাই—আমি মরিতে প্রস্তুত—এখন আমি আপনার করায়ত্ত—আমার প্রাণনাশ, অথবা যাহা করিতে হয় করুন—আমি সমস্ত নীরবে সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি—ঈশ্বর আপনাকে ক্ষমা করুন।

লিষ্টার। এখনও স্বীকার করিবে না?—তবে এই তোমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত—যদি তুমি নির্দ্দোষী, তবে সেই ওয়েল্যাণ্ড নামক ইতর ব্যক্তির সহিত তোমার এত গুপ্ত পরামর্শ কেন ও তাহাকে দৌত্য-কার্য্যে নিযুক্ত করিবার আবশ্যক কি? এই লও—পাপের ফলভোগ কর।

এই বলিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদ করিবার জন্য অসি উত্তোলন করিলেন।

ইত্যবসরে পশ্চাদ্দিক্ হইতে এক বালক আসিয়া ক্ষিপ্রহস্তে তাঁহার হস্ত হইতে উত্তোলিত অসি উত্তোলন করিল এবং সবলে তাঁহার পদদ্বয় আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিল—"প্রভু! আমার নির্ব্বুদ্ধিতাই আপনাদের এই শোণিতপিপাসু সংগ্রামলিপ্সার কারণ এবং আরও কি ভীষণ শোচনীয় ঘটনা ফলিবে, তাহা জানি না। প্র যদি মনের করিতে ইচ্ছা করেন, তবে এই পত্রখানি পাঠ করুন।—এই বলিয়া ডিকি লিষ্টারের হস্তে সূত্রবেষ্টিত একখানি পত্রিকা প্রদান করিল। অভীপ্সিত প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ হইল না দেখিয়া আর্ল ক্রোধে অধীর হইলেন, কিন্তু ডিকির সানুনয় প্রার্থনাও অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না—কম্পিত হস্তে পত্রখানি গ্রহণ করিয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করিবামাত্র কম্পিত-পদে পশ্চাতে টলিয়া পড়িলেন এবং একটি বৃক্ষকাণ্ডে ব্যাহত হইয়া নিশ্চলভাবে পত্রের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া স্থাণুবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন। ত্রিশিলিয়ান ইতিমধ্যে অস্ত্রখানি কুড়াইয়া লইয়াছিলেন—মনে করিলে অনায়াসে এক আঘাতে জন্মের মত তাঁহার রণাকাঙ্ক্ষা নির্ব্বাপিত করিতে পারিতেন—কিন্তু তিনি অতি উদার ও মহানুভব, এরূপ নীচ কার্য্যে স্পৃহাবান্ হইবার লোক নহেন—সুতরাং মূহ্যমান আর্লের একগাছি কেশস্পর্শও করিলেন না। ডিকিকে দেখিবামাত্র চিনিলেন—কারণ, সে তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত; আর বাছার মুখখানি যিনি একবার দেখিয়াছেন বা দেখিবেন—তিনি জন্মেও আর ভুলিবেন না। ডিকি যে এমন সময়ে কিরূপে এখানে আসিয়া লিষ্টারের পদদ্বয় আলিঙ্গন করিতে এরূপ সাহসী হইল, তাঁহার এইরূপ অভাবনীয় ভাবান্তর-সাধনে সমর্থ হইল,—এ সকল তিনি বিন্দুমাত্রও বুঝিতে পারিলেন না।

পত্রদর্শনে আর্লের বিস্মিত হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। কারণ, পত্রখানি এমির স্বহস্ত-লিখিত—হতভাগিনী পাষণ্ড ভার্নির কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাঁহার স্বামীর নিকট আশ্রয়-প্রাপ্তির আশায় কাঁম্নর হইতে কিরূপে পলায়ন করিয়া কেনিলওয়ার্থে আসিয়াছে—কিরূপ অসহায় অবস্থায় পতিত হইয়া ও কি কারণে ত্রিশিলিয়ানের কক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে—তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়া স্বামীর নিকট নিরাপদ আশ্রয়স্থান ভিক্ষা করিয়াছে এবং উপসংহারে তাঁহার প্রতি প্রেম ও ভক্তি-সংবলিত-বাক্যে তাঁহার হৃদয় আর্দ্র করিয়া তাঁহাকে লিখিয়াছে যে, হতভাগিনী সম্পূর্ণরূপে সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই অধীনা—তিনি যেখানে রাখিবেন, সেইখানেই থাকিবে—যাহা করিতে আদেশ করিবেন, তাহাই করিবে কেবলমাত্র এই অনুরোধ করিয়াছে, যেন ভার্নির কর্তৃত্বাধীনে বা আশ্রয়ে তাহাকে থাকিতে না হয়।

পত্রখানি পাঠ করিবামাত্র লর্ডের হস্ত হইতে ভূতলে পতিত হইল। তিনি ত্রিশিলিয়ানের দিকে হস্তপ্রসারণ করিয়া পত্রখানি তাঁহাকে প্রদান করিবার উপক্রম করিয়া কহিলেন—"ত্রিশিলিয়ান মহাশয় এই অসি দ্বারা আমার হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করুন।"

ত্রিশি। প্রভু! আপনি অকারণ ভ্রান্তিবশতই আমার প্রতি অতিশয় মন্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

"ভ্রান্তি! নিশ্চয়ই ভ্রান্তি।"—এই বলিয়া লিষ্টার উত্তেজিত ভাবে পত্রখানি ত্রিশিলিয়ানের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন—"আমি একজন সম্ভ্রান্ত ও মাননীয় ভদ্রলোককে শঠ ও বিশ্বাসঘাতক মনে করিয়া অকথ্য কটূক্তি করিয়াছি—একজনের অতি পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক জীবনকে অতি ঘৃণিত জীবন বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছি—ওরে হতভাগ্য বালক! এ পত্র এখন আনিলে কেন? পত্রবাহক কি জন্য এত বিলম্ব

ডিকি আর্লের এইরূপ সম্ভাষণ ও প্রশ্নে অতিশয় ভীত হইয়া কিছু দূরে সরিয়া গিয়া বলিল—"প্রভু! আমার বলিতে সাহস হয় না—ঐ দেখুন, পত্রবাহক স্বয়ং আসিতেছে—উহাকে সমস্ত জিজ্ঞাসা করুন।"

ওয়েল্যাণ্ড আর্লের নিকটে আসিলে আর্ল তাহাকে সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলেন।

"ওয়েল্যাণ্ড হ্যামির প্রাণভয়ে পলায়ন—ভার্ণির নির্ম্মমতা ও পৈশাচিক ব্যবহার—এমন কি, স্ত্রী-হত্যায় আগ্রহ—হ্যামির স্বামি-হস্তে আত্মসমর্পণ করিবার উদ্যম—প্রভৃতি সমস্তই সংক্ষেপে নিবেদন করিল এবং আর্লের বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য কেনিলওয়ার্থের ভৃত্যগণের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—"প্রভু! উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন—উহারা সাক্ষ্য দিবে—কাউণ্টেস্ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কিরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন- কিন্তু কোন পাষণ্ডই আপনাকে সংবাদ দিতে সম্মত হয় নাই।"

লিষ্টার। ভৃত্যগণ ত পাষণ্ড! সর্ব্বাপেক্ষা পাষণ্ড সেই নিরপিশাচ ভার্ণি! হতভাগিনী এখনও তাহার কবলেই রহিয়াছে।

ত্রিশি। বোধ করি, তাহাকে কোন সাংঘাতিক আদেশ প্রদান করেন নাই।

আর্ল। না, না—আমার উত্তেজিত অবস্থায় যাহা কিছু বলিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা প্রত্যাহার করিবার জন্য একজন দ্রুতগামী পরিচারককে ভার্ণির নিকট পাঠাইয়াছি। হ্যামি নিশ্চয়ই নিরাপদে আছে।

ত্রিশি। তাঁহাকে অবশ্যই নিরাপদে রাখিতে হইবে; আর, আমিও তাহার নিরাপদ সম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণ দর্শন করিয়া নিশ্চিন্ত হইব। আমার সহিত আপনার বিবাদ নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে যে পাপিষ্ঠ হ্যামিকে প্রলোভিত ও তাহার সতীত্বনাশ করিয়া পাপিষ্ঠ ভার্ণির নাম দিয়া নিজে সাধু পুরুষের ন্যায় সাধারণের চক্ষে নিষ্কলঙ্ক রহিয়াছে—তাহার সহিত অস্ত্র-শস্ত্রে সাক্ষাৎ করাইতে চাহি।

লিষ্টার শুনিয়া বজ্রগম্ভীরস্বরে বলিলেন—"কি? হ্যামির সতীত্বনাশকারী!—এ কথা বলিবেন না। বলুন—তাহার বিবাহিত স্বামী। বলুন—তাহার পর-বুদ্ধি-চালিত মস্তিষ্কহীন স্বামী। বলুন—স্বর্গীয় দেববালার ন্যায় পত্নীর সম্পূর্ণ অযোগ্য স্বামী—আমি যদি আর্ল-পদ-বাচ্য হই—তবে সে নিশ্চয়ই কাউণ্টেস্—আমি আপনার প্রস্তাবে অণুমাত্র ভীত নহি।"

ত্রিশিলিয়ান হ্যামির জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া বলিলেন, "প্রভু! আপনার সহিত বিবাদ করিয়া আপনার বিরাগভাজন হইতে চাহি না। হ্যামির পিতা সার্ হিউগ্ রবসার্টের আদেশক্রমে তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ আপনাকে নিবেদন করিতেছি—রাজ্ঞীর সমক্ষে এই সকল বিষয় প্রকাশ করিয়া সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে তাঁহার অপকলঙ্ক ক্ষালিত করিয়া তাঁহাকে কাউণ্টেস্ বলিয়া পরিচিতা করি।"

আর্ল উত্তেজিতভাবে বলিলেন—"না, আপনার কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার আবশ্যক নাই। ডডলি স্বয়ং তাহার দুরাচারিতার বিষয় সর্ব্বসমক্ষে নিজ মুখে প্রকাশ করিবে"—এই বলিয়া তিনি অশ্বে আরোহণ করিয়া দুর্গাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

ত্রিশিলিয়ানকেও সেইরূপ ক্ষিপ্রভাবে আর্লের অনুসরণ করিতে দেখিয়া ডিকি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল—"ত্রিশিলিয়ান মহাশয়! আমার এখনও অনেক কথা বলিবার আছে। আমাকে আপনার অশ্বপৃষ্ঠে লইয়া চলুন।"

ত্রিশিলিয়ান সম্মত হইলেন এবং ডিকিকে লইয়া আর্লের অনুগমন করিলেন—কিন্তু তাঁহার ন্যায় দ্রুতবেগে অশ্বচালনা করিলেন না। পথিমধ্যে ডিকি অতিশয় অনুতপ্তভাবে বলিতে লাগিল, "ওয়েল্যাণ্ড আমার বন্ধু; কিন্তু আমাকে সেই কামিনীর প্রকৃত পরিচয় না দেওয়াতে আমি প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছায় তাহার পকেট হইতে তাহার অজ্ঞাতসারে এই পত্রখানি লইলাম—এই পত্রখানিই হ্যামি আর্লকে লিখিয়াছেন। আমার ইচ্ছা ছিল—ওয়েল্যাণ্ডকে দেখিতে পাইলেই পত্রখানি তাহাকে প্রত্যর্পণ করিব; কিন্তু ওয়েল্যাণ্ডকে দেখিতে পাইলাম না, কারণ, ল্যাম্বরণ তাহাকে দুর্গ হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। আর আপনাকেও দেখিতে পাইলাম না, সুতরাং পত্রখানি যথাসময়ে প্রভুর হস্তে অর্পিত না হওয়াতে আমি ভয়ে মৃতপ্রায় হইলাম। আমি 'মারভিন্' উদ্যানে একটি বাক্স প্রাপ্ত হই—পথে কাউণ্টেসের হস্তে সেই বাক্সটি দেখিয়াছিলাম, সুতরাং তাঁহার বলিয়া চিনিতে পারিলাম। কিন্তু কাউণ্টেস্ বা আপনার সহিত সাক্ষাৎ না হওয়াতে লর্ডের হস্তেই বাক্সটি প্রদান করিয়াছিলাম। পরে আমি গুপ্তভাবে 'মারভিন্' উদ্যানে প্রমোদ-ভবনের নির্জ্জন ছাদে আপনাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথা শুনিলাম। আমার মনে আশা হইল—এইবার আর্লকে পত্রখানি দিবার উত্তম সুযোগ হইবে। তৎপরে কোন

আকস্মিক ঘটনা বশতঃ আমার আসিতে বিলম্ব হইল—আসিয়া দেখিলাম—আপনারা দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতেছেন। আমি তৎক্ষণাৎ রক্ষীদিগকে সংবাদ দিয়া আপনাদিগকে নিবারণ করিবার চেষ্টা করিলাম—বুঝিলাম, আমারই দোষে এই ভয়ানক ব্যাপার ঘটিয়াছে—আমারই ক্রীড়ার ছলে মহৎ ব্যক্তিগণের শোণিত-পাতে পৃথিবী কলঙ্কিত হইতে যাইতেছে। প্রহরিগণ আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে আপনারা দ্বিতীয় যুদ্ধের প্রস্তাব ও বন্দোবস্ত করিয়া প্রস্থান করিলেন। আমি আপনাদের অলক্ষ্যে থাকিয়া সমস্ত শুনিলাম—তৎপরে আপনারা প্রস্থান করিলে আমিও প্রস্থান করিলাম। তৎপর দেখিলাম—অভিনেতৃদলমধ্যে ওয়েল্যাণ্ড ছদ্মবেশে আসিয়াছে। তাহাকে সবিস্তরে সমস্ত ঘটনা বলিলাম। ওয়েল্যাণ্ড শুনিয়া বলিল—'হতভাগিনী কাউণ্টেসের অদৃষ্টে কি ঘটিল, দেখিবার জন্য আসিয়াছি। কারণ, কেনিলওয়ার্থ হইতে ১০ মাইল দূরে একটি গ্রামে শুনিলাম—ভার্ণি ও ল্যাম্বরণ উভয়ে গত রাত্রে কাম্নরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে,—যখন ওয়েল্যাণ্ডের সহিত আমার কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তখন দেখিলাম—আপনি ও লর্ড উভয়ে সভাগৃহ হইতে প্রস্থান করিতেছেন। আমরা উভয়ে প্রচ্ছন্নভাবে আপনাদের অনুসরণ করিলাম। আপনারা অশ্বারোহণ করিলেন। আমি আপনাদের অশ্বের সহিত সমবেগে দৌড়িয়া আসিয়া ঠিক সময়েই উপস্থিত হইয়া আপনার প্রাণ রক্ষা করিলাম।"

এইরূপে গল্পও শেষ হইয়া আসিল—ত্রিশিলিয়ান ডিকির সহিত "গ্যালারি টাওয়ারে" আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

[৩৩]

ত্রিশিলিয়ান দুর্গে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন-অভিনয় সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে—সকলেরই মুখমণ্ডল বিষণ্ণ ও চিন্তার রেখায় কুঞ্চিত এবং ভৃত্য প্রভৃতি নিম্নতন কর্ম্মচারিগণ সকলেই সভাগৃহের দিকে উৎকণ্ঠিতভাবে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে।

ত্রিশিলিয়ান পরিচিতের মধ্যে ব্লাউণ্ট ব্যতীত আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। ব্লাউণ্ট তাঁহাকে দেখিবামাত্র বলিল—"ত্রিশিলিয়ান! তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছি। রাজ্ঞী তোমাকে ডাকিয়াছেন। লর্ড লিষ্টার প্রভৃতি সকলে রাজ্ঞীর নিকট রহিয়াছেন। তুমি শীঘ্র আমার গৃহে বেশপরিবর্ত্তন করিয়া রাজ্ঞীর নিকট গমন কর।"

ত্রিশিলিয়ান অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। ডিকিও একলম্ফে ভূতলে অবতীর্ণ হইল। ত্রিশিলিয়ান বেশপরিবর্ত্তন করিয়া ব্লাণ্টের সহিত যাইয়া রাজ্ঞীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাজ্ঞী তখন মদমত্তা মাতঙ্গিনীর ন্যায় গৃহের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পদভরে কম্পিত করিয়া পরিক্রমণ করিতেছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তোৎপলের ন্যায় আরক্ত—নয়ন আরক্তিম ও পরুষ কটাক্ষ-পূর্ণ। সিংহাসনখানি বিপর্য্যস্তভাবে ভূপতিত। সভাস্থ কাহারও অধর-ওষ্ঠের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিতে সাহস নাই। লর্ড লিষ্টার ভাস্কর-হস্ত-প্রসূত শিলামূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চলভাবে নতজানু ও নতশিরে উপবিষ্ট ও তাঁহার নিষ্কোষিত তরবারি সম্মুখে পতিত। তাঁহার পার্শ্বে সেনাপতি শ্রুসবরি আপন পদচিহ্ন ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান।

রাজ্ঞী ত্রিশিলিয়ানকে দেখিবামাত্র ভূতলে সবলে পদাঘাত করিয়া বলিলেন—"কি মহাশয়! আপনি এ সব ব্যাপারের সমস্ত অবগত আছেন—আপনিও ইহাদের একজন সহযোগী—আপনার জন্যই আমরা অন্যায় বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

ত্রিশিলিয়ান দেখিলেন—এখন প্রতিবাদ করিলে সাংঘাতিক পরিণাম হইবে; সুতরাং স্তব্ধভাবে নতজানু হইয়া উপবেশন করিলেন।

রাজ্ঞী তাঁহাকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া সক্রোধে বলিলেন—"নির্ব্বোধ! মূকের মত বাক্শক্তিরহিত হইয়া রহিলে কেন? তুমি কি কিছু জান না?"

ত্রিশ। এই হতভাগিনী রমণী কাউণ্টেস্ অফ লিষ্টার।

রাজ্ঞী। কি? কাউণ্টেস্ অফ-লিষ্টার?—এ কথা আমার মৃত্যু সমান, কখনই না—যদি তাহাকে বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞ ডডলির বিধবা স্ত্রী বলিতে, না হয়, তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট।

লিষ্টার। রাজ্ঞি! আমার যাহা করিতে হয় করুন—এ ভদ্রলোক কোন অপরাধে লিপ্ত নহেন।

রাজ্ঞী। কেন, উনি আপনার পক্ষসমর্থন করিবেন বলিয়া?—মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসঘাতক, প্রতারক,

আর্‌ল্! আপনার শঠতার জন্যই আমি সর্ব্বসমক্ষে এরূপ হাস্যাস্পদ হইতেছি—আমার এতদূর আত্মগ্লানি হইতেছে যে, এই দণ্ডেই চক্ষু দুটি উৎপাটিত করিয়া অন্ধ করিয়া ফেলি?

বার্‌লে রাজ্ঞীর ক্রোধোপশম হইবার জন্য বলিলেন "আপনি সমগ্র ইংলণ্ডের অধীশ্বরী—প্রকৃতিপুঞ্জের জননী—তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছেন?—অকারণে এরূপ ক্রোধের বশীভূতা হইবেন না।"

রাজ্ঞী বার্লের দিকে চাহিলেন—তাঁহার নয়ন হইতে এক বিন্দু অশ্রুপাত হইল। তিনি বলিলেন, -"বার্‌লে! আপনি রাজনীতিজ্ঞ বটে—কিন্তু জানেন না যে, ইনি আমায় কতদূর উপেক্ষা ও আমার কত দূর সর্ব্বনাশ করিয়াছেন!"

বার্‌লে দেখিলেন, রাজ্ঞীর বক্ষোদেশ যন্ত্রণায় স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। তিনি রাজ্ঞীর হস্ত ধারণ করিয়া জনান্তিকে বায়ুসঞ্চারিত বাতায়নের নিকট লইয়া গিয়া প্রবোধবাক্যে বলিলেন—"রাজ্ঞি, আমি এক জন রাজনীতিজ্ঞ—আপনারই মন্ত্রণাকার্য্যে পলিতকেশ ও গলিতদন্ত হইয়াছি। আপনার সুখ ও গৌরবাকাঙ্ক্ষা ব্যতীত আমার অন্য কোন স্পৃহা নাই। আমি প্রার্থনা করিতেছি—আপনি শান্ত হউন।"

রাজ্ঞী। "হা বার্‌লে! কি করিয়া শান্ত হইব?"—বলিতে বলিতে অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। আরক্ত মুখখানি যেন হিমানীনিষিক্ত রক্তোৎপলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

বার্‌লে গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"রাজ্ঞি! আমি সমস্তই বুঝিয়াছি—আপনি এক্ষণে সতর্ক হউন। সাধারণে যাহা অবগত নহে, সে বিষয় তাহাদিগকে ঘুণাক্ষরে জানিতে দিবেন না।"

রাজ্ঞী কিয়ৎক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার ভাবান্তর হইল। তিনি বলিলেন—"বার্‌লে! আপনি ঠিক বলিয়াছেন—এ সকল আলোচনায় কেবল লজ্জা ও মর্ম্মান্তিক যাতনা ভিন্ন আর কিছু ফল নাই।"

বার্‌লে। আপনি প্রকৃতিস্থ হউন—কেহ যেন জানিতে না পারেন. আপনি হৃদয়ে দুর্ব্বলতা পুষিয়া রাখিয়াছেন।

"কি দুর্ব্বলতা মহাশয়? আমি ঐ বিশ্বাসঘাতককে অনুগ্রহ করিতাম বলিয়া আপনিও কি শেষে এরূপ শ্লেষোক্তি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন? কিন্তু উঁহার উপর আমার অনুগ্রহ কি অপর কোন কারণে হইতে পারে না?" রাজ্ঞী উত্তেজিতভাবে এই বলিয়া স্তব্ধ হইলেন। কিন্তু যাঁহার প্রাণ যাতনায় আকুল—হৃদয় নিরাশ প্রেমে জর্জ্জরিত—তিনি বাহ্য গম্ভীরভাবে কতক্ষণ হৃদয়ের প্রকৃত ভাব গোপন করিয়া রাখিতে পারেন!

আবার তাঁহার স্বর-কম্পন হইল—আবার তিনি ভগ্নস্বরে বলিলেন—"কেন আমি আপনার ন্যায় সৎ, জ্ঞানী হিতৈষী ব্যক্তির নিকট অপলাপ করিব?"

বার্লে শুনিয়া স্নেহভরে রাজ্ঞীর করচুম্বন করিলেন। সহানুভূতির অভিজ্ঞানস্বরূপ তাঁহার নেত্র হইতে দুই এক বিন্দু উষ্ণ অশ্রু রাজ্ঞীর করে পতিত হইল।

বৃদ্ধের আশ্বাস ও প্রবোধবাক্যে রাজ্ঞীর মর্ম্মযন্ত্রণার কতক উপশম হইল। তিনি আত্মসংযম করিলেন, স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া বলিলেন—"হড্‌! আপনি আপনার বন্দীকে ছাড়িয়া দিন। লর্ড লিষ্টার! আপনি যে এত দিন আমাদের সহিত চাতুরী করিয়া আসিতেছেন—১৫মিনিটকাল বন্দিভাব তাহার উচিত দণ্ড নহে। আপনার অসি ভূতল হইতে গ্রহণ করুন। আমরা এক্ষণে আপনার সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শুনিব"—এই বলিয়া তিনি উপবেশন করিয়া ত্রিশিলিয়ানকে বলিলেন—"আপনি আমার সম্মুখে আসিয়া যাহা অবগত আছেন, সমস্ত বর্ণন করুন।'

ত্রিশিলিয়ান আবলের সহিত দুইবার দ্বন্দ্বযুদ্ধ এবং তাঁহার পক্ষে আশঙ্কর বিষয়গুলির উল্লেখ না করিয়া অবশিষ্ট বিষয়গুলি বর্ণন করিলেন।

রাজ্ঞী স্থিরভাবে সমস্ত শুনিয়া কহিলেন, "আমরা ওয়েল্যাণ্ডকে রাজসংসারে, আর সেই বালককে শিক্ষার জন্য সেক্রেটারীর আফিসে রাখিয়া দিব। আর ত্রিশিলিয়ান! আপনি এ সকল বিষয় পূর্ব্বে প্রকাশ না করিয়া বড়ই অন্যায় ও অবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন এবং প্রতিজ্ঞাপালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া এরূপ সৎসাহসে সহিত এত অপমান লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করিয়াছেন; তথাপি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করেন নাই, আপনার এই সত্যনিষ্ঠা ও চরিত্রবত্তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি। লিষ্টার! আপনি এক্ষণে কি বলিতে ইচ্ছা করেন?" এই বলিয়া কূটপ্রশ্ন দ্বারা একে একে

সমস্তই আরলের মুখ হইতে বাহির করিয়া লইলেন।

আর্ল, য়্যামির সহিত প্রথম মিলন, তাঁহার সহিত গোপনে পরিণয়, তাঁহার চরিত্রে সন্দেহ, সন্দেহের কারণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সমস্তই একে একে বর্ণন করিলেন, কিন্তু তিনি যে ভার্ণির পরামর্শে য়্যামির জীবননাশে সম্মতি দিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলেন না, এ বিষয়টি তাঁহার মনে বিলক্ষণ জাগরূক ছিল। যদিও ল্যাম্বরণের হস্তে ভার্ণিকে প্রত্যাদেশ পাঠাইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার মন শান্ত ছিল না। রাজ্ঞার নিকট প্রশ্নোত্তর সমাপ্ত হইলেই তিনি কামরে গমন করিবেন, এই ইচ্ছাই তাঁহার হৃদয়ে একান্ত বলবতী হইল।

আরলের বাক্যে রাজ্ঞীর হৃদয়ে যেন বিষদিগ্ধ শেলাঘাত হইল, তথাপি তিনি উপস্থিত কোন প্রতিহিংসার সংকল্প হৃদয়ে স্থান দিলেন না। তিনি যে আরলের পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া তাঁহার প্রাণে দারুণ ব্যথা দিয়াছেন, তাহাই আপাততঃ যথেষ্ট শাস্তি বিবেচনা করিলেন, কিন্তু তাঁহার আপন প্রাণেও যে যাতনানল জ্বলিয়া উঠিল, তাহা গ্রাহ্য করিলেন না; যেমন কেহ কাহারও দণ্ডবিধান জন্য দগ্ধ সন্দংশন দ্বারা তাহার গাত্রচর্ম্ম ছিন্ন করিতে যাইয়া আপন হস্ত দগ্ধ হইলেও সে জ্বালা গ্রাহ্য করে না—রাজ্ঞারও সেই দশা ঘটিল।

এ দিকে আরলও কামরে যাইবার জন্য নিতান্ত অধীর হইয়া বলিলেন—"রাজ্ঞি! আমি অপরাধী। রূপতৃষ্ণা ও আকাঙ্ক্ষাই আমার অপরাধের কারণ—এই উভয় কারণেই আমি আপনার নিকট এ বিষয় গোপন করিয়াছি।"

লিষ্টার শেষ অংশটুকু এত অনুচ্চস্বরে বলিলেন যে, রাজ্ঞী ব্যতীত আর কাহারও কর্ণগোচর হইল না। তিনি কিয়ৎক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন।

আরল নির্ভয়ে বলিলেন, "আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন, কারণ, গতকল্য প্রভাতে আমার এ অপরাধ সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন।"

রাজ্ঞী স্থিরদৃষ্টিতে আরলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আরল! আপনার প্রগল্‌ভতা আমাদের ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিতেছে—লর্ডগণ! লর্ড লিষ্টারের বিবাহে আমি স্বামিহীনা, ইংলণ্ড রাজ্ঞশূন্যা!—লর্ড লিষ্টার বহুল পরিমাণে বংশ বিস্তার করিতে চাহেন—এক পত্নী তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট নহে।"

সকলে সবিস্ময়ে পরস্পরের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিলেন—কাহারও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজ্ঞী বলিলেন—"এখনও কেনিলওয়ার্থের আমোদ-উৎসব সম্পূর্ণ হয় নাই—লর্ড ও লেডীগণ! আমরা আরলের বিবাহোৎসব সম্পন্ন করিব—কন্যাটি কে?—ইহা জানিবার জন্য নিশ্চয়ই আপনারা অতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছেন। কন্যাটি সেই—য়্যামি রব্‌সার্ট!—যিনি গত কল্য অভিনয় করিবার জন্য ইঁহার ভৃত্য ভার্ণির পত্নী সাজিয়াছিলেন।"

আরল শুনিয়া অপমান, ঘৃণা, লজ্জা ও বিরক্তিব্যঞ্জকস্বরে রাজ্ঞীকে বলিলেন,—"আপনি ওরূপ মর্ম্মঘাতী শ্লেষবর্ষণ করিবেন না—আপনি আমার শিরশ্ছেদ করুন—পদদলিত কীটকে আর দলন করিবেন না।"

রাজ্ঞী। (ক্ষিপ্রভাবে) কীট!!!—কীট নহে—গরলময় খলহৃদয় ভুজঙ্গ—আপনি কি জানেন না, কোন এক নারীহৃদয়ে প্রেমভোগে পুষ্ট হইয়া সেই হৃদয়ে দংশন করিতে উদ্যত হইয়াছেন?

আরল। আদেশ করুন, আমি এই দণ্ডেই কামরে গমন করি।

রাজ্ঞী। কেন?—বধূটিকে আনিবার জন্য?—এখন আপনার যাওয়া হইতে পারে না; কারণ, তাহা অতি শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ। আপনি যে সর্ব্বসমক্ষে আমাদিগকে উপেক্ষা করিয়া এরূপ হতাদর করিবেন, এরূপ আশা করি না; সুতরাং আপনার পরিবর্ত্তে ত্রাশিলিয়ান ও ওয়াল্টারকে সশস্ত্র অনুচরগণের সহিত পাঠাইয়া দিন। র‍্যালে যুবাপুরুষ ও নাইট্। কারারুদ্ধা রমণীর কারাযন্ত্রণা-মোচনই নাইট্‌গণের জীবনের উদ্দেশ্য ও একমাত্র কার্য্য—কামর ভবন একটি কারাগার। সেখানে যে সকল দুর্বৃত্ত ও পাষণ্ড লোক আছে, তাহাদিগকে বিশেষ সতর্কতার সহিত রাখিতে হইবে। সেক্রেটারি! আপনি আলাস্কো ও ভার্ণিকে সজীব বা নির্জীব যে অবস্থায় হউক, এখানে লইয়া আসিবেন—আর র‍্যালে! তোমাদের সহিত কয়েক জন বলবান্ সশস্ত্র সৈন্য লইয়া যাও—যাও, শীঘ্র যাও—য়্যামিকে সসম্মানে লইয়া আইস। ঈশ্বর তোমাদের সহায় হউন।

তাঁহারা অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন। সে দিবস কিরূপে অতিবাহিত হইল - কে তাহা বর্ণন করিবে ? রাজ্ঞী কঠোর শ্লেষ-বর্ষণ করিয়া লিষ্টারের হৃদয়ে মর্ম্মঘাতী যাতনা দিবার জন্যই কেনিলওয়ার্থে রহিলেন। তিনি প্রজাপালনে যেরূপ তৎপর— রমণীসুলভ প্রতিহিংসাবৃত্তি সাধনেও সেইরূপ ছিলেন। রাজপুরুষ প্রভৃতি সকলে এই সঙ্কেতের অর্থ বুঝিয়া আর্লের উপর বীতশ্রদ্ধ হইলেন। তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ রাজ্ঞীর ভয়ে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাব ত্যাগ করিলেন। প্রতিপক্ষগণের মুখোজ্জ্বল হইল। লিষ্টারের লাঞ্ছনার একশেষ হইল। কেবলমাত্র লর্ড সাসেক্স সামরিক স্বভাবসুলভ বাহ্য-সরলতা-গুণে বার্লে ও ওয়ালসিংহাম রাজনীতির কূট ও জটিল-বুদ্ধি-কৌশলে এবং রমণীগণ স্বভাবসুলভ কোমলতা বশতঃ তাঁহার প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় প্রসন্নভাব দেখাইতে লাগিলেন।

রাজ্ঞীর অনুগ্রহ-লাভই এত দিন লিষ্টারের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু এক্ষণে সে উদ্দেশ্য তাঁহার মন হইতে দূরীভূত হইল। তিনি শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া য্যামির কবরীকুন্তলে * সহস্রবার চুম্বন করিলেন। তাঁহার ভগ্ন হৃদয় নব আশার আশ্বাসনা শক্তিতে উদ্দীপিত হইল। জীবনের শেষ অঙ্ক প্রেমময়ী পত্নীর সহবাসসুখে অতিবাহিত করিবার সঙ্কল্প হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল রাজ্ঞার বিরাগ আশঙ্কা তাঁহার হৃদয়ে আর স্থান পাইল না।

এইরূপে চিত্তের দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়া তিনি পরদিন সকলের প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় ঘনিষ্ঠভাব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কাহারও উপেক্ষা বা অনাদর গ্রাহ্য করিলেন না। রাজ্ঞীর সহিত পূর্ব্বের ন্যায় ঘনিষ্ঠভাব ত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রতি রাজপুরুষোচিত রাজসম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। রাজ্ঞীরও মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইল। তিনি স্বয়ং বাহ্য আকার-ইঙ্গিতে আর্লের প্রতি অনুরাগবিহীনা ও ঘনিষ্ঠভাবশূন্যা হইয়াও সর্ব্বসাধারণকে আর্লের প্রতি অভক্তি, অনাদর ও উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে নিষেধ করিলেন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এইরূপ অভাবনীয় পরিবর্ত্তন দেখিয়া সকলেরই মনে বিশ্বাস জন্মিল —লর্ড আবার রাজ্ঞীর অনুরাগভাজন হইলেন ও তাঁহাদের পূর্ব্বসম্বন্ধ পুনঃস্থাপিত হইল। সভাসদ্‌গণ বিপৎসময়ে তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই— এই বলিয়া ভবিষ্যতে আত্মশ্লাঘা করিতে পারেন—এই অভিপ্রায়ে তাঁহার প্রতি বন্ধুভাব দেখাইতে লাগিলেন।

এ দিকে ত্রিশিলিয়ান র‍্যালে,ওয়েল্যাণ্ড এক জন পথ-প্রদর্শক ও দুইজন বলিষ্ঠ ভৃত্যের সহিত সশস্ত্রে অশ্বারোহণে কায়রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কেনিলওয়ার্থ হইতে ১২ মাইল দূরে এক গ্রামে উপস্থিত হইলে এক জন দরিদ্র ধর্ম্ম-যাজক তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাঁহাদের মধ্যে কেহ চিকিৎসক আছেন কি না ?" - কারণ, এক ব্যক্তি মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁহার গৃহে অচিকিৎসায় পড়িয়া ছিল।

ওয়েল্যাণ্ড দশকর্ম্মান্বিত, চিকিৎসাবিদ্যায়ও বেশ ব্যুৎপন্ন; তৎক্ষণাৎ ধর্ম্ম-যাজকের সহিত কুটীরে প্রবেশ করিল। ধর্ম্ম-যাজক বলিলেন, "আমি ইহাকে পথে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া আপন গৃহে আনিয়া রাখিয়াছি—কি প্রকারে আহত হইয়াছে, বলিতে পারি না। এখন প্রবল জ্বরের প্রকোপে অসংবদ্ধভাবে দুই একটি কথা উচ্চারণ করে।"

ওয়েল্যাণ্ড শয্যাতলে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র চিনিতে পারিল—মুমূর্ষু ব্যক্তি আর কেহ নহে - আমাদের পূর্ব্বপরিচিত মাইকেল ল্যাম্বরণ। ওয়েল্যাণ্ড বাহিরে আসিয়া ত্রিশিলিয়ান ও র‍্যালেকে এই ভীষণ সংবাদ দিবামাত্র তাঁহারা উদ্বিগ্নভাবে ওয়েল্যাণ্ডের সহিত মুমূর্ষুর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

হতভাগ্য ল্যাম্বরণ আসন্ন মৃত্যুযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল—তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। কারণ, বন্দুকের গুলীতে হতভাগ্যের মর্ম্মস্থান ভেদ হইয়াছে; হতভাগ্যের এখনও সংজ্ঞালোপ হয় নাই। ত্রিশিলিয়ানকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিয়া অস্পষ্টস্বরে ও অসংলগ্নভাবে বারকতক "ভার্ণি", "লেডী লিষ্টার" প্রভৃতি আরও কত কি বলিয়া তাঁহাদিগকে অতি সত্বর কায়রে যাইতে ও তাহার মাতুল জাইলস্ গস্‌লিংকে তাহার মৃত্যুসংবাদ দিতে অনুরোধ করিয়া হতভাগ্য এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। সেই সঙ্গে তাহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল।

ল্যাম্বরণের সহিত সাক্ষাতে তাঁহারা বিশেষ কোন আবশ্যকীয় সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। অধিকন্তু তাঁহাদের হৃদয় য্যামির ভাগ্য সম্বন্ধে ভীষণ

---

* যদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত পত্রখানি বেষ্টিত ছিল।

বিভীষিকায় পূর্ণ হইল। তাঁহারা অতিশয় দ্রুতবেগে অশ্বচালনা করিয়া কাম্নরাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

[৩১]

ভার্ণি লিষ্টারের আদেশে য়্যামির উপর যথেচ্ছ কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকার ও রাজ্ঞীর নিকট হইতে তাঁহাকে কাম্নরে লইয়া যাইবার অনুমতি পাইয়া ভাবিল—কাউণ্টেস্ রাত্রে কেনিলওয়ার্থে থাকিলে হয় ত তাঁহার সহিত সাক্ষাতে লর্ডের মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইতে পারে এবং তাহার সমস্ত পৈশাচিক অত্যাচার-কাহিনী ও আলাস্কোর সাহায্যে বিষাক্ত-ঔষধ-প্রয়োগ-রহস্য সমস্ত প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা। এই ভয়ে পাপিষ্ঠ সেই রাত্রেই কাউণ্টেস্‌কে কাম্নরে লইয়া যাওয়াই স্থির করিল। যাত্রাকালে ল্যাম্বরণকে অনেক খুঁজিয়াছিল, কিন্তু সে তখন উপস্থিত না থাকায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রত্যাগমনমাত্র তাহাকে কাম্নরে পাঠাইয়া দিতে ভৃত্যগণকে আদেশ করিয়া এবং রবিন টাইড্রার নামক ল্যাম্বরণের অনুরূপ জনৈক ভৃত্যকে স্বকার্য্যসাধনের সহকারিরূপে মনোনীত করিয়া একটি আলোক হস্তে এণ্টনি ফষ্টারের কক্ষে যাইয়া তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিল। ফষ্টার নিদ্রাবেশে নানারূপ সুখস্বপ্ন দেখিয়া পুলকে বিভোর হইতেছিল—নিদ্রাভঙ্গে সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইলে—বিশেষতঃ এরূপ গভীর নিশীথে ভার্ণিকে দেখিয়া অতিশয় বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—"এত রাত্রে আমার নিকট তোমার কি প্রয়োজন ?"

ভার্ণি ব্যস্তভাবে বলিল, "কাউণ্টেস্‌কে এই দণ্ডেই কাম্নরে লইয়া যাইতে হইবে। তাঁহার স্বামীর আদেশ—এই দেখ, তাঁহার নিদর্শন অঙ্গুরী" এই বলিয়া ফষ্টারকে মুহূর্ত্তকালও অপেক্ষা করিতে না দিয়া সবেগে টানিয়া লইয়া প্রহরি-নায়ক লর্ড হন্সডনের কক্ষে গমন করিল এবং রাজ্ঞীর সম্মতি ও লিষ্টারের আদেশক্রমে য়্যামিকে কেনিলওয়ার্থ হইতে লইয়া যাইবে এই অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া উভয়ে হতভাগিনীর কক্ষে প্রবেশ করিল।

কাউণ্টেস্ গভীর রজনীতে ভার্ণিকে ফষ্টারের সহিত সসজ্জ হইয়া আলোকহস্তে অকস্মাৎ শয্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন; কিন্তু ফষ্টারকে দেখিয়া কিয়ৎপরিমাণে আশ্বস্ত হইলেন তিনি ভার্ণিকে সাক্ষাৎ শমনের ন্যায় দেখিতেন।

ভার্ণি শয্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া কর্কশস্বরে বলিল—"এখন সম্মান ও শিষ্টাচার প্রদর্শনের সময় নহে। কোন বিশেষ আবশ্যক বশতঃ আপনাকে এই দণ্ডেই আমার সহিত কাম্নরে যাইতে হইবে—লর্ড আদেশ করিয়াছেন—এই দেখুন, তাঁহার অভিজ্ঞান অঙ্গুরী।"

য়্যামি ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূতা হইয়া নিতান্ত নিরাশভাবে ও ভগ্নস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "মিথ্যাকথা! —তুমি অঙ্গুরী অপহরণ করিয়াছ—তুমি সকল প্রকার পাপকার্য্যে সিদ্ধহস্ত।"

ভার্ণি। (সহাস্যে) সে কথা সত্য বটে—আর এতদূর সত্য যে, আপনি সহজে যাইতে সম্মত না হইলে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইবে।

য়্যামি। তুমি যেরূপ নীচ ও নৃশংস—তোমার সে দুঃসাহস থাকিতে পারে।

ভার্ণি। দেখিতেছি, কার্য্যে পরিণত করিবার আবশ্যক হইতেছে।

কাউণ্টেস্ সভয়ে করুণস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই তাঁহাকে ভার্ণির উন্মাদিনী পত্নী বলিয়া জানিয়াছে; সুতরাং তাঁহার সেই করুণ বিলাপধ্বনি শুনিয়াও কেহ তাঁহাকে উদ্ধার করিতে আসিল না। উন্মাদিনীর উন্মত্ত প্রলাপ আর কে শুনিতে আসিবে? ফষ্টার তাঁহাকে অনেক আশ্বাস দিল। কাউণ্টেস্ নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, আকুল-হৃদয়ে জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া পাগলিনীর ন্যায় অগত্যা পাপিষ্ঠের সহিত যাইতে সম্মত হইলেন এবং কাঁপিতে কাঁপিতে—কাঁদিতে কাঁদিতে বিপদ্‌ভঞ্জন পরমেশকে একমনে ডাকিতে ডাকিতে অযত্ন-বিন্যস্তভাবে বেশপরিবর্ত্তন করিয়া বলিলেন "আমার স্বামীর আদেশ! সে ত ঈশ্বরের আদেশ!! পতিপ্রাণার পতিই প্রাণ—সতীর পতিই জীবন-সর্ব্বস্ব, স্বামীই রমণীর একমাত্র আরাধ্য গুরু। সুতরাং সেই পরমারাধ্য স্বামীর মঙ্গলের জন্য আপন জীবন-উৎসর্গ যখন সতীর কর্ত্তব্য কার্য্য, তখন আমি সেই পরমগুরু স্বামীর এই সামান্য আদেশ পালন করিলে যদি আমার স্বামী সুখী ও সন্তুষ্ট হন, তবে আমার পক্ষে অধিকতর সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? ইহা ত অতি তুচ্ছ বিষয়; সুতরাং তাঁহার আদেশপালন জন্য আমি ফষ্টারের সহিত যাইব। ফষ্টারের হৃদয়ে অপত্যস্নেহ

আছে ; সুতরাং তাহার হৃদয় স্নেহপ্রবণ, তোমার ন্যায় নির্ম্মম নহে—কিন্তু ভার্ণি! তোমার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র স্নেহ নাই, দয়া নাই, মায়া নাই—শিষ্টাচার নাই ; তুমি হৃদয়হীন রাক্ষসের ন্যায় কঠিন।"

—"যাহা বলিতে হয়, অকাতরে বলুন—" এই বলিয়া পাপিষ্ঠ ভার্ণি অগ্রসর হইল। কাউণ্টেস্ অতি কষ্টে তাহাদের সহিত পশ্চাদ্দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইখানে টাইডার অশ্ব লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

কাউণ্টেস্ অশ্বে আরোহণ করিলেন। ভার্ণি তাহাদের সহিত যাইল না দেখিয়া তাঁহার মনে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইল। ভার্ণি কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। কাউণ্টেস্ সৌধকিরীটিনী কেনিলওয়ার্থের আলোকিত শিখরমালা দেখিতে দেখিতে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাহারা অদৃশ্য হইয়া আসিলে, তিনি ভগ্নমনে আপন অবস্থা স্মরণ করিয়া ঈশ্বরের নামোচ্চারণ করিতে করিতে তন্দ্রাজড়িতভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

ভার্ণি প্রতি মুহূর্ত্তেই ল্যাম্বরণের আগমন আশা করিতে করিতে প্রায় ১০ মাইল পথ অতিক্রম করিলে ল্যাম্বরণ দ্রুতবেগে অশ্বারোহণে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভার্ণি তাহাকে এত বিলম্বে আসিতে দেখিয়া "মাতাল, অলস" ইত্যাদি বলিয়া ভর্ৎসনা করিল।

ল্যাম্বরণের মস্তক একে উগ্র, সুরার উত্তেজনা শক্তিতে সর্ব্বদাই উষ্ণ, তাহাতে আবার স্বয়ং আর্ল অফ্ লিষ্টার তাহাকে গোপনে ডাকিয়া মিষ্টবাক্যে সম্ভাষণ করিয়া বিশ্বস্ত জ্ঞানে এরূপ গভীর রহস্যপূর্ণ কার্য্যের ভার দিয়াছেন ; সুতরাং ল্যাম্বরণ ভার্ণির এরূপ ভর্ৎসনা সহিতে পারিবে কিরূপে ?

পাপিষ্ঠ গর্ব্বিতভাবে বলিল,—"আর্ল স্বয়ং আমাকে গুপ্তভাবে কোন বিশেষ আবশ্যকীয় কার্য্যের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন ; সেই জন্য আসিতে বিলম্ব হইল, তুমিও যেমন তাঁহার ভৃত্য, আমিও সেইরূপ ; সুতরাং আমাকে অযথা গালি দিবার তোমার অধিকার কি ?"

ভার্ণি তাহার এরূপ উদ্ধতভাব তাহার সুরামত্ততার পরিচায়ক ভাবিয়া তাহার কথায় আস্থা প্রদর্শন না করিয়া বলিল, "দেখ ল্যাম্বরণ, আর্লের উন্নতিপথ নিষ্কণ্টক করিতে পারিলে তিনি আমাদের আশানুরূপ পুরস্কার দিবেন।"

ল্যাম্ব। দেখ সার্ রিচার্ড! এখন তোমা অপেক্ষা আমি অধিক পরিমাণে প্রভুর মন বুঝিতে পারিয়াছি। কারণ, তিনি আমাকে বিশ্বস্তভাবে সব বলিয়াছেন। এই দেখ, তাঁহার আদেশলিপি। তিনি আত্মসম্মান ও পদমর্য্যাদা বুঝেন ; সুতরাং পরেরও মানমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে জানেন। ইতর, বর্ব্বর ও নীচ-কুলোদ্ভব সামান্য ব্যক্তি ভাগ্যক্রমে তাহার আশাতীত উন্নত পদ লাভ করিলে, সে যেমন ধরাকে সরা ও মানবমাত্রকেই কীটপতঙ্গ জ্ঞানে তুচ্ছতাচ্ছীল্য করে, কাহাকেও শ্রেষ্ঠ বা সমতুল্য জ্ঞান করে না, সকলই অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন! আর কেবল সেই বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞানালোকে জ্যোতিষ্ময় মণিরত্নের ন্যায় উজ্জ্বল এবং প্রতি কথায় আত্মগরিমা ও অধীনস্থ ব্যক্তিগণের উপর সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার প্রভুত্ব করিয়া সময়ে সময়ে তাহাদিগকে বিলক্ষণ লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত করিতে এবং তাহাদের গুণগ্রামের অপলাপ করিয়া আপন মাহাত্ম্য ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিতে অণুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না, যথার্থ সদ্বংশজাত ব্যক্তিগণের সেরূপ প্রকৃতি নহে। লর্ড লিষ্টার তোমার মত আমাকে ইতর-জনোচিত সম্ভাষণ করেন না। এই দেখ, তাঁহার প্রত্যাদেশ ; তিনি তাঁহার অভিজ্ঞান-অঙ্গুরী আমাকে দিয়া তোমার নিকট হইতে চাহিয়া পাঠাইয়াছেন।"

ভার্ণি। (সবিস্ময়ে)—বাস্তবিক কি তিনি এরূপ আদেশ করিয়াছেন ? তবে তুমি সবই জানিয়াছ ?

ল্যাম্ব। হাঁ, সবই জানিয়াছি।

ভার্ণি। তখন সেখানে আর কে উপস্থিত ছিল ?

ল্যাম্ব। জনপ্রাণীও ছিল না ; আমার ন্যায় বিশ্বস্ত লোক ব্যতীত প্রভু কি আর অপর কাহারও উপর এরূপ গুরুতর কার্য্যের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন ?

—"ঠিক কথা।" এই বলিয়া ভার্ণি কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া জ্যোৎস্নালোকিত সুদূর বর্ত্মের একবার সম্মুখে একবার পশ্চাতে চকিতের ন্যায় দেখিয়া লইল—দেখিল, সুদূর বর্ত্ম জনমানবশূন্য কাউণ্টেস্ ও ফষ্টার প্রায় এক মাইল দূরে। এই সমস্ত দেখিয়া ভার্ণি ল্যাম্বরণকে বলিল—"মাইকেল! যে প্রভু তোমাকে রাজতুল্য আর্লভবনে পরিচিত করিয়া

এই সকল রাজসুখ ভোগ করিবার সুযোগ দিয়াছে,—যে প্রভু তোমার এত উন্নতি ও সুখ-সম্পদের মূল, তুমি কি সেই প্রভুকে উল্লঙ্ঘন করিয়া তাহার উপর শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিতে চাও?—যে প্রভু রাজসংসারে রহস্য দেখিবার জন্য তোমার চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দিয়াছে, তুমি কি তাহার প্রতিপক্ষ হইয়া তাহাকে উপেক্ষা করিতে চাও?"

ল্যাম্ব। আমাকে মাইকেল বলিও না। মাষ্টার ল্যাম্বরণ অথবা মাষ্টার মাইকেল বলিবে। যদিও আমি তোমার নিকট শিক্ষানবীশরূপে ছিলাম—সে সময় অতীত হইয়াছে। আমি এখন আপনার প্রভু, আপনি—তোমার অধীন নহি।

ভার্ণি। "তবে স্বাধীন হইয়া প্রেতপুরে চলিয়া যাও।"

এই বলিয়া হস্তস্থিত পিস্তল দ্বারা ল্যাম্বরণের হৃৎপিণ্ড ভেদ করিয়া তাহার ভৌতিক দেহ হইতে জীবাত্মার বাহির হইবার পথ প্রস্তুত করিয়া দিল।

হতভাগ্য ল্যাম্বরণ অশ্ব হইতে ভূতলে পড়িয়া গেল। শব্দমাত্রও তাহার মুখ হইতে বাহির হইল না। ভার্ণি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তাহার পকেট হইতে আর্লের পত্রখানি ও তাহার সঞ্চিত কতকগুলি স্বর্ণ-মুদ্রা বাহির করিয়া লইয়া নিকটবর্ত্তী নদীগর্ভে নিক্ষেপ করত হতভাগ্যকে এরূপ অবস্থায় ফেলিয়া রাখিল যে, দেখিলে বোধ হইবে দস্যু কর্ত্তৃক আহত ও লুণ্ঠিত হইয়াছে।

যে শত্রু তাহার ভীষণ অভিপ্রায় ও কার্য্যপরম্পরা সমস্তই সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারিয়াছে,—সুতরাং যাহার নিপাতই সর্ব্বাংশে শ্রেয়স্কর—সেই শত্রুনিপাতে পুলকিত হইয়া পাপিষ্ঠ ভার্ণি পিস্তলটি পুনর্ব্বার সজ্জিত করিয়া কাউণ্টেস্ ও ফষ্টারের সহিত মিলিত হইল; এবং কাউণ্টেসের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দৃষ্টি না রাখিয়া তাহাদের সহিত অতিদ্রুত যাত্রা করিয়া পরদিন রাত্রে সকলে কাম্নরে উপস্থিত হইল।

কাউণ্টেস্ ভূতলে পাদন্যাস করিবামাত্র "জেনেট কোথায়?" জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু জেনেট আর তাঁহার সহচরীর কার্য্য করিবে না শুনিয়া অত্যন্ত কাতর হইলেন। পথশ্রান্তি বশতঃ ক্লান্ত ও অবসন্ন হওয়াতে তাঁহার আর শব্দমাত্র উচ্চারণ করিবার সামর্থ্য ছিল না।

তিনি তৎক্ষণাৎ শয়নগৃহে যাইয়া ক্লান্তি দূর করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ফষ্টার তাঁহাকে বলিল—"আপনাকে পূর্ব্বগৃহে শয়ন করিতে হইবে না—অদ্য অন্য গৃহে শয়ন করিবেন।"

কাউণ্টেস্ শুনিয়া বিরক্তভাবে বলিলেন—"হাঁ, বুঝিয়াছি, আমার কবরে। আমার দেহ ও আত্মা পরস্পর বিদায় গ্রহণ করিবে ভাবিয়া হৃদয়তন্ত্রী যেন আপনা হইতেই বাজিয়া উঠিতেছে।"

ফষ্টার। আপনার আশঙ্কার কোন কারণ নাই। প্রভু নিশ্চয়ই কল্য এখানে আসিবেন—আপনিও আপনার সুবন্দোবস্ত করিয়া লইবেন।

কাউণ্টেস্। আহা! জেনেট এখন এখানে থাকিলে কত সুখের হইত!

ফষ্টার। সে যেখানে আছে, বেশ সুখেই আছে। আপনি এক্ষণে আহার করিবেন কি?

কাউণ্টেস। না, আমি এই গৃহদ্বার ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া রাখিতে পারি?

—"স্বচ্ছন্দে!"—এই বলিয়া ফষ্টার হস্তস্থিত আলোটি কাউণ্টেস্কে প্রদান করিয়া গৃহের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া রহিল।

কাউণ্টেস্ আলোটি গ্রহণ করিয়াই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ভিতর হইতে দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া আপনাকে নিরাপদ্ স্থানে শয়ন করিলেন। এই গৃহটি কাম্নরের ধনাগার এবং যমপুরী সদৃশ ভীষণ।

ভার্ণি এতক্ষণ সোপানপার্শ্বে লুকাইয়া ছিল। এক্ষণে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর ভর দিয়া ধীরে ধীরে ফষ্টারের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল, ফষ্টার অতি সতর্কভাবে চুপি চুপি ইঙ্গিতে দেওয়াল-সংলগ্ন এক প্রকার কল দেখাইল—যাহার একগাছি রজ্জুর ঈষৎ আকর্ষণ-মাত্র সেই ধনাগার ও সর্ব্বোচ্চ সোপানমধ্যস্থ কাষ্ঠনির্ম্মিত চত্বর সেতুর ন্যায় স্বস্থান হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে। সুতরাং তখন আর ধনাগার ও সোপানমধ্যে গমনাগমনের উপায় থাকে না। ফষ্টার সেই রজ্জু আকর্ষণ করিয়া সেই স্থানটুকু স্খলিত করিয়া একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিল।

ভার্ণি একমনে কলটি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নিম্নে দৃষ্টিপাত করিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—"এ যে অন্ধকাম্নরের ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত অন্ধকূপের মত ভীষণ অন্ধকারময় সুড়ঙ্গ!"

তৎপরে উভয়ে প্রস্থান করিয়া পরিতোষপূর্ব্বক

আহার করিল। ভার্ণি পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিল "আলাস্কো কোথায়? তাহার সহিত বিশেষ আবশ্যক আছে।"

পরিচারিকা বলিল, "লর্ড লিষ্টার এখান হইতে যাওয়া অবধি আলাস্কো আহার করিতে একবারও গৃহ হইতে বাহির হন নাই এবং জলবিন্দুও গ্রহণ করেন নাই।"

ভার্ণি শুনিয়া একটা আলোক লইয়া রসায়নশালায় গমন করিল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে ম্লানমুখে ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"ফষ্টার! আলাস্কো জীবিত নাই। গৃহ-দ্বার ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ থাকায় আমি জানালা ভাঙ্গিয়া বাহির হইতে দেখিলাম, গৃহটি গন্ধক ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের বিষাক্ত ধূমে পূর্ণ। আলাস্কোর সর্ব্বশরীর স্ফীত হইয়াছে। কোনরূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিবার সময় বিষাক্ত ধূম তাহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাতেই তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। যাহা হউক, তাহাকে শমন গ্রাস করিয়াছে, এখনও আরও দুইটি আছে, যাহাদের শমন অতীব তৃপ্তিপূর্ব্বক চর্ব্বণ করিবে; কারণ, তাহারা অতীব কোমল। তাহারা কে? পরে জানিতে পারিবে। আপাততঃ তাহাদের মধ্যে একটি আমাদের কাউণ্টেস্।"

ফষ্টার শুনিয়া ক্ষিপ্রভাবে বলিল—"আমি সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিব না, যদিও সমস্ত পৃথিবীর অধিপতি হই, তথাপি আমা দ্বারা সে কার্য্যসাধন হইবে না।"

ভার্ণি। আমি তোমার উপর দোষারোপ করিতে পারি না, কিন্তু আমি স্বয়ং ঐ কার্য্য করিতে অনিচ্ছুক— আলাস্কোকে হারাইলাম। ল্যাম্বরণও -"

ফষ্টার। (সবিস্ময়ে) কেন, ল্যাম্বরণ কোথায়?

ভার্ণি। সে কথা জিজ্ঞাসা করিও না। এক দিন তাহাকে দেখিতে পাইবে। এখন আবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনা করা যাক্। যদি চত্বরটি একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া উহার নিম্নস্থ অবলম্বন গুলিকা দ্বারা স্থানান্তরিত করা হয়, তাহা হইলে উহা দেখিতে ঠিক ঐরূপ থাকিবে কি না? এবং কেহ উহাতে পাদন্যাস করিবামাত্র একেবারে ভূমিসাৎ হইবে কি না?

ফষ্টার। একটি মূষিকের ভারে পড়িয়া যাইবে—মনুষ্য ত দূরের কথা।

ভার্ণি। তবে কল্যই আমাদের অভিপ্রায় সম্পন্ন হইবে। এইরূপে স্থির করিয়া উভয়ে স্ব স্ব শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল এবং উদ্বিগ্নভাবে নিশা যাপন করিয়া পরদিবস সন্ধ্যাকালে ভার্ণি টাইডার ও দাসদাসীগণকে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যব্যপদেশে দূরে দূরে প্রেরণ করিল। ফষ্টার কাউণ্টেসের কোন ক্লেশ বা অসুবিধা হইতেছে কি না, তত্ত্বাবধান করিবার ছলে আসিয়া তাহাদের পৈশাচিক অভিপ্রায়সিদ্ধির সুযোগ দেখিয়া গেল এবং কাউণ্টেসের ধৈর্য্য ও সহগুণে মুগ্ধ হইয়া বলিয়া গেল – "যতক্ষণ না আপনার স্বামী আগমন করেন, ততক্ষণ আপনি কোনমতে এই গৃহের চৌকাঠ হইতে এক পদও বাহির হইবেন না।"

ফষ্টার ভার্ণির সংকারী হইলেও তাহার ন্যায় একেবারে মমতাশূন্য ও ব্যাঘ্র সর্পের ন্যায় ভীষণ-প্রকৃতি নহে ভার্ণির হৃদয় বজ্র অপেক্ষাও কঠিন। কাউণ্টেসকে সতর্ক করিয়া দিয়া, ফষ্টারের পাপভারাক্রান্ত হৃদয়ের ভার অনেক পরিমাণে লঘু হইল।

ফষ্টার বাহিরে গিয়া ভার্ণির উত্তেজনায় তাহার সম্মুখে সেই কাষ্ঠের চত্বরের নিম্নস্থ অবলম্বনগুলি স্খলিত করিয়া রাখিল। উপরিস্থ তক্তাগুলি দেখিতে সাজানমাত্র।

এ দিকে বহিঃপ্রাঙ্গণে অশ্বখুরশব্দ ও বংশীধ্বনি হইল। আর্ল কাম্বরে আগমন করিয়া এইরূপ বংশীধ্বনি করিতেন। কাউণ্টেস্ বংশীধ্বনি শুনিয়া প্রাণনাথ আসিয়াছেন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া—তাঁহার শ্রীচরণে যন্ত্রণার কথা সমস্ত নিবেদন করিয়া প্রাণ জুড়াইবার আশায়, যেমন গৃহ হইতে বাহির হইলেন—অমনি তাঁহার পদস্পর্শে অবলম্বন-বিহীন চত্বর একেবারে স্খলিত হইয়া অধঃপতিত হইল এবং সেই সঙ্গে গভীর শব্দে তিনিও কাম্বরের ভিত্তিমূলে পতিত হইলেন। কুরঙ্গী যেমন কিরাতের সুললিত বেণু-রবে পুলকিত হইয়া, অকালে কোমল-প্রাণ হারাইবার জন্যই তৎপ্রতি ধাবিতা হয়– তৃষিত পান্থ যেমন মরুভূমে মরীচিকা-ভ্রমে সুদূর বারিহীন, ছায়াহীন উত্তপ্ত বালুকা-সাগরে জীবন বিসর্জ্জন করে—সেইরূপ হতভাগিনী এ্যামি নৃশংস পাষণ্ডের করাল কুহকে পড়িয়া, সেই শব্দহীন, আলোকহীন, বন্ধুহীন অতল অন্ধকূপে অকালে কোমল প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন—হতভাগিনীর নিষ্কলঙ্ক জীবনপ্রতিভা জলদকোলে

সৌদামিনীর মত মুহূর্ত্ত কাল খেলিয়া, অনন্ত অন্ধকারে মিশাইয়া গেল।

ভার্ণি কাউণ্টেসের পতনের শব্দ ও অস্ফুট কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাইয়া ফষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিল,—"শিকার জালে পড়িয়াছে। এইবার তোমার বহুমূল্য পুরস্কার! এখন নিম্নে চাহিয়া দেখ,—কি দেখিতেছ?"

ফষ্টার। ঈশ্বর ক্ষমা করুন। আমি কেবল কতকগুলি সাদা কাপড় ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাইতেছি না,—ঐ যে হাতখানি নাড়িতেছে।

ভার্ণি। তবে তোমার লৌহ-সিন্দুকটি উহার উপর ফেলিয়া দেও। উহা বিলক্ষণ ভারী, এক আঘাতেই অবশিষ্ট প্রাণবায়ু শীঘ্রই বাহির হইয়া যাইবে।

ফষ্টার। ভার্ণি! তুমি সাক্ষাৎ সয়তানের অবতার!!! আর কিছুই করিতে হইবে না, উহার সব ফুরাইয়া গিয়াছে।

ভার্ণি। আমাদেরও সকল যন্ত্রণার অবসান হইল। এত দিনে কণ্টক দূর হইল, আপদের শান্তি হইল।

ফষ্টার। যদি স্বর্গে পাপের শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কার থাকে, তবে তুমি তাহা পাইবার যথার্থ উপযুক্ত হইলে।

ভার্ণি। তুমি অতি গর্দ্দভ! যাহা হউক, এক্ষণে কিরূপে সকলকে অবগত করা যায় যে, আমাদের এই বিপদ্ ও সর্ব্বনাশ হইয়াছে?—মৃত দেহ যেখানে পড়িয়া আছে, সেইখানেই থাকুক।

অধিকক্ষণ পাপিষ্ঠদিগকে পাপ পরামর্শ করিতে হইল না। ত্রিশিলিয়ান ও র‍্যালে পথিমধ্যে টাইডার ও ফষ্টারের এক ভৃত্যের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাহাদিগকে লইয়া দুর্ব্বৃত্তদ্বয়কে আক্রমণার্থ কাম্নরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এণ্টনি ফষ্টার কাম্নরে গুপ্ত স্থান সকল বিশেষরূপে জানিত; ত্রিশিলিয়ান ও র‍্যালেকে দেখিবামাত্র ধৃত হইবার ভয়ে লুক্কায়িত হইল। ভার্ণি সেই স্থানেই ধৃত হইল। কিন্তু পাষণ্ডের হৃদয় এত কঠিন ও এরূপ ভীষণ নারকীয় উপাদানে গঠিত যে, তাহার অভিশপ্ত হৃদয়ে অণুমাত্র অনুতাপ বা অনুশোচনা হইল না। পাপিষ্ঠ অসঙ্কোচে মৃতদেহ দেখাইয়া দিয়া হর্ষ প্রকাশ করিতে করিতে তাঁহাদের সহিত স্পর্দ্ধা করিতে লাগিল। ত্রিশিলিয়ান তাঁহার প্রাণাধিকা প্রিয় ধন বাল্যজীবনের প্রেমময়ী সহচরীকে বর্ব্বর দস্যু-হস্তে প্রাণ হারাইতে দেখিয়া শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। র‍্যালে ও অন্যান্য সকলে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিলেন।

ভার্ণি স্পর্দ্ধার সহিত গর্ব্বিতভাবে বলিতে লাগিল, 'আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী, তোমরা অকারণ সন্দেহে নির্ভর করিয়া আমার উপর দোষারোপ করিতেছ। আমি দেখিতেছি, এই সন্দেহবশতঃই আমি লর্ডের স্নেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইব। যাহা হউক, আমি পরিণামে পরিত্যক্ত হইবার অবমাননা সহ্য করিব না।

পাপিষ্ঠের এইরূপ গর্ব্বিত প্রলাপ শুনিয়া সকলে স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার আত্মজীবন সম্বন্ধে কোন গূঢ় দুষ্ট অভিসন্ধি আছে; সুতরাং তাঁহারা পাপিষ্ঠের নিকট হইতে অস্ত্রশস্ত্রাদি—আত্মহত্যার উপযোগী সমস্তই কাড়িয়া লইলেন। কিন্তু পরদিন দেখা গেল, পাপিষ্ঠ বিষপানে নারকীয় জীবন ত্যাগ করিয়া আপন কক্ষে পড়িয়া রহিয়াছে। এই বিষ পাপিষ্ঠ, আলস্কোর নিকট সংগ্রহ করিয়াছিল।

পলাতক ফষ্টারের ভাগ্যে কি হইল, তাহা বহুদিন পর্য্যন্ত অজ্ঞাত ছিল। কাম্নর ভবন এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই পরিত্যক্ত এবং 'লেডী ডডলির ভবন' বলিয়া ইহার নামকরণ হইল। ভৃত্য ও অন্যান্য সকলে প্রায়ই বিকৃত মানব-কণ্ঠ-ধ্বনি শুনিতে পাইত। বহুদিন পরে জেনেট তাহার পিতার কোন সংবাদ না পাইয়া, তাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়া সমস্তই ওয়েল্যাণ্ডকে দান করিল। ওয়েল্যাণ্ড এক্ষণে রাজসংসারে অবস্থিতি করিতেছিল। বহুকাল পরে তাহারা উভয়েই গতাসু হইলে তাহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র এক দিবস কৌতূহলবশতঃ কাম্নর হলে প্রবেশ করিয়া, সমস্ত অনুসন্ধান করিতে করিতে যে গৃহ লেডী ডডলির হত্যাকার্য্য সাধিত হইয়াছিল, সেই গৃহের পশ্চাদ্ভাগে লৌহ-কপাটে আবদ্ধ এক গুপ্ত স্থান দেখিতে পাইল এবং সেই পথ দিয়া নিম্নে অবতরণ করিয়া, এক অন্ধকার যমপুরীসদৃশ গৃহমধ্যে একটি লৌহসিন্দুক ও গলিত নরকঙ্কাল দেখিতে পাইল— এই কঙ্কালটি এণ্টনি ফষ্টারের কঙ্কাল! ত্রিশিলিয়ান ও র‍্যালের আগমনে প্রাণভয়ে ভীত হইয়া, হতভাগ্য এই নিভৃত কক্ষে আশ্রয় লইয়াছিল; কিন্তু আর বাহির হইতে না পারায় এই গৃহেই বন্দিভাবে রহিয়া গেল। এই সিন্দুকটি তাহার সঞ্চিত ধনের গুপ্তভাণ্ডার। হতভাগ্য মৃত্যুকালে এই সিন্দুকের উপরই বক্ষোদেশ

রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, কাউণ্টেসের মৃত্যুর পর ভৃত্য ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ কিছুদিন পর্য্যন্ত অস্ফুট মনুষ্য-কণ্ঠ-ধ্বনি শুনিতে পাইত তাহা বাস্তবিক প্রেতযোনির কণ্ঠশব্দ নহে, এই পাপিষ্ঠের ভীষণ আর্ত্তনাদের প্রতিধ্বনি। ভৃত্যগণ ভূতাশ্রিত বাটী মনে করিয়া, অচিরে কান্নর ভবন পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল।

কাউণ্টেসের শোচনীয় পরিণাম সকলের নিকট প্রচারিত হইলে, কেনিলওয়ার্থের আমোদ-উৎসব একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। আপামর-সাধারণ সকলেই শোকে আচ্ছন্ন হইলেন। লর্ড লিষ্টার রাজসভায় রাজসংসারে গতিবিধি একেবারে বন্ধ করিয়া শোকে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিলেন। রাজ্ঞী তাঁহাকে পুনরায় আহ্বান করিয়া আপন সংসর্গে পূর্ব্ববৎ রাখিয়া দিলেন। আর্ল জীবনের শেষ দশায় আবার রাজ্ঞীর প্রেমাস্পদ ও রাজহিতৈষী বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ইতিহাসে তাঁহার জীবনের শেষভাগের বিষয় জলন্ত অক্ষরে লিখিত আছে। এইরূপ জনশ্রুতি আছে, তাঁহার মৃত্যুও অতি শোচনীয়রূপে সংঘটিত হইয়াছিল। কারণ, তিনি আবার কাহাকে হত্যা করিবার জন্য এক প্রকার বিষাক্ত দ্রব্য প্রস্তুত করাইয়াছিলেন এবং স্বয়ং তাহা পান করিয়া জীবন-ভার হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন।

সার হিউগ রবার্টস কন্যার মৃত্যুর অনতি পরে ত্রিশিলিয়ানের হস্তে আপন বিষয় ভার অর্পণ করিয়া জীবনলীলা সমাপ্ত করিলেন। রাজ্ঞী ত্রিশিলিয়ানকে অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া ও রাজ-সংসারে উচ্চপদ প্রদান করিবার প্রস্তাব করিয়াও তাঁহাকে সম্মত বা তাঁহার চিত্তের অবসন্নতা ও বিষাদ-তিমির দূর করিতে পারিলেন না। ত্রিশিলিয়ান সর্ব্বদা সর্ব্বত্র তাঁহার একমাত্র প্রেমময়ীর বিকৃত মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেন। অবশেষে বিষয়সম্পত্তি পুরাতন বন্ধু-বান্ধব ও অনুচরবর্গকে প্রদান করিয়া, র‍্যালের সহিত অ্যামেরিকা যাত্রা করিলেন এবং অজ্ঞাত দূরদেশে আত্মীয়-স্বজন-বিহীন অনাথের ন্যায় তাঁহার প্রাণ-বিয়োগ হইল। ব্লাউণ্ট রাজসংসারে প্রবিষ্ট হইল; আর ডিকি, বারলে ও সেসিলের অনুগ্রহে উচ্চপদে উন্নীত হইল।

ইংলণ্ডীয় কবি Mickle এই নারীহত্যা অবলম্বন করিয়া, যে করুণ রসাত্মক কবিতা রচনা করেন, তদবলম্বনে এই কবিতাটি এই স্থানে সন্নিবেশিত হইল।

[১]

নিদাঘ নিশীথে ঝরে নীরবে নীহার।
নভঃপতি শশাঙ্কের কিরণ-ছটায়॥
রজত প্রতিভা-কান্তি রঞ্জিত কান্নর।
উজলে কানন-রাজি ধবল আভায়॥

[২]

বিঘোর যামিনী এবে সুষুপ্ত অবনী।
জীবকুল নিদ্রা-কোলে সুখেতে ঘুমায়॥
ক্ষীণস্বরে সকাতরে কাঁদে অভাগিনী।
জাগিয়া সে হা-হুতাশে যামিনী পোহায়॥

[৩]

এই কি তোমার নাথ প্রেমের বিধান?
দিবানিশি ভুলাইয়া কুহক-ছলায়॥
বিজন বিপিন-মাঝে দিলে নির্ব্বাসন।
ডুবায়ে কলঙ্কে তুমি শেষেতে আমায়॥

[৪]

আর নাহি এস নাথ! প্রমোদে মাতিয়া।
দিনান্তেও দেখা দিতে দাসীরে হেথায়॥
জলধির নীরে প্রেম দিলে ভাসাইয়া।
কঠিন হইতে এত শিখিলে কোথায়?

[৫]

কিন্তু যবে ছিনু সুখে জনক-ভবনে।
নাহি ছিল কোন জ্বালা সদা হাস্যমুখী॥
শঠপ্রেমে নাহি সুখ হেরি এ জীবনে।
যাতনায় যায় প্রাণ সদা অশ্রুমুখী॥

[৬]

যামিনীর অবসানে নিদ্রা অবসানে।
যাপিতাম অনুদিন সুখগান গেয়ে॥
যাপিয়াছি কিশোরের অম্লান জীবনে।
যাপিতেছি এ জীবন মরমে মরিয়ে॥

[৭]

অতুল রূপসী কত ভুবন-মোহিনী।
হেরিলে তাদের রূপ জুড়ায় নয়ন ॥
জনক-ভবনে ছিনু সুখে ক্ষুদ্রপ্রাণী।
কেন বা আনিলে হেথা দিয়া প্রলোভন ?

[৮ [

প্রথমে বহিল যবে প্রণয়-হিল্লোল।
কতমতে বাখানিতে এ রূপ আমার ॥
জয়ী হয়ে প্রেমরণে ছিড়ি নিলে ফল।
ত্যজিলে শুকাতে ফুলে একি ব্যবহার॥

অযতনে উপেক্ষায় শুকাল নলিনী।
অকালে মুদিল আঁখি গোলাপ-সুন্দরী ॥
যার অনুরাগে তা'রা সুধা নিস্রবিনী।
তারই অনাদরে তারা শুকাইছে হেরি ॥

[১০]

যাতনায় জীর্ণ হলে কোমল হৃদয়।
প্রেম-বিনিময়ে হলে ঘৃণা প্রতিদান !
কে আছে সুন্দরী যার রূপ নাহি ক্ষয়।
প্রভঞ্জন কবে সহে কোমল প্রসূন ?

[১১]

শুনিছে সে রাজধানী রূপের কানন।
তথায় রমণী-ফুল ফুটে অনুপম ॥
ভানুকরে লজ্জা দিয়ে উজলে কানন।
পূর্ব্বরাজ্যে, যে কুসুম, নহে তার সম ॥

[১২]

তবে নাথ ! কেন এবে ত্যজি সে কাননে।
দিক আমোদিত যথা গোলাপ কমলে ॥
এ ফুলের লোভে নাথ ! আইলে এ বনে ?
ক্ষীণ-কান্তি এ কুসুম, তুচ্ছ সেই দলে ॥

[১৩]

গ্রাম্য সুন্দরীর মাঝে ছিনু একজন।
বনের কুসুম বনে দেখায় সুন্দর ॥
গ্রামের যুবক কেহ করিয়া গ্রহণ।
অতুল সুন্দরী বলি করিত আদর ॥

[১৪]।

অথবা হে নাথ ! মম মনে লয় হেন !
রূপতৃষা শান্তি তব হয়েছে এখন ॥
দূর আকাঙ্ক্ষার দীপ্ত হৈম সিংহাসন।
লভিবার আশে তব বাহু-প্রসারণ ॥

প্রিয়তম ! তবে কেন জিজ্ঞাসি আবার
অবশ্য জিজ্ঞাসে যার ব্যথিত পরাণ ॥
পাণিগ্রহ কেন করি গ্রাম্য বালিকার।
তেয়াগিলে রাজবালা রূপসী রতন ?

প্রথমে দেখায়ে কেন এত অনুরাগ।
কেন বা ত্যজিছ শেষে করি পাগলিনী ?
কেন বা হৃদয়ে তুলি করিয়া সোহাগ।
ভাসাইছ আঁখিনীরে দিবস যামিনী ?

[১৭]

পল্লী-নিবাসিনী যত কৃষক-নন্দিনী।
ঈর্ষ্যার নয়নে মোর বসন-ভূষণ ॥
হেরিয়া চলিয়া যায় নমি মুখখানি।
জানে না—এ রমণীর জীবন-মরণ !

[১৮]

না জানে কোমল-প্রাণা বনদেবিগণ।
কতগুণে সুখী তারা অভাগিনী চেয়ে ॥
দিবানিশি জলে পুড়ে যাইছে এ প্রাণ।
দুরাশার প্রলোভনে আত্মহারা হয়ে ॥

[১৯]

কতগুণে দুখময় অভাগী-জীবন।
নিরন্তর জলে প্রাণ চিন্তার দংশনে॥
তরু হ'তে ছিন্ন হ'লে লতিকা যেমন।
হারায় অকালে প্রাণ ঝটিকা দলনে॥

[২০]

তাই কি এ নিরঞ্জন অবান্ধব স্থানে।
থাকিতে স্বস্থির কভু পায় অভাগিনী॥
পিশাচের সম তব অনুচরগণে।
গঞ্জনায় দহে মোরে দিবস রজনী॥

[২১]

গত নিশি স্বপনেতে শুনিনু ভীষণ।
উঠিল অদূরে গ্রাম্য-সমাধি-নিঃস্বন॥
কে যেন ইঙ্গিতে মোরে বলিল তখন।
গ্যামিরে!—জানিস্ তোর নিকট শমন॥

[২২]

সুখে নিদ্রা যায় এবে যত জীবগণ।
কিন্তু আমি অভাগিনী কাঁদি একাকিনী॥
অশ্রুজল মুছাইতে নাহি একজন (ও)।
সান্ত্বনিতে আছে মাত্র ওই বিহঙ্গিনী॥

[২৩]

ভেঙ্গেছে কপাল সহ নিরাশ জীবন।
আবার—আবার শুনি সমাধি-নিঃস্বন॥
কত ভীম-বিভীষিকা হেরিছে নয়ন।
ওই—ওই—ওই এল বিকট শমন॥

[২৪]

এইরূপে অন্তর্দাহে আক্ষেপিয়া সতী।
নিশীথে বিজন কক্ষে বসি একাকিনী॥
ফেলিল উত্তপ্ত শ্বাস আঁখিনীরে তিতি।
মিশাইয়া শোকোচ্ছ্বাস হয়ে বিষাদিনী॥

[২৫]

সেই কাল নিশি এবে না হ'তে প্রভাত।
ভীষণ বিজন সেই কানন আগারে॥
শুনা গেল সকরুণ ভীম আর্ত্তনাদ।
বোধ হয় কেহ যেন কাহারে সংহারে॥

[২৬]

সমাধির ঘণ্টাধ্বনি পূরিল গগন।
ভীষণ আকাশ-বাণী পশিল শ্রবণে॥
পুনঃ পুনঃ দাঁড়কাক পক্ষবিধুনন।
করিল কামনরের প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে॥

[২৭]

গ্রামের কুকুর কুল সঘনে কাঁদিল।
বিনা প্রভঞ্জনে তরু লুটায়ে পড়িল॥
হায় কি কুক্ষণ! এবে অভাগী চলিল।
অভাগীর পঞ্চভূত গগনে মিশিল॥

[২৮]

আর নাহি শুনা যায় সেই নিকেতনে।
প্রমোদ উল্লাস নৃত্য সঙ্গীতের ধ্বনি॥
সেই কাল নিশি হ'তে সেই সে ভবনে।
আশ্রয় হইল এবে যত প্রেত-যোনি॥

[২৯]

গ্রাম্য-বালাগণ এবে সভয় লোচনে।
শৈবাল-মণ্ডিত সেই সৌধ-শিখর॥
হেরিয়া পলায় দূরে আতঙ্ক কম্পনে।
পরিত্যক্ত হ'ল সেই কানন বাসর।

[৩০]

ফেলেছে কতই শ্বাস, শোকে আঁখি-নীর।
পান্থগণ হেরিয়া সে কামর ভবন॥
শিহরি স্মরিয়া প্রাণ সেই অভাগীর!
অকালেতে বধিয়াছে পিশাচ দুর্জ্জন॥

সম্পূর্ণ।

টালিসম্যান

-০*০-

প্রথম অধ্যায়

উজ্জ্বল মধ্যাহ্ন-তপন সীরিয়া দেশের মধ্যগগনে উপনীত হইবার প্রাক্কালে "রেডক্রস" যোদ্ধৃ-সম্প্রদায়ভুক্ত সুদূর উত্তরদেশীয় ও ক্রুসযুদ্ধার্থ প্যালেসটাইনে সমাগত জনৈক যোদ্ধৃপুরুষ মরু-সাগরের নিকটবর্ত্তী বালুকাময় মরুভূমির উপর দিয়া ধীরভাবে গমন করিতেছিলেন। জর্ডান নদীর জলরাশি এই মরু-সাগরে প্রবাহিত হইতেছে। যোদ্ধৃপুরুষ প্রভাতে উত্তুঙ্গ শৈলশিখরে, উপত্যকায় ও ভীষণ পার্ব্বত্য স্থানে ক্লান্তভাবে ভ্রমণ করিয়া এক্ষণে এই সমতল বালুকাক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়াছেন। এই স্থানে পুরাকালে সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরের ক্রোধে কতকগুলি অভিশপ্ত নগরী ধ্বংসে পরিণত হইয়াছিল। এক কালে এই বালুকা-প্রান্তর সিডিমের পরম রমণীয় দৃশ্য-মনোহর নির্ম্মল সলিলসিক্ত উর্ব্বর উপত্যকা শোভিত হইয়া অমরাবতীর শোভা-সম্পদ ধারণ করিত, আর এক্ষণে সুভীষণ দৈব-দুর্ব্বিপাকে শুষ্ক, ঊষর উত্তপ্ত ও অনন্ত কালব্যাপী অনুর্ব্বর বালুকাক্ষেত্রে পরিণত! এই বিষয় তাঁহার স্মৃতিপথারূঢ় হইবামাত্র পথিক তাঁহার পথশ্রম-পিপাসা বিপদসঙ্কুল পথে পর্য্যটন ক্লেশ বিস্মৃত হইলেন। যখন তিনি মরু সাগরের কৃষ্ণাভ ও তরঙ্গায়িত জলরাশি দর্শন করিলেন, তখন তাঁহার দেহ কম্পিত হইল। তিনি ভাবিলেন, এই উত্তাল তরঙ্গরাশিনিম্নে এককালে কত প্রান্তরশোভন সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগরী অবস্থিত ছিল, কিন্তু ঈশ্বরের বজ্রাগ্নি ও ভূগর্ভস্থ অগ্ন্যুৎপাতে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের ধ্বংসাবশেষ এক্ষণে এরূপ বিষাক্ত সলিলগর্ভে নিমজ্জিত যাহা মৎস্যাদি জলজন্তুবিহীন, যাহার বক্ষে কোন জল-যান সঞ্চরিত নহে, যাহা জীবনের চিহ্নমাত্রবিরহিত, কেবল গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ভীতিব্যঞ্জক অবরুদ্ধ জলরাশির উপযুক্ত আধার। ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান কেবল লবণ ও গন্ধকময় 'অনুর্ব্বর' বৃক্ষলতা ও তৃণবিহীন, এমন কি লবণ ও গন্ধকের বিষাক্ত বাষ্প ও উগ্রগন্ধপূর্ণ বায়ুস্তরে কোন পক্ষী জাতিও উড্ডীয়মান নহে। জ্বলন্ত তপন প্রখর কিরণজালে জলস্তম্ভের আকারে নিরন্তর এই বিষাক্ত জলরাশি শোষণ করিয়া উপরিস্থ বায়ুরাশি বিষাক্ত বাষ্পপূর্ণ করিতেছে। আর মরু-সাগরের তরঙ্গে ভাসমান ন্যাপথা নামক গন্ধক জাতীয় দ্রব্য হইতেই এই বিষাক্ত ধূম্রাকার বাষ্পের উৎপত্তি। এই জনশূন্য ভয়াবহ মরুপ্রান্তরে প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন তপন দ্রবমান অনলরাশির ন্যায় দুঃসহ কিরণ বর্ষণ করিতেছে; প্রাণিজগৎ যেন এখান হইতে অবসৃত, কেবলমাত্র এই পথিকই একাকী অশ্বারোহণে দৃশ্যমান; পথিকের অশ্ব এক পদ এক পদ করিয়া পদক্ষেপে স্খলিত মরু বালুকার উপর দিয়া অগ্রসর হইতেছে। পথিক ও বাহন উভয়েরই পরিচ্ছদ মরুপ্রদেশীয় পর্য্যটকের পক্ষে সম্পূর্ণ বিসদৃশ। পথিকের গাত্রে আপাদমস্তক লৌহনির্ম্মিত সন্নহন; ত্রিকোণাকার ফলক কণ্ঠদেশে বিলম্বিত; কটিদেশে সুদীর্ঘ কৃপাণ ও পর্য্যাণসংলগ্ন বর্শা; লৌহবর্ম্মের উপরে স্বর্ণসূত্রের শিল্পকার্য্যশোভিত একটি সুদৃশ্য গাত্রাবরণ। উহা অনেকাংশে পথিকের গাত্রে আতপতাপ নিবারণ করিতেছে। গাত্রাবরণের উপরে ব্যাঘ্রমূর্ত্তি অঙ্কিত এবং উহার নিম্নে—"আমি নিদ্রিত, আমাকে জাগরিত করিও না"—এই কয়েকটি শব্দ লিখিত রহিয়াছে। অশ্বের গাত্রও ঐরূপ বর্ম্মে আবৃত এবং পর্য্যাণে একখানি যুদ্ধ-কুঠার বিলম্বিত।

অভ্যাসই দ্বিতীয় প্রকৃতি, সুতরাং এই অভ্যাসবশতই আরোহী ও বাহন উভয়েই এই রবিকরসন্তপ্ত উত্তপ্ত মরুদেশে এইরূপ লৌহনির্ম্মিত গুরুভার বিশিষ্ট সন্নহন যেন লূতাতন্তুর ন্যায় লঘুভার সম্পন্ন

বলিয়া বোধ হইত। বহুসংখ্যক পাশ্চাত্য বীরপুরুষ যুদ্ধোপলক্ষে পালেষ্টাইনে সমাগত হইয়াছিলেন; কিন্তু উত্তপ্ত বায়ুর প্রকোপে সকলেই একে একে কালগ্রাসে নিপতিত—কেবলমাত্র হতাবশিষ্ট এই অশ্বারোহী পথিক একাকী জনশূন্য মরুসাগরের কূলে পর্য্যটন করিতেছেন। অশ্বারোহী যেরূপ সবল ও দৃঢ়কায়, সেরূপ ক্লেশসহিষ্ণু, পরিশ্রমে অক্লান্ত, অনশনে অভ্যস্ত, উদ্যমশীল ও প্রশান্তচিত্ত, অথচ সামরিক গৌরবার্জ্জনে অদম্য অধ্যবসায় সম্পন্ন। দুই বৎসরব্যাপী সমরকাল মধ্যে তিনি প্রচুর খ্যাতি লাভে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় আধ্যাত্মিক ভাবেও পূর্ণ ছিল, তিনি সামরিক ব্যয়নির্ব্বাহে নিঃসম্বল অবস্থাপন্ন হইয়াও পালেষ্টাইনের অধিবাসিগণের লুণ্ঠিত অর্থে আপন অর্থাভাব পূরণে বিমুখ ছিলেন। সারাসেনদিগের সহিত যুদ্ধকালে অধিবাসিগণের ভূমিসম্পত্তি রক্ষণ বিনিময়ে তাহাদিগের নিকট কোনরূপ উপহার গ্রহণ করেন নাই কিংবা সঙ্গতিপন্ন বন্দিগণের মুক্তিলাভার্থ তাহাদিগের নিকট হইতে গৃহীত অর্থে ধনলিপ্সা চরিতার্থ করেন নাই। তাঁহার স্বদেশীয় সহচরগণ ক্রমে ক্রমে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন, অথবা অর্থাভাবে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন; উপস্থিত একমাত্র সহচর রুগ্নশয্যাশায়ী, সুতরাং তিনি অসি মাত্র অবলম্বনে একাকী পর্য্যটনে রত।

প্রকৃতির নিয়মানুসারে জীবমাত্রেরই আহার ও বিশ্রাম আবশ্যক। পথিক মরু-সাগরের কিছুদূরে একটি কূপপার্শ্বে দুই তিনটি খর্জ্জুরবৃক্ষদর্শনে পুলকিত হইলেন। এই স্থানই তাঁহার মধ্যাহ্ন বিশ্রামের স্থান। তাঁহার অশ্বও প্রভুর ন্যায় সহিষ্ণুভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং দূরাবস্থিত পানীয় জলের আঘ্রাণলাভে নাসাবিবর বিস্তৃত ও গ্রীবা উত্তোলন করতঃ জলপান ও বিশ্রামার্থ কূপাভিমুখে গতি নির্দ্দেশ করিল; কিন্তু আরোহী ও বাহন গন্তব্য স্থানে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই এক আকস্মিক বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল।

পথিক যৎকালে অদূরস্থ খর্জ্জুরকুঞ্জে সংসক্ত-দৃষ্টি হইয়া তদভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, তাঁহার বোধ হইল যেন একটি মানবমূর্ত্তি ঐ খর্জ্জুরকুঞ্জ হইতে বহির্গত হইল; তিনি অবিলম্বে দেখিলেন, এক অশ্বারোহী তাঁহার দিকে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে, অশ্বারোহীর উষ্ণীষ দীর্ঘ বর্শা এবং সবুজবর্ণ উত্তরীয় দর্শনে পথিক বুঝিলেন, আগন্তুক একজন সারাসেন। ইজিপ্ট দেশীয় প্রবাদ অনুসারে মরুভূমিতে কেহ বন্ধুভাবে কাহারও সম্মুখীন হয় না—সুতরাং পথিক সারাসেন অশ্বারোহীকে দর্শনমাত্র স্বীয় বর্শা উত্তোলন করিয়া বহুসংগ্রামে বিজয়লব্ধ সাহসে সমর-চেষ্টায় সসজ্জ হইলেন।

আগন্তুক সারাসেন অশ্ববল্গা শ্লথ করিয়া বাম হস্তে বল্গা ও চর্ম্মফলক ধারণ পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে স্বীয় বর্শাদণ্ড সঞ্চালন করিতে করিতে দ্রুতবেগে পথিকের সম্মুখীন হইলেন। পথিক সারাসেনগণের অশ্বসঞ্চালন-কৌশল সম্যক্ অবগত ছিলেন, সুতরাং তিনি স্বীয় অশ্ব-সঞ্চালন দ্বারা অশ্বের ক্লান্তি সাধন না করিয়া একস্থানে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। আগন্তুক সারাসেন তিনবার নানা কৌশলে অশ্বসঞ্চালন করতঃ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া বার্শাঘাত করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল; এবং এইরূপে তৃতীয়বার পথিকের দিকে ধাবমান হইবামাত্র পথিক সবলে ও অব্যর্থ সন্ধানে তাঁহার যুদ্ধ-কুঠার আগন্তুকের মস্তক লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু আগন্তুক স্বীয় চর্ম্মফলক দ্বারা সেই কুঠারাঘাত ব্যর্থ করিবার চেষ্টা সত্ত্বেও উহা তীব্রবেগে চর্ম্মফলক ভেদ করিয়া আগন্তুকের উষ্ণীষে পতিত হইল, আগন্তুক সেই আঘাতে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূপতিত হইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ লম্ফ দিয়া স্বীয় অশ্বে আরূঢ় হইল। পথিক ইত্যবসরে যুদ্ধকুঠারখানি ভূতল হইতে উঠাইয়া লইলেন। আগন্তুক দূর হইতে পথিকের গাত্রে একে একে ছয়টি শরক্ষেপ করিল, কিন্তু তাঁহার লৌহ সন্নাহে প্রতিহত হইয়া শরগুলি নিষ্ফল হইয়া গেল; ষষ্ঠ শরাঘাতে পথিক অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইলেন, প্রবল শত্রুকে ধরাশায়ী দর্শনে আগন্তুক অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক যেমন তাঁহাকে মৃতজ্ঞানে পরীক্ষার্থ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইল, পথিক তৎক্ষণাৎ তাহাকে সবলে আক্রমণ করিয়া তাহার কটিবন্ধ ধারণ করিলেন। আগন্তুক প্রত্যুৎপন্নমতিত্ববলে তন্মুহূর্ত্তেই কটিবন্ধ উন্মোচন করতঃ শত্রু-কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ক্ষিপ্রভাবে স্বীয় অশ্বে আরোহণ করিল। এই শেষ যুদ্ধে আগন্তুক তাহার অসি ও তূণীর হইতে বিচ্যুত হইল; কারণ, উহারা তাহার কটিবন্ধে সংলগ্ন থাকায় পথিকের হস্তেই

রহিয়া গেল, কারণ, আগন্তুক শত্রুকবল হইতে আত্মরক্ষার্থ কটিবন্ধ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, এ দিকে কুঠারাঘাতে উষ্ণীষ ছিন্ন ও মস্তক হইতে বিভিন্ন হইয়া গিয়াছে, সুতরাং এইরূপ দুর্দ্দশায় পতিত হইয়া আগন্তুক সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইয়া সন্ধিকামনায় প্রশান্তভাবে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া পথিকের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল,—"আমাদের জাতির মধ্যে পরস্পর সন্ধিস্থাপন হইয়াছে, সুতরাং আমরা পরস্পর কি কারণে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হই—আসুন আমাদের উভয়ের মধ্যেও সন্ধি স্থাপিত হউক-

পথিক সন্ধির প্রস্তাব শ্রবণ মাত্র বলিলেন—"আমি সন্তোষের সহিত সন্ধিস্থাপনে প্রস্তুত আছে, কিন্তু আপনি আপনার প্রস্তাবিত সন্ধি রক্ষা সম্বন্ধে কি প্রতিভূ প্রদানে সম্মত আছেন ?"

সারাসেন আমীর তৎশ্রবণে বলিলেন—"যে মহম্মদের উপাসক, তাহার কথার কখন অন্যথা হয় না, আমি যদি না জানিতাম যে যাহারা সাহসী, বিশ্বাসঘাতকতা তাহাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ, তাহা হইলে আমি আপনার নিকট হইতে প্রতিভূ প্রার্থনা করিতাম—"

ক্রুসযোদ্ধা সারাসেনের তাঁহার প্রতি এরূপ বিশ্বস্তভাব দর্শনে মনে মনে লজ্জিত হইয়া স্বীয় অসি স্পর্শ করিয়া কহিলেন—"আমি আমার অসি-সংলগ্ন ক্রুসস্পর্শ পূর্ব্বক শপথ করিয়া বলিতেছি, যতক্ষণ আমরা উভয়ে একত্র অবস্থান করিব, ততক্ষণ আমি আপনার বিশ্বস্ত সহচর ভাবেই থাকিব—"

সারাসেন মহাম্মদ ও ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া তদুত্তরে বলিল—"আমার অন্তরে আপনার প্রতি কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতার ভাব নাই—এক্ষণে বিশ্রামকাল আগত, চলুন আমরা ঐ সম্মুখস্থ প্রস্রবণের নিকট গমন করি; আপনার আগমনে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া আমি ঐ স্রোতস্বিনীর জলবিন্দুও স্পর্শ করি নাই—"

ক্রুসযোদ্ধা তচ্ছ্রবণে সম্মতি প্রদান করিলে উভয়ে বন্ধুভাবে পরস্পর পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া অশ্ব-সঞ্চালনপূর্ব্বক অদূরস্থ খর্জ্জুরকুঞ্জাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিপদকালেও কতক পরিমাণে হিতৈষিতা ও নিরাপদ অবসরকাল লক্ষিত হইয়া থাকে; বিশেষতঃ যখন "ফিউডাল" সময়ে তদানীন্তন প্রথানুসারে যুদ্ধই যেরূপ মানবের একমাত্র প্রধান ও মহৎকার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত, সেইরূপ আবার সমরাবসানে শান্তির কালও স্বল্পস্থায়ী বলিয়া যোদ্ধৃগণের নিকটে মধুর বলিয়া আদৃত হইত। যাহার সহিত অদ্য বিবাদ, কলহ বা অস্ত্রবিনিময় হইয়া গিয়াছে, কল্য প্রাতে পুনর্ব্বার তাহার সহিত শোণিতপিপাসু সংগ্রাম সংঘটন-সম্ভাবনা, এরূপ ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত দীর্ঘকালব্যাপী প্রতিদ্বন্দ্বিতা ততদূর আবশ্যকজনক বলিয়া বিবেচিত হইত না। ফলতঃ তৎকালে কালধর্ম্মে সাধারণতঃ ক্রোধ, প্রতিহিংসা, উৎকট বৈরনির্য্যাতনাদির প্রবল উত্তেজনা সত্ত্বেও পরস্পর ব্যক্তিগত জিঘাংসাদি কারণে উত্তেজিত না হইয়াও সমরব্যবসায়ী বীরপুঙ্গবগণ সামরিক জীবনে প্রফুল্লভাবে পরস্পর সহবাস-সুখে স্বল্পস্থায়ী শান্তিময় কাল অতিবাহিত করিতেন।

ক্রুস ও অর্দ্ধচন্দ্র-চিহ্নিত পতাকান্বিত ধর্ম্মসাম্প্রদায়িকগণের ধর্ম্মবিরোধজনিত প্রবল ধর্ম্মোন্মাদ সত্ত্বেও মহানুভবতা গুণে ধর্ম্মযোদ্ধৃগণের হৃদয় কোমল ভাবের আধার ছিল এবং খৃষ্টীয়ধর্ম্মযোদ্ধৃসুলভ ধর্ম্মযুদ্ধলিপ্সা ক্রমশঃ খৃষ্টানদিগের ঘোর শত্রু স্পেন ও প্যালেষ্টাইননিবাসী সারাসেনদিগের মধ্যেও প্রসারিত হইয়াছিল। এই শেষোক্ত সারাসেনগণ আরবের মরুভূমি-নিঃসৃত ধর্ম্মান্ধ ও হিংস্র-প্রকৃতি মুসলমানের ন্যায় নহে—যাহারা এক হস্তে কৃপাণ ও অপর হস্তে কোরাণ লইয়া মহম্মদীয় ধর্ম্মের বিরোধী বা প্রতিকূলবর্ত্তীদিগের শিরশ্ছেদ অথবা তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত, করদানে বাধ্য অথবা তাহাদের গ্রীবাদেশ দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ করিত। সমরে অকুশল গ্রীক এবং সীরিয়গণ ও মুসলমানগণ এইরূপে আক্রান্ত হইয়াছিল কিন্তু সাহসী সুসভ্য সমরকুশল ও ধর্ম্মপ্রাণ পাশ্চাত্য খৃষ্টীয়গণের সহিত সংঘর্ষণে ক্রমশঃ খৃষ্টীয় আচার-ব্যবহার যে কেবল সারাসেনদিগের মধ্যে সংক্রামিত

হইয়াছিল, তাহা নহে ; অধিকন্তু যে ধর্ম্ম-যুদ্ধনীতি-মাহাত্ম্যে পাশ্চাত্য গৌরবান্বিত ও বিজয়শীল জাতির হৃদয় এরূপ মধুরভাবে পূর্ণ ছিল, সেই ধর্ম্মযুদ্ধনীতি-মাহাত্ম্য সারাসেনদিগের হৃদয়েও সঞ্চারিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কৃত্রিম সমরক্রীড়া ও অশ্বসঞ্চালনাদি ব্যায়াম, ক্রীড়া-কৌশল-প্রদর্শন প্রথা প্রচলিত ছিল। তাহাদের নাইট বা তৎসম পদবীস্থ যোদ্ধৃগণ ছিল এবং তাহারা প্রতিজ্ঞা বা সত্যপালনে কখন কখন উন্নতধর্ম্মসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণকে উল্লঙ্ঘন করিত; তাহারা জাতীয় বা ব্যক্তিগত সন্ধির সর্ত্ত বিশ্বস্তভাবে পালন ও রক্ষা করিত ; এইরূপে সামরিক ব্যাপার নানা অশুভের বিশিষ্ট নিদান হইলেও ইহা বিশ্বাস মহানুভবতা দয়া ও স্নেহাদি কোমল গুণাবলী প্রদর্শনের যথেষ্ট সুযোগ প্রদান করিত, যাহা শান্তির সময়ে অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিমাণে লক্ষিত হইয়া থাকে—যখন লোক নানারূপ উপদ্রব সহ্য করিয়া কিংবা অমীমাংসিত কলহে লিপ্ত থাকায় দীর্ঘকাল তাহাদের হৃদয়ে উক্ত কলহ বহ্নি সঙ্কক্ষিত থাকিয়া তাহাদের হৃদয় নানা অসুখ ও অশান্তির আকরস্বরূপ করিয়া তুলে।

এই সকল সামরিক ভীতি-প্রশমক কোমল গুণাবলীর মোহিনী শক্তি বলে আমাদের পূর্ব্বোক্ত খৃষ্টীয় ও সারাসেন বীরপুঙ্গবদ্বয় এতক্ষণ পরস্পরের ধ্বংস-সাধনে বদ্ধপরিকর থাকিয়া উভয়ে এক্ষণে নীরবে ও ধীরে ধীরে খর্জ্জুরকুঞ্জস্থ প্রস্রবণের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ; অর্দ্ধ পথ এইরূপে অতিক্রান্ত হইলে ভীষণপ্রকৃতি ও দ্রুতগামী সারাসেন তাঁহার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। এতক্ষণ উভয়ে নীরবে চিন্তাজড়িত ভাবে গমন করিতেছিলেন এবং এইরূপে সাংঘাতিক দ্বন্দ্ব প্রবৃত্ত হইবার পর যেন উভয়েই স্বচ্ছন্দভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিতেছিলেন। তাঁহাদের অশ্ব দুটিও যেন স্বচ্ছন্দ মনে বিরাম উপভোগ করিতে করিতে গমন করিতেছিল। সারাসেনের অশ্বটি প্রচণ্ডবেগে ও বহুদূরে ঘূর্ণ্যমান হইয়াও খৃষ্টীয় নাইটের অশ্ব অপেক্ষা অল্পমাত্রই ক্লান্ত। শেষোক্ত অশ্বের দেহ ঘর্ম্মাক্ত আর আরবীয় অশ্বটির গাত্রের ঘর্ম্ম শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তবে তাহার বল্গা এখনও ফেন-শুভ্র রহিয়াছে। খৃষ্টীয় নাইটের অশ্বটি স্বীয় লৌহমণ্ডিত গুরুভার বিশিষ্ট গাত্রাবরণ এবং তদুপরি পরিহিতলৌহ সন্নহন আরোহীর ভারে আতপোত্তপ্ত উড্ডীয়মান শিথিল বলুকারাশির উপর দিয়া অতি কষ্টে গমন করিতে লাগিল, প্রতিপদক্ষেপে তাহার লৌহপাদুকা-নিবদ্ধ পদচতুষ্টয় শিথিল বালুকাপুঞ্জমধ্যে প্রোথিত হইতে লাগিল ; তদ্দর্শনে আরোহী পর্য্যাণ হইতে এক লম্ফে অবতরণপূর্ব্বক স্বীয় শারীরিক স্বচ্ছন্দতা উৎসর্গ করিয়া অশ্বরশ্মি হস্তে ধারণ করতঃ পদব্রজে প্রতিপদক্ষেপে স্বীয় গুরুভার পাদুকাভরে বালুকামধ্যে প্রোথিত চরণে ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন।

সারাসেন বলিলেন—"আপনি ঠিক কার্য্যই করিয়াছেন।" (উভয়ের মধ্যে সন্ধিস্থাপন হইবার পরে উভয়ের মধ্যে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইয়া এই প্রথম বাক্য উচ্চারিত হইল।) "আপনার বলবান্ অশ্বের প্রতি আপনার এইরূপ যত্নশীল হওয়া উচিত, কিন্তু আপনি মরুভূমির মধ্যে এরূপ অশ্ব লইয়া কি করেন ? যাহার প্রতি পদক্ষেপ খর্জ্জুর বৃক্ষের মূলের ন্যায় তাহার পদের গুল্ফের উপরিভাগ পর্য্যন্ত বালুকামধ্যে প্রোথিত হইয়া যায়।

নাইট তাঁহার প্রিয় অশ্বের প্রতি এরূপ তীব্রভাবে ও রুক্ষস্বরে পরুষ শ্লেষোক্তি শ্রবণ করিয়া অসন্তুষ্ট ভাবে প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন—"আপনার যেরূপ বিবেচনা-শক্তি, আপনি তদনুরূপ মন্তব্যই প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আমার এই সুন্দর অশ্বটি ইতঃপূর্ব্বে আমাদের দেশে আপনার পশ্চাতে সুবিস্তৃত হ্রদের ন্যায় সুবিস্তৃত জলাশয়ের উপর দিয়া আমাকে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে অথচ ইহার ক্ষুরের উপরিস্থিত একগাছি লোমও আর্দ্র হয় নাই—"

সারাসেন শুনিয়া বাহাকারে বিস্ময় প্রকাশ করতঃ ঘন ও সুদীর্ঘ গুম্ফের মধ্যে উপহাসব্যঞ্জক হাস্য ঈষৎ চাপিয়া কহিলেন—"ঠিক কথাই বটে," কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ভাব নিরোধ করিয়া তাঁহার স্বভাব-সুলভ গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিলেন—"একজন ফ্রাঙ্কের কথা শুনিলেই একটি মিথ্যাগল্প শুনিতে হয়।"

নাইট শুনিয়া কহিলেন—"একজন নাইটের কথায় অবিশ্বাস ও সন্দেহ করা আপনার পক্ষে ভদ্রোচিত কার্য্য নহে—ও যদি অজ্ঞানতাবশতঃ না হইয়া ঈর্ষ্যা-বশতঃ আপনি এরূপ বলিতেন, তাহা হইলে এইদণ্ডেই আমাদের সন্ধি ভগ্ন হইয়া যাইত ; আপনি বিবেচনা

করিয়া দেখুন, যদি আমি এরূপ বলি যে, আমি ৫০০ অশ্বারোহী নাইটের মধ্যে একজন হইয়া এবং আপাদমস্তক লৌহবর্ম্মাবৃত দেহে স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ অথচ তাহা অপেক্ষা দশগুণ ভঙ্গুর জলরাশির উপর দিয়া শত শত মাইল ভ্রমণ করিয়াছি, তাহা হইলে আমি কি অসত্য কথা কহিতেছি ?"

মুসলমান উত্তর করিলেন—"আপনি আমায় কি বলিবেন ? আপনি যে পশ্চাৎবর্ত্তী হ্রদের বিষয় উল্লেখ করিলেন, ঈশ্বরের অভিশাপে কোন পদার্থই উহার জলমধ্যে নিমগ্ন হয় না ; বরং জলমধ্যে পতিত হইলে নিক্ষিপ্ত বস্তু তরঙ্গাঘাতে সঞ্চালিত হইয়া তীরে নিক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু তথাপি ঐ মরুসাগর কিংবা সপ্ত সমুদ্র যাহা পৃথিবীতে বেষ্টন করিয়া আছে, কেহই তাহাদের বক্ষে পদভার সহ্য করিতে সক্ষম নহে,যেমন লোহিতসাগরগর্ভে ফারোয়া সসৈন্যে নিমগ্ন হইয়াছিল - "

খৃষ্টীয় নাইট বলিলেন—"সারাসেন ! তোমার নিজের যেরূপ জ্ঞান, তুমি সেইরূপ সত্য কথা বলিলে ; কিন্তু আমার কথায় বিশ্বাস কর, আমি মিথ্যা কথা বলি নাই ; এ দেশের উত্তাপে সকল বস্তুই জলের ন্যায় তরল পদার্থে পরিণত হয়, কিন্তু আমাদের দেশে প্রচণ্ড শীতে জল জমিয়া প্রস্তরের ন্যায় কাঠিন্য প্রাপ্ত হয়। যাহা হউক, আমাদের আর ও সম্বন্ধে আন্দোলনের আবশ্যকতা নাই, কারণ, শীতকালের নক্ষত্রচন্দ্রালোকিত শান্ত স্বচ্ছ সুনীল হ্রদবারির কথা মনে পড়িলে এই অগ্নিকুণ্ড সদৃশ উত্তপ্ত মরুবিভীষিকা সাতগুণ অধিক বলিয়া মনে হয় ; বোধ হয়, যেন এই মারব সমীর জলন্ত ভস্ত্রার অগ্নিশিখাপ্রদীপ্ত আগ্নেয় বাষ্পরাশি—"

সারাসেন শুনিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নাইটের দিকে চাহিলেন—নাইটের বাক্য তাঁহার পক্ষে একটি রহস্যময় প্রহেলিকা অথবা অলীক প্রতারণা বাক্য বলিয়া বোধ হইল। তিনি বলিলেন,—"আপনি হাস্যপ্রিয় জাতীয় আপনারা আপন জাতীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে পরস্পর আমোদ করিতে ভালবাসেন এবং যাহা অসম্ভব এবং কখন ঘটে নাই, এরূপ বিষয় লইয়া অপরের সহিত আমোদ করিয়া থাকেন। আপনি ফ্রান্সদেশীয় নাইট, যাঁহারা আমোদ ও কৌতুকজন্য এরূপ ক্রীড়া-কৌতুকের উল্লেখ করেন, যাহা মানবশক্তির অতীত ; আপনার কথার প্রতিবাদ করা আমার পক্ষে অন্যায় হইয়াছে ; কারণ,সত্য অপেক্ষা মিথ্যাগর্ব্বই আপনার জাতির পক্ষে অধিকতর স্বাভাবিক—"

খৃষ্টীয় নাইট। আমি সে দেশীয় অথবা সে প্রকৃতির লোক নহি, আপনি যেমন বলিলেন, যাহা তাহারা কখন সম্পাদন করিতে সাহস করে না অথবা সম্পাদন করিবার ভার গ্রহণ করিয়া সম্পন্ন করিতে সক্ষম হয় না ; তবে সারাসেন ! আমি তাহাদের মত এইটুকু নির্ব্বোধের কার্য্য করিয়াছি যে, আমি যাহা সাধারণ সত্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা তোমার জ্ঞানবুদ্ধির অতীত, সুতরাং তোমার বিচারে আমি মিথ্যা গর্ব্বকারী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছি। থাক্, এখন ও সকল কথা ছাড়িয়া দিন।

ইত্যবসরে তাঁহারা উভয়ে পূর্ব্বোক্ত খর্জ্জুরকুঞ্জস্থ প্রস্রবণ সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে স্বল্পস্থায়ী সন্ধির বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। এই স্থানটি অনুর্ব্বর মরুমধ্যে রমণীয় হইলেও কল্পনার চক্ষে এত রমণীয় বলিয়া বিবেচিত হইত না এবং অপর স্থানে অবস্থিত হইলে হয় ত ততদূর দৃষ্টি আকর্ষণ করিত না। কিন্তু অসীম গগনপ্রান্তে একটি দাগের ন্যায় পরিদৃশ্যমান এবং শীতল-ছায়া বিতান ও প্রস্রবণাধার বলিয়া যেন একটি ক্ষুদ্র অমরাবতীর ন্যায় আদরণীয় ছিল ! প্যালেষ্টাইনের দুর্দ্দিন ঘটিবার পূর্ব্বে কোন মহানুভব বদান্য ব্যক্তি বায়ু-সঞ্চারিত ধূলিরাশি হইতে এই প্রস্রবণটিকে রক্ষা করিবার জন্য ইহার উদরে আবরণস্বরূপ একটি খিলান নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। খিলানটি যদিও এক্ষণে কালধর্ম্মে স্থানে স্থানে ভগ্ন ও প্রাচীন ধ্বংসস্তূপের ন্যায়, তথাপি ইহা আতপতাপ ও ধূলিরাশি নিবারণ করিয়া আতপতাপদগ্ধ ক্লান্ত পথিকদিগের পক্ষে এই স্থানটি শীতল ছায়াময় বিরাম স্থানোপযোগী করিতেছে। পূর্ব্বে তৃষাতুর পান্থগণ এই স্থানে বিরামান্তর দূর দূরান্তরে গমন করিত। এই কুঞ্জস্থ গুল্মতরুলতা এই প্রস্রবণবারি শোষণে পুষ্ট এবং ভূমিভাগও স্নিগ্ধ শ্যামল শষ্পাস্তরণে যেন একখানি সুকোমল মখমলের কার্পেটাবৃত বোধ হয়।

যোদ্ধৃদ্বয় এই রমণীয় স্থানে উপনীত হইয়া উভয়েই স্ব স্ব অশ্বদ্বয়কে তৃণভক্ষণ ও প্রস্রবণ বারি পানার্থ সজ্জামুক্ত করিয়া শ্যামল কোমল শষ্পাসনে উপবেশন পূর্ব্বক স্ব স্ব আহার্য্যদ্রব্য বাহির করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি সাধনে নিযুক্ত হইলেন। আহারের পূর্ব্বে উভয়ে

পরস্পরের প্রতি একবার সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষপাত করিলেন। উভয়ে উভয়ের বলপরীক্ষায় আগ্রহশীল এবং পরস্পরের চরিত্র-বিশ্লেষণেও তুল্যরূপে কৌতূহলোদ্দীপ্ত এবং উভয়েরই হৃদয়ে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল যে, একের হস্তে অপরের মৃত্যু হইলে তিনি এই আত্মপ্রসাদ লাভে মরিতে পারিবেন যে, যোগ্য ব্যক্তির হস্তে তাঁহার মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে।

বীরপুঙ্গবদ্বয়ের যেরূপ আকৃতিগত পার্থক্য, তাঁহাদের আহার সম্বন্ধীয় আচার-ব্যবহারেও তদ্রূপ তাঁহাদের জাতিগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হইল। খৃষ্টীয় বীরের দেহ সবল ও সুগঠিত; মস্তকের কেশ আপিঙ্গল দীর্ঘ ও কুঞ্চিত এবং আগ্রীবলম্বিত; আতপতাপ-বিদগ্ধ মুখখানিও পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করিয়াছে। লোচনদ্বয় আকর্ণবিস্তৃত ও নীলবর্ণ; সুদীর্ঘ ঘন গুম্ফে অধর ওষ্ঠ আবৃত; দশনপংক্তি মুক্তাফল সদৃশ শুভ্র; তাঁহার বয়ঃক্রম ত্রিংশ বৎসরের অধিক হইবে না, তাঁহার বাহুদ্বয় মাংসল, সুদৃঢ় ও আজানুলম্বিত। তাঁহার কথনভঙ্গী ও আকার-ইঙ্গিত সৈনিকজনোচিত কঠোরতা ও সরলতা পূর্ণ এবং তাঁহার কণ্ঠস্বর শ্রবণে বোধ হয় তিনি আদেশ পালন অপেক্ষা আদেশ করিতে অধিকতর অভ্যস্ত এবং আবশ্যক হইলে সকল সময়েই উচ্চকণ্ঠে ও একান্ত সাহসের সহিত স্বীয় মতামত দানে উদ্যত।

অপর পক্ষে সারাসেন আমীরের অঙ্গসৌষ্ঠব খৃষ্টীয় বীর হইতে সম্পূর্ণরূপে বিসদৃশ; তাঁহার দেহায়তন খৃষ্টীয় বীরের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ খর্ব্ব ও তাঁহার অবয়বের গঠন দর্শনে তাঁহাকে ততদূর বলবান্ ও শৌর্য্য-বীর্য্যশালী বলিয়া বোধ হয় না. তবে তাঁহার হস্ত পদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন-সৌষ্ঠব তাঁহার প্রতিপক্ষের ন্যায় ততদূর মাংসল না হইলেও স্থূলাস্থি বশতঃ তাঁহাকে শ্রমশীল ও ক্লেশসহিষ্ণু বলিয়া বোধ হয়। তাঁহারও মুখখানি আতপদগ্ধ সুতরাং পিঙ্গলবর্ণ ও ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত গুম্ফ বিরাজিত; লোচনদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ ও তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন। ইনি তরুণবয়স্ক যুবক এবং দেখিতে বেশ সুশ্রী।

উভয়েই ক্ষুন্নিবৃত্তি জন্য তাঁহাদের স্বল্প ও সামান্য আহারীয় বাহির করিলেন। সারাসেনের আহার্য্য তাঁহার মরুভূমিজাত মারবাবাসোচিত অভ্যাসানুরূপ খুৰ্জ্জুর ও যবপিষ্টক; ইহাতেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া অঞ্জলিপুটে প্রস্রবণের শীতল বারিমাত্র পানে তিনি পিপাসা শান্তি করিলেন। খৃষ্টীয় বীরের খাদ্য ঐরূপ সামান্য হইলেও উহা তাঁহার দেশীয় ও জাতীয় আচার ও ধর্ম্মানুমোদিত অর্থাৎ কিঞ্চিৎ পরিমাণে বিলাসিতার পরিচায়ক—বীরবর শুষ্ক শূকর মাংস—যাহা মুসলমানের পক্ষে ধর্ম্মবিরুদ্ধ, প্রধানতঃ তাহাই আহার করিয়া কটিবন্ধসংলগ্ন চর্ম্মনির্ম্মিত পানীয়াধার হইতে কিঞ্চিৎ মদিরাপানে তৃষ্ণাশান্তি করিলেন। সারাসেন আমীর নাইটের অপবিত্র শূকরমাংস ভক্ষণ ও মদিরা পান দর্শনে নাইটের প্রতি অবজ্ঞাসূচকভাবে তাঁহার ভক্ষ্য ও পানীয়ের নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন। তচ্ছ্রবণে নাইট প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—"নির্ব্বোধ সারাসেন! তুমি পরোক্ষভাবে ঈশ্বর-নিন্দা করিতেছ; কারণ, যাহারা অভিজ্ঞের ন্যায় ব্যবহার করিবে, আঙ্গুরের রস তাহাদের জন্য ঈশ্বর পানীয়রূপে সৃজন করিয়াছেন—ইহা ক্লান্তিহারক, রোগপ্রশমক এবং শোক-দুঃখনাশক, সুতরাং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের এই স্বাধীনভাবে উপভোগ্য অমূল্য দানের অপব্যবহার করে,সে পানদোষে দোষী হইলেও তোমার মদ্যপানে অনাসক্তির তুলনায় তোমাপেক্ষা অধিক নির্ব্বোধ নহে—"

নাইটের শ্লেষোক্তি শ্রবণে অন্তরে রোষবহ্নি প্রজ্বলিত হইলেও আমীর সে ভাবের অপলাপ করিয়া বলিলেন—"আমি দেখিতেছি, যে সকল অন্ধ, মসজিদের দ্বারে ভিক্ষালব্ধ-অন্নে জীবনধারণ করে, আপনি তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর অন্ধ। কারণ. আপনি গর্ব্বদৃপ্তভাবে যে স্বাধীনতার উল্লেখ করিলেন, সে, স্বাধীনতা মানবের প্রধান সুখের পক্ষে কি বিষম অন্তরায় নহে? কারণ, আপনারা বিবাহসূত্রে এক রমণীতেই আবদ্ধ থাকেন—তা সে রমণী সুস্থই হউক, আর রুগ্নাই হউক বা বন্ধ্যাই হউক বা সন্তানপ্রসবিনী হউক—সংসারের শান্তি বর্দ্ধন করুন বা অশান্তির আকর হউন—আমি ত এরূপ স্বাধীনতাকে দাসত্ব ভিন্ন আর কিছু বলিতে পারি না—কিন্তু দেখুন আমরা আপন ইচ্ছামত কত সুন্দরীকে গ্রহণ করিতে পারি।"

নাইট তদুত্তরে বলিলেন—"আপনার অঙ্গুরীর মধ্যমণিটি বিংশখণ্ডে বিভক্ত করিলে প্রতি খণ্ডের মূল্য কি ঐ মধ্যমণির মূল্যের তুল্য হইতে পারে? কিংবা খণ্ডসমষ্টির মূল্য ঐ মধ্যমণির মূল্যের এক দশমাংশ হইবে?"

আমীর। এক শতাংশও হইবে না।

নাইট। তবে দেখুন! একজন নাইট তাঁহার যে সুশীলা সুন্দরী প্রণয়িণীকে ভালবাসেন, সে ভালবাসা আপনার অঙ্গুরীর ঐ মধ্যমণির তুল্য আর আপনারা যে আপনাদের ক্রীতদাসী ও অৰ্দ্ধপরিণীতা প্রণয়িনীগণকে ভালবাসেন, সে ভালবাসা ঐ খণ্ডীকৃত মণিখণ্ডের তুল্য

আমীর। আপনার এ যুক্তি নিতান্ত বাতুলের প্রলাপবাণীর ন্যায়—কারণ, আমার অঙ্গুরীর মধ্যমণি এই মণিখণ্ডগুলি দ্বারা পরিবেষ্টিত না থাকিলে ইহার এত সৌন্দর্য্য থাকিত না—এই মধ্যমণি পুরুষ সম্পূর্ণ ও সুদৃঢ় এবং ইহার মূল্য ইহার নিজের উপরই নির্ভর করিতেছে, আর ইহার চতুর্দ্দিকস্থ মণিখণ্ডগুলি রমণী—পুরুষস্থলাভিষিক্ত মধ্যমণির বিকীর্ণ জ্যোতিতেই ইহারা জ্যোতিৰ্ম্ময়ী; এক কথায় বলিতে গেলে পুরুষের অনুগ্রহেই রমণীর সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্য, যেরূপ সূর্য্যকিরণেই উর্ম্মিমালা উজ্জ্বল প্রভায় দৃশ্যমান হইয়া থাকে।

নাইট। আমাদের রমণীগণের সৌন্দর্য্য আমাদের অসি ও বর্শাফলকের তীক্ষ্ণতা সম্পাদন করিয়া থাকে। প্রণয়িনীবিহীন নাইট আর নিস্তেজরশ্মি প্রদীপ উভয়ই সমান।

সারাসেন। আমার ঐ সকল রমণীকে দেখিতে ইচ্ছা করে, যাহাদের মোহিনীশক্তি এরূপ দুর্দ্ধর্য বীরপুঙ্গবগণকে কলের পুত্তলিকার ন্যায় করিয়া ফেলে।

নাইট। আপনি যদি আমার ও ব্রিটেনের সুন্দর ললনাদিগকে দর্শন করেন, তবে দেখিবেন যে, তাঁহাদের ঔজ্জ্বল্য আপনার সহস্র হীরকখানিকে অতিক্রম করে।

সারাসেন। আমি অন্তরের সহিত আপনার এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু ছাড়পত্র ব্যতীত আপনার জেরুজেলমের দিকে গমন করা নিতান্ত বিপদসঙ্কুল।

নাইট। আমার নিকট সালাদিনের স্বাক্ষরিত ও মোহরাঙ্কিত ছাড়পত্র আছে এই দেখুন।

ছাড়পত্রখানি দেখাইবামাত্র সারাসেন সম্মান ও ভক্তিসম্বলিতভাবে ছাড়পত্রখানিকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন—"আপনার নিকট ইজিপ্ট ও সীরিয়া দেশের প্রবল পরাক্রান্ত সুলতানের স্বাক্ষরিত ছাড়পত্র আছে, আপনি পূর্ব্বে উহা প্রদর্শন করেন নাই কেন?"

নাইট। আপনি একাকী আততায়ীর ন্যায় বর্শা উত্তোলন করিয়া আমাকে আক্রমণ করিলেন—যদি একদল সশস্ত্র সারাসেন আততায়ীর ন্যায় মিলিত ভাবে আক্রমণ করিত, তাহা হইলে হয় ত আত্মরক্ষার জন্য প্রদর্শন করিবার আবশ্যক হইত। যাহা হউক, আমি শুনিয়াছি, এ দেশের পথ ঘাটে সর্ব্বত্র দস্যুভয় সেরূপ বিপদে এই ছাড়পত্র বিশেষ উপকারে আসিবে। আপনি অদ্য সায়ংকাল যাপন জন্য কোন নিরাপদ স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারেন?

সারাসেন। আমার পিতার শিবির আপনার পক্ষে উৎকৃষ্ট নিরাপদ বিশ্রাম স্থান

নাইট। আমি অরণ্যবাসী সন্ন্যাসী এনগাডির থিওডোরিকের আশ্রমে ঈশ্বরোপাসনায় নিশা যাপন করিব সঙ্কল্প করিয়াছি।

সারাসেন। সে স্থান অতি দুর্গম, আমার সহিত চলুন, আমি আপনাকে নির্ব্বিঘ্নে সেই স্থানে পৌছিয়া দিব।

অতঃপর যোদ্ধৃদ্বয় স্ব স্ব অশ্বে আরোহণ করিয়া বালুকাপ্রান্তরের উপর দিয়া থিওডোরিকের পার্ব্বত্যারণ্য-সমাকুল আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সারাসেন আমী পথপ্রদর্শক। সায়াহ্ন সমীরণ মরুর ক্ষেত্রের উত্তাপ প্রশমন করিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতে লাগিল। পথিকদ্বয় কিয়ৎক্ষণ নীরবে বালুকাপ্রান্তর অতিক্রম করিয়া অদূরে প্রান্তরপ্রান্তে প্রাচীরাবর্ত্তের ন্যায় পর্ব্বতমালা দর্শন করিলেন।

সারাসেন নীরবতা ভঙ্গ করিয়া নাইটকে তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে নাইট বলিলেন—"ক্রুস যোদ্ধৃগণের নিকট আমি সুপ্ত শার্দ্দূল কেনেথ নামে পরিচিত"—তৎপরে সারাসেনকে বলিলেন—"আমি কি আপনার নাম ও আরবের কোন্ বংশে আপনার জন্ম, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারি?"

সারাসেন। সার কেনেথ! আমার নাম শির্কুয় কফ্, অর্থাৎ পার্ব্বত্য সিংহ এবং কুর্দ্দিস্থানের সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ সেলজুক বংশে আমার জন্ম।

নাইট। আমি শুনিয়াছি ইজিপ্ট ও সীরিয়া দেশের সুলতানও উক্ত সেলজুক বংশজাত।

সারাসেন। আমি সুলতানের নিকট একটি

সামান্য কীট মাত্র, তথাপি আমার দেশে আমার সামান্য নামেরও প্রভাব আছে—আচ্ছা! আপনি কতগুলি লোক লইয়া এই ক্রুস যুদ্ধে আসিয়াছেন?

নাইট। উৎকৃষ্ট বর্শাধারী তীরন্দাজ ও অনুচর সর্ব্বসমেত ষষ্টিসাঙ্খ্যক—তন্মধ্যে কয়েকজন আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে—কয়েকজন যুদ্ধে হত, কয়েক জন রোগে মৃত এবং অবশিষ্ট একটি মাত্র বিশ্বস্ত সহচর রুগ্নশয্যায় শায়িত।

সারাসেন। আমার তূণীরে ৫টি গলের পক্ষযুক্ত তীর আছে; আমার শিবিরে এক একটি তীর প্রেরণ করিবামাত্র এক এক সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সজ্জিত হইবে, অবশেষে এইধনুকটি প্রেরণ করিলে দশ সহস্র সৈন্য অভ্যুত্থিত হইবে; সুতরাং আমার অধীনে পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য প্রস্তুত আছে, অথচ আমি আমার দেশে সর্ব্বাপেক্ষা হীনবল, আর আপনি এই পঞ্চাশজন মাত্র সহচর লইয়া এই দেশ অধিকার করিতে আসিয়াছেন?

নাইট। আমার এই লৌহ দস্তানা একমুষ্টি তীমরুলকে অনায়াসে চাপিয়া মারিয়া ফেলিতে পারে—আপনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে আমার যে যুদ্ধকুঠারের বল পরীক্ষা করিয়াছেন, সে কুঠারখানির ভার ইংলণ্ডরাজ রিচার্ডের যুদ্ধকুঠারের সহিত তুলনায় একটি পালক মাত্র।

এইরূপে কথোপকথন করিতে করিতে তাঁহারা প্রান্তর অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতমূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে পার্ব্বত্য প্রদেশের সীমা। পার্ব্বত্য প্রদেশ অরণ্যসমাকুল—তন্মধ্যে সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্ম—বিশাল গহ্বর, হিংস্র শ্বাপদের ও তদপেক্ষা হিংস্র দস্যুতস্করের গুপ্ত আবাস স্থল। এই ভীষণ স্থানের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ভীষণতা দর্শনে সার কেনেথের মনে নানারূপ বিভীষিকার সঞ্চার হইল। তিনি ভাবিলেন নিশ্চয়ই এইরূপ স্থান প্রেত পিশাচের আশ্রয় স্থান, এই স্থানে এই খৃষ্টধর্ম্মদ্বেষী মুসলমান অপেক্ষা অনেক নগ্নপদ খৃষ্টান সন্ন্যাসী সহচররূপে থাকিলে ভাল হইত।

এ দিকে সারাসেনের হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া উঠিল। সারাসেন প্রাণ খুলিয়া নানারূপ অশ্লীল সঙ্গীত উচ্চারণ করিতে লাগিলেন; সে সঙ্গীত ধর্ম্মপ্রাণ খৃষ্টান নাইটের কর্ণকুহর যেন অপবিত্র করিতে লাগিল—তিনি আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া সারাসেনকে কহিলেন—"আপনার ওরূপ সঙ্গীত এ স্থান ও এ সময়ের পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য, আপনি আপনার দেশকাল পাত্রানুচিত সঙ্গীত পরিহার করিয়া ধর্ম্মচিন্তায় মনোনিবেশ করুন।"

সারাসেন।—সঙ্গীত স্বর্গভ্রষ্ট শিশির-বিন্দুর ন্যায় উত্তপ্ত মরুভূমে পথিকের পথ শীতল করে। এই বলিয়া সারাসেন পুনর্ব্বার এক পৈশাচিক গীত গাহিতে লাগিলেন। এই সময়ে সন্ধ্যার অস্ফুট অন্ধকার ক্রমে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া জগৎ অন্ধকারে ব্যাপ্ত করিল—এই অস্ফুট অন্ধকারে সার কেনেথ দেখিতে পাইলেন, যেন এক শীর্ণকায় দীর্ঘাকার মূর্ত্তি উন্নত পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর দিয়া দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে—এই মূর্ত্তি দর্শনে সার কেনেথের মনে নানা আতঙ্কের উদয় হইল—তিনি একবার ভাবিলেন, হয় ত বনদেবতা—নতুবা সারাসেনের অশ্লীল সঙ্গীতে কোন নারকীয় প্রেতমূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছে।

সারাসেনের গীত থামিবা মাত্র উক্ত ছাগচর্ম্মপরিধায়ী মূর্ত্তি লৌহমণ্ডিত সুদৃঢ় যষ্টিহস্তে আসিয়া সারাসেনের অশ্ববল্গা সবলে ধারণ করিয়া অপর হস্তে সারাসেনের কণ্ঠদেশ চাপিয়া ধরিল।

সারাসেন ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"নির্ব্বোধ হামাকো! আমার কণ্ঠদেশ ছাড়িয়া দাও, নতুবা আমার দাগ ছুরিকা ব্যবহার করিব।"

ছাগচর্ম্মাবৃত মূর্ত্তি—"ছুরিকা ব্যবহার করিবে?—সাধ্য থাকে কর"—এই বলিয়া সবলে সারাসেনের হস্ত হইতে ছুরিকা কাড়িয়া লইয়া তাহার মস্তকোপরি সঞ্চালন করিতে লাগিল।

শিয়রকফ সভয়ে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "সার কেনেথ! রক্ষা করুন হামাকো আমাকে হত্যা করিবে।"

নাইট সারাসেনকে ভয়াৰ্ত্ত দেখিয়া আততায়ীকে বলিলেন—"তুমি যেই হও না কেন" আমি এই সারাসেনের সহচররূপে উঁহাকে রক্ষা করিতে বাধ্য, সুতরাং তোমাকে বলিতেছি, উঁহাকে ছাড়িয়া দাও, নতুবা তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিব।"

ছাগচর্ম্মাবৃত মূর্ত্তি। একজন খৃষ্টধর্ম্মদ্বেষী মুসলমানের জন্য আপনি আপনার নিজ পবিত্র সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের সহিত যুদ্ধ করিবেন? আপনি কি এই মরুভূমে অর্দ্ধচন্দ্রের জন্য ক্রুসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

করিতে আসিয়াছেন ? ঈশ্বরের সৈনিক হইয়া সয়তানের স্তুতিগান শুনিতে চাহেন ?"— এইবলিয়া সারাসেনের কণ্ঠত্যাগ করিয়া তাহার ছুরিকা প্রত্যর্পণ করিল।

সারাসেন এইরূপে জীবনলাভ করিয়া সার কেনেথকে বলিলেন—"এই হাবাকোই সেই সন্ন্যাসী, যাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আপনি এখানে আসিয়াছেন।" ছাগচর্ম্মাবৃত মূর্ত্তি স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে আত্ম-পরিচয় দিয়া বলিলেন—"হাঁ, আমিই এনগাড্ডির থিয়োডোরি কমরুপর্য্যটক থিয়োডোরিক—ক্রুসযোদ্ধার বন্ধু এবং খৃষ্টদ্বেষীর মুদ্গর" এই বলিয়া এক লৌহমণ্ডিত স্থূল যষ্টি মস্তকোপরি সঞ্চালন করিতে লাগিল এবং এক আঘাতে এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড দ্বিখণ্ডিত করিয়া বলিল—"আমি এনগ্যাড্ডির থিয়োডোরিক এই মরুভূমির দীপক—এই সিংহ ও ব্যাঘ্র আমার সহচর হইবে—এবং আমার গিরিকন্দরে আশ্রয় পাইবে।"

সারাসেন নাইটকে "বলিলেন—উহার ইচ্ছা যে আমরা অদ্য রাত্রে উহার গুহাবাসে আতিথ্য গ্রহণ করি—আর অদ্য রাত্রে উহার আশ্রয় ব্যতীত আর আমাদের আশ্রয়ান্তর নাই, আপনি শার্দ্দুল আমি সিংহ, চলুন, উহার সঙ্গে গিয়া উহার আশ্রয়ে নিশা যাপন করি।"

সন্ন্যাসী থিওডোরিক দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল—নাইট ও সারাসেন তাঁহার অনুগামী হইয়া তাঁহার গুহাবাসে উপনীত হইলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাদের ভোজন ও শয়নের ব্যবস্থায় নিযুক্ত হইলেন।

এ দিকে সার কেনেথ সারাসেনের নিকট থিয়োডোরিকের পরিচয় সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হইলে সারাসেন বলিলেন—"থিয়োডোরিক একজন সাহসী ও বিক্রান্ত যোদ্ধা, এক্ষণে জীবনের অবশিষ্টাংশ এই পবিত্র স্থানে যাপন করিবার জন্যই এখানে অবস্থান করিতেছেন ; সালাদিনও তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।"

তাঁহাদের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় সন্ন্যাসী তাঁহাদের আহারাদির আয়োজন করিয়া আসিয়া তাঁহাদিগকে আহার করাইলেন। আহারান্তে তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ শয্যায় শয়ন করিয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

সার কেনেথ কতক্ষণ সুষুপ্ত থাকিয়া পথক্লেশ প্রশমন করিলেন, তাহা তিনি অনুভব করিতে পারিলেন না ; অবশেষে হঠাৎ নেত্রদ্বয় উন্মীলিত হইবামাত্র স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় দেখিলেন, সন্ন্যাসী থিয়োডোরিক একটি জ্বলন্ত রজতময় দীপহস্তে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

সন্ন্যাসী সার কেনেথকে জাগ্রত দর্শনে অনুচ্চস্বরে তাঁহাকে বলিলেন—"উঠ, নিরস্ত্র হইয়া নীরবে আমার অনুগমন কর।"

সার কেনেথ সন্ন্যাসীর অনুগমন করিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে গুহার এক প্রান্তস্থিত একটি কৃষ্ণবর্ণ অবগুণ্ঠন আনিতে আদেশ করিলেন। সার কেনেথ অবগুণ্ঠন আনিয়া দিলে সন্ন্যাসী উহাতে স্বীয় মুখমণ্ডল আবরিত করিয়া বলিলেন—"আমি তোমাকে বসুমতীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পত্তি দেখাইব. কিন্তু আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে, আমি তাহাতে দৃষ্টিপাত করিবার উপযুক্ত নহি। তুমি কি ইংলণ্ডেশ্বর রিচার্ডের নিকট হইতে আমার জন্য অভিবাদন আনিয়াছ ?"

কেনেথ। ইংলণ্ডেশ্বর অসুস্থ ছিলেন বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে কোন আদেশ প্রাপ্ত হই নাই।

সন্ন্যাসী। তোমার সাঙ্কেতিক শব্দ কি ?

কেনেথ। রাজাও ভিক্ষুকের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করেন।

"ঠিক, এইবার আমার সহিত এস, সারাসেন যেমন নিদ্রিত আছে, ঐরূপ নিদ্রিত থাকুক"—এই বলিয়া সন্ন্যাসী গুহামধ্যস্থ বেদীর পশ্চাতে যাইয়া একটি স্প্রীং টিপিবামাত্র একটি লৌহদ্বার নিঃশব্দে উন্মুক্ত হইয়া গেল এবং ভূগর্ভনিহিত একটি সঙ্কীর্ণ সোপানমার্গ দৃষ্টিগোচর হইল। সন্ন্যাসী কেনেথকে লইয়া সোপানদ্বারা অবতরণ করিয়া বলিলেন—"এই স্থান অতি পবিত্র, সুতরাং তোমার জুতা খুলিয়া ফেল।"

কেনেথ তৎক্ষণাৎ জুতা খুলিয়া নগ্নপদ হইলেন ; অতঃপর সন্ন্যাসীর আদেশে তিনি একটি দ্বারে তিনবার আঘাত করিবামাত্র দ্বার উন্মুক্ত হইয়া একটি গুহাকক্ষ প্রকাশিত হইল। এই গুহাকক্ষ সুগন্ধ তৈলপূর্ণ রজতময় প্রদীপের আলোকে উজ্জ্বলভাবে আলোকিত এবং সুবাসে আমোদিত। একপার্শ্বে

একটি বেদী রহিয়াছে। বেদীর পশ্চাতে স্বর্ণসূত্রের সুচারু শিল্পকার্য্য-শোভিত সুদৃশ্য রেশমী যবনিকা। সার কেনেথ এই বেদীর সম্মুখে নতজানু হইয়া উপাসনা করিবামাত্র সহসা যবনিকা অপসারিত হইয়া আর একটি রৌপ্য ও আবলুস কাষ্ঠের শিল্পশোভিত প্রকোষ্ঠ দৃষ্টিগোচর হইল এবং রমণীকণ্ঠের মিলিত উপাসনা গীতির মধুর স্বরলহরীতে প্রকোষ্ঠ প্রতিধ্বনিত হইল। ক্রমে এই স্বরলহরী যেন তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল; ক্রমে শোভাযাত্রার ন্যায় প্রথমে চারিটি বালক পুষ্পবর্ষণ করিতে করিতে মন্থর গমনে আগমন করিল, তৎপশ্চাৎ ছয়টি শুক্লবসনা ও কৃষ্ণবর্ণ অবগুণ্ঠনবতী রমণী এবং তৎপশ্চাৎ কতকগুলি অবগুণ্ঠনবিরহিতা শ্বেতাম্বরা রমণী—কাহার হস্তে জপমালা, কাহার হস্তে কুসুমস্তবক। তাহারা সকলেই মিলিত কণ্ঠে উপাসনা-গীতি গাহিতে গাহিতে সার কেনেথের নিকট দিয়া আসিয়া বেদীর চতুষ্পার্শ্বে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। মুসলমানেরা প্যালেষ্টাইন অধিকার করিবার পর হইতে ইহারা এইরূপে ভূগর্ভনিহিত গুপ্ত গিরিগুহাতলে গুপ্তভাবে ক্যাথলিক ধর্ম্মানুমোদিত ধর্ম্মারাধনা করিয়া থাকেন। মহিলাবৃন্দ যখন সার কেনেথের নিকট দিয়া ঐরূপে বেদী প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে ঐ দলস্থ একটি রমণীর হস্ত হইতে একটি গোলাপ-কোরক সার কেনেথের নগ্ন চরণে পতিত হইল; সার কেনেথ চমকিয়া উঠিলেন—কিন্তু তাঁহার হৃদয় তখন প্রগাঢ় ধর্ম্মভাবের উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত—সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ চিত্তচাঞ্চল্য সংযত করিয়া ফেলিলেন—কিন্তু দ্বিতীয় বার প্রদক্ষিণ ও তাঁহার চরণে পুনর্ব্বার আর একটি গোলাপ-মুকুল পতন - তৃতীয়বারও ঐরূপ প্রদক্ষিণ ও চরণোপরি গোলাপ মুকুল—এই হস্তে সার কেনেথ পূর্ব্বে চুম্বন করিয়াছেন—এই রমণীই তাঁহার প্রণয়িনী! তাঁহার এডিথ! —কিন্তু এ রমণী এই সুদূর অজ্ঞাত মরুপ্রদেশে কিরূপে আসিবে? এবং কিরূপেই বা এই ধর্ম্মনিরতা সন্ন্যাসিনী দলে মিলিত হইয়া এরূপ গুপ্তভাবে ধর্ম্মাচরণ করিবে?—এ কি সার কেনেথ জাগরণে জাগ্রত স্বপ্ন দেখিলেন—না মায়া, না কুহেলিকা—না ইন্দ্রজাল!—না দৃষ্টিভ্রম! অকস্মাৎ এ সোনার স্বপন ভাঙ্গিয়া গেল—মহিলাগণ প্রদক্ষিণ সমাপনান্তে অদৃশ্য হইলেন—আলোকও ঘোর আঁধারে পরিণত হইল—সার কেনেথ এই গাঢ় গভীর আঁধারে একা নতজানু হইয়া প্রহেলিকাচ্ছন্নভাবে উপবিষ্ট! অকস্মাৎ তীব্রস্বরে বংশীধ্বনি হইয়া ভূকক্ষ প্রতিধ্বনিত হইল, একটি দ্বার সেই সঙ্গে উদ্‌ঘাটিত হইয়া একটি অস্থিচর্ম্মাবৃত কঙ্কালমূর্ত্তি একহস্তে একটি আলোক ও অপরহস্তে সম্মার্জ্জনী লইয়া ধীরে ধীরে আবির্ভূত হইল, এই প্রেত-মূর্ত্তির পশ্চাতে ঐরূপ এক প্রেতিনীর আবির্ভাব! সার কেনেথ এই প্রেতদম্পতীর বীভৎস মূর্ত্তি দর্শনে যেন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে প্রেতমূর্ত্তিদ্বয় অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। সার কেনেথ তাহাদের এই বীভৎস অট্টহাস্যে বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে?" রমণীমূর্ত্তি বলিল—উনি বৃটেনাধিপতি "আর্থার" এবং আমি উঁহার প্রণয়িনী "গুইনেভ্রা।"

রমণীর বাক্য সমাপ্ত না হইতেই এক অশরীরিণী বাণী সহসা বলিয়া উঠিল, "নির্ব্বোধ আহাম্মকেরা! চুপ কর, এখান হইতে চলিয়া যাও" আদেশ শ্রবণ মাত্র প্রেতমূর্ত্তিদ্বয় হস্তস্থিত আলোক নিভাইয়া দিয়া এবং সার কেনেথকে ভূগর্ভনিহিত গাঢ় তিমিরে রাখিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। সার কেনেথও তাহাদের তিরোভাবে সুস্থ অনুভব করিলেন। এই ঘটনার কয়েক মুহূর্ত্ত পরে ঐ কক্ষের চৌকাঠে স্থাপিত একটি আলোকে কক্ষ আলোকিত হইয়া উঠিল এবং পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসী সার কেনেথের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন—"যাও বৎস! তোমার শয্যায় গিয়া শয়ন কর।" তদনুসারে সার কেনেথ যাইয়া শয্যায় শয়ন করিলেন, দেখিলেন, মুসলমান আমীর তখনও গাঢ় নিদ্রিত।

চতুর্থ অধ্যায়

এইবার জর্ডানের পার্ব্বত্য বনভূমি হইতে ইংলণ্ডের রিচার্ডের শিবিরে দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইবে। ইংলণ্ডেশ্বর রিচার্ড এক্ষণে জিন-ডি-একার ও এস্কালনের মধ্যে ক্রুসেড-যাত্রী সৈন্যদল সহ অবস্থিতি করিতেছেন; তিনি এই সৈন্যদল সহ জেরুসেলমে ক্রুসেড যাত্রা করিতেন, কিন্তু ক্রুসেড-যাত্রী খৃষ্টান নৃপতিগণের মধ্যে পরস্পর ঈর্ষ্যানল প্রজ্জ্বলিত হওয়ায় প্রস্তাবিত ক্রুসেড যাত্রার বিষম অন্তরায় উপস্থিত

হইল। এই সূত্রে ক্রুসেড যাত্রিগণেরও সংখ্যা দিন দিন হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। তাহার উপর আবার দিবাভাগে মরুক্ষেত্রের উত্তপ্ত কৃশাণুকণিকাসদৃশ বালুকাকণাপূর্ণ মরুঝঞ্ঝা এবং নীলাকাশে নৈশনীহারপাতে ক্রুসেড যোদ্ধৃবর্গ ব্যাধির করালগ্রাসে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। আবার ওদিকে সালাদিনের প্রবল পরাক্রান্ত সারাসেন সৈন্যগণের অৰ্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চন্দ্রহাস হতাবশিষ্ট ক্রস যোদ্ধৃগণের উচ্ছেদসাধনে তৎপর হইয়া উঠিল। অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুর প্রকোপে ইংলণ্ডেশ্বর রিচার্ডও প্রবল জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। সুতরাং সালাদিনের সহিত ৩০ দিনের জন্য সন্ধি স্থাপিত হইল। এই সন্ধিকাল নূতন সৈন্যসংগ্রহের ব্যবস্থা, হতাবশিষ্ট সৈন্যগণের হৃদয়ে সাহস ও উৎসাহ বৰ্দ্ধন এবং তাহাদিগকে নববলে প্রণোদিত করার পরিবর্ত্তে তাহাদের শিবিরগুলি পরিখা ও স্তূতির বেষ্টনী দ্বারা সুরক্ষিত করিয়া যেন আত্মরক্ষার আয়োজনে অতিবাহিত হইতে দেখিয়া রুগ্নশয্যাশায়িত ইংলণ্ডেশ্বর যেন পিঞ্জরাবদ্ধ ও রুদ্ধবীর্য্য সিংহের ন্যায় ক্রোধে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তাঁহার অনুচরবর্গের মধ্যে জিলসলাণ্ডের ব্যারণ টমাস-ডি-মুলটন ভিন্ন আর কেহই তাঁহার সমক্ষে যাইতে সাহসী হইত না সুতরাং ব্যারণই ঔষধপথ্যদানে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

ইংলণ্ডেশ্বর ব্যারণকে জিজ্ঞাসা করিলেন- "তবে সার টমাস্! বাহিরের কোন শুভ সংবাদ নাই ?—দেখুন, আমাদের যোদ্ধৃগণ যেন রমণীর ন্যায় নির্জীব হইয়া পড়িয়াছে—তাহাদের আর বলবীর্য্য সাহস উৎসাহ কিছুই নাই, আর সেই বাধাবাহুর একটি স্ফুলিঙ্গ মাত্রও তাহাদের হৃদয়ে জিগীষাবহ্নি প্রজ্বলিত করিতেছে না।"

ব্যারণ শুনিয়া বলিলেন—"এক্ষণে সন্ধির কাল, সুতরাং যোদ্ধৃগণ সামরিক ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট, আর রমণীগণের কথা যদি বলেন, আমার সে সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা নাই; তবে আমি এইমাত্র অবগত আছি যে, আমাদের বিখ্যাত সুন্দরীগণ রাজ্ঞীর সহিত আপনার রোগমুক্তির কামনায় এনগাডির মঠে তীর্থযাত্রায় আসিয়াছেন।

রিচার্ড। কি? রাজকুমারী ও রাজপরিবারের মহিলাগণ এই বিপদসঙ্কুল স্থানে আসিয়া ইচ্ছাপূৰ্ব্বক বিপদের সম্মুখীন হইবে, যেখানে সারাসেন কুক্কুরগণের পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস নাই এবং ঈশ্বরেও বিশ্বাসহীন।

ব্যারণ। সালাদিনের বাক্যই তাহাদের নিরাপদ সূচনা করিতেছে।

রিচার্ড। আমার কর্ণে যেন দূরবর্ত্তী তূর্য্যধ্বনি আসিতেছে।

ব্যারণ। বোধ হয়, ফ্রান্সপতি ফিলিপের সৈন্যগণের তূর্য্যধ্বনি!

রিচার্ড। না, না, আপনি কি অস্ত্রশস্ত্রের ঝঞ্ঝনা শুনিতে পাইতেছেন না? তুর্কীরা শিবিরে যুদ্ধধ্বনি করিতেছে। যাহা হৌক, আপনি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়া আমাকে সঠিক সংবাদ প্রদান করুন।

আদেশমাত্র ব্যারণ চেম্বারলেন ও অন্যান্য ভৃত্যগণের উপর রিচার্ডের পরিচর্য্যার ভারাপণ করিয়া রিচার্ডের শিবির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ব্যারণ শিবির হইতে কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন, পূৰ্ব্বোক্ত বাদ্যধ্বনি শিবির শ্রেণীর মধ্যস্থ সারাসেনদিগের জনতা হইতে আসিতেছে—অথচ এ জনতা শ্বেত উষ্ণীষযুক্ত দীর্ঘ বর্শাধারী সারাসেন ও খ্রীষ্টীয়যোদ্ধৃগণের মিশ্রিত জনতা এবং তন্মধ্যে ক্রমেলকগণও তাহাদের উন্নত গ্রীবা উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

ব্যারণ এইরূপ অভাবিত ও অপ্রীতিকর দৃশ্যে বিরক্ত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া এই রহস্যোদ্ভেদ করিবার জন্য চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সার কেনেথ অকস্মাৎ তাঁহার সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—"আপনার নিকট আমার কিছু বক্তব্য আছে।"

ব্যারণ। কি বক্তব্য সংক্ষেপে ব্যক্ত করুন—আমি ইংলণ্ডরাজের কোন বিশেষ কার্য্যসাধনে ব্যাপৃত আছি।

সার কেনেথ। আমিও তাঁহার স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ব্যগ্র হইয়াছি।

ব্যারণ। আপনি বোধ হয় চিকিৎসক নহেন।

সার কেনেথ। আমি একবার ইংলণ্ডরাজের সহিত সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করি; কারণ, আমি একজন সুচিকিৎসককে আনিয়াছি, তিনি ইংলণ্ডরাজকে ব্যাধিমুক্ত করিতে চাহেন।

ব্যারণ। মুর * চিকিৎসক! সে যে ঔষধের পরিবর্ত্তে বিষ প্রয়োগ করিবে না, এ সম্বন্ধে সন্তোষ-জনক ব্যাপার কি?

সার কেনেথ। প্রমাণ! সালাদিন তাঁহার নিজ পারিবারিক হাকিমকে নানাবিধ ফল ও পথ্যাদি সহ ইংলণ্ডরাজের চিকিৎসার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। অনেকগুলি উষ্ট্র ঐ সকল উপহার দ্রব্য বহন করিয়া আনিয়াছে। আপনি ইংলণ্ডরাজের গুপ্তসভার সদস্য, সুতরাং মুর চিকিৎসকের যথাযোগ্য অভ্যর্থনার আদেশ করুন।

ব্যারণ। সালাদিনের মনে যে মন্দ অভিসন্ধি নাই, সে সম্বন্ধে প্রতিভূ হইবে কে? সদুদ্দেশ্যের ব্যপদেশে হয় তো প্রবল শত্রু নিপাত করাই তাহার অভিপ্রায় হইতে পারে।

সার কেনেথ। সে সম্বন্ধে আমি স্বয়ং প্রতিভূ হইতে পারি।

ব্যারণ। অতি অদ্ভুত! স্কট ফকির প্রতিভূ? আপনি এ সব ব্যাপারে লিপ্ত হইলেন কিরূপে?

সার কেনেথ। আমি তীর্থযাত্রা উপলক্ষে অনুপস্থিত ছিলাম এবং সেই সময়ে এনগাডিডর মঠে আমাকে কোন সংবাদ লইয়া যাইতে হইয়াছিল, সেই সূত্রে—

ব্যারণ। কি জানেন, আমার আদেশ ব্যতীত কোন চিকিৎসকেরই ইংলণ্ডরাজ রিচার্ডের রুগ্নশয্যা-পার্শ্বে যাইবার অধিকার নাই, বিশেষতঃ এইরূপ শত্রুপক্ষীয় অজ্ঞাত চিকিৎসকের অজ্ঞাত ঔষধপ্রয়োগ বিশেষ আপত্তিজনক, কারণ, এ দেশে বিষপ্রয়োগের ব্যবস্থা বিশেষরূপে প্রচলিত।

সার কেনেথ। তাহা হইলেও এস্থলে সন্দিহান হইবার কোন কারণ নাই; কারণ আমার জনৈক বিশ্বস্ত ও অনুগত সহচর এদেশীয় জ্বরে আক্রান্ত হইয়া ঐ মুর চিকিৎসকের চিকিৎসায় বেশ সুষুপ্তি ভোগ করিতেছে।

ব্যারণ। তবে আমি কি একবার আপনার সেই পীড়িত সহচরকে দেখিতে পারি?

সার কেনেথ। সে ত অতীব আহ্লাদের বিষয়, তবে আপনি জানিবেন যে, স্কটলণ্ডের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ও যোদ্ধৃবর্গ বিলাসপ্রিয় নহেন—তাঁহারা উপাদেয় দ্রব্য আহারে বিমুখ এবং সুকোমল শয্যায়ও বীত-স্পৃহ—আমার আবাস অতি সামান্যজনোচিত—সুতরাং আপনার তৃপ্তিকর হইবে না! যাহা হউক, তবে আমার সহিত আসুন।" এই বলিয়া সার কেনেথ ব্যারণকে তাঁহার আবাসে লইয়া গেলেন। সার কেনেথের আবাসস্থান এরূপ প্রশস্ত যে, ত্রিংশ সংখ্যক শিবির সন্নিবেশিত হইতে পারে। সেই স্থানে বৃক্ষশাখা ও তালপত্রের ছাউনীযুক্ত কতকগুলি পর্ণকুটীর অবস্থিত। সার কেনেথের আবাসকুটীর ঠিক কেন্দ্রস্থলে বিরাজমান এবং একটি বর্শাদণ্ডে সংলগ্ন পতাকা দ্বারা চিহ্নিত। ব্যারণ সার কেনেথের সহিত কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কুটীরের দুই পার্শ্বে দুইটি পর্ণশয্যা কৃষ্ণসারচর্ম্মের আস্তরণে আবৃত। একটি শয্যায় সার কেনেথের পূর্ব্বোক্ত সহচর রোগী নিদ্রিত। কুটীরের বহির্ভাগে একটি বালক চুল্লীতে যবের রুটী সেঁকিতেছে এবং একটি সুদৃশ্য শিকারী কুকুর তৎপার্শ্বে শয়ন করিয়া কুটীর দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। সার কেনেথ কুটীরদ্বারে উপনীত হইবামাত্র প্রভুভক্ত কুকুরটি লাঙ্গুল-সঞ্চালন ও মস্তক অবনত করিয়া অস্ফুট স্বরে প্রভুর সম্বর্দ্ধনা করিল। কুটীরাভ্যন্তরে রুগ্নশয্যাপার্শ্বে জনৈক আবক্ষলম্বিতশ্মশ্রু ব্যক্তি অজীনাসনে উপবিষ্ট—ইনিই পূর্ব্বোক্ত মুর চিকিৎসক!

সার কেনেথ ব্যারণকে বলিলেন "এই যুবক গত ছয় দিন বিনিদ্রভাবে রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া ইঁহারই ঔষধ সেবনে সুষুপ্তি ভোগ করিতেছে।

মুর চিকিৎসক রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"আপনারা এক্ষণে কথাবার্ত্তা বা গোলমাল করিয়া উহার নিদ্রাভঙ্গ করিলে উহার স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অনিষ্ট হইবে।"

তচ্ছ্রবণে ব্যারণ ও সার কেনেথ কুটীরের বহির্দ্দেশে গমন করিলেন এবং ব্যারণ সার কেনেথের নিকট বিদায়গ্রহণ কালে বলিয়া গেলেন—"সন্ধ্যাকালে আমি পুনরায় আসিয়া চিকিৎসকের সহিত কথোপকথন করিব।"

---

* আফ্রিকার অন্তর্গত মরক্কো দেশীয় লোকদিগকে "মুর" কহে।

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যারণ টমাস-ডি-ভক্স ইংলণ্ডরাজের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পূর্ব্ব অধ্যায়ে লিখিত ঘটনাগুলি আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলে রিচার্ড বলিলেন—"আমরা সার কেনেথকে দেখিয়াছি এবং তাঁহার বীরত্ব-গৌরবও দর্শন করিয়াছি—আর আপনি যে মুর চিকিৎসকের কথা বলিলেন, তাহার সহিত কি সার কেনেথের মরুভূমিতে সাক্ষাৎ হইয়াছিল?"

ব্যারণ। না, সার কেনেথ এনগ্যাড্ডির মঠধারীর নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন।

রিচার্ড শুনিয়া চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"কাহা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিল এবং কি জন্য? যখন আমাদের রাজ্ঞী আমার রোগশান্তির কামনায় তথায় তীর্থদর্শন জন্য উপস্থিত রহিয়াছেন, তখন কাহার এত সাহস যে কেহ তাহাকে সেইস্থানে প্রেরণ করে?"

ব্যারণ। ক্রুসেড কাউন্সিল কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন।

রিচার্ড। বেশ, বেশ, তবে এই স্কটসদূত এনগ্যাড্ডির গিরিকন্দরে এই ভবঘুরে চিকিৎসকের সহিত পরিচিত হইল?

ব্যারণ। না, বোধ হয় তাহা নয়—এনগ্যাড্ডির নিকটে এক সারাসেন আমীরের সহিত এই স্কটের সাক্ষাৎ ও সংঘর্ষ হয়, সেই আমীরই স্কটকে সঙ্গে লইয়া এনগ্যাড্ডির আশ্রমে পৌছাইয়া দিয়াছেন, আর ঐ সারাসেন আপনার পীড়ার সংবাদ পাইয়া সালাদিনকে অনুরোধ করিয়া সালাদিনকে দিয়া তাঁহার নিজ পারিবারিক চিকিৎসককে ঐ আশ্রমে পাঠাইয়া দিয়া থাকিবে। চিকিৎসক ঐ স্কটিস ভদ্রলোকের এক ভৃত্যের চিকিৎসা করিতেছে।

রিচার্ড। তবে আপনি এখনি চলিয়া গিয়া দেখিয়া আসুন, তাহার চিকিৎসায় কিরূপ ফল হইয়াছে—চারিদিকে এত বাদ্যধ্বনি—সামরিক আড়ম্বর ও আয়োজন! আর আমি নিশ্চেষ্টভাবে শয্যাশায়ী হইয়া থাকিতে পারিতেছি না—হয় তাহার ঔষধ সেবনে আমি আরোগ্য লাভ করি নতুবা আমার মৃত্যু হোক।

রিচার্ডের আদেশে ব্যারণ চলিয়া যাইলেন; পথে টায়ারের আর্ক বিসপের * সহিত সাক্ষাৎ হইল, তিনি তাঁহাকে রিচার্ডের পীড়া ও সালাদিন-প্রেরিত চিকিৎসক সম্বন্ধীয় তাবৎ বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া তাঁহার সহিত সার কেনেথের কুটীরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। চিকিৎসক তখনও পূর্ব্ববৎ রোগীর পার্শ্বে উপবিষ্ট ও রোগীর নাড়ীপরীক্ষায় ব্যাপৃত। সার কেনেথ তখন শিবিরে ছিলেন না এডনবেকের সুচিকিৎসায় রোগী সুস্থতালাভ করিয়া বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"প্রভু কোথা?"

ব্যারণ বলিলেন—"তোমার প্রভু শিবিরে আসিয়াছেন, শীঘ্রই তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।" তৎপরে তিনি বিসপকে বলিলেন—"রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে, আমি ইহাকে ইংলণ্ডরাজের নিকট লইয়া যাইব কিন্তু সার কেনেথ এখন কোথা?"

পূর্ব্বোক্ত বালক পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া আসিয়া বলিল—"একজন সৈনিক পুরুষ আসিয়া সার কেনেথকে ইংলণ্ডরাজের শিবিরে লইয়া গিয়াছে।"

এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র বিসপ ব্যারণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন। ব্যারণও এডনবেককে রিচার্ডের নিকট লইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

—*—

এ দিকে ব্যারণ ইংলণ্ডরাজ রিচার্ডের শিবির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার অব্যবহিত পরেই ইংলণ্ডরাজ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ চিত্তের অস্থিরতা ও জ্বরের প্রকোপাতিশয্য বশতঃ মানসিক উত্তেজনার ফলে ব্যারণের প্রত্যাগমন জন্য সাতিশয় ব্যগ্রভাবাপন্ন হইয়া পড়িলেন; অবশেষে সূর্য্যাস্তের প্রায় দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে মুর চিকিৎসকের চিকিৎসার ফল অবগত হইবার জন্য সার কেনেথকে ডাকিয়া পাঠাইছেন।

এইরূপে আহূত হইয়া সার কেনেথ ইংলণ্ডরাজের সম্মুখে উপনীত হইলে ইংলণ্ডরাজ একদৃষ্টে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার নাম কি শাদ্দূলকেতন কেনেথ? আপনি

* প্রধান ধর্ম্মযাজক।

কাহার নিকট হইতে নাইট পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন? আপনাকে যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষরূপ সাহস প্রদর্শন করিতে দেখিয়াছি।

সার কেনেথ। আমি স্কটলণ্ডরাজ উইলিয়াম কর্ত্তৃক নাইটপদে অভিষিক্ত হইয়াছি এবং আমারই নাম কেনেথ।

রিচার্ড। বেশ, সার কেনেথ! আমি এক্ষণে জানিতে ইচ্ছা করি, কি জন্য এবং কাহার আদেশে আপনি মরুসাগরের সন্নিহিত বনপ্রদেশে এবং এনগাণ্ডিড়িতে সম্প্রতি গমন করিতেছিলেন?

সার কেনেথ। আমি ক্রুসেড সমর সভা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলাম, আমি একজন ক্রুসযোদ্ধা এবং এক্ষণে আপনার পতাকানুবর্ত্তী কিন্তু যখন খৃষ্টধর্ম্মের পবিত্র চিহ্ন ধারণ করিয়া ও সেই পবিত্র কবর উদ্ধারকল্পে বদ্ধপরিকর হইয়া এই ব্রতপালনে নিরত ক্রুসযোদ্ধৃ সম্প্রদায়ে যোগদান করিয়াছি, তখন আমি সেই সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের আদেশপালনে বাধ্য।

রিচার্ড। আপনার গমনের উদ্দেশ্য কি?

কেনেথ। এনগাডির সন্ন্যাসীর মধ্যস্থতায় সালাদিনের নিকট সন্ধির প্রস্তাব ক্রুসযোদ্ধৃগণের প্যালেষ্টাইন হইতে প্রত্যাগমনের প্রস্তাব, এই উভয় প্রস্তাবের জন্যই আমি তথায় গিয়াছিলাম।

রিচার্ড। তবে আপনি সেখানে ইংলণ্ডেশ্বরী বেরেঙ্গারিয়া ও অন্যান্য রাজপুরমহিলাদিগকে দর্শন করিয়াছেন! তাঁহারা তীর্থ দর্শনোদ্দেশ্যে তথায় গিয়াছেন।

সার কেনেথ। এনগাডির সন্ন্যাসী আমাকে ভূগর্ভনিহিত একটি উপাসনা-মন্দিরে লইয়া গেলেন, আমি তথায় যাইয়া কয়েকটি অবগুণ্ঠনবতী রমণীকে স্তোত্রপাঠে ও ধর্ম্মাচরণে নিযুক্ত দেখিলাম কিন্তু ইংলণ্ডেশ্বরী সেই রমণীগুলিতে ছিলেন কি না, তাহা জানি না।

রিচার্ড। তন্মধ্যে আপনার পরিচিত কোন রমণীকে দেখিয়াছিলেন?

কেনেথ। সেরূপ অনুমান হয় বটে।

রিচার্ড। দেখুন, চাঁদের সহিত প্রেম করিতে যাইয়া ছাদের আলিসা হইতে লাফাইয়া পড়া নিতান্ত বাতুলের কার্য্য—এমন কি তাহাতে নিজের জীবন নাশ হয়। ইত্যবসরে অদূরে কিঞ্চিৎ কোলাহলধ্বনি শুনিয়া রিচার্ড বলিলেন, "ব্যারণ আসিয়াছেন—ব্যারণ-ডি-ভক্স ও মুর চিকিৎসককে আমার নিকট আসিতে দাও সার কেনেথ, আপনি এখন প্রস্থান করুন।"

সার কেনেথ প্রস্থান করিলেন। চেম্বারলেন আসিয়া সংবাদ দিলেন, ক্রুসেড সভা হইতে প্রতিনিধিরূপে নাইট টেম্পলার্স দলের দলপতি ও মারকুইস আপনাকে দেখিতে আসিয়াছেন। রিচার্ড তাঁহাদিগকে সম্মুখে লইয়া আসিবার জন্য চেম্বারলেনকে আদেশ করিলেন। তদনুসারে গ্রাণ্ড মাষ্টার ও মারকুইস রিচার্ডের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বলিলেন—"ক্রুসেড সভা আপনাকে দেখিবার জন্য আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন।" ইত্যবসরে ব্যারণ ডি-ভক্স, সার কেনেথ ও পূর্ব্বোক্ত মুর চিকিৎসককে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গ্র্যাণ্ড মাষ্টার পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন যে রিচার্ড মুর চিকিৎসক কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, সুতরাং চিকিৎসককে দেখিবামাত্র তাহাকে বলিলেন—"দেখ হাকিম! তুমি ইংলণ্ডেশ্বর রিচার্ডের চিকিৎসায় হস্ত প্রসারণ করিতেছ, কিন্তু জানিও, তোমার চিকিৎসায় যদি তাঁহার মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে তোমারও মৃত্যু অনিবার্য্য।"

তদুত্তরে মুর চিকিৎসক কহিলেন—"আমি সুলতান সালাদিনের আদেশে খৃষ্টান নৃপতির চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিয়াছি—যদি উঁহাকে রোগমুক্ত করিতে না পারি, আপনারা আমার শিরশ্ছেদ করিবেন।" এইরূপ কথোপকথনের পর ব্যারণ মুর চিকিৎসককে রিচার্ডের শয্যাপার্শ্বে লইয়া গেলেন। ইংলণ্ডরাজ চিকিৎসককে দর্শনমাত্র বলিলেন—"হাকিম মহাশয় তৎপর কার্য্য আরম্ভ করুন।" হাকিম তৎক্ষণাৎ রিচার্ডের নাড়ী পরীক্ষা করিলেন এবং একটি পাত্রে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া রিচার্ডকে পান করিতে দিলেন। রিচার্ডও পক্ষান্তরে হাকিমের নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"না, না কোন সন্দেহের কারণ নাই—হাকিমের নাড়ী বেশ ধীরে ধীরে বহিতেছে—তাঁহার মনে কোন দুরভিসন্ধির উত্তেজনা নাই—যাহারা নরহত্যার জন্য বিষ প্রয়োগ করে, বিষ প্রয়োগ কালে তাহাদের নাড়ীর প্রবল ভাবে ঘন ঘন স্পন্দন হয়।" এইরূপ বলিতে বলিতে রিচার্ড ধীরে ধীরে শয্যায় উপবেশন করিলেন এবং এক নিঃশ্বাসে ঔষধপাত্রটি নিঃশেষ করিয়া হাকিমের হস্তে শূন্যপাত্র প্রত্যর্পণ

করিলেন। তখন সকলে হাকিমের পরামর্শে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে রিচার্ড ঔষধের সুষুপ্তি-সঞ্চারিণী শক্তিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

সপ্তম অধ্যায়

—*—

লিওপোল্ড অষ্ট্রীয়ার গ্র্যাণ্ড ডিউক। ক্রুসেড সমাপনান্তে ইংলণ্ডেশ্বর রিচার্ড যখন একাকী ছদ্মবেশে অষ্ট্রীয়ার মধ্য দিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, লিওপোল্ড তখন তাঁহাকে আপন রাজ্যমধ্যে একাকী ও অসহায়ভাবে পাইয়া বন্দী করিয়াছিলেন। এই নীচত্বপূর্ণ বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁহার নাম ইতিহাসে চিরকালের জন্ম কলঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। লিওপোল্ড যখন প্রথমতঃ ক্রুসেডে যোগদান করেন, তখন ইংলণ্ডরাজ রিচার্ডের সহিত সখ্যভাব স্থাপনই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু তাঁহার সাতিশয় পানশৌণ্ডতাবশতঃ রিচার্ড তাঁহাকে আন্তরিক ঘৃণা করিতেন সুতরাং তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে সখ্যভাবের পরিবর্ত্তে বিদ্বেষভাব ও মনোমালিন্যের সঞ্চার হইয়াছিল। ফ্রান্সরাজ ফিলিপও এই সুযোগে তাঁহাদের বিদ্বেষানল প্রবলভাবে প্রজ্জলিত করিয়া রিচার্ডের দলের শক্তি খর্ব্ব ও নিজ দলের শক্তিবর্দ্ধন করিতে প্রয়াস পাইলেন।

একদিবস লিওপোল্ডের শিবিরে মহোল্লাসে সুরাপান চলিতেছে। মারকুইস-অফ-মণ্টসিরাট প্রভৃতি কয়েকজন নাইট, গায়ক প্রভৃতি সমাগত। একজন চাটুকার বলিয়া উঠিল, "আমাদের ডিউক যেমন প্রবল পরাক্রান্ত, তাঁহার পতাকাও সেইরূপ পক্ষিরাজ উৎক্রোশাঙ্কিত—একমাত্র উৎক্রোশই সমগ্র পক্ষীজাতির মধ্যে প্রায় সূর্য্যের নিকটে উড্ডয়ন করিতে পারে।"

মারকুইস কথাচ্ছলে বলিল—"সিংহ উৎক্রোশ অপেক্ষা অনেক উচ্চে লম্ফ দিয়াছে।"

একজন চাটুকার। সিংহের কি পক্ষ আছে যে, উৎক্রোশ অপেক্ষা ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে?

মারকুইস। আমি ইংলণ্ডের সিংহ চিহ্নিত পতাকার কথা বলিতেছি, দেখুন না কেন, ইংলণ্ডীয় পতাকা আমাদের শিবিরের কেন্দ্রস্থলে অপ্রতিহতভাবে উড্ডীয়মান হইতেছে—যেন সমগ্র খ্রীষ্টীয় ক্রুসেড সম্প্রদায় এই পতাকার অধীন।

ক্রোধে আর্চ্চ ডিউকের গণ্ডদেশ আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি রোষপরুষ-কষায়িত নয়নে মারকুইসকে বলিলেন,—"আপনি ধীরভাবে এ অবমাননা সহ্য করিয়া আবার ই গুরুতর বিষয় লইয়া আমোদ করিতেছেন?"

মারকুইস। যে বিষয় প্রবল পরাক্রান্ত ফ্রান্সরাজ ফিলিপ ও সর্ব্বশক্তিমান আপনি নির্ব্বিবাদে ও অবাধে সহ্য করিতেছেন—তাহাতে আমার ন্যায় অকিঞ্চনের আপত্তি উত্থাপন করিয়া ফল কি? আপনি যে অসম্মান অকাতরে সহ্য করিবেন, আমার তাহা লজ্জার কারণ হইতে পারে না।

লিওপোল্ড সক্রোধে আসন হইতে উত্থিত হইয়া বলিলেন—"আমার পতাকাই সর্ব্বোচ্চ স্থানে উড্ডীয়মান হইবে। আপনারা সকলে আমার সহিত আগমন করুন"—ই বলিয়া বেগে ধাবিত হইয়া তিনি শিবির-সন্নিহিত পতাকাদণ্ড সবলে ধারণ করিলেন। তদ্দর্শনে তাঁহার পক্ষীয় কোন নাইট তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, দেখুন, সিংহের দন্ত আছে; সিংহ ধরাতলস্থ সকল পশুরই রাজা, সুতরাং সিংহের অনাদর করিবেন না।"

লিওপোল্ড তদুত্তরে বলিলেন—"ঈগলও পক্ষীজাতির রাজা—পক্ষী জাতি বিশেষতঃ উৎক্রোশ সর্ব্বোচ্চ শূন্যমার্গে উড্ডীন হয়—সুতরাং আমার ঈগল চিহ্নিত পতাকা সর্ব্বোপরি উড্ডীন হইবে।"

কজন নাইট ডিউকের ক্রোধ প্রশমনার্থ বলিলেন—"তবে সিংহ ও উৎক্রোশ উভয়েই স্ব স্ব জাতীয় প্রাণিজগতের রাজা তখন উভয়ই শান্তভাবে পরস্পরের পার্শ্বদেশে সংস্থাপিত হউক।"

এ দিকে মুর চিকিৎসকের ঔষধ সেবনে ইংলণ্ডরাজ রিচার্ড সুস্থ হইয়া উঠিয়া চিকিৎসককে বহুমূল্য পুরস্কার প্রদানে উদ্যত হইলে চিকিৎসক সসম্মানে ও শিষ্টাচার-সম্বলিতভাবে পুরস্কার গ্রহণে অসম্মতি প্রদর্শন করিলেন।

ইত্যবসরে বাদ্যধ্বনি ও জনকোলাহল রিচার্ডের কর্ণগোচর হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, অকস্মাৎ এরূপ কোলাহল কি জন্য?"

ডি ভক্স বলিলেন—"আর্চ্চ ডিউক লিওপোল্ড সদলে শিবির-মধ্য দিয়া যাত্রা করিয়া সেণ্টজর্জমাউণ্ট

হইতে ইংলণ্ডের পতাকা উৎপাটিত করিয়া সেই স্থানে নিজ পতাকা সংস্থাপন করিতেছেন।"

এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র রিচার্ড তড়িদ্‌বেগে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া ক্ষিপ্রভাবে অসিমাত্র গ্রহণপূর্ব্বক এক লম্ফে শিবির হইতে বহির্গমন-পথে উপস্থিত হইলেন এবং লর্ড সালিসবরিকে সসৈন্যে সেণ্টজর্জ্জ মাউণ্টে গমন করিতে আদেশ করিয়া স্বয়ং তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। এই সংবাদ অগ্নিদাহের ন্যায় মুহূর্ত্তমধ্যে সর্ব্বত্র প্রসারিত হইল। লর্ড সালিসবরি সসৈন্যে রিচার্ডের সহায়তায় যাত্রা করিলেন। সার কেনেথও স্বীয় অসিচর্ম্ম লইয়া সেণ্টজর্জ্জ মাউণ্টে গমন করিলেন। স্বল্পসংখ্যক স্কট সৈন্যও অদূরে সজ্জিত হইয়া রহিল। রিচার্ড সেণ্টজর্জ্জ মাউণ্টে উপনীত হইলেন; এইস্থান লিওপোল্ডের সৈন্যদল ও নাইটগণ ও দর্শকবৃন্দের জনতায় পূর্ণ ও কোলাহলে মুখরিত। মধ্যস্থলে ইংলণ্ডের সিংহাঙ্কিত বিপুল কেতন বায়ু হিল্লোলে হিল্লোলিত—লিওপোল্ড তৎ-পার্শ্বে স্বীয় জাতীয় পতাকা প্রোথিত করিয়া সদলে দণ্ডায়মান। রিচার্ড অপ্রতিহত প্রচণ্ডবেগে জনতা-মণ্ডলী ভেদ করিয়া পতাকাসমীপে উপনীত হইয়া অষ্ট্রীয় পতাকাদণ্ড দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করিয়া জলদগম্ভীর স্বরে বলিলেন—"কাহার এতদূর সাহস যে, ইংলণ্ডীয় পতাকার পার্শ্বে এই তুচ্ছ নিশান সন্নিবেশিত করিয়াছে?"

অষ্ট্রীয় সম্রাট হীনবীর্য্য ছিলেন না, তথাপি রিচার্ডের এরূপ অভাবনীয় আকস্মিক আগমনে প্রথমে যেন কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। তৎপরে মৌনভঙ্গ করিয়া বলিলেন—"আমি অষ্ট্রীয় সম্রাট লিওপোল্ড।"

"তবে লিওপোল্ড এইবার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুন, তাঁহার পতাকার কি দুর্দ্দশা হয়—"এই বলিয়া রিচার্ড অষ্ট্রীয় পতাকা সবলে উৎপাটন করিয়া লিওপোল্ডের সম্মুখেই ছিন্নভিন্ন চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ভূতলে নিক্ষেপপূর্ব্বক পদদলিত করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "আপনার টিউটন যোদ্ধৃগণের মধ্যে এমন কেহ আছে যে, আমার এই কার্য্যের প্রতিরোধ করিতে পারে?"

তচ্ছ্রবণে আর্ল ওয়ালেন রেডি নিষ্কোষিত অসিহস্তে রিচার্ডের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন—"এই ব্যক্তি (রিচার্ড) যখন আমাদের সম্মানে পদাঘাত করিয়াছে, তখন ইংলণ্ডের গর্ব্বও খর্ব্বকৃত হউক—" এই বলিয়া রিচার্ডকে লক্ষ্য করিয়া আঘাত করিলেন, সার কেনেথ রিচার্ডের পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন, তৎক্ষণাৎ আপন ঢাল দ্বারা সে আঘাত ব্যর্থ করিয়া রিচার্ডের প্রাণরক্ষা করিলেন।

রিচার্ড তদ্দর্শনে বলিলেন, "যাহার স্কন্ধদেশে ক্রস অঙ্কিত, তাহার দেহে অস্ত্রাঘাত করিব না বলিয়া শপথ ও অঙ্গীকারবদ্ধ আছি সুতরাং, ওয়ালেন রোড! তোমার দেহে অস্ত্রাঘাত করিব না, কিন্তু ইংলণ্ডেশ্বর রিচার্ডকে স্মরণ করিও—"এই বলিয়া ওয়ালেন রোডের কটীদেশ সবলে ধারণ করিয়া ভীমবেগে তাঁহাকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। ওয়ালেন রোড বহুদূরে পর্ব্বতগাত্রে সবেগে নিপতিত হওয়াতে তাঁহার গ্রীবাস্থি ভগ্ন হইয়া গেল, তিনি মৃতের ন্যায় তথায় পড়িয়া রহিলেন।

ইতাবসরে ফ্রান্সরাজ ফিলিপ কয়েক জন মাত্র সহচর সহ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রুগ্নশয্যাশায়ী রিচার্ডকে এইরূপ অবস্থায় দেখিয়া বিস্মিতভাবে এ সকল ব্যাপারের কারণ, অনুসন্ধিৎসু হইলে উভয় পক্ষই তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিষয় উল্লেখ করিলে তিনি বলিলেন,—"যখন আমরা পবিত্র-কবর উদ্ধারার্থ সকলে একই পবিত্রভাবে দীক্ষিত হইয়া ভ্রাতৃসম্প্রদায়ের ন্যায় ধর্ম্মকার্য্যে তীর্থযাত্রায় আসিয়াছে, তখন এ স্থলে পার্থিব স্বার্থোত্তেজিতভাবে বাদবিসম্বাদ করিয়া আপনাদের মধ্যে ভেদোৎপাদন দ্বারা ধর্ম্মকার্য্যের বিঘ্নোৎপাদন করিবার আবশ্যকতা কি?—অষ্ট্রীয় ডিউক ইংলণ্ডীয়, পতাকার পার্শ্বে নিজ পতাকা সন্নিবেশ দ্বারা ইংলণ্ডের সহিত সমকক্ষতা করিতে যাইয়া নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন, যাহা হউক আপনারা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিস্মরণপূর্ব্বক পরস্পর ভ্রাতৃভাবে আবদ্ধ হউন।"

ফিলিপের মধ্যস্থতায় তাঁহাদের উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব অবগত হইয়া তাঁহারা সখ্যভাবে পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রিচার্ড সার কেনেথকে সম্ভাষণপূর্ব্বক বলিলেন— "সার কেনেথ! আমি আপনাকে বহুমূল্য প্রতিদান করিব। আপনি প্রহরীরূপে এই ইংলণ্ডের পতাকাটিকে রক্ষা করিবেন—আপনার উপর এই পতাকা রক্ষার ভারার্পণ করিলাম।" এই বলিয়া তিনি স্বীয় শিবিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টম অধ্যায়

—*—

দ্বিযাম রজনী। উজ্জ্বল চন্দ্রমা নিশীথ নীল নৈশাকাশে রজতকান্তি বিস্তার করিয়া প্রকৃতির নীরব নিথর স্নিগ্ধ-গম্ভীর নৈশশোভাচিত্র প্রদর্শন করিতেছে। সার কেনেথ একাকী তাঁহার প্রিয় সারমেয়সহ সেণ্টজজ্জপর্ব্বতে ইংলণ্ডীয় পতাকারক্ষণে নিযুক্ত! তাঁহার হৃদয়ে কতপ্রকার চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তিনি সুখের কল্পনাহিল্লোলে আন্দোলিত হইতেছেন।—ভাবিতেছেন, এতদিনে তাঁহার ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্না; ইংলণ্ডরাজ রিচার্ড তাঁহাকে সহস্র সহস্র ক্রুস যোদ্ধৃমণ্ডলীর মধ্য হইতে স্বয়ং মনোনীত করিয়া তাঁহার উপর পতাকারক্ষণের ভারার্পণ করিয়া তাঁহাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। সুতরাং এডিথ ও তাঁহার মধ্যে আর দূরত্ব থাকিবে না—তিনি এই সকল কল্পনায় সম্পূর্ণ আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছেন। বসুমতী শীতল চন্দ্রিকা স্নাতা হইয়া সুষুপ্ত—শ্রেণীবদ্ধ শিবিরগুলি চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত—পতাকাগুলি বায়ুহিল্লোলে স্তবকে স্তবকে আন্দোলিত। সার কেনেথ বর্শাদণ্ডে দেহভার ন্যস্ত করিয়া প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত ও তাঁহার হৃদয় সম্মোহিনী কল্পনার ভাবতরঙ্গে তরঙ্গায়িত—এরূপে দুই ঘণ্টা কাল অতীত হইল। অকস্মাৎ সার কেনেথের সারমেয় উচ্চৈঃস্বরে বিকট চীৎকার করিয়া চন্দ্রালোকে স্পষ্টরূপে দৃশ্যমান এক ছায়ামূর্ত্তির দিকে ধাবিত হইল; তদ্দর্শনে সার কেনেথও প্রহরীজনোচিত সামরিক সতর্কতার সহিত উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে যায়?" তদুত্তরে ছায়ামূর্ত্তি উত্তর করিল—"আপনার কুকুটিকে বন্ধন করুন, নতুবা আমি আপনার নিকটে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না।"

সার কেনেথ "তুমি কে? অগ্রে তোমার পরিচয় দাও নতুবা তোমাকে বর্শাঘাতে ভূতলের সহিত বিঁধিয়া ফেলিব।"

ছায়ামূর্ত্তি সার কেনেথের অগ্রবর্ত্তী কুকুরের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার্থ তাহার ধনুতে তীর যোজনা করিয়া অভিনেতা যেরূপ রঙ্গমঞ্চে ধীরে ধীরে পাদন্যাস করিয়া দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখীন হয়, সেইরূপ ধীরে ধীরে সার কেনেথের সন্নিহিত হইল। সার কেনেথ উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত মাত্র চিনিলেন যে, এই আগন্তুক এনগ্যাড্ডির সেই ভূগর্ভনিহিত মঠের সেই নেকটাবেনাস।

নেকটাবেনাস সার কেনেথকে বলিল—"আপনি আমার সহিত আসুন, আমি যাহার দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আপনাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছি, তাঁহার সহিত আপনার সাক্ষাৎ প্রয়োজন।"

সার কেনেথ। আমি এখন প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত—নিশাবসান পর্য্যন্ত এই পতাকা রক্ষণের ভার স্বয়ং ইংলণ্ডরাজ কর্ত্তৃক আমার উপরে ন্যস্ত, সুতরাং আমি কিছুতেই এস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে পারিব না।

নেকটাবেনাস। আপনি যাইতে পারিবেন না? তবে আমার দৌত্যের এই অভিজ্ঞান দর্শন করুন—সম্ভবতঃ এই অভিজ্ঞান আপনার পরিচিত, এই বলিয়া নেকটাবেনাস সার কেনেথের হস্তে একটি মণি-খচিত অঙ্গুরী প্রদান করিল।

সার কেনেথ চন্দ্রালোকে অঙ্গুরীটি দর্শন মাত্র চিনিলেন। অঙ্গুরী তিনি এনগ্যাড্ডির মঠে অবগুণ্ঠনবতী এডিথের অঙ্গুলিতে দেখিয়াছিলেন—যে এডিথের হস্তচ্যুত গোলাপ কুসুম এখনও তাঁহার বর্ম্মাবরিত বক্ষোদেশে সযত্নে সপ্রেমে রক্ষিত। সার কেনেথ অঙ্গুরী দর্শনে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলেন।

নেকটাবেনাস সুযোগ বুঝিয়া বলিল—"আপনাকে এই দণ্ডেই [illegible] হইবে।" এইবার সারের অটল [illegible]জ্ঞা টলিল—তিনি মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন আমি ক্রুসেড অভিযান পালনার্থ এখানে আসিয়াছি—আমি স্বাধীন ক্রুসযোদ্ধা! ইংলণ্ডরাজের প্রজা কিম্বা আজ্ঞাবহ দাস নহি; আমি কাহার সম্মানরক্ষার্থ এই অসিবর্শায় সজ্জিত হইয়া আসিয়াছি? পবিত্র ধর্ম্মপালন ও প্রণয়িনীর সম্মান ও প্রেমবন্ধনই আমার এই ক্রুসেড যাত্রার মুখ্য উদ্দেশ্য। ইংলণ্ডরাজ রিচার্ডের গৌরবের অবমাননা নিবারণ জন্য শপথবদ্ধ দাসের ন্যায় কি আমার এইস্থানে আবদ্ধভাবে অবস্থান করা উচিত? না,আমার ক্রুস রক্ষা জন্য সমরে নিযুক্ত থাকা উচিত? প্রথমে ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মপালন, তৎপরে আমার প্রণয়িনীর আদেশ পালন! তথাপি রিচার্ডের নির্দেশ ও আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা!! নেকটাবেনাস! আমাকে কতদূরে যাইতে হইবে?

নেকটাবেনাস। ঐ অদূরে সম্মুখস্থ শিবিরে।

সার কেনেথ। তবে মুহূর্ত্ত মধ্যে আমি প্রত্যাবর্ত্তন

করিতে পারি।—কেহ পতাকার সন্নিহিত হইবামাত্র আমার বিশ্বস্ত কুক্কুরের চীৎকার শ্রবণমাত্র আমি প্রণয়িনীর অনুমতি লইয়া পুনর্ব্বার পতাকা রক্ষণে নিযুক্ত হইব। রসওয়াল! আমার এই পতাকা ও আমার দীর্ঘ অঙ্গাবরণ রহিল, দেখিও, যেন কেহ এই দুই বস্তুর সন্নিহিত না হয় ও হস্তার্পণ না করে।

প্রভুভক্ত কুকুর প্রভুর আদেশ বুঝিল এবং লাঙ্গুল সঞ্চালন ও প্রভুর মুখের দিকে ভাবব্যঞ্জক দৃষ্টি নিক্ষেপে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া পাতকাদণ্ডে গাত্র সংলগ্ন করিয়া সতর্ক প্রহরীর ন্যায় উপবেশন করিল।

সার কেনেথ এইরূপে বিশ্বস্ত সহচরের প্রতি স্বীয় কর্ত্তব্য ভার অর্পণ করিয়া নেকটাবেনাসের সহিত গমন করিলেন। নেকটাবেনাস প্রহরীদের অলক্ষিত ভাবে গুপ্তপথ দিয়া সার কেনেথকে রাজকীয় শিবিরে লইয়া গেল এবং তাঁহাকে শিবিরের যবনিকার পার্শ্বে অপেক্ষা করিতে বলিয়া স্বয়ং শিবির মধ্যে প্রবেশ করিল।

সার কেনেথ অন্ধকারে একাকী অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপ অবস্থায় অধিকক্ষণ অপেক্ষা করা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত ক্লেশকর ও আশঙ্কার কারণ; কারণ, তিনি পতাকারক্ষণে অবহেলা প্রদর্শন করিয়া সামরিক অপরাধে অপরাধী অথচ তাঁহার প্রণয়িনী এডিথের অভিজ্ঞান অঙ্গুরী দর্শনে তাঁহার বিশ্বাস যে, এডিথই তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন সুতরাং এইরূপ স্থলে তিনি এডিথের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই বা বিফলমনোরথ হইয়া কিরূপে প্রত্যাবর্ত্তন করেন আর অগত্যা প্রত্যাবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা থাকিলেও এরূপ অন্ধকারে গুপ্তভাবে যাইবারও উপায় নাই, সুতরাং তাঁহাকে ঘটনাচক্রে বাধ্য হইয়া নিতান্ত অধীরভাবে অপেক্ষা করিতে হইল। তিনি যেখানে দাড়াইয়া ছিলেন, সে স্থানটি শিবিরের এক অংশ ও একখানি যবনিকা মাত্র ব্যবধান—এই যবনিকার অপর পার্শ্বে রমণী দলের হাস্য পরিহাস চলিতেছে—সার কেনেথ ব্যবধানের অন্তরাল হইতে যাহা কিছু শ্রবণগোচর করিলেন, তাহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, ইংলণ্ডেশ্বরী বেরেঙ্গেরিয়া এডিথের সহিত তাঁহার (সার কেনেথের) সাক্ষাৎ সংঘটন করাইবার জন্য কৌতুকচ্ছলে এডিথের অঙ্গুরী লইয়া নেকটাবেনাসকে ঐরূপ দৌত্যকার্য্যে পাঠাইয়াছিলেন—সুতরাং সার কেনেথ কর্ত্তব্যে অবহেলা বশতঃ অপযশের পাত্র হইয়াছেন, সুতরাং তিনি সামরিক রীত্যনুসারে গুরুতর অপরাধে অপরাধী।

সার কেনেথ শুনিলেন, তাঁহার প্রণয়িনী এডিথ রাজ্ঞী বেরেঙ্গেরিয়াকে বলিতেছেন,—"অল্পদিনমাত্র ইংলণ্ডেশ্বর রিচার্ডের সহিত তোমার পরিণয় হইয়াছে, সুতরাং তুমি এখন পর্য্যন্ত তাঁহার কঠোর স্বভাবের বিশেষ পরিচয় পাও নাই—তোমার নিঃশ্বাস-বায়ুতে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত ও দমিত হইতে পারে, কিন্তু তোমার শত অনুনয়ে সামরিক অপরাধে অপরাধীর প্রতি তিনি কদাচ ক্ষমাশীল হইবেন না—তুমি কৌতুকচ্ছলে একজন ভদ্রলোককে গুরুতর অপরাধে অপরাধী করিয়াছ—এ জন্য আমি তাঁহার নিকট বিশেষ লজ্জিত হইতেছি, সুতরাং তুমি তাঁহাকে শীঘ্র তাঁহার কর্ত্তব্য পালন জন্য পাঠাইয়া দাও।"

তচ্ছ্রবণে বেরেঙ্গেরিয়া প্রবোধ বাক্যে উত্তর করিলেন—"সে জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই, আমি ইংলণ্ডরাজের নিকট এ বিষয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করিব। আমি নেকটাবেনাসকে সঙ্গে দিয়া ভদ্রলোককে এখনই পাঠাইয়া দিতেছি, ভবিষ্যতে কোন প্রকারে তাঁহার ক্ষতি পূরণ করিয়া দিব কোথা সেই ভদ্রলোক কোথা?"

নেকটাবেনাস কহিল—"তিনি এই যবনিকার অপর পার্শ্বে রহিয়াছেন।" বেরেঙ্গেরিয়া তৎক্ষণাৎ ব্যবধান যবনিকা অপসারণ করিয়া সার কেনেথ ও এডিথের পরস্পরের সাক্ষাৎকারের সুযোগ প্রদান করিয়া কক্ষান্তরে গমন করিলেন। এডিথও তৎক্ষণাৎ সার কেনেথের সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—"তুমি প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত—তোমাকে ছল করিয়া এখানে আনাইয়াছে, সুতরাং তুমি এখানে মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব করিলে তোমাকে সমরনীতির বিধান অনুসারে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট বলিয়া অপকলঙ্কভাগী হইতে হইবে—সুতরাং তুমি অবিলম্বে প্রস্থান কর।"

সার কেনেথ। সে কলঙ্ক কি শোণিতে প্রক্ষালিত হইতে পারে না?

এডিথ। ও সকল সঙ্কল্প ত্যাগ কর—যত শীঘ্র পার, তোমার প্রহরীর কার্য্যে যাইয়া উপস্থিত হও—কারণ, তোমার অনুপস্থিতিতে আশঙ্কার সম্ভাবনা—

সার কেনেথ। আমি কেবলমাত্র তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনার জন্য অপেক্ষা করিতেছি—

এডিথ। আমি তোমায় ক্ষমা করিলাম—আমি তোমায় ক্ষমাও করিব, আদরও করিব—এখন তুমি চলিয়া যাও।

সার কেনেথ। তোমার ই অঙ্গুরী— ই সাংঘাতিক অভিজ্ঞানটি গ্রহণ কর।

এডিথ না না না. আমার ভক্তি ও আমার ক্ষোভের চিহ্নস্বরূপ তুমি উহা রাখিয়া দাও।

সার কেনেথ আর বিলম্ব করিতে না পারিয়া বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক শিবির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কিন্তু চারিদিকে সতর্ক প্রহরী, তাহার উপর আবার শিবিরের রজ্জু যেন লূতাতন্তুর মত চারিদিগে বিন্যস্ত, সুতরাং এইরূপ গভীর রাত্রে রাজ্ঞীর শিবির হইতে বাহির হইয়া গমন করা তাঁহার পক্ষে আশঙ্কা ও প্রহরিগণের পক্ষে নিতান্ত সন্দেহজনক—কিন্তু দৈব সহায় হইলে সকল বাধাবিঘ্ন যেন তপনোদয়ে তুষার রাশির ন্যায় অপসৃত হইয়া যায়! আকস্মাৎ উজ্জ্বল চন্দ্রমা সঞ্চরমাণ মেঘ বরণে আবরিত হইয়া শিবির প্রান্তর তিমিরাবৃত হইল সুতরাং সার কেনেথও অলক্ষিতভাবে নির্ব্বিঘ্নে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবামাত্র সহসা সারমেয়ের বিকট আর্ত্তনাদ তাঁহার শ্রবণে প্রবেশ করিল; তিনি ক্ষিপ্রবেগে সেণ্ট জর্জ্জ মাউণ্টের দিগে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, সারমেয় কণ্ঠনিঃসৃত করুণ আর্ত্তনাদ ততই স্পষ্টভাবে তাঁহার শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। সঞ্চরমাণ মেঘমালা ক্রমে অপসারিত হইয়া উজ্জ্বল চন্দ্রমা পুনরায় রজতোজ্জ্বল কিরণজালে নিশীথিনীর তমঃজাল অপসারণ করিয়া ধরিত্রীকে আলোকিত করিয়াছে। সার কেনেথ সেই আলোকে দেখিলেন, ইংলণ্ডীয় পতাকা চিন্ন ভিন্ন—পতাকাদণ্ড উৎপাটিত ও ভগ্ন এবং ভগ্ন খণ্ডগুলি ভূতলে বিক্ষিপ্ত এবং তাঁহার প্রভুভক্ত প্রিয় সারমেয় আহত ও মৃত্যু যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে।

প্রাণসম প্রিয় প্রভুভক্ত সারমেয়কে এইরূপ মুমূর্ষু অবস্থায় দেখিয়া সার কেনেথের হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল—তৎপরে তিনি দেখিলেন, তাঁহার রক্ষণীয় পতাকা অদৃশ্য! কে তাঁহার কুকুরটিকে এইরূপ সাংঘাতিক রূপে আঘাত করিয়া পতাকাটি স্থানান্তরিত করিল, তাহার কোন সন্ধান করিতে পারিলেন না। এ দিকে কুকুরটিও মৃত্যু যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে—সুতরাং তিনি মুমূর্ষু কুকুরটিকে আদর করিয়া তাহার গাত্রবিদ্ধ বর্শাদণ্ডের ভগ্ন খণ্ডগুলি টানিয়া বাহির করিতে লাগিলেন এবং মর্ম্মান্তিক শোকে আকুল হইয়া বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে কে তাঁহার পার্শ্বে সহসা দণ্ডায়মান হইয়া সস্নেহ সান্ত্বনা বাক্যে তাঁহাকে বলিলেন—"দুর্ভাগ্যের অবস্থা ঠিক জলধারাবর্ষী প্রাবিটকালের প্রারম্ভ ও অবসান কালের মত—নিয়ত ধারাবর্ষণে যদিও প্রাণিগণের পক্ষে নিতান্ত অস্বচ্ছন্দকর, কিন্তু দেখ, ই বর্ষাকালই আবার আতা পেয়ারা, আনারস খর্জ্জুরাদি সুমিষ্ট ফল ও গোলাপাদি পুষ্পসম্ভারে প্রকৃতিকে কেমন সুচারুভূষণে সাজাইয়া থাকে—সুতরাং দেখ, দুর্ভাগ্যের আবরণে মানবের প্রচ্ছন্নভাবে কতরূপ সৎশিক্ষা, সহিষ্ণুতা, শ্রমশীলতা প্রভৃতি মহৎ গুণাবলীর স্ফুরণ হয় এবং মানবের হৃদয়নিহিত আত্মশক্তিরও বিকাশ হইয়া থাকে—সুতরাং দুর্ভাগ্যে বিহ্বল বা ভগ্নোৎসাহ হওয়া উচিত নহে।"

সার কেনেথ মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন—বক্তা সেই মুর চিকিৎসক। মুর চিকিৎসক পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"ক্ষেত্র ও প্রান্তরের জন্য যেমন বৃষ, মরুক্ষেত্রের জন্য সেইরূপ ক্রমেলক—সৈন্যগণ আঘাত করিতে অধিক পরিমাণে অভ্যস্ত। কিন্তু চিকিৎসকগণ সৈনিকদিগের ন্যায় আঘাত করিতে ততদূর সমর্থ না হইলেও আঘাতজনিত ক্ষত আরোগ্যে অধিকতর পরিমাণে সমর্থ।"

সার কেনেথ। কিন্তু হাকিম! ই ক্ষত আরোগ্য আপনার সাধ্যাতীত, বিশেষতঃ আপনাদের মুসলমান ধর্ম্মানুসারে কুকুর অতি অপবিত্র জীব।"

মুর চিকিৎসক। আল্লা যাহাকে জীবন দিয়াছেন, যাহাকে সুখ-দুঃখ হর্ষ বিষাদ জ্বালা যন্ত্রণা অনুভব করিবার শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহার আয়ুঃকাল বর্দ্ধন কিংবা তাহার যাতনা প্রশমন না করিলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হয়। একজন অতি সামান্য ব্যক্তিই হউক—একটি সামান্য ইতর প্রাণীই হউক আর দিগ্বিজয়ী প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাটই হউক—জ্ঞানীর চক্ষে সকলেই সমান। এই বলিয়া তিনি রসওয়ালের ক্ষতস্থান অভিনিবেশ সহকারে পরীক্ষা করিয়া, সন্দর্শন দ্বারা তাহার ক্ষতনিহিত বর্শাফলক

খণ্ডগুলি বাহির করিয়া ক্ষতস্থানে ঔষধ প্রয়োগপূর্ব্বক ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিয়া বলিলেন, "কুকুরটি বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। আপনি যদি সম্মত হন, আমি কুকুরটিকে আমার শিবিরে লইয়া গিয়া উহার চিকিৎসা করি।"

সার কেনেথ সম্মত হইলে মুর চিকিৎসক হাততালি দিবামাত্র দুইজন কৃষ্ণবর্ণ আরববাসী আসিয়া উপস্থিত হইল এবং চিকিৎসকের আদেশানুসারে কুকুরটিকে শিবিরে লইয়া গেল।

সার কেনেথ প্রিয় কুকুরের এইরূপ মুমূর্ষু দশা দর্শনে ও তাহার সহিত বিচ্ছিন্ন হওয়ায় নিতান্ত ব্যথিত ভাবে বলিলেন, "যে কুকুর প্রভুনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালনে নিজ জীবন বিসর্জন করে, সে কুকুর তাহার বর্জ্জনকারী প্রভু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—হাকিম! আপনি শারীরিক ক্ষত আরোগ্যে সমর্থ বটে, কিন্তু মানসিক ক্ষত আরোগ্য আপনার সাধ্যায়ত্ত নহে।"

এডনবেক। রোগী তাহার মানসিক ব্যাধির বিবরণ প্রকাশ করিলে এবং চিকিৎসকের পরামর্শে চলিলে তাহার মানসিক ব্যাধিও প্রশমিত হইতে পারে।

কেনেথ। তবে শ্রবণ করুন—গত রাত্রে এইস্থানে ইংলণ্ডীয় পতাকা বিরাজমান ছিল—আমি পতাকারক্ষণে নিযুক্ত ছিলাম—এখন রজনী প্রভাত হইয়া আসিতেছে। ভগ্ন পতাকাদণ্ড ভূতলে বিক্ষিপ্ত, পতাকা অন্তর্হিত আর আমি এখানে জীবন্ত উপবিষ্ট।

এডনবেক। সে কিরূপ? আপনার বর্ম্ম অক্ষত, আপনার অস্ত্র-শস্ত্র শোণিতাক্ত নহে, আপনি যে সমর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন এরূপও বোধ হয় না—তবে আপনি নিশ্চয়ই রমণীর গোলাপী গণ্ড ও ভ্রমরকৃষ্ণ নেত্র সম্মোহনে আকৃষ্ট হইয়া দূরে সঞ্চালিত হইয়াছিলেন।

কেনেথ! হাকিম! যদি তাহাই হয়—তবে তাহার প্রতীকারের উপায় কি?

এডনবেক। যেমন সাহসেই বলসঞ্চয় হয় সেরূপ জ্ঞানই শক্তির আধার। মানব মৃত্তিকায় মূলনিবদ্ধ নিশ্চল তরুর ন্যায় নহে—একস্থানে উৎপীড়িত হইলে অন্যস্থানে যাইয়া সেই উৎপীড়ন হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে—আমরা জানি, মহম্মদ মক্কায় উৎপীড়িত হইয়া মদিনায় নিরুপদ্রবে আশ্রয় পাইয়াছিলেন।

কেনেথ। এ ঘটনার সহিত আমার কি সম্বন্ধ আছে?

এডনবেক। যথেষ্ট সম্বন্ধ—আপনি রিচার্ডের প্রতিহিংসা-বহ্নির উত্তাপ হইতে সালাদিনের বিজয়ী পতাকার শীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করুন।

কেনেথ। অবশেষে এখন বিধর্ম্মী হইয়া মুসলমানের উষ্ণীষ মস্তকে ধারণ করিলেই আমার কলঙ্কের মাত্রা ষোলকলায় পূর্ণ হয়।

এডনবেক। আপনি আমার এ প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া নিতান্ত অজ্ঞানতার পরিচয় দিতেছেন। সালাদিনের নিকট আমার বিশিষ্ট প্রতিপত্তি আছে, আমি আপনাকে তাঁহার অনুগ্রহের চরম সীমায় উন্নীত করিতে পারি আর আপনি সমাগত রাজগণের সন্ধির প্রস্তাব লইয়া সালাদিনের নিকট দৌত্যকার্য্যে প্রেরিত হইয়াছিলেন অথচ আপনি বোধ হয় সেই সন্ধির সর্ত্তগুলি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

কেনেথ। প্রভাতের প্রাক্কালেই যখন ফাঁসিকাষ্ঠে উদ্বন্ধনে দোদুল্যমান হইয়া আমি কলঙ্ককালিমাময় শবদেহে পরিণত হইব, তখন আমার আর সে সন্ধিসর্ত্ত জানিয়া ফল কি?

এডনবেক। না, না, আপনার ভাগ্যে সেরূপ অঘটন ঘটিবে না। সকল স্থানেই সালাদিন প্রতিষ্ঠাভাজন। সমগ্র ইয়োরোপীয় রাজশক্তি অস্ত্রবলে বা ভীতিপ্রদর্শনে যে সালাদিনকে বাধ্য করিতে পারে নাই, সালাদিন নিজ মহত্ত্ব প্রণোদিত হইয়া ইংলণ্ডেশ্বর রিচার্ডকে কতকগুলি ক্ষমতা অর্পণ করিতে সম্মত হইয়াছেন—খৃষ্টানগণ জেরুসেলমে অবাধে তীর্থযাত্রা করিবার ও সমগ্র জেরুসেলমে যথেচ্ছভাবে তাহাদের ধর্ম্মচর্চ্চা করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইবে—রিচার্ডের সহিত যুগ্মভাবে তাঁহার সাম্রাজ্য শাসন করিবেন এবং প্যালেষ্টাইনের ছয়টি নগরে খৃষ্টানদুর্গ নির্ম্মাণ করিতে দিবেন আর একটি গুপ্ত বিষয়ও আপনার নিকট ব্যক্ত করিতেছি, সালাদিন ইংলণ্ডরাজের আত্মীয়া লেডী এডিথ প্লান্টাজেনেটকে পত্নীত্বে বরণ করিয়া ইংলণ্ডরাজের সহিত নিতান্ত ঘনিষ্ঠতাসূত্রে আবদ্ধ হইবেন।

সার কেনেথ শুনিয়া অন্তরে অতিশয় কুপিত হইলেন, কিন্তু এডিথের সম্বন্ধে আরও যদি কিছু বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারেন, এই অভিপ্রায়ে ক্রুদ্ধ ভাব সংবরণ করিয়া বলিলেন, "কোন খৃষ্টান এরূপ ধর্ম্ম

ও জাতিবিরুদ্ধ অস্বাভাবিক পরিণয়ে অনুমোদন করিবে না।

এডনবেক। আপনি কি জানেন না যে, মুসলমান রাজকুমারেরা স্পেনদেশীয়া সম্ভ্রান্ত কুলকামিনীগণের সহিত পরিণয়ে আবদ্ধ হইতেছেন—সুতরাং সালাদিন লেডী এডিথের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলে তাঁহাকে সর্ব্বপ্রধান মহিষীপদে বরণ করিয়া রাখিবেন এবং তাঁহার স্বধর্ম্ম ও জাতিগত আচার ব্যবহার পালন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিবেন

সার কেনেথ। কি? ইংলণ্ডরাজ রিচার্ড তাঁহার আত্মীয়াকে আপনার বিলাস-ভবনের সর্ব্বপ্রধানা উপপত্নীরূপে আপনাকে অর্পণ করিবেন?—একজন সামান্য দরিদ্র খৃষ্টান কখন এরূপ লজ্জাজনক কার্যে সম্মত হইবে না।

এডনবেক। ফ্রান্সরাজ ফিলিপ, শ্যাম্পেনরাজ হেনরি প্রভৃতি রিচার্ডের পরাক্রান্ত সহযোগিগণ এ প্রস্তাবে সমর্থন করিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, যদি এই পরিণয় সংঘটন দ্বারা জনশস্যনাশী রক্তপিপাসু ক্রুসেড সমরানল নির্ব্বাপিত হয়, তাহা হইলে তাঁহারা এ পরিণয় যাহাতে সত্বর সংঘটিত হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ হইবেন। আমি আপনাকে একখানি পত্র দিব, আপনি সালাদিনকে সেই পত্রখানি প্রদান করিলে আপনি সালাদিনের সহিত বিশেষ ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হইবেন; এ দিকে সালাদিন ধন-ঐশ্বর্য্য ও উদারতার প্রস্রবণ, তাঁহার উপর ইংলণ্ডরাজের সহিত তাঁহার এই সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে তিনি তাঁহার নিকট হইতে আপনার জন্য ক্ষমা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন এবং এই যুক্তরাজ্যের সৈন্যাধ্যক্ষ পদে উন্নীত হইতেও পারিবেন—আপনার সম্মুখে সরল পথ প্রসারিত—অগ্রসর হউন।

কেনেথ। হাকিম! আপনি শান্তিপ্রিয়! আপনি ইংলণ্ডরাজ রিচার্ডের জীবন রক্ষা করিয়াছেন —আমার অনুচরকেও রোগমুক্ত করিয়াছেন এবং আমার প্রিয় কুক্কুরটিরও চিকিৎসা ভার গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সকল কারণে এতক্ষণ কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ মৌনভাবে আপনার বক্তব্য আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়াছি, নতুবা অপর কাহারও মুখ হইতে এই সকল কথা শুনিলে এই ছুরিকা দ্বারা তাহার হৃৎপিণ্ড ভেদ করিয়া ফেলিতাম।

এডনবেক। তবে সারাসেন দলে মিলিত হইয়া আপনার নিরাপদ হইবার ইচ্ছা নাই!—তা আপনার কুক্কুরটি আরোগ্যলাভ করিলেই আপনাকে প্রত্যর্পণ করিব।

কেনেথ। হাকিম! আপনি চলিয়া যান—যাহার জীবন ও মরণের মধ্যে একঘণ্টাকালমাত্র ব্যবধান, সে আর তখন মৃগয়ার কথা শুনিতে চাহে না। আপনি আমাকে মৃত্যুর পূর্ব্বে আমার পাপের অনুশোচনা করিয়া শান্তিতে মৃত্যু আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে দিন।

হাকিম। আমি আপনাকে একাকী রাখিয়া চলিয়া যাইতেছি—কিন্তু জানিবেন, উন্নত শৈল শৃঙ্গ হইতে পতন যাহার পক্ষে অনিবার্য্য, পতনকালে তাহার চক্ষে শৈল দেহ যেন একটি আবরণে লুক্কাইত বলিয়া বোধ হয়। এই বলিয়া এডনবেক প্রস্থান করিলেন।

সার কেনেথ প্রথমতঃ তাঁহার শোচনীয় পরিণাম ভাবিয়া নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিলেন কিন্তু এডনবেকের সহিত কথোপকথনে এক্ষণে তাঁহার হৃদয়ে উৎসাহ সঞ্চারিত হইল না তাঁহার জিগীষা বৰ্দ্ধিত হইল। তিনি শিরস্ত্রাণ উন্মোচন করিয়া নগ্নমস্তকে ক্ষিপ্রপদে রিচার্ডের পটমণ্ডপাভিমুখে গমন করিলেন।

এ স্থলে পাঠকবর্গের কৌতুহল হইতে পারে হাকিমের সহিত এত সত্বর বাস্তে সার কেনেথের সহসা সাক্ষাৎ হইল কিরূপে? সুতরাং এ স্থলে বলা আবশ্যক যে পূর্ব্ব অধ্যায়ে উল্লিখিত লিওপোল্ড ও ইংলণ্ডীয় পতাকা সম্বন্ধীয় ঘটনার পর ইংলণ্ডরাজ রিচার্ড সার কেনেথের উপর পতাকা রক্ষণের ভারার্পণান্তর স্বীয় শিবিরে প্রত্যাগমন করিলে এডনবেক তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং রাত্রি ৩ ঘটিকার পর রিচার্ডের সুস্থভাবে নিদ্রাকর্ষণ হইলে তাঁহার শিবির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পথে সার কেনেথের শিবিরস্থ পূর্ব্ব রোগীকে দেখিবার উদ্দেশ্য উক্ত শিবিরে গমন করিয়া রোগীর নিকট শুনিলেন যে সার কেনেথ সেণ্ট জর্জ্জ মাউণ্টে পতাকা রক্ষণে নিয়োজিত হইয়াছেন সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ কেনেথের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তথায় গমন করিলেন এবং সার কেনেথকে কিরূপ অবস্থায় দর্শন করিলেন, তাহা পাঠকবর্গ এই অধ্যায়ে অবগত হইয়াছেন।

নবম পরিচ্ছেদ

সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে সার কেনেথ ইংলণ্ডরাজ রিচার্ডের শিবিরে যাইয়া উপনীত হইলেন। তাঁহার বদনমণ্ডল বিষাদকালিমাচ্ছন্ন। ইংলণ্ডরাজ তখন সুষুপ্ত এবং ডিভক্স তাঁহার শয্যাপার্শ্বে শায়িত। অকস্মাৎ এমন অসময়ে সার কেনেথকে দর্শনমাত্র বলিয়া উঠিলেন, "এ কি সার নাইট! আপনি এমন অসময়ে এখানে কেন?"

ইত্যবসরে রিচার্ডের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি কফোনির উপর দেহভার ন্যস্ত করিয়া অর্দ্ধোত্থিতভাবে সার কেনেথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সার স্কট! আপনি বোধ হয়, সতর্ক, সসম্মান ও নিরাপদভাবে পতাকারক্ষণে কৃতকার্য্য হইয়া শুভসংবাদ জ্ঞাপন করিতে আসিয়াছেন?"

সার কেনেথ। আমি সতর্ক, সসম্মান ও নিরাপদভাবে পতাকা রক্ষা করিতে পারি নাই—পতাকা অন্তর্হিত হইয়াছে।

রিচার্ড। আর আপনি অক্ষত জীবন্ত দেহে সেই অশুভ সংবাদ দিতে আসিয়াছেন? তাহা কখনই সম্ভব নয়। আপনার গাত্রে ক্ষতচিহ্ন নাই। এ কি, আপনি মূকের মত নির্ব্বাক্ কেন?—আপনি কি আমার সহিত পরিহাস করিতেছেন, না আপনার মিথ্যা কথা?

কেনেথ। মিথ্যা নহে, আমি সত্যই বলিয়াছি।

একে জ্বরের প্রকোপে রিচার্ডের মস্তিষ্ক উষ্ণ, তাহার উপর এইরূপ রহস্যময় প্রহেলিকায় তাঁহার উষ্ণ মস্তিষ্ক অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তিনি ক্রোধে অন্ধ হইয়া ডিভক্সকে বলিলেন "আপনি সেই স্থানে গিয়া দেখিয়া আসুন, ব্যাপার কি। সার কেনেথের সাহসিকতা সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নাই, অথচ ইনি অক্ষত, পতাকা অন্তর্হিত, এ অতি গভীর রহস্যের বিষয়।"

ইত্যবসরে সার হেনরি নেভিল আসিয়া সংবাদ দিলেন, "পতাকা অদৃশ্য হইয়াছে; পতাকারক্ষক সম্ভবতঃ পরাভূত ও নিহত, কারণ, সেই স্থান শোণিত-স্রোতে ভাসমান।" কিন্তু হঠাৎ সার কেনেথের দিকে তাঁহার দৃষ্টিপাত হইবামাত্র তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ইঁহাকে তবে এখানে দেখিতেছি কেন? ইনি তবে কে?"

রিচার্ড। বিশ্বাসঘাতক! বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় মৃত্যু আলিঙ্গন করিবে। বিশ্বাসঘাতক! তোমার কলঙ্ক ও কলঙ্ককালিমাময় ঘৃণিত জীবন লইয়া আমার শিবির হইতে দূর হও!

সার কেনেথ। প্রভু!

রিচার্ড। এইবার তোমার বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। ঈশ্বরের নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। আমার অনুগ্রহে তুমি বঞ্চিত, কারণ, তোমার দোষে ইংলণ্ড অসম্মানিত হইয়াছে।

কেনেথ। আমি মানবের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী নহি, তবে আমার মৃত্যুকাল সমাগত হইলেও আমি মুহূর্ত্তকালের জন্য আপনাকে একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি, কারণ, তাহাতে আপনাদের মর্য্যাদোচিত স্বার্থ আছে।

রিচার্ড। কি বলিবে, বল।

কেনেথ। আপনার চারিদিকে বিশ্বাসঘাতকতার চক্রান্ত হইতেছে—ঐ ঐ লেডী এডিথ।

রিচার্ড। তাহার সম্বন্ধে কি? এ বিষয়ে তাহার কি সম্বন্ধ আছে?

কেনেথ। আপনার বংশগৌরবে কলঙ্ক-কালিমা-লেপনের জন্য সারাসেন সুলতানের হস্তে লেডী এডিথকে সম্প্রদান করিয়া ঘৃণিত ও লজ্জাজনক সন্ধিস্থাপনের চক্রান্ত হইতেছে। ইহা যে শুধু ইংলণ্ডের পক্ষে লজ্জাজনক, তাহা নহে, সমস্ত খৃষ্টীয় জগতের পক্ষে নিতান্ত গর্হিত ও অবমাননাজনক।

যে উদ্দেশ্যে সার কেনেথ ইংলণ্ডরাজের নিকট এই ঘটনার উল্লেখ করিলেন, তাঁহার ভাগ্যদোষে ঠিক তাহার উল্টা "উৎপত্তি" হইল। রিচার্ড এডিথের নামোল্লেখে যেন অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, "তোমার এতদূর স্পর্দ্ধা? আমি উত্তপ্ত সাঁড়াশী দ্বারা তোমার জিহ্বা উৎপাটিত করিয়া ফেলিব! এডিথ সারাসেনকে বিবাহ করুক বা খ্রীষ্টানকে বিবাহ করুক, তাহাতে তোমার ক্ষতিবৃদ্ধি কি? আমি যদি তাহাদিগের সহিত কোনরূপ ব্যক্তিগত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হই, সে বিষয়ে তোমারই বা মন্তব্য প্রকাশের আবশ্যক কি?"

কেনেথ। এই জগৎসংসারই আর কিয়ৎক্ষণ পরে যাহার নিকট আর কিছুই নহেন, তখন এ সকল বিষয় আমার পক্ষে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। তবে যে ক্রুসে আমার আন্তরিক বিশ্বাস, সেই ক্রুসের উপরে শপথ করিয়া অকপটে বলিতেছি যে, এডিথের নামই আমার

রসনা হইতে জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে উচ্চারিত হইবে এবং তাহার মূর্ত্তিই আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্তের অনুধ্যানের বস্তু।

সার কেনেথের মুখে এই কথা শুনিয়া রিচার্ড উচ্ছৃঙ্খলভাবে বলিয়া উঠিলেন,"এ লোকটা যে আমায় পাগল কল্লে।"

ডিভক্স কি বলিতে উদ্যত হইতেছিলেন, এমন সময়ে শিবিরের বহির্দ্দেশে এক তুমুল কোলাহল উত্থিত হইয়া রাণী বিরেঙ্গেরিয়ার আগমন ঘোষিত হইল। তৎশ্রবণে রিচার্ড ক্ষিপ্রভাবে বলিয়া উঠিলেন,—"রাণীকে এখন আসিতে দিও না। নেভিল! নেভিল! উঁহার প্রবেশ নিবারণ কর। এ দৃশ্য রমণীর পক্ষে দ্রষ্টব্য নহে। পশ্চাদ্দ্বার দিয়া এই বিশ্বাসঘাতককে শিবির হইতে লইয়া গিয়া হাজতে রাখিয়া দাও। উহাকে এখনই মরিতে হইবে,উহার মৃত্যু অনিবার্য্য, এক জন ধর্ম্মযাজককে উহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিতে দাও। যদিও ও বিশ্বাসঘাতক, তথাপি নাইটোচিত সম্মানের সহিত মৃত্যু আলিঙ্গন করিবে।

রিচার্ড যেরূপ উত্তেজিত হইয়াছেন, পাছে স্বহস্তেই সার কেনেথকে হত্যা করিয়া ফেলেন, এই আশঙ্কায় ডিভক্স সার কেনেথকে পশ্চাদ্দ্বার দিয়া একটি স্বতন্ত্র শিবিরে লইয়া গিয়া বলিলেন,—"দেখুন, ইংলণ্ডরাজ আপনাকে সসম্মানে মরিতে দিবেন. ঘাতুকের কৃপাণে আপনার শিরশ্ছেদন হইবে না। এক জন ধর্ম্মযাজক আপনার জন্য বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন, সুতরাং আপনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হউন, আপনার স্বপক্ষে বলিবার কি কিছুই নাই?"

সার কেনেথ। ঈশ্বরের ইচ্ছা ও রাজাজ্ঞা অবশ্যই পালিত হইবে। আমার কিছুই বলিবার নাই। আমি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়াছি, আমার রক্ষণীয় পতাকা অন্তর্হিত, সম্ভবত অপহৃত হইয়াছে। যখন যূপকাষ্ঠ ও ঘাতুক উভয়ই প্রস্তুত, তখন আমার মস্তক ও দেহ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে।

ডিভক্স। বড়ই বিস্ময়মূলক রহস্যাত্মক ব্যাপার! ভীরুতা! ছি! কোন ভীরুকে আপনার ন্যায় অদম্য অটল সাহসে যুদ্ধ করিতে দেখি নাই। বিশ্বাসঘাতকতা!—কোন বিশ্বাসঘাতক এরূপ প্রশান্তভাবে অম্লানবদনে মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে পারে না—কোনরূপ প্রতারণা দ্বারা আপনি দূরে নীয়মান হইয়াছিলেন, কিংবা কোন রমণীর আর্ত্তনাদে বিচলিত হইয়া তাহার উদ্ধারকল্পে প্রধাবিত হইয়াছিলেন—অথবা কোন রমণীর চটুল নয়নের সম্মোহনে আত্মহারা হইয়া তাহার অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। যাহা হউক, এখনও সত্যঘটনা প্রকাশ করিয়া বলুন—ক্রোধের শান্তি হইলে রিচার্ড স্বভাবতঃ দয়ালু, তাঁহার দয়া হইতে বঞ্চিত হইবেন না।

সার কেনেথ। আমার বলিবার কিছুই নাই।

ডিভক্স নিরাশ হইয়া তাঁহাকে একলা রাখিয়া প্রস্থান করিলেন।

দশম অধ্যায়

ইংলণ্ডেশ্বরী বেরেঙ্গেরিয়া তাঁহার সমকালবর্ত্তিনী রমণীগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী ও লাবণ্যময়ী। তিনি যদিও তন্বঙ্গী, কিন্তু তাঁহার অঙ্গসৌষ্ঠব পরম রমণীয়। বয়ঃক্রম বিংশতি বর্ষ হইলেও রূপ-মাধুরীতে তাঁহাকে দেখিতে যেন একটি বালিকার মত এবং চপলা বালিকার মত চপলস্বভাবা, কৌতুকপ্রিয়া ও সর্ব্বদাই প্রফুল্ল-অন্তরা। তাঁহার এইরূপ কৌতুক-প্রবণতা বশতঃ তিনি সার কেনেথ ও লেডী এডিথকে লইয়া কৌতুক করিতে বিরত হন নাই। তিনি রিচার্ডের স্বাস্থ্যোন্নতি উদ্দেশ্যে তাহার সঙ্গিনীগণের সহিত এনগ্যাড্ডির মঠে তীর্থযাত্রায় আসিয়াছেন এবং পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, তৃতীয় অধ্যায়ে যখন এনগ্যাড্ডির ভূগর্ভনিহিত মঠে এনগ্যাড্ডির সন্ন্যাসী সার কেনেথকে লইয়া যান, তখন সেই ভূগর্ভনিহিত মন্দিরে পবিত্র বেদীপ্রদক্ষিণনিরতা অবগুণ্ঠনবতী এডিথ সার কেনেথকে গোলাপপুষ্প প্রদান করিয়াছিলেন। এই ব্যাপার রাজ্ঞী বেরেঙ্গেরিয়ার সহচরীগণ বেরেঙ্গেরিয়ার কর্ণগোচর করিলে তিনি ঐ ব্যাপার লইয়া একটি গুরুতর রকম কৌতুকের আয়োজন করিবার উপাদান প্রাপ্ত হইলেন। আর সেই সময়ে যে দুইটি বীভৎস কঙ্কালমূর্ত্তি এলফ্রেড ও গুইনেব্রা বলিয়া পরিচয় দিয়া সার কেনেথের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিল, সেই বামন মূর্ত্তিদ্বয় জেরুজেলামের সিংহাসনচ্যুতা রাণী বেরেঙ্গেরিয়াকে উপহারস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। ভূতলতলনিহিত অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠে সহসা বেরেঙ্গেরিয়ার কৌতুককল্পিত এই দুই কঙ্কালসদৃশ প্রেতমূর্ত্তির আবির্ভাব সার কেনেথের পক্ষে ততদূর বিস্ময়কর বা

আমোদপ্রদ হইল না দেখিয়া বেরেঙ্গেরিয়া এডিথের অঙ্গুরী লইয়া সার কেনেথের নিকট অভিজ্ঞানস্বরূপ প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে স্বীয় শিবিরে আমোদচ্ছলে উপনীত করিয়া যে ভীষণ প্রমাদ ঘটাইলেন, তাহা পাঠকবর্গ অবগত আছেন।

প্রত্যূষে এডিথের সন্দেশবাহিনী এক রমণী আসিয়া এডিথকে সংবাদ দিল যে, ইংলণ্ডীয় পতাকা অপহৃত হইয়াছে এবং প্রহরীও অদৃশ্য। এডিথ এই সাংঘাতিক সংবাদে সাতিশয় বিহ্বল হইয়া বেরেঙ্গেরিয়াকে বলিলেন, "দেখ, তোমার কৌতুকচ্ছলে কি ভয়ানক ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে। এক জন নিরীহ ব্যক্তির জীবন সঙ্কটাপন্ন! তুমি আর মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব না করিয়া ইংলণ্ডরাজের নিকট যাইয়া নিরীহ ব্যক্তির জীবনটি রক্ষা কর। এখনও জীবনরক্ষার সম্ভাবনা আছে।"

বেরেঙ্গেরিয়া শুনিয়া মনে মনে অতিশয় ভীত হইলেন। কারণ, এই পুরুষসিংহের সম্মুখে গমন করা নিতান্ত দুঃসাহসের কার্য্য। অথচ তাঁহার চপলতাসুলভ কৌতুকবশতঃ এই ঘোর অনিষ্টপাতের জন্য তিনিই দায়ী; আবার এডিথের বিশেষ অনুযোগ; সুতরাং বেরেঙ্গেরিয়া অগত্যা এডিথ, সহচরীবৃন্দ ও কয়েক জন সশস্ত্র অনুচরসহ শিবিরে গমন করিলেন।

রাজ্ঞীর আগমন সংবাদে ইংলণ্ডরাজ ক্রুদ্ধভাবে নেভিলকে আদেশ করিলেন, "রাজ্ঞীর শিবিরে প্রবেশ নিবারণ কর। এ সকল দৃশ্য রমণীর দ্রষ্টব্য নহে।"

রাজ্ঞী এডিথকে বলিলেন, "দেখিলে? আমি জানি, উনি আমাদিগকে সম্মুখে যাইতে দিবেন না।" তৎপরে রাজ্ঞী বাহির হইতে শুনিতে পাইলেন, ইংলণ্ডরাজ কাহাকে (সম্ভবতঃ কোন ঘাতুককে) বলিতেছেন, "যাও, শীঘ্র যাও, এক আঘাতে তাহাকে (সার কেনেথকে) দ্বিখণ্ড করিয়া ফেল। দশ বেজাণ্ট পুরস্কার পাইবে।"

এডিথ বাহির হইতে এই আদেশ শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; নিতান্ত অধীরভাবে রাজ্ঞীকে কহিলেন, "এইবার আপনি ইংলণ্ডরাজের সমক্ষে গমন করিয়া হত্যাদেশ প্রত্যাহার করুন, নতুবা আমিই স্বয়ং ইংলণ্ডরাজের নিকট গমন করি।" এই বলিয়া তিনি এক হস্তে চেম্বারলিনকে এক পার্শ্বে সরাইয়া দিয়া শিবিরে প্রবেশ জন্য অপর হস্তে যবনিকা অপসারণ জন্য হস্ত প্রসারণ করিবামাত্র রাজ্ঞী বাধা হইয়া শিবিরে প্রবেশ পূর্ব্বক ইংলণ্ডরাজের সম্মুখীন হইলেন।

সহসা রাজ্ঞী ও এডিথকে এরূপ অসময়ে সমাগতা দেখিয়া রিচার্ড বিস্ময় ও অসন্তোষপূর্ণভাবে তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাদের দিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতঃ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন।

বেরেঙ্গেরিয়া জানিতেন, কিরূপে পুরুষের, বিশেষত স্বামীর দুর্ম্মনায়মান অবস্থায় তাঁহার সে ভাব বিদূরিত করিয়া তাঁহার উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে হয়। কারণ,নারীজাতির স্বভাবদত্ত এমন কতকগুলি অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র আছে—যথা, অভিমানকুটিল কটাক্ষ, অব্যর্থ সন্ধান, কিংবা দৃষ্টি সলজ্জ, করুণ,আরক্ত কপোল—যেন প্রভাত, অরুণ, নধর অধরে সুধার রাশি, অমৃতপুরিত বচনরাশি, নলিন-নয়নে নীহার-কণা, ভুজঙ্গিনা ভঙ্গিমার ফুৎকারিত ফণা, সোহাগজড়িত কণ্ঠে আধ মধু ভাষ, তর্জ্জনগর্জ্জনে সুর-নর-ত্রাস, প্রদোষ-মলিন কমল আনন, আদরের বাহুলতা কণ্ঠে নিবেষ্টন – বেরেঙ্গেরিয়া কম্পিত হস্তে রিচার্ডের দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া চুম্বন করিলেন।

রিচার্ড অসন্তুষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি এখন কি চাও।"

রাজ্ঞী অস্ফুট স্বরে বলিলেন,—"এই হতভাগ্য স্কটস নাইট—"

রিচার্ড। উহার সম্বন্ধে আমায় কিছু বলিও না, উহার মৃত্যু অনিবার্য্য।

বেরেঙ্গেরিয়া। না, না প্রিয়তম! প্রভু! তাহা করিও না—একটি সামান্য রেশমী নিশান মাত্র উপেক্ষিত হইয়াছে। বেরেঙ্গেরিয়া স্বহস্তে উৎকৃষ্ট সূচীকার্য্যে শোভিত পতাকা নির্ম্মাণ করিয়া দিবে। আমার যতগুলি মুক্তা আছে,সেই সমস্ত মুক্তাগুলি দিয়া পতাকাটি সাজাইয়া দিব, আর প্রত্যেক মুক্তা গাঁথিবার সময় কৃতজ্ঞতার এক এক বিন্দু অশ্রু মুক্তার সহিত মিশাইয়া দিব।

রিচার্ড। তুমি কি বলিতেছ, তাহা বুঝিতে পারিতেছ না—প্রাচ্য প্রদেশের সমগ্র মুক্তার ভাণ্ডার কি ইংলণ্ডের একটি কলঙ্ক-বিন্দু অপসারণে বিনিময় হইতে পারে? রিচার্ডের বিমল যশে কলঙ্ক-রেখা অঙ্কিত হইলে রমণীর অশ্রুজলে কি সেই কলঙ্ক রেখা প্রক্ষালিত হইতে পারে? দেশকালপাত্র বিবেচনায় এখন তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর।

বেরেঙ্গেরিয়া চুপি চুপি এডিথকে বলিলেন,—"শুনিলে ? এখন আর কিছু বলিলে উঁহার ক্রোধবৃদ্ধি হইবে মাত্র।"

এডিথ তদুত্তরে বলিলেন,—"তাহাতে আমাদের কোন হাত নাই।" তৎপরে অগ্রসর হইয়া রিচার্ডকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"প্রভু! আমি আপনার আত্মীয়া, আমি আপনার নিকট দয়া প্রার্থনার পরিবর্ত্তে ন্যায়বিচার প্রার্থনা করিতেছি, সকল সময়ে এবং সকল অবস্থাতেই নৃপতিগণের ন্যায়বিচারে কর্ণপাত করাই রাজধর্ম্ম।"

রিচার্ড শুনিবামাত্র শয্যাতলে উপবেশন করিয়া বলিলেন—"হাঁ—হাঁ—ভগ্নী এডিথ রাজজনোচিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে। আমিও রাজজনোচিতভাবে উত্তর প্রদান করিব।

এডিথ। রাজন্! এই সৎ নাইট—আপনি যাঁহার শোণিত দর্শনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, খৃষ্টজগতে খৃষ্টধর্ম্ম ও খৃষ্টীয় মর্য্যাদা রক্ষণে যথেষ্ট সাহসিকতা ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে প্রলোভনের পাশবদ্ধ হইয়া পতাকা রক্ষণে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়াছেন। আমার নামের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াই তিনি কিয়ৎক্ষণের জন্য প্রহরীর কার্য্যে শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়া অবসৃত হইয়াছিলেন—যাঁহার ধমনীতে প্লাণ্টাজেনেটের রক্ত প্রবাহিত হইতেছে, সে রমণীর আদেশে খ্রীষ্টজগতে কোন নাইট এরূপ অপরাধে অপরাধী না হইয়া থাকিতে পারে ?

রিচার্ড। ভগ্নি! তবে তোমার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল ? কোথায় তুমি তাহার প্রতি এরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছ ?

এডিথ। রাজ্ঞীর শিবিরে।

রিচার্ড। কি রাজ্ঞীর শিবিরে ?—এ বড়ই স্পর্দ্ধার বিষয়! তুমি রাত্রিকালে রাণীর শিবিরে তাহাকে আনাইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার এই অবাধ্যতা ও কর্ত্তব্যে অবহেলার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে নির্দ্দোষী বলিয়া তাহার পক্ষ সমর্থন করিতেছ? এডিথ! এই অপরাধে যাবজ্জীবন মঠে থাকিয়া তোমাকে অনুতাপ করিতে হইবে।

এডিথ। আপনি এত মহৎ হইয়া, অত্যাচারীর ন্যায় কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আপনারও মানমর্য্যাদা যেরূপ অক্ষুণ্ণ আছে আমারও তদ্রূপ, রাজ্ঞী এ বিষয়ে সাক্ষ্যপ্রদান করিতে পারেন। আমি আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমার আত্মদোষ প্রক্ষালন বা অন্যের প্রতি দোষারোপ করিবার জন্য আমি আপনার নিকট আগমন করি নাই ; তবে প্রলোভনভ্রান্ত ব্যক্তির প্রতি আপনার কৃপা ভিক্ষার জন্য আসিয়াছি, যেরূপ কৃপা আপনিও একদিন উচ্চতর বিচারালয়ে প্রার্থনা করিবেন।

রিচার্ড। (সক্রোধে) এই কি সেই মহৎহৃদয়া প্রজ্ঞাশালিনী এডিথের উপযুক্ত কথা ? কিংবা কোন প্রণয়বিহ্বলা রমণীর উপযুক্ত কথা যে রমণী তাহার জারের জীবনের সহিত তুলনায় স্বীয় মর্য্যাদা তুচ্ছ জ্ঞান করে ? আমি ফাঁসীকাষ্ঠ হইতে ঐ ইতরের মুণ্ডটি আনাইয়া তোমার মঠ—প্রকোষ্ঠে চিরকালের জন্য রাখিয়া দিব।

এডিথ। আপনি যদি যথার্থই তাহার ছিন্নমুণ্ড আমার প্রকোষ্ঠে আমার অক্ষি সমীপে চিরকালের জন্য রাখিয়া দেন, তাহা হইলে আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিব যে, এই মুণ্ড একজন মহৎ নাইটের হতাবশিষ্ট স্মৃতি চিহ্ন—এমন এক ব্যক্তির দ্বারা এরূপ নির্দ্দয় ও অযোগ্যভাবে নিহত হইয়াছে, যাঁহার পক্ষে কিরূপে বীরত্বের উপযুক্ত পুরস্কার করিতে হয়, তাহা শিক্ষা করা উচিত ছিল—আর আপনি তাহাকে "ইতর" বলিতেছেন—সে ব্যক্তি যথার্থই আমার অকপট প্রণয়ী, কিন্তু কখনও আমার নিকট প্রণয় আকাঙ্ক্ষা করে নাই। লোকে যেরূপ সাধুকে সম্মান সমাদর প্রদর্শন করিয়া থাকে, আমার প্রতি তাঁহার সেইরূপ ব্যবহার। আপনার বিচারে এইরূপ সৎ, সাহসী ও বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি এই জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইবে ?

রাজ্ঞী। (মৃদুস্বরে) ভগ্নি, স্থির হও—উঁহার ক্রোধ বৃদ্ধি হইতেছে, দেখিতেছ না ?

এডিথ। আমি গ্রাহ্য করি না। সতীকুমারী কখন উদ্দাম সিংহ দর্শনে ভীত হয় না। উঁহার যেরূপ ইচ্ছা, নাইটের প্রতি সেইরূপ দণ্ডবিধান করুন—তাঁহার স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া কিরূপে অশ্রুজলে সেই পবিত্র স্মৃতি উদ্বোধন করিতে হয়, এডিথ তাহা জানে। আর কেহ আমাকে রাজনীতির কূট চক্রে বিক্ষিপ্ত করিয়া অন্যের হস্তে আমাকে অর্পণ করিতে পারিবে না। পার্থিব মর্য্যাদায় আমরা পরস্পর বহুদূরে বিভিন্ন ছিলাম—কিন্তু মৃত্যু উচ্চ নীচ সকলকে

একই সমতা-সূত্রে বদ্ধ করিয়া থাকে—আমি এক্ষণে মৃতের পত্নী।

রিচার্ড অধিকতর ক্রুদ্ধভাবে কি উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে এক জন কারমেলাইট সন্ন্যাসী ক্ষিপ্রভাবে প্রবেশ করিলেন। তদ্দর্শনে রিচার্ড স্বগতভাবে বলিয়া উঠিলেন—"আরে কি জ্বালা, এ যে জগৎশুদ্ধ সব আমাকে পাগল করিতে বসিল। স্ত্রীলোক, সন্ন্যাসী যত আহম্মকের দল দলে দলে এসে জুটছে"—তৎপরে সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনারি বক্তব্য কি ?"

সন্ন্যাসী। একটি গভীর রহস্যাত্মক বিষয়—এই যুবক আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। আমি আপনার নিকট সেই বিষয় নিবেদন করিলে এই ব্যক্তির সম্বন্ধে আপনার মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইবে এবং আপনি ইহার হত্যাসম্বন্ধে সকল সঙ্কল্প পরিহার করিবেন।

রিচার্ড। আপনি ত সেই এনগ্যাড্ডি মঠের সন্ন্যাসী। খ্রীষ্টান রাজগণ সুলতানের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিবার জন্য এই অপরাধী নাইটকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া,আপনার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। আমি তখন রুগ্নশয্যাশায়ী ; আমার সহিত একবার এ সম্বন্ধে পরামর্শ করা উচিত ছিল। আর আপনি আমার নিকট যে জন্য আসিয়াছেন, সে সম্বন্ধে স্থির জানিবেন যে, আপনি উঁহার জীবনরক্ষা সম্বন্ধে যত অনুনয় বিনয় করিবেন, তত শীঘ্রই উঁহার মৃত্যুদণ্ডে সমাধা হইবে।

সন্ন্যাসী। আপনি এক্ষণে যে ঘোরতর অনিষ্টের অবতারণা করিতেছেন, ভবিষ্যতে দেখিবেন যে, আপনার একটি অঙ্গহানি হইলেও আপনি তদ্বিনিময়ে এই অনিষ্ট নিবারণে সম্মত হইবেন, সুতরাং এরূপ অবিবেচনার কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হউন।

রিচার্ড। তুমি দূর হও - দূর হও ! ইংলণ্ডের গৌরব রবি অস্তমিত হইতে যাইতেছে, রমণীগণ ও সন্ন্যাসী তোমরা আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও—যদি আমার আদেশ পালন না কর, তাহা হইলে সেণ্টজর্জ্জের নামে আমি শপথ—

সহসা নেপথ্যে কে বলিয়া উঠিল—"শপথ করিবেন না।"সঙ্গে সঙ্গে হাকিম এডনবেক প্রবেশ করিতে দেখিয়া, রিচার্ড বলিয়া উঠিলেন,—"আপনিও কি আবার উত্যক্ত করিতে আসিলেন ? বেরেঙ্গেরিয়া ! এডিথ ! তোমরা এখন এখান হইতে যাও—আমি এই পর্য্যন্ত বলিতেছি যে, দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে উঁহার উদ্বন্ধন-দণ্ড হইবে না।"

রাজ্ঞী ও এডিথ রাজাজ্ঞা শুনিয়া স্ব স্ব শিবিরে প্রস্থান করিলেন।

সন্ন্যাসী বলিল,—"যে ধর্ম্মের আদেশ লঙ্ঘন করে, তাহার অদৃষ্টে অশেষ দুর্গতি। রাজন্ ! আমি আমার পদের ধূলি মার্জ্জন না করিয়াই আপনার শিবির হইতে চলিয়া যাইতেছি, কিন্তু আপনি জানিবেন, আপনার মস্তকোপরি একগাছি কুন্তলবদ্ধ অসি দোদুল্যমান। উদ্ধত নৃপতে ! আমি চলিলাম—পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে।" এই বলিয়া সন্ন্যাসী শিবির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সন্ন্যাসী প্রস্থান করিলে রিচার্ড হাকিমকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার প্রার্থনা পূরণ করিয়া আমি কি চরিতার্থ হইতে পারি ?"

হাকিম। এই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত নাইটের জীবনদান।

রিচার্ড শুনিয়া স্বগতভাবে বলিতে লাগিলেন—"হাকিমের প্রবেশমাত্র আমি বুঝিয়াছি কি, উদ্দেশ্যে ইনি আমার নিকট আসিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য ! ন্যায়বিচারে একটা সামান্য লোকের প্রতি মৃত্যুদণ্ড হইয়াছে আর আমি এক জন প্রতাপশালী নৃপতি এবং সমরকুশল যোদ্ধা—যাহার কটাক্ষ-ইঙ্গিতে সহস্র সহস্র জীবন জলবিম্বের মত কা'ল যাহা ভাসিয়া গিয়াছে, যাহার স্বহস্তধৃত মুষ্টিবদ্ধ কৃপাণে শত শত বীর যোদ্ধার ছিন্নমুণ্ড শোণিতাপ্লুত ভূতলচুম্বন করিয়াছে---অথচ সেই আমি, কিন্তু আমার এই দণ্ডিত ব্যক্তির উপর কোন ক্ষমতাই নাই। আমার অস্ত্রের সম্মান---আমার রাজকুলের সম্মান—এমন কি, আমার মহিষীর সম্মানও এই সামান্য নাইটের হস্তে কলুষিত। আমার স্ত্রী, আত্মীয়-পরিজন, সন্ন্যাসী, হাকিম সকলেই একের পরাভবে অগ্রে আসিয়া ইহার পক্ষে উপস্থিত হইতেছে এ বড়ই কৌতূহলের বিষয়"—এইরূপ আন্দোলন করিতে করিতে রিচার্ড উচ্চহাস্য করিলেন।

ইত্যবসরে হাকিমও নৃপতির এইরূপ ভাবান্তর সংঘটন লক্ষ্য করিয়া উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া বলিলেন,—"এরূপ সহাস্যবদনে কঠোর প্রাণদণ্ডের আদেশ সম্ভবপর নহে—আপনার ভৃত্য আশা করে, আপনি দণ্ডিত ব্যক্তির প্রাণদান করিবেন।"

রিচার্ড শুনিয়া বলিলেন,—"আপনি সহস্র বন্দীর বন্দিত্ব মোচন প্রার্থনা করুন। আপনার বন্দী—শত শত স্বদেশীয়ের বন্দিত্ব মোচন করিয়া তাহাদিগকে তাহাদের স্বভবনে ও পরিজনমধ্যে প্রত্যর্পণ করুন—আমি এই দণ্ডেই তাহাদের মুক্তিদান করিতেছি, কিন্তু ইহার দণ্ডাজ্ঞা প্রত্যাহার হইবার নহে।"

হাকিম। আপনি জানিবেন, আপনার এই অনুগ্রহের উপর অসংখ্য ব্যক্তির জীবন নির্ভর করিতেছে। কারণ, আমার যে ঔষধে আপনি এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক ব্যক্তি দুরারোগ্য কঠিন পীড়ায় আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, সেই ঔষধটি স্বর্গীয় উপাদানে প্রস্তুত হইয়াছে এবং উহা স্বর্গীয় দেবগণের প্রসন্নতার ফল। আমি সেই ঔষধের প্রয়োগকর্ত্তা মাত্র—আমি শুভক্ষণ দেখিয়া ঔষধটি এক পাত্র জলে অভিষিক্ত করিয়া ঐ জলটুকু মাত্র রোগীকে পান করিতে দিয়া থাকি এবং রোগী তাহাতেই নিরাময় হইয়া উঠে। এই ঔষধের প্রয়োগকারীকে শুদ্ধাচার, উপবাস ও সংযমাদি অনেকরূপ কঠোরতা অবলম্বন করিতে হয়, আর বিলাসিতা, ইন্দ্রিয়াসক্তি, আলস্য প্রভৃতি কারণে এক পক্ষকালমধ্যে দ্বাদশটি রোগীর ব্যাধিশান্তি করিতে অসমর্থ হইলে এই ঔষধের অদ্ভুতদৈবশক্তি ক্ষুণ্ণ হইয়া যায় এবং চিকিৎসক ও একাদশসংখ্যক রোগী উভয়েই নিতান্ত দুর্ভাগ্যগ্রস্ত হইয়া এক বৎসরের মধ্যেই কালগ্রাসে পতিত হয়; সুতরাং আমার আর একটিমাত্র জীবন রক্ষা করিতে পারিলেই এক পক্ষের আরোগ্য সংখ্যাপূর্ণ ও আমার ঔষধের দৈবশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে—আপনি একাদশসংখ্যক রোগী আর এই দণ্ডিত ব্যক্তির জীবনরক্ষা হইলেই দ্বাদশসংখ্যা পূর্ণ হইবে এবং আপনাকে ও আপনার এই অধীন ভৃত্যকে এই ঔষধের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন জন্য বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইবে না।"

রিচার্ড। আপনি যদি অন্ধবিশ্বাসমূলক দৈবশক্তিসম্পন্ন একটি মাদুলীর দোহাই দিয়া আমাকে বিপদাশঙ্কার ভয় প্রদর্শন করিতে চাহেন, তবে জানিবেন, আপনি মূর্খের সহিত আলাপ করিতেছেন না, কিংবা কোন আশুপ্রত্যয়ী বৃদ্ধা রমণীর কর্ণে মন্ত্র দিয়া তাহাকে আপন স্বার্থসিদ্ধির পথে চালিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন না—যাহারা স্বভাবতঃ মূর্খতাবশতঃ দাঁড় কাকের কর্কশ রব কিংবা বিড়ালের হাঁচিকে কুলক্ষণ ভাবিয়া অনায়াসে সঙ্কল্পভ্রষ্ট হইয়া থাকে।

হাকিম। আমি আপনার মন্তব্যের প্রতিবাদ করিতে পারি না, তবে সাধারণের হিতসাধনকল্পে এইমাত্র বলিতে ইচ্ছা করি যে, আপনি এক ব্যক্তির প্রতি ক্ষমাশীল হইলে যদি আমার দ্বাদশ সংখ্যা পূর্ণ হইয়া এবং ঔষধের দৈবশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিয়া শত শত ব্যক্তির জীবনরক্ষা হয়, তবে শত শত জীবরক্ষার নিদানভূত একটি জীবনরক্ষা কি আপনার পক্ষে উপযুক্ত নহে? আপনি সহস্র সহস্র জীবন নাশ করিতে পারেন, কিন্তু একটিমাত্র মৃতব্যক্তির কি প্রাণদান করিতে পারেন?—রাজগণ সয়তানের ন্যায় লোককে যন্ত্রণা দিতে পারে, কিন্তু যতিগণ যন্ত্রণার প্রশমন করিতে সমর্থ—আপনি অনায়াসে জীবন্ত মস্তক ছেদন করিতে পারেন, কিন্তু সামান্য দন্তশূল প্রশমনে অসমর্থ। তবে কি জন্য একটি মাত্র জীবনরক্ষা না করিয়া সার্ব্বজনীন মঙ্গলসাধনে অন্তরায় হইতেছেন?

রিচার্ড শুনিয়া সক্রোধে বলিলেন—"বড়ই ঔদ্ধত্যের পরিচয়! আপনাকে আমার চিকিৎসকরূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম,—মন্ত্রদাতা কিংবা আধ্যাত্মিক শিক্ষাদাতারূপে গ্রহণ করি নাই।

হাকিম। এই কি রাজসেবালব্ধ কৃতজ্ঞতার পরিচয়? আপনি জানিবেন, ইয়োরোপ ও এশিয়ার সর্ব্বত্র—যেখানে বীণার ঝঙ্কার—কৃপাণ-হুঙ্কার—মর্য্যাদার সম্মান, বীরত্বের গৌরব—আমি সর্ব্বত্রই আপনাকে অকৃতজ্ঞ ও সঙ্কীর্ণচেতা বলিয়া ঘোষণা করিব।

রিচার্ড শুনিয়া ক্রোধকম্পিত কলেবরে স্বগতভাবে পুনরুক্তি করিয়া বলিলেন—"অকৃতজ্ঞ! সঙ্কীর্ণচেতা—ভীরু—অধার্ম্মিক!—তৎপরে হাকিমকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"হাকিম! আপনি আপনার অভীপ্সিত বিষয় প্রার্থনা করিয়াছেন—আপনি যদি আমার মুকুটমণি প্রার্থনা করিতেন, তাহাও আমি আপনাকে প্রদান করিতাম। এই স্কটকে আপনি লইয়া যান; আপনার হস্তে উহাকে সমর্পণ করিলাম। উহাকে আপনি ক্রীতদাসের ন্যায় ব্যবহার করিবেন—কিংবা আপনার যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপে উহাকে নিয়োজিত করিতে পারেন,—কেবলমাত্র উহাকে সাবধান করিয়া দিবেন, যেন কখন আমার সম্মুখীন না হয়।"

"আপনি দীর্ঘজীবী হউন" এই বলিয়া কুর্ণিস-

করিতে করিতে হাকিম শিবির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অতঃপর রিচার্ড সার টমাস ডিভক্সকে আহ্বান করিবামাত্র ডিভক্স তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সেই সঙ্গে আপাদমস্তক ছাগচর্ম্মাবৃত এনগ্যাড্ডি, মঠের পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসীও ডিভক্সের পশ্চাতে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। রিচার্ড কর্কশ স্বরে ডিভক্সকে কহিলেন, "আপনি ভেরী নিনাদকগণকে লইয়া অষ্ট্রীয়ার আর্চ্চ ডিউকের শিবিরে যাইয়া তাঁহাকে বলুন যে, ডিউক স্বয়ং বা তাঁহার কোন লোক দ্বারা সেণ্ট জর্জ্জ মাউণ্ট হইতে ইংলণ্ডীয় পতাকা অপহরণ করিয়াছে, সুতরাং একঘণ্টাকালমধ্যে ডিউক ও তাঁহার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিবর্গ নগ্নমস্তকে আসিয়া অপহৃত পতাকা যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিবে এবং অষ্ট্রীয় পতাকা বিপর্য্যস্তভাবে ইংলণ্ডীয় পতাকার পার্শ্বে স্থাপন করিবে এবং যে ডিউককে পতাকাপহরণে পরামর্শ দিয়াছে, তাহার ছিন্নমস্তক বর্শাদণ্ডে সংলগ্ন করিয়া, উক্ত পতাকাদ্বয়ের মধ্যস্থলে স্থাপন করিবে, তাহা হইলে আমরা ডিউককে পতাকাপসারণ জন্য ক্ষমা করিব, নতুবা আমারা অস্ত্রবলে প্রতিহিংসা লইব।"

ডিভক্স আদেশ পালনার্থ গমনোদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে এনগাড্ডির সন্ন্যাসী সহসা অগ্রসর হইয়া ইঙ্গিতে তাঁহাকে নিবারণ করিয়া রিচার্ডকে কহিলেন, "ঈশ্বরের পবিত্র নামে আমি একই পবিত্র সম্প্রদায়ভুক্ত স্কন্ধদেশে ক্রসচিহ্নিত নৃপতিদ্বয়ের মধ্যে পরস্পর এরূপ পৈশাচিক ভাবোত্তেজিত ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও রক্তপিপাসু সমরলিপ্সা নিবৃত্তির জন্য অনুরোধ করিতেছি। হে রাজন্! যিনি এই সম্প্রদায়বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া শপথ ভঙ্গ করিবেন, তিনি নিশ্চয়ই অভিশপ্ত হইবেন। ইংলণ্ডেশ্বর, আপনার আদেশ প্রত্যাহার করুন্, কারণ, বিপদ ও মৃত্যু আপনার সম্মুখে, আপনার কণ্ঠদেশে উন্মুক্ত ছুরিকা।"

রিচার্ড। বিপদ ও মৃত্যু রিচার্ডের সহচর, যে রিচার্ড অসংখ্য উন্মুক্ত উজ্জ্বল কৃপাণের সম্মুখীন হইয়াছে, ছুরিকা তাহার পক্ষে অতি ছার, অতি তুচ্ছ!

সন্ন্যাসী। বিপদ ও মৃত্যু আপনার অতি নিকটবর্ত্তী। মৃত্যুর পর সেই স্বর্গীয় বিচার।

রিচার্ড। ধার্ম্মিকপ্রবর! আমি আপনাকে ও আপনার ধর্ম্মভাবলব্ধ পবিত্রতাকে প্রণাম করি।

সন্ন্যাসী। আমাকে প্রণাম করিবেন না; মরুসাগরের তীরে শৈবালভোজী ইতর কীটদিগকে প্রণাম করুন্। যাঁহার আদেশ আমি আপনাকে জ্ঞাপন করিতেছি তাঁহাকে প্রণাম করুন্। যাঁহার পবিত্র কবররক্ষণে আপনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও শপথবদ্ধ, তাঁহাকে প্রণাম করুন, যে একতাসূত্রে বদ্ধ হইয়া আপনি এই ক্রুসেড যুদ্ধে ইয়োরোপীয় নরপতিগণের সহিত ভ্রাতৃসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছেন, সেই একতার বল ও সম্মান রক্ষা করুন্! আমি আপনার সমক্ষে নতমস্তকে নতজানু হইয়া আপনাকে অনুনয় করিয়া বলিতেছি, আপনি খ্রীষ্টজগৎ ইংলণ্ড ও আপনার নিজের প্রতি সদয় হউন।

রিচার্ড। এ কি এ কি! আপনি গাত্রোত্থান করুন—আপনার যে জানু ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর জগদীশ্বরের আরাধনায় নত হইয়া থাকে, সে জানু সামান্য পার্থিব নরপতির সম্মুখে নত হওয়া উচিত নয়—আমার সম্মুখে কিরূপ বিপদের আশঙ্কা আপনি প্রকাশ করিয়া বলুন।

সন্ন্যাসী। আমি নিশিতে উত্তুঙ্গ শৈলশিখর হইতে গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, শত্রুই আপনার পক্ষে অতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন এবং আপনি কর্ত্তব্য পালনে অবহেলা করিয়া গর্ব্বদৃপ্ত হইয়া যথেচ্ছাচরণ করিলে আপনার জীবন নিশ্চয়ই সঙ্কটাপন্ন হইবে।

রিচার্ড। আপনি চলিয়া যান, এ সকল পৌত্তলিকদিগের কুসংস্কারমূলক কল্পনা। খৃষ্টানেরা এ সকল অমূলক ভ্রান্ত বিষয়ের আলোচনা করে না, এবং জ্ঞানী লোকেরা বিশ্বাসও করে না। বৃদ্ধ! আপনি কি আমার কর্ণে মন্ত্র দিতে আসিয়াছেন?

সন্ন্যাসী। না রিচার্ড! আমি মন্ত্র দিতে আসি নাই। আমি নিজে এত সুখী নহি, আমি আমার নিজের অবস্থা কিছু কিছু অবগত আছি। আমি ঠিক একটি অন্ধ মনুষ্যের মত-- যাহার হস্তস্থিত জ্বলন্ত মশাল অপর লোককে আলোকদান করে। কিন্তু সেই মশালধারি অন্ধের নেত্রপথ আলোকিত করে না। আপনি আমার দুর্ভাগ্যের জীবনসম্বন্ধে যদি জানিতে চাহেন, তাহা হইলে জানিবেন,-- আমিও এক জন ধর্ম্মোন্মাদমত্ত পরিত্যক্ত অভাগা মাত্র—

রিচার্ড। বেশ বেশ, আমি ভ্রাতৃ-সম্প্রদায়মধ্যে একতার বন্ধন ছিন্ন করিব না, কিন্তু অষ্ট্রীয়া ইংলণ্ডের

প্রতি যে অসম্মান ও অবমাননা প্রদর্শন করিয়াছে, তাহার প্রতিশোধ সম্বন্ধে কি মীমাংসা হইবে ?

সন্ন্যাসী। তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে, ইংলণ্ডীয় পতাকা পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ সেণ্ট জর্জ্জ মাউণ্টে উড্ডীয়মান হইবে এবং যাহার স্পর্শে উক্ত পতাকা অসম্মানিত হইয়াছে, তাহার দেহ শৃগালকুক্কুর কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইবে।

রিচার্ড। তবে যখন অষ্ট্রীয় ডিউককে দমন করা ক্রুসেড নীতিবিরুদ্ধ, তখন আর তাহার সম্বন্ধে আন্দোলন করিয়া কোন ফল নাই।

সন্ন্যাসী অশ্রুসিক্ত-নয়নে কহিলেন,—"রাজন্! আপনার জীবনের শেষ ভাগে আপনার ভাগ্যে বিপৎ সংঘটন অবশ্যম্ভাবী; আর আপনি যখন কবরে শায়িত হইবেন, তখন আপনার উত্তরাধিকারী বংশধর কেহ থাকিবে না; আপনার প্রজামণ্ডলী আপনার জন্য এক বিন্দু শোকাশ্রু বর্ষণ করিবে না; কারণ, আপনার হস্তে তাহাদের অণুমাত্র সুখস্বচ্ছন্দতা-বর্দ্ধন হইবে না।

রিচার্ড। আমি খ্যাতিলাভ করিয়া মরিব এবং আমার প্রণয়িনী আমার জন্য অশ্রুবর্ষণ করিবে।

সন্ন্যাসী। কবির বীণায় যশোগাথার ঝঙ্কার ও প্রণয়িনীর অশ্রুজলের মূল্য কি আমি জানি না রিচার্ড? আমিও রাজ-কুলসম্ভূত—গডফ্রের বীররক্ত আমার ধমনীতে বহমান। আমি সেই আলবেরিক মটিমার—যদি আমি আপনার বিভীষিকাময় ভবিষ্যৎ ভাগ্য-পটের যবনিকা অপসারণ করিয়া আপনার গর্ব্বদৃপ্ত অন্তঃকরণ ধর্ম্মশাসনে সংযত করিতে পারি, তাহা হইলে আমি আপনার সমক্ষে আমার ঘোর যাতনা-ময় আত্মকাহিনী প্রকাশ করিব—যে যাতনায় ও অনুশোচনায় আমি অন্তরে অন্তরে নিয়তই দগ্ধ হইতেছি।

রিচার্ড বাল্যকালে এলবেরিক মটিমারের বীরত্ব গৌরবকাহিনী কবিগণের মুখে শুনিয়া উৎফুল্ল হইতেন, এক্ষণে সেই মটিমারের জীবন্ত মূর্ত্তিকে সম্মুখে দেখিয়া তাঁহার মুখ হইতে তাঁহার আত্ম-কাহিনী শুনিবার জন্য অতিশয় উৎসুক হইলেন। তদ্দর্শনে সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন—"আমার রাজ-বংশে জন্ম। আমি এক-জন ভাগ্যবান্ পুরুষ ছিলাম। অস্ত্রবলে বলীয়ান এবং মন্ত্রণাদানে বৃহস্পতিতুল্য। আমার নাইটোচিত সকল গুণই ছিল। যখন পালেষ্টাইনে রমণীগণ আমার মস্তকে মাল্য প্রদান করিবার জন্য প্রতিযোগিতা করেন, তখন তন্মধ্যে একটি নীচকুল-সম্ভূতা রমণীর প্রতি আমার প্রণয়-সঞ্চার হয়; কিন্তু রমণীর পিতা আমার ন্যায় আভি-জাত্যসম্পন্ন পাত্রের সহিত তাঁহার কন্যার পরিণয় অসম্ভব বলিয়া, তাঁহার কন্যাকে মঠাবরোধবাসিনী সন্ন্যাসিনী-সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া মঠে রাখিয়া দিলেন। আমি দূরদেশে যুদ্ধযাত্রা করিয়া, সমরে যশ অর্জ্জন করিয়া, ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, জন্মের মত আমার জীবনের সুখ চলিয়া গিয়াছে—আমিও মঠে আশ্রয় লইলাম। পূর্ব্বে যেমন রাজনীতিক্ষেত্রে উন্নত মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলাম, ধর্ম্মজগতেও বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হইলাম। আমি ধর্ম্মযাজকদিগের নেতৃত্বপদে অভিষিক্ত হইয়া সন্ন্যাসিনী ভগ্নী সম্প্র-দায়ের অধ্যক্ষপদ লাভ করিলাম—ক্রমশঃ এই সন্ন্যা-সিনী সম্প্রদায়ের মধ্যে আমার সেই হারান ধনকে দেখিতে পাইলাম। আর সেই গুপ্তকাহিনী প্রকাশ করিতে পারি না—আর মুখে কথা সরিতেছে না —আহা, অবশেষে সেই পতিতা রমণী আত্মহত্যায় তাহার পতিত জীবনের অবসান করিয়া এনগ্যাড্ডির বিস্তৃত খিলানতলে চিরশান্তি চিরসুষুপ্তি ভোগ করি-তেছে। আর তাহার কবরের উপর এই হতভাগ্য যাতনাময় জীব গভীর মর্ম্মোচ্ছ্বাসে তাহার স্মৃতি জাগাইয়া আত্মগ্লানির দাবানলে দিবানিশি দগ্ধ হই-তেছে—আমি ঘোর পাপী, সুতরাং এনগ্যাড্ডির পবিত্র বেদীরক্ষণে নিযুক্ত থাকিলেও পবিত্র বেদীর প্রতি আমি দৃষ্টিপাত করিতে পারি না—"এই বলিয়া সন্ন্যাসী দ্রুতবেগে শিবির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন।

সন্ন্যাসী প্রস্থান করিবামাত্র টায়ারের আর্কবিশপ আসিয়া রিচার্ডের সহিত সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করি-লেন। রিচার্ড তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে স্বসমীপে আসিতে বলিলেন। আর্কবিশপ সূক্ষ্মদর্শী তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন এবং ক্রুসেডযোদ্ধৃ রাজগণের প্রতিনিধি বক্তারূপে রিচার্ডকে ক্রসযুদ্ধের আনুমানিক পরিণাম ফল সম্বন্ধে নিবেদন করিতে আসিয়াছেন। আর্কবিশপ বলিলেন,—"রাজন্! আমাদিগের নিকট হইতে অস্ত্রবলে পবিত্র কবর উদ্ধার এবং আপনার পক্ষে বিজেতৃলভ্য যশ অর্জ্জন এ বড়ই দুরূহ, কারণ, আলাদিন তাঁহার সমগ্র শক্তিপুঞ্জ সম্মিলিত করিতেছেন এবং ক্রুসযোদ্ধা

রাজগণ নানাকারণে সমর পরিচালন ও কবরোদ্ধার সঙ্কল্প পরিহার করিতেছেন, সুতরাং আপনি রাজগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া কেবলমাত্র স্বল্পসংখ্যক কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবকমাত্র সহযোগিরূপে প্রাপ্ত হইবেন – তাহাদের সহায়তায় বিজয়লাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব, আর বিশেষতঃ রাজন্! আপনার উদ্ধত ব্যবহারে সমবেত মিত্রশক্তিপুঞ্জ সকলেই সাতিশয় বিরক্তভাবাপন্ন হইয়াছেন।

রিচার্ড। হয় খ্রীষ্টীয় ক্রস জেরু জেলমের দুর্গশিখরে, নতুবা রিচার্ডের কবরে স্থাপিত হইবে।

আর্ক বিশপ। অস্ত্রবলে এবং আপনার গৌরবের শক্তিতে সালাদিনকে বাধ্য করিয়া কবরোদ্ধার, পবিত্র জেরুজেলমে সর্ব্বদা তীর্থযাত্রিগণের অবাধ তীর্থভ্রমণ এবং আপনার পক্ষে জেরু-জেলমের অধীশ্বর এই আখ্যাপ্রাপ্তি খৃষ্টানগণের পক্ষে সাতিশয় গৌরবের বিষয় হইবে।

রিচার্ড। আমি জেরুজেলমের অধীশ্বর ?

আর্ক বিশপ। বৈবাহিকসম্বন্ধে যুক্তরাজ্য—

রিচার্ড। কি ! আমার আত্মীয়ার সহিত বিধর্ম্মী পৌত্তলিকের বিবাহ ? সিংহ যেরূপ তাহার শিকারের উপর লাফাইয়া পড়ে, সেইরূপ আমিও যখন আমার অর্ণবপোত হইতে সীরিয়ার উপকূলে লম্ফ দিয়া পড়িয়াছিলাম, তখন আমি এরূপ সম্বন্ধের বিষয় স্বপ্নেও ভাবি নাই—যাহা হউক, আপনার আর যাহা বক্তব্য, তাহাই বলিয়া যান।

আর্ক বিশপ। প্রস্তাবিত সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইলে সালাদিন সম্ভবতঃ খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন

রিচার্ড। অপর কাহারও মুখে এই জঘন্য প্রস্তাব শুনিবামাত্র, তাহাকে ভূতলে বর্শাসংসক্ত করিয়া ফেলিতাম—কিন্তু যে সারাসেন এত সাহসী, ন্যায়বান, উদার ও মহান্ এবং যে সারাসেন শত্রুরও সম্মান রক্ষা করিয়া থাকে, সেরূপ সারাসেনের সহিত ভ্রাতৃসম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে ক্ষতি কি ?—কিন্তু সকল বিষয়েই ধৈর্য্য আবশ্যক—চলুন! সভাধিবেশনের কাল আগত-প্রায়,আমরা সভাস্থলে গমন করি।

এই বলিয়া রিচার্ড আর্ক-বিশপের সহিত সভাস্থলে গমন করিলেন।

সভাস্থলে সমবেত ক্রস যোদ্ধ বর্গ রিচার্ডের আগমনে বিলম্ব দর্শনে তাঁহার অতিরিক্ত গর্ব্ব, ঔদ্ধত্য এবং সকলের উপর অনুচিত প্রাধান্যভাব প্রদর্শন জন্য তাঁহার কুৎসা করিতে লাগিলেন এবং সকলেই একযোগে স্থির করিলেন যে, রিচার্ড সভাস্থলে আগমন করিলে তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মানসহকারে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিবেন না, কিন্তু রিচার্ড আসিয়া উপস্থিত হইলে, সকলেই তাঁহার বলবিক্রম, বাহুবিস্ফারিত বিনোদবপু, কমনীয় কান্তি, সমরক্ষেত্রে উজ্জ্বল নক্ষত্রনিভ নয়ন-জ্যোতি দেখিয়া যেন সম্মুগ্ধের ন্যায় সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"ইংলণ্ডেশ্বর সিংহবিক্রান্ত রিচার্ড দীর্ঘজীবী হউন!"

অতঃপর রিচার্ড স্বীয় নির্দ্দিষ্ট আসন পরিগ্রহ করিয়া ওজস্বিনী ভাষায় সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "অদ্য আমাদের ধর্ম্মমন্দিরের একটি উৎসব দিবস ও খ্রীষ্টীয়দিগের পক্ষে পরস্পর মনোমালিন্য বিস্মরণ ও পরিহার করিয়া ভ্রাতৃভাবে ও সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হওয়া উচিত। হে মহান্ রাজগণ ! পবিত্র ক্রস-যুদ্ধের উৎসাহদাতা ধর্ম্মযাজকগণ ! রিচার্ড এক জন সমর-ব্যবসায়ী সৈনিক, তাঁহার বাক্‌শক্তি অপেক্ষা বাহুবলই তাহার সমধিক প্রতিষ্ঠা; তবে সর্ব্বদা সামরিক কঠোরতায় তাহার রসনা অতি বিরস ও কর্কশ ভাষা উচ্চারণে অভ্যস্ত বলিয়া আপনারা কি প্যালেষ্টাইন উদ্ধার সংকল্প পরিহার পূর্ব্বক মরজগতে অমরকীর্ত্তি ও অমরজগতে অনন্ত মুক্তির আশা বর্জ্জন করিবেন ? যদি রিচার্ডের কোন বিষয়ে ত্রুটি হইয়া থাকে, তবে রিচার্ড কায়মনোবাক্যে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত।"

রিচার্ডের বক্তৃতা শ্রবণে সমবেত সকলেরই মনোমালিন্য দূর হইল। যাহারা সমরবিজয়ে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের হৃদয় নব বল নব উৎসাহ ও নূতন আশায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল সৈনিকগণ হর্ষধ্বনি করিতে লাগিল। কেবল অষ্ট্রীয় ডিউকের মন হইতে বিদ্বেষভাব অপসারিত হইল না। অনন্তর সভাভঙ্গ হইল।

সার কেনেথ ইংলণ্ডরাজ রিচার্ড কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইবার পর চতুর্থ দিবসে রিচার্ড একাকী শিবিরে আসিয়া সান্ধ্যবায়ু সেবন করিতেছেন, এমন সময়ে জনৈক প্রহরী আসিয়া সংবাদ দিল, 'সালাদিনের নিকট হইতে এক জন দূত আসিয়াছে।"

একাদশ অধ্যায়

—০—

রিচার্ড শ্রবণমাত্র বলিলেন, "এই দণ্ডেই তাহাকে লইয়া আইস।" আদেশ প্রাপ্তিমাত্র প্রহরী দূতকে রিচার্ডের সমক্ষে আনয়ন করিল। দূতকে দেখিতে এক জন নিউবিয়াবাসী ক্রীতদাসের মত। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ, মস্তকে শ্বেতবর্ণ উষ্ণীষ ও গাত্রে শুভ্রবর্ণ পরিচ্ছদ, গলদেশে রৌপ্যনির্ম্মিত কণ্ঠহার ও দুই হস্তে রজত বলয়, কটিদেশে দীর্ঘ কৃপাণ ও দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ বর্শা ও বামহস্তে একটি দীর্ঘাকার সুদৃশ্য সারমেয়ের কণ্ঠদেশে আবদ্ধ শৃঙ্খলের এক প্রান্ত ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

দূত পূর্ব্বদেশীয় রীতানুসারে সসম্মানে অভিবাদন করিয়া রিচার্ডের হস্তে সালাদিনের স্বাক্ষর ও মোহরাঙ্কিত একখানি লিখিত পত্র প্রদান করিল।

"রাজাধিরাজ সালাদিন ইংলণ্ডরাজকে জ্ঞাপন করিতেছেন যে, আমরা আপনার শেষ পত্রে জ্ঞাত হইয়াছি যে, আপনি শান্তির পরিবর্ত্তে সমর এবং মিত্রতার পরিবর্ত্তে শত্রুতার প্রস্তাব করিয়া নিতান্ত অন্ধতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন এবং আপনি যে ভ্রান্ত, আমার সমগ্র শক্তিপুঞ্জ সম্মিলিত করিয়া শীঘ্রই আপনাকে বুঝাইয়া দিব। আপনি আমাকে যে দুটি অদ্ভুত বামনাকৃতি উপহার দিয়াছেন, তাদ্বিনিময়ে আমি আপনাকে এই নিউবিয়ান ক্রীতদাসটি উপহারস্বরূপ পাঠাইলাম—ইহার নাম জহুক—ইহার গাত্রের কৃষ্ণবর্ণ দেখিয়া ইহার গুণের বিচার করিবেন না। এই ব্যক্তি অতিশয় প্রভুভক্ত ও জ্ঞানী এবং সত্বর আপনার মহোপকারসাধন করিবে।"

পত্রপাঠ সমাপ্ত হইলে রিচার্ড জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী?"

জহুক বাক্‌শক্তিহীন মূক, সুতরাং দুই হস্তে ক্রস চিহ্ন নির্ম্মাণ করিয়া সঙ্কেতে বুঝাইয়া দিল যে, সে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী।

রিচার্ড বলিলেন,—"বেশ, তুমি খ্রীষ্টান—আচ্ছা, তুমি বর্ম্ম ও কটিবন্ধ পরিষ্কার করিতে পার?"

জহুক মস্তকসঞ্চালনে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া, কীলকসংলগ্ন একটি বর্ম্ম লইয়া এরূপ নৈপুণ্যসহকারে মার্জ্জন করিতে লাগিল যে, রিচার্ড তদ্দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়া বলিলেন,—"তুমি বেশ কাজের লোক, সুলতান-প্রদত্ত উপহারের প্রতি আমি কিরূপ সমাদর করি, তাহা দেখাইবার জন্য তোমাকে আমার নিত্যসহচররূপে সর্ব্বদা আমার নিকটে রাখিব।"

জহুক শুনিয়া প্রীতমনে কৃতজ্ঞতার অভিজ্ঞানস্বরূপ ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া রিচার্ডকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল।

ইত্যবসরে সার্ হেনরি নেভিল কতকগুলি কাগজপত্র লইয়া শিবিরে প্রবেশপূর্ব্বক রিচার্ডের হস্তে প্রদান করিলেন। রিচার্ড আবরণ উন্মুক্ত করিয়া বলিলেন, "ইংলণ্ডের সমাচার! আমি অবসরমত পাঠ করিব, সার হেনরি, তুমি এখন যাও।"

সার হেনরি প্রস্থান করিলে, রিচার্ড কতকগুলি পত্র পাঠ করিয়া জানিলেন যে, ইংলণ্ডের বক্ষঃ অন্তর্বিপ্লবে ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতেছে, তাঁহার ভ্রাতা জন ও জিওফ্রির পরস্পর অনৈক্য, হাই জাষ্টিসিয়ারি লং চ্যাম্পোর সহিত এলাইয়ের বিশপের কলহ, কৃষকদিগের প্রতি অভিজাতগণের প্রবল নির্য্যাতনাদি কারণে ইংলণ্ড নানাবিধ অশান্তির আকর হইয়া উঠিয়াছে,—সুতরাং তাঁহার হিতৈষী মন্ত্রদাতাগণ তাঁহাকে সত্বর ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন,—রিচার্ড এই সকল রাজনৈতিক গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলতার সংবাদ পাঠে নিতান্ত ক্ষুণ্ণমনায়মান হইয়া বিষণ্ণবদনে শিবিরের প্রবেশদ্বারের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

ও দিকে শিবিরের ছায়াতলে জহুক বসিয়া রিচার্ডের একটি বর্ম্ম মার্জ্জন করিতে ছিল এবং তাহার কুকুরটিও তাহার পার্শ্বে শয়ন করিয়াছিল, এমন সময়ে অদূরে আর একটি নূতন দৃশ্যের আবির্ভাব হইল। প্রহরিগণ নিঃশঙ্কমনে অতর্কিতভাবে ক্রীড়াকৌতুকে রত। সহসা এক খর্ব্বাকৃতি বৃদ্ধ টার্ক একটি বিদূষকের ন্যায় হাবভাব প্রদর্শন করিতে করিতে রিচার্ডের শিবিরের অতি নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

যোদ্ধৃগণের বিলাসিতা ও লাম্পট্য-স্বভাব-সুলভ প্রশ্রয়-হেতু গায়কগণ, গণিকাগণ, ইহুদী ব্যবসায়িগণ, তুর্কীগণ অবাধে যোদ্ধৃগণের শিবিরে গতিবিধি করিত, সুতরাং প্রহরিগণ এই বৃদ্ধকে কোনরূপ বাধা দিল না, বরং তাহার সহিত কৌতুক করিবার ছলে,

তাহাকে ধরিয়া সকলে অতিমাত্রায় তীব্র সুরা পান করাইয়া দিল। তখন বৃদ্ধ প্রহরীদিগের আদেশে নাচিতে নাচিতে ক্রমশঃ রাজকীয় শিবিরের অতি নিকটবর্ত্তী হইয়া যেন নেশা হইয়াছে, এই ভাব দেখাইয়া ভূতলে নিশ্চল সংজ্ঞাশূন্যভাবে পড়িয়া রহিল। জহুক তখনও পূর্ব্ববৎ রিচার্ডের বর্ম্ম ও ফলকাদি মার্জ্জনে নিযুক্ত; প্রহরিগণ বৃদ্ধ টার্ককে মাতাল হইয়া সংজ্ঞাশূন্য ভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া, স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ কিন্তু যথার্থ সংজ্ঞাহীন নহে, স্বীয় দুরভিসন্ধিসাধনের উপযুক্ত অবসর প্রতীক্ষায় ঐরূপ কপটভাবে পড়িয়া ছিল। এক্ষণে অল্পে অল্পে ধীরে ধীরে শম্বুকের ন্যায় গড়াইতে গড়াইতে গিয়া একখানি শাণিত ছুরিকা হস্তে রিচার্ডের পশ্চাতে যাইয়া দণ্ডায়মান হইল। অসংখ্য সৈনিক ও বীরপুঙ্গবগণ এই আততায়ীর কবল হইতে ইংলণ্ডরাজের জীবন রক্ষা করিতে পারিত না। পাপিষ্ঠ টার্ক উত্তোলিত ছুরিকা দ্বারা রিচার্ডের গাত্রে আঘাত করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে জহুক দৃঢ়হস্তে পাপিষ্ঠের হস্তধারণপূর্ব্বক ছুরিকাঘাত নিবারণ করিয়া প্রভুর প্রাণরক্ষা করিল। পাপিষ্ঠ দুরভিসন্ধি ব্যর্থ হইল দেখিয়া ক্রোধে জহুকের বাহুতে আঘাত করিবামাত্র জহুক তাহাকে সবলে ধাক্কা দিয়া ভূতলশায়ী করিলেন। এই সকল ব্যাপার দর্শনে রিচার্ডের চমক ভাঙ্গিল; তিনি বিস্ময়, ক্রোধ ও জিঘাংসা বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া সবেগে আসন হইতে উত্থিত হইয়া দুই হস্তে কাষ্ঠাসনখানি উত্তোলন করত তদ্দ্বারা বৃদ্ধের মস্তকে এরূপ ভাবে আঘাত করিলেন যে, বৃদ্ধের মস্তকটি শতধা ভগ্ন হইয়া মস্তিষ্ক চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল।

রিচার্ড তখন প্রহরীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"তোমরা এত লোক উপস্থিত থাকিতেও আমাকে স্বহস্তে জল্লাদের কার্য্য করিতে হইল? যাহাহউক এখন এই শবটাকে এখান হইতে উঠাইয়া লইয়া গিয়া ইহার মুণ্ডটা বর্শাদণ্ডে সংলগ্ন করিয়া প্রকাশ্য স্থানে রাখিয়া দাও।" তৎপরে তিনি জহুককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"তুমি আহত হইয়াছ, নিশ্চয়ই বিষাক্ত ছুরিকাঘাত—ঐরূপ বৃদ্ধের দুর্ব্বল হস্তের আঘাতে আঁচড়মাত্র লাগাই সম্ভব। যাহা হউক, যোদ্ধৃগণ! তোমাদের মধ্যে কেহ ওষ্ঠ দ্বারা ঐ আহত স্থান চুষিয়া লও শোণিতের সহিত মিশ্রিত হইলে বিষের ক্রিয়া মারাত্মক হয়, নতুবা চুষিয়া লইতে কোন ক্ষতি নাই।"

রিচার্ডের এইরূপ অসম্ভাবিত আদেশ শ্রবণে সকলে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল দেখিয়া রিচার্ড স্বয়ং জহুকের আহতস্থানে নিজ ওষ্ঠ-সংলগ্ন করিয়া ক্ষতস্থান চুষিয়া লইতে লাগিলেন। ওষ্ঠ প্রয়োগে ক্ষত স্থান হইতে শোণিত নিঃসরণ হইল না দেখিয়া, তিনি বলিলেন, "ক্ষত গভীর নহে, আঁচড় মাত্র। যাহা হউক, নেভিল! তুমি জহুককে তোমার শিবিরে যত্নের সহিত রাখিয়া দাও।"

নেভিল। প্রহরিগণের অসাবধানতাবশতঃ একটা টার্ক আপনার শিবিরে প্রবেশ করিয়া আপনাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল, আর আপনি তাহাদের এই গুরুতর অপরাধ উপেক্ষা করিলেন?

রিচার্ড। কি বল নেভিল! ইংলণ্ডের পতাকার প্রতি এরূপ অবমাননাকারীর অনুসন্ধান সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট হইয়া, সেই বিশ্বাসঘাতকের রক্ত দর্শন না করিয়া, আমার গাত্রে আঘাত করিবার জন্য, এই সামান্য বিষয়ের এরূপ গুরুতর আন্দোলন করাই কি এত আবশ্যকীয় বিষয়? (জহুকের প্রতি) হে কৃষ্ণকায় বন্ধু! তোমরাও গভীর দুর্ব্বোধ্য রহস্যোদ্ঘাটনে বিশেষ নিপুণ! তোমা অপেক্ষা আরও অধিকতর কোন কৃষ্ণবর্ণ কাহারও সহায়তায় আমাকে নিশ্চয় বলিতে পার, কোন্ ব্যক্তি ইংলণ্ডীয় পতাকার এরূপ অসম্মান করিয়াছে?"

জহুক মস্তকসঞ্চালনে সক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া ইঙ্গিতে লিখিয়া দিতে সম্মত হইলে, রিচার্ডের আদেশানুসারে নেভিল লিখিবার উপকরণ আনিয়া দিল।

জহুক লিখিল—"রহস্য ঈশ্বরের তালাবদ্ধ সিন্দুকের ন্যায়—জ্ঞানই সেই তালা উন্মোচন করিতে সক্ষম। যদি আপনার খৃষ্টীয় সৈনিকদলের নেতৃবৃন্দ আপনার সম্মুখ দিয়া তাহাদের পদোচিত পর্য্যায়ক্রমে গমন করে এবং আমি তথায় উপস্থিত থাকিতে আদিষ্ট হই, তবে অপরাধীকে জানিতে পারেন।"

রিচার্ড পাঠ করিয়া বলিলেন,—"নেভিল! তবে ঠিক হইয়াছে, তবে কল্য যখন যোদ্ধৃবৃন্দ সেণ্ট জর্জ্জ মাউণ্টে স্থাপিত নূতন পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ পদবিন্যস্তভাবে গমন করিবে, তখন আমরা ইহাকে তথায় রাখিয়া দিব, তাহা হইলে ইহার কৌশলে অপরাধী নিশ্চয়ই ধৃত হইবে।"

জহুক ইত্যবসরে আর কয়েক ছত্র লিখিয়া রিচার্ডের হস্তে প্রদান করিল। রিচার্ড উহা পাঠ করিয়া নেভিলকে কহিলেন, "সালাদিন এডিথকে দিবার জন্য এই মূকের হস্তে একখানি পত্র দিয়াছেন,—মূক পত্রখানি স্বহস্তে এডিথের হস্তে অর্পণ করিতে চাহে।"

নেভিল। এ বড় অল্প স্বাধীনতার কার্য্য নহে, কিন্তু আমি বলিতে পারি না, আপনার পক্ষীয় কোন ব্যক্তি সুলতানের নিকট এরূপ কোন দৌত্যকার্য্যে প্রেরিত হইলে, তাহার মস্তকটি দেহচ্যুত হইত কি না।

রিচার্ড। আমি তো সুলতানের নিকটে তাঁহার কোন আতপদগ্ধ সুন্দরীর আকাঙ্ক্ষা নাহি; তবে এই মূককে তাহার প্রভুর আদেশপালন জন্য দণ্ডিত করা, বিশেষতঃ যখন এ ব্যক্তি আমার জীবনরক্ষা করিয়াছে, তখন উহা আমার পক্ষে নিতান্ত হটকারিতার কার্য্য হইবে। আর দেখ নিভিল! তোমাকে একটি রহস্যের কথা বলি,—এই এক পক্ষকাল মধ্যে আমার উপর একটা বিষম কুগ্রহের দৃষ্টি পড়িয়াছে, যাহার ফলে আমি নানারূপ ঘটনাবিপর্য্যয় লক্ষ্য করিতেছি। কেহ আমার কোন উপকারসাধন করিয়া, যুগপৎ এখন অনিষ্টসাধন করিতেছে যে, সে ব্যক্তি একেবারে আমার অনুগ্রহে বঞ্চিত হইতেছে; আবার পক্ষান্তরে কেহ আমার নিকট মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া, কোনরূপ মহৎ উপকারসাধন করিয়া আমাকে এমন বাধ্যতাসূত্রে আবদ্ধ করিতেছে যে, আমি তাহার অপরাধ উপেক্ষা করিতে বাধ্য হইতেছি; সুতরাং দেখ আমি আমার রাজশক্তি স্বাধীনভাবে পরিচালন করিয়া কাহাকে দণ্ডিত বা পুরস্কৃত করিতে পারিতেছি না তবে এই কুগ্রহের দৃষ্টি যত দিন না অপসারিত হয়, তত দিন আমি এই মূকের অনুরোধরক্ষা সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারিতেছি না বিশেষতঃ যখন এ ব্যক্তি বলিতেছে যে, পতকাপহরণকারীকে অদ্ভুত উপায়ে ধৃত করিয়া দিবে। নেভিল! তুমি ইহাকে লইয়া গিয়া তোমার নিকট বিশেষ সাবধানে রাখিয়া দাও, আর একবার এনাডিস্র সন্ন্যাসীকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিও।"

নেভিল জহুককে তাঁহার অনুগমন করিবার জন্য সঙ্কেত করিয়া শিবির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

দ্বাদশ অধ্যায়

—*—

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, সার কেনেথ রিচার্ড কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া, মুর চিকিৎসক এডনবেকের হস্তে তাঁহার দাসরূপে অর্পিত হইয়াছিলেন, সুতরাং সার কেনেথ তাঁহার নূতন প্রভুর অনুগমন করিয়া, মুর শিবিরে উপনীত হইলেন এবং কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা না কহিয়া, নীরবে একখানি পর্য্যঙ্কে শয়ন করিলেন। শোকে, দুঃখে, লজ্জায় অপমানে যেন তাঁহার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। এডনবেক অতি প্রত্যুষে তাঁহার অনুচরবর্গকে যাত্রার্থ প্রস্তুত হইবার জন্য আদেশ প্রদান করিয়া, সার কেনেথের শয্যাপার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক নিম্নলিখিতরূপে তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন,—"বন্ধু! আপনি আশ্বস্ত হউন, আপনার রাজা আপনাকে এমন একজনের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, যিনি আপনার ত্রাণকর্ত্তারূপে হইবেন।"

সার কেনেথ হাকিমকে ধন্যবাদ দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয় এরূপ ভারাক্রান্ত ছিল যে, তাঁহার বাক্যনিঃসরণ হইল না। হাকিম তদ্দর্শনে তাঁহার এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে সান্ত্বনা দেওয়া বৃথা ভাবিয়া, তাঁহাকে একাকী রাখিয়া তাঁহার অনুচরবর্গকে প্রত্যুষে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ করিয়া, পুনরায় সার কেনেথের পার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক নৈশভোজন করিলেন এবং সার কেনেথকেও তদ্রূপ আহার্য্য প্রদান করিলেন। কিন্তু সার কেনেথ এক গ্রাসও গলাধঃকরণ করিতে পারিলেন না, কেবলমাত্র শীতল বারি পানে পিপাসা শান্তি করিলেন

হাকিম তাঁহার শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলেন, কিন্তু মধ্যরাত্রি অতিক্রান্ত হইলেও সার কেনেথের চক্ষে নিদ্রা আসিল না। অনতিবিলম্বে অনুচরগণ যাত্রার উপযোগী আয়োজন করিতে লাগিল। হাকিম আসিয়া সার কেনেথকে জাগাইলেন এবং স্বয়ং একটি বেগবান অশ্বে আরোহণ করিয়া, সার কেনেথকেও একটি তেজস্বী অশ্বে আরোহণ করাইলেন। তৎপরে সকলে মিলিয়া, চন্দ্রালোকে গমন করিতে লাগিলেন।

সার কেনেথ যখন যাইতে যাইতে পশ্চাতে চন্দ্রালোক-প্রদীপ্ত খ্রীষ্টান শিবির ও পতাকাগুলি দর্শন করিলেন, তখন তিনি যে যথার্থই নির্ব্বাসিত, স্বাধীনতাভ্রষ্ট, বীরত্বগৌরব-বঞ্চিত এবং এডিথের সহিত বিচ্ছিন্ন, তাহা হৃদয়ের স্তরে স্তরে অনুভব করিতে লাগিলেন।

হাকিম তাঁহাকে অন্যমনস্ক রাখিবার জন্য হাসান নামক জনৈক মোসাহেবকে গল্প বলিতে আদেশ করিলেন। হাসান উচ্চৈঃস্বরে নানারূপ আমোদজনক গল্প বলিতে বলিতে গমন করিতে লাগিল। একটি উষ্ট্রের পৃষ্ঠদেশে একটি পিঞ্জরবদ্ধ কুকুর মধ্যে মধ্যে করুণস্বরে চীৎকার করিতেছিল। সার কেনেথ কুকুরের স্বর শুনিয়া বুঝিলেন, উহা তাঁহার রসওয়ালের স্বর,—সুতরাং গভীর দুঃখে রসওয়ালকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "রসওয়াল, তুমি পিঞ্জরাবদ্ধ বলিয়া আমাকে দেখিয়া আমার নিকট মুক্তি প্রার্থনায় চীৎকার করিতেছ, কিন্তু আমি তোমা অপেক্ষা কঠিনতর রূপে বন্দী।

এইরূপে হাকিমের সহিত তাঁহার দলভুক্তভাবে গমন করিতে করিতে প্রায় এক মাইল দূরে মরুবক্ষে দ্রুতবেগে সঞ্চরণশীল অশ্বারোহী ইয়োরোপীয় সৈন্যদল সার কেনেথের নয়নগোচর হইল—তাহারা সমরসজ্জায় সজ্জিত।

হাকিম উক্ত অশ্বারোহিদলকে দেখিবামাত্র সার কেনেথকে বলিলেন, "আপনি আমার নিকটে থাকুন।"

সার কেনেথ। উহারা আমার সমর-সহচর উহাদের সহিত মিলিতভাবে যুদ্ধ করিতে আমি শপথবদ্ধ—উহাদের পতাকায় আমার মুক্তি চিহ্ন অঙ্কিত। আমি ক্রস ত্যাগ করিয়া অর্দ্ধচন্দ্র গ্রহণ করিতে পারি না।

হাকিম। নির্ব্বোধ! আপনাকে দেখিতে পাইলেই অগ্রে উহারা আপনার প্রাণবধ করিবে।

সার কেনেথ। সেও আমার পক্ষে ভাল।

হাকিম। তবে আমি আপনাকে আমার অনুবর্ত্তী হইতে বাধ্য করিব।

সার কেনেথ। (ক্রুদ্ধভাবে) বাধ্য করিবেন? আমি নিরস্ত্র হইলেও আপনি দেখিবেন, আমাকে বাধ্য করা ততদূর সহজসাধ্য নহে।

"যথেষ্ট! যথেষ্ট!"—এই দুইটি শব্দমাত্র উচ্চারণ করিয়া হাকিম দক্ষিণবাহু উত্তোলন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে, আরবী ভাষায় সাঙ্কেতিক শব্দোচ্চারণ করিবামাত্র তাঁহার সহযাত্রিগণ বিচ্ছিন্নভাবে মালিকাবিচ্ছিন্ন কুসুমনিচয়ের ন্যায় ধাবমান হইল। হাকিম তখন সার কেনেথের অশ্ববল্গা স্বহস্তে ধারণ করিয়া উভয় অশ্ব এরূপ ক্ষিপ্রবেগে সঞ্চালন করিতে লাগিলেন যে, সার কেনেথের শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল। কারণ, সার কেনেথ তাঁহার স্বদেশে এক জন সুদক্ষ অশ্বারোহী হইলেও তাঁহার দেশীয় অশ্ব আরবীয় অশ্বের সহিত তুলনায় কচ্ছপ ও শশক সদৃশ। মুহূর্ত্তে মাইল উড়িয়া যাইতে লাগিল—যেন শূন্যপথে পক্ষিরাজ উড়িয়া যাইতেছে। এইরূপে প্রায় এক ঘণ্টার পর হাকিম অশ্ববেগ সংযত করিলেন; সার কেনেথও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন এবং দেখিলেন, যে স্থানে তাঁহার অশ্ববেগ সংযত হইয়াছে, সে স্থান তাঁহার অপরিচিত নহে।

মরুসাগরের সেই বন্ধুর উপকূলপ্রদেশে সেই ভীতিব্যঞ্জক গাম্ভীর্য্যপূর্ণ জলরাশি—সেই কর্কশ বন্ধুর অদ্রিমালা—সেই প্রস্রবণ—সেই খর্জ্জুরকুঞ্জ যেন অসীম নির্জ্জনতাবক্ষে একটি হরিদ্বর্ণ দাগের ন্যায় দৃশ্যমান হইতেছে। এই স্থানেই সার কেনেথের সহিত সেরবাক্ বা ইলডারিম নামক সারাসেন আমীরের দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইয়াছিল।

হাকিম স্বয়ং অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া এবং সার কেনেথকেও অবতরণ করাইয়া তৃণের উপরেই কিঞ্চিৎ আহার্য্য স্থাপন পূর্ব্বক সার কেনেথকে বলিলেন, "আপনি এখন পানাহার করিয়া শরীরের সুস্থতা সম্পাদন করুন। ভাগ্যদেবী সাধারণ মানবের ভাগ্য শাসন করিতে পারেন বটে, কিন্তু জ্ঞানী ও বীরগণের ভাগ্য তাঁহার শাসনের বহির্ভূত।"

সার কেনেথ আহার করিবার চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু এই স্থানের পূর্ব্বস্মৃতি—যখন তিনি ইয়োরোপীয় নরপতিগণের দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, পথে এই স্থানে সারাসেন আমীরকে পরাভূত করিয়া জয়শ্রী লাভে ধন্য হইয়াছিলেন, অদ্য তিনি নির্ব্বাসিত, অবমানিত, স্বাধীনতাভ্রষ্ট ও সারাসেনের অধীন দাসরূপে সেই স্থানে উপনীত হইয়াছেন। সুতরাং পূর্ব্বস্মৃতি ও উভয় অবস্থার পার্থক্য তাঁহার মানসপটে উদিত হইয়া তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। হাকিমও তদ্দর্শনে, তাঁহার মানসিক

অবসাদ দূর করিবার জন্য স্বীয় পরিচ্ছদাভ্যন্তর হইতে এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ পানীয় বাহির করিয়া, সুবর্ণপাত্রে ঢালিয়া তাঁহাকে পান করিতে দিলেন।

সার কেনেথ উহা পান করিবার অনতিপরে উহার সংজ্ঞালুপ্ত হইল এবং হাকিমের পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

— ০ —

মদিরার ঘোর অপগত হইলে, সার কেনেথ জাগরিত হইয়া দেখিলেন, তিনি প্রাচ্যপ্রদেশীয় বিলাসপ্রিয় ধনাঢ্য আমীরের সুরম্য পটমণ্ডপে সুদৃশ্য চন্দ্রাতপতলে একখানি সুদৃশ্য পর্য্যঙ্কে শায়িত। শয্যাপার্শ্বে রজতাধারে স্নানোপযোগী সুরভি বারি এবং আর এক পার্শ্বে আবলুসকাষ্ঠনির্ম্মিত আধারে নীহার শীতল সরবত। সার কেনেথ সৈনিকোচিতভাবে স্বল্প স্নান সমাপনান্তে সরবত পান করিয়া বেশ পরিবর্ত্তন জন্য স্বীয় পরিচ্ছদ অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার পরিচ্ছদ কোথাও নাই—তৎপরিবর্ত্তে সমৃদ্ধিশালী আমারের পরিধানোপযোগী বহুমূল্য পরিচ্ছদ। উক্ত পরিচ্ছদ এবং তাহার প্রতি এরূপ অত্যধিক আদর-যত্ন দর্শনে তিনি মনে মনে সন্দেহ করিতে লাগিলেন; হয় ত এ সকল তাঁহাকে মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন করাইবার প্রলোভন।

ইত্যবসরে হাকিম দ্বারদেশে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আমি আপনার শিবিরে কি প্রবেশ করিতে পারি?"

সার কেনেথ তদুত্তরে বলিলেন,—"দাসের শিবিরে প্রবেশে প্রভুর কোন বাধা নাই।"

হাকিম। আমি যদি প্রভুভাবে না আসিয়া থাকি?

কেনেথ। রোগীর শয্যাপার্শ্বে আসিতে চিকিৎসকের অবাধ প্রবেশাধিকার আছে।

হাকিম। এখন আমি চিকিৎসকভাবে আসি নাই।

কেনেথ। বন্ধুভাবে যে কেহ অবাধে আসিতে পারেন।

হাকিম। মনে করুন, যদি আমি বন্ধুভাবে না আসিয়া থাকি।

কেনেথ। আপনি যে ভাবেই আসুন, আপনার প্রবেশে আমার কোনও আপত্তি নাই।

হাকিম। তবে আমি আপনার পূর্ব্বশত্রু আসিয়াছি, কিন্তু কোনওরূপ শত্রুভাব নাই।

হাকিম প্রবেশ করিয়া সার কেনেথের শয্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। সার কেনেথ তাঁহার কণ্ঠস্বরে তাঁহাকে এডনবেক হাকিম বলিয়া চিনিলেন, কিন্তু তাঁহার পরিচ্ছদ ও আকার ইঙ্গিতে দেখিলেন, তাঁহার সেই পূর্ব্ব প্রতিদ্বন্দ্বী সেরকফ তাঁহার সম্মুখে—সার কেনেথ একাধারে উভয় মূর্ত্তির সমাবেশ দেখিয়া স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় বিস্মিত হইয়া শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

তদ্দর্শনে আমীর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার কি বিস্ময় হইয়াছে? আপনি কি এত স্বল্প জ্ঞান লইয়া সংসারে বিচরণ করিয়াছেন যে মানুষকে দেখিয়া যেরূপ বোধ হয় তাহার যে সকল সময়ে সেরূপ নয়, ইহা দেখিয়া আপনি বিস্মিত হন?—আপনাকে দেখিলে যেরূপ বোধ হয়, বাস্তবিকই কি আপনি তাই?"

কেনেথ। আমি সমগ্র খৃষ্টীয় যোদ্ধৃমণ্ডলীর মধ্যে একজন বিশ্বাসঘাতকরূপে প্রতীয়মান, কিন্তু আমি যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, তাহা আমি জানি।

হাকিম। আপনার সম্বন্ধে আমিও ঐরূপ স্থির করিয়াছিলাম। যাহা হউক, আমরা উভয়ে একত্র লবণ খাইয়াছি, সুতরাং আমি আপনাকে বিপদমুক্ত করিতে বাধ্য। সূর্য্য এক্ষণে মধ্য গগনে উঠিয়াছে, সুতরাং আপনি শয্যাত্যাগ করিয়া এই প্রাচ্য পরিচ্ছদ পরিধান করুন। আপনি এই পরিচ্ছদ কি আপনার পরিধানের অযোগ্য মনে করেন?

কেনেথ। অযোগ্য নয় বটে, কিন্তু তথাপি আমার নিজ পরিচ্ছদ আমাকে প্রদান করুন। আমি মসলেমের উষ্ণীষ মস্তকে ধারণ করিতে ইচ্ছা করি না।

আমীর। আপনাদের জাতীয় লোকেরা অত্যন্ত সন্দিগ্ধ বলিয়াই তাহারা সন্দেহভাজন হইয়া থাকে: যাহারা স্বেচ্ছায় ইসলামধর্ম্ম পরিগ্রহ না করে সালাদিন কখন তাহাদিগকে ইসলাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন না, সুতরাং আপনি কি জন্য নিঃসন্দেহে ইসলাম-বেশ ধারণ করিতেছেন না—আপনাকে যদি সালাদিনের শিবিরে গমন করিতে হয়, আপনার নিজবেশে অমন করিলে হয় তো তথায় সকলের বিশেষ

লক্ষা এবং এমন কি, অপমানিত হইবার সম্ভাবনা।

কেনেথ। যদি আমাকে আলাদিনের শিবিরে যাইতে হয়? আমি কি স্বাধীন? আপনি আমায় যথায় লইয়া যাইবেন, আমি কি অবশ্যই তথায় যাইব না?

আমীর। যেরূপ মরুক্ষেত্রে বালুরাশি ঝঞ্ঝাবাতে যথেচ্ছ চালিত হয়, সেইরূপ আপনার স্বাধীন ইচ্ছাক্রমে আপনার গতিবিধিও সঞ্চালিত হইবে।

কেনেথ। আমি আপনার এত দুর্ম্মূল্য সহানুভবতালাভের যোগ্যপাত্র নই।

আমীর। "অযোগ্য" এরূপ বলিবেন না; আপনার সহিত কথাপ্রসঙ্গে এবং আপনারই মুখে ইংলণ্ডরাজের পুরমহিলাদের সৌন্দর্য্যের বর্ণনা শ্রবণে কৌতূহলবশতঃ আমি ছদ্মবেশে রিচার্ডের শিবিরে প্রবেশ করিয়া যে অনিন্দ্যকান্তি দর্শন করিয়াছি, যাবৎ স্বর্গীয় সুষমা আমার নেত্রবিনোদ না করে, তাবৎ সেই বিমোহিনী মূর্ত্তি আমার নয়নে নিরন্তর প্রভাসিত হইয়া থাকিবে।

কেনেথ—আমি আপনার প্রহেলিকা বুঝিতে পারিতেছি না।

আমীর। বুঝিতে পারিতেছেন না সেই ইংলণ্ডরাজমহিষী! যাঁহার অনিন্দ্য সৌন্দর্য্যে তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাণী হইবার উপযুক্ত—আহা! সেই নীল নয়নের কি মধুরিমা—সেই কনককান্তি আলুলায়িত কুন্তলরাজির কি অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিঃ! যে স্বর্গের দেবী আমাকে অমর স্বর্গ-সুখ প্রদান করিবে, তাহাকেও আমি এত অধিক আদর করিতে পারি কি না সন্দেহ!

কেনেথ। সারাসেন! ইংলণ্ডেশ্বরীকে কেহ প্রণয়িনীরূপে প্রার্থনা করিতে পারে না, বরং তাঁহাকে রাণী বলিয়া সম্মান করিবে।

আমীর। আপনাদের সম্প্রদায় যে নারীজাতিকে কুসংস্কারাপন্ন সম্মান-ভক্তির নয়নে দেখিয়া থাকেন, আমি তাহা বিস্মৃত হইয়াছিলাম—আর আপনি সেই যে রমণীকে আরাধ্যা দেবীপ্রতিমার ন্যায় সম্মান-ভক্তি প্রদর্শন করেন, সেই রমণীর আকৃতিগত কমনীয়তা ও হৃদয়ের পবিত্রতা ও দৃঢ়তা থাকিলেও যদি কেহ সুযোগক্রমে সরলভাবে তাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষা করে, তাহা হইলে সেই রমণীও আরাধ্যা দেবীরূপে শ্রদ্ধা-ভক্তির উপাদানে সম্মানিত হওয়া অপেক্ষা প্রণয়িনী মানবীরূপে গৃহীত হইতেই পছন্দ করিবে।

কেনেথ। ইংলণ্ডেশ্বরের আত্মীয়ার সম্বন্ধে আপনি সম্ভ্রমপূর্ণভাবে কথা কহিবেন।

আমীর অবজ্ঞাপূর্ণভাবে উত্তর দিলেন—"সম্ভ্রমপূর্ণভাবে?—যদি তাহাই করিতে হয়, তবে আলাদিনের পত্নীর প্রতি যতটুকু সম্ভ্রম—"

কেনেথ শয্যাতল হইতে সলম্ফে উত্থিত হইয়া বলিলেন—"মসলেম সুলতান এডিথ প্ল্যাণ্টাজেনেটের পদদলিত ভূমিখণ্ডকেও নমস্কার করিবার অযোগ্য—"

শ্রবণমাত্র ক্রোধে আমীরের শিরাসকল স্ফীত হইয়া উঠিল; কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ ক্রোধ সংবরণ করিয়া কহিলেন—"আমরা এক্ষণে পরস্পর বন্ধুভাবে আবদ্ধ—সুতরাং আপনার নিকট আমি সাহায্য প্রার্থনা করি। আপনি জানেন, আমি চিকিৎসক—যে রোগী ক্ষত আরোগ্য করাইতে চাহে, চিকিৎসক সে রোগীর ক্ষতস্থানে শলাকা প্রয়োগ করিলে রোগী কখনই সঙ্কুচিত হইবে না—আমিও আপনার ক্ষতস্থলে অঙ্গুলিপ্রয়োগ করিতেছি—আপনি রিচার্ডের আত্মীয়াকে ভালবাসেন আমার নিকট গোপন করিবেন না।

কেনেথ। আমি ভাল বাসিতাম বটে,—যেমন লোকে স্বর্গীয় প্রেম ভালবাসে পাপী যেমন ঈশ্বরের কথা ভালবাসে।

আমীর। তবে আপনি এখন আর এডিথকে ভালবাসেন না?

কেনেথ। এখন আর তাহাকে ভালবাসিবার উপযুক্ত নহি।

আমীর। যখন আপনি একজন দরিদ্র নগণ্য সৈনিকমাত্র হইয়াও এতদূর উচ্চাভিলাষ হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলেন, তখন কি আপনি ভাবিয়াছিলেন যে, আপনার প্রণয় সফল হইবে?

কেনেথ। প্রণয় কখন আশা ছাড়া থাকে না, কিন্তু আমার প্রণয়াশা ঠিক প্রাণাশায় সন্তরনশীল নাবিকের মত। যে নাবিক তরঙ্গের পর তরঙ্গের আঘাতে আন্দোলিত হইতে হইতে দূরে অস্ফুট আলোকরশ্মি দেখিয়া স্থলভাগপ্রাপ্তির কল্পনা করিয়া থাকে, অথচ তাহার নিরুৎসাহ হৃদয় ও অবসন্ন দেহ তাহাকে কার্য্যতঃ বুঝাইয়া দেয় যে, সে কখন ঐ দৃশ্যমান স্থলভাগে উপস্থিত হইতে পারিবে না।

আমীর—এখন তবে কি আপনার সে কল্পনা, সে আলোক, কি চিরজীবনের মত অপসারিত হইয়াছে ?

কেনেথ। হাঁ, জীবনের মত।

আমীর। আপনার পূর্ব্ব-সুখাশার স্ফুলিঙ্গমাত্রও যদি নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়া থাকে, তবে আশার আলোক পুনর্ব্বার দেদীপ্যমান হইবে—যে আশাবিম্ব নিরাশা-জলধির অতল তলে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে, তাহা পুনর্ব্বার ভাসমান হইবে—অর্থাৎ যদি ইংলণ্ডীয় পতাকাপহরণকারীকে ধৃত করিতে পারিলে, আপনার নষ্ট গৌরব নষ্ট-খ্যাতির পুনরুদ্ধার হয়, তবে আমি সে বিষয়ে আপনাকে বিশেষ সাহায্য করিতে পারি ; যদি আপনি আমার পরামর্শ মত চলিতে স্বীকৃত হন।

কেনেথ। আপনার কার্য্য দেখিয়া বুঝিয়াছি যে, আপনি জ্ঞানী ও সদাশয় ; আপনি যাহা বলিবেন, আমার খৃষ্টধর্ম্মবিরুদ্ধ না হইলে আমি সম্পন্ন করিতে প্রস্তুত আছি।

আমীর। তবে শ্রবণ করুন,—আপনার কুকুর আপনি আরোগ্যলাভ করিয়াছে এবং তাহারই বুদ্ধিবলে পতাকাপহারককে ধৃত করিতে পারিবেন। আপনি ও আপনার কুকুর উভয়কেই ছদ্মবেশ ধারণ করিতে হইবে। আমি আপনার এরূপ রূপান্তর সম্পাদন করাইয়া দিব যে, আপনার অতি নিকট আত্মীয়ও আপনাকে চিনিতে পারিবে না—তবে আপনাকে সালাদিনের একখানি পত্র রিচার্ডের আত্মীয়ের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে।

কেনেথ। আমি বিশ্বস্তভাবে সালাদিনের পত্র এডিথের হস্তে প্রদান করিব।

আমীর। তবে আপনি আমার সহিত আমার শিবিরে আসুন ; আপনাকে ছদ্মবেশ ধারণ করাইয়া দি।

উভয়ে শিবির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

পাঠক বোধ হয় চিনিয়াছেন, এই নিউবিয়ান ক্রীতদাসটি কে ? এবং ইনি কি জন্য রিচার্ডের শিবিরে আসিয়াছিলেন এবং এক্ষণে কি উদ্দেশ্য-সাধনজন্য ও কি আশায় সেণ্ট জর্জ্জ মাউণ্টে ইংলণ্ডেশ্বর রিচার্ডের পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান তাহাও বোধ হয় বুঝিয়াছেন।

ক্রুসেড যোদ্ধৃবর্গ একে একে তাঁহাদের মর্য্যাদোচিত পর্য্যায়ক্রমে সদলে রিচার্ড ও তাঁহার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত পতাকার প্রতি সম্মানে অভিবাদন করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। রিচার্ড অশ্বপৃষ্ঠে সমাসীন থাকিয়া, মস্তক-সঞ্চালনে তাঁহাদিগকে প্রত্যভিবাদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পার্শ্বদেশে নিউবিয়ান ক্রীতদাস স্বীয় কুক্কুরের শৃঙ্খল ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান। ক্রুসেড যোদ্ধৃগণ প্রাচ্য-প্রদেশীয় আড়ম্বরপ্রিয় বিলাসী সারাসেনদিগের অনুকরণে এইরূপ কৃষ্ণকায় ক্রীতদাস নিয়োজনে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, সুতরাং রিচার্ডের পার্শ্বে এক জন কৃষ্ণকায় ব্যক্তির অবস্থান কাহারও পক্ষে কৌতূহলের বিষয় হইল না।

যোদ্ধৃগণের যাত্রা আরম্ভ হইলে অষ্ট্রিয়ার ডিউক প্রথমেই অগ্রবর্ত্তী হইলেন কিন্তু নিউবিয়ান ক্রীতদাস ও তাহার কুক্কুর শান্ত ভাবে রহিল। তদ্দর্শনে রিচার্ড মনে মনে কিছু অসন্তুষ্ট হইলেন, কারণ, তাঁহার পূর্ব্বাবধি বিশ্বাস যে, এই ডিউকই অপরাধী।

তৎপরে মণ্টসিরাটের মারকুইস কনরেড সদলে আগমন করিলেন। ইনি রিচার্ডের প্রিয়পাত্র, সুতরাং তাঁহাকে দেখিবামাত্র রিচার্ড সম্ভাষণ করিলেন। কনরেড সহাস্যে রিচার্ডকে উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে রসওয়াল ভীষণ চীৎকার করিয়া লম্ফ প্রদান করিল, নিউবিয়ান দাসও তৎক্ষণাৎ করধৃত শৃঙ্খলটি ছাড়িয়া দিলেন। বন্ধনমুক্ত হইয়া রসওয়াল একলম্ফে কনরেডের কণ্ঠদেশ কামড়াইয়া ধরিয়া, তাঁহাকে পর্য্যাণ হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিল—কনরেড ধরাশায়ী হইলেন এবং তাঁহার অশ্বটি ভীত হইয়া দ্রুতবেগে পলাইয়া গেল।

তদ্দর্শনে রিচার্ড নিউবিয়ানকে বলিলেন,—

"তোমার কুকুর যথার্থ অপরাধীকেই ধৃত করিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। কুকুটিকে ছাড়াইয়া লও, নতুবা উহাকে মারিয়া ফেলিবে।"

শ্রবণমাত্র নিউবিয়ান দাস কুকুটিকে কনরেডের কণ্ঠদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া উহার জীবন রক্ষা করিল। ইত্যবসরে কনরেডের দলস্থ দোস্ত্ সংক্রোধে আসিয়া, কনরেডকে ভূতল হইতে উত্তোলন করিয়া বলিতে লাগিল,—"ঐ দাস ও কুকুরটাকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেল—"

রিচার্ড তাহা শ্রবণে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"কুকুর তাহার স্বভাবসিদ্ধ সংস্কারবশে তাহার কর্ত্তব্যপালন করিয়াছে স্নতরাং তাহাকে যে হত্যা করিবে, তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য—কনরেড! বিশ্বাসঘাতক! আমি তোমাকে বিদ্রোহাপরাধে অভিযুক্ত করিলাম।

ক্রোধ, লজ্জা, ঘৃণা ও অবমাননামিশ্রিত কম্পিত স্বরে কনরেড প্রত্যুত্তর করিল, "এ সকলের অর্থ কি? আমি কি অপরাধে অভিযুক্ত? আমার প্রতি এরূপ অসদ্ব্যবহার এবং ভৎসনার প্রয়োজন কি?"

নাইট টেম্পলারদিগের গ্রাণ্ড মাষ্টার আসিয়া বলিলেন,—"ক্রুসেড যোদ্ধ্রাজগণ কি ইংলণ্ডরাজের নিকট বিড়াল-কুকুরের ন্যায় এতই তুচ্ছ নগণ্য যে, তিনি তাহাদিগের উপর কুকুর লেলাইয়া দিয়াছেন?"

ফ্রান্সরাজ ফিলিপ আসিয়া বলিলেন, 'এ নিতান্তই দৈবঘটনা—সাংঘাতিক ভ্রান্তি।"

টায়ারের আর্চ বিশপ বলিলেন, —"নিশ্চয়ই শত্রুর প্রতারণা।"

স্যাম্পেনরাজ হেনরি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "সারাসেনদের চাতুরী! কুকুরটাকে হত্যা করিয়া কাফ্রি দাসটাকে বধ করা হউক।"

রিচার্ড এই সকল মন্তব্য শ্রবণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন —"যাহার নিজের প্রাণের প্রতি মায়া আছে, সে যেন কুকুর ও নিউবিয়ানের কেশাগ্র স্পর্শ না করে। কনরেড! তুমি সম্মুখে দণ্ডায়মান হও—যদি সাহস থাকে, তবে এই কুকুর তাহার স্বভাবসিদ্ধ সংস্কারবশে পক্ষপাতশূন্য নিরপেক্ষভাবে তোমাকে যে অপরাধে অভিযুক্ত করিয়াছে, সে অভিযোগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হও।"

কনরেড ক্ষিপ্রভাবে বলিলেন,—"আমি পতাকা স্পর্শ করি নাই।"

রিচার্ড। তোমার নিজের কথায় তুমি ধরা পড়িতেছ, নতুবা তুমি কিরূপে জানিলে যে, পতাকাই এই অভিযোগের বিষয়?

কনরেড। আপনি ও সেই পতাকা লইয়াই এত জল্পনা বাধাইয়াছেন—হয় ত কোন সামান্য ইতর ব্যক্তি পতাকার স্বর্ণসূত্রলোভে পতাকা অপহরণ করিল, আর আপনি একটা ইতর জন্তু কুকুরের প্রতি বিশ্বাস করিয়া এক জন রাজকুমারের প্রতি দোষারোপ করিতেছেন।

ক্রমশঃ গোলযোগের সূত্রপাত উপস্থিত দেখিয়া ফ্রান্সরাজ ফিলিপ আসিয়া ধীরস্থিরভাবে বলিলেন যে, "সাধারণ যোদ্ধ্বর্গের সমক্ষে নেতৃবৃন্দের মধ্যে এরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বিরোধভাব ক্রুসেডের পক্ষে নিতান্ত অনিষ্টকর; স্নতরাং আমার মতে সমবেত সকলে স্ব স্ব শিবিরে গমন করুন; তৎপরে আমরা সকলে একটি সভাধিবেশন করিয়া এ বিষয়ের মীমাংসা করিব।"

রিচার্ড সন্তুষ্টভাবে এ প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন। রিচার্ড অষ্ট্রিয় ডিউক, গ্রাণ্ড মাষ্টার, ফ্রান্সরাজ ফিলিপ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ সদস্যরূপে লইয়া এক বিচারসভা সংগঠিত হইল। ফিলিপ পূর্ব্ববৎ ধীরস্থিরভাবে রিচার্ডকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"মণ্টসেরাটের মারকুইস এই অসাধারণ অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছেন—কারণ, তিনি যথার্থ অপরাধী কি না, সে বিষয়ে আপনি অবগত নহেন। তাঁহার অপরাধসম্বন্ধে কোন চাক্ষুষ প্রমাণ নাই; কেবল ঐ কুকুরের প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আপনি উঁহাকে অভিযুক্ত করিতেছেন—এক জন নৃপতি ও এক জন নাইটের বাক্য একটা কুকুরের চীৎকার অপেক্ষা নিশ্চয়ই মূল্যবান্ ও গ্রাহ্য।"

রিচার্ড প্রত্যুত্তরে কহিলেন,—"ভ্রাতঃ! জগদীশ্বর কুকুরকে যেমন আমাদের সুখদুঃখের সহচর করিয়া সৃজন করিয়াছেন, সেইরূপ তিনি তাহাকে এমন একটি মহৎ স্বভাব প্রদান করিয়াছেন—যাহা কখন প্রতারণা করিতে জানে না। কুকুর শত্রু-মিত্র কাহাকেও কখনও বিস্মৃত হয় না, এবং উপকার অপকার তুল্যরূপে স্মরণ করিয়া রাখে। কুকুরে মানববুদ্ধির আংশিক বিকাশ আছে কিন্তু তাহাতে মানবের কপটতার অংশমাত্র নাই। উৎকোচদানে এক জন সৈনিককে নরহত্যা করিতে এবং একজন জালিয়াৎকে

জাল বা মিথ্যাসাক্ষ্য দিতে প্রলুব্ধ করা যাইতে পারে, কিন্তু কুকুরকে তাহার উপকারককে দংশন করাইতে পারা যায় না। মনুষ্য অন্যায়রূপে কুকুরের প্রতি অত্যাচার না করিলে, কুকুর সর্ব্বদাই মানুষের বন্ধু। আপনি মারকুইসকে ছদ্মবেশ ধারণ করাইয়া তাঁহার গাত্রবর্ণ পরিবর্ত্তিত করিয়া তাঁহাকে একশত ব্যক্তির মধ্যে রাখিয়া দিন—দেখিবেন, আপনি হঠাৎ তাঁহাকে চিনিতে পারিবেন না; কিন্তু এই কুকুর তাঁহাকে ধৃত করিয়া তাঁহার উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবে। উপস্থিত আলোচ্য ঘটনা নূতন ঘটনা নহে, তবে একটি অদ্ভুত ঘটনা। হত্যাকারী দস্যু-তস্করেরা অনেক স্থলে কুকুর কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া অপরাধী সপ্রমাণে দণ্ডিত হইয়াছে; সুতরাং কনরেডকে অপরাধী সপ্রমাণ করিয়াছে বলিয়া এই মহৎ কুকুরের প্রাণদণ্ড করা যাইতে পারে না। আমার এই দস্তানা নিক্ষেপ করিতেছি, কনরেড দ্বন্দ্বযুদ্ধে আপনার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করুক—এক জন নৃপতি অবশ্য এক জন মারকুইসের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার পক্ষে অনেক শ্রেষ্ঠ।

সকলেই এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রস্তাবে প্রতিবাদ করাতে রিচার্ড বলিলেন, "আমি কনরেডকে চৌর্য্যাপরাধে অভিযুক্ত করিয়াছি; কারণ, কনরেড অন্ধকার রাত্রে ইংলণ্ডের গৌরব-নিশান অপহরণ করিয়াছে সুতরাং কনরেড যদি আমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে প্রস্তাবিত দ্বন্দ্বযুদ্ধের দিন স্থিরীকৃত হইলে, আমি আমার প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া তাহার সহিত কনরেডের দ্বন্দ্বযুদ্ধ করাইব।"

ফিলিপ শুনিয়া বলিলেন—"আপনি যখন আমার পদমর্য্যাদাক্রমে এই ব্যাপারের মধ্যস্থতায় নিরস্ত, তখন আমি অদ্য হইতে ৫ম দিবসই প্রস্তাবিত দ্বন্দ্বযুদ্ধের দিন ধার্য্য করিলাম। নাইট সম্প্রদায়ের প্রচলিত প্রথানুসারে রিচার্ড তাঁহার প্রতিনিধি দ্বারা অভিযোক্তারূপে কনরেডকে অভিযুক্তরূপে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিবেন—তবে এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ আমাদের শিবিরসীমা হইতে দূরবর্ত্তী কোন সমরনির্লিপ্ত স্থানে হওয়াই উচিত। কারণ, আমাদের শিবির-সান্নিধ্যে সংঘটিত হইলে সাধারণ সৈন্যমণ্ডলী হয় ত বিদ্রোহ উত্থাপন করিতে পারে।"

রিচার্ড তদুত্তরে বলিলেন—"উত্তম প্রস্তাব! এ সম্বন্ধে সুলতান সালাদিনকে স্থান-নির্ব্বাচনার্থ অনুরোধ করাই উচিত। তিনি অতি মহৎ ব্যক্তি—আমরা তাঁহার সদাশয়তার উপর নির্ভর করিতে পারি।"

ফিলিপ শুনিয়া বলিলেন, "তবে আমরা স্থান-নির্ব্বাচনার্থ সালাদিনের উপরই ভারার্পণ করিব—কিন্তু আমাদের মধ্যে যে এরূপ বিরুদ্ধভাব সংঘটিত হইয়াছে, ইহা শত্রুর নিকট প্রকাশ করা উচিত নয়, বরং আমাদের মধ্যেই ইহা গোপন রাখাই উচিত। যাহা হউক, এখন আর গত্যন্তর নাই, তখন অগত্যা শত্রু হইলেও সালাদিনের উপর বিশ্বাসস্থাপন করিয়া, উহাকেই মধ্যস্থরূপে উহার উপর ভারার্পণ করিতে হইবে, ইহাই বেশ মীমাংসা। তবে অদ্য আমাদের এই সভা ভঙ্গ হউক।" এইরূপে সভাভঙ্গ হইল।

পঞ্চদশ অধ্যায়

—*—

সভাভঙ্গে রিচার্ড স্বীয় শিবিরে প্রত্যাগমন করিয়া পূর্ব্বোক্ত নিউবিয়ান দাসকে সম্মুখে আনয়ন করাইয়া বলিলেন,—"তুমি অতি সুকৌশলে তোমার কুকুর দ্বারা শীকারে আক্রমণ করিয়াছ; কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে; উহাকে একেবারে জব্দ করিয়া দিতে হইবে। আমার ইচ্ছা ছিল, আমি স্বয়ং উহার সহিত দ্বন্দ্ব দ্বারা উহার প্রতি উপযুক্ত দণ্ডবিধান করি; কিন্তু উভয়ের মর্য্যাদার বিভিন্নতাবশতঃ সে বিষয়ে প্রতিবন্ধকতা আছে। তুমি সুলতানের শিবিরে শীঘ্রই প্রতিগমন করিবে—আমরা সুলতানকে দেখিবার জন্য তোমার হস্তে একখানি অনুরোধপত্র দিব। কারণ, আমরা ইচ্ছা করি, সুলতান দ্বন্দ্বযুদ্ধের উপযোগী একটি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন এবং আমাদের বিশেষ অনুরোধ যে, তিনিও সেই দ্বন্দ্বযুদ্ধে দর্শকরূপে উপস্থিত থাকিবেন আর একটি কথা তাঁহাকে বলিবে যে, তিনি যেন তাঁহার শিবির হইতে এমন এক জন অশ্বারোহী বীরপুঙ্গবকে পাঠাইয়া দেন, যিনি কনরেডের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে উহাকে পরাভূত করিয়া সম্মান ও গৌরবার্জ্জন করিতে পারেন।"

নিউবিয়ান দাস ভাবভঙ্গীতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলে রিচার্ড তাহাকে পুনরায় বলিলেন,—"তুমি কি এডিথ প্লাণ্টাজেনেটকে দেখিয়াছ?"

দাস অস্ফুটস্বরে "না" বলিয়া উত্তর প্রদান করিলে রিচার্ড বলিলেন "হাঁ, এইবার! আমার সুন্দরী ভগ্নীর নামে বোবার বোল ফুটিয়া যায়—না জানি, তাহার দৃষ্টির সম্মোহনে আর কত কি অসম্ভব সম্ভবে পরিণত হইতে পারে। যাহা হউক, তুমি আমাদের সেরা সুন্দরীকে দেখিবে এবং সুলতানের দৌত্যকার্য্য করিবার সুযোগ পাইবে"—এই বলিয়া দাসের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া কহিলেন,—"তোমাকে একটি বিষয়ে সাবধান করিয়া দিতেছি যে, যদি সুন্দরীর কোনরূপ অভাবনীয় শক্তিতে তোমার বাক্‌শক্তির স্ফুরণ হয়, তথাপি নির্ব্বাক্ হইয়া থাকিবে: নতুবা আমি তোমার জিহ্বা ও দন্তগুলি এক একটি করিয়া উৎপাটিত করিয়া ফেলিব"—এই বলিয়া রিচার্ড তাঁহার গৃহাধ্যক্ষ নেভিলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"নেভিল! ইহাকে আমার ভগ্নী এডিথের নিকট লইয়া যাও। এডিথের সহিত ইহার কোন দৌত্যকার্য্য নিষ্পন্ন করিবার আছে। অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল মধ্যে দৌত্যকার্য্য সম্পাদন করাইয়া আমার নিকট ফিরিয়া আসিবে।"

ছদ্মবেশী নিউবিয়ান তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—হয় ত রিচার্ড আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন—তাঁহার নিকট আমার ছদ্মবেশ প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু তথাপি আমার উপর আর তাঁহার বিদ্বেষভাব নাই। তিনি এই কনরেডের সহিত দ্বন্দ্ব করিবার জন্য সুলতানের শিবির হইতে যোদ্ধ্‌-নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করিয়া পরোক্ষভাবে আমাকেই আমার নষ্টসম্মান পুনরুদ্ধারের মহৎ সুযোগ প্রদান করিতেছেন। কনরেডের মুখের ভাব দেখিয়া আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছি, কনরেডই যথার্থই দোষী—রণপতাক! তুমি বিশদভাবে তোমার প্রভুভক্তির পরিচয় দিয়াছ এবং তোমার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছ। এইবার তোমারও প্রতিহিংসা সুচারুরূপে চরিতার্থ হইবে; কিন্তু যাঁহাকে আমি আর দেখিতে পাইব না বলিয়া চিরজীবনের মত নিরাশ হইয়াছিলাম, সহসা রিচার্ড স্ব ইচ্ছায় কেন তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অনুমতি দিলেন, আর কি জন্য এবং কিরূপেই বা সেই ইংলণ্ডীয় রাজমহিষী আলাদিনের দূত বা রাজশিবির হইতে বিতাড়িত চির নির্ব্বাসিতকে তাঁহার আত্মীয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মতি প্রদান করিবেন। আর রিচার্ডই বা কিরূপে তাঁহার ভগ্নীকে আমার ন্যায় হীনমর্য্যাদাপন্ন ব্যক্তির হস্ত হইতে তাঁহার মুসলমান প্রণয়ীর পত্রগ্রহণে সম্মত হইবেন? তবে রিচার্ডের প্রকৃতি যখন শান্ত থাকে তখন তিনি অতি উদার, অতি মহান্, সুতরাং আমিও তাঁহার উপদেশমত কার্য্য করিব।—

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ছদ্মবেশী নিউবিয়ান নেভিলের সহিত যাইয়া রাজ্ঞীর শিবিরদ্বারে উপনীত হইলেন। প্রহরী তাঁহাদিগকে শিবিরমধ্যে লইয়া গেল। নেভিল শিবিরের অভ্যর্থনাকক্ষে যাইয়া রাজ্ঞীর নিকট নিউবিয়ান দূতের দৌত্যকার্য্যের বিষয় নিবেদন করিলে, এক জন নিগ্রো সুলতানের দৌত্যকার্য্যে আসিয়াছে বলিয়া রমণীগণের মধ্যে হাস্য-পরিহাসের প্রস্রবণ ছুটিতে লাগিল। একজন রমণী বলিলেন—"কাল চামড়া, মাথায় ভেড়ার মত কোকড়া লোম, খেঁদো নাক, চেপ্টা ঠোট। আর এক জন বলিলেন,—"পা দুখানি যেন "সাঁড়াসী" রাণী শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—সাঁড়াসী কেন? মদনের ফুলধনু" মদন পদ নব বার্ত্তা লইয়া আসিয়াছে। যাহা হউক, গৃহাধ্যক্ষ মহাশয়! আপনি তাঁহাকে এই খানে লইয়া আসুন, তাহাকে লইয়া আমাদের কিছুক্ষণ বেশ আমোদে কাটিবে।"

আদেশমাত্র নেভিল আসিয়া নিউবিয়ানকে এডিথের শিবিরকক্ষে লইয়া যাইলেন এবং তাহাকে একাকী রাখিয়া বাহিরে গিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বে এডিথ আসিয়া তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার হস্তে সুবাসিততৈলপূরিত একটি সনক্ষত্র প্রদীপ এবং তাঁহার বদন নিদাঘের অপরাহ্ন সান্ধ্য-আঁধারাবরণে আবরিত নিমগ্ন শোভার ন্যায় একখানি কৃষ্ণবর্ণ অবগুণ্ঠনে আবৃত!

এডিথ প্রদীপালোকে নিউবিয়ানের আকৃতি দর্শন করিয়া বলিলেন,—"আপনি আসিয়াছেন—স্যর কেনেথ! যথার্থই কি আপনি আসিয়াছেন? ক্রীতদাসের বেশে এরূপ নীচতাপ্রকাশক ছদ্মবেশে চারিদিকে এত অসংখ্য বিপদের মধ্য দিয়া আপনি আসিয়াছেন!

এরূপ মর্ম্মস্পর্শী সদয় সুমিষ্ট সম্ভাষণে প্রত্যুত্তরপ্রদানার্থ নাইটের ওষ্ঠদ্বয় স্ফুরিত হইয়া উঠিল; কিন্তু রিচার্ডের আদেশ স্মরণ করিয়া তিনি জিহ্বা সংবরণ করিলেন, কেবলমাত্র একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস সবেগে যেন তাঁহার হৃদয় ভেদ করিয়া বাহির হইল।

এডিথ সার কেনেথ্‌কে তদবস্থা দেখিয়া বলিলেন,—"আমি ঠিকই দেখিয়াছি, ঠিকই অনুমান করিয়াছি; আমি যখন মস্কোপার রাস্তার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলাম, তখন আপনাকে দেখিবামাত্রই চিনিয়াছি—আপনার কুকুরটিকেও চিনিতে পারিয়াছিলাম। আপনি নির্ভয়ে আমার সহিত কথোপকথন করুন। সৌভাগ্যের সময় যে নাইট এডিথের নামে এতদূর সম্মান ও গৌরবের সহিত বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন, দুর্ভাগ্যের সময় সেই নাইটকে কিরূপে সমাদর করিতে হয়, তাহা এডিথ ভালরূপ জানে—(সার কেনেথকে নির্ব্বাক্‌ দেখিয়া)—এখনও আপনি নির্ব্বাক্‌? ভয় না লজ্জা? কিসে আপনাকে মূকের মত নির্ব্বাক্‌ করিয়া রাখিয়াছে?—ভয় আপনার অপরিচিত। আর লজ্জা? আপনার শত্রুগণের মুখ লজ্জার কালিমাময় অন্ধকারে আবৃত হউক।"

সার কেনেথ এরূপ অপ্রত্যাশিত নিভৃত সাক্ষাৎ ও নিভৃত আলাপের প্রশস্ত সুযোগ পাইয়াও আদেশ ও অঙ্গীকারের অচ্ছেদ্য বন্ধনে তাঁহার মুখ বদ্ধ; সুতরাং তিনি বারংবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

সার কেনেথের এইরূপ মুখভাবদর্শনে বিরক্ত হইয়া এডিথ বলিয়া উঠিলেন—"এ কি, দাসের বেশ ধারণ করিয়া কার্য্যেও কি আপনি দাসভাবপ্রাপ্ত হইয়াছেন? আমি আপনার এ ভাব দেখিতে ইচ্ছা করি না। হয় তো আমি আপনার প্রতি এতদূর সরলতা প্রদর্শন করিয়াছি বলিয়া আপনি মনে মনে আমাকে ঘৃণা করিতেছেন!—আপনি জানিবেন, সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশসম্ভূতা রমণী কখন লজ্জাশীলতা ও গাম্ভীর্য্যের সীমা অতিক্রম করে না—তাহারা কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে ও ক্ষতিগ্রস্ত নাইটের ক্ষতিপূরণ করিতে জানে। আপনি কি জন্য যোড়করে থাকিয়া এরূপ প্রচণ্ড ভাবে হস্তে হস্ত ঘর্ষণ করিতেছেন? আপনার নিষ্ঠুর হৃদয় কি আপনাকে বাক্‌শক্তিরহিত করিয়াছে?—আপনি মস্তকসঞ্চালন করিতেছেন, উহা কি কোনরূপ মস্তিষ্কের বিকার, না আপনার একগুঁয়েমি? যাহাই হউক, আর আপনাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব না—আমিও আপনার ন্যায় মূক হইতে পারি।

এইরূপ নিষ্ঠুর ভৎর্সনায় ছদ্মবেশী নাইটের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল; তিনি আর বিলম্ব না করিয়া স্বর্ণসূত্রখচিত রেশমী আবরণে আবৃত সালাদিনের পত্রিকাখানি এডিথের হস্তে প্রদান করিলেন। এডিথ পত্রখানি একবার নাড়িয়া চাড়িয়া একপার্শ্বে রাখিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভাষায় বলিবার আপনার কি কোন বক্তব্য নাই?"

নিরুদ্ধ যন্ত্রণার কাতরতায় দুই হস্তে মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া সার কেনেথ ভাবভঙ্গীতে জানাইলেন যে, তিনি তাঁহার আদেশপালনে অক্ষম।

তদ্দর্শনে এডিথ নিতান্ত অসন্তোষ সহকারে কহিলেন,—"আপনি চলিয়া যান, আমি অনেক কথা কহিয়াছি, কিন্তু আপনি প্রত্যুত্তরে একটিমাত্র বাক্যব্যয় করিতে চাহেন না। আমি যদি আপনার অনিষ্ট করিয়া থাকি, তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি; যদি আমি আপনাকে সম্মানের অবস্থান হইতে টানিয়া লইয়া আসিয়া থাকি, তবে আমি এই সাক্ষাতে আত্মভ্রান্ত হইয়া আপনার সমক্ষে আত্মমর্য্যাদার লাঘব করিয়াছি।" এই বলিয়া তিনি রমণীসুলভ অভিমানে আপন বদনমণ্ডল আবৃত করিলেন। তদ্দর্শন সার কেনেথ তাঁহার দিকে ঈষৎ অগ্রসর হইবামাত্র তিনি পশ্চাদ্দিকে সরিয়া গিয়া বলিলেন, "আপনি দূরে দাঁড়ান, কেন আপনি বিলম্ব করিতেছেন? আপনি চলিয়া যান।"

সার কেনেথ পত্রখানির দিকে দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি পত্রোত্তরের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তদ্দর্শনে এডিথ পত্রখানি গ্রহণ করিয়া ঘৃণা ও শ্লেষমিশ্রিত বাক্যে বলিলেন,, "হা হা, আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম, প্রভুভক্ত দাস, প্রভুর পত্রের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিতেছে, ঠিক কথা।" এই বলিয়া পত্রখানি পাঠ করিয়া ক্রুদ্ধ হাস্যে বলিলেন, "কল্পনার অতীত—কোন যাদুকর এরূপ বিচিত্র পরিবর্তন দেখাইতে পারে না; কিন্তু পবিত্র ক্রুস-যুদ্ধে কায়মনোবাক্যে প্রবৃত্ত এক জন সাহসী নাইটের মুসলমান সুলতানের দাসত্বে পরিণতি ও খৃষ্টান রমণীর নিকট এরূপ উদ্ধত প্রস্তাব বাহকের কার্য্যে নিয়োজন নিতান্ত বিচিত্র পরিবর্তন বটে! হিদেন কুক্কুরের প্রভুভক্ত দাসকে বলিয়া আর ফল কি?" এই বলিয়া তিনি পত্রখানি ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া উহাতে পদাঘাতপূর্ব্বক বলিলেন, "আপনার প্রভুকে বলিবেন যে, এডিথ প্লণ্টাজেনেট অস্পৃষ্ট মুসলমানের প্রস্তাব ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করে।" এই বলিয়া

তিনি কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কক্ষান্তরে প্রস্থান করিলেন।

নেভিলও এই সময়ে বাহির হইতে নিউবিয়ান দাসকে বাহিরে আসিতে আহ্বান করিলেন; আহ্বানমাত্র ছদ্মবেশী নাইট বাহিরে আসিয়া নেভিলের অনুগমন করিয়া উভয়ে একত্রে রিচার্ডের শিবিরে প্রবেশ করিলেন।

ইত্যবসরে ব্লনডেল-ডি-নেস্ল আসিয়া উপনীত হইলেন; ইনি এক জন সঙ্গীতবিশারদ, ইঁহার আগমনে রিচার্ড অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সমগ্র শিবিরমধ্যে তাঁহার সেই হর্ষধ্বনি সকলের মুখে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। রিচার্ডের আদেশে ব্লনডেল একটি সামরিক গীত গাইলেন। সঙ্গীত শুনিয়া সকলে মোহিত হইলেন। অনতিপরে রাজ্ঞী বেরেঙ্গরিয়া ও এডিথ সহচরীবৃন্দে পরিবৃতা হইয়া শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারাও সঙ্গীতশ্রবণে প্রীত হইয়া ব্লনডেলকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

সঙ্গীত সমাপনান্তে অন্যান্য সকলে প্রস্থান করিলে, রিচার্ড এডিথকে জনান্তিকে কহিলেন,—"এডিথ ক্রুসেডে সমাগত রাজন্যবৃন্দ এই পতাকা-সংঘটিত মনোমালিন্য বশতঃ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু আমাকে এই ক্রুসেড রক্ষা করিতে হইবে; কিন্তু এই ক্রুসেড-রক্ষা এক জন রমণীর খেয়ালের উপর নির্ভর করিতেছে—এডিথ! বল, আমি এখন সুলতানকে কি উত্তর দিব?"

এডিথ। বলিয়া পাঠান যে, প্লান্টাজেনেটবংশ-সম্ভূতা রমণী বরং দরিদ্রকে আলিঙ্গন করিবে; কিন্তু অখৃষ্টানকে পতিত্বে বরণ করিবে না।

রিচার্ড। তবে কি দাসত্ব আলিঙ্গন করিতে চাও। বোধ হয় তাহাই তোমার আন্তরিক বাসনা?

এডিথ। তাহাতে কোন ক্ষতি নাই—শারীরিক দাসত্ব দয়ার পাত্র, কিন্তু মানসিক দাসত্ব ঘৃণার বস্তু—কিন্তু ইংলণ্ডেশ্বর! আপনি এমন এক জন নাইটের দেহ-মন এরূপ দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছেন, যিনি সামরিক কীর্তিতে আপনার অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহেন।

রিচার্ড। এডিথ! আমি তোমার দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় বাধা দিতে পারি না; কিন্তু ঈশ্বর যে দ্বার উন্মোচন করিয়া দিয়াছেন, তাহা স্বহস্তে রুদ্ধ করিও না—এন গ্যাডির সন্ন্যাসী নক্ষত্রফল আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে তোমার পরিণয় আমার পরাক্রান্ত বিপক্ষের সহিত আমার বন্ধুভাবে মিলন সংঘটন করিবে এবং খ্রীষ্টানের সহিত তুমি পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইবে। তাহা হইলে দেখ, সুলতানের সহিত তোমার পরিণয়ে সুলতান অবশ্যই খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হইবেন। সুতরাং এক জন হিদেনকে খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করাইতে পারিবে; সুতরাং আমাদের এই সকল সুখের আশা নষ্ট করিও না—একটু স্বার্থত্যাগ কর, একটু আত্মোৎসর্গ কর।

এডিথ! লোকে মেষ ছাগ উৎসর্গ করিতে পারে, কিন্তু সম্মান ও বিবেক উৎসর্গ করিতে পারে না।—আমি শুনিয়াছি, এক জন খ্রীষ্টান-কুমারীর কলঙ্ক সারাসেনদিগকে গোপনে লইয়া গিয়াছিল আর এখন আর এক জন খ্রীষ্টানকুমারীর লজ্জা তাহাদিগকে প্যালেষ্টাইন হইতে বিতাড়িত করিবে।

রিচার্ড। তবে সাম্রাজ্ঞী হওয়া কি তুমি লজ্জার বিষয় মনে কর?

এডিথ—খ্রীষ্টান-কন্যা হইয়া মুসলমানের উপপত্নীগণের শীর্ষস্থানীয়া হওয়া, আমি লজ্জা, অসম্মান ও ঘৃণার বিষয় বলিয়া মনে করি।

রিচার্ড। তবে আর আমি তোমার কথার প্রতিবাদ করিব না।

এডিথ। আপনি প্লান্টাজেনেটবংশের সম্পত্তি, সম্ভ্রম, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য সকলেরই অধিকারী হইয়াছেন। আমি সেই প্লান্টাজেনেটেরবংশীয়া; সুতরাং আমাকে প্লান্টাজেনেটবংশের একটু গর্ব্ব হইতে বঞ্চিত করিবেন না।

রিচার্ড। এইবার আমায় তুমি এক কথায় পরাজয় করিলে।—আমি তোমার কথাগুলি সালাদিনকে প্রত্যুত্তররূপে লিখিয়া পাঠাইব,—কিন্তু এডিথ! তুমি যে পর্যান্ত না তাঁহাকে একবার স্বচক্ষে দর্শন কর, সে পর্য্যন্ত তাঁহাকে উত্তর দিবার আবশ্যক নাই। লোকে বলে, তিনি অতিশয় সুপুরুষ।

এডিথ। তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

রিচার্ড।—সম্ভাবনা বিলক্ষণ আছে।—কারণ, পতাকা-সম্বন্ধীয় দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য, সালাদিন স্থাননির্দ্দেশ করিয়া দিবেন, আর তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিবেন। বেরেঙ্গেরিয়া যুদ্ধ-দর্শন জন্য নিতান্ত উৎসুক হইয়াছেন,

সুতরাং তুমিও সে সময়ে উপস্থিত থাকিবে। সুতরাং সুলতানকে দেখিবার উত্তম সুযোগ ঘটিবে। যাহা হউক, বাদানুবাদের প্রয়োজন নাই ; চল, আমরা স্ব স্ব কক্ষে গমন করি। বলিয়া সকলে প্রস্থান করিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়

—•—

পরদিন প্রাতে ফ্রান্সরাজ ফিলিপ এক সভাধিবেশন করাইয়া রিচার্ডকে সেই সভায় যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। রিচার্ড সভায় উপস্থিত হইলে বলিলেন,—অন্তর্বিরোধ জন্য সমাগত রাজন্যবৃন্দের মধ্যে মনোমালিন্যবশতঃ অনেকেই ক্রুসেড-যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইয়াছেন ; সুতরাং বলক্ষয়বশতঃ আমাদের সাফল্যলাভের আশা নিতান্ত কম, আর আমিও যত শীঘ্র পারি, ইয়োরোপে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করি।—রিচার্ড ইহাতে প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু সে প্রতিবাদ বৃথা—অষ্ট্রীয় ডিউকও ফিলিপের প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। রিচার্ড বুঝিলেন, ক্রুসেড সম্প্রদায়স্থ সকলের উপর তাঁহার প্রাধান্যস্থাপনের বাসনাই এই গোলযোগের কারণ ; সুতরাং সকলের ক্রুসেড ত্যাগের সঙ্কল্পে তিনি অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়া সভাভঙ্গে স্বীয় শিবিরে গমন করিলেন। ইত্যবসরে সালাদিনের নিকট হইতে আবদাল্লা এল হাজীর নামক এক আমীর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আবদাল্লা এক জন রাজনীতিজ্ঞ এবং সালাদিনের প্রিয় সহচর ; সালাদিন ইহাকেই খৃষ্টান নরপতিগণের নিকট দৌত্যকার্য্যে প্রেরণ করিয়া থাকেন। সালাদিন রিচার্ডের অনুরোধক্রমে "ডায়মণ্ড অব-দি-ডেজার্ট" নামক পূর্ব্বোক্ত খর্জ্জুরকুঞ্জ-শোভিত মরুপ্রান্তরে দ্বন্দ্বযুদ্ধের স্থল নির্দ্দেশ করিয়া এই আবদাল্লাকে দিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছেন, ঐ স্থান সারাসেন শিবির ও খৃষ্টান শিবিরের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। নির্দ্দিষ্ট দিবসে কনরেড, অষ্ট্রীয় ডিউক ও গ্র্যাণ্ড মাষ্টার ও ১০০ সশস্ত্র অনুচরসহ এবং রিচার্ড তাঁহার সালিসবরি ও ১০০ সশস্ত্র অনুচর সহ তাঁহার প্রতিনিধিকে উৎসাহিত করিবার জন্য উপস্থিত থাকিবেন। সালাদিন স্বয়ং সমরাঙ্গন সজ্জিত করিবার ভার গ্রহণ করিবেন এবং ঐই সুযোগে ইংলণ্ডরাজ রিচার্ডের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে। দর্শকমণ্ডলীর জন্য উপবেশনের যথোপযুক্ত স্থান ও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তাঁহাদের উৎকৃষ্ট জলযোগের ব্যবস্থা হইল। ইংলণ্ডরাজের সহিত সাক্ষাৎ-সম্ভাবনায় সুলতান হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

যে দিবস প্রস্তাবিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ সংঘটিত হইবে, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বদিবস প্রত্যূষে কনরেড স্বীয় দলবল লইয়া যুদ্ধভূমির অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইংলণ্ডেশ্বর রিচার্ডও যাত্রা করিয়া বেরেঙ্গেরিয়ার শিবিকার পার্শ্বে অশ্বারোহণে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গে স্বল্পসংখ্যক মাত্র অনুচর রহিল।

প্রথম অধ্যায়ে উল্লিখিত খর্জ্জুর-কুঞ্জ-শোভিত মরু প্রস্রবণের নিকটে সুলতান প্রস্তাবিত দ্বন্দ্বযুদ্ধের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নির্জ্জন প্রস্রবণভূমি এক্ষণে আর পূর্ব্ববৎ নির্জ্জন নহে এবং কেবলমাত্র খর্জ্জুর-কুঞ্জের নৈসর্গিক শোভায় শোভিত নহে ; এক্ষণে ঐ স্থান চারিদিকে পটমণ্ডপে সমাচ্ছন্ন, স্বর্ণ-সূত্র-খচিত সুরম্য পতাকায় শোভিত এবং অস্তোন্মুখ তপনের হেমকান্তিচ্ছটায় যেন গলিত স্বর্ণ-তরঙ্গে ভাসমান। এতগুলি শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছে যে তন্মধ্যে সুলতানের অসংখ্য সারাসেন সৈন্য এবং সারাসেন সর্দ্দারগণ অশ্বপৃষ্ঠে অশ্বখুরোত্থিত ধূলিপটলে গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া নরপতিগণের দিকে ধাবমান হইতেছে।

রিচার্ড তাঁহার সহগামী দলের পুরোবর্ত্তী হইয়া গমন করিতেছেন। ইত্যবসরে সুলতান সালাদিন তুহিন-শুভ্র-বেশে হিমশুভ্র আরবীয় অশ্বে আরোহণ করিয়া রিচার্ডের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন এবং উভয়ে তৎক্ষণাৎ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পরস্পর আলিঙ্গন করিলেন। সকলেরই দৃষ্টি তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইল। "মরুভূমিতে সলিলসঞ্চারের ন্যায় আপনার দর্শনলাভে পরিতৃপ্ত হইলাম" বলিয়া সুলতান রিচার্ডের অভ্যর্থনা করিলেন এবং বলিলেন, "আপনি বোধ হয়, আমার এই আরবীয়গণের সমাবেশ দর্শনে সন্দিগ্ধ হইবেন না, ইহারা সকলেই সভ্রান্ত এবং যে প্রবল প্রতাপান্বিত ইংলণ্ডেশ্বরের নামে ধাত্রীগণ রোরুদ্যমান চঞ্চলশিশুদিগকে শান্ত করিয়া রাখে এবং আরবীয়গণ যাঁহার নামে তাহাদের তেজস্বী

অশ্বগণকে সংযত করে, সেই প্রবল-প্রতাপ ইংলণ্ড-রাজকে দর্শন করিবার জন্য ইঁহারা সমাগত হইয়াছেন।"

রিচার্ড তদুত্তরে বলিলেন, "আমিও আমার সহিত কয়েক জনকে সঙ্গে আনিয়াছি, আপনি কি একবার তাঁহাদের দেখিবেন না? আমি শিবিকার যবনিকা অপসারণ করিয়া দিতেছি।"

সুলতান শিবিকার সম্মুখে ভূতলে নতজানু হইয়া রাজ্ঞী বেরেঙ্গেরিয়ার প্রতি সম্মান-প্রদর্শন করিয়া বলিলেন যে, "আমি তাহাদিগকে দেখিতে চাহি না। কারণ, আপনার শেষ পত্রখানি প্রজ্বলিত অগ্নি-নির্ব্বাণার্থ জলসেচনের ন্যায় আমার আশাগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া দিয়াছে, সুতরাং যে অগ্নিপ্রজ্বলনে আমি পুনরায় দগ্ধ হইয়া যাইব, সে অগ্নি প্রজ্বালন করিয়া ফল কি? আপনার এই ভৃত্য, আপনার জন্য যে শিবির সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে, আপনি এক্ষণে বিশ্রামার্থ সেই শিবিরে চলুন, আমি স্বয়ং আপনার সেবায় নিযুক্ত থাকিব।" এই বলিয়া সুলতান রিচার্ডকে একটি শিবির মধ্যে লইয়া যাইলেন। শিবিরের বহির্দ্দেশে ও অভ্যন্তরভাগ প্রাচ্যবিলাসিতার অনুপম উপাদানে পরিশোভিত। সহসা রিচার্ডের কটিবন্ধস্থিত সুদীর্ঘ কৃপাণ সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সুলতান বলিয়া উঠিলেন, "আমি যদি সমক্ষে আপনাকে এই দীর্ঘ তরবারি সঞ্চালন করিতে না দেখিতাম, তাহা হইলে আমার কদাপি বিশ্বাস হইত না যে, মানব-শক্তি এইরূপ সুদীর্ঘ অসি ব্যবহার করিতে পারে।—আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, আপনি কি একবার শান্তিপূর্ণভাবে এই দীর্ঘ অসির বলপ্রদর্শনে আমার বিস্ময়াপসারণ করিবেন?"

সম্মুখে একটি দেড়হাত স্থূল লৌহদণ্ড পড়িয়া ছিল, সুলতানের অনুরোধে অস্ত্রের বলপ্রদর্শনার্থ রিচার্ড সবলে স্বীয় অসি দ্বারা ঐ লৌহদণ্ডে আঘাত করিলেন। আঘাতমাত্র লৌহদণ্ড দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। তদ্দর্শনে সুলতান বলিলেন, "আমিও আমার দেশীয় এক প্রকার অস্ত্রকৌশল দেখাইতে ইচ্ছা করি।" এই বলিয়া তিনি স্বীয় অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চন্দ্রহাস কোষমুক্ত করিলেন। এই অসিফলক নীলাভ এবং অতিযত্নে সুকৌশলে নির্ম্মিত—একখানি গদীর উপর দিয়া টানিয়া লইবামাত্র গদীখানি দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল।

উচ্চৈঃস্বরে রিচার্ড তাঁহাকে বলিলেন,—"ভ্রাতঃ, আপনি অস্ত্রবিদ্যায় সুনিপুণ এবং আপনি যেরূপ সুকৌশলে আঘাত করিতে নিপুণ, আপনার হকিম সেইরূপ সুকৌশলে আঘাতজনিত ক্ষত আরোগ্য করিতে নিপুণ। আমার বিশ্বাস, আমি সেই সুবিজ্ঞ হকিমের দর্শন লাভ করিতে পাইব। আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে চাহি এবং তাঁহাকে দিবার জন্য যৎকিঞ্চিৎ উপায়নদ্রব্য আনিয়াছি।"

রিচার্ডের মুখে এই কথা শুনিবামাত্র সালাদিন তাঁহার মস্তক হইতে উষ্ণীষ অপসারণ পূর্ব্বক একটি তুর্কী টুপি মস্তকে ধারণ করিয়া কহিলেন,—"রোগী রুগ্নাবস্থায়, দূর হইতে চিকিৎসকের পদশব্দশ্রবণে চিকিৎসককে চিনিতে পারে; কিন্তু সুস্থ হইলে তাঁহার মুখদর্শনে আর তাঁহাকে চিনিতে পারে না।"

রিচার্ড সুলতানের অকস্মাৎ এইরূপ আকারপরিবর্ত্তনে অতিশয় বিস্ময় সহকারে বলিলেন, "অতি অদ্ভুত—অতি অদ্ভুত! কেবল টুপির অভাবেই আমি হকিমকে হারাইয়া ফেলিব এবং আমার ভ্রাতা সালাদিনকে দেখিলেই আবার হকিমের দেখা পাইব।"

সুলতান তদুত্তরে বলিলেন, "জগতের নিয়মই এইরূপ। ছিন্নবসন পরিধান করিলেই লোকে সন্ন্যাসী হয় না।"

রিচার্ড।—আপনার অনুগ্রহেই 'সার কেনেথ মৃত্যুমুখ হইতে 'পরি[illegible] পাইয়াছে [illegible] আপনার কৌশলেই পুনরায় ছদ্মবেশে আমার শিবিরে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে।

সালাদিন।—ঠিক [illegible]-চিকিৎসকরূপে আমি দেখিলাম- যদি তাহার ক্ষুদ্র সম্মানরূপ ক্ষত আরোগ্য না করিলে তাহার আয়ুষ্কাল হ্রাস হইয়া যাইবে—আর ছদ্মবেশ, যে আপনার নিকট সহজেই প্রকাশ হইবে, তাহাও আমি বুঝিয়াছিলাম।

রিচার্ড।—এক আকস্মিক ঘটনায় প্রথমে আমি জানিতে পারিলাম যে, তাঁহার গাত্রত্বক্ কৃত্রিম উপায়ে ঐরূপ নিউবিয়ানের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছিল, আর তাহার আকার ইঙ্গিতে যথেষ্ট বুঝিয়াছিলাম যে, সে নিউবিয়ান দাস নহে—ছদ্মবেশী কেনেথ! আমি আশা করি, কেনেথ কল্য এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে।

সালাদিন।—যে জন্য তিনি উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়া আছেন, আমি তাঁহাকে উপযুক্ত পাত্রজ্ঞানে অস্ত্র, অশ্ব প্রভৃতি সকল প্রকার আবশ্যকীয় উপাদানে সজ্জিত করিয়া দিয়াছি।

রিচার্ড।—সার কেনেথ কি জানিতে পারিয়াছিল—আপনি কে?

সালাদিন।—আমি যখন তাঁহার নিকট আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলাম, তখন বাধ্য হইয়া তাঁহার নিকট আত্মপ্রকাশ করিতে হইয়াছিল।

রিচার্ড।—আপনার নিকট কোন কথা প্রকাশ করিয়াছিল?

সালাদিন।—এমন স্পষ্টতঃ কিছুই নহে, তবে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় বুঝিয়াছি যে, তিনি এখন এক উন্নত পাত্রীতে প্রণয় সংস্থাপন করিয়াছেন—যাহার সাফল্যের আশা নিতান্ত স্বল্প।

রিচার্ড।—তবে তাহার এই দুঃসাহসিক প্রণয় কি নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে?

সালাদিন।—অনুমানে অনেকটা বটে, কিন্তু আমার বাসনার পূর্ব্ব হইতেই তাহার এই প্রণয় সঙ্কুচিত হইয়াছে এবং আমার বোধ হয়, আমার বাসনা অপেক্ষা তাহার প্রণয়ের দৃঢ়ত্ব ও স্থায়িত্ব অধিক।

রিচার্ড শুনিয়া সরোষে বলিয়া উঠিলেন "কি, সামান্য কুলজাত ব্যক্তির প্লান্টাজেন্টবংশীয়ার সহিত মিলনের বাসনা?"

সালাদিন।—আপনাদের দেশের এরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম বটে; কিন্তু আমাদের দেশে কবিগণ বলিয়া থাকেন যে, একটি সাহসী উষ্ট্রপালক একটি সুন্দরী রাণীরও ওষ্ঠ চুম্বন করিতে পারে; কিন্তু একজন কাপুরুষ রাজকুমার, রাজকুমারীর বসনপ্রান্ত চুম্বন করিবার যোগ্য নহে। যাহা হউক, এখন অষ্ট্রীয় ডিউক ও অন্যান্য সকলের অভ্যর্থনা করিতে যাইবার জন্য আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি"। এই বলিয়া সালাদিন প্রস্থান করিলেন।

রিচার্ড ও তৎক্ষণাৎ রাজ্ঞী বেরেঙ্গেরিয়ার শিবিরে গমন করিলেন এবং এডিথের সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র বলিলেন—"ভগ্নী এডিথ! এখন কি আমরা পরস্পর শত্রু?"

এডিথ অনুচ্চস্বরে বলিলেন—"নরপতি রিচার্ডের সহিত কে শত্রুতা করিতে পারে?"

রিচার্ড।—ভগ্নি! তুমি ভাবিয়া দেখ, আমার সেই ক্রোধ কৃত্রিম ক্রোধ মাত্র; কিন্তু তুমি প্রতারিত হইয়াছ। আমি যে কেনেথের উপর দণ্ডবিধান করিয়াছিলাম, তাহা ন্যায়দণ্ড। কারণ, যতই প্রলোভন থাকুক না কেন, সে তাহার কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে আমি আনন্দিত হইতেছি যে, কল্য দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তাহার নষ্টসম্মান পুনরুদ্ধার করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইবে এবং সেই বিশ্বাসঘাতক তস্করের উপযুক্ত দণ্ডলাভ হইবে—ভবিষ্যতে লোকে আমাকে আমার ঔদ্ধত্যপূর্ণ নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য আমাকে নিন্দা করিবে বটে, কিন্তু তাহারা এ কথাও বলিবে যে, যখন তাঁহার ন্যায়বিচার করা উচিত, তখন তিনি তাহা করিয়াছেন, এবং যখন সদয় হওয়া উচিত, তখন তিনি সদয়তা প্রকাশ করিয়াছেন।

এডিথ।—এরূপ আত্মশ্লাঘা করিবেন না, লোকে আপনার ন্যায়পরতাকে নিষ্ঠুরতা এবং সদয়ভাবকে খেয়াল বলিবে।

রিচার্ড।—এডিথ! বন্ধুর ন্যায় তোমাকে সরলভাবে বলিতেছি, যদি এই নাইট দ্বন্দ্বযুদ্ধে বিজয়লাভ করে, তবে তাহার সহিত তোমার কিরূপ সম্বন্ধ হইবে?

লজ্জা ও অসন্তোষে আরক্তগণ্ডে এডিথ বলিয়া উঠিলেন—আমার সহিত কি সম্বন্ধ? এক জন সম্মানিত নাইট অপেক্ষা অধিক আর কি হইতে পারে? এক জন সামান্য নাইট এক জন সম্রাজ্ঞীর কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিতে পারে, এবং গৌরবলাভই তাহার পুরস্কার।

রিচার্ড।—তোমার জন্য সে অনেক সহ্য করিয়াছে।

এডিথ।—আমিও তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়াছি ও প্রশংসা করিয়াছি এবং তাঁহার যন্ত্রণায় তাঁহার জন্য অশ্রুবর্ষণ করিয়াছি, যদি তিনি অন্য পুরস্কারের আশা করেন, তবে তাঁহার সম অবস্থা ও তুল্য মর্য্যাদা সম্পন্নার প্রতি প্রণয় স্থাপন করাই উচিত ছিল, আপনি আমার জন্ম-পত্রিকার (ঠিকুজি-কোষ্ঠী) ফল উল্লেখ করিয়া আমাকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন, তথাপি আপনাকে দৃঢ়ভাবে বলিতেছি, আপনি নিশ্চয় জানিবেন, গ্রহনক্ষত্রের ফল যাহাই হউক, আপনার আত্মীয় কস্মিনকালে অখ্রীষ্টান কিংবা অজ্ঞাতকুলশীল নগণ্য ভাগ্যানুসরণকারী সৈনিককে বিবাহ করিবে না। আমি এখন ব্লনডেলের মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিব, কারণ, আপনার সহিত বাদানুবাদ আমার ভাল লাগিতেছে না।

রিচার্ড এডিথের নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

মরুপ্রদেশে গ্রীষ্মাতিশয্যবশতঃ প্রস্তাবিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ সূর্য্যোদয়ের এক ঘণ্টাকাল মধ্যে সম্পন্ন হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। বলীচক্রের দৈর্ঘ্য ২৪০ হস্ত এবং বিস্তার ৮০ হাত। কেন্দ্রস্থলে সালাদিনের আসন এবং সম্মুখে রমণীগণের জন্য উচ্চ মঞ্চ স্থাপিত। নিশাবসানের প্রাক্কাল হইতেই বলীচক্রের চারিদিকে সারাসেনদিগের জনতা-স্রোত সঞ্চালিত হইতেছে। যথাসময়ে রাজ্ঞী বেরেঙ্গেরিয়া এডিথ ও অন্যান্য মহিলাবৃন্দ সালাদিনের সশস্ত্র রক্ষীবর্গ পরিবৃতা হইয়া আসিয়া মঞ্চাসনে উপবিষ্ট হইলেন। অন্যান্য দর্শকমণ্ডলী যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিলেন।

ওদিকে গ্রাণ্ডমাষ্টার কনরেডের শিবিরে যাইয়া তাহাকে উৎসাহ প্রদান করিয়া কহিলেন, -"হৃদয়ে বল ও সাহস সঞ্চয় কর। একঘণ্টামধ্যে তুমি বিজয় লাভ করিয়া সকলের নিকট গৌরবভাজন হইবে।"

কনরেড বিমর্ষভাবে ভগ্নস্বরে উত্তর করিল— "আমার পক্ষে সকল দিকেই অশুভচিহ্ন! এই কুকুরের দ্বারা রহস্য প্রকাশ ও প্রেতাত্মার ন্যায় এক স্কটিক নাইটের পুনরাবির্ভাব এ সকলই আমার পক্ষে অমঙ্গল-চিহ্ন!"

অনতিবিলম্বে বাদ্যযন্ত্রের উচ্চ নির্ঘোষে দ্বন্দ্বযুদ্ধের নির্দ্দিষ্টকাল আগত বলিয়া ঘোষণা করিল। এবং যোদ্ধাদ্বয় বলীচক্রে প্রবেশ করিলেন, উভয়েই সুশ্রী, সুপুরুষ, উভয়েই বীর, কিন্তু স্কটিস বীরের মুখে বীর্য্য ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য সাহস আশা ও উল্লাসের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ আর কনরেডের মুখমণ্ডল গর্ব্বদৃপ্ত হইলেও লজ্জা, ঘৃণা, অপমান, ক্রোধ ও নিরাশার কালিমায় বিমলিন।

রাজ্ঞী বেরেঙ্গেরিয়ার মঞ্চের পাদদেশে একটি বেদী নির্ম্মিত হইয়াছে। সার কেনেথ ও কনরেড উভয়ে বেদীর সম্মুখে নতজানু ও নতমস্তকে তাঁহাদের বিজয়লাভের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন। তাঁহাদের উপাসনা শেষ হইবামাত্র সালাদিনের সংকেতানুসারে অসংখ্য বাদ্যযন্ত্র ঐক্যতানে মধুরারাবে বাজিয়া উঠিল। সেই সঙ্গে বীরদ্বয় পরস্পরের প্রতি বর্শা লক্ষ্য করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে ধাবিত হইলেন। উভয়ের বর্শাফলকে উভয়ের বক্ষঃস্থিত ধাতুফলকে আহত হইল। সে আঘাতে সার কেনেথ অক্ষত; তাঁহার বর্শাফলক কনরেডের হৃৎপিণ্ড ভেদ করিল। কনরেড অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ধরাশায়ী হইলেন। সালাদিন স্বয়ং এবং অন্যান্য সকলে ভূপতিত কনরেডের চারিদিকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। সার কেনেথ নিষ্কোসিত অসিহস্তে জলদগম্ভীর স্বরে কনরেডকে কহিলেন,—"এখনও দেখ, স্বীকার কর।" আহত কনরেড আকাশের দিকে চাহিয়া ক্ষীণস্বরে উত্তর করিলেন,—"আর অধিক কি চাহেন? আমি যথার্থই অপরাধী, ঈশ্বর আমার অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি দিয়াছেন।"

রিচার্ড তৎশ্রবণে সালাদিনকে কহিলেন, "ভ্রাতঃ! কোথায় আপনার টালিসম্যান? ইহাকে আপনার টালিসম্যানের গুণে আর কিছুক্ষণ বাঁচাইয়া রাখুন, যাহাতে মৃত্যুকালে ঈশ্বরের নিকট শেষ প্রার্থনা করিয়া শান্তিতে মরিতে পারে।"

সালাদিন রিচার্ডের অনুরোধে প্রীত হইয়া কনরেডকে তাঁহার নিজ শিবিরে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন।

তৎশ্রবণে গ্রাণ্ডমাষ্টার কহিলেন, "এক জন খৃষ্টান রাজকুমারকে মৃত্যুকালে সারাসেনের হস্তে সমর্পণ করা উচিত নহে; কারণ, উহা আমাদের ধর্ম্মবিরুদ্ধ—সুলতান যদি উহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন, আমার শিবিরে রাখিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারেন।"

রিচার্ড বলিলেন, "তবে তাহাই হউক—কিন্তু এক্ষণে আরও অধিক আবশ্যকীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে অবশিষ্ট আছে। তূরী ভেরী বাদন কর, ইংলণ্ডের জয়, ও ইংলণ্ডীয় বীরের বিজয়-গৌরব ঘোষণা করিয়া বাদ্যযন্ত্র উচ্চনাদে বাজিয়া উঠুক।"

আদেশমাত্র ঢক্কা, বেণু, তূরী, ভেরী করতালাদি বাদিত্রসকল মধুর তানলয়ে উচ্চনাদে বাজিয়া উঠিল।

রিচার্ড সার কেনেথকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন,—"ইজিপশিয়ানকে তাহার কৃষ্ণত্বক্ ও শার্দ্দূল তাহার গাত্রবর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে পারে, তাহা তুমি বেশ দেখাইলে।"

সালাদিন কনরেডের চিকিৎসার জন্য ব্যস্তভাবে গমন করিবার সময় রিচার্ডকে বলিয়া যাইলেন, কুর্দ্দিস্থানের জনৈক সর্দ্দারের উষ্ট্রচর্ম্মনির্ম্মিত শিবিরে আপনাদের

নিমন্ত্রণ রহিল। এই বলিয়া সালাদিন প্রস্থান করিলেন।

রিচার্ড স্বীয় সহচরবৃন্দকে কহিলেন—"ঐ শুন, বাদ্যযন্ত্র গ্যালারি হইতে রাজ্ঞীর শিবিরে প্রত্যাগমন ঘোষণা করিতেছে। চল, আমরা বিজয়ী নাইটকে সসম্মানে বিজয়গৌরবে শিবিরে লইয়া যাই।" ব্লনডেল বীণাযন্ত্র সহযোগে বিজয়গীতি গাহিতে গাহিতে তাঁহাদের অনুগমন করিল।

রিচার্ড সার কেনেথকে রাজ্ঞী বেরেঙ্গেরিয়ার শিবিরে লইয়া গিয়া রাজ্ঞী ও এডিথকে বলিলেন—"তোমরা বিজয়ী নাইটের পরিচ্ছদ উন্মোচন করিয়া দাও—সুন্দরীরা সমর-বিজয়ীর প্রতি অবশ্য সম্মান প্রদর্শন করিবে।—তোমরা এই লৌহাবরণমধ্যে কি দেখিবার আশা কর?" (বর্ম্ম উন্মোচিত হইলে) রিচার্ড পুনরায় বলিলেন—"দেখ, এখন কি এক জন ইজিপশিয়ান দাস না এক জন নগণ্য অজ্ঞাতকুলশীল ভাগ্যান্বেষী সৈনিক?—আর ইহাদের নানারূপ ছদ্মবেশের প্রয়োজন নাই—স্বীয় গুণে বিখ্যাত, নতুবা অজ্ঞাতকুলশীল অপরিচিতের ন্যায় ইনি তোমাদের সমক্ষে নতজানু হইয়াছিলেন, এক্ষণে আভিজাত্য ও সৌভাগ্যে গৌরবান্বিত হইয়া গাত্রোত্থান করিতেছেন।—এই অদম্যসাহসিক বীরপুঙ্গব ডেভিড আর্ল-অফ হন্টিংডন স্কটলণ্ডের রাজকুমার।"

অজ্ঞাত নাইটের এইরূপ অসম্ভাবিত উন্নত পরিচয় শ্রবণে এডিথের হস্ত হইতে সার কেনেথের শিরস্ত্রাণটি ভূতলে পড়িয়া গেল।

রিচার্ড সার কেনেথকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আর্ল-অফ হন্টিংডন! দণ্ডাদেশ প্রদানকালে তুমি আমার নিকট তোমার আত্মপরিচয় দাও নাই কেন? তোমার পিতা আমার প্রতি শত্রুতাচরণ করিলেও আমি কি তোমার পরিচয় পাইলে তোমাকে হাতে পাইয়া তোমার উপর প্রতিহিংসা লইতাম? (এডিথকে সম্বোধন করিয়া)—এডিথ! তোমার কর প্রসারণ কর; স্কটলণ্ড-রাজকুমার, তোমারও বাহু প্রসারণ কর।"

এডিথ তচ্ছ্রবণে কহিলেন,—"আপনার কি স্মরণ নাই যে; আপনি সালাদিন ও তাহার উষ্ণীষধারী সারাসেনদিগকে খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিবার জন্য আমার এই হস্তকে তাহার যন্ত্ররূপে প্রয়োগ করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলেন?"

রিচার্ড। কিন্তু সে ভবিষ্যৎ বার্ত্তা অন্যদিকে ঘুরিয়া গিয়াছে। এনগ্যাডির সন্ন্যাসী অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"গ্রহ-নক্ষত্রে সত্যকথাই লিখিত থাকে। মানুষ ঠিক তাহার অর্থ গ্রহণ করিতে পারে না। সালাদিন ও সার কেনেথ আমার ভূগর্ভকক্ষে নিদ্রিত ছিল, তখন আমি নক্ষত্র-অক্ষরে পাঠ করিয়াছিলাম যে, আমার কক্ষে এক রাজকুমার শায়িত, যিনি রিচার্ডের পরম শত্রু এবং যাহার সহিত এডিথের উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে।—আমি সুলতানকেই রাজপুত্র বলিয়া জানিতাম এবং ইনি মধ্যে মধ্যে আমার নিকট আসিয়া গ্রহ-নক্ষত্রের ফলাফল সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা করিতেন; সুতরাং এই সুলতান ভিন্ন অপর কাহাকে আমি আপনার আত্মীয়ার ভাবী স্বামী বলিয়া মনে করিতে পারি?—নক্ষত্রের ফলে আরও জানিয়াছিলাম যে, এডিথ প্লাণ্টাজেনেটের স্বামী খৃষ্টান—আমি মূর্খ, তাই ভ্রান্তির উদয় হইয়াছিল যে, তবে এই সুলতান খৃষ্টধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়া এডিথের পাণিগ্রহণ করিবে। আমার এই সকল মূর্খতা প্রকাশ জন্য আমার গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছে—হয় ত আমার নিজ ভাগ্য সম্বন্ধেও এইরূপ ভুল গণনা করিয়াছি। ঈশ্বর যখন আমাদিগকে গুপ্তচরের মত তাঁহার গুপ্তভাণ্ডারে প্রবেশ করিতে দেন না। সকলেরই ঈশ্বরের উপর স্থিরবিশ্বাসে ভয়-ভক্তি-আশাপূর্ণ হৃদয়ে অপেক্ষা করা উচিত—গর্ব্বিত ভবিষ্যদ্বক্তা—অহমিকাপূর্ণ জ্যোতির্ব্বেত্তা মনে করিতাম, আমি জ্যোতিঃশাস্ত্রে অমানুষিক শক্তিসম্পন্ন—আমি সেই গর্ব্বে নৃপতিগণকেও উপদেশ দিতে সঙ্কুচিত হইতাম না। এত দিন কি যেন একটা দুর্ব্বহ গুরুভার স্কন্ধে বহন করিতেছিলাম; অদ্য আমার সে ভার স্কন্ধ হইতে নামিয়া গিয়াছে, আমার বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে, আমি মূর্খ ও অনুতপ্তভাবে চলিলাম; কিন্তু নিরাশ-হৃদয়ে নহে।"—এই বলিয়া সন্ন্যাসী দ্রুতবেগে জন্মের মত প্রস্থান করিল।

মধ্যাহ্নকাল সমাগত। সালাদিন নিমন্ত্রিত খৃষ্টান-রাজগণের অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কৃষ্ণবর্ণ উষ্ট্রচর্ম্মনির্ম্মিত সুসজ্জিত বিশাল শিবিরমধ্যে নিমন্ত্রিত রাজগণের ভোজ্যোপযোগী উৎকৃষ্ট দ্রব্যসম্ভার সংগৃহীত হইয়াছে। নানারূপ উৎকৃষ্ট মদ্য, মাংস, মৎস্য, মিষ্টান্ন স্তূপাকারে সজ্জিত, চারিদিকে সুরম্য পতাকাশ্রেণী; তন্মধ্যে একটি দীর্ঘ বর্শাদণ্ড-সংলগ্ন

পতাকায় লিখিত রহিয়াছে—'রাজাধিরাজ সালাদিন—বিজয়ীর বিজেতা সালাদিনের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।'

সালাদিন নিমন্ত্রিত রাজবৃন্দের জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে এনগ্যাডিডর পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসী প্রেভি লিখিত একখানি কোষ্ঠী লইয়া দেখিতে দেখিতে আপন মনে বলিতে লাগিলেন,—"কি অদ্ভুত রহস্যময় শাস্ত্র! ভবিষ্যতের আবরণ উন্মোচন করিতে গিয়া লোককে বিপথে লইয়া যায়, ভবিষ্যভাগ্যে আলোকিত করিতে গিয়া অন্ধকারে নিমজ্জিত করে। কে না বলিবে যে, আমি রিচার্ডের প্রবল শত্রু এবং আমার সহিত তাঁহার আত্মীয়ার পরিণয়েই এই শত্রুতার অবসান হইবে। কিন্তু এখন বোধ হইতেছে যে, এই আর্ল হণ্টিংডনের সহিত রিচার্ডের ভগ্নীর পরিণয়ে ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের মধ্যে মৈত্রীভাব সংস্থাপিত হইবে। কারণ, গৃহশত্রুই ঘোর শত্রু. আমা অপেক্ষা স্কটলণ্ড ইংলণ্ডের অধিকতর সাংঘাতিকরূপে প্রবল শত্রু. আর এডিথের খৃষ্টানের সহিত বিবাহ হইবে, হয় ত সেই পাগল সন্ন্যাসী ভাবিয়াছিল, আমি আমার নিজের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিব। প্রহেলিকাময়ী পত্রিকা এইখানে পড়িয়া থাক্।" এই বলিয়া কোষ্ঠীখানি ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "কোষ্ঠীর ভাষা কি সরল সহজ, অনায়াসে বোধগম্য হয়, কিন্তু ভিতরে কি দ্ব্যর্থবোধক সাংঘাতিক ভাব নিহিত আছে।"

এ দিকে দূরশ্রুত তূর্য্যধ্বনি ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইয়া নিমন্ত্রিত রাজন্যগণের আগমন ঘোষণা করিল। সালাদিন তাঁহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া শিবিরমধ্যে লইয়া যাইলেন এবং আর্ল অফ্ হণ্টিংডনের প্রতি বিশেষ সম্মান ও যত্ন প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "যুবক! কেনেথ সেই খর্জ্জুর-কুঞ্জ-শোভিত মরুক্ষেত্রে নির্জ্জনে যখন ইল্ডারিমের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করিয়াছিল অথবা সেই দুর্দ্দশাপন্ন ইথিওপিয়ান যখন হাকিম এডনবেকের সহিত মিলিত হইয়াছিল, তখন অপেক্ষা এক্ষণে স্কটলণ্ডের রাজকুমার সালাদিনের নিকট অধিকতর সমাদরে অভ্যর্থিত। যেমন এই শীতল পানীয় মৃৎপাত্রে সেবনে যেমন সুমিষ্ট, স্বর্ণপাত্রেও সেইরূপ আস্বাদ, সেইরূপ আপনার ন্যায় সাহস ও মহানুভবতার মূল্য জন্ম কিংবা অবস্থাসাপেক্ষ নহে।

আর্ল অফ হণ্টিংডন এইরূপ সাদর-সম্ভাষণে সালাদিনের নিকট তিনি যে যে বিষয়ে উপকৃত, একে একে তৎসমুদয় প্রীতিপ্রফুল্ল বদনে উল্লেখ করিলেন।

তৎপরে শীতল সরবৎ পান আরম্ভ হইল। আর্ল অফ্-হণ্টিংডন অষ্ট্রীয় ডিউককে একপাত্র সরবৎ প্রদান করিলেন। অষ্ট্রীয় ডিউক পূর্ণপাত্রে অত্যধিক পরিমাণে সুরাপান করিয়াছিলেন, সুতরাং এক্ষণে শীতল সরবৎপানে তিনি বিলক্ষণ শারীরিক স্বচ্ছন্দতা অনুভব করিয়া এক পাত্র গ্র্যাণ্ডমাষ্টারকে প্রদান করিলেন। ইত্যবসরে সালাদিন পূর্ব্বোক্ত বামন নেক্টাবেনাসকে ইঙ্গিত করিবামাত্র বামন অগ্রসর হইয়া "এক্সিপি হক্" এই বাক্য উচ্চারণ করিল। গমনশীল অশ্ব যেরূপ সিংহের গর্জ্জন শুনিলে ভয়ে একেবারে জড়ীভূত হইয়া যায়, বামনমুখে "এক্সিপি হক্" শুনিবামাত্র গ্র্যাণ্ডমাষ্টার তদ্রূপ জড়ীভূত হইয়া পড়িলেন. কিন্তু সে ভাব কোনরূপে সংবরণ করিয়া পানপাত্র উত্তোলন করিলেন, কিন্তু পানপাত্র আর তাঁহার ওষ্ঠ স্পর্শ করিল না। কারণ, পানপাত্র ওষ্ঠসংলগ্ন হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই মেঘচ্যুত সৌদামিনীর ন্যায় সালাদিনের চন্দ্রহাস নিষ্কোষিত হইয়া গ্র্যাণ্ডমাষ্টারের গ্রীবাদেশে পতিত হইল; ছিন্নমুণ্ড রক্তস্রাব করিতে করিতে শিবিরপার্শ্বে গিয়া পতিত হইল।

"বিশ্বাসঘাতক, বিশ্বাঘাতক" বলিয়া চারিদিকে রব উত্থিত হইল। অষ্ট্রীয় ডিউক সালাদিনের পার্শ্বেই দাঁড়াইয়া ছিলেন, আকস্মিক হত্যা দর্শনে তাঁহার মনে বিষম আতঙ্ক হইল—পাছে এইবার তাঁহার মুণ্ডটি এইরূপে দেহচ্যুত হয়। রিচার্ড ও অন্যান্য সকলে স্বীয় অসিমূলে হস্তার্পণ করিলেন।

সকলের এইরূপ ভাবদর্শনে সালাদিন প্রশান্তভাবে অষ্ট্রীয় ডিউককে কহিলেন, "আপনার আতঙ্কের কোন কারণ নাই, আর ইংলণ্ডরাজ আপনিও যাহা দেখিলেন, তাহাতে রুষ্ট হইবেন না। গ্র্যাণ্ডমাষ্টারের নানারূপ রাজদ্রোহিতা, আপনাকে গুপ্ত হত্যা করিবার চেষ্টায় গোপনে ঘাতুকনিয়োগ, মরুভূমে স্কটলণ্ডরাজকুমারের ও আমার প্রাণনাশার্থ অনুসরণ এবং এই নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে আমাদিগকে হত্যা করিবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা, এতগুলি অপরাধ সত্ত্বেও আমি উহাকে হত্যা করি নাই, কিন্তু মরুভূমে

সাইকুম * উত্থিত হইয়া যেমন বায়ুরাশিকে বিষাক্ত করে, ঐ পাপিষ্ঠ অৰ্দ্ধঘণ্টা পূৰ্ব্বে আমাদের এই স্থান তদ্রূপ কলুষিত করিয়াছে। কনরেড পাছে উহার ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করিয়া দেয়, এই আশঙ্কায় দুর্বৃত্ত কনরেডকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করিয়াছে।"

রিচার্ড শুনিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন,—"কি? গ্র্যাণ্ড মাষ্টারের হস্তে কনরেডের হত্যা?—গ্র্যাণ্ড মাষ্টার তাহার প্রিয় বন্ধুকে হত্যা করিল? সুহৃৎ সুলতান! আপনার কথায় সন্দেহ নাই, কিন্তু এ ঘটনার সত্যতা অবশ্য প্রমাণসাপেক্ষ।"

সালাদিন শুনিয়া বামনকে দেখাইয়া বলিলেন—"এই তাহার জীবন্ত প্রমাণ। কারণ, এই বামন নেক্টাবেনাস কৌতূহলবশতঃ কিংবা চৌর্য্যবৃত্তির অভিপ্রায়ে কনরেডের শিবিরে প্রবেশ করিয়াছিল। কনরেড তখন একটি শয্যায় শায়িত। কারণ, তাহার অনুচরগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার ভ্রাতাকে তাঁহার পরাজয়-সংবাদ দিতে গিয়াছিল—কেহ কেহ বাহিরে যাইয়া পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মদ্যপান করিতেছিল। কনরেড তখন আমার প্রদত্ত টালিসম্যানের নিদ্রাকরণ-শক্তিতে সুষুপ্তি ভোগ করিতেছিল। সুতরাং বামনের এই নির্জ্জন কক্ষে প্রবেশ করিবার কোনরূপ বাধা ছিল না! কিন্তু কক্ষমধ্যে অকস্মাৎ গ্র্যাণ্ডমাষ্টারকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সভয়ে একটি যবনিকার অন্তরালে যাইয়া লুক্কায়িত হইয়া রহিল। কনরেডের সহসা নিদ্রাভঙ্গ হওয়াতে কনরেড গ্র্যাণ্ড মাষ্টারকে দেখিবামাত্র তাহার দুষ্ট অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। উভয়ের মধ্যে কি কথাবার্ত্তা হইল, বামন তাহা স্পষ্ট শুনিতে পায় নাই, তবে এইটুকুমাত্র শুনিতে পাইল, কনরেড বলিতেছে, 'আর মড়ার উপর খাড়ার ঘা দিও না।' তদ্দণ্ডেই গ্র্যাণ্ডমাষ্টার 'একসিপি হক্' এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া একখানি তীক্ষ্ণ ছুরিকা কনরেডের কক্ষে সবলে বসাইয়া দিল।"

সালাদিনের বক্তব্য শেষ হইলে রিচার্ড বলিলেন,—"যদি ইহা সত্য হয়, তবে আমার বিশেষ ন্যায়পরতার কার্য্য দেখিলাম; কিন্তু আপনি স্বহস্তে এ হত্যা করিলেন কেন?"

সালাদিন। আমি অন্তরূপ স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি ওরূপ ক্ষিপ্রভাবে ও-কার্য্য সমাধা না করিলে আর সমাধা করিবার অবসর পাইতাম না; কারণ, গ্র্যাণ্ডমাষ্টার আমার আলয়ে সরবৎ পান করিলে আতিথ্যের নিয়মানুসারে আমি আর উহার কোনরূপ অনিষ্টসাধন করিতে পারিতাম না। আমার পিতাকে হত্যা করিয়া যদি কেহ আমার গৃহে অন্নজল গ্রহণ করেন, তবে আমা দ্বারা আর তাহার মস্তকের একগাছি কেশোৎপাটনও হইবে না। যাহা হইবার হইয়াছে, তাহার স্মৃতি মানস হইতে এখন লুপ্ত হইয়া যাউক।

পরিচারকগণ আসিয়া গ্র্যাণ্ডমাষ্টারের মৃতদেহ স্থানান্তরিত করিয়া হত্যাচিহ্ন ক্ষালন করিয়া ফেলিল।

রিচার্ড একপাত্র পান করিয়া প্রসন্নমনে বলিতে লাগিলেন,—"সমাগত নৃপতিগণ ভবিষ্যতে স্মরণীয় কোন ঘটনা সংঘটিত না করিয়া কি আমাদের এই ক্রুসেডের অবসান করা উচিত? এরূপ স্থলে এক জন বিশ্বাসঘাতক গুপ্তশত্রুর হত্যা বিশেষ উল্লেখ বা স্মরণযোগ্য ঘটনা নহে। আর সুলতান আপনি ও আমি আমরা উভয়ে যদি এই দীর্ঘকালব্যাপী ক্রুসেড-যুদ্ধের মীমাংসাও শেষ করিয়া ফেলি, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? সারাসেনগণ লাঞ্ছিত হইয়া রহিয়াছে; আপনার অপেক্ষা অধিক কোন যোগ্যব্যক্তিকে তাহাদের প্রতিনিধি-যোদ্ধৃরূপে পাইবে না, আর আমি খৃষ্টানমণ্ডলীর প্রতিনিধিরূপে আমার দস্তানা নিক্ষেপ করিয়া জেরুজেলম অধিকারের জন্য সাংঘাতিক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে সম্মত আছি।"

সুলতান শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তাঁহার গণ্ডদ্বয় আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি সমর-নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন কি না, তাহাই মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে বলিলেন, "যাহাদিগকে আমরা পৌত্তলিক বা জড়োপাসক বলিয়া মনে করি, পবিত্র নগরীর জন্য তাহাদের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইবার জন্য ঈশ্বর আমার বাহুতে শক্তি প্রদান করিবেন, আর যদি ইংলণ্ডরাজের হস্তে আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমার স্বর্গে যাইবার জন্য ইহা অপেক্ষা আর অধিকতর গৌরবজনক মৃত্যু ঘটিবে না; কিন্তু ঈশ্বর জেরুজেলম যথার্থ ঈশ্বর

* মরুভূমে প্রবাহিত একপ্রকার বালুকা-ঝঞ্ঝা।

ভক্তের হস্তেই প্রদান করিয়াছেন এবং আমি আমার শ্রেষ্ঠবলে এই পবিত্র ভূমি রক্ষা করিতেছি।"

রিচার্ড তদুত্তরে বলিলেন, "তবে যদি সমরে সম্মত না হন, তবে আসুন, আমরা বর্শাহস্তে তিনবার দৌড়িয়া আসি।"

সালাদিন। ন্যায় পক্ষে আমি ইহাতেও সম্মত হইতে পারি না; কারণ, প্রভু মেষপালককে মেষপালরক্ষার্থ রাখিয়া থাকেন; মেষপালকের নিজের স্বার্থজন্য রাখেন না—মেষের রক্ষার্থই রাখেন–আমার মৃত্যুর পর আমার এই রাজদণ্ড ধারণ করিবার জন্য আমার যদি একটি পুত্র থাকিত তাহা হইলে আমি এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিতাম। কিন্তু আপনি জ্ঞাত আছেন যে, মেষপালক হত হইলে মেষগুলি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। এই বলিয়া সালাদিন রিচার্ডের হস্তধারণ করিয়া কহিলেন, "রাজন্! আমরা পরস্পর বিদায় লইতেছি—আর কখন সাক্ষাৎ হইবে না। আপনার ক্রুসেড-দল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, আর পুনর্গঠিত হইবে না। আর আপনার স্বকীয় সৈন্যসংখ্যা নিতান্ত অল্প, এত অল্পসৈন্য-সাহায্যে আপনার পক্ষে সমর-পরিচালন অসম্ভব, ইহা আপনি নিজেও বুঝিতে পারিতেছেন, আপনার আকাঙ্ক্ষিত জেরুজেলম আমি আপনাকে কোনমতেই দিব না—আপনার পক্ষেও যেমন ইহা পবিত্র স্থান, আমার পক্ষেও সেইরূপ। আর সম্মুখস্থ প্রস্রবণ যেমন অজস্রধারে জলরাশি প্রদান করিতেছে, সালাদিন সেইরূপ অন্য বিষয়ে আপনার সকল কামনাই পূরণ করিবে।" এইরূপে নিমন্ত্রণরক্ষা সমাপন হইল।

রিচার্ড পরদিবস স্বীয় শিবিরে প্রত্যাগত হইলেন। স্বল্পদিনের মধ্যেই আর্ল-অফ্-হন্টিংডনের সহিত প্লাণ্টাজেনেটের পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। সুলতান সালাদিন এই পরিণয়ে উপহারস্বরূপ সেই সুবিখ্যাত টালিসম্যান' পাঠাইয়া দিলেন।

এইখানেই আমাদের ক্রুসেডের আখ্যায়িকা শেষ হইল।

সম্পূর্ণ।

কুইনটিন্ ডারওয়ার্ড

প্রথম অধ্যায়

পরিব্রাজক

গ্রীষ্মকাল। মধুর রমণীয় প্রভাত। নৈশশিশির-সম্পাত-নিষিক্ত শীতল পবন ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। একটি যুবক ধীর-পদসঞ্চারে "প্লেসিসলে-চুরস" নামক দুর্গসান্নিধ্যে প্রবহমানা 'চের' নদীর উপনদীতটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই দুর্গ চতুর্দ্দিকে বহু-বিস্তৃত অরণ্যানীপরিবেষ্টিত এবং ইহার পশ্চাদ্দিকস্থ শিখরদেশ কৃষ্ণাভ সচ্ছিদ্র প্রাচীরে পরিশোভিত। এই বনভূমি "প্লেক্সিসিয়াম" নামে অভিহিত এবং মৃগয়ার্থ চারিদিকে ব্যবধান-প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত। এই স্থান ফ্রান্সের প্রাক্তন রাজধানী 'টুরেন' হইতে অন্যূন এক ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত।

উপরি-উক্ত নদীর এক পার্শ্বে দুই জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পরস্পর কথোপকথনে নিযুক্ত ছিলেন এবং নদীর অপর পার্শ্বস্থ আগন্তুক যুবকের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে-ছিলেন।

আগন্তুক যুবকের বয়ঃক্রম সম্ভবতঃ বিংশতি বৎসর। তিনি দেখিতে অতি সুশ্রী এবং তাঁহার পরি-ধেয়ের পারিপাট্য দর্শনে তাঁহাকে বেশবিন্যাস ও অঙ্গরাগবর্দ্ধনে নিরতিশয় যত্নশীল বলিয়া বোধ হয়। যুবক বিদেশী এবং শীকারীর বেশে সজ্জিত। তাঁহার সুন্দর সস্মিত বদন দর্শনে তাঁহাকে সরল ও প্রফুল্লচিত্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাঁহার হস্তে দীর্ঘ বর্শা এবং কটিবন্ধে কোষবদ্ধ দীর্ঘ ছুরিকা। তাঁহার নয়নমনোহর-সৌন্দর্য্য-দর্শনে পথিমধ্যে অনেকেরই চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল; অনেকেই তাঁহাকে সাগ্রহে অভিবাদন করিয়াছিলেন।

পিপাসিত কুরঙ্গ যেরূপ নির্ঝর-দর্শনে তদভিমুখে ধাবিত হয়, যুবক সেইরূপ নদী উত্তীর্ণ হইবার জন্য নিতান্ত ব্যগ্রভাবে নদীকূলে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তদ্দর্শনে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে অল্প-বয়স্ক ব্যক্তি তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ সহচরকে বলিলেন, "দেখুন, ঐ ব্যক্তি আমাদেরই লোক, এখন নদীতে পূর্ণ জোয়ার, যদি দুঃসাহসবশতঃ সন্তরণ দ্বারা নদী উত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা করে, তবে উহার নদীগর্ভে আসন্ন-মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ঐ শুনুন, নদী গম্ভীর কি না জানিবার জন্য আমাদের প্রতি সঙ্কেতসূচক চীৎকারধ্বনি করিতেছে।"

বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বলিলেন,—"জগতে বহুদর্শিতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। ঐ ব্যক্তি স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া নদীর গভীরতা নির্দ্ধারণ করুক্।"

যুবক সঙ্কেত-ধ্বনির কোন উত্তর না পাইয়া বরং তাঁহাদের নিরুত্তরে নদীর গভীরতা সম্বন্ধে উৎসাহিত হইয়া তৎক্ষণাৎ নদীবক্ষে ঝম্পপ্রদান করিলেন এবং সন্তরণকুশলবশতঃ নির্ব্বিঘ্নে অপর পারে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের নিকট হইতে কিছু দূরে আসিয়া উপনীত হইলেন। তদ্দর্শনে পূর্ব্বোক্ত বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি যুবক সহচরকে বলিলেন, "চল, উহার নিকট গিয়া দেখি, যদি উহার কোনরূপ সাহায্যের আবশ্যক হয়।" তচ্ছ্রবণে যুবক অগ্রসর হইবামাত্র পূর্ব্বোক্ত আগন্তুক যুবক তাঁহাকে কর্কশ-স্বরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"ওরে নরাধম! আমি যখন নদীর গভীরতা জানাইবার জন্য সঙ্কেতধ্বনি করিলাম, কি জন্য আমায় উত্তর দিলি না? আমার ভাগ্যে যাহাই ঘটুক না কেন, অপরিচিত বিদেশীর প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করিতে শিক্ষা দিব।" এই বলিয়া তিনি হস্তস্থিত বর্শা সবলে সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে অপর যুবক আপন কটিবদ্ধস্থিত অসি স্পর্শ

কুইন্টিনমাত্র বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি কিপ্রপদে অগ্রসর হইয়া পরিত্রাতা আগন্তুক যুবককে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন —"দেখ যুবক! তোমার ব্যবহার সাতিশয় অর্বাচীন-তার পরিচায়ক—একে নিতান্ত দুঃসাহসিকভাবে জীবনের মায়া বিসর্জ্জন করিয়া উদ্বেলিততটিনী সন্তরণে উত্তীর্ণ হইলে, তৎপরে যে ব্যক্তি তোমায় বিদেশী দেখিয়া তোমার সাহায্যার্থ তোমার দিকে অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহার প্রতি আবার এরূপ অভদ্রোচিত ব্যবহার করিতেছ।"

বৃদ্ধের ভর্ৎসনা-বাক্যে যুবক কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বৃদ্ধ স্নেহগর্ভবচনে কহিলেন—"যুবক! তোমার আকার দর্শনে ও বাক্য-শ্রবণে তোমাকে বিদেশী বলিয়া বোধ হয়, আর তোমার ভাষা ভিন্নদেশীয় বলিয়া তোমার সঙ্কেতধ্বনির মর্ম্ম বুঝিতে অক্ষমতাবশতঃ তোমাকে নদীসন্তরণকালে সতর্ক করিতে পারি নাই।"

যুবক বলিলেন, "পিতঃ! আমি সে জন্য তত দূর দুঃখিত নহি, এক্ষণে আমাকে এমন একটি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিন, যেখানে আমি সিক্ত পরিচ্ছদ শুষ্ক করিয়া লইতে পারি। কারণ, আমার আর দ্বিতীয় পরিধেয় নাই।"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"যুবক! তুমি আমাদের কিরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে কর? আমাদের সম্বন্ধে তোমার কিরূপ বিশ্বাস?"

যুবক বলিলেন—"আপনারা সম্ভ্রান্ত নাগরিক—না, না,আপনি এক জন ধনী মহাজন কিংবা শস্যব্যবসায়ী; আর আপনার সমভিব্যবহারে এই ব্যক্তি কসাই কিংবা পশুপালক।"

বৃদ্ধ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—"যুবক! তুমি ঠিক অনেকটা অনুমান করিয়াছ বটে। যাহা হউক, আমরা তোমার আশ্রয়স্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিব; কিন্তু প্রথমে আমাদিগকে তোমার আত্মপরিচয় প্রদান করিতে হইবে—বল তুমি কে এবং তোমার গন্তব্য-স্থান কোথায়?"

যুবক শুনিয়া মৌনভাবে একবার উভয়ের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিলেন,—সে কটাক্ষের অর্থ এই; এই অপরিচিত ব্যক্তিদ্বয় তাঁহার বিশ্বাসস্থাপনের যথার্থ যোগ্য পাত্র কি না এবং অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির নিকট আত্মপরিচয় প্রকাশ কত দূর সঙ্গত বা সম্ভব!

বৃদ্ধের পরিচ্ছদ ও আকৃতি অনেকাংশে তৎকালীন বণিক্‌সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির ন্যায় এবং তাঁহাকে দেখিলে বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তি বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পরিণত বয়সেও তাঁহার মুখশ্রী লাবণ্যময় অথচ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ।

তাঁহার সহচরের দেহায়তন নাতিদীর্ঘ নাতিখর্ব্ব; তাহার দেহ মাংসল, বলিষ্ঠ ও বর্ম্মাবৃত এবং কটিবন্ধে একখানি দীর্ঘ তরবারি ও বৃহৎ ছুরিকা।

আগন্তুক যুবক বৃদ্ধকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন—"আমি স্কটলণ্ডের এক জন সৈনিক। ফ্রান্সে ভাগ্যপরিবর্ত্তন উদ্দেশ্যে আসিয়াছি।"

বৃদ্ধ সহাস্যে বলিলেন—"বেশ, বেশ, যুবক! এ তোমার উত্তম সংকল্প, তুমি বেশ বিবেচক দেখিতেছি; আর যৌবনকালই মনুষ্যের উন্নতিসাধনের উপযুক্ত কাল। আমি এক জন ব্যবসায়ী, আমার ব্যবসায়-কার্য্যে সহায়তার জন্য এক জন সহকারী যুবকের প্রয়োজন, তুমি বোধ হয় এরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হইতে ইচ্ছুক হইবে না?"

যুবক। আপনি যদি যথার্থই আমাকে আপনার কার্য্যে নিযুক্ত করেন, আমি তাহাতে সম্মত আছি। আমি অসিধারণে যেরূপ অভ্যস্ত, লেখনীধারণেও সেইরূপ। সে সকল বিষয় ভবিষ্যতে বিবেচ্য, এক্ষণে সিক্তবস্ত্রে দণ্ডায়মান থাকিয়া আপনার প্রশ্নের উত্তর দান অপেক্ষা আমার আর্দ্রবস্ত্র শুষ্ক করাই প্রথমতঃ প্রধান আবশ্যক।

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন,—"তোমার স্কটলণ্ড দেশের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ভক্তি আছে। বেশ, তুমি আমার সহিত অদূরবর্ত্তী একটি গ্রামে গমন করিলে তোমার উত্তমরূপ আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিব। যুবক! তোমার নামটি কি জানিতে ইচ্ছা করি—"

যুবক। আমার নাম, "কুইন্টিন্ ডারওয়ার্ড।"

বৃদ্ধ। নামটি ত বেশ ভদ্রলোকের মত।

বৃদ্ধ তৎপরে স্বীয় সহচরকে বলিলেন,—তুমি অগ্রে গিয়া 'ফ্লারবেরি গ্রোভে' এই যুবকের জন্য আহার্য্য প্রস্তুত করিতে বল, আমরা অনতিবিলম্বে তথায় যাইতেছি।" যুবক শুনিয়া তদনুষ্ঠানে 'ফ্লারবেরি গ্রোভ' অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

বৃদ্ধ কুইন্টিন্‌কে বলিলেন,—"চল, আমরা অদূরবর্ত্তী বনমধ্যে সেণ্ট হিউবার্টের গির্জ্জায় উপাসনা করিয়া তৎপরে "ফ্লারবেরি গ্রোভে" গমন করি।"

কুইন্টিন্ সম্মত হইলেন। বৃদ্ধ পথে যাইতে যাইতে

কুইণ্টিনের সহিত নানারূপ হাস্য-পরিহাসাত্মক আলাপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে উভয়ে কিয়ৎক্ষণ মধ্যে বনমধ্যস্থ গির্জ্জাভবনে আসিয়া উপনীত হইলেন। যে স্থানে গির্জ্জাটি অবস্থিত, সে স্থানটি অতি মনোহর। ঘনপল্লববিশিষ্ট বিস্তৃত পাদপশ্রেণী যেন উত্তুঙ্গ প্রাচীরের ন্যায় চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। মধ্যাহ্নতপনরশ্মি এই পল্লবাবরণ ভেদ করিয়া গির্জ্জাভবন উত্তপ্ত করিতে অসমর্থ। ভূমিস্থ্যগী শ্যামল তৃণাস্তরণে হরিদ্বর্ণ ও তন্মধ্যে নানা বর্ণের বিচিত্র কুসুমশোভা। নিকটে একটি ক্ষুদ্র সরিৎ এই দৃশ্যশোভা বক্ষে ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। এই সুশীতল ছায়াময় নির্জ্জন নিস্তব্ধ স্থানটি দেখিবামাত্র পুণ্যাশ্রম ও শান্তিনিকেতন বলিয়া বোধ হয়।

উভয়ে গির্জ্জামধ্যে প্রবেশ করিলেন। ধর্ম্মযাজক আসিয়া উপাসনা আরম্ভ করিলেন; গির্জ্জার অভ্যন্তরভাগ মৃগয়ালব্ধ নানাবিধ উৎকৃষ্ট পশুচর্ম্ম ও পশুলোমে সজ্জিত। দেওয়ালের গাত্র বংশী, তীর, ধনু, মৃগ ও ব্যাঘ্রাদির মস্তকাদি দ্বারা শোভিত। যেরূপ বনমধ্যস্থ মন্দির তদনুরূপ বনজ মৃগয়ালব্ধ উপকরণে গৃহটিও সজ্জিত।

উপাসনান্তে উভয়ে গির্জ্জা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, বৃদ্ধ কুইণ্টিন্‌কে কহিলেন,—"এখান হইতে স্বল্প দূরেই আমাদের গন্তব্য গ্রাম অবস্থিত। আমরা রাজভবনের নিকট দিয়া গমন করিতেছি। অপরিচিত বিদেশীর পক্ষে এই পথটি অতিশয় দুর্গম ও বিপজ্জনক, কারণ, নানারূপ ফাঁদ, গর্ত্ত ও তীক্ষ্ণ লৌহফলকে এই পথ বড়ই বিঘ্নসঙ্কুল। বিশেষ সতর্ক ভাবে অগ্রসর হও, এস্থান তোমার দেশের সেই তৃণাচ্ছাদিত পার্ব্বত্য ভূমি হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন।"

কুইণ্টিন্ শুনিয়া বলিলেন,—"আমি যদি ফ্রান্সের রাজপদে অভিষিক্ত থাকিতাম, আমার সুশাসনে রাজ্যের চারিদিকে এরূপ চিরশান্তি বিরাজিত থাকিত যে, কেহ কোনরূপ অসদভিপ্রায়ে রাজভবনের ত্রিসীমাও স্পর্শ করিত না। রাজা ও প্রজা উভয়েই সুখশান্তিতে আমোদ ও নিরাপদে থাকিতেন—"

বৃদ্ধ সভয়ে বলিলেন—"ওহে কুইণ্টিন্! সাবধান, এই সকল বৃক্ষেরও কর্ণ আছে। এস্থান রাজভবনের অতি নিকট, সুতরাং সকল কথাই রাজার কর্ণগোচর হইবার সম্ভাবনা—"

কুইণ্টিন্। সে জন্য আমার আশঙ্কা নাই, আমি স্কটলণ্ডবাসী। সম্রাট্ 'লুই' এর মুখের উপর আমার স্বাধীন মনোভাব অকপটে প্রকাশ করিবার সাহস আছে। ঈশ্বর তাঁহার মঙ্গল করুন; আর আপনি সম্রাটের কর্ণগোচর করিবার জন্য বৃক্ষদিগের যে কর্ণের বিষয় উল্লেখ করেন, সেই কর্ণ যদি কোন মানবের মস্তকে দেখিতাম, এই ছুরিকা দ্বারা তদ্দণ্ডেই ছেদন করিয়া ফেলিতাম।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দুর্গ

এইরূপ কথোপকথনে উভয়ে প্লেসিস-লে-টুর দুর্গসমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কুইণ্টিন দুর্গশোভা-সন্দর্শনার্থ বনভূমির প্রান্তভাগে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলেন, দুর্গের সম্মুখে বৃক্ষলতাশূন্য এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর; দুর্গভবন চারিদিকে যথাক্রমে তিনটি প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত; প্রাচীরের শীর্ষদেশে উন্নতশিখরমালাসমন্বিত ও আগ্নেয়াস্ত্র এবং তীরাদি অস্ত্রক্ষেপণ জন্য সচ্ছিদ্র; বহিঃপ্রাচীরে চতুর্দ্দিক বলয়াকারে বেষ্টন করিয়া একটি পূর্ণতোয়া পরিখা চের নদীর সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। পরিখার এক পার্শ্বে দুর্গের দিক্ সুতীক্ষ্ণ ও শ্রেণীবদ্ধ লৌহশলাকা দ্বারা বিপক্ষের আক্রমণ হইতে সুরক্ষিত। এইরূপ প্রাচীর-পরিখা-পরিবেষ্টিত দুর্গভবন ভিন্ন ভিন্ন কালে নির্ম্মিত কতকগুলি ভবনের সমষ্টি এবং ব্যোমপথ উদ্ভিন্ন করিয়া বিকটাকার কৃষ্ণকায় রাক্ষসের ন্যায় মস্তকোত্তলন করিয়া সদর্পে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। প্রাচীরের গাত্রে স্থানে স্থানে কতকগুলি গবাক্ষ মাত্র বাতায়ন ও অস্ত্রক্ষেপণ উভয় অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়া থাকে। দুর্গের একটিমাত্র তোরণ উভয় পার্শ্বে গম্বুজাকার প্রহরিনিবাস দ্বারা সতত রক্ষিত।

বৃদ্ধ কুইণ্টিনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কখন এরূপ সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত দুর্গ দেখিয়াছ? আর তোমার কি বিশ্বাস হয় যে, কেহ এরূপ সবল ও সাহসী আছে যে, এই দুর্গ বলপ্রয়োগে অধিকার করিতে পারে?"

যুবকের স্কটিস্ শোণিত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তিনি বিস্ফারিত-লোচনে বলিলেন,—"দুর্গটি সুদৃঢ় ও

সুরক্ষিত বটে, কিন্তু সাহসীর নিকট কিছুই অসম্ভব নাই।"

বৃদ্ধ। তোমার দেশে এমন সাহসী আছে—যাহারা এরূপ কার্য্যে বদ্ধপরিকর হইতে পারে? আচ্ছা, তুমিও ত একজন স্কটলণ্ডবাসী, তোমারও বোধ হয় তবে এরূপ সাহস আছে?"

কুইনটিন্। সৎকার্য্যে সৎসাহস অবশ্য সকলেরই আছে। আমার পিতা অনেক অসমসাহসিক কার্য্য করিয়াছিলেন, আমি সেই পিতার পুত্র—সুতরাং আমার—

বৃদ্ধ। এখানে তোমার স্বদেশীয় ও সমকক্ষ সহযোগী প্রাপ্ত হইবে? সম্রাট "লুই"এর তিন শত স্কটলণ্ডবাসী তীরন্দাজ শরীররক্ষক আছেন, তাঁহারা সকলেই স্কটলণ্ডের উচ্চবংশোদ্ভব।

কুইনটিন্। আমি যদি ফ্রান্সের সম্রাট্ হইতাম, তাহা হইলে এই তিন শত মাত্র বিশ্বস্ত শরীররক্ষকের উপর আমার স্বীয় নির্ব্বিঘ্নতার জন্য নির্ভর করত এই প্রাচীরগুলিকে চূর্ণ করিয়া ঐ চূর্ণে পরিখা-গর্ত্ত পূর্ণ করিয়া ফেলিতাম; আমার সভাসদ্গণের সহিত কৃত্রিম যুদ্ধ-প্রদর্শন, প্রীতিভোজন ও রমণীগণের সহিত নৃত্যগীত, আমোদ-আহ্লাদে কালক্ষেপ করিতাম এবং বিপক্ষগণকে মক্ষিকার ন্যায়ও সভয়নয়নে দেখিতাম না।

বৃদ্ধ সহাস্যে বলিলেন,—"এইবার এই প্রশস্ত রাজপথে গমন করিলেই আমরা 'প্লেসি' গ্রামে উপস্থিত হইব, সেইখানে তুমি আহার ও আশ্রয় উভয়ই প্রাপ্ত হইবে।"

কুইনটিন্। আপনাকে ধন্যবাদ; আমি বোধ হয় এ দেশে দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিতে পারিব না।

বৃদ্ধ। কেন? এ দেশে তোমার কি আত্মীয়বন্ধু কেহ নাই?

কুইনটিন্। আমার আপন মাতুল এ দেশে আছেন; শুনিয়াছি, তিনি রাজসংসারে উন্নত পদে প্রতিষ্ঠিত।

বৃদ্ধ। তাঁহার নাম কি?

কুইনটিন্। লুডোভিক লেস্লি, তাঁহার শরীরে অস্ত্রাঘাতের একটি ক্ষতচিহ্ন আছে।

বৃদ্ধ। বুঝিয়াছি, তিনি এখানে 'লে-বালাফ্রে' নামে পরিচিত। তিনি সম্রাটের শরীররক্ষক ও এক জন সুযোগ্য কর্ম্মচারী এবং যোদ্ধৃপুরুষ; আমি তাঁহার সহিত তোমার সাক্ষাৎ করাইয়া দিতে চেষ্টা করিব। আচ্ছা কুইনটিন্! সত্য করিয়া বল দেখি, তুমি কি তোমার মাতুলের সহিত সম্রাটের শরীররক্ষকদলে কর্ম্মপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছ? তাহাই যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়, তবে তোমার ঐ উন্নত পদলাভযোগ্য বহুদর্শিতা লাভ করা আবশ্যক।

কুইনটিন্। আমি উত্তম আহার ও সুন্দর পরিচ্ছদ পাইলে ফরাসী সম্রাটের রাজ্যে কোন কর্ম্ম স্বীকার করিতাম, কিন্তু ঐ দেখুন, ঐ দুর্গের অনতিদূরে ঐ ওকবৃক্ষশাখালম্বিত উদ্বন্ধন-রজ্জুতে দোদুল্যমান শবদেহ দর্শনে আমার সে ইচ্ছা অন্তর্হিত হইয়াছে। ঐ শবের পরিচ্ছদ আমার পরিচ্ছদের অনুরূপ।

বৃদ্ধ। কেন কুইনটিন্! এ দৃশ্য ত কিছু বিচিত্র নহে। যখন গ্রীষ্মাপগমে শরতে জ্যোৎস্নাময়ী দীর্ঘ রজনীতে পথপর্য্যটন ভয়াবহ ও বিঘ্নসঙ্কুল হইবে, তখন দেখিবে, এক এক বৃক্ষে ১০।১২টি ঐরূপ শবদেহ উদ্বন্ধনরজ্জুতে লম্বিত রহিয়াছে; দুর্দ্দান্ত ও পাষণ্ডদিগকে ভয়প্রদর্শনই এই দৃশ্যের উদ্দেশ্য। সকলেই সতর্ক হইবে যে, রাজপথ দস্যু-তস্করাদিসমাকুল হইয়াছে, সুতরাং এই দৃশ্য সম্রাটের ন্যায়বিচারের নিদর্শন।

কুইনটিন্। আমি সম্রাট্ হইলে রাজভবনের বহু দূরে এ দৃশ্যের অনুষ্ঠান করিতাম। আপনি আমায় কোন বিশ্বাসঘাতককে জীবিত অবস্থায় দেখাইয়া দিন, দেখিবেন, আমার এই বাহু ও এই দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ অস। বোধ হইতেছে যেন, আমরা গন্তব্য গ্রামে উপস্থিত হইয়াছি এবং আমারও ক্ষুধার বিলক্ষণ উদ্রেক হইয়াছে। যাহা হউক, আপনার নিকট আতিথ্যগ্রহণের পূর্ব্বে আপনার নামটি কি, জানিবার নিমিত্ত আমার অত্যধিক কৌতূহল জন্মিয়াছে।"

বৃদ্ধ। সকলে আমাকে 'মেটার পাইরি' নামে সম্ভাষণ করিয়া থাকে। আমি তত উপাধিভক্ত নহি। চল, আমরা প্রায় "মালবেরি গ্রেভে" পদার্পণ করিয়াছি। আমি তোমার নিকট প্রতিশ্রুত আছি, এক্ষণে তোমাকে আহার করাইয়া তোমার পরিচ্ছদের আর্দ্রতাপরাধ জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিব।

কুইনটিন্। আমার আর্দ্র পরিচ্ছদের বিষয় একেবারে বিস্মৃত হইয়াছি। কারণ, আমার পরিচ্ছদ প্রায় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, আর বিশেষতঃ গতকল্য ভালরূপ আহার না হওয়ায় জঠরানল নিতান্ত উদ্দীপ্ত হইয়া

উঠিয়াছে, আপনি এক জন মাননীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, সুতরাং আপনার নিকট আতিথ্যপ্রত্যাশী হইবার সম্বন্ধে কোনরূপ বাধা নাই।

ইত্যবসরে তাঁহারা এক সুবৃহৎ পান্থ-নিবাসের প্রবেশদ্বার অতিক্রম করিয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া উপনীত হইলেন। যে সকল উন্নত সম্প্রদায়-ভুক্ত বা উন্নত পদমর্য্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি কার্য্যানুরোধে রাজদরবারে সমাগত হন, তাঁহারা এই আতিথ্য গ্রহণ করেন। মেটার পাইরি কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করিয়া স্বহস্তে একটি ঘরের অর্গলোম্মোচন পূর্ব্বক কুইনটিন্‌কে লইয়া এক সুপ্রশস্ত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। অগ্ন্যাধারে অগ্নি প্রজ্বলিত এবং নানাবিধ উপাদেয় ভক্ষ্যদ্রব্য সজ্জিত ছিল। মেটার পাইরি কহিলেন—"কুইনটিন্! তুমি অনেকক্ষণ অর্দ্র বসনে থাকিয়া বড় শীতার্ত্ত হইয়াছ, অগ্নিসেবায় শরীর উত্তপ্ত করিয়া প্রচুর পরিমাণে ক্ষুন্নিবৃত্তি কর।"

তৃতীয় অধ্যায়

প্রাতরশন।

কুইনটিন্ আহারে উপবেশন করিলেন। ভোজন-পাত্রগুলি নানাবিধ অত্যুৎকৃষ্ট উপাদেয় মূল্যবান্ ভক্ষ্য-সম্ভারে পূর্ণ—অসাধারণ ভোজনানুষ্ঠান ধনাঢ্য ও বিলাসী ব্যতীত সাধারণের পক্ষে সম্ভবপর নহে। বিচিত্র পাত্রে বিচিত্র ভোজ্য—নানাবিধ সুরস পানীয় ও মদিরা। এরূপ বিচিত্র রসনাতৃপ্তিকর ভক্ষ্যের সমাবেশ দর্শনে, এমন কি, শবদেহেও ক্ষুধার সঞ্চার হয়—কুইনটিন ত বিংশতিবর্ষীয় যুবক, প্রায় দুই দিবস অনাহার ও পথক্লেশ, সুতরাং কুইনটিন যে কিরূপ উৎসাহ সহকারে ও ক্ষিপ্রভাবে ভোজন ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে লাগিলেন, তাহা নিমন্ত্রণপ্রিয় পাঠকমাত্রেই অনুমান করিতে পারিবেন।

মেটার পাইরির আদেশক্রমে পান্থনিবাসের অধি-স্বামী স্বয়ং পরিবেশন্ করিতে লাগিলেন এবং মেটার পাইরি কুইনটিন্‌কে সাতিশয় তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করিতে দেখিয়া অতিশয় তৃপ্তিলাভ করিতে করিতে বলিলেন—"দেখ কুইনটিন্! আমি প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি, বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্বে ফল ও জল ভিন্ন আর কিছুই আহার করিব না।" তৎপরে আশ্রমস্বামীকে কহিলেন—"সেই রমণীকে আমার জন্য কিছু ফল ও জল আনিতে বলুন।" আশ্রমস্বামী তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে প্রস্থান করিলে মেটার পাইরি কুইনটিন্‌কে কহিলেন—"দেখ, আমি তোমার আহার সম্বন্ধে আমার অঙ্গীকার পালন করিয়াছি।"

কুইনটিন্। বহুদিন আমার ভাগ্যে এরূপ উপা-দেয় আহার ঘটে নাই।

মেটার পাইরি। তুমি এই খাদ্যের এত প্রশংসা করিতেছ, কিন্তু স্কটিস তীরন্দাজেরা প্রত্যহ ইহা অপেক্ষা আরও উত্তমোত্তম দ্রব্য আহার করিয়া থাকে; তুমি কেন রাজসংসারে কোন চাকুরীগ্রহণে অনিচ্ছুক হইতেছ? আমি নিশ্চয় বলিতেছি, কোন পদ খালি হইলেই তোমার মাতুল তোমাকে সেই পদে নিযুক্ত করিবেন; আর সে বিষয়ে আমি চেষ্টা করিলেও তোমার পক্ষে বিশেষ ফল হইতে পারে।

কুইনটিন্। আমি হয় ত এ জন্য আপনার অনুগ্রহ-প্রার্থী হইতে পারি—কিন্তু দেখুন, আহার, পরিচ্ছদ মানবের আবশ্যক পদার্থ হইলেও মানবমাত্রেই, বিশেষতঃ আমার দেশীয় ব্যক্তিগণ সম্মান, উন্নতি এবং অস্ত্রবলে সাহসিক কার্য্য সম্পাদন জন্য বিশেষ আগ্রহ-শীল। সম্রাট্ লুই স্কটলণ্ডের এক জন বন্ধু—তবে কি না, তিনি দুর্গেই অবস্থিতি করেন এবং অশ্বারোহণে এক দুর্গ হইতে অন্য দুর্গে গমনাগমন করেন, কূট রাজনীতি-কৌশলাবলম্বনে দেশ জয় করিয়া থাকেন—ন্যায়যুদ্ধে তিনি পরাঙ্মুখ—যদি আমার বিষয়ে বলেন, আমার ধমনীতে ডগলাসের উষ্ণ শোণিত প্রবহমান—ডগলাস্ স্বীয় বাহুবলে অনেক সংগ্রামে বিজয় লাভ করিয়াছিলেন।

মেটার পাইরি। ওহে উষ্ণমস্তিষ্ক যুবক! তুমি রাজগণের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে ওরূপ অশ্রদ্ধার সহিত সমালোচনা করিও না। সম্রাট্ লুই নরশোণিতপাতে অনিচ্ছুক। তিনি প্রজাপুঞ্জের জীবনরক্ষার্থ আত্মজীবন তুচ্ছ জ্ঞান করেন।

উভয়ে এইরূপে নানা ব্যক্তির জীবনী উল্লেখ করিয়া সমালোচনা ও বাদানুবাদ করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা প্রকোষ্ঠের একটি দ্বার উদ্ঘাটিত হইল এবং একটি পঞ্চদশবর্ষীয়া অনিন্দ্যকান্তি বালিকা একটি শুষ্ক ফলপূর্ণ রেকাব হস্তে গৃহমধ্যে প্রবেশ

করিল। রেকাবের উপর একটি বিচিত্র কারুকার্য্য-শোভিত পানপাত্র ছিল; পাত্রের অপূর্ব্ব শিল্পসৌন্দর্য্য-দর্শনে ডারওয়ার্ড চমৎকৃত হইলেন। তৎপরে বালিকার সেই লাবণ্য-বিকশিত-মোহিনী-মূর্ত্তি সন্দর্শনে একেবারে সম্মোহিত হইলেন।

বালিকার অবেণীসংবদ্ধ আলুলায়িত কেশদাম আইভী-লতার বন্ধনে সংবদ্ধ, নয়নের তারকা ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, গণ্ডস্থল আরক্ত হইলেও মুখখানি যেন চিন্তা বা বিষাদের ছায়ায় ঈষৎ ম্লান। কুইন্টিন্ মনে মনে উপসংহার করিলেন,—হয় ত দুর্ভাগ্যের নিপীড়নে বালিকা-বয়সে ইহার স্বাভাবিক বালিকাসুলভ প্রফুল্ল বদন গাম্ভীর্য্যের আবরণে এরূপ ভাবান্তর ধারণ করিয়াছে। যাহাই হউক, বালিকার ভাগ্য নীরবতা ও রহস্যজালে জড়িত।

মেটার পাইরি বালিকাকে গৃহপ্রবেশ করিতে দেখিয়া বলিলেন, "য্যাকুইলিন্! তুমি এ সব আনিলে কেন,—আমি ত ডেম্ পিরেটীকে এ সব আনিতে আদেশ করি নাই? সে কি আমার আদেশপালন অপমানজনক মনে করে?"

য্যাকুইলিন্ বিনীতভাবে বলিল—"তাহার শরীর অসুস্থ, সেই জন্য তিনি আপন ঘরেই আছেন।"

মেটার। আপন গৃহে একাকিনী আছে ত; আমি ওরূপ পীড়ার ভাণে ভুলিবার পাত্র নহি।

য্যাকুইলিন্ শুনিয়া বিষণ্ণা ও চমকিতা হইলেন। কারণ, মেটার পাইরির স্বর ও দৃষ্টি স্বভাবতঃ কর্কশ ও রুক্ষ, বিশেষতঃ যখন তাঁহার ক্রোধ বা সন্দেহের উদয় হইত, তখন উভয়ই অধিকতর অনিষ্টকর ও ভীতিব্যঞ্জক হইত।

কুইন্টিনের পার্ব্বত্যজাতিসুলভ বীরোচিত সাহস জাগরূক হইয়া উঠিল। তিনি ক্ষিপ্রভাবে য্যাকুইলিনের নিকট অগ্রসর হইয়া তাঁহার হস্ত হইতে ফলপূর্ণ রেকাবখানি গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ভারমুক্ত করিলেন, য্যাকুইলিন অবাধে তাঁহার হস্তে রেকাবখানি অর্পণ করিয়া মেটার পাইরির রোষপ্রদীপ্ত মুখমণ্ডলে সভয়ে দৃষ্টিপাত করিলেন। এরূপ সুকুমারী সভয়বেপমানা বালিকার করুণ দৃষ্টিপাতে কাহার হৃদয় না বিগলিত হইবে? মেটার পাইরির ক্রোধ প্রশমিত হইল, তিনি প্রশান্তভাবে বলিলেন "দেখ য্যাকুইলিন!—তোমার দোষ নাই—তবে ইহা বড় দুঃখের বিষয় যে, তুমিও রমণীজাতির ন্যায় এক দিন প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা করিতে শিখিবে—সকল লোকই রমণীর স্বভাব এইরূপ বলিয়া অবগত আছে। এই স্কটিস্ বীর যুবকও তোমাকে ঠিক এই কথাই বলিবেন।"

য্যাকুইলিন্ কুইন্টিনের দিকে একবার মুহূর্ত্তকালের জন্য করুণ কটাক্ষপাত করিলেন। রমণীনির্য্যাতন-বিক্ষোভিত নাইট-হৃদয় রমণীসম্মানরক্ষায় স্বভাবতঃ উত্তেজিত হইয়া থাকে; সুতরাং কুইন্টিন্ ক্ষিপ্রভাবে উত্তর করিলেন, "আমার সমবয়স্ক ও সমমর্য্যাদাসম্পন্ন যে কেহ এরূপ বালিকাকে বিশ্বাসঘাতিকা বা কপটাচারিণী বলিবে, আমি তাহাকে তৎক্ষণাৎ দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিব।"

মেটার পাইরি কুইন্টিনের এরূপ অস্ফালন শ্রবণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঘৃণাব্যঞ্জক হাস্য করিলেন। কুইন্টিনও বয়োজ্যেষ্ঠ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্মুখে এরূপ প্রগল্‌ভতা-প্রদর্শনে আপনাকে হাস্যাস্পদ হইতে দেখিয়া লজ্জিতভাবে বৃদ্ধের চিত্তপ্রসাদনার্থ ফলের রেকাবখানি বৃদ্ধের সম্মুখে স্থাপন করিয়া কপট হাস্যে আপনার অপ্রতিভভাব গোপনার্থ যত্নবান্ হইলেন। মেটার পাইরি কহিলেন—যুবক! তুমি অতি নির্ব্বোধ! রমণী ও রাজকুমারদিগের সম্বন্ধে তোমার অতি অল্পমাত্র অভিজ্ঞতা আছে।"

কুইন্টিন্ পুনর্ব্বার প্রতিহত হইয়াও ভগ্নহৃদয় না হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন—"যত উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় হউক না, সামান্য একবার আহারের জন্য ইহার প্রতি বাধ্যতাসূত্রে আমার ইহাকে যে পরিণামে সম্মান-প্রদর্শন করা উচিত, আমি সে পরিমাণে করিতেছি না—ইতর পশু-পক্ষীরাই কেবল আহারের বশ হইয়া থাকে। মনুষ্যকে যদি স্নেহপাশে ও বাধ্যতাসূত্রে আবদ্ধ করিতে ইচ্ছা কর, তবে সেই সঙ্গে দয়াগুণের সমবায় আবশ্যক। তবে দেখিতেছি, ইনি এক জন অসাধারণ ব্যক্তি, আর ঐ যে মোহিনী প্রতিমা—যাহা এখনই এখান হইতে অপসৃতা হইতেছে, এ সুন্দর মূর্ত্তি কখনই এ স্থানের নহে—এমন কি, এই যে ব্যবসায়ী বৃদ্ধ উহার উপর এতদূর আধিপত্য প্রদর্শন করিতেছে, উহারও নহে—যাহারা অর্থোপার্জ্জন বা অন্যরূপে আনুগত্যলাভার্থ দুর্ভাগ্যবশে ধনবানের আশ্রিত হয়, তাহাদিগকেই এইরূপ আধিপত্য সহ্য করিতে হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, ফরাসীরা অর্থের উপর কিরূপ প্রাধান্য

প্রদান করিয়া থাকে; আমার বোধ হয়, এই বৃদ্ধকে আমি যে সম্মান প্রদর্শন করিতেছি,বৃদ্ধ হয়ত মনে করিতেছে যে, এ সম্মান তাহার অর্থকেই প্রদত্ত হইতেছে—আমি এক জন লৌহ-বর্ম্মধারী—স্কটলণ্ডের ভদ্রবংশজাত—আর এই ব্যক্তি ফ্রান্সের এক জন ব্যবসায়ী।"

মেটার পাইরি সহাস্যবদনে য্যাকুইলিনের মস্তকে হস্তাবমর্ষণ করত কহিলেন—"য্যাকুইলিন! তুমি এখন যাও, এই যুবক আমায় পরিবেশন করিবে; আর ডেম্ পেরিটিকে বলিও, তোমাকে এক্ষণে এখানে আসিতে দেওয়া ভাল হয় নাই।"

য্যাকুইলিন প্রস্থান করিল। কুইন্টিন্ য্যাকুইলিনকে দর্শনাবধি তাঁহার প্রতি এরূপ পক্ষপাতী হইয়াছিলেন যে য্যাকুইলিন প্রস্থান করিবামাত্র তাঁহার পূর্ব্বোক্ত চিন্তাস্রোত থামিয়া গেল; এ দিকে, মেটার পাইরি তাঁহাকে বলিলেন—"ঐ ফলের রেকাবখানি আমার সম্মুখে স্থাপন কর।" এই বলিয়া তাঁহার ঘন ও দীর্ঘ ভ্রূযুগল অঙ্গুলি দ্বারা নেত্রোপরি পাতিত করিয়া দিলেন; মেঘান্তরিত অস্তোন্মুখ তপনরশ্মির ন্যায় তাঁহার তীব্র কটাক্ষ কুইন্টিনের অলক্ষিতভাবে সঞ্চালিত হইতে লাগিল। তৎপরে তিনি বলিলেন—"বেশ সুন্দরী বালিকা! কিন্তু এমন সুন্দরী বালিকা পান্থনিবাসের পরিচারিকা! কোন সমৃদ্ধ নাগরিকের গৃহিণী হইলে উপযুক্ত হইত। যেমন নীচকুলে জন্ম, যেমন শিক্ষা, সেইরূপ গতি লাভ করিয়াছে।"

যেমন কেহ আপন মনে শূন্যমার্গে সুরম্য হর্ম্ম্যনির্ম্মাণাদি রমণীয় সুখকল্পনায় আচ্ছন্ন থাকিয়া মনোরাজ্যে অনুপম সুখানুভব করিতে থাকে, এমন সময়ে অকস্মাৎ অপর কেহ অনিচ্ছাক্রমে তাহার সেই সুখকল্পনা ভঙ্গ করিলে সে যেরূপ মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া উহার প্রতি অপ্রকাশ্যভাবে অসন্তুষ্ট হয়, কুইন্টিনও অযাচিতভাবে রমণীর এইরূপ হীনতাব্যঞ্জক পরিচয়-শ্রবণে মেটার পাইরির প্রতি কিঞ্চিত ক্রুদ্ধ হইলেন। ভাবিলেন, এমন 'অনিন্দ্যসুন্দরী এই পান্থনিবাসের পরিচারিকা! হয় ত সাধারণ পরিচারিকা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কিংবা পান্থনিবাস স্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্রী। যা হউক, যেরূপ অবস্থাপন্নই হউক, সাধারণ আতিথ্যাকাঙ্ক্ষীদিগের পরিচর্য্যাকার্য্যই ইহার উপজিবীকা; বিশেষতঃ মেটার পাইরির মনস্তুষ্টিবিধানে ইহাকে নিয়ত সযত্ন থাকিতে হয়; কারণ, মেটার পাইরি সম্পত্তিপন্ন।' কুইন্টিন্ পুনরায় ভাবিলেন—'আমি বৃদ্ধকে প্রকাশ্যে বুঝাইয়া দিব যে, আমাদের উভয়ের অবস্থাগত বিশেষ বিভিন্নতা আছে, আর বৃদ্ধ যতই ধনাঢ্য হউক না কেন, ডারওয়ার্ডবংশীয়গণের সহিত কোনরূপে সমকক্ষ হইতে পারে না।' এই অভিপ্রায়ে কুইন্টিন্ যতবার বৃদ্ধের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, ততবারই বৃদ্ধের সেই নত মুখ, বিশুষ্ক ও বিশীর্য্যমাণ দেহ ও দরিদ্রজনোচিত পরিচ্ছেদ সত্ত্বেও বৃদ্ধের উপর আপন শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদনে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। অধিকন্তু বৃদ্ধের পরিচয় সম্বন্ধে নিতান্ত সন্দিহান ও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—'হয় ত ইনি এখানকার এক জন ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা কোন মাননীয় ব্যক্তি হইবেন।'

মেটার পাইরিও কিয়ৎকাল চিন্তামগ্ন থাকিয়া কুইন্টিনকে কহিলেন, "ঐ পাত্রটি আমাকে দাও তুমি ত এক জন সদ্বংশজাত?"

কুইন্টিন্। নিশ্চয়ই—বৃদ্ধের সেবা আমার জীবনের এক প্রধান কর্ত্তব্য।

মেটার পাইরি "বেশ বেশ" এই বলিয়া একটি বৃহৎ পাত্র হইতে কিঞ্চিৎ পানীয় ঢালিয়া পান করিলেন।

কুইন্টিন্ পুনরায় মনে মনে বলিলেন—"এরূপ ব্যবসায়ীর সহিত সদ্ভাব ও আনুগত্য চুলোয় যাক্। আমার ন্যায় এক জন স্কটিস ভদ্রলোককে এরূপ পরিচারকের কার্য্য করাইয়া লইতেছে।"

বৃদ্ধ পানান্তে কুইন্টিন্‌কে কহিলেন,—"দেখ, আমার নিকট এক প্রকার পানীয় আছে—যাহা দ্বারা গিরিপ্রস্রবণবারিও ফ্রান্সের উৎকৃষ্ট মদিরায় পরিবর্ত্তিত হইতে পারে।" এই বলিয়া তিনি একটি পুটক বাহির করিয়া পূর্ব্বোক্ত সুন্দর শিল্পকার্য্য শোভিত পাত্রের উপর সঞ্চালন করিবামাত্র ঐ পাত্রটি রজত-মুদ্রায় পূর্ণ হইল। বৃদ্ধ, কুইনটিন্‌কে কহিলেন—"এক্ষণে তোমার ইষ্টদেবকে ধন্যবাদ দাও। আর বৈকাল পর্য্যন্ত তুমি এখানেই অবস্থিতি কর; কারণ, বৈকালে তোমার মাতুল কর্ম্ম হইতে অবসরপ্রাপ্ত হইয়া এইখানে আসিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। আমার রাজভবনে আবশ্যক আছে, আমি যাইয়া তাঁহাকে তোমার নিকট পাঠাইয়া দিব।"

কুইন্‌টিন্ অর্থগ্রহণে অসম্মতি প্রকাশার্থ উদ্যত হইলে, বৃদ্ধ গম্ভীরভাবে ও আদেশব্যঞ্জকস্বরে কহিলেন, "প্রত্যুত্তরের আবশ্যকতা নাই। যাহা আদেশ করিলাম, তাহাই কর।" এই বলিয়া সঙ্কেতে কুইন্‌টিন্‌কে

তাঁহার অনুগমন করিতে নিষেধ করিয়া তিনি ক্ষিপ্রভাবে প্রকোষ্ঠ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

কুইন্টিন্ এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান রহিলেন। একবার ভাবিলেন, মুদ্রাগুলি লইবেন কি না; অনন্তর বহুকাল বিবেচনার পর ভাবিলেন, সঙ্গে কিছু পথের সম্বল থাকা আবশ্যক, এই ভাবিয়া মুদ্রাগুলি গ্রহণ করিলেন এবং পান্থনিবাসস্বামীকে উক্ত পাত্রটি প্রত্যর্পণ করিবার জন্য ও এই দানশীল বৃদ্ধের পরিচয়লাভার্থ পান্থনিবাসস্বামীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

গৃহস্বামী আহ্বানমাত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কুইনটিন্ দেখিলেন, গৃহস্বামী পূর্ব্বাপেক্ষা বাক্প্রিয় ও বহুভাষণশীল; কুইন্টিন তাঁহাকে ঐ পাত্রটি গ্রহণার্থ অনুরোধ করিলে তিনি গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া বলিলেন—"মেটার পাইরি তাঁহাকে আতিথ্যের নিদর্শনস্বরূপ প্রদান করিয়াছেন; উহা তাঁহারই সম্পত্তি। এরূপ সুন্দর পাত্র টুর্সে আর নাই।"

কুইন্টিন্ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই মেটার পাইরি কে? যিনি অপরিচিত ব্যক্তিকে এরূপ বহুমূল্য পদার্থ দান করিয়া থাকেন—আর তাঁহার সহচর সেই ব্যক্তিই বা কে?"

গৃহস্বামী। মেটার পাইরি এক জন রেশমব্যবসায়ী—আপনি যে "মালবেরি গোভ" অতিক্রম করিয়া এখানে আসিয়াছেন, ঐ তুঁতবৃক্ষগুলি গুটিপোকা পোষণার্থ তিনি নিজ ব্যয়ে রোপণ করিয়াছেন। আর তাঁহার সেই সহচরের পরিচয়ের বিশেষ আবশ্যকতা নাই।"

কুইনটিন্। আর যে রমণী ফলের রেকাব আনয়ন করিলেন, উনি কে?

গৃহস্বামী। উনি এখানকার একজন অধিবাসিনী, উঁহার এক আত্মীয়ার সহিত এখানে অবস্থিতি করেন।

কুইন্টিন্। আপনি কি আপনার অতিথিগণকে পরস্পরের পরিবেশন-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকেন? দেখিলাম, মেটার পাইরি ঐ রমণীর হস্ত বা আপনার হস্ত হইতে কোন খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিলেন না—আমাকেই তাঁহার পরিবেশনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইল।

গৃহস্বামী। ও সকল বড়লোকের খেয়াল; বড়লোকেরা খেয়ালের পোষকতাকারিগণকে তজ্জন্য পুরস্কার দিয়া থাকেন—মেটার পাইরির এরূপ ব্যবহার এই প্রথম নহে।

কুইন্টিন এইরূপ শ্লেষোক্তি শুনিয়া মনে মনে বিরক্ত হইলেন এবং বাহ্যাকারে বিরক্তির চিহ্ন প্রকাশ না করিয়া বলিলেন—"আপনি আমার অবস্থিতির জন্য একটি গৃহনির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারেন?"

গৃহস্বামী। নিশ্চয়, আপনি যতদিন থাকিতে ইচ্ছা করেন।

কুইনটিন। এখানকার অধিবাসিনী রমণীকে আমি সম্মান-প্রদর্শন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইতে পারি? কারণ, আমিও এখানকার একজন অধিবাসী হইতে চলিলাম।

গৃহস্বামী। সে বিষয়ে আমি কিছু বলিতে পারি না, কারণ, তাঁহারা গৃহের বাহিরে আসেন না এবং নিজগৃহে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করেন না।

কুইনটিন্। বোধ হয়—মেটার পাইরির অবারিত প্রবেশাধিকার আছে?

গৃহস্বামী। আমার সে বিষয়ে বলিবার স্বাধীনতা নাই।

কুইনটিন। গৃহস্বামীর উত্তরে মর্ম্মাহত হইয়া সাময়িক প্রচলিত প্রথানুসারে কহিলেন—তবে আপনি আমার নামে একটি মদিরাপূর্ণ পাত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রদান করিয়া বলিবেন যে, স্কটলণ্ডবাসী কুইনটিন সম্মানীয় ডারওয়ার্ড-বংশোদ্ভব নাইট উপাধিধারী ডারওয়ার্ড আপনাদের সহিত সাক্ষাৎকারে আপনাদের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন।"

গৃহস্বামী দৌত্যকার্য্যে প্রস্থান করিলেন এবং ক্ষণকালমধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক কহিলেন—"রমণীগণ ধন্যবাদ সহকারে আপনার প্রদত্ত মদিরা উপহার প্রত্যাখ্যান করিয়া প্রত্যুত্তরে বলিয়া দিয়াছেন—"আমরা এখানে গোপনে অবস্থিতি করিতেছি, সুতরাং আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অক্ষম বলিয়া দুঃখিত হইলাম—"

কুইনটিন্ শুনিয়া ক্ষোভে মর্ম্মাহত হইয়া নিজ অধর দংশন পূর্ব্বক প্রত্যাখ্যাত মদিরা হইতে এক পাত্র পান করিয়া স্বগতভাবে বলিলেন,—"এ এক অদ্ভুত দেশ—এখানে ব্যবসায়ী ও শ্রমজীবিগণ উন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত ধনাঢ্যের ন্যায় আচার-ব্যবহার বদান্যতা ও

প্রকাশ করিয়া থাকে—আর পথচারিণী রমণী আবার পান্থনিবাসের ন্যায় সাধারণ স্থানে অসূর্য্যম্পশ্যা ছদ্মবেশিনী রাজকুমারীর ন্যায় আচরণ করে, বেশ! সেই ভ্রমরকৃষ্ণভ্রূযুগলশোভিতা রমণীর দর্শন লাভ করিতে পারি কি না দেখিব।" তৎপরে গৃহস্বামীকে কহিলেন —"আপনি তবে আমার শয়ন কক্ষটি প্রদর্শন করুন।"

গৃহস্বামী তাঁহাকে সোপানাবলী অতিক্রম করাইয়া দ্বিতলস্থ গ্যালারীর প্রান্তভাগে এক সুসজ্জিত কক্ষে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া বলিলেন—"মেটার পাইরির বন্ধুগণের সুখস্বচ্ছন্দে এথানে অবস্থান সম্বন্ধে আমার উপর তাবৎ ভার অর্পিত—আশা করি, আপনার এথানে অবস্থিতি করিতে কোনরূপ ক্লেশ বা অসুবিধা হইবে না—"এই বলিয়া গৃহস্বামী প্রস্থান করিলেন।

কুইনটিন্ সানন্দে গৃহতলে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন -"কি শুভক্ষণে নদীবক্ষে ভাসমান হইয়া বসন সিক্ত হইয়াছিল—এক্ষণে সৌভাগ্যস্রোতে ভাসমান হইতে যাইতেছি।"

এই বলিয়া তিনি স্বীয় প্রকোষ্ঠস্থ একটি উন্মুক্ত বাতায়নের নিকট অগ্রসর হইলেন। বাতায়নের সম্মুখে অট্টালিকাসংলগ্ন পরম রমণীয় বিস্তৃত উপবন শোভা। এই উপবনসীমাপ্রান্তে পূর্ব্বোক্ত 'মালবেরি গ্রোভ এই বাতায়নের অদূরে আর একটি প্রকোষ্ঠের বাতায়ন অবস্থিত এবং অর্দ্ধ-উন্মুক্ত; এই বাতায়নের গাত্রে একটি বীণা সংলগ্ন রহিয়াছে। কুইন্‌টিনের ন্যায় সুখের যৌবনে এইরূপ আকস্মিক ঘটনা সংঘটনে কতই সুখের কল্পনা ও রহস্যময় চিন্তার প্রস্রবণ প্রবাহিত হইতে থাকে, যাহার স্মৃতির উদ্বোধনে কোন পরিণতবয়স্ক ব্যক্তির দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত ওষ্ঠপ্রান্তে হাস্যরেখার আবির্ভাব এবং হাস্যের সহিত দীর্ঘ-নিশ্বাসের উদয় হইবে।

কুইনটিন্ এই বীণাধিকারিণী রূপসী প্রতিবেশিনীর পরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলাবিষ্ট হইয়াছিলেন—বিশেষতঃ এই রমণী মেটার পাইরির সেই ফলবাহিনী রমণী কি না? যিনি তাঁহার আহারকালে তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন। কুইনটিন বাতায়নপথে দৃষ্টিসঞ্চালন জন্য আপন দেহ পরিদৃশ্যমানরূপে বিন্যস্ত না করিয়া অলক্ষিতভাবে একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া গুপ্তভাবে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বে দেখিলেন, একখানি সুগোল সুন্দর বাহু বীণাযন্ত্রটি ধারণ করিয়া নিম্নে অবতরণ করাইল। বীণার ঝঙ্কার সহ সুললিত রমণীকণ্ঠে নিম্নলিখিত সঙ্গীতধ্বনি সেই নির্জ্জন উপবনের বায়ুহিল্লোলে মধুর শব্দ-তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কুইনটিন্ আত্মহারা হইলেন।

হাম্বির।

হের ভানু অস্তাচলে যায়।
তিমিরে পূরেছে ধরা কোথা মম "গায়" (Cuy)
কুসুমিত কুঞ্জবন, সুরভিত উপবন,
মৃদু মৃদু বহিছে মলয়-বায়।
চাতকিনী কুতুকিনী, গাহি সুধা-নিঃস্রবিণী
হরষে চাতক সনে মিলে উভ কায়।
দিবা অবসান তবু নাহি আসে "গায়।"
প্রেমিকা সে গ্রাম্য-বালা, সহিয়া বিরহজ্বালা
হেরিতে প্রণয়ী তার নির্জনে ধায়॥
সমাজ রূপসীগণে, হেরি মুক্ত বাতায়নে,
প্রেমিক হাসিয়া কত প্রেম-কথা কয়।
প্রেমের তারকাগুলি, প্রেমের অনল জ্বালি,
সে অনলে দহিছে প্রণয়িনী হায়॥
উচ্চ নীচ সব জনে, সকলে প্রণয় জানে,
দিবা অবসান তবু কোথা মম "গায়।"

সঙ্গীত স্তব্ধ হইলে কুইন্‌টিন্ অধীর হইয়া গায়িকা রমণীকে দেখিবার জন্য বাতায়নে দণ্ডায়মান হইবামাত্র রমণী তৎক্ষণাৎ আপন বাতায়নদ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। একখানি যবনিকাও সেই সঙ্গে বাতায়নপথে লক্ষিত হইল।

কুইনটিন্ নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়াও তথাপি প্রণয়িসুলভ আশায় আপনাকে আশ্বস্ত করিয়া আপন মনে কহিতে লাগিলেন -"রমণী বীণাবাদনে অভ্যস্ত ও ব্যুৎপন্ন; সুতরাং তাঁহার বীণাবাদন অভ্যাস এককালে ত্যাগ করিতে পারিবেন না। আর বাতায়নপথ এইরূপে বন্ধ রাখিয়া বিশুদ্ধ বায়ুসেবনে আত্মবঞ্চনা করিতে পারিবেন না। আর সঙ্গীত আলাপও কিছু তাঁহার স্বীয় কর্ণকুহর পরিতৃপ্তির জন্য করিবেন না। এই সঙ্গে কিঞ্চিৎ আত্মাভিমান তাঁহার নিরাশা-বিতাড়িত হৃদয়কে প্রোৎসাহিত করিল যে, এক প্রকোষ্ঠে একাকিনী নিবিড় কৃষ্ণকুন্তলা রূপবতী যুবতী, সন্নিহিত প্রকোষ্ঠে সুন্দর সাহসী রূপবান্

যুবক তাঁহার প্রতিবেশী; সুতরাং কুইনটিন্ এই রূপসী-সান্নিধ্যে এই জ্ঞানগর্ভ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, যুবতী যতই লজ্জাশীলা ও গাম্ভীর্য্যের আধার হউন না কেন, রমণীসুলভ কৌতূহলবশতঃ তাঁহার যুবক প্রতিবেশীর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণে বা তৎসম্বন্ধীয় আন্দোলনে একেবারে ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন না।

কুইন্‌টিন্ এইরূপ চিন্তার কুহেলিকায় আচ্ছন্ন থাকিয়া সান্ত্বনার সঞ্জীবনী সুধা পান করিতেছেন, এমন সময় এক জন পরিচারক তাঁহার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিল "এক অশ্বারোহী নিম্নে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।"

চতুর্থ অধ্যায়

অস্ত্রধারী বীরপুঙ্গব।

যে অশ্বারোহী পুরুষ কুইনটিন্ ডারওয়ার্ডের জন্য নিম্নে তাঁহার প্রাতরশন-গৃহে অপেক্ষা করিতেছিলেন তিনি ফ্রান্সের সম্রাট্ একাদশ লুয়ের এক জন স্কটলণ্ড দেশীয় শরীররক্ষক।

ফ্রান্সের সম্রাট্ ষষ্ঠ চার্লস এই স্কটিস শরীররক্ষক দলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যখন অন্তর্বিপ্লবে ফ্রান্সের অর্দ্ধেক-পরিমাণ সাম্রাজ্য সম্রাটের ফরাসী অধিকার-বিচ্যুত হয় এবং সাম্রাজ্যের উন্নতসম্প্রদায়ভুক্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের রাজভক্তি শিথিল হইয়া পড়ে, তখন সম্রাটের শরীররক্ষার ভার দেশীয়গণের হস্তে ন্যস্ত করা বিশেষ সন্দেহ ও আশঙ্কাযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। স্কটিস্ জাতির সহিত ফ্রান্সের বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল। স্কটগণ দরিদ্র, সাহসী ও বিশ্বস্ত এবং তাহারা আপন জাতি হইতে এইরূপ বেতন বা বৃত্তিভোগী সৈন্যদল প্রেরণ করিতে পারিত। তাহারা আপন দেশে বিশিষ্ট ভদ্রবংশজাত, সুতরাং তাহারা দেশীয় অন্যান্য সৈনিক পুরুষাপেক্ষা সমধিক সম্মানিত ও সমাদৃত হইত এবং সর্ব্বদা সম্রাটের শরীররক্ষক সহচররূপে বিরাজমান থাকিত। অথচ তাহাদের ন্যূনসংখ্যা নিবন্ধন তাহাদের মধ্যে বিদ্রোহাচরণ বা ভৃত্য হইয়া প্রভুশক্তিলাভের কোন আশঙ্কা বা সম্ভাবনা থাকিত না। তাহারা উচ্চ সম্মানে ভূষিত ও উচ্চ বেতন প্রাপ্ত হইত। তাহারা সর্ব্বদা রাজসকাশে অবস্থিতি জন্য দেশমধ্যে গণ্যমান্য বলিয়া পরিগণিত হইত। উত্তমোত্তম অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ও সর্ব্বদা অশ্বে আরূঢ় থাকিত।

লুডোভিক লেস্‌লি বা ব্যালাফ্রের শারীরিক উচ্চতা প্রায় ৬ ফিট ও তাঁহাকে দেখিতে বলিষ্ঠ। তাঁহার কপালে একটি সুদীর্ঘ অস্ত্রাঘাতের ক্ষতচিহ্ন আকর্ণবিস্তৃত। তাঁহার পরিচ্ছদ ও অস্ত্র-শস্ত্র অতি সুন্দর, উৎকৃষ্ট ও আড়ম্বরপূর্ণ। কটিবন্ধে দীর্ঘ ছুরিকা ও একখানি সুদীর্ঘ কৃপাণ।

সে ব্যালাফ্রে ভাগিনেয়কে দেখিয়া তাঁহার শারীরিক কুশলাদি, দেশের অবস্থা প্রভৃতি সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন।

কুইন্‌টিন্ সহর্ষে মাতুলকে সবিশেষ উত্তর প্রদান করিয়া কহিলেন,—"আপনি আমাকে এত সহজে চিনিতে পারিলেন কিরূপে?"

ব্যালাফ্রে। আত্মীয়কে চিনিতে কি আর বিলম্বসাপেক্ষ? আমার ভগিনী—তোমার মাতা কেমন আছে?

কুইনটিন্। জননী পরলোকে গিয়াছেন।

ব্যালাফ্রে। সে কি?—তোমার পিতা কেমন আছেন?

কুইনটিন্। আমার পিতা, পিতৃব্যগণ এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় সকলেই অকিলভিগণের সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন—আমিও আহত হইয়াছিলাম।

ব্যালাফ্রে। বড়ই শোচনীয় সংবাদ—অকিলভিগণ বড়ই ভীষণ-প্রকৃতি; এই দেখ, আমার কপালে তাহাদেরই অস্ত্রাঘাতের ক্ষতচিহ্ন। যাহা হউক, এক্ষণে তোমার আর কি সংবাদ দিবার আছে?

কুইনটিন্। আর আমার কিছুই বক্তব্য নাই। আমি কিঞ্চিৎ বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলাম, এক্ষণে দেশত্যাগ করিয়া ভাগ্যপরিবর্ত্তনের জন্য এখানে আসিয়াছি।

ব্যালাফ্রে। এখানে সম্রাটের রাজসংসারে কোন কর্ম্ম গ্রহণ করিলেই তোমার সে উদ্দেশ্য সফল হইবে। ক্রমে সম্মান, যশ, অর্থ সকলই লাভ করিতে পারিবে।

কুইন্টিন্। আমার বিশ্বাস, সাহসিক কার্য্য ব্যতীত এ সকল উপার্জ্জন হয় না; আপনি আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন—স্বাচ্ছন্দ্য-পূর্ণ অলস জীবন যাপন অর্থাৎ একটি বৃদ্ধের প্রহরীর কার্য্যে গ্রীষ্মকালীন

রবিকরপ্রদীপ্ত দিবসে ও শীতকালের হিমনিষিক্ত শীতল রজনীতে প্রাচীর-গবাক্ষে নিয়ত দণ্ডায়মান থাকিয়া কস্মিন্‌কালে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর সম্মুখীন না হইলে যশোলাভের সম্ভাবনা কোথায় ?

ব্যালাফ্রে। বাঃ—তোমার ত দেখ্‌ছি বেশ সাহস আছে—তা নরাণাং মাতুলক্রমঃ—হবে না-ই বা কেন —ফ্রান্সের সম্রাট্ দীর্ঘজীবী হউন, নূতন নূতন কার্য্য সম্পাদন করিতে পাইবে, তদ্দারা তোমার অর্থ ও খ্যাতি উভয়ই লাভ হইবে। মনে করিও না, দিবসে প্রকাশ্যভাবে দুঃসাহসিক কার্য্যেই বীরত্ব বা সামরিক খ্যাতিলাভ হয়—দুর্গ-প্রাচীর উল্লঙ্ঘন, বিপক্ষের অত-কিতভাবে তাহাদিগকে বন্দিদশায় বন্ধন প্রভৃতি দ্বারা অধিকতর গৌরব ও রাজানুগ্রহ লাভ করিতে পারা যায়। সম্রাট লুই বিশেষ সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ও কূটরাজনীতিজ্ঞ। তিনি স্বীয় তীক্ষ্ণবুদ্ধিবলে বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী নির্ব্বাচন করিতে বিশেষ দক্ষ এবং তাহাদিগের গুণানুসারে কার্য্যভার অর্পণ করিয়া থাকেন। ঐ শুন, সেণ্ট ম টিনের ঘণ্টাধ্বনি হইতেছে, আমি আর বিলম্ব করিতে পারিব না—এই মুহূর্ত্তেই দুর্গে প্রতিগমন করিব। কল্য প্রাতে ৯ ঘটিকার সময় তুমি দুর্গের প্রবেশদ্বারে প্রহরী দ্বারা আমাকে সংবাদ পাঠাইয়া অপেক্ষা করিবে; আমি তোমাকে রাজসমক্ষে লইয়া যাইব।—বলিয়া তিনি ক্ষিপ্রভাবে প্রস্থান করিলেন।

কুইন্‌টিন্ রাজসংসারে অশেষ প্রতিপত্তিশালী মাতুলের সহিত সাক্ষাতে ও তাঁহার আশ্বাসে ভাগ্যগগনে সৌভাগ্য-রবি উদয়োন্মুখ ভাবিয়া প্রোৎসাহিত-চিত্তে নানাবিধ সুখকল্পনার উৎফুল্লবদনে চের নদীতটে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

বোহিমিয়াগণ

কুইন্‌টিন যেরূপ শিক্ষাপ্রণালীতে শিক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয়ে সুকোমল কমনীয় গুণাবলী বিকশিত ও নৈতিক উন্নতি সংসাধিত হয় নাই। তাঁহার ও তাঁহার পরিবারমণ্ডলীর মৃগয়াই আমোদ এবং যুদ্ধই তাঁহাদের ব্যবসা। তাঁহারা ক্লেশসহিষ্ণুতায় এবং বৈরীনির্য্যাতনসাধনে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন; তথাপি তাঁহাদের আচরণ শিষ্টাচারশূন্য ছিল না এবং মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্বসহকারে শত্রুতার প্রতিশোধ লইতেন।

তিনি তাঁহার মাতুলের সহিত সাক্ষাতে পূর্ব্ব-কল্পনা-কল্পিত উচ্চাশার সাফল্যসম্পাদন সম্বন্ধে যেন কিঞ্চিৎ সন্দিহান হইতে লাগিলেন। তিনি লোক-মুখে দূরদেশে তাঁহার মাতুলের প্রভূত যশোগৌরব, সাহস ও উন্নত পদমর্য্যাদার বিষয় শুনিয়া আপন কল্পনাবলে মাতুলের সৌভাগ্য-সম্পদের পরাকাষ্ঠার উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিতেন। তিনি জানিতেন, কবিগণ "নাইট" উপাধি-ভূষিত বীর যোদ্ধ্‌গণের বীরত্ব-গৌরব-গাথা বীণাযন্ত্রসহকারে সর্ব্বত্র গাহিয়া থাকেন, ঈদৃশ নাইটগণ অস্ত্রবলে শিরে রাজমুকুট ধারণ ও রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। কিন্তু কৈ, তাঁহার মাতুলের এ সকল সম্বন্ধে তিনি কোনরূপ নিদর্শন ত দেখিতে পাইলেন না—তবে কি তাঁহার মাতুল নিকৃষ্টশ্রেণীর বীর অথবা রাজসংসারে এক জন নিম্নতন কর্ম্মচারী ?

ব্যালাফ্রে স্বভাবতঃ যদিও নিতান্ত নির্ম্মম ও নির্দ্দয় নহেন, তথাপি মানবের জীবন ও মানবের ক্লেশে উদাসীন। তিনি নিতান্ত নিরক্ষর, লুণ্ঠনপ্রিয়, অমিতব্যয়ী এবং ইন্দ্রিয়সুখপরতন্ত্র ও একেবারে স্বার্থ-পিশাচ। তাঁহার সীমাবদ্ধ কর্ত্তব্যসম্পাদন এবং আমোদপ্রিয়তা তাঁহার যৌবনকালীন উন্নত চিন্তা, আশা, বাসনা, অদম্য-সম্মান-গৌরব ও যশোলাভলিপ্সা খর্ব্বীকৃত ও মন্দীভূত করিয়াছে; তিনি এক জন সমরকুশল সৈনিক পুরুষ ও তাঁহার অন্তঃকরণ অতি-শয় কঠিন ও সঙ্কীর্ণ; তবে কর্ত্তব্যপালনে উদ্যমশীল। তাঁহার প্রতিভা অধিকতর উন্নত ও বিস্তৃত হইলে তিনি রাজসংসারে অধিকতর উন্নত পদমর্য্যাদা লাভ করিতে পারিতেন, কারণ, সম্রাটের সান্নিধ্যে নিয়ত অবস্থান-বশতঃ সম্রাট তাঁহার সাহসিকতা ও বিশ্বস্ততার পরিচয়ে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতেন। ব্যালাফ্রে জ্ঞানী ও সুচতুর, সম্রাটের সনস্তুষ্টিসম্পাদনেও সিদ্ধহস্ত, তথাপি তাঁহার উন্নত পদমর্য্যাদালাভ প্রতিহত হইয়াছিল। তিনি সম্রাটের এক জন সাধারণ তীরন্দাজ শরীররক্ষকমাত্র।

কুইন্‌টিন্ তাঁহার মাতুলকে স্বীয় ভগিনীর পারি-বারিক শোচনীয় উচ্ছেদের বিষয় শ্রবণ করাইয়াও দুঃখপ্রকাশে উদাসীন দেখিয়া দুঃখিত হইলেন;

বিশেষতঃ তাঁহার এরূপ নিকট আত্মীয় হইয়াও তিনি তাঁহাকে কিছু অর্থসাহায্য করিতে চাহিলেন না; মেটার পাইরি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাকে মুদ্রাগুলি প্রদান না করিলে হয় ত তাঁহাকে বিশেষরূপে অর্থ-ক্লেশ ভোগ করিতে হইত। হয় ত তিনি স্বয়ং অভাবগ্রস্ত নহেন বলিয়া ভাগিনেয়ের অভাব অনুভব করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, এরূপ উপেক্ষা অনিচ্ছাসম্ভাবিত হইলেও কুইন্‌টিন্ তাহাতে ব্যথিত হইলেন এবং ভাবিলেন, মাতুলের অনুগ্রহপ্রার্থী হওয়া অপেক্ষা ডিউক-অফ-বর্গাণ্ডির নিকট কর্ম্মপ্রার্থী হওয়া শ্রেয়ঃকল্প ছিল। মাতুলকে দেখিলাম, মাতুল অধঃপাতে যাক্—মাতুল আমার গর্ভধারিণীর সহোদর, আমার স্বদেশী ও এক জন উন্নত কর্ম্মচারী; কিন্তু ইহা অপেক্ষা ঐ অপরিচিত ব্যবসায়ীর নিকট বিশেষ উপকৃত হইলাম। মাতুলের কপালের অস্ত্রাঘাতের ক্ষতচিহ্ন যেরূপ তাঁহার মুখশ্রী হরণ করিয়াছে, সেইরূপ তাঁহার দেহ হইতে রক্তপাতের সহিত মনুষ্যত্বও বিলুপ্ত হইয়াছে।

কুইনটিন মাতুলকে মেটার পাইরির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে বিস্মৃত হইয়াছেন বলিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন: হয় ত জিজ্ঞাসা করিলে অধিক পরিচয় পাইতেন। বৃদ্ধ যদিও কটুভাষী ও কর্কশস্বভাব, কিন্তু অতিশয় মহানুভব ও দানশীল, এরূপ অপরিচিত ব্যক্তি হৃদয়হীন আত্মীয় অপেক্ষা সহস্রগুণে উত্তম; বৃদ্ধের অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে; তাঁহার নিকট হইতে অন্ততঃ সদুপদেশ পাইব। আর যদি তিনি কোন অজ্ঞাত দেশে গমন করেন, তাহা হইলে সম্রাটের শরীররক্ষকগণের ন্যায় তাহার পক্ষে এক অসমসাহসিক কার্য্য হইবে—

কুইন্‌টিন্ এইরূপ চিন্তাস্রোতে আন্দোলিত হইতেছেন, এমন সময় সহসা তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে যেন দৈববাণী বা বিবেকবাণীর ন্যায় একটি স্বর তাঁহার কর্ণকুহরে অস্ফুটস্বরে বলিল,—হয় ত সেই বীণাবাদিকা রমণীও সেই বিদেশ-যাত্রায় অংশভাগিনী হইবেন—

অকস্মাৎ দুই জন গম্ভীরমূর্ত্তি নাগরিকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি তাঁহাদিগকে সসম্মান সম্ভাষণ-পূর্ব্বক তাঁহাদের মেটার পাইরির বাসভবন দেখাইয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা কোন সন্ধান দিতে না পারিয়া স্ব স্ব গন্তব্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কুইন্‌টিন্ এইরূপে পথে অনেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই কোনরূপ সন্ধান দিতে পারিল না, বরং তন্মধ্যে অনেকে পরিহাস মনে করিয়া বিরক্ত ভাবে তাঁহাকে উপহাস, বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গোক্তি করিয়া প্রস্থান করিল। তিনি অতিশয় অপ্রতিভ ও ভগ্ন-মনোরথ হইয়া নীরবে চিন্তাজড়িতভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এইরূপে কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন, এক স্থানে ৩। টি "চেষ্টনাট" বৃক্ষ ঘনসন্নিবিশিষ্ট ও শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান এবং উহাদের চারিদিকে কয়েকজন উদ্‌গ্রীব হইয়া বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে বৃক্ষের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে। যেরূপ স্থির জলাশয়ে অতি ক্ষুদ্র লোষ্ট্রপাতে জলাশয়বক্ষঃ আন্দোলিত হইয়া সচঞ্চল বৃত্তাকারে সঞ্চালিত হইতে থাকে, যুবকের কৌতূহলও তদ্রূপ সামান্য কারণেই উত্তেজিত হইয়া উঠে। কুইন্‌টিন এই দৃশ্যে নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া দ্রুতপদসঞ্চারে বৃক্ষাভিমুখে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, বৃক্ষশাখায় একব্যক্তি উদ্বন্ধনরজ্জুতে বিলম্বিত ও মৃত্যুযন্ত্রণায় হস্তপদাদি সঞ্চালন করিতেছে।

কুইন্‌টিন্ দেখিয়া সমাগত ব্যক্তিগণকে কহিলেন, "তোমরা ইহার রজ্জু ছিন্ন করিয়া ইহাকে নামাইতেছ না কেন?" এই বলিয়া একলম্ফে বৃক্ষে আরোহণ করিলেন এবং কটিবন্ধস্থ দীর্ঘ ছুরিকা দ্বারা রজ্জু কর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে বলিলেন,—"দেহটি পতিত হইবামাত্র তোমরা নিম্ন হইতে ধারণ করিয়া ভূতলে পতন নিবারণ করিবে—" এই বলিয়া রজ্জু কর্ত্তন করিলেন।

সমাগত জনতা তদ্দর্শনে ভয় ও বিস্ময়ে বিরক্ত বিশুষ্কবদনে তথা হইতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। পাছে তথায় দণ্ডায়মান থাকিলে তাহাদিগকে কুইন্‌টিনের সহকারী বলিয়া ধৃত হইতে হয়। কুইন্‌টিন্ তৎক্ষণাৎ লম্ফপ্রদানে ভূতলে উপনীত হইয়া মুমূর্ষুর গলদেশ হইতে বন্ধনরজ্জু অপসারিত করিলেন এবং "চের" নদী হইতে জল আনিয়া উহার মুখে সেচন করিয়া চেতনাসঞ্চারে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা বিফল হইল। মুমূর্ষুর প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

ইত্যবসরে একদল কিম্ভুতকিমাকার পুরুষ ও রমণী দ্রুতপদে তাঁহার দিকে ধাবিত হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিল এবং সবলে তাঁহার বাহুদ্বয় ধারণ করিয়া একপ্রকার দুর্ব্বোধ্য ভাষায় কি বলিতে লাগিল।

অবশেষে তন্মধ্যে একজন এক বৃহৎ ছুরিকা তাঁহার কণ্ঠদেশের নিকট ধারণ করিয়া অসম্পূর্ণ ফরাসী ভাষায় বলিল—"ইহাকে হত্যা করিয়া শবদেহ অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিস্, তোকে ধরিয়াছি, উপযুক্ত প্রতিশোধ দিব।" সে ব্যক্তি এইরূপ কথা বলিতে না বলিতে সমবেত পুরুষগণ সকলেই তীক্ষ্ণ ছুরিকা হস্তে চারিদিক্ হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া মৃত্যুভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। সকলেই যেন ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জ্জন ও আস্ফালন করিতেছে এবং তাহাদের দৃষ্টিতে যেন অনলশিখা বাহির হইতেছে।

কুইন্‌টিনের সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব অত্যদ্ভুত। তিনি সাহসে নির্ভর করিয়া অবিকৃত ভাবে কহিলেন, —"প্রভুগণ! আপনারা কি করিতে উদ্যত হইয়াছেন? আপনাদের এই উদ্‌বন্ধনে মৃতপ্রায় আত্মীয় বা বন্ধুর প্রাণরক্ষার্থ আমিই বন্ধনরজ্জু ছিন্ন করিয়া ভূতলে অবতরণ করাইয়া উঁহার চেতনাসঞ্চারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। একজন নির্দ্দোষ উপকারকের প্রাণবধ অপেক্ষা আপনারা উঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইয়া উঁহার জীবন-রক্ষার সযত্ন হউন।"

রমণীগণ শবদেহ লইয়া চেতনাসঞ্চারের চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু অবশেষে বিফলপ্রযত্ন হইয়া বক্ষে করাঘাত ও কেশ ছিন্ন করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে সকরুণ বিলাপ করিতে লাগিল। পুরুষগণও কুইন্‌টিনকে ত্যাগ করিয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। কুইন্‌টিন্ এই অবসরে পলায়ন করিয়া স্থানান্তরে গমন করিলে নিরাপদ হইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি বিপদের সম্মুখীন হইয়া বিপদ্‌কে তুচ্ছজ্ঞান করিতে শিক্ষিত ও অভ্যস্ত—বিশেষতঃ যুবকের হৃদয় স্বভাবতঃ কৌতূহলপ্রবণ।

এই বিচিত্র দলস্থ পুরুষ ও রমণী সকলেরই মস্তক এক একটি টুপী ও পাগড়ী দ্বারা আবৃত এবং সকলেরই গাত্রের বর্ণ আফ্রিকাবাসিগণের ন্যায় কৃষ্ণাভ। তাহাদের মধ্যে ২১ জন সর্দ্দার-শ্রেণীর ব্যক্তির গলদেশে ও কর্ণে রৌপ্যনির্ম্মিত অলঙ্কার ও হস্তে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ক্ষুদ্র অসি; সকলেরই নগ্নপদ ও দেখিতে দরিদ্রভাবাপন্ন। কুইন্‌টিন্ ইহাদিগকে দেখিয়া ভাবিলেন, ইহারা "সারাসেন" খৃষ্টধর্ম্মদ্বেষী। তিনি প্রস্থান করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময় অদূরে অশ্বখুরধ্বনি তাঁহার কর্ণগোচর হইল এবং সারাসেনগণ শবদেহটাকে স্কন্ধদেশে স্থাপন করিয়া পলায়ন-চেষ্টা করিবামাত্র একদল ফরাসী সৈন্য আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। এইরূপে সশস্ত্র সৈন্যদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাহাদের শোকোচ্ছ্বাসপূর্ণ করুণ বিলাপধ্বনি ভয়ার্ত্তের বিকট আর্ত্তনাদে পরিণত হইল এবং তাহারা শবদেহটা তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিক্ষেপপূর্ব্বক ক্ষিপ্রপদে পলায়নার্থ অশ্বগণের উদরের নিম্নদেশ দিয়া চতুর্দ্দিকে বেগে ধাবিত হইতে লাগিল। সৈন্যগণও তাহাদের অনুধাবন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল—"এই খৃষ্টানবিদ্বেষী তস্করদিগকে ধর, বর্শাবিদ্ধ কর, অস্ত্রাঘাতে মুণ্ডচ্ছেদ কর", কিন্তু সেই স্থানে কণ্টক-লতা-গুল্মাবৃত থাকাতে অশ্বগণের গতিরোধ হইতে লাগিল; সুতরাং সারাসেনগণ সকলেই নিরাপদে পলায়ন করিল, কেবলমাত্র দুই জন বন্দী হইল। সেই সঙ্গে কুইন্‌টিনের বাহুদ্বয়ও রজ্জুবদ্ধ হইল।

কুইন্‌টিন্ দেখিলেন, অশ্বারোহী সৈন্যদলের নায়ক তাঁহার পরিচিত মেটার পাইরির সেই পূর্ব্বোক্ত সহচর, যাহার সহিত প্রভাতে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল; সুতরাং তাঁহার হৃদয়ে মুক্তিলাভার্থ কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইল।

ইতাবসরে সৈন্যদলপতি তাঁহার দলস্থ দুই জনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"ট্রয়-এসচিলস্! ও পেটিট-এণ্ড্রু! তোমরা শীঘ্র অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া এই খৃষ্টানবিদ্বেষী নরাধমকে সম্মুখবর্ত্তী বৃক্ষশাখায় রজ্জুবদ্ধ কর।"

প্রভুর আদেশে সৈন্যদ্বয় মুহূর্ত্তমধ্যে তিনগাছি রজ্জু হস্তে ভূতলে অবতরণ করিল। তদ্দর্শনে কুইন্‌টিনের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তিনি বিনীতভাবে ভয়াকুলিত হৃদয়ে দলপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "মহাশয়! আপনার স্মরণ থাকিতে পারে, অদ্য প্রভাতে মেটার পাইরি ও আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ ও আলাপ-পরিচয় হইয়াছে, আপনি অবগত আছেন, আমি স্কটলণ্ডবাসী; সুতরাং বিদেশী; আর এই সকল ব্যক্তির সহিত আমার কোনরূপ সম্বন্ধ বা আলাপ-পরিচয় নাই।"

দলপতি কুইন্‌টিনের সবিনয় আবেদনে কর্ণপাত করিলেন না। সমাগত কৃষকবৃন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই যুবক কি ঐ সারাসেনাদলে মিলিত ছিল?"

কৃষকেরা একবাক্যে উত্তর করিল—"হাঁ

মহাশয়! এই ব্যক্তিই প্রথমতঃ রাজদণ্ডের অমর্য্যাদা করিয়া ঐ শবদেহের রজ্জু কর্ত্তন করিয়াছিল।

দলপতি। ইহাই যথেষ্ট; ট্রয়-এসচিলিস্! পেটিট্ এণ্ডি! এই যুবক দণ্ডিত অপরাধীর দণ্ডনিবারণচেষ্টায় রাজবিদ্রোহিতা অপরাধে অপরাধী হইয়াছে, ইহাকেও বৃক্ষশাখায় লম্বমান কর।

কুইন্‌টিন্। মহাশয়! ক্ষণকাল আমার দণ্ডবিধান স্থগিত রাখিয়া আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। আমাকে নিষ্কলঙ্ক ভাবে মরিতে দিন। এ জন্যে আমার স্বদেশীয়গণ আপনার নিকট হইতে আমার শোণিতপাতের পরিশোধ লইবে,— পরলোকেও ঈশ্বরের বিচারে আপনি এই নিষ্কলঙ্ক শোণিতপাত জন্য দায়ী হইবেন।

দলপতি। বেশ বেশ আমি আমার কার্য্যের জন্য উভয় প্রকারে দায়ী হইতে প্রস্তুত আছি।

এই বলিয়া অঙ্গুলি-সঙ্কেতে পুনরায় তাঁহার সহচরকে কুইনটিনের উদ্বন্ধনাদেশ প্রদান করিলেন।

কুইনটিন বুঝিলেন, প্রভাতে তিনি ছদ্মবেশী দলপতির হস্তে তরবারি দ্বারা আঘাত করিয়াছিলেন, এক্ষণে তজ্জন্য এই সুযোগে বৈরনির্য্যাতনই তাঁহার উদ্দেশ্য; ইহার নিকট শত অনুনয়ে দয়াভিক্ষালাভের সম্ভাবনা নাই, সুতরাং সরোষে বলিয়া উঠিলেন, "প্রতিহিংসালোভী পাপিষ্ঠ!"

দলপতি শুনিয়া স্বীয় সহচরকে বলিলেন, "ট্রয়-এসচিলিস্! ইহাকে অন্তিমকালোচিত কিঞ্চিৎ শান্তিময় উপদেশপ্রদানানন্তর তোমার অবশিষ্ট নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সমাধা করিও। সৈন্যগণ! আমার সহিত এস।" বলিয়া তিনি কতকগুলি সৈন্যকে রাখিয়া অবশিষ্টগুলির সহিত প্রস্থান করিলেন।

দলপতি প্রস্থান করিলে, কুইনটিন স্বীয় জীবনরক্ষা সম্বন্ধে একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িলেন। জীবন, মৃত্যু, কাল, অনন্ত যেন স্বপ্নবৎ তাঁহার দৃষ্টিহীন নেত্রের সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তিনি ক্ষণকাল বাহ্যজ্ঞানবিরহিত হইয়া রহিলেন; তৎক্ষণাৎ আবার সংজ্ঞালাভ করিলেন; বর্ত্তমান ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তন অনুভব করিলেন। বিদেশে আসিয়া সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ অবস্থায় পরের জীবনরক্ষার্থ শেষে ঘাতুকের কঠিন হস্তে উদ্বন্ধনে তাঁহার প্রাণত্যাগ হইবে এবং সেই দেহ শকুনি, গৃধিনী, শৃগাল, কুক্কুরের ভক্ষ্য হইবে! এই চিন্তায় শোকে, দুঃখে, অনুতাপে তাঁহার নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল। পেটিট্ এণ্ডি সেই দণ্ডেই একহস্তে উদ্বন্ধন রজ্জু লইয়া ও অপর হস্তে কুইন্‌টিনের পৃষ্ঠদেশ ধারণ করিয়া বলিল "যুবক, অগ্রসর হও, মৃত্যুকালে এইরূপ অনুতাপাশ্রু সমগ্র জীবনের পাপপ্রক্ষালন করিয়া থাকে।"

এইরূপ মহাসঙ্কটে পতিত হইয়া নিতান্ত নিরাশব্যঞ্জক দৃষ্টিতে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কুইনটিন্ নিতান্ত করুণস্বরে স্কচ ভাষায় কহিলেন—"এখানে কি এমন কেহ নাই, যিনি সম্রাটের শরীররক্ষক স্কটিস্ তীরন্দাজ লেস্‌ল্যাফ্রেকে বলিবেন যে, তাঁহার ভাগিনেয় নিরপরাধে ঘাতুকের হস্তে অকালে প্রাণবিসর্জ্জন করিতেছে?"

অদূরে একজন স্কটিস তীরন্দাজ দণ্ডায়মান থাকিয়া এই সকল ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, তিনি কুইনটিনের করুণ আবেদন শ্রবণমাত্র অগ্রসর হইয়া পেটিট্ এণ্ডিকে বলিলেন "তোমরা এ কি করিতে উদ্যত হইয়াছ? এই যুবক যদি স্কটলণ্ডবাসী হন, তবে আমি এখানে উপস্থিত থাকিতে তোমরা কখনই উহার প্রাণনাশ করিতে পারিবে না।"

"আমরা অবশ্যই প্রভুর আদেশ পালন করিব", এই বলিয়া পেটিট এণ্ডি কুইনটিনকে ধাক্কা দিয়া সম্মুখে অগ্রসর করাইলেন।

কুইনটিন তাহার স্বদেশীয় স্কটিস্ তীরন্দাজের মুখনিঃসৃত আশ্বাসবাণীশ্রবণে আশ্বস্ত হইয়া সবলে পেটিটকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া স্বপক্ষীয় স্কটিস্ যুবকের নিকট অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে বিনীতভাবে স্কচ ভাষায় বলিলেন,—"মহাশয়! আপনি আমার স্বদেশবাসী, আমার পক্ষ অবলম্বন করিয়া আমায় রক্ষা করুন, আমাকে বন্ধনমুক্ত করুন; তাহা হইলেই আমি আত্মরক্ষায় সমর্থ হইব।"

স্কটিস যুবক তৎক্ষণাৎ অসি নিষ্কোষিত করিয়া কুইন্‌টিনের করবন্ধনরজ্জু ছিন্ন করিয়া দিলেন। কুইন্‌টিন বন্ধনমুক্ত হইবামাত্র একলম্ফে সন্নিহিত এক সৈন্যের হস্ত হইতে সবলে তাহার বর্শা কাড়িয়া লইয়া সবলে সঞ্চালন করিতে করিতে বলিলেন—"যাহার সাধ্য থাকে, সম্মুখে অগ্রসর হও।"

ট্রয় এসচিলিস্ পেটিট এণ্ডিকে বলিল,—"তুমি শীঘ্র দলপতির নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে এই সংবাদ জ্ঞাপন কর; আমি ততক্ষণ ইহাকে অবরোধে রাখিতেছি, সৈন্যগণ! অস্ত্রধারণ কর।"

পেটিট এণ্ডি অশ্বারোহণপূর্ব্বক দলপতির

উদ্দেশে দ্রুতবেগে গমন করিল ; সৈন্যগণ প্রহরণহস্তে সজ্জিত হইল। ইত্যবসরে দুই জন সারাসেন বন্দী অবসর বুঝিয়া তাহাদের অজ্ঞাতসারে পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিল। তৎকালে সম্রাটের স্কটিস শরীর-রক্ষকদলে ও দেশীয় সৈন্যদলে পরস্পর বিদ্বেষভাব সন্ধুক্ষিত ছিল, সুতরাং ফরাসী সৈন্যগণ এই দুই স্কটিস্ যুবকের হস্ত হইতে ট্রয়-এসচিলিস্‌কে নিরাপদ্ করিবার জন্যই বিশেষ সতর্ক হইয়া রহিল। তন্মধ্যে একজন বলিল, "আমাদের সংখ্যা এই দুই জন স্কটিস্ যুবক অপেক্ষা অনেক অধিক, সুতরাং আমরা উহাদিগকে আক্রমণ করি।"

ট্রয়-এস্‌চিলিস তাঁহাদিগকে সঙ্কেতে নিরস্ত হইতে আদেশ করিয়া আগন্তুক ও মধ্যস্থ স্কটিস যুবককে কহিলেন, "মহাশয় ! আপনার এরূপ মধ্যস্থতা প্রোভোষ্ট মার্শেলের প্রতি নিতান্ত অবমাননার পরিচায়ক এবং আপনি রাজদণ্ডের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিতেছেন। এ যুবক বাস্তবিক দয়ার পাত্র নহে : আপনি অপাত্রে দয়াপ্রদর্শন করিয়া দয়াগুণের অপব্যবহার করিতেছেন।"

মধ্যস্থ যুবক। ইনি যদি মনে করেন, আমি ইঁহার সহায়তা করিয়া ইঁহার অনিষ্ট-সাধন করিয়াছি, তাহা হইলে নির্ব্বিবাদে ইঁহাকে আপনার হস্তে প্রত্যর্পণ করিব।

কুইন্‌টিন্। না, না, ঈশ্বর জানেন আপনি বরং স্বহস্তে আমার শিরশ্ছেদ করুন, তাহা হইলে আমার জন্মোচিত মৃত্যু হইবে। আমি আপনার শরণাপন্ন, আপনি প্রথমে আমার অপরাধের বিষয় আদ্যোপান্ত শ্রবণ করুন।

এই বলিয়া তিনি পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি সবিস্তারে বর্ণন করিলেন।

মধ্যস্থ যুবক শুনিয়া বলিলেন,—"কি আশ্চর্য্য ! আপনার এরূপ মৃতব্যক্তিকে বন্ধনমুক্ত করিবার কি প্রয়োজন ছিল ? আপনি দেখিবেন, এ দেশে প্রায় প্রত্যেক বৃক্ষে আঙ্গুরফলের ন্যায় ঐরূপ শবদেহ ঝুলিতেছে। যাহা হউক, (ট্রয় এস্‌চিলিসের প্রতি) মহাশয় ! ইঁহার পক্ষে ইহা নিতান্ত ভ্রান্তি বা অজ্ঞতার কার্য্য হইয়াছে ; তথাপি আমি যথাসাধ্য উঁহার সহায়তা করিব ; আপনি উঁহার ভ্রমপ্রমাদ জন্য উঁহার প্রতি কৃপাপ্রদর্শন করিয়া উঁহাকে ক্ষমা করুন। কারণ, আমাদের স্কটলণ্ড দেশে এরূপ প্রথা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, সুতরাং অজ্ঞতাপ্রযুক্ত ইনি অপরাধী হইতে পারেন না।"

ইত্যবসরে পেটিট এণ্ডি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কহিলেন—"আপনার দেশে এরূপ প্রয়োজন হয় না, সুতরাং এরূপ প্রথাও প্রচলিত নাই। যাহা হউক, প্রোভোষ্ট মার্শেল স্বয়ং আসিতেছেন, তিনি আসিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় করিবেন।"

মধ্যস্থ স্কটিস্ যুবক তদুত্তরে বলিলেন,—"আমারও সহচরেরা এই দণ্ডে এখানে সমবেত হইবে।"

তিনি এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে প্রোভোষ্ট মার্শেল টিস্‌টান্ তাঁহার সৈন্যদলসহ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে অপর দিক্ হইতে পাচ জন স্কটিস তীরন্দাজ সহ স্বয়ং ব্যালাক্রে আবির্ভূত হইলেন।

এই বিষম সাংঘাতিক কালে ব্যালাক্রে ভাগিনেয়ের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ না করিয়া কুইন্‌টিন্ ও তাঁহার সহচর মধ্যস্থ যুবককে আত্মরক্ষায় সশস্ত্রে সজ্জিত দর্শনে বলিয়া উঠিলেন—"কানিংহাম ! তোমাকে ধন্যবাদ ! বন্ধুগণ ! আমার সহায় হও—ভদ্রবংশীয় যুবক আমার আপন ভাগিনেয় ; লিণ্ডেসে ! গাথার, টাইরি ! অস্ত্র-ধারণ কর, আঘাত।"

এইরূপে উভয় পক্ষে একটি খণ্ডযুদ্ধের সূচনা অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল; যদিও ব্যালাক্রের পক্ষে লোকসংখ্যা আটজন মাত্র, কিন্তু তাহাদের বাহুবল ও অস্ত্রকৌশল প্রভোষ্ট মার্শেলের পক্ষীয়গণের অপেক্ষা অনেক অধিক; সুতরাং ব্যালাক্রের পক্ষীয় স্কটিশ বীরগণেরই জয়সম্ভাবনা অধিক। যাহা হউক, এরূপ বিসদৃশ ব্যবহার সম্রাটের পক্ষে নিতান্ত বিরক্তিকর হইবে ভাবিয়া প্রোভোষ্ট মার্শেল নিজ সৈন্যগণকে অস্ত্র সংবরণ করিতে আদেশ করিয়া ব্যালাক্রেকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"অপরাধীর দণ্ডবিধানে আপনার এরূপ অন্তরায় হইবার উদ্দেশ্য কি ?"

ব্যালাক্রে।—আমার কোন উদ্দেশ্য নাই বটে, তবে অপরাধীর প্রাণদণ্ড ও আমার ভাগিনেয়ের হত্যা, এই উভয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে।

প্রোভোষ্ট মার্শেল।—আপনার ভাগিনেয় অপরাধী হইতে পারে, আর ফ্রান্সে প্রত্যেক বিদেশীই ফ্রান্সের ব্যবহারবিধির অধীন।

ব্যালাক্রে।—আমরা স্কটিস তীরন্দাজ—রাজার

শরীররক্ষক, আমাদের বিশেষ ক্ষমতা আছে। কেমন বন্ধুগণ! আমাদের কি বিশেষ ক্ষমতা নাই?

ব্যালাফ্রের পক্ষীয়গণ (একযোগে)। নিশ্চয় আমাদের বিশেষ ক্ষমতা আছে, যে সেই ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করিবে, তাহারি মৃত্যু অনিবার্য্য!

প্রোভোষ্ট মার্শেল।—মহাশয়গণ! আপনারা যুক্তিসঙ্গতভাবে কার্য্য করিবেন, আমার কর্ত্তব্যপালনে বিঘ্ন উৎপাদন করিবেন না। আপনারা যে বিশেষ ক্ষমতার উল্লেখ করিতেছেন, এ যুবক আপনাদের দলভুক্ত নহেন, সুতরাং সে ক্ষমতালাভে ইঁহার অধিকার নাই।

ব্যালাফ্রে।—এ যুবক আমার ভাগিনেয়।

প্রোভোষ্ট।—রাজার শরীররক্ষক দলভুক্ত তীরন্দাজ নহে।

ব্যালাফ্রে। কানিংহামের পরামর্শে বলিলেন—"অদ্য আমাদের দলভুক্ত হইয়াছে।"

প্রোভোষ্ট মার্শেল।· আপনাদের বিশেষ ক্ষমতা আপনারাই বুঝেন; তবে আপনারা রাজার শরীররক্ষক, সুতরাং আপনাদের সহিত বাদবিসংবাদ করা আমাদের উচিত নহে। যাহা হউক, আমি রাজার নিকট এ বিষয় নিবেদন করিব।

এই বলিয়া তিনি স্বীয় অনুচরগণ সহ প্রস্থান করিলেন।

স্কটিস্ তীরন্দাজগণ অতঃপর কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অবশেষে সিদ্ধান্ত হইল, তাঁহারা স্কটিস্ তীরন্দাজ-দল-নায়ক "ক্রফোর্ডকে" বলিয়া কুইন্‌টিনকে স্কটিস্ তীরন্দাজ-দলভুক্ত করিয়া লইবেন।

ব্যালাফ্রে কহিলেন, "আমরা এক্ষণে শুনিতে ইচ্ছা করি, কিরূপে প্রোভোষ্ট মার্শেলের সহিত আমার ভাগিনেয়ের এরূপ সংঘর্ষণ হইল? কারণ, আমরা তাহা হইলে তদনুযায়িরূপে ক্রফোর্ড ও ওলিভারের নিকট এ বিষয় সম্বন্ধে নিবেদন করিবার বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারি।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

—*—

ভালিকাযুক্ত কর

লে-ব্যালাফ্রের এক জন সহচর অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন এবং কুইন্‌টিন ঐ অশ্বে আরোহণ করিয়া তাঁহার মাতুল ও তৎসহচরগণসমভিব্যাহারে প্লেসিস্ দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথে তাঁহার মাতুলকে পূর্ব্ব অধ্যায়ে উল্লিখিত আনুপূর্ব্বিক বিবরণ বর্ণন করিলেন।

ব্যালাফ্রে শুনিয়া কহিলেন—"তুমি অতি নির্ব্বোধের কার্য্য করিয়াছ, খৃষ্টিয়ান্-বিদ্বেষী মুরিস্ * ইহুদীর ঘৃণিত ও রাজদণ্ডে দণ্ডিত শবদেহের উপর হস্তক্ষেপ করিয়া এরূপ অনধিকারচর্চ্চা করিবার আবশ্যক কি ছিল?"

কানিংহাম শুনিয়া সহাস্যে বলিলেন—"বরং কোন রমণীর সম্বন্ধে প্রোভোষ্ট মার্শেলের লোকদিগের সহিত বিবাদ করিলে অনেকটা বুদ্ধিমানের কার্য্য হইত।"

লিণ্ডসে বলিলেন।—প্রোভোষ্ট মার্শেল কি আকৃতি ও পরিচ্ছদে এক জন স্কটিস্ যুবক ও মুরিস্ ইহুদীর প্রভেদ লক্ষ্য করিতে পারিলেন না? ইহাতে তিনি আমাদের প্রতি নিতান্ত অমর্য্যাদাসূচক ব্যবহার করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া উচিত।"

কুইনটিন্ নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঐ মুরিস্‌গণ কে?"

ব্যালাফ্রে বলিলেন।—উহারা দুই এক বৎসরের মধ্যে পঙ্গপালের মত এ দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে; জার্ম্মেনি, স্পেন ও ইংলণ্ডেও ইহাদের দেখিতে পাওয়া যায়। †

---

* আফ্রিকার অন্তঃপাতী "মরোক্কো দেশের অধিবাসী।"

† সকলেই অবগত আছেন যে, এই অসাধারণ মানব-সম্প্রদায় "জিপ্সি" বা বোহিমিয়ান" নামে অভিহিত এবং এখন পর্য্যন্ত প্রায় মানবের আদিম অবস্থায় ইউরোপের প্রায় সকল রাজ্যেই অবস্থিতি করিতেছে। ইহারা যে দেশে অবস্থিতি করে, সেই দেশীয় আচার ও ব্যবহার অনুকরণ করিয়া থাকে, কিন্তু তথাপি জাতিগত পার্থক্য তাহাদিকে দেখিবামাত্র একটি স্বতন্ত্র

এইরূপ কথোপকথনে ও নানাবিধ হাস্য-পরিহাসে তাঁহারা প্লেসিস্ দুর্গ-সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগের দুর্গে প্রবেশার্থ পরিখাবক্ষে সেতু সন্নিবেশিত হইল। সকলে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু কুইনটিন প্রবেশকালে প্রহরিগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইলেন। ব্যালাফ্রে তাঁহার পার্শ্বেই গমন করিতে ছিলেন; তিনি প্রহরিগণকে তাঁহার পরিচয়-প্রদানে শান্ত করিয়া তাঁহাকে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করাইলেন। এক জন প্রহরী কুইনটিনকে ক্রফোর্ডের কক্ষে লইয়া গেল

লর্ড ক্রফোর্ড ফ্রান্সের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ ৬ষ্ঠ চার্লেসের বিশ্বস্ত লর্ড সম্প্রদায়ভুক্ত, স্কটিস্ শরীররক্ষক দলের এক জন অন্যতম কর্ম্মচারী। বাল্যকালে ডগলাসের সহিত সমরে যোগদান করিয়াছিলেন এবং জোয়ান-অফ আর্কের পতাকানুবর্ত্তী হইয়া অশেষ সমরকুশলতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সম্রাট্ লুই তাঁহার সরল ব্যবহার ও রাজভক্তিদর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাকে উন্নত পদমর্য্যাদায় ভূষিত করিয়াছেন। লর্ড ক্রফোর্ড পরিণতবয়স্ক, দীর্ঘাকৃতি ও শীর্ণকায় অথচ অতিশয় বলিষ্ঠ ও সাহসী। তাঁহার কটিবন্ধে একখানি ছুরিকা। তিনি একখানি মৃগচর্ম্মাবৃত পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট ও নিবিষ্টচিত্তে একখানি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিতেছিলেন।

ব্যালাফ্রে কানিংহাম, কুইনটিন ডারওয়ার্ড ও পূর্ব্বোক্ত প্রহরীর সহিত লর্ড ক্রফোর্ডের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তদ্দর্শনে তিনি পাণ্ডুলিপি একপার্শ্বে রাখিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনাদের এখানে আগমনের উদ্দেশ্য কি ?"

ব্যালাফ্রে সসম্ভ্রমে অভিবাদনপূর্ব্বক তাহার ভাগিনেয়-সম্বন্ধীয় সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া তাঁহার শরণ প্রার্থনা করিলেন।

লর্ড ক্রফোর্ড তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "আপনার ভাগিনেয়ের এরূপ অনধিকারচর্চ্চা নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে। তবে অজ্ঞতাবশতঃই এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। যাহা হউক, এখন হইতে উহার সতর্ক হওয়া উচিত। আর আপনার যে প্রোভোষ্ট মার্শেলের সহিত সংঘর্ষ হইয়াছে, ইহাতে আপনার তত দোষ নাই; কারণ, আপনার ভাগিনেয়ের জীবনরক্ষার্থ এরূপ ঘটিয়াছে। আপনি আমাকে সম্মুখস্থিত তালিকাখানি প্রদান করুন, আমি আপনার ভাগিনেয়ের নাম স্কটিস্ তীরন্দাজগণের নামের তালিকাভুক্ত করি।"

কুইনটিন বলিলেন,—"আপনার বিশেষ অনুগ্রহ ও অনুকম্পা! আমার পূর্ব্বে এরূপ কর্ম্মভার গ্রহণে তত দূর ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু আপনাকে দেখিয়া আপনার ন্যায় মহান্ ও বহুদর্শী সদ্বিবেচক প্রভুর অধীনে কর্ম্ম করিতে হইবে জানিয়া সানন্দে কর্ম্মগ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি।"

কুইনটিনের বাক্যে লর্ড ক্রফোর্ড আন্তরিক সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন,—"বেশ বেশ যুবক,

জাতি বলিয়া প্রতীয়মান হয়। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই জাতি বিভিন্ন দলে আবির্ভূত হইয়া ইউরোপের রাজ্যসমূহে আবির্ভূত হয়। মিশর দেশ ইহাদের জন্মভূমি এবং আকৃতিগত সাদৃশ্যে তাহাদিগকে এসিয়া মহাদেশজাত বলিয়া বোধ হয়। তাহারা তাহাদিগের দেশীয় সংস্কারানুসারে নিজমুখে বলিয়া থাকে যে, প্রায়শ্চিত্ত হেতু তাহারা বহুবৎসরকাল নানাদেশে ভ্রমণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তাহাদিগের আকার ইঙ্গিতে তাহাদিগকে ধর্ম্মোদ্দেশে পর্য্যটন করিতেছে বলিয়া বোধ হয় না।

তাহাদিগের পরিচ্ছদ আড়ম্বরপূর্ণ, তাহাদের দলপতিগণ নানাবর্ণে সুরচিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে বিচরণ করে এবং আপনাদিগকে "ডিউক", "কাউণ্ট" বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে, দলের অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ অতিশয় দরিদ্র—তাহাদের আহার্য্য ও পরিধেয় নিতান্ত নিকৃষ্ট ও জঘন্য। তাহারা মৃত জীবদেহ ভক্ষণ করে এবং চীর-বাস পরিধান করিয়া থাকে। তাহাদের গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। চৌর্য্যই তাহাদের উপজীবিকা এবং তাহাদের স্ত্রী জাতির চরিত্র নিতান্ত কলুষিত। পুরুষেরা অনেকেই মৃগয়াসক্ত ও সঙ্গীতপ্রিয় এবং অলস। তাহারা ভাগ্যগণনা, করকোষ্ঠী ও জ্যোতিষে ব্যুৎপন্ন বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করে। অবশেষে নিজে তাহারা দলপুষ্টি হেতু সন্তান অপহরণ অপবাদে সকলেরই সন্দেহ ও ঘৃণাস্পদ হইয়া উঠে এবং রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হয়। যাহারা এই সকল রাজ্যে অবস্থিতি করে, তাহারা রাজাদেশে সর্ব্বত্রই নিপীড়িত ও নির্জ্জিত হইয়া থাকে।

তুমি এখন এক জন উন্নত কর্ম্মচারীর পদে অভিষিক্ত হইলে—তুমি এখন সম্রাটের শরীর-রক্ষক; বেশ সযত্ন ও সতর্কভাবে আপন কর্ত্তব্য পালন করিবে। আপাততঃ তুমি তোমার মাতুলের সহকারিরূপে কার্য্যারম্ভ কর—শীঘ্রই ফ্রান্সের প্রাচীন রাজপতাকা সমরক্ষেত্রে উড্ডীয়মান হইবে, সেই সময়ে সমরক্ষেত্রে তোমার সাহস ও বীরত্বের পরিচয়-দানের উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইবে।"

ব্যালাফ্রে বলিলেন,—"আমি আমার ভাগিনেয়ের এই কর্ম্মপ্রাপ্তি-উপলক্ষে একটি প্রীতিভোজের আয়োজন করিতে ইচ্ছা করি এবং আমার বিশেষ অনুরোধ, আপনি উহাতে যোগদানপূর্ব্বক আমাদের হর্ষ ও উৎসাহবর্দ্ধন করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করেন।"

ক্রফোর্ড। আপনার নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করিলাম, কিন্তু দেখিবেন, যেন সুরাস্রোতে ভাসমান হইয়া কেহ কোনরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা প্রদর্শন না করে।

"সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন", এই বলিয়া ব্যালাফ্রে ভাগিনেয়ের সহিত ক্রফোর্ডের কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভোজের আয়োজনে ব্যাপৃত হইলেন। নানারূপ উৎকৃষ্ট মদিরা ও মৃগয়ালব্ধ মাংসাদি ভক্ষ্য ও পানীয়ে সুবিস্তৃত টেবিল সজ্জিত হইল। কুইনটিন নিজ-পদোচিত উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে ভূষিত হইলেন। যথাসময়ে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়া আহারে উপবেশন করিলেন। মহোল্লাসে গীতবাদ্য সহ পান-ভোজন চলিতে লাগিল। লর্ড ক্রফোর্ড কুইন্টিনকে নিজপার্শ্বে উপবেশন করাইয়া স্বদেশ সম্বন্ধে নানা বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং কুইন্টিনকে নানা সদুপদেশ প্রদানানন্তর বলিলেন, "বন্ধুগণ! তোমরা রাজভক্ত অনুচর; সুতরাং তোমাদিগকে বিশ্বস্তভাবে বলিতেছি, বর্গণ্ডীর ডিউক চার্লসের নিকট হইতে বিপক্ষতাসূচক সংবাদ লইয়া এক দূত আসিয়াছে।" তৎশ্রবণে এক জন বলিলেন, "আমি কাউণ্ট-অফ-ক্রোভসিয়ায়ের শকট, অশ্ব ও তাঁহার অনুচরকে মালবেরি গ্রোভস্থ পান্থনিবাসে দর্শন করিয়াছি; সম্রাট্ তাঁহাদিগকে দুর্গে প্রবেশ করিতে দিবেন না। বিপক্ষতাসূচক সংবাদ লইয়া আসিবার কারণ কি?"

ক্রফোর্ড। সীমান্তপ্রদেশ সম্বন্ধে কতকগুলি অভিযোগজ্ঞাপন; তদ্ব্যতীত ডিউক-অফ-বর্গণ্ডীর আশ্রিতা ও আত্মীয়া এক যুবতী কাউণ্টেস ডিউকের ক্যাম্পোব্যাসো নামক এক প্রিয়পাত্রের সহিত বিবাহিতা হইবার আশঙ্কায় তাঁহার এক প্রৌঢ়া আত্মীয়ার সহিত স্বজন হইতে পলায়ন করিয়া এখানে সম্রাটের শরণাপন্ন হইয়াছেন। সম্রাট্ তাঁহাদিগকে প্রকাশ্য-ভাবে আশ্রয় দিয়া আপন কন্যার সহবাসে রাখেন নাই। আমাদের সম্রাট্ চোরকে চুরি করিতে ও গৃহস্থকে সাবধান হইতে বলেন—তাঁহার এইরূপ কৌশল।

ব্যালাফ্রে। তবে শীঘ্রই সমরানল প্রজ্বলিত হইবার সম্ভাবনা। আমিও ইতঃপূর্ব্বে অন্ততঃ বিংশতিবার ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছি যে, বিবাহ-সম্বন্ধ হইতেই আমাদের পারিবারিক উন্নতি হইবে। আমরা উপাখ্যানের নায়কের ন্যায় যদি সম্মান ও প্রণয়লাভার্থ সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হই, তাহার ফল কি হইবে, কে বলিতে পারে?

ক্রফোর্ড সহাস্যে বলিলেন, "সে রমণী অতুল বিভবশালিনী, কখনই এক জন স্কটিস্ লর্ডকে পতিত্বে বরণ করিবেন না; যদি তাহা হইত, তবে আমি অশীতিবর্ষবয়স্ক হইলেও একবার নিজের জন্য চেষ্টা দেখিতাম।" সমবেত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ বলিলেন, "আমি জানি, সম্রাট্ মধ্যে মধ্যে সেই রমণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন।" অপর এক ব্যক্তি বলিলেন, "আমি ডফিন টাওয়ারে সেই রমণীর সুললিত সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছি; আহা, কি সুন্দর কণ্ঠস্বর!"

ক্রফোর্ড বলিলেন, "দেখ! বেলা অবসানপ্রায় সূর্য্যও অস্তাচলোন্মুখ হইয়াছে; সান্ধ্য উপাসনার জন্য উপাসনামন্দিরে ঘন ঘন ঘণ্টাধ্বনি হইতেছে, আমাদের আপান ভঙ্গ হউক।" এই বলিয়া তিনি মুখমণ্ডলে গম্ভীর ভাব ধারণপূর্ব্বক ব্যালাফ্রেকে কুইন্টিন সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

এ দিকে কাউণ্টেস "ইসাবেল" সম্বন্ধে যাহা কিছু বাদানুবাদ হইতেছিল, কুইন্টিন নিতান্ত অভিনিবেশ সহকারে তৎসমুদয় শ্রবণ করিতেছিলেন। দুর্গমধ্যস্থ এক প্রকোষ্ঠে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় তিনি তথায় গমন করিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। পাঠক সহজেই অনুমান করিবেন যে, ডফিন টাওয়ারে সেই বীণাবাদিনী ও সঙ্গীতকারিণী রমণীর সহিত এই ইসাবেল-নাম্নী পলায়িতা কাউণ্টেসের সাদৃশ্য অবলম্বনে কুইনটিনের উপন্যাসের অবতারণা হইবে—যে রমণী প্রাতে মালবেরি গ্রোভস্থ পান্থনিবাসে

তাঁহার সমক্ষে মেটার পাইরির জন্য ফলের রেকাব আনিয়াছিলেন। কুইন্‌টিন চিন্তাবিষ্টচিত্তে মনশ্চক্ষে নানাবিধ কাল্পনিক দৃশ্য অবলোকন করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার মাতুল তাঁহার সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে সত্বর নিদ্রিত হইতে আদেশ করিয়া কহিলেন - "কল্য প্রাতে আমার সহিত তোমাকে রাজসকাশে উপস্থিত হইতে হইবে।"

সপ্তম অধ্যায়

—*—

দৌত্যকার্য্য

কুইন্‌টিন পার্ব্বত্যদেশবাসী বলিয়া স্বভাব ও অভ্যাসবশতঃ আলস্যবিবর্জ্জিত ছিলেন, প্রত্যূষে সৈন্যগণের বংশীধ্বনি ও প্রহরিগণের অস্ত্রঝঞ্ঝনায় বিনিদ্র হইয়া মাতুলের আদেশানুসারে তাঁহার সহিত রাজদর্শনার্থ স্বীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া মাতুলের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বে ব্যালাফ্রে তাঁহার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে সুসজ্জিতভাবে অপেক্ষা করিতে দেখিয়া নিতান্ত আহ্লাদ সহকারে বলিলেন,—"আমার সহিত আইস এবং সর্ব্বদা আমার পার্শ্বে থাকিও।"

এই বলিয়া তিনি বিচিত্রশিল্পকার্য্যসমলঙ্কৃত ও বর্শাফলকসমন্বিত একটি সুবৃহৎ দণ্ড ধারণ করিয়া কুইনটিন্‌কে সমভিব্যবহারে লইয়া দুর্গপ্রাঙ্গণে সত্বর গমন করিলেন। তথায় অন্যান্য স্কটিস তীরন্দাজগণ সশস্ত্রে স্ব স্ব সহকারিগণসহ যথাস্থানে বিভাগবিন্যস্তরূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ব্যালাফ্রের আদেশানুসারে সকলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রাজসভায় গমন করিলেন। সম্রাট আগতপ্রায় একে একে লর্ড ক্রফোর্ড, কাউণ্ট-অফ্‌ডুনয়, ডিউক-অফ-আর্লিয়ান্স সম্রাটের প্রিয় সচিব জন-অফ-ব্যালু প্রভৃতি রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ আসিয়া স্ব স্ব আসন পরিগ্রহ করিলেন।

ইত্যবসরে ওলিভার * ডেন সভাকক্ষে প্রবেশ করিয়া সম্রাটের আগমনসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যে সম্রাট্ সভাকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

কুইন্‌টিন রাজদর্শনে একান্ত ঔৎসুক্যনিবন্ধন রাজার মুখমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র বিস্ময়ে তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল। তিনি দেখিলেন, ফ্রান্সের সম্রাট্ তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত, যিনি মেটার পাইরি নামধারী রেশম-ব্যবসায়ী বলিয়া তাঁহার নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। সম্রাট্ কুইনটিন্‌কে দর্শনমাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"যুবক! আমি শুনিলাম, তুমি টুরেনে পদার্পণ করিয়া প্রথম দিবসেই কলহ করিয়াছ; সে বিষয়ে তোমার তত দোষ নাই। এক জন বৃদ্ধ রেশম-ব্যবসায়ীই এই অনর্থের মূল; কারণ, তিনি প্রাতঃকালে তোমার দেহ উষ্ণ করিবার জন্য তোমাকে উৎকৃষ্ট সুরাপান করাইয়াছিলেন, যদি তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে দেখাইয়া দিব, আমার শরীররক্ষককে সুরাপান করাইলে কি ফল হয়। ব্যালাফ্রে আপনার আত্মীয় বেশ সুন্দর যুবক, কিন্তু বড় উদ্ধতস্বভাব; আমরা এইরূপ প্রকৃতি পছন্দ করি। আপনার ভাগিনেয়ের জন্মদিনের তারিখ লিখিয়া ওলিভার ডেনকে প্রদান করিবেন।"

ব্যালাফ্রে অভিবাদনে আদেশে জ্ঞাপন করিলেন। কুইণ্টিন্ পূর্ব্বদিন প্রভাতে ছদ্মবেশে সম্রাটের যেরূপ আকৃতি দর্শন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার আকৃতিগত বিভিন্নতা দর্শনে বিস্মিত হইলেন।

সম্রাট্ লুই বাহ্যাড়ম্বরে বীতস্পৃহ ছিলেন; সর্ব্বদা সামান্য পরিচ্ছদে সজ্জিত থাকিতেন; এক্ষণে তিনি সুনীল-মখমল-নির্ম্মিত সুদৃশ্য শিকারীর বেশে সিংহাসনে উপবিষ্ট। তাঁহার কন্যাদ্বয় সহচরিগণসমভিব্যবহারে তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। সম্রাট্ তাঁহাদিগকে বলিলেন—"অদ্য প্রভাতে কি তোমরা মৃগয়াযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াছ? বেশ, অদ্য প্রভাতকাল আমাদের মৃগয়ামোদে অতিবাহিত হইবে। তোমরা যাইয়া অশ্বে আরোহণ কর; ডিউক-অফ-অর্লিয়ান্স! তুমি ইহাদিগকে অশ্বপৃষ্ঠে উঠাইয়া দাও; সমবেত বন্ধুগণ ও রমণীগণ চলুন, আমারও অশ্বারোহণ করি।"

ডুনয় বিনীতভাবে বলিলেন—"আমি আপনাদের এই আমোদের সময় আপনাদিগকে বিরক্ত করিতেছি, তজ্জন্য আমায় ক্ষমা করিবেন—বর্গণ্ডীর রাজদূত তোরণসমীপে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন—তিনি এই

---

* ওলিভার পূর্ব্বে সম্রাটের ক্ষৌরকার ছিলেন, পরে সম্রাটের অনুগ্রহে তাঁহার সচিবপদে উন্নীত হইয়াছিলেন।

দণ্ডেই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য নিতান্ত নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিতেছেন।"

সম্রাট্। এইদণ্ডেই সাক্ষাৎ? আমি ত তোমাকে বলিয়াছি, অদ্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অবসর নাই; কল্য পর্ব্বদিন, সুতরাং আগামী পরশ্ব সাক্ষাৎ করিব—তুমি কি দূতকে এ কথা বল নাই?

ডুয়ন।—আমি তাঁহাকে আপনার আদেশ জ্ঞাপন করাইয়াছি, তথাপি তিনি তাঁহার প্রভু ডিউক্ অফ বর্গণ্ডীর আদেশানুসারে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য নিতান্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে তাঁহার সহচরবর্গের সহিত দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছেন; আর বলিয়াছেন, 'যদি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করেন, তবে তিনি মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত এইরূপেই অপেক্ষা করিবেন এবং আপনি দুর্গের বাহির হইবামাত্র আপনাকে তাঁহার বিশেষ আবশ্যক বক্তব্য বর্ণন করিবেন। বলপ্রয়োগ ব্যতীত তাঁহাকে নিবারণ করিবার উপায়ান্তর নাই। আরও, আপনি প্রত্যাখ্যান করিলে তিনি তাঁহার প্রভুর উপদেশে জগতের সম্মুখে তাঁহার দস্তানা কলঙ্কবদ্ধ করিয়া তাঁহার প্রভুর প্রতিনিধিরূপে ফ্রান্সের অধীনতা অস্বীকার করিয়া অবিলম্বে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবেন।

লুই গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"যদি তাহাই হয় তবে আমাদেরও পতাকা উড্ডীয়মান হইবে।" সম্রাটের বাক্যে যোদ্ধ্মণ্ডলীর সন্নহন ও অস্ত্রঝঙ্কনায় সভাকক্ষ পূর্ণ হইল। কিন্তু পরক্ষণেই সম্রাটের চিত্তপরিবর্ত্তনের সহিত সাধারণ সাময়িক উত্তেজনা মুহূর্ত্তমধ্যে বিলীন হইয়া গেল। সম্রাট্ ভাবিলেন, ইংলণ্ডরাজ ৪র্থ এডওয়ার্ড ডিউক-অফ-বর্গণ্ডীর শ্যালক, সুতরাং বর্গণ্ডীর সহিত এরূপ অস্ত্রবিনিময় ফ্রান্সের পক্ষে নিঃসন্দেহ বিপজ্জনক; এক জন উদ্ধতস্বভাব দূতের বিসদৃশ ব্যবহারে অজস্র শোণিতপাত, প্রজাগণের অশান্তি ও রাষ্ট্রবিপ্লব করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বলিলেন, "দূতকে আমার সম্মুখে আসিতে বল।" দুর্গপ্রাঙ্গণে বংশীরবে বর্গণ্ডী-রাজদূতের দুর্গপ্রবেশ ঘোষণা করিল। অনতিবিলম্বে সাহসী সমরকুশল কাউণ্ট অফ-ক্রেভিসয়ার সশস্ত্রে রাজসভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর স্বর্ণখচিত সুদৃশ্য বর্ম্মে আবৃত; গলদেশে সম্মানজ্ঞাপক পদকমালা। এক জন অনুচর তাঁহার শিরস্ত্রাণ হস্তে ধারণ করিয়া তাঁহার পশ্চাতে এবং এক জন সহচর বর্গণ্ডী-ডিউকের দৌত্য-নিদর্শন-পত্রহস্তে তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। অবশিষ্ট অনুচরগণ প্রাঙ্গণে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

সম্রাট্ রাজদূতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন—"কাউণ্ট-ডিক্রেভিসিয়ার! আপনি সম্মুখে আসুন; আপনি সর্ব্বত্র সুপরিচিত, সুতরাং আর নিদর্শন-পত্র-প্রদর্শনের আবশ্যকতা নাই; আপনি আপনার প্রভুর পরম বিশ্বাসভাজন। তবে এ স্থলে আপনার সশস্ত্র ও বর্ম্মাবৃত হইয়া আসিবার কারণ কি, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না; যাহা হউক, আপনার বক্তব্য অকপটে প্রকাশ করুন।"

কাউণ্ট অভিবাদন করিয়া বলিলেন,—"আপনার সীমাদুর্গের সৈন্য ও কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক বর্গণ্ডীর সীমান্তবর্ত্তী স্থানে নানাবিধ অত্যাচার ও অন্যায় কার্য্যের একখানি তালিকা ডিউক-অফ-বর্গণ্ডী প্রেরণ করিয়াছেন এবং তিনি জানিতে চাহেন আপনি উহার প্রতীকার ও ক্ষতিপূরণ করিবেন কি না?"

সম্রাট্ তালিকাপত্র গ্রহণ করিয়া পাঠান্তে কহিলেন,—"এ সকল বিষয় রাজসভায় বহুকাল পূর্ব্বে মীমাংসিত হইয়াছে, আর কতক অনিষ্ট আমার প্রজাগণ সহ্য করিয়াছে। সুতরাং উহা উভয়তঃ পরিশোধ হইয়াছে। কতকগুলি সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই এবং কতক বা আপনাদের সৈন্যগণ স্বয়ং প্রতীকার করিয়াছে। যদি অবশিষ্ট কিছু থাকে, যদিও তাহা আমাদের আদেশ ব্যতীত হইয়া থাকে, তাহার প্রতীকার সম্বন্ধে যত্নবান হইব।"

ক্রেভিসিয়ার শুনিয়া কহিলেন,—"আমি আমার প্রভুকে আপনার উত্তর জ্ঞাপন করিব। তবে আপনি আমার প্রভুর যথার্থ ন্যায়সঙ্গত অভিযোগের যেরূপ উত্তর প্রদান করিলেন, তাহাতে আমি কোনরূপে আশা করিতে পারি না যে, ফ্রান্স ও বর্গণ্ডীর মধ্যে শান্তি ও সদ্ভাব পুনঃস্থাপিত হইবে।"

সম্রাট্। ঈশ্বরের অভিপ্রায় অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। কেবল শান্তিরক্ষার জন্য, নতুবা আপনার প্রভুর অস্ত্রভয়ে ভীত হইয়া তাহার ভর্ৎসনাবাক্যের এরূপ কোমল উত্তর দান করি নাই। আপনার আর কি বক্তব্য আছে বর্ণন করুন।

কাউণ্ট। আপনার রাজ্যের কতকগুলি দুর্ব্বৃত্ত গুপ্তভাবে নানাবিধ অসদ্ব্যবহারে ফ্লাণ্ডাসের সৎ ও নিরীহ নাগরিকগণের অসন্তোষ উৎপাদন

করিয়া তাহাদিগকে উত্তেজিত করিতেছে; আপনি তাহাদিগকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করুন; আর তন্মধ্যে যে সকল বিশ্বাসঘাতক পলায়ন করিয়া প্যারিস, আর্লিয়ান্স প্রভৃতি ফরাসী নগরে নিরাপদ আশ্রয়স্থান লাভ করিয়াছে; তাহাদিগের প্রতি যথোচিত দণ্ড বিধান করুন—"

সম্রাট। আপনি ডিউক-অফ বর্গণ্ডীকে বলিবেন, "আমি এ সকল বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও অবগত নহি। তবে আমার ফ্রান্সবাসী প্রজাগণের ফ্লাণ্ডার্সের অনেক নগরের সহিত স্বাধীন বাণিজ্য সম্বন্ধ আছে, তাহাতে হস্তক্ষেপ করিলে ডিউক ও আমার উভয়েরই স্বার্থহানি হইবে; আর বহুসংখ্যক 'ফ্লেমিংস' * আমার রাজ্যে নিরাপদে বাস করিতেছে এবং আমার জ্ঞাতসারে তাহারা বর্গণ্ডীর প্রতি বিদ্রোহিতাপরাধে অপরাধী নহে।"

কাউণ্ট। আপনি যদিও এ সকল অভিযোগ অগ্রাহ্য করিতেছেন, কিন্তু বোধ হয় আমার প্রভু আপনার উত্তর সদুত্তর বলিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত হইবেন না, আর তিনি অবিলম্বে তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণাধীনা আশ্রিতা আত্মীয়া কাউণ্টেস্ ইসাবেল ও তাহার আত্মীয়া ও অভিভাবিকা কাউণ্টেস হেমিলাইনকে প্রহরী দ্বারা সুরক্ষিতভাবে বর্গণ্ডীতে প্রেরণ করিতে বলিয়াছেন। উক্ত রমণীদ্বয় তাহাদের অভিভাবক ডিউক অফ বর্গণ্ডীর অজ্ঞাতসারে পলায়ন করিয়া এখানে সমাজ ও ধর্ম্মবিরুদ্ধভাবে গোপনে ফ্রান্সরাজ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছেন। এ বিষয়ে আপনার উত্তর প্রার্থনীয়।

সম্রাট শুনিয়া ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন— "আপনি প্রাতে আপনার দৌত্য-কার্য্য আরম্ভ করিয়া উত্তম করিয়াছেন; কারণ, আপনার প্রভুর কোপে ভীত বা উপদ্রুত হইয়া যাহারা দেশত্যাগী হইয়াছে, যদি তাহাদের প্রত্যেকের পলায়নজন্য আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়, তাহা হইলে দিবা অবসান হইয়া যাইবে; আর কে প্রমাণ করিতে পারে যে, সেই পলায়িতা রমণীদ্বয় আমার রাজ্যে অবস্থিতি করিতেছে। এবং তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিয়াছি অথবা তাহারা যদি ফ্রান্সেট উপস্থিত থাকে, আমি তাহাদের গুপ্তাবাস অবগত আছি।

কাউণ্ট। আমি সে বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিতে পারি, কোন ব্যক্তি সেই পলায়িতা রমণীদ্বয়কে দুর্গসন্নিহিত মালবেরি গ্রোভস্থ পান্থনিবাসে দর্শন করিয়াছে এবং আপনাকেও ছদ্মবেশে তাহাদের সংসর্গে থাকিতে দেখিয়াছে।

সম্রাট। কোথায় সেই সাক্ষ্যদানকারী ব্যক্তি? আমি তাহাকে দেখিতে চাই।

কাউণ্ট। সে ব্যক্তি ইহজগতে নাই; সে এক জন বোহিমিয়ান পর্য্যটক। আপনার প্রোভোষ্ট মার্শেলের অনুচরগণ গতকল্য উদ্বন্ধনে তাহার প্রাণসংহার করিয়াছে?

সম্রাট। এতদূর মিথ্যাপবাদ রটনা। আমি এ সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তথাপি ক্রোধের পরিবর্ত্তে আমি হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেছি না। আমার প্রোভোষ্ট মার্শেল তাহার কর্ত্তব্যানুরোধে এরূপ দস্যু-তস্কর-প্রকৃতি লোকদিগকে প্রত্যহ সংহার করিয়া থাকেন; এরূপ লোকের কথায় কি আমার রাজমুকুট কলঙ্কিত হইবে? আপনার ডিউককে বলিবেন, তিনি যেন তাঁহার প্রিয় সহচরগণকে আপন অধিকারভুক্ত স্থানে রাখিয়া দেন, নতুবা আমার রাজ্যে পদার্পণ করিলে তাহাদের গলদেশ উদ্বন্ধন রজ্জুতে বৃক্ষশাখায় বিলম্বিত হইবে।

কাউণ্ট শুনিয়া অসম্মানব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন, "আমার প্রভুর এইরূপ প্রজার আবশ্যক নাই; কারণ, তিনি তাঁহার প্রতিবেশী বা বন্ধুগণের ভাগ্যসম্বন্ধে ডাইন বা পথচারী ইজিপসিয়ানদিগের কোন সংবাদ রাখেন না।"

সম্রাট। আমরা যথেষ্ট ধৈর্য্য প্রদর্শন করিয়াছি; দেখিতেছি, আমাদের অবমাননাই আপনার আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য। আমরা আমাদের পক্ষীয় কাহাকে ডিউকের ন্যায় পাঠাইয়া দিব, কারণ, আপনার ব্যবহারে বুঝিলাম, আপনি আপনার দৌত্যের নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়াছেন।

কাউণ্ট। আমার বক্তব্য ও কর্ত্তব্য এখনও সমাপ্ত হয় নাই।—এই বলিয়া তিনি সম্রাট ও সমবেত রাজসভাসদ্গণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"আমি কাউণ্ট ফিলিপ ক্রেভিসিয়ার অফ কাডেস, আমার প্রভু ডিউক অফ বর্গণ্ডীর নামে সাধারণ ও প্রকাশ্যভাবে আপনাদের সকলের কর্ণগোচর করিতেছি যে, ফ্রান্সের সম্রাট ১১শ লুইর দ্বারা অথবা তাঁহার সাহায্যে

* বেলজিয়াননিবাসী।

পরামর্শ বা প্ররোচনায় ডিউক অফ বর্গণ্ডী ও তাঁহার প্রিয় প্রজাগণের প্রতি যে সকল অন্যায় অপরাধ ও অত্যাচার হইয়াছে, ফ্রান্স-সম্রাট তৎপ্রতীকারে অস্বীকৃত হওয়ায়, আমার প্রভু তজ্জন্য আমাকে তাঁহার প্রতিনিধি বক্তৃরূপে বলিতে উপদেশ দিয়াছেন, যাহা আমি এস্থলে বলিতেছি যে, তিনি ফ্রান্সের সহিত মিত্রতা ও সম্রাটের আনুগত্য বিচ্ছিন্ন করিলেন এবং ফ্রান্সরাজকে কপটাচারী ও বিশ্বাসঘাতক বলিয়া সম্বোধন ও তাঁহার রাজসম্মানে উপেক্ষা ও তাঁহার মনুষ্যত্বে অবজ্ঞা করিতেছেন। এই বলিয়া স্বীয় দস্তানা হস্ত হইতে উন্মোচিত করিয়া সবলে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন।

এতক্ষণ সভাস্থ সকলেই নির্ব্বাক্ ও নিস্পন্দভাবে রাজদূত ও সম্রাটের বাদানুবাদ শ্রবণ করিতেছিলেন, অকস্মাৎ রাজদূতের স্পর্দ্ধার পরকাষ্ঠা ও রূপ অভাবনীয় দৃশ্য সন্দর্শনে ও ভূতলনিক্ষিপ্ত দস্তানার পতনশব্দে সকলের স্তম্ভিতভাব দূর হইল। সভামধ্যে মহান কোলাহল উপস্থিত হইল। যোদ্ধৃপুঞ্জবগণের মধ্যে কে দস্তানা ভূতল হইতে উঠাইয়া লইয়া রাজদূতের সহিত প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হইয়া ডিউক অফ বর্গণ্ডীর রণ-নিমন্ত্রণ করিবেন—এ বিষয়ে বাদানুবাদ হইতে লাগিল, কেহ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেল! উহার মস্তক দ্বিখণ্ড কর। উহার এতদূর স্পর্দ্ধা যে, সম্রাটের দুর্গমধ্যে সম্রাটের সমক্ষে তাঁহার এরূপ অবমাননা করে!"

সম্রাট গম্ভীরগম্ভীরস্বরে তাহাদিগকে ক্ষান্ত হইতে আদেশ করিয়া তাহাদের উত্তেজনা শান্ত করিলেন! সকলকে নিষেধ করিলেন, যেন কেহ তাহার কেশ স্পর্শও না করে। তৎপরে তিনি রাজদূতকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন,—"আপনার হৃদয় কিরূপ উপাদানে গঠিত যে, আপনি এরূপ বিপজ্জনক কার্য্যে অগ্রসর হইলেন? আর আপনার ডিউকের হৃদয়ের উপাদানই বা ইউরোপের অপরাপর নৃপতিগণ হইতে কত দূর বিভিন্ন যে, তিনি অসম্ভাবিত ও অসাধারণভাবে কলহের এরূপ ছল উদ্ভাবন করিয়াছেন।"

কাউণ্ট। আমার প্রভুর হৃদয় যথার্থই স্বতন্ত্র উপাদানে গঠিত এবং ইউরোপের সকল নরপতি হইতে বিভিন্ন। স্মরণ করিয়া দেখুন, যখন আপনি রাজকুমার মাত্র, নির্ব্বাসিত ও আপনার পিতার প্রতিহিংসায় তাঁহার রাজ্যের সকল শক্তি কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া কোথাও আশ্রয় প্রাপ্ত হন নাই, আমার মহানুভব প্রভু আপনাকে আশ্রয়দানে ও সহোদরনির্ব্বিশেষে আপনার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিলেন। আপনি আপনার সেই মহাপকারের মহানুভবতার এরূপ বিসদৃশ প্রতিদান করিলেন! আমার দৌত্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এক্ষণে বিদায়! এই বলিয়া তিনি দ্রুতবেগে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বীয় অশ্বারোহণার্থ প্রস্থান করিলেন।

সম্রাট বলিলেন,—"আপনারা কেহ দস্তানা লইয়া উহাঁর অনুধাবন করুন। কার্ডিনাল! রাজগণের মধ্যে শান্তিস্থাপন করাই আপনার কার্য্য। আপনি দস্তানা হস্তে গমন করিয়া কাউণ্টকে বুঝাইয়া বলিবেন যে, তিনি সম্রাটের অবমাননা করিয়া গুরুতর পাপকার্য্য করিয়াছেন এবং ইহার শোচনীয় ফলস্বরূপ আমাদিগকে তাঁহার রাজ্যে সমরাভিযান দ্বারা তাঁহার দেশে যে অশান্তি ও দুঃখ-দারিদ্র বিস্তার করিতে বাধ্য হইতে হইবে।"

সম্রাটের বাক্যে কার্ডিনাল ব্যালু সভয়ান্তঃকরণে দস্তানাটি উঠাইয়া লইয়া কাউণ্টের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

সম্রাট কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—"কাউণ্ট অফ-ক্রেভিসিয়ার যদি ও যথেষ্ট পরিমাণে ধৃষ্টতা ও আত্মাভিমানের পরিচয় দিয়াছেন, তথাপি ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি ডিউক অফ বর্গণ্ডীর অতি সুযোগ্য ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী এবং দৌত্যকার্য্যনির্ব্বাহে বিশেষ সাহসী, সূক্ষ্ম ও বিশ্বস্ত। আমি চিন্তা করিতেছি, আমার পক্ষীয় কোন্ ব্যক্তি এরূপ বিশ্বস্তভাবে ও সাহস ও নৈপুণ্যসহকারে আমার দৌত্যকার্য্য সুসম্পন্ন করিবে।"

ডনয় ক্রফোর্ড প্রভৃতি রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ প্রায় একবাক্যে বলিতে লাগিলেন,—"আমরা কোনরূপ সাহসের কার্য্য সম্পাদন দ্বারা আমাদের সাহসিকতার পরিচয় প্রদানে সম্মানে ও গৌরবলাভের অবসর প্রাপ্ত হই না—"

সম্রাট। আমি উদ্ধত স্বভাবের পোষকতা করিয়া ফ্রান্সরাজ্য, রাজসিংহাসন ও আপনাদের ধ্বংসের সূচনা করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। শান্তিময় রাজ্যই সুখময়। ঐ যে কার্ডিনাল প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, দেখি, উনি কি সংবাদ প্রদান করেন।

কার্ডিনাল ব্যালু আসিয়া বলিলেন,—"আমি

যাইয়া কাউণ্টের ঐরূপ প্রগল্‌ভতাপূর্ণ ও স্পর্দ্ধাজনক ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়া তাঁহাকে বলিলাম যে, "আপনি কি সাহসে সম্রাটকে এরূপ ভর্ৎসনা করিলেন? উহা আপনার নিজের দাম্ভিকতার পরিচয়; আপনার প্রভু কখনই এরূপ ব্যবহার প্রদর্শনে উপদেশ প্রদান করেন নাই। সুতরাং আপনার সম্রাটের নিকট দণ্ড গ্রহণ করা উচিত।" কাউণ্ট তখন অশ্বারোহণের উদ্যোগ করিতেছিলেন। তিনি শুনিয়া বলিলেন যে, "যদি শত ক্রোশ দূরে থাকিয়া শুনিতে পাইতাম যে, ফ্রান্সরাজ আমার প্রভুর অপবাদসূচক কোন প্রশ্ন করিয়াছেন, আমি তদ্দণ্ডেই অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিয়া সম্রাটসমক্ষে উপস্থিত হইয়া আমার পূর্ব্বোক্তির পুনরুক্তি করিতাম

সম্রাট শুনিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করতঃ কহিলেন, —"দেখুন! মহাশয়গণ! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কাউণ্টবর্গণ্ডীর কিরূপ সুযোগ্য ও বিশ্বস্ত দূত।

অষ্টম অধ্যায়

—*—

বরাহ-শীকার

কার্ডিনাল ব্যালু সম্রাটের স্বভাবচরিত্র-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও এই ক্ষেত্রে বিষম ভ্রমে পতিত হইলেন। কারণ, তিনি গর্ব্বভরে আপন মনে সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তাঁহারই বাক্‌কৌশলে বর্গণ্ডী রাজদূত দুর্গে অবস্থিতি করিতে প্রলোভিত হইয়াছেন; নতুবা অপর কাহারও মধ্যস্থতায় এ কার্য্য কোনরূপে সম্পাদিত হইত না। আর সম্রাট যে বর্গণ্ডীর ডিউকের সহিত যুদ্ধ স্থগিত রাখিলেন, তাহাও কতকাংশে যেন তাঁহারই উত্তরসাধকতায়। মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া কার্ডিনাল ভাবিলেন, আমি সম্রাটের মহৎ কার্য্যসাধন করিয়াছি; সুতরাং এই বিশ্বাসে বলীয়ান হইয়া তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা সম্রাটের অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইয়া গমন করিতে করিতে আত্মপ্রসাদোৎফুল্লচিত্তে তাঁহার সহিত রাজদূতের দৌত্য ও তাঁহার ব্যবহার সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গ উত্থাপনে যত্নবান হইলেন। কিন্তু ইহা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অবিবেচনা ও অসঙ্গত ব্যবহারের পরিচয়। কারণ, কোন প্রজা রাজকার্য্য সম্পাদন করিয়া স্বীয় যোগ্যতার পুরস্কার বা খ্যাতিলাভার্থ আপন যোগ্যতাব্যঞ্জক গরিমা-সহকারে রাজসকাশে উপনীত হইলে সাধারণতঃ রাজগণ তাহার সংসর্গ ইচ্ছা করেন না। সম্রাটের প্রকৃতি সেইরূপ এবং তাঁহার কোন গুপ্তবিষয়ে ছন্দানুবৃত্তি তিনি ভালবাসিতেন না।

সম্রাট কার্ডিনালের বক্তব্য শ্রবণ করিলেন এবং কোনরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া ডুনয়কে সম্বোধন করিয়া বিদ্রূপাত্মক স্বরে কহিলেন,—"আমরা মৃগয়ামোদ উপভোগ করিতে গমন করিতেছি, আর কার্ডিনাল এই পথিমধ্যে রাজসভাধিবেশন করাইতে চাহেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বে বর্গণ্ডী রাজদূত সম্বন্ধে সমস্ত বক্তব্যই বর্ণন করিয়াছেন। আর, ইনি যেমন আমাদিগের নিকট অপরের গুপ্তরহস্য প্রকাশে ইচ্ছুক, তদ্রূপ ইঁহার ইচ্ছা যে, আমরাও ইঁহার নিকট তদ্বিনিময়ে অপরের রহস্য প্রকাশ করি; সুতরাং সেই ইনি বিশিষ্ট ও সঙ্গতরূপে জানিতে চাহেন—সেই কাউণ্টেসদ্বয় আমাদের রাজ্যে অবস্থিতি করিতেছেন কি না। আমরা তাঁহার এই কৌতূহল-নিবারণে অক্ষমতাবশতঃ অতিশয় দুঃখিত হইলাম। কারণ, আমরা স্বয়ং সে বিষয় অবগত নহি, আর যথার্থই যদি সেই পথভ্রান্তা রমণীদ্বয়—সেই ছদ্মবেশিনী রাজকুমারীদ্বয় সেই দুর্দ্দশাপন্না কাউণ্টেসদ্বয় আমাদের সহবাসে থাকিতেন, তাহা হইলে ডুনয় আপনি বর্গণ্ডী ডিউকের প্রভুত্বব্যঞ্জক ও দম্ভপ্রকাশ দাবাসম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহেন?"

ডুনয়। আমি আপনার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি, যদি আপনি সরলভাবে বলেন, আপনি যুদ্ধ চাহেন, কি শান্তি চাহেন।

সম্রাট। যদি যুদ্ধ ঘোষণাই করি, আর যদি ঐ সুন্দরী ও ধনশালিনী রমণীদ্বয় আমার রাজ্যেই অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য?

ডুয়ন আপনার এমন এক জন অনুচরের সহিত তাঁহার পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন করুন, যিনি তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিবেন, এবং রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।

সম্রাট। (পরিহাস স্বরে) তবে আপনিই বিবাহ করুন। আপনিই উপযুক্ত পাত্র।

ডুয়ন। আমি শুনিয়াছি, আপনার কন্যার সহিত ডিউক অফ আলিয়ান্সের বিবাহ হইবে

সম্রাট। (অদূরে আপন কন্যা ও ডিউক অফ অর্লিয়ান্সকে দেখাইয়া,) ঐ দেখুন, উভয়ে আমাদের বরাহশীকার দর্শন করিবার জন্য অশ্বপৃষ্ঠে গমন করিতেছে। উহারা পরস্পর পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলে দাম্পত্যসুখে সুখী হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে এ সকল প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আমরা শীকারে মনোনিবেশ করি। 'এই বলিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে তূর্য্যধ্বনি করিলেন। তূর্য্যস্বরে বনস্থলী যেন বিকম্পিত হইয়া উঠিল, সারমেয়গণ শীকার উদ্দেশে দ্রুতবেগে ধাবিত হইল। সম্রাটও কুক্কুরগণকে উত্তেজিত করিতে করিতে ২১৩ জন শরীররক্ষকসহ অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তন্মধ্যে সম্রাটের পরিচিত কুইন্‌টিন ডারওয়ার্ড উপস্থিত ছিলেন। সম্রাট কার্ডিনাল ব্যালুর সহিত নানারূপ সরস পরিহাস দ্বারা তাঁহাকে মর্ম্মাহত করিতে লাগিলেন এবং আপন অশ্বকে কখন বা উত্তেজিত, কখন বা সংযত করিয়া, কার্ডিনালের পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া গমন করিতে করিতে তাঁহাকে নানারূপ দুরূহ ও জটিল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া উদ্যস্ত এবং তাঁহাকে উত্তর প্রদানে বাধা করিতে লাগিলেন। কার্ডিনালের অশ্ব অতিশয় তেজস্বী সুতরাং প্রতি মুহূর্ত্তেই তিনি ভূতলে পতনের আশঙ্কায় অত্যন্ত কাতরভাবাপন্ন হইলেন। কিয়ৎকাল মধ্যে তাঁহার অশ্ব অতিশয় উত্তেজিত হইয়া নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খলভাবে চারিপদ ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া লম্ফ প্রদান করিতে করিতে বহুদূরে ধাবিত হইয়া সম্রাটের নয়নপথের অদৃশ্য হইয়া গেল। কার্ডিনাল ভীতিবিহ্বলচিত্তে অশ্বের বল্গা ধারণে অসমর্থ হইয়া দুই হস্তে সবলে উহার কেশর মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ও পদযুগলে উহার উভয় পঞ্জর অবলম্বন করতঃ অবনত দেহে আর্ত্তস্বরে 'রক্ষা কর রক্ষা কর' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। এ দিকে অশ্বও 'পক্ষিরাজ অশ্বের ন্যায় যেন প্রচণ্ডবেগে উড্ডীয়মান হইয়া অনুসৃত বরাহের অতি নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। কার্ডিনাল আপন দেহভার স্থির রাখিতে না পারিয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহার অশ্বের ভীমবেগে প্রতিহত হইয়া ২১৩ জন শীকারী ভূতলশায়ী ও তাহার ক্ষুরাঘাতে ২১৪টি কুক্কুরও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। কার্ডিনাল ভূপতিত হইয়া দেখিলেন, বরাহ বহুদূর হইতে অনুসৃত হইয়া ক্লান্তিবশতঃ ফেনোদ্গিরণ করিতেছে এবং তাঁহার অতি নিকটেই দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কার্ডিনাল প্রাণভয়ে পুনরায় চীৎকার করিতে লাগিলেন; কিন্তু কেহই তাহাতে কর্ণপাত করিল না।

সম্রাট অনতিদূরে থাকিয়া কার্ডিনালের প্রতি ঘৃণার ব্যঞ্জক দৃষ্টিতে শ্লেষোক্তি করিয়া ডুনয়কে কহিলেন, - "দেখুন, কার্ডিনাল কেমন কোমলশষ্পশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন।" কার্ডিনাল যদিও এই শ্লেষোক্তি কর্ণগোচর করিতে পারিলেন না, তথাপি সম্রাটের তাঁহার দিকে ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টিপাত ও তাঁহাকে ভূতল হইতে উত্তোলন সম্বন্ধে নিশ্চেষ্টতা ও ঔদাসীন্য দেখিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। পতনাঘাত গুরুতর না হওয়ায় স্বয়ং ধীরে ধীরে উত্থিত হইতে সচেষ্ট হইলেন। তাঁহার হৃদয় সম্রাটের প্রতি জিঘাংসা ও ক্রোধে পূর্ণ হইয়া উঠিল। ইত্যবসরে সকলেই তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া বরাহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কেবল মাত্র এক জন অশ্বারোহী দর্শকরূপে অদূরে দণ্ডায়মান ছিলেন। শীকারিদল তথা হইতে কিয়দ্দূরে প্রস্থান করিলে তিনি ২১১ জন সহচর সহ কার্ডিনালের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং তাহাকে এইরূপে দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও ভূপতিত দেখিয়া স্বয়ং অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর তাহার জনৈক সহচরকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করাইয়া কার্ডিনালকে উক্ত অশ্বে আরোহণ করাইলেন এবং সম্রাট ও তাঁহার শীকারিদলের এরূপ বিসদৃশ ব্যবহার দর্শনে সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। এই অশ্বারোহী বার্গণ্ডী রাজদূত কাউণ্ট ক্রেভিসিয়ার। শুভক্ষণেই এই নিভৃত সাক্ষাৎকার ঘটিল। কাউণ্ট কার্ডিনালের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। প্রাতে তাঁহাদের পরস্পর অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছিল; কিন্তু কার্ডিনাল সম্রাটের নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। কাউণ্ট এক্ষণে তাঁহার প্রলোভনস্বরূপ তাহাকে বলিলেন,—"ডিউক অফ বার্গণ্ডী আপনার ধীশক্তির বিলক্ষণ প্রশংসা করিয়া থাকেন, আর তিনি সাতিশয় দানশীল, এবং ফ্লাণ্ডার্সের অনেকগুলি ধর্ম্মশালার বৃত্তি তাঁহার হস্তে রহিয়াছে।" কার্ডিনাল একে উক্ত দুর্ঘটনার জন্য সম্রাটের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এক্ষণে জ্বলন্ত অনলে ইন্ধনস্বরূপ কাউণ্টের প্রলোভন বাক্যে সম্রাটের প্রতি তাঁহার বিরাগ শতধা বর্দ্ধিত হইল। তিনি মর্ম্মাহতহৃদয়ে প্রতিজ্ঞা করিলেন, —"সম্রাটকে দেখাইব যে বন্ধু ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি রুষ্ট হইলে তাহা অপেক্ষা ভীষণ শত্রু আর নাই।"

কার্ডিনাল কাউণ্টকে কহিলেন—"আপনি এক্ষণে আমার নিকট হইতে প্রস্থান করুন; কারণ, কেহ দেখিলে আমাদের উভয়কেই সন্দেহ করিবে, আর আপনি সন্ধ্যার পর সেণ্ট মার্টিন মঠে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।"

এ দিকে সম্রাট বরাহের অনুসরণক্রমে সহচরগণের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া একাকী বহুদূরে এক জলাভূমিতে যাইয়া পড়িলেন এবং শীকারিজনোচিতবহুদর্শিতা ও সাহসসহকারে ঐ ভীষণ জন্তুর সমীপবর্ত্তী হইয়া উহার প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু আঘাত তত দূর গুরুতর হইল না। অশ্বও বরাহদর্শনে ভীত হইয়া আর অগ্রসর হইল না, সুতরাং সম্রাট অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে একখানি সুতীক্ষ্ণ দীর্ঘ ছুরিকা হস্তে বরাহের দিকে অগ্রসর হইলেন। বরাহ কুক্কুরদিগকে অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে আক্রমণোদ্দেশে তাঁহার দিকে ধাবিত হইল। ঐ স্থান আর্দ্রতাবশতঃ অতিশয় পিচ্ছিল থাকায় সম্রাটের পদ স্খলিত হইল, তিনি ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহার ছুরিকাঘাতে শূকরের গ্রীবাস্থিত কয়েকগাছি লোমমাত্র ছিন্ন হইল। সম্রাটের জীবন সঙ্কটাপন্ন। কারণ, বরাহ তাঁহার বিনাশার্থ তৎক্ষাৎ তাঁহার দিকে গতি সঞ্চালিত করিল। এদিকে কুইন্‌টিন সম্রাটের তূর্য্যধ্বনি উদ্দেশে সেই মুহূর্ত্তে তথায় উপস্থিত হইয়া হস্তস্থিত বর্শাতে বরাহকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। সম্রাট্ও ইতাবসরে দণ্ডায়মান হইয়া অসির আঘাতে বরাহের কণ্ঠদেশ ছিন্ন করিয়া কুইন্‌টিনকে কহিলেন—"বা যুবক! তুমি বেশ শীকারকুশলতা প্রদর্শন করিয়াছ। মেটার পাইরি তোমাকে পূর্ব্ববৎ একটি উত্তম ভোজ দান করিবেন। তুমি নীরব রহিলে কেন?"

কুইন্‌টিন অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন; তিনি তাঁহার প্রভুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন অপেক্ষা তাঁহার প্রতি ভয় ও ভক্তি প্রদর্শন করিতে শিখিয়াছিলেন। সুতরাং সম্রাটের এই নিমন্ত্রণে তিনি তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপনে পশ্চাৎপদ হইয়া সংক্ষেপে ও বিনীতভাবে বলিলেন,—"আমি আপনার উন্নত পদমর্য্যাদা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতাবশতঃ ওরূপ দুঃসাহসের কার্য্য করিয়াছিলাম, তজ্জন্য আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।"

সম্রাট। তোমার সাহস ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির জন্য তোমাকে আমি ক্ষমা করিয়াছি, আমি বিস্মিত হইয়াছি যে, তুমি প্রোভোষ্ট মার্শেল ট্রিষ্টানকে ওরূপ আঘাত করিয়াছিলে; তাহার নিকট হইতে সতর্ক থাকিও। এক্ষণে আমায় অশ্বারোহণে সাহায্য কর। আমি তোমায় পছন্দ করি এবং তোমার মঙ্গলসাধন করিব। আমা হইতেই তোমার ভাগ্যগঠন হইবে, আর কাহারও অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিও না; আর কাহার নিকট ব্যক্ত করিও না যে, তুমি আমার এই শীকারে এইরূপ সহায়তা করিয়াছ।

এই বলিয়া সম্রাট তূর্য্যধ্বনি করিবামাত্র ডুনয় প্রভৃতি সহচরগণ আসিয়া তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইলেন এবং সম্রাট এরূপ বৃহদাকার বরাহ বধ করিয়াছেন দেখিয়া সকলে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সম্রাট বলিলেন—"এই বরাহ টিসেণ্ট মার্টিনের মঠে পাঠাইয়া দিন, সেখানে যাজকভ্রাতৃগণ অবকাশ দিবসে উহা ভক্ষণ করিবে, আর আপনারা কেহ কার্ডিনালকে দেখিয়াছেন কি? তাহাকে বনমধ্যে ফেলিয়া যাওয়া বড়ই গর্হিত কার্য্য।"

কুইন্‌টিন বলিলেন,—"আমি তাঁহাকে অশ্বপৃষ্ঠে বনভূমি হইতে প্রস্থান করিতে দেখিয়াছি।"

সম্রাট। ঈশ্বর সকলেরই জন্য ব্যবস্থা করিয়া দিয়া থাকেন। লর্ডগণ! দুর্গে প্রতিগমন করুন, অদ্য আর শীকারের আবশ্যকতা নাই, আর কুইন্‌টিন! তুমি আমার ছুরিখানি উঠাইয়া দাও, উহা কোষ হইতে স্খলিত হইয়াছে। ডুনয়! আপনি অগ্রসর হউন, আমি পশ্চাৎ গমন করিতেছি।

সকলে অগ্রসর হইলে সম্রাট কুইন্‌টিনকে সকলের অলক্ষ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—"যুবক! তোমার বেশ তীক্ষ্ণদৃষ্টি; তুমি কি বলিতে পার, কে কার্ডিনালকে অশ্বসাহায্য করিয়াছে? আমার বোধ হয়, কোন অপরিচিত ব্যক্তি। কারণ, আমার সহচরেরা সকলেই শীকারে ব্যস্ত ছিল, সুতরাং উহার বিষয়ে লক্ষ্য করিতে পারে নাই।"

কুইন্‌টিন কহিলেন,—"আমি অতিশয় তীব্রবেগে অশ্ব চালনা করিতেছিলাম, সুতরাং একবার মাত্র দূর হইতে কটাক্ষপাতে দেখিয়াছি। আমার বোধ হয়—বর্গণ্ডীর রাজদূত।"

লুই বলিলেন.—হাঁ হাঁ, বেশ, তাই হোক, ফ্রান্স তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিবে।

অনন্তর সম্রাট সদলে দুর্গে প্রতিগমন করিলেন।

নবম অধ্যায়

— * —

প্রহরী

কুইন্‌টিন স্বীয় প্রকোষ্ঠে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক বেশ-পরিবর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার মাতুল তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে মৃগয়া-সংক্রান্ত বিবরণ বর্ণন করিবার জন্য আদেশ করিলেন।

কুইন্‌টিন জানিতেন, তাঁহার মাতুলের বুদ্ধিবলের অপেক্ষা বাহুবলই অধিক। সুতরাং তিনি সম্রাটের বরাহশীকারে আপনার কৃতিত্বের বিষয় আলাপ করিয়া সম্রাটের মৃগয়া-নৈপুণ্যের বিষয় বর্ণন করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে তাঁহার প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশে করাঘাত হইল এবং দ্বার উন্মুক্ত হইবামাত্র ওলিভার ডেন কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিতে শীর্ণ ও খর্ব্বাকার, তাঁহার বদনমণ্ডল বিশুষ্ক ও নিষ্প্রভ; কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি অতিশয় তীক্ষ্ণ ও তিনি অতিশয় অব্যবস্থিতচিত্ত। তাঁহার প্রকৃতি ও আচরণ কতকাংশে গৃহপালিত মার্জ্জারের ন্যায়। সে মার্জ্জার কপট নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিয়া অত্যল্প সভয় ও নিঃশব্দপদসঞ্চারে গৃহমধ্যে পদচালনা করিয়া মূষিকের গর্ত্তমধ্যে কোন হতভাগ্য মূষিকের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করে এবং আদরের প্রত্যাশায় প্রভুর গাত্রে স্নেহে আপন গাত্র ঘর্ষণ ও লাঙ্গুলস্পর্শ করাইয়া অবশেষে শীকারের উপর সলম্ফে পতিত হয় কিংবা তাহার আদরের পদার্থকে নখাঘাত করে।

তিনি বিনয়াবনত বদনে ও অধোদৃষ্টিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রভূত শিষ্টাচারসম্মিত বিনয়গভ-বাক্যে ব্যালাফ্রেকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন,—"আপনার ভাগিনেয় মৃগয়া ব্যাপারে সম্রাটের যেরূপ চিত্তাকর্ষণ করিয়াছেন, তদ্দর্শনে আমি পরম সুখী হইয়াছি।"

ব্যালাফ্রে শুনিয়া কহিলেন—"সম্রাট আমার ভাগিনেয়ের পরিবর্ত্তে আমাকে লইয়া যাইলে আমি তাঁহার পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহার মৃগয়াকার্য্যে প্রচুর পরিমাণে সহায়তা করিতে পারিতাম; সম্রাটের পক্ষে ইহা নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে।"

ওলিভার। আপনি শুনিয়া নিঃসন্দেহই সন্তুষ্ট হইবেন যে, সম্রাট আপনার ভাগিনেয়ের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হওয়া দূরে যাক বরং অদ্য বৈকালে কোন বিশেষ কার্য্য সম্পাদনের জন্য তাঁহাকেই পছন্দ করিয়া নিযুক্ত করিয়াছেন।"

ব্যালাফ্রে। (সবিস্ময়ে) পছন্দ! তাহাকে না আমাকে? বোধ হয় আমাকেই নির্ব্বাচন করিয়াছেন।

ওলিভার। না মহাশয়! সম্রাট কোন বিশিষ্ট কার্য্যভার নিতান্ত বিশ্বস্তভাবে আপনার ভাগিনেয়ের উপরই অর্পণ করিবেন।

ব্যালাফ্রে। কেন? কি জন্য? কি কারণে আমাকে পছন্দ না করিয়া এই বালককে পছন্দ করিলেন কেন?

ওলিভার। "সম্রাটের অভিরুচি! তবে যদি আমাকে, কাল্পনিক উত্তর প্রদান করিতে হয়, তবে আমি অনুমানে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, তাঁহার উদ্দেশ্য আপনার ভাগিনেয়ের ন্যায় যুবক দ্বারা সুসম্পন্ন হইবে; আপনার ন্যায় প্রবীণ বহুদর্শী ব্যক্তির তত আবশ্যক নাই। (তৎপরে কুইন্‌টিনকে সম্বোধন করিয়া) যুবক! তুমি সশস্ত্রে আমার অনুগমন কর, আর তোমার আগ্নেয়াস্ত্রও সঙ্গে লইও। কারণ, তোমাকে প্রহরীর কার্য্য করিতে হইবে।

ব্যালাফ্রে। কি প্রহরী?—আমাদের ন্যায় গণ্য মান্য ও অন্ততঃ দ্বাদশ বৎসর সম্রাটের শরীররক্ষকের কার্য্য না করিলে ত কাহারও প্রহরীর কার্য্য করিবার অধিকার নাই। বিশেষতঃ আমার ভাগিনেয় এখনও তীরন্দাজের পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হয় নাই। এখনও আমার অধীনে শিক্ষানবীশ মাত্র।

ওলিভার। সম্রাট্ স্বয়ং অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে আপনার ভাগিনেয়ের নাম স্বহস্তে তাঁহার শরীররক্ষকদলের তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। আপনি এক্ষণে উহার সাজসজ্জার সহায়তা করুন, আমি আর বিলম্ব করিতে পারি না।

ব্যালাফ্রের হৃদয়ে কোনরূপ ঈর্ষ্যাভাব ছিল না এবং তাঁহার প্রকৃতি নীচাশয়তাপূর্ণ নহে; সুতরাং তিনি ভাগিনেয়ের স্বল্পকালমধ্যে এরূপ অসম্ভাবিত সৌভাগ্যসঞ্চারে নিরতিশয় সন্তুষ্ট ও বিস্ময়াপন্ন হইলেন মাত্র, এবং তাঁহার বেশবিন্যাসে সহায়তা করিয়া তাঁহাকে আবশ্যকীয় উপদেশ প্রদান করিলেন।

তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ও কল্পনাপ্রিয় কুইন্‌টিন কল্পনার

মোহিনীশক্তিবলে হৃদয়পটে আশু উন্নতির বিচিত্র সুখচিত্র অঙ্কিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—"বরাহ-বধ-রহস্য গোপনই আমার আশু ভবিষ্যৎ উন্নতির সোপান। এই রাজসংসারে জিহ্বা ও অন্তর সর্ব্বদা সংযত রাখিতে হইবে।" এরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি বেশবিন্যাস সমাপন করিয়া ওলিভারের অনুগমন করিলেন।

বালাফে কিয়ৎক্ষণ বিস্মিত ও কৌতূহলাক্রান্ত-হৃদয়ে একদৃষ্টে উভয়ের দিকে চাহিয়া থাকিয়া তাঁহারা দৃষ্টিপথের অতীত হইলে একপাত্র সুরা গলাধঃকরণ করিয়া অর্দ্ধশায়িতভাবে উপবেশনপূর্ব্বক নিদ্রিত হইলেন।

এ দিকে ওলিভার প্রকাশ্যপথে কুইন্‌টিন্‌কে না লইয়া গিয়া গুপ্তপথে ও গুপ্তসোপান দ্বারা একটি বিস্তৃত দালানে লইয়া গেলেন। এই দালানটি বেশ সুসজ্জিত ও 'রোলাণ্ড হল' নামে বিখ্যাত।

ওলিভার কুইন্‌টিনকে কহিলেন,—"সম্রাটের আদেশক্রমে এই স্থানে তোমায় প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে, তোমার বন্দুকটি সজ্জিত করিয়া রাখ। তোমাকে অধিকক্ষণ এখানে থাকিতে হইবে না। ঐ সম্মুখস্থিত গ্যালারি পর্য্যন্ত তোমার পদচারণ করিবার সীমা; তুমি ইচ্ছামত স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে পারিবে, কিন্তু উপবেশন ও অস্ত্র-ত্যাগ করিতে পারিবে না। তুমি তবে সতর্কভাবে প্রহরীর কর্ত্তব্য পালন কর; আমি চলিলাম।" এই কথা বলিয়া ওলিভার প্রস্থান করিলেন।

ওলিভার প্রস্থান করিলে কুইনটিন স্বগতঃ অস্ফুট-স্বরে বলিতে লাগিলেন—"প্রহরীর কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে। কাহার উপর এবং কাহার বিরুদ্ধে প্রহরীর কার্য্য! এখানে ত কয়েকটি করপক্ষ ও মূষিক ভিন্ন জন-প্রাণীও নাই।" এই বলিয়া তিনি অনুচ্চস্বরে আত্ম-প্রসাদসূচক সঙ্গীতধ্বনি করিতে করিতে পদচারণা করিতে লাগিলেন। ক্রমে বেলা ২ ঘটিকা অতিক্রান্ত হইল। তিনি ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন।

শ্রুতিমধুর-সুললিতস্বর-মাত্রেরই স্বভাবতঃ এরূপ মোহিনীশক্তি যে, উহা নিতান্ত উৎকট চিত্তচাঞ্চল্যও দূরীভূত করিয়া চিত্তের স্থৈর্য্য স্থাপন করিয়া থাকে। ক্ষুৎপিপাসাতুর কুইন্‌টিনেরও ক্ষুধাতৃষ্ণা অন্তর্হিত হইল। দালানের অপর পার্শ্বে দুইটি সুবৃহৎ দ্বার উন্মুক্ত ছিল। এই দ্বারদেশেই তাঁহার পদচারণার সীমা, সুতরাং তিনি এই সীমান্তবর্ত্তী হইবামাত্র পার্শ্ব-বর্ত্তী গৃহাভ্যন্তর হইতে মধুর বীণাঝঙ্কারসুললিত রমণীকণ্ঠের অমৃতায়মান সঙ্গীতধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। এই সঙ্গীতধ্বনি পূর্ব্বদিবসে তাঁহার মনপ্রাণ হরণ করিয়াছিল। পূর্ব্বদিবস প্রাতে তিনি যে বীণাঝঙ্কার-মিশ্রণ ললিত-মধুর-সঙ্গীতে যেন মন্ত্রমুগ্ধ বা স্বপ্নদৃষ্ট সুপ্তের ন্যায় আত্মহারা হইয়া স্বপ্নরাজ্যের কতই সুখের চিত্র দেখিয়াছিলেন,—নানা কার্য্যে নিয়োগনিবন্ধন যদিও সেই স্বপ্ন বিলীন হইয়াছিল, তথাপি এই সঙ্গীত শ্রবণে পূর্ব্ব-স্বপ্নস্মৃতি আবার জাগিয়া উঠিল। তিনি আগ্নেয়াস্ত্র স্কন্ধে স্থাপন করিয়া যেন মূলনিবদ্ধ তরুর ন্যায় দ্বারদেশে চিত্রার্পিতবৎ নিস্পন্দভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

রমণীর মধুর সঙ্গীতস্বরলহরী অস্ফুটভাবে তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়া তাঁহার হৃদয় সম্মোহিত করিতে লাগিল। সঙ্গীতের মোহিনীশক্তি ও রূপসীর রূপজ মোহিনী মাধুরী কল্পনার নিকট বড়ই মনোরম ও আনন্দোচনায় সুখজনক; বিশেষতঃ যখন ইঁহাদের সম্মোহন দূর হইতে আংশিক প্রকাশিত ও কল্পনায় পরিস্ফুট ও পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। সঙ্গীত-তরঙ্গে কুইন্‌টিনেরও কল্পনাস্রোত এতদ্রূপে প্রবহমান হইতেছিল। তাঁহার মাতুলের সহচরগণের প্রমুখাৎ যাহা শুনিয়াছিলেন এবং পূর্ব্বদিবস প্রাতে স্বয়ং যাহা দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে এই গায়িকা রমণীকে সেই ছদ্মবেশিনী ও নিরাশ্রয়া কাউণ্টেস্ বলিয়া স্থির করিলেন। যাহার জন্য অসংখ্য বর্শা-ফলক ও উজ্জ্বল সমরানলে শীঘ্রই চতুর্দ্দিক পরিব্যাপ্ত হইবার সম্ভাবনা। তাঁহার ন্যায় যুবকের বয়োধর্ম্মসুলভ কতই উচ্ছৃঙ্খল চিন্তা ও কল্পনাস্রোত তাঁহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে প্রবাহিত ও পরিপুষ্ট হইয়া প্রকৃত দৃশ্যসম্বন্ধীয় পূর্ব্বাভাসগুলি তাঁহার মনশ্চক্ষু হইতে অন্তর্হিত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে উদ্‌ভ্রান্তকারী কুহেলিকাজাল বিস্তার করিতে লাগিল। এমন সময়ে এক ব্যক্তি সহসা তাঁহার আগ্নেয়াস্ত্র ধারণ করিয়া পরিহাসস্বরে তাঁহাকে বলিলেন—"যুবক! তুমি কি তন্দ্রাবিষ্টভাবে প্রহরীর কার্য্য সম্পাদন করিতেছ?"

কুইন্‌টিন পূর্ব্ববৎ চিন্তাবিষ্টভাবে সবলে তাঁহার কবল হইতে আপন আগ্নেয়াস্ত্র মুক্ত করিয়া লইলেন।

তাঁহার চমক হইল। সম্মুখে মেটায়পাইরিকে সহসা দর্শন করিয়া ও সম্রাটের প্রতি বলপ্রয়োগ করিয়াছেন দেখিয়া তিনি সাতিশয় ভীত ও লজ্জিত হইলেন এবং পুনর্ব্বার বন্দুকটি স্কন্ধে স্থাপন করত সম্রাটের সম্মুখে নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

সম্রাট্ স্বভাবতঃ ভীষণপ্রকৃতি বা নিন্দয় ছিলেন না, তবে কঠোরতাপূর্ণ কূট রাজনীতি পরিচালন ও সন্দিগ্ধচিত্ত নিবন্ধন তিনি অত্যাচারী বলিয়া পরিগণিত হইতেন এবং রাজকার্য্য ব্যতীত অন্য বিষয়-সম্বন্ধীয় কথোপকথনকালেও তাঁহার কঠোরতার পরিচয় পাওয়া যাইত এবং বর্ত্তমান ঘটনার ন্যায় কোনরূপ ঘটনা সংঘটিত হইলে তিনি অপরাধীকে নিগৃহীত করিয়া আনন্দানুভব করিতেন, কিন্তু কুইন্টিনের কার্য্যে তিনি সেরূপ বিচার না করিয়া বরং প্রসন্নভাবে বলিলেন—"অদ্য প্রাতে তুমি যাহা করিয়াছ, তাহাতে তোমার এই কর্ত্তব্যের অবহেলা উপেক্ষণীয় হইতে পারে। তোমার আহার হইয়াছে ?"

কুইন্‌টিন ভাবিয়াছিলেন, দণ্ডগ্রহণার্থ তিনি নিশ্চয়ই প্রোভোষ্ট মার্শেলের নিকট প্রেরিত হইবেন; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে সম্রাটের এইরূপ সস্নেহসম্ভাষণে নির্ভয়চিত্তে বলিলেন— "না।"

সম্রাট্ শুনিয়া স্নেহগর্ভবাক্যে কহিলেন—"এখন পর্য্যন্ত আহার না হওয়ায় তুমি ক্ষুধায় এরূপ তন্দ্রাবিষ্ট হইয়াছিলে, তুমি ত ব্যাঘ্রের মত ক্ষুধার্ত্ত; আমি তোমাকে এক বনাপশুর হস্ত হইতে মুক্ত করিব, তুমি যেমন অদ্য প্রাতে আমাকে মুক্ত করিয়াছিলে। তুমি অতিশয় বিজ্ঞের ন্যায় কার্য্য করিয়াছিলে, সে জন্য তোমায় ধন্যবাদ দিতেছি। তুমি কি আর কঘণ্টা কাল ক্ষুধা সহ্য করিয়া থাকিতে পারিবে না ?"

কুইন্‌টিন। এক ঘণ্টা কেন! এক দিনও পারি।

সম্রাট্। এক ঘণ্টার অধিক আর তোমায় ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে না; দেখ, অদ্য আমি কার্ডিনাল ব্যালু ও বর্গণ্ডী-রাজদূতকে আমার সহিত অতি গোপনে ভোজন করিতে নিমন্ত্রণ করিব। হয় ত কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে, সুতরাং তোমাকে সশস্ত্র প্রস্তুত হইয়া বর্গণ্ডী-দূতের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং তাহার ব্যবহারে কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতা দেখিলেই তাহাকে গুলী করিয়া হত্যা করিবে।

কুইন্‌টিন্। এরূপ সুরক্ষিত দুর্গে বিশ্বাসঘাতকতা রাজবিদ্রোহের পরিচয়।

সম্রাট্ প্রহরিগণের রাজবিদ্রোহ কে নিবারণ করিবে ?

কুইন্‌টিন। স্কটিসগণ।

সম্রাট্। তোমার বাক্যে পরম প্রীত হইলাম; স্কটিসগণ চিরবিশ্বস্ত। কিন্তু দেখ, রাজদ্রোহ ও বিশ্বাসঘাতকতা আমাদের শয়নে, ভোজনে, পানপাত্রে, সভাসদগণের ওষ্ঠে, সদস্যগণের আস্যে, মিত্রভাবাপন্ন শত্রুর হৃদয়ে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করে। আমি কাহাকেও বিশ্বাস করি না, আমি সেই দাম্ভিকপ্রকৃতি কাউণ্ট ও কার্ল্টেসের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিব; আর যে মুহূর্ত্তে আমি বলিব, 'স্কটলণ্ড! অগ্রসর!'—তুমিও সেই মুহূর্ত্তে কাউণ্টকে গুলীর আঘাতে নিহত করিবে।

কুইন্‌টিন। আপনার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইলে উহা আমার অবশ্যকর্ত্তব্য, তবে আমার প্রগল্‌ভতা ক্ষমা করিবেন। যদি আপনি বর্গণ্ডীদূতকে এতই অবিশ্বাস করেন, তবে তাহাকে গোপনে আপনার এত নিকটে প্রবেশাধিকার প্রদান করিবার—

সম্রাট্। এমন অনেক প্রকার বিপদ আছে, যাহাদের সম্মুখীন হইবামাত্র তাহারা অদৃশ্য হইয়া যায়; আবার এমনও হইয়া থাকে যে, কোন ভাবী বিপদের আশঙ্কায় সেই বিপদ্ বাস্তবিক নিশ্চয়ই আসিয়া উপস্থিত হয়। সাহসের সহিত একটি কর্কশস্বভাব কুকুরের নিকট অগ্রসর হইয়া তাহার গাত্রে হস্তার্পণ পূর্ব্বক তাহাকে আদর করিলে বোধ হয় দশটির মধ্যে নয়টিকে শান্ত ও বশীভূত করা যায়। আর তাহার বিকট বদনব্যাদান ও চীৎকারের ভয়ে সঙ্কোচভাব প্রদর্শন করিলেই সে এক লম্ফে আক্রমণ করিয়া গলদেশে দংশন করিবে। আমি তোমাকে সরলভাবে বলিতেছি যে, এই কাউণ্ট আমাদের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া তাহার উষ্ণমস্তিষ্ক প্রভুর নিকট গমন করিয়া তাহাকে বৈরনির্য্যাতনার্থ উত্তেজিত করে নাই। সুতরাং আমি তাহার সহিত এরূপ ব্যবহার করিতেছি। আমি আমার রাজ্যের সুখ ও শান্তির জন্য কখন বিপদের সম্মুখীন হইতে পশ্চাৎপদ হই নাই। এক্ষণে আমার অনুগামী হও।

এই বলিয়া সম্রাট কুইন্টিনের প্রতি অনন্যসাধারণ অনুগ্রহ ও অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া তাহাকে নানা গুপ্তদ্বার ও গুপ্তপথ দিয়া লইয়া যাইতে যাইতে বলিলেন—"যিনি রাজসংসারে উন্নতিলাভ করিতে ইচ্ছা

করেন, তাঁহার এই সকল গুপ্তদ্বার, গুপ্তপথ, গুপ্তসোপান ও চোরাগর্ত্ত প্রভৃতি জানিয়া রাখা উচিত।"

অনন্তর সম্রাট্‌ তাঁহাকে লইয়া একটি ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কক্ষমধ্যে একটি টেবিলে তিন জনের ভোজনার্থ তিনটি আসন এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্রে আহার্য্য সজ্জিত এবং কুইন্টিনের পূর্ব্বোক্ত রাজাজ্ঞা-পালনার্থ অদৃশ্যভাবে উপবেশন করিবার জন্য এই টেবিলের পশ্চাতে একখানি আসন গুপ্তভাবে রক্ষিত। কুইন্‌টিন নির্দ্দিষ্ট আসন পরিগ্রহ করিলেন।

সম্রাট্‌ বলিলেন—"যুবক! সঙ্কেতবাক্যানুসারে তৎক্ষণাৎ আমার আদেশ পালন করিবে। যদি লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হয়, তাহাকে আক্রমণ করিয়া ছুরিকা দ্বারা তাহার কণ্ঠচ্ছেদ করিবে। ওলিভার ও আমি উভয়ে কার্ডিনালের নিপাতসাধন করিব।"

এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া সম্রাট বংশীধ্বনি দ্বারা ওলিভারকে আহ্বান করিবামাত্র ওলিভার আর দুই জন বৃদ্ধ অনুচরের সহিত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। সম্রাট্‌ আসন পরিগ্রহ করিলে কাউণ্ট ও কার্ডিনাল আসিয়া কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। কুইনটিন সকলের অলক্ষ্যে গুপ্তস্থানে থাকিয়া গৃহমধ্যস্থ তাবৎ বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

সম্রাট্‌ অতিশয় সমাদরে ও বিশেষ আন্তরিকতার সহিত কাউণ্ট ও কার্ডিনালের অভ্যর্থনা করিলেন। তদ্দর্শনে কুইন্টিন্‌ নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—সম্রাট্‌ আমার প্রতি যেরূপ কর্ত্তব্যনির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে ইঁহাদের সহিত সম্রাটের ব্যবহারে আমার সেরূপ কর্ত্তব্যপালন বোধ হয় অনাবশ্যক হইবে; কারণ, সম্রাটের ব্যবহারে কোনরূপ সন্দেহ বা আশঙ্কার বিকাশমাত্র নাই, অথচ দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, সম্রাট্‌ ইঁহাদের সহিত বেশ বিশ্বস্ত-ভাবে ও সম্মানপ্রদর্শনপূর্ব্বক কথোপকথন করিতেছেন: সুতরাং সম্রাটের আদেশ যেন কুইন্‌টিনের পক্ষে স্বপ্নভাবিতবৎ অনুমিত হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন—বোধ হয়, কার্ডিনালের কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ব্যবহারে এবং সাহসী ও স্পষ্টবক্তা কাউণ্টের সরলতায় মুগ্ধ হইয়া সম্রাটের তাবৎ সন্দেহ আশঙ্কা দূর হইয়াছে। কিন্তু কুইনটিন দেখিলেন, কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর সম্রাট্‌ তাঁহাদের প্রতি সন্দেহ ও ঘৃণাব্যঞ্জক তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া পরমুহূর্ত্তেই তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সে দৃষ্টির অর্থ, তাঁহার সঙ্কেতমাত্র পূর্ব্বাদিষ্ট কর্ত্তব্যপালনে তৎপরতাপ্রদর্শন। সম্রাট যে কাপট্যের অবগুণ্ঠনে তাঁহার মনোভাব এরূপ প্রচ্ছন্নভাবে আবরিত করিয়া রাখিয়াছেন, অথচ তাঁহার জিঘাংসাবৃত্তি পূর্ব্ববৎ বলবতী রহিয়াছে, ইহা দেখিয়া কুইন্‌টিন অতিশয় বিস্মিত হইলেন।

সম্রাটের বাহ্য আচার ও ব্যবহারে বোধ হইল, তিনি যেন কাউণ্টের উদ্ধত ব্যবহার ও অবমাননাকর বচন-পরম্পরা বিস্মৃত হইয়াছেন। কারণ, তিনি সরল ও অমায়িকভাবে তাহার সহিত নানাবিষয়িণী কথাবার্ত্তায় তাঁহাকে আপ্যায়িত করিতেছেন ও সেই সঙ্গে উৎকৃষ্ট মদিরার প্রস্রবণ বহিতেছে।

সম্রাট কার্ডিনালকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ফ্রান্স ও বর্গণ্ডীর প্রতিযোগিতায় আপনি কোন্‌ পক্ষ অবলম্বন করিবেন?"

কার্ডিনাল। আমি নিরপেক্ষ থাকিব।

সম্রাট। "নিরপেক্ষ ব্যক্তিরই বিপদ্‌ সম্ভাবনা অধিক।" এই কথা বলিবামাত্র কার্ডিনালের মুখ-মণ্ডলের ভাবান্তর হইল দেখিয়া বিষয়ান্তরে তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি কাউণ্টকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আপনার পানপাত্র যে পূর্ব্ববৎ পূর্ণ রহিয়াছে।"

কাউণ্ট। জাতিগত সকল বিবাদ-বিসংবাদই আমাদের দ্রাক্ষাক্ষেত্র সম্বন্ধীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার ন্যায় অনায়াসে নিষ্পত্তি হইতে পারে।

সম্রাট—কিন্তু সময়সাপেক্ষ।

এইরূপে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল সম্রাটের সহিত তাঁহাদের নানারূপ কথোপকথন হইলে তাঁহারা সম্রাটের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সম্রাটের আহ্বানমাত্র কুইন্‌টিন তাঁহার গুপ্ত স্থান হইতে বাহির হইয়া সম্রাটের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। সম্রাটের মুখমণ্ডল বিশুষ্ক, নেত্রদ্বয় নিষ্প্রভ কণ্ঠস্বর রুদ্ধ প্রায়, বদন হাস্যশূন্য ও নাট্যমঞ্চে অভিনয়াবসানে অভিনেতার ন্যায় ক্লান্তিভাবপূর্ণ।

সম্রাট কুইনটিন্‌কে কহিলেন—"এখনও তোমার কার্য্য সমাপ্ত হয় নাই। সম্মুখস্থ টেবিল হইতে অগ্রে আহার করিয়া ক্ষুধাশান্তি কর; তৎপরে তোমার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিব।" এই বলিয়া তিনি করতলে বদনমণ্ডল আবরিত করিয়া নীরবে উপবেশন পূর্ব্বক কুইন্‌টিনের আহারসমাপ্তির অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

দশম অধ্যায়

"রোলাণ্ড হল"

সম্রাট লুই সমগ্র ইউরোপীয় নৃপতিমণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রাজশক্তিপ্রিয় এবং প্রকৃত পক্ষে কার্য্যতঃ এই শক্তি উপভোগে ইচ্ছুক ছিলেন। যদিও সময়ে সময়ে প্রজাগণকে আপন উন্নত পদমর্য্যাদার অনুরূপ সম্মান-প্রদর্শনে বাধ্য করিতেন, তথাপি তিনি আপন প্রভুশক্তির আড়ম্বর-পূর্ণ-পরিচয়-প্রদর্শনে সাধারণতঃ উদাসীন ছিলেন। তিনি প্রজাগণের সহিত এতাদৃশ ঘনিষ্ঠতাপূর্ণ সদ্ভাব স্থাপন করিতেন যে, প্রজাগণ তাঁহার সহিত একত্র পান-ভোজনার্থ তাঁহার আলয়ে নিমন্ত্রিত হইত; তিনিও সেইরূপ তাহাদের ভবনে গমন করিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেন। বস্তুতঃ অধিকতর নৈতিক-গুণসম্পন্ন নৃপতির পক্ষে সাধারণ প্রজাগণের সহিত এরূপ আত্মীয়তাসূচক ঘনিষ্ঠতায় তিনি অবশ্যই সর্ব্বজনপ্রিয় নৃপতি বলিয়া পরিগণিত হইবেন; তাঁহার এইরূপ সৌহার্দ্দ ও অমায়িকতাপূর্ণ সৌজন্যে তাঁহার অনেকগুলি দোষও উপেক্ষিত হইয়াছিল। সাধারণ প্রজাগণের মধ্যে যাহারা এই সম্রাটের রাজত্বকালে ক্ষমতাপন্ন ও সম্পত্তিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহারা যদিও সম্রাটকে ভালবাসিতেন না, তথাপি তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেন। সম্রাটও তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্ভর করিয়া সভাসদ্‌গণের ঘৃণা ও আক্রোশ উপেক্ষা করিয়া স্বীয় অনুগতগণের দলপুষ্টি ও বলোপচয় করিতেন।

অপর কোন নৃপতি কুইনটিনের আহারপরিসমাপ্তি-কাল পর্য্যন্ত এইরূপে অপেক্ষা করা নিতান্ত অবমান-জনক মনে করিতেন। কিন্তু সম্রাট ধীর ও প্রসন্ন-ভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে তাঁহার ভোজন সমাপ্ত হইলে বলিলেন—"আমার অনুগমন কর"—এই বলিয়া তাঁহাকে "গোলকধাঁধাঁ" সদৃশ জটিল পথ দিয়া "রোলাণ্ড হলে" লইয়া গিয়া বলিলেন—"কদাপি এ স্থান পরিত্যাগ করিবে না। এই স্বর্ণহার গ্রহণ কর। আর ওলিভার ও আমি ব্যতীত আর কেহ অদ্য সন্ধ্যার সময় এখানে আসিবে না; তবে রমণীগণ আসিবেন বটে, তাঁহারা তোমাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিবে, তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কিছু বলিবে না এবং তাঁহাদিগকে অধিকক্ষণ কথোকথনে আবদ্ধ রাখিবে না; কিন্তু তাঁহারা তোমাকে যাহা বলিবেন, তাহা শুনিবে মাত্র এবং আমার নিকট প্রকাশ করিবে—তুমি কায়মনোবাক্যে এখন আমার। বরং তুমি তাঁহাদিগের কোন বাক্যে উত্তর দিবে না, তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিবেন, তুমি বিদেশী—তাঁহাদের ভাষা বুঝিতে পার না; সুতরাং তাঁহারা আপন মনে কথোপকথন করিবেন। এখন বুঝিলে? বেশ সতর্কভাবে কর্ত্তব্যপালন করিও, জানিও, তোমার এক জন বন্ধু আছে।" এই বলিয়া সম্রাট প্রস্থান করিলেন।

সম্রাট প্রস্থান করিলে, কুইনটিনের হৃদয় নানারূপ চিন্তায় আন্দোলিত হইতে লাগিল। তিনি যুবজন-সুলভ-ভবিষ্য-সুখকল্পনার সুদূর তিমিরাবৃত ভবিষ্যদ্-গগনে অরুণিমা দর্শনার্থ নিতান্ত লোলুপ হইলেন। তাঁহার হৃদয়সম্মোহিনী সেই বীণাবাদিনী রমণীর সহিত অচিরে তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে—রাজাদেশে তাঁহার কথিত বাক্যগুলি রাজার কর্ণগোচর করিতে হইবে,—তিনি কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিলেন,—সম্রাটের নিকট বিন্দুবিসর্গও প্রকাশ করিবেন না। তিনি আর পূর্ব্ববৎ তন্দ্রাবিষ্ট হইলেন না। বাতায়ন-সঞ্চালিত বায়ুর স্পর্শে দোদুল্যমান যবনিকার দেওয়াল-গাত্রে প্রত্যেক সংঘর্ষণধ্বনি যেন তাঁহার কর্ণে রমণী-গণের পদধ্বনি বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল। তিনি একরূপ অব্যক্ত চিত্তচাঞ্চল্য ও আশার উত্তেজনা অনুভব করিতে লাগিলেন—যাহা প্রণয়ের সঞ্চার, প্রণয়ের উপাদান—প্রণয়ের প্রথম বিকাশ।

অবশেষে দালানের একটি দ্বার সশব্দে উন্মুক্ত হইল। একটি রমণী আর দুইটি সহচরীর সহিত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার সঙ্কেতে সহচরীদ্বয় বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিল। কুইন্‌টিন দর্শনমাত্র তাঁহাকে রাজকুমারী "জোন." বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিলেন। রাজকুমারীও তাঁহাকে শিষ্টাচারপূর্ণ প্রত্যভিবাদন করিলেন। এই অবসরে রাজকুমারীর আকৃতি-দর্শনের বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইল। তিনি দেখিলেন, কুমারীর মুখমণ্ডল ততদূর সুশ্রী না হইলেও নিতান্ত কুৎসিত নহে; তাঁহার নীলাভ নেত্রে যেন বিনয় ও সহিষ্ণুতা অঙ্কিত রহিয়াছে, তাঁহার গাত্রের বর্ণ মলিন ও পীতাভ—তাঁহার স্বাস্থ্যহীনতার পরিচায়ক।

পূর্ব্বোক্ত রমণীদ্বয় কিয়ৎক্ষণ পরে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তন্মধ্যে কনিষ্ঠা রমণী আমাদের পূর্ব্বপরিচিতা—ইনি মালবেরি গ্রোভে মেটার পাই-রিকে ফল পরিবেশন করিয়াছিলেন। কুইনটিন্ দেখিলেন, যেন রমণীর রূপমাধুরী শতধা বর্দ্ধিত হইয়াছে; যেরূপ সুন্দর গঠন-সৌষ্ঠব, সেইরূপ উজ্জ্বল বর্ণ, সেইরূপ রমণীয় পাদবিক্ষেপ। কুইন্‌টিন্ তাঁহাদিগকে রাজকুমারীর ন্যায় সেইরূপ সসম্মানে অভিবাদন করিলেন। তাঁহারাও যথারীতি প্রত্যর্পণ করিলেন। কিন্তু কুইন্‌টিননের বোধ হইল (কারণ, যুবকের হৃদয় সাধারণতঃ এইরূপ কল্পনাপ্রবণ), যেন যুবতীর গণ্ডদ্বয় আরক্ত হইয়া উঠিল; তিনি সলজ্জ-ভাবে অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বোধ হয়, তাঁহার মনে হইল, এই প্রগল্‌ভ যুবকই তাঁহার বাতায়নের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছিল—কিন্তু যুবতীর বর্ত্তমান ভাবান্তর কি তাঁহার অসন্তোষের পরিচায়ক?—কুইনটিন এ ভাবের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারিলেন না।

যুবতীর সহচরী শোকবস্ত্র-পরিহিতা। ইনি এক্ষণে এরূপ বয়সে পদার্পণ করিয়াছেন, যখন রমণীগণ "এককালে সুন্দরী ছিলেন" বলিয়া অতীত সৌন্দর্য্যের খ্যাতিশ্রবণে পরিতৃপ্তা হইয়া থাকেন। এখনও অতীত সৌন্দর্য্যের কিছু অবশিষ্ট আছে—যাহাতে তাঁহার অতীত রূপজ-সম্মোহন-শক্তির অভ্রান্ত পরিচয় প্রদান করিতেছে এবং তাঁহার আকার-প্রকার দর্শনে স্পষ্ট অনুমান হয় যে, তিনি যে অতীত সৌন্দর্য্য গৌরবে এককালে কত হৃদয় জয় করিয়াছেন, সেই জয়শীল স্মৃতির বলে এখনও ভবিষ্যতে সেইরূপ আধিপত্য-বিস্তার-আশা ত্যাগ করেন নাই। তিনি লাবণ্যময়ী ও তাঁহার অকৃতি দর্শনে তাঁহার প্রকৃতি কিঞ্চিৎ উদ্ধত বলিয়া বোধ হয়। তিনি কুইনটিন্‌কে প্রত্যভিবাদন করিয়া তাঁহার যুবতী সহচরীর কর্ণে অস্ফুটস্বরে কিছু বলিবামাত্র যুবতী অবনতবদনে চকিতের ন্যায় একবার অপাঙ্গদৃষ্টিতে কুইন্‌টিনের দিকে চাহিলেন। কুইন্‌টিন্ ভাবিলেন, সে দৃষ্টির অর্থ—যুবতী তাঁহার সহচরীর কথায় কৌতূহলবশতঃ তাঁহার সুন্দর আকৃতি একবার দেখিয়া লইলেন—কুইন্‌টিন্ আরও ভাবিলেন, হয় ত তাঁহাদের মধ্যে অব্যক্তভাবে কোন-রূপ রহস্যাত্মক সম্বন্ধের সূচনা হইতেছে।

তাঁহার এই সকল চিন্তা ক্ষণস্থায়ী মাত্র, কারণ, রাজকুমারী জোয়ান রমণীদ্বয়কে অভ্যর্থনা করিবার জন্য দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন। রমণীদ্বয় রাজ-কুমারীর দিকে অগ্রসর হইবামাত্র তাঁহাদের কথোপ-কথন আরম্ভ হইল, সুতরাং কুইন্‌টিনের চিন্তাস্রোত নিরুদ্ধ হইয়া তাঁহার হৃদয় ঐ দিকে আকৃষ্ট হইল।

জ্যেষ্ঠা রমণী অগ্রসর হইয়া সহাস্যবদনে রাজ-কুমারীকে কহিলেন—"আমরা আপনার সংসর্গলাভে পরম পরিতৃপ্ত হইলাম। কারণ, আমরা ফ্রান্সে সম্রাটের নিকট অতিথিভাবে আশ্রয়গ্রহণার্থ আসিয়া অবধি যেন কারাবরোধবাসিনীর ন্যায় রহিয়াছি। প্রথমে এক জঘন্য পান্থনিবাসে সম্রাট আমাদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, এক্ষণে এই দুর্গের এক নিভৃত স্থানে বাস করিতেছি।"

জোয়ান। আমি আপনাদের প্রতি এইরূপ অনাদর-দর্শনে অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি।

কনিষ্ঠা রমণী। আমি এখানে বেশ সুখে আছি, কারণ, আমি নিরাপদ আশ্রয়স্থান পাইবার আশায় এখানে আসিয়াছিলাম—আমি বেশ নির্জ্জন গুপ্তাবাস প্রাপ্ত হইয়াছি।

জ্যেষ্ঠা রমণী। নির্ব্বোধ বালিকা! তুমি ক্ষান্ত হও—(তৎপরে জোয়ানকে সম্বোধন করিয়া)—দেখুন, এ দেশে আসিয়া এখন অতিশয় অনুতাপ হইতেছে—ভাবিয়াছিলাম, এখানে কতই সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দর্শন করিয়া কতই আমোদ আহ্লাদ উপভোগ করিব, কত উন্নত সমাজে পরিচিত হইব, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে এই নির্জ্জন অবরোধ! বোধ হয়, সম্রাটের এই ইচ্ছা যে, আমাদের আমরণ এইরূপে অবরোধে রাখিয়া আমাদের সম্পত্তি সমস্ত অধিকার করিবেন। বর্গণ্ডীর ডিউক এরূপ নিষ্ঠুর নহেন—তিনি আমার এই ভ্রাতু-ষ্পুত্রীর বিবাহের জন্য পাত্র স্থির করিয়াছিলেন—যদিও পাত্রটি সুপাত্র নহে। যাহা হউক, সম্রাট আকারে ও প্রকৃতিতে সেই ঘেণ্টবাসী কুসীদজীবী মাইচভের তুল্য; তিনি সার্লমেনের উত্তরাধিকারী হইবার যোগ্য নহেন।

রাজকুমারী জোয়ান পিতৃনিন্দা শুনিয়া সক্রোধে কহিলেন,—"শান্ত হউন। আপনি আমার পিতৃনিন্দা করিতেছেন। আমি সম্রাটের কন্যা, কিন্তু সে জন্য আপনার আশঙ্কা নাই; আমি আপনার কোন অপরাধ গ্রহণ করি নাই।" এই বলিয়া তিনি এক-খানি আসনে স্বয়ং উপবেশন করিয়া অপর দুইখানি

আসনে রমণীদ্বয়কে উপবেশন করাইলেন এবং পরস্পর অতি মৃদুস্বরে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে দালানের আর একটি দ্বার উন্মুক্ত করিয়া অশ্বারোহিবেশে এক ব্যক্তি দালানে প্রবেশ করিলেন। কুইন্‌টিন্ সম্রাটের পূর্ব্ব আদেশানুসারে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিতে অনুরোধ করিলেন।

আগন্তুক শুনিয়া ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে ও বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাহার আদেশ?"

কুইন্‌টন্। সম্রাটের আদেশ—সেই আদেশ পালন করাইবার জন্য আমি এখানে উপস্থিত রহিয়াছি।

আগন্তুক। লুই-অফ-আর্লিয়ান্সের পক্ষে সে আদেশ পালনীয় নহে।

কুইন্‌টন্। আপনাকে প্রতিরোধ করিবার শক্তি আমার নাই; তবে আবশ্যক হইলে আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক সাক্ষ্যদান করিবেন যে, আমি সম্রাটের আদেশ পালন করিয়াছি।

আগন্তুক। "যাও, তোমার কোন ত্রুটি হয় নাই"—এই বলিয়া তিনি রাজকুমারীর দিকে অগ্রসর হইয়া তাঁহার প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়া কহিলেন—"সম্রাট এক্ষণে 'ডুনয়' এর সহিত আহার করিতেছেন এবং আপনারা এখানে আছেন শুনিয়া আপনাদের দলপুষ্টি করিতে আসিলাম।" রাজকুমারীর মলিন গণ্ডদেশ আরক্ত হইয়া উঠিল, তাহাতে যেন তাঁহার বদনে লাবণ্যসঞ্চার হইল। তিনি রমণীদ্বয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন। তৎপরে তাঁহাকে উপবেশন করিয়া তাঁহাদের সহিত কথোপকথনে যোগদান করিতে বলিলে, তিনি আসন হইতে একখানি গদী উঠাইয়া লইয়া ইসাবেলের পদতলে স্থাপন করিয়া তদুপরি উপবেশনপূর্ব্বক অথচ রাজকুমারীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন না করিয়া ইসাবেলের প্রতি প্রভূত শিষ্টাচার প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। রাজকুমারীও প্রথমতঃ তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, কিন্তু ডিউকের সে দিন সুরার একটু মাত্রাধিক্য হইয়াছিল, সুতরাং তিনি ক্রমশঃ সুরার উত্তেজনায় রাজকুমারীর সান্নিধ্য বিস্মৃত হইয়া ইসাবেলের প্রতি হৃদয়ের অত্যধিক আকর্ষণ বশতঃ তাঁহার সহিত প্রেমালাপে নিযুক্ত হইলেন এবং জলন্ত ভাষায় মুক্তকণ্ঠে তাঁহার রূপের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আর এক তৃতীয় ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত আমাদের পরিচিত অনাদৃত কুইন্‌টিন্। এই দৃশ্যে তাঁহার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। অবশেষে ইসাবেল ডিউকের এইরূপ বিসদৃশ ব্যবহারে ও তাঁহার প্রেমালাপ অসহ্য বোধে এবং ইহাতে রাজকুমারীর হৃদয় ব্যথিত হইতেছে দেখিয়া ডিউকের প্রেমালাপ নিবারণ করিবার জন্য রাজকুমারীকে বলিলেন—"আপনি ডিউককে বুঝাইয়া দিন যে, যদিও আমাদের বুদ্ধি ও আচার-ব্যবহার ফ্রান্সদেশের লোকের ন্যায় ততদূর মার্জ্জিত নহে, তথাপি আমরা এতদূর নির্ব্বোধ নহি যে, ডিউকের এইরূপ অতিরিক্ত ও সাময়িক তোষামোদ বাক্যে মোহিত হইয়া যাইব।"

ডিউক সম্মুখস্থ একখানি মুকুরের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া ইসাবেলকে কহিলেন-"ঐ মুকুরে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া দেখুন, কোন্ হৃদয় ঐ মুকুরে প্রতিফলিত রূপের মোহিনী শক্তি প্রতিরোধ করিতে পারে?"

রাজকুমারী আর সহ্য করিতে পারিলেন না, অসহ্য মর্ম্মবেদনায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সেই শব্দে ডিউকের চমক ভাঙ্গিল—প্রেম-রাজ্যের সুখরবি মেঘাবৃত হইল। তিনি দেখিলেন, রাজকুমারীর গণ্ডদেশ ক্রমে নীরক্ত ও ম্লান হইয়া আসিতেছে, তাঁহার মূর্চ্ছার উপক্রম হইল!

ডিউক ভাবী-পত্নী সমক্ষে সুরার উত্তেজনায় ও অপরা নারীর অধিকতর সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত এরূপ অবৈধ প্রেমালাপে পরোক্ষভাবে পত্নীর প্রতি অবজ্ঞা-প্রদর্শন দ্বারা তাঁহার অন্তরে আঘাত করিয়াছেন বলিয়া এইরূপ নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ আপন অধর দংশনপূর্ব্বক আত্মভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন এবং পত্নীর সহচরীগণকে পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষ হইতে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের সাহায্যে তাঁহার চেতনাসঞ্চার করিলেন। সহচরীগণের যত্ন অপেক্ষা তাঁহার আত্মভর্ৎসনা ও অনুতাপেই রাজকুমারীর সত্বর চেতনাসঞ্চার হইল। এমন সময়ে সম্রাট তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

একাদশ অধ্যায়

—*—

রাজনীতিজ্ঞ

সম্রাট দালানে প্রবেশ করিয়া উত্তেজিত বিষধরের ন্যায় চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন এবং ডিউককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তুমি এখানে?"—অনন্তর কুইন্টিন্‌কে কহিলেন—"তোমার কি এ স্থান রক্ষার ভার ছিল না?"

ডিউক তদুত্তরে বলিলেন—"এ যুবককে ক্ষমা করিবেন। যুবক কর্তব্যে অবহেলা করে নাই; রাজকুমারী এখানে আছেন জানিয়া আমি—"

সম্রাট শ্লেষবাক্যে কহিলেন—"তুমি যখন সেই উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছ, তখন অবশ্যই তুমি অবাধে আসিবে—কিন্তু তুমি কি এইরূপে আমার প্রহরীর কর্তব্য কার্য্যে বাধা প্রদান করিবে? যাহা হউক, জোয়ান এক্ষণে অসুস্থা, তুমি তাহাকে গৃহে লইয়া যাও; আমি এই রমণীদ্বয়কে তাহাদের কক্ষে লইয়া যাইতেছি।"

ডিউক সম্রাটের আদেশানুসারে রাজকুমারীকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। সম্রাট রমণীদ্বয়কে তাহাদের গৃহে পৌছাইয়া দিয়া ধীর ও চিন্তিতভাবে কুইন্টিনের দিকে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—"তুমি অতিশয় অন্যায় কার্য্য করিয়াছ, সুতরাং তোমার প্রাণদণ্ড হওয়াই উচিত। তোমার ডিউক ও রাজ- সহিত কি আবশ্যক ছিল? আমার আদেশপালন ভিন্ন অনধিকারচর্চ্চার তোমার আবশ্যক কি?"

কুইনটিন্। আপনি আমায় ক্ষমা করিবেন, ওরূপ স্থলে আমি কি করিতে পারি?

সম্রাট। বলপূর্ব্বক তোমার কর্ত্তব্যে বাধা দিল, তথাপি তুমি কি করিতে পার? কেন? তোমার স্কন্ধে বন্দুক ধারণ করিয়াছ কি জন্য? আমার আদেশ অমান্য করিবামাত্র সেই মুহূর্ত্তে উহার উপর গুলী বর্ষণ করিলে না কেন? যাহা হউক, যাহা হইবার হইয়াছে, এক্ষণে ঐ সোপান দিয়া পার্শ্ববর্ত্তী গৃহ হইতে ওলিভার ডেনকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়া তোমার নিজ কক্ষে গমন কর।

সম্রাটের ক্রোধানল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া তাঁহার কর্ত্তব্যপালনে সম্রাটের এরূপ নির্ম্মম ও কঠোরতাপূর্ণ আদেশ শ্রবণে কুইনটিন্ ক্ষুব্ধচিত্তে নির্দ্দেশিত কক্ষে গমন করিলেন এবং ওলিভারকে সম্রাটসমীপে প্রেরণ করিয়া স্বীয় কক্ষাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন।

ওলিভার সম্রাটের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলে সম্রাট তাঁহাকে কহিলেন—"ওলিভার! তোমার অভিপ্রায় দক্ষিণ-পবন-স্পর্শে তুহিন-কণিকার মত যেন দ্রবীভূত হইয়া আসিতেছে। এক্ষণে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, যেন সুইজরল্যণ্ডের হিমশিলার মত আমাদের মস্তকে পতিত না হয়।"

ওলিভার। আমি শুনিয়াছি যে, ব্যাপার ততদূর মঙ্গলজনক নহে।

সম্রাট শুনিয়া আসন হইতে উত্থিত হইয়া গৃহমধ্যে পরিক্রমণ করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন—"ব্যাপার যতদূর সম্ভব অতিশয় মঙ্গলজনক—তোমার পরামর্শেই আমি এই দুর্দ্দশাগ্রস্তা রমণীদ্বয়ের রক্ষণভার গ্রহণ করিয়াছি; বর্গণ্ডী অস্ত্রসজ্জা করিতেছেন এবং শীঘ্রই ইংলণ্ডের সহিত মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইবেন। আমাকে একাকী তাঁহাদের সম্মুখীন হইতে হইবে। আর যদি আমাকে কাহারও সহিত মিলিত হইতে হয়, তবে সেই অসন্তুষ্ট ও বিশ্বাসঘাতক পাপিষ্ঠ সেণ্ট পলের সহিত—এ সকলই তোমার দোষে ওলিভার তুমিই আমাকে এই রমণীদ্বয়কে আশ্রয় দিতে ও সেই বোহিমিয়ান দ্বারা তাঁহাদের অধীনস্থ রাজন্যবর্গের নিকট সংবাদ পাঠাইতে পরামর্শ দিয়াছিলে।"

ওলিভার। আপনি এ সকলের কারণ সবিশেষ অবগত আছেন। কাউণ্টেসের অধিকৃত প্রদেশগুলি বর্গণ্ডী ও ফ্লাণ্ডার্সের সীমান্ত স্থানে অবস্থিত; তাঁহার দুর্গও দুর্ভেদ্য ও দুর্গম এবং তিনি আপন অধীনস্থ প্রদেশের সন্নিহিত প্রদেশ হইতে পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত ও ফ্রান্সের কোন মিত্রভাবাপন্ন ব্যক্তির সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলে তাহা বর্গণ্ডীর বিরক্তিজনক হইবে না।

সম্রাট। ইহা এক প্রলোভন বটে; আর কাউণ্টেস যে এখানে গোপনে অবস্থিতি করিতেছেন, এ বিষয় অপ্রকাশ রাখিতে পারিলে ওরূপ পরিণয়কার্য্যও সহজে সম্পন্ন হইতে পারে। তবে ঐ বোহিমিয়ানের প্রতি কিরূপে এই সকল গুরুতর বিষয় বিশ্বস্তভাবে নির্ভর করা যায়?

ওলিভার। আপনিও তাহার প্রতি অত্যধিক বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার জ্যোতির্ব্বিদ্যার পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

সম্রাট। আমি বড় লজ্জিত হইয়াছি বটে, কিন্তু এই বোহিমিয়ানেরা চালডিয়ানবংশসম্ভূত; তাহারা সেনারের অনাবৃত প্রান্তরে রহস্যময় নক্ষত্রবিদ্যার আলোচনা করিত।

জ্যোতির্ব্বিদ্যায় সম্রাটের বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল, সুতরাং ওলিভার আর তাঁহার সহিত এ সম্বন্ধে অধিক তর্ক-বিতর্ক ততদূর নিরাপদ নহে ভাবিয়া কেবলমাত্র বলিলেন—"এই বোহিমিয়ান স্বীয় ভাগ্যসম্বন্ধে ততদূর বিচক্ষণভাবে ভবিষ্যৎ গণনা করিতে পারে নাই; কারণ, তাহা হইলে টুর্স আসিয়া এরূপে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণবিসর্জ্জন করিত না।"

সম্রাট। যাহারা ভবিষ্যদ্বক্তা, তাহাদের আপনার ভাগ্যসম্বন্ধে গণনা করিবার শক্তি নাই—যেমন কেহ জ্বলন্ত বর্ত্তিকা-হস্তে অন্ধকারে অপরকে পথ-প্রদর্শন কালে সেই বর্ত্তির আলোকে আপন অবয়ব দর্শন করিতে পারে না। ঐ বোহিমিয়ান তাহার পুরস্কার পাইয়াছে—তাহার আত্মার শান্তি হউক। কিন্তু এই কাউণ্টেসের সম্বন্ধে তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান জন্য কেবল মাত্র বর্গণ্ডী যে আমাদের বিরুদ্ধে সমরসজ্জা করিতেছেন, তাহা নহে; ডিউক অফ আলিয়ান্স ইহাকে একবার দেখিয়াছেন মাত্র, কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমার কন্যা জোয়ানের প্রতি তাঁহার আসক্তি শিথিল হইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

ওলিভার। তবে রমণীদ্বয়কে বর্গণ্ডীতে পাঠাইয়া দিলেই সকল দিকে মঙ্গল হয়। অবশ্য ইহা আমাদের পক্ষে হীনতাব্যঞ্জক, কিন্তু আবশ্যক হইলে এরূপ উৎসর্গ করিতে হইবে।

সম্রাট। সে কথা নিশ্চয়। কিন্তু রমণীদ্বয়কে বর্গণ্ডীতে পাঠাইয়া দিলে আমাদের লাভের আশা একেবারে উন্মূলিত হইবে। কিন্তু এখানে আমাদের একটি বন্ধুলাভ ও বর্গণ্ডীর শত্রুবৃদ্ধি; সুতরাং ওলিভার! আমাদের পরিবারস্থ কাহারও সহিত কাউণ্টেসের পরিণয়কার্য্য সম্পাদনে আমাদের কল্পিত লাভাংশ উৎসর্গ করিতে পারিব না।

ওলিভার। তবে আপনার কোন বিশ্বস্ত বন্ধুর হস্তে পরিণয়সূত্রে ঐ রমণীকে সমর্পণ করুন। অবশ্য এমন কোন ব্যক্তি—যিনি এ সম্বন্ধে তাবৎ অপবাধ আপন স্কন্ধে বহন করিতে সম্মত হইবেন এবং আপনি বাহ্যদৃষ্টে তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিলেও তিনি গোপনে আপনার সকল কার্য্যে সহায়তা করিবেন।

সম্রাট। এরূপ বন্ধু কোথায় পাইব? যদি আমি এই সকল বিদ্রোহী ও উচ্ছৃঙ্খল রাজপুরুষদিগের মধ্যে কাহাকেও এই কার্য্যসম্পাদন জন্য মনোনীত করি, তাহা হইলে সে প্রশ্রয় পাইয়া সুযোগ বুঝিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করিবে। তবে ডুনয় অনেকাংশে আমার বিশ্বাসভাজন বটে এবং যেরূপ অবস্থায় হউক না, ফ্রান্সের জন্য অস্ত্রধারণ করিবে; কিন্তু সম্মান ও সম্পত্তিলাভে স্বভাবতঃ লোকের মনের পরিবর্ত্তন হয় না। আমি ডুনয়কে বিশ্বাস করিতে পারি না।

ওলিভার। তবে ডিউক-অফ গুয়েলড্রেসকে পাত্র নির্ব্বাচন করুন।

সম্রাট। যে সর্ব্বজনঘৃণিত পাপাত্মা আপন জন্মদাতা রাজ্যেশ্বর পিতাকে সিংহাসনচ্যুত ও কারারুদ্ধ করিয়া তাঁহার প্রাণসংহারে উদ্যত হইয়াছিল, সে নৃশংস পিশাচের হস্তে এই স্বর্ণলতাকে সমর্পণ করিব?—না, আর কাহারও নামোল্লেখ কর। উইলিয়ম-ডি-লা-মার্ক ত বেশ উপযুক্ত পাত্র।

ওলিভার। সে ত সীমান্তপ্রদেশের এক জন বিখ্যাত দস্যু ও নরঘাতক। যদিও তাহার উচ্চবংশে জন্ম বটে, কিন্তু তাহার আকার যেরূপ কুৎসিৎ, ব্যবহারও সেইরূপ কসাইয়ের ন্যায় নীচস্বভাবাপন্ন। হয় ত কাউণ্টেস ইসাবেল তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইবেন না।

সম্রাট। তবে রমণীদ্বয় এখান হইতে স্থানান্তরে প্রস্থান করুন। তাঁহাদিগকে এখানে আশ্রয় প্রদান করিলে বর্গণ্ডীর সহিত রণক্ষেত্রে অস্ত্রবিনিময় অনিবার্য্য; সুতরাং আমি তাঁহাদিগকে বর্গণ্ডীর হস্তে সমর্পণ না করিয়া গুপ্তভাবে আমার রাজ্য হইতে প্রস্থান করিতে বলি।

ওলিভার। তাহা হইলে তাহারা তাঁহাদিগকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিবে; কিন্তু তাহাতে বর্গণ্ডীর ক্রোধ তুলাংশে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে।

সম্রাট। তবে উঁহাদিগকে ছদ্মবেশে কয়েকজন রক্ষীর সহিত বিশপ-অফ-লিজের মঠে পাঠাইয়া দেওয়া যাউক, আমরা ব্যয়ভার বহন করিব। তাঁহারা সেই স্থানে নিরাপদে অবস্থিতি করিবেন।

ওলিভার। ডি-লা-মার্ক একদল বলবান্ সৈন্য সহ ঐ স্থানের আরণ্যপ্রদেশে গুপ্তভাবে অবস্থিতি করিতেছে। তাহার প্রতাপে ডিউক-অফ-বর্গণ্ডী ও বিশপ-অফ-লিজ উভয়েই সর্ব্বদা আতঙ্কিত। তাহার সৈন্যবল, সাহস ও প্রবল প্রতাপ সকলই আছে, কেবলমাত্র রাজ্য বা কোন চিহ্নিত অধিকার প্রদেশ নাই। যদি সে কোনরূপে ইসাবেলকে হস্তগত করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার রাজ্য ও রাজ-কন্যা উভয়ই লাভ হইবে; তখন হয় ত সে আপনার রাজধানী ও আক্রমণে সাহস করিতে পারে।

সম্রাট। আমি উহাদিগকে উপযুক্ত রক্ষীর রক্ষণাধীনে গুপ্তভাবে স্থানান্তরে পাঠাইয়া দিব।

ওলিভার। কে সেই রক্ষী?

সম্রাট। সেই স্কটিস যুবক।

ওলিভার। এত স্বল্পকালমধ্যে সেই যুবকের প্রতি আপনি এতদূর বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছেন!

সম্রাট। তাহার বিশেষ কারণ আছে; আমি একদিন রাত্রে নিদ্রিত হইবার অব্যবহিত পরে স্বপ্নে দেখিলাম, যেন সেণ্ট জুলিয়ান এক যুবককে আমার নিকট আনয়ন করিয়া কহিলেন—"এই যুবক অস্ত্রা-ঘাত, উদ্বন্ধন ও নদীগর্ভে নিমজ্জন হইতে রক্ষা পাইয়া যে পক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিবে এবং যাহার কোন অসমসাহসিক কার্য্যের অংশভাগী হইবে, তাহার পক্ষে জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী।" আমি পরদিন প্রাতে ভ্রমণার্থ বহির্গত হইয়া পথিমধ্যে আমার স্বপ্নদৃষ্ট এই যুবককে দর্শন করিলাম। কি আশ্চর্য্য! অবিকল সেই স্বপ্নদৃষ্ট মূর্ত্তি। স্বদেশে উহার সমগ্র পরিবার অস্ত্রাঘাতে নিহত হইয়াছে, কিন্তু যুবক সেই উচ্ছেদ হইতে রক্ষা পাইয়া এ দেশে পদার্পণ করিয়া অতি অল্পকালমধ্যেই উদ্বন্ধন ও নদীগর্ভ হইতে বিমুক্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আমার মহদুপকারসাধন করি-য়াছে। যুবক আমার বিশেষ কঠিন বিপজ্জনক কার্য্যে সহায় হইবে বলিয়া সেণ্ট জুলিয়ান ইহাকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আর আমি গ্যালিয়োটি মার্টিভেলি দ্বারা উহার জন্মপত্রিকা পরীক্ষা করাইয়া জানিয়াছি যে, উহার ভাগ্য ও আমার ভাগ্য একই গ্রহাধীন ও একই কর্ম্মসূত্রে জড়িত ও আবদ্ধ। যাহা হউক, এক্ষণে সত্বর রমণীদ্বয়ের যাত্রার উদ্যোগ করা কর্ত্তব্য। রমণীগণ প্রস্থান করিলে বর্গণ্ডীদূতের নিকট প্রকাশ করিব যে, তাঁহাদিগকে বর্গণ্ডী ডিউকের নিকট প্রেরণ করাই আমাদের সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু তাঁহারা আমাদের অজ্ঞাতসারে পলায়ন করিয়াছেন।

ওলিভার। বর্গণ্ডী ডিউক কি তাহা বিশ্বাস করিবেন?

সম্রাট। নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিবেন। নিতান্ত না করেন, আমি নিরস্ত্র হইয়া একমাত্র তোমাকে সহচর-স্বরূপ লইয়া তাঁহার শিবিরে গমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি অবশ্যই বিশ্বাস করি-বেন। তুমি কি জান না যে, গভীর আভ্যন্তরীণ মনোভাব বাহ্য সরলতার আবরণে অনায়াসে প্রচ্ছন্ন রাখা যায়?

এই বলিয়া ওলিভারকে বিদায় দানানন্তর সম্রাট রমণীদ্বয়ের কক্ষে গমন করিয়া তাঁহাদের স্থানান্তরে গমনের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে, তাঁহারা বৃটেন অথবা ক্যালের গমনার্থ সম্মত হইলেন; কিন্তু সম্রাট এ বিষয়ে অনিচ্ছুক। বিশপ-অফ-লিজ্ অনেক নিরাশ্রয় ব্যক্তিকে আশ্রয় দিয়া থাকেন এবং তাঁহার একদল বলবান সৈন্য আছে, যদ্দ্বারা তিনি অপরের আক্রমণ ও অত্যাচার হইতে এই আতঙ্কিত ব্যক্তিগণকে রক্ষা করিতে সমর্থ; তবে তাঁহার নিকট গমনের পথ অতি বিঘ্নসঙ্কুল। সম্রাট ভাবিলেন—চারিদিকে ঘোষণা করিব যে, রমণীদ্বয় বর্গণ্ডী-দূতের হস্তে সমর্পিতা হইবার আশঙ্কায় অদ্য রাত্রে বৃটেন অভিমুখে পলায়ন করিয়াছেন, তাহা হইলে আর কেহ তাহাদিগকে লিজের পথে অনুসরণ করিবে না।

রমণীদ্বয় সম্রাটের নিকট আশ্রয়লাভে বঞ্চিত হইয়া মনে মনে অতিশয় দুঃখিতা ও মর্ম্মাহতা হইয়া সেই রাত্রে অতি সত্বর প্রস্থানার্থ সম্মতা হইলেন। সম্রাটও বর্গণ্ডীর সহিত অসদ্ভাব নিবারণার্থ তাহাদিগকে স্বীয় রাজ্য হইতে বহিষ্কৃতা করিতে আর কালবিলম্ব করিলেন না। তাঁহার মনে আরও গভীর আশঙ্কা,—পাছে ইসাবেলের রূপে মোহিত হইয়া ডিউক-অফ-অর্লিয়ান্স তাঁহার কন্যা জোয়ানের পাণিগ্রহণ প্রত্যাখ্যান করেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

—*—

ভ্রমণ

কুইন্‌টিনের আশা ও আকাঙ্ক্ষারূপ নানাবিধ বিশ্বস্ত ও সাহসিক কার্য্যভার যেন স্ফীতবক্ষা-স্রোতস্বিনী-তরঙ্গমালার ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে তাঁহার উপর ন্যস্ত হইতে লাগিল। তিনি অবিলম্বে লর্ড ক্রফোর্ডের কক্ষে আহূত হইলেন। তখন স্বয়ং সম্রাট্ উপস্থিত। কিন্তু কুইন্‌টিনের মনে বিষম আশঙ্কার উদয় হইল, পাছে পুনর্ব্বার তাঁহাকে পূর্ব্বোক্তরূপে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হয়। কিন্তু তাঁহাকে এক জন পথপ্রদর্শকের সাহায্যে কয়েক জন রক্ষা সহ কাউন্টেস ইসাবেল ও হেমিলিনকে নিরাপদে গুপ্ত ও বিশ্বস্তভাবে লিজে লইয়া যাইতে হইবে শুনিয়া তিনি মনে মনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। গন্তব্য-পথ-সম্বন্ধীয় একখানি উপদেশ-পত্র তাঁহাকে প্রদত্ত হইল, গমনপথে নির্জ্জন পল্লী, নির্জ্জন মঠ ও সহরের বহুদূরে প্রান্তরাদি স্বল্পজনসমাগমপূর্ণ লোকালয়ে তাঁহাদের পথক্লেশশান্তির জন্য বিরামস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। কেহ রমণীগণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিবেন, ইঁহারা টুর্সে সেণ্ট মার্টিনের মন্দির দর্শনোপলক্ষে আসিয়াছিলেন, এক্ষণে অন্যান্য পবিত্র তীর্থস্থান দর্শনার্থ গমন করিতেছেন।

কুইনটিন্ কাউন্টেসের রক্ষকরূপে তাঁহার সন্নিধিলাভ করিবেন, এই আশায় তাঁহার হৃদয় হর্ষভরে নৃত্য করিতে লাগিল।

সম্রাট্ তাঁহাকে প্লেসিস্ দুর্গের একটি প্রকোষ্ঠে জ্যোতির্ব্বিদ্ গ্যালিওটা মার্টিয়াভেলির নিকট লইয়া গেলেন। মার্টিয়াভেলি এক জন ইটালী-দেশীয় সুকবি, দার্শনিক এবং জ্যোতির্ব্বেত্তা। কুইন্‌টিন্ দেখিলেন, মার্টিয়াভেলির কক্ষটি নানাবিধ পুস্তক, অস্ত্রশস্ত্র, আবশ্যকীয় ও বিলাসদ্রব্যে সুসজ্জিত। গৃহতল একখানি সুদৃশ্য কার্পেটে মণ্ডিত; চারি পার্শ্বে সুচিত্রিত যবনিকা, মধ্যস্থলে একটি বিস্তৃত টেবিলে গণিতশাস্ত্র ও জ্যোতির্ব্বিদ্যা-সম্বন্ধীয় নানারূপ যন্ত্র সজ্জিত রহিয়াছে।

মার্টিয়াভেলি দীর্ঘাকার, স্থূলোদর ও প্রৌঢ়-বয়স্ক এবং দীর্ঘ শ্মশ্রু-বিশিষ্ট। তিনি একখানি সুবৃহৎ ও সুদৃশ্য চেয়ারে উপবিষ্ট থাকিয়া একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। সম্রাট্ তাঁহার সম্মুখীন হইবামাত্র তিনি আসন হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন।

অনন্তর সকলে স্ব স্ব আসন পরিগ্রহ করিলে সম্রাট্ ও মার্টিয়াভেলির মধ্যে কিয়ৎক্ষণ জ্যোতিষ ও জ্ঞান-সম্বন্ধীয় নানারূপ জটিল বিষয়ের আলোচনা হইল। তৎপরে সম্রাট্ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন —"আমি আপনাকে যে একখানি জন্মপত্রিকা পরীক্ষার জন্য পাঠাইয়াছিলাম, সেখানি কতদূর দেখিয়াছেন?—আর সেই জন্মপত্রিকাখানি ইঁহারই (কুইটিন্‌কে দেখাইয়া); আপনি ইচ্ছা করিলে ইঁহার করকোষ্ঠীও দেখিতে পারেন। কারণ, বিষয়টি বড়ই গুরুতর ও আবশ্যকীয়।"

তচ্ছ্রবণে মার্টিয়াভেলি কিয়ৎক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কুইনটিনের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। বোধ হইল যেন, মনে মনে তাঁহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করিতেছেন। অবশেষে তাঁহার করতলের রেখাগুলি পরীক্ষা করিয়া সম্রাটকে কহিলেন,—"ইঁহাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম—যুবক সাহসী ও ভাগ্যবান্।"

সম্রাট্।—তবে মধ্যরাত্রিই উঁহাদের যাত্রার উপযুক্ত সময়?

মার্টিয়াভেলি।—ঠিক দ্বিপ্রহর রাত্রি। যুপিটারগ্রহ এক্ষণে তুঙ্গ স্থানে অবস্থিত; আর শনি ও চন্দ্রের যেরূপ অবস্থিতির স্থান, তাহাতে প্রেরকের পক্ষে মঙ্গলজনক, কিন্তু প্রেরিত ব্যক্তিদিগের যাত্রা ততদূর নিরাপদ্ ও শুভজনক নহে—এমন কি, অত্যাচার ও কারারোধ পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে।

সম্রাট্ ভাবিলেন—তবে হয় ত ইসাবেল পথে উইলিয়ম-ডি-লা-মার্কের কবলে পতিত হইতে পারে; উইলিয়ম যদিও দস্যুদলপতি, তথাপি উন্নত-বংশজাত এবং বিলক্ষণ সাহসী। অনন্তর সম্রাট্ মার্টিয়াভেলিকে কতকগুলি স্বর্ণ-মুদ্রা প্রদান করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া কুইন্‌টিনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"যুবক! আমার অনুগমন কর, তুমি নিজভাগ্যবলে ও রাজানুগ্রহে অসীম সাহসিক কার্য্য সম্পাদন জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছ; প্রস্তুত হইয়া থাকিবে। সেণ্ট মার্টিন গির্জ্জায় ১২টা বাজিয়া মধ্যরাত্রি ঘোষণা করিবামাত্র অশ্বারোহণ করিবে।"—এই বলিয়া তিনি কুইন্‌টিনের সহিত কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

—•—

ভ্রমণ

কুইন্‌টিন আপন কক্ষে প্রত্যাগমন করিবামাত্র ওলিভার তাঁহার যাত্রার উপযোগী পরিচ্ছদ আনিয়া দিলেন। কুইন্‌টিন আপাদমস্তক লৌহ-সন্নহনে সজ্জিত হইয়া তদুপরি সুদৃশ্য স্বর্ণসূত্রখচিত উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া একজন উন্নত পদমর্য্যাদাশালী কর্ম্মচারীর বেশ ধারণ করিলেন।

ওলিভার বলিলেন—"তোমার মাতুল পাছে তোমার বিষয়ে কৌতূহল বশতঃ কোন অনুসন্ধান করেন, এই জন্য তাঁহাকে অদ্য রাত্রে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে; আর তুমি নিশ্চিন্তভাবে ও নিরাপদে অদ্যকার এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া ফিরিয়া আসিলে তোমার বিশিষ্ট পদোন্নতি হইবে।"—এই বলিয়া তাঁহাকে পাথেয়স্বরূপ একটি স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ পুটক প্রদান করিলেন।

১২ টা বাজিবার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে কুইন্‌টিন সম্রাটের আদেশমত দ্বিতীয় প্রাঙ্গণে ডফিন টাওয়ারের নিম্নদেশে যাইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তথায় কয়েকজন সশস্ত্র রক্ষী সজ্জিত অশ্ব ও যাত্রার উপযোগী দ্রব্যাদি সহ অপেক্ষা করিতেছিল; সকলেই নির্ব্বাক্। জ্যোৎস্নালোকে উজ্জ্বল লৌহনির্ম্মিত বর্ম্ম ও অস্ত্রশস্ত্রাদি বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় ঝলসিতে লাগিল। সকলেরই হস্তে দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ বর্শাফলক। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি কুইন্‌টিনকে কহিল—"আমরা টুর্স অতিক্রম করিলে আমাদের পথপ্রদর্শক আসিয়া আমাদের সহিত মিলিত হইবে।"

ইত্যবসরে টাওয়ারের একটি ক্ষুদ্র দ্বার উন্মুক্ত হইল। তিনটি রমণী ও দীর্ঘ অঙ্গাবরণে আবৃতদেহ এক পুরুষ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। রমণীত্রয় তিনটি সজ্জিত অশ্বে আরোহণ করিলেন এবং সকলে সমবেত হইয়া দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পুরুষটি তোরণ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। একটি রমণী অনুচ্চস্বরে একজন রক্ষীকে কহিলেন—"আমাদিগকে নির্ব্বিঘ্নে বিশপ-অফ লিজের আশ্রয়ে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিলেই আমার উদ্দেশ্য সফল হয়—ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।" অনন্তর পুরুষটি দুর্গমধ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলে কুইন্‌টিন জোৎস্নালোকে তাঁহাকে চিনিলেন—তিনি স্বয়ং সম্রাট।

এক্ষণে দ্বিযাম রজনী; মেঘ-নির্ম্মুক্ত-চন্দ্রালোকে শুভ্রোজ্জ্বলবসনা ধরিত্রী যেন হাস্যময়ী! অদূরে 'লয়ার' তটিনী চন্দ্রালোকোদ্ভাসিতবক্ষে বিপুল তরঙ্গভঙ্গে প্রবাহিতা; উভয়তীরস্থ দ্রাক্ষাক্ষেত্র, সৌধমালা ও উপবন-শোভা পূর্ণচন্দ্রের স্বচ্ছ-তরল-মাধুরী-মিশ্রণে লয়ার তটিনীর কি বিচিত্র রমণীয়তা বর্দ্ধন করিতেছে। তাঁহারা দেখিলেন, টুরেনের প্রাচীন রাজধানী টুর্স নগরীর সুধাধবলিত উন্নত সীমা-প্রাচীরগুলি যেন নীলগগনের নীলিমায় মিলিত হইয়া যাইতেছে। কুইন্‌টিন আজীবন স্বদেশীয় কঠোর পার্ব্বত্য শোভা দর্শনে অভ্যস্ত, সুতরাং এক্ষণে এরূপ অবস্থায় জড়িত হইয়াও এই নিশীথ-নির্জ্জন-নিসর্গ-কান্তি দর্শন-সুখোপভোগে অনাস্থা প্রদর্শন করিতে পারিলেন না: তিনি দেখিলেন, প্রকৃতি ও মানব-শিল্পসম্ভূত অশেষ শোভাসমৃদ্ধিতে ফ্রান্স-রাজধানী হাস্যাননা! তাঁহার হৃদয় বিস্ময়োল্লাসে আপ্লুত হইয়া উঠিল। তিনি একাগ্রচিত্তে প্রকৃতির বিনোদ চিত্র দর্শন করিতে করিতে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে কাউণ্টেস্ হেমিলিন দলপতির সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; সুতরাং কুইন্‌টিন সসম্মানে স্বীয় অশ্বের গতি তদভিমুখে সঞ্চালিত করিয়া কাউণ্টেসের সমীপবর্ত্তী হইলেন। হেমিলিন তাঁহার নাম, পদ ও তিনি গন্তব্যপথ সবিশেষ অবগত আছেন কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। কুইন্‌টিন্ তাঁহার নাম ও পদের পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন—"পথ সম্বন্ধে আমার ততদূর অভিজ্ঞতা নাই, তবে সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি; আর আমাদের প্রথম বিশ্রামস্থানেই এক জন পথপ্রদর্শক আসিয়া আমাদের সহিত যোগদান করিবেন—এইমাত্র এক জন পথপ্রদর্শক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।"

হেমিলিন। আপনাকে এ কার্য্যে নিযুক্ত করা হইল কেন? আমরা যখন গ্যালারিতে রাজকুমারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, আপনি না তখন তথায় প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন? আপনি অল্পবয়স্ক ও এরূপ কার্য্যের পক্ষে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; বিশেষতঃ আপনি বিদেশী; কারণ, আপনার ভাষাও বিভিন্ন।

কুইন্‌টিন। আমি রাজাজ্ঞাপালনে বাধ্য।

ইসাবেলও মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি যখন সেই পান্থনিবাসে সম্রাটকে ফল পরিবেশন করিতেছিলাম, তখন আপনি না তথায় উপস্থিত ছিলেন ?"

কুইন্টিন্। (মৃদুস্বরে)—আজ্ঞে হাঁ।

ইসাবেল। (হেমিলিনের প্রতি)—তবে আমরা ইঁহার রক্ষণাধীনে নিরাপদে গমন করিতে পারিব; নিশ্চয়ই ইঁহার উপর এই দুই নিরাশ্রয়া রমণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ নিষ্ঠুর ব্যবহারের ভার অর্পিত হয় নাই।

কুইন্টিন। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, ফ্রান্স ও স্কটল্যাণ্ড একত্র মিলিত হইলেও আমি আপনাদের প্রতি কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতা ও নিষ্ঠুরতার কার্য্য করিতে পারিব না।

হেমিলিন। আপনি বেশ কথাই বলিয়াছেন; আমরা ফ্রান্সের রাজার ও তাঁহার সহকারিগণের মুখেও মিষ্ট আশ্বাসবাক্য শুনিয়াছি। তাঁহাদের পরামর্শেই আমরা ফ্রান্সরাজের শরণাপন্ন হইতে প্রলোভিতা হইয়াছিলাম; নতুবা এ স্থানের পরিবর্ত্তে অনায়াসে বিশপ-অফ্-লিজের নিকট অথবা ইংলণ্ডে আশ্রয়-গ্রহণার্থ গমন করিতে পারিতাম। ফ্রান্সরাজের প্রতিজ্ঞার কি এই ফল!—তিনি আমাদিগকে লজ্জাজনক গুপ্ত আবাসে দীনহীনা সামান্যা রমণীর ন্যায় রাখিয়া-দিয়াছিলেন।

ইসাবেল। আমি সম্মানের সহিত নিভৃত নিবাসে অবস্থিতি করিতে পারিলে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতে পারিতাম। এই অভাগিনীর জন্য যে ফ্রান্স ও বর্গণ্ডীর মধ্যে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া অসংখ্য লোকের জীবননাশ ঘটিবে। ঈশ্বর জানেন, ইহা আমার এক-বিন্দুও ইচ্ছা নয়।

হেমিলিন। এ তোমার অতি নির্ব্বোধের ন্যায় কথা। আমার লাতুষ্পুত্রের যোগ্য কথা নয়; সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া ও গোয়ালিনী রমণীতে প্রভেদ কি? যদি প্রথমার জন্য নাইটগণ পরস্পর দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত না হয়, তোমার মত বয়সে আমার যখন ভরা যৌবন তখন আমার পাণিপীড়নাশায় কত নাইট দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়া কেহ প্রাণহীন, কেহ বা অঙ্গহীন হইয়াছেন। তোমার প্রপিতামহীর সম্বন্ধেও এইরূপ ঘটনা হইয়াছিল; আর সেই বংশে জন্মিয়া তুমি কি না সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া মঠে যোগিনী হইয়া থাকিতে চাও!

ইসাবেল। আমি ধাত্রার নিকট শুনিয়াছি, রাইনগ্রোভ এক জন প্রসিদ্ধ নাইট, তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আমার প্রপিতামহীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু সে পরিণয়ে তাঁহারা সুখী হইতে পারেন নাই। কারণ,রাইনগ্রোভ আমার প্রপিতামহীকে বড় তিরস্কার করিতেন এবং কখন কখন প্রহার পর্য্যন্ত করিতেন।

হেমিলিন্ বীরাঙ্গনার ন্যায় সদর্পে কহিলেন—"কেন মারিবেন না? যে জয়শীল বাহু বাহিরে সর্ব্বদা আঘাত করিতে অভ্যস্ত, সে বাহুবল কি গৃহে নিশ্চেষ্ট-ভাবে রুদ্ধ হইয়া থাকিবে?—যে স্বামীকে ঘরে-বাহিরে সকলে ভয় করে, এরূপ স্বামী আমাকে প্রত্যহ দুইবার হিসাবে সহস্রবার মারিলেও আমি তাহার স্ত্রী হইয়া মার খাইতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু যে ভীরু স্বামী, অপর লোকের গাত্রে হস্তার্পণ দূরের কথা, আপনার স্ত্রীকেও মারিতে সাহস করে না—এরূপ স্বামীর স্ত্রী হইতে চাহি না।

ইসাবেল। তুমি এইরূপ মারহাট্টা স্বামীর সহবাসে মার খাইয়া মনের সুখে থাক।

হেমিলিন। স্বামীর প্রহার যে বিবাহের অবশ্য-ম্ভাবী ফল, আমি একথা বলিতেছি না; তবে রাইন-গ্রোভ অতিশয় কর্কশস্বভাব ছিলেন; যাহারা সর্ব্ব-গুণসম্পন্ন ও যথার্থ নাইটপদবাচ্য, তাঁহারা যতক্ষণ রমণীমণ্ডলে থাকেন, ততক্ষণ নিরীহ মেষের মত; কিন্তু যোদ্ধৃমণ্ডলে তাঁহারা সিংহসম বিক্রমশীল। আবার অনেক নাইট আছেন, যাঁহারা বাহিরে ভুজবলে শত্রু-মণ্ডলীকে থর থর কম্পিত করিয়া থাকেন, গৃহে অবাধে ও নির্ব্বিবাদে রমণীর হস্তে কতই প্রহার সহ্য করেন।

তাঁহাদের এইরূপ রমণীসুলভ কথোপকথন হই-তেছে, দেখিয়া কুইন্টিন তাহাদের সন্নিকটে অবস্থান অবিধেয় ভাবিয়া ও তাহাদের গন্তব্যপথের অবস্থা পরিজ্ঞানার্থ পথপ্রদর্শকের পার্শ্বে গিয়া অবস্থিত হইলেন। এ দিকে রজনী অতিক্রান্তা হইয়া পূর্ব্বগগনে অস্ফুট আলোকাভা প্রকাশিত হইল। অদ্ধরাত্রি অনিদ্রায় অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণানবন্ধন সকলেই বিশ্রামার্থ ব্যস্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং কুইনটিন পথপ্রদর্শককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিকটবর্ত্তী বিশ্রামস্থান সেখান হইতে আর কতদূর?"

পথপ্রদর্শক বলিলেন,—"আর অদ্ধঘণ্টামধ্যে অব-গত হইবেন।"

চন্দ্রমা এক্ষণে উষাগমে ম্লান ও অনুজ্জ্বলভাবে পশ্চিমগগনে অবতরণ করিতেছেন, পূর্ব্বগগনে উদীয়মান বালতপনের লোহিত কিরণে ক্রমে উদ্ভাসিত হইতেছে এবং সন্নিহিত হ্রদের স্বচ্ছ সলিলে প্রভাত-ভানুর লোহিতচ্ছবি প্রতিবিম্বিত হইয়া বায়ুহিল্লোলে কম্পিত হইতেছে। পথিকগণ ক্রমে এই হ্রদপার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই হ্রদ একটি সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরমধ্যে অবস্থিত; প্রান্তরের স্থানে স্থানে বিরল-সন্নিবিষ্ট বৃক্ষ, লতা ও গুল্মে আবৃত। সুতরাং প্রান্তরটিকে একরূপ অনাবৃত বলা যাইতে পারে। কুইন্‌টিন্ উষালোকে দেখিলেন, তাঁহার পথিপ্রদর্শক সেই পূর্ব্বপরিচিত পেটিট-এণ্ড্রি—যিনি ট্রয়-এসচিলে-সের সহিত একযোগে তাঁহাকে উদ্বন্ধনে বৃক্ষশাখায় বিলম্বিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে দেখিবামাত্র কুইন্‌টিনের হৃদয়ে তাঁহার প্রতি বিষম ঘৃণার উদ্রেক হইল, তৎক্ষণাৎ বেগে অশ্ব সঞ্চালন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে প্রায় ৮ ফিট দূরে সরিয়া গেলেন।

পেটিট-এণ্ড্রি তদ্দর্শনে অট্টহাস্য করিয়া কহিলেন—"হাঁ! হাঁ!; আপনি আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন, যাহা হউক, বোধ হয়, আমার প্রতি আপনার কোনরূপ বিদ্বেষভাব নাই, আপনি আমার নিকট আসুন।"

কুইন্‌টিন্ ক্রুদ্ধ ও বিরক্তভাবে কহিলেন—"তফাতে যাও—নতুবা সম্ভ্রান্ত ও ইতর লোকে কত তফাৎ, তাহা তোমাকে শিখাইয়া দিব।"

পেটিট-এণ্ড্রি। (শ্লেষব্যঞ্জক স্বরে) আপনি অত গরম হইয়া উঠিলেন কেন? আপনার মত ওরূপ অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গলদেশের সহিত আমার রজ্জুর সাক্ষাৎ হইয়া থাকে; এক্ষণে আপনাকে একপাত্র পান করাইয়া দিতে পারিলেই আপনার ওরূপ বিরাগভাব দূর হইয়া যায়। তবে আমার কলহ করা স্বভাব নহে, যাহা হউক, যদি কখন আমার হস্তে পতিত হয়েন, তবে বুঝিবেন, আমার প্রকৃতি কত ক্ষমাশীল।

এই বলিয়া তিনি পথের অপর পার্শ্বে আপন অশ্ব-সঞ্চালন করিলেন।

কুইন্‌টিনের হৃদয় এরূপ শ্লেষোক্তি-বর্ষণে রোষা-নলে জ্বলিয়া উঠিল; তিনি একবার ভাবিলেন, বর্শা-দণ্ডপ্রহারে উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করি, পরক্ষণেই ভাবিলেন, এরূপ ব্যবহার এ সময়ের পক্ষে নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য। তিনি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সমভিব্যাহারিণী রমণী-দ্বয় একযোগে আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন—"পশ্চাতে দেখুন! পশ্চাতে দেখুন! আমরা অনুসৃত হইতেছি।"

কুইন্‌টিন ক্ষিপ্রভাবে পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন,—বাস্তবিক দুই জন অশ্বারোহী তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তীরবেগে আসিতেছে এবং শীঘ্রই তাঁহাদের সমীপস্থ হইবে। তিনি তৎক্ষণাৎ পেটিটকে আদেশ করিলেন—"শীঘ্র দেখ—উহারা কে?"

পেটিট তৎক্ষণাৎ বিদ্রূপ সহকারে নানারূপ অঙ্গ-ভঙ্গীর সহিত দেখিয়া বলিলেন—"আমার পক্ষীয়ও নয়—আপনার পক্ষীয়ও নয়।"

কুইন্‌টিন্ পেটিটের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া রমণীদ্বয়কে কহিলেন,—"আপনারা সম্মুখে অগ্রসর হউন, আমি আপনাদের অনুধাবক ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে থাকিয়া, উহাদের অনিষ্টচেষ্টায় বাধা প্রদান করিব।"

ইসাবেল একবার তাঁহার দিকে চাহিলেন, তৎপরে হেমিলিনের কর্ণে চুপি চুপি কি বলিলেন। তচ্ছ্রবণে হেমিলিন কুইন্‌টিন্‌কে কহিলেন—"আমরা আপনাকেই বিশ্বাস করি। আপনার সহিত থাকিয়া বিপদ্ ঘটিলেও আমরা আর কাহারও সহিত অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করি না।"

কুইন্‌টিন্ তাঁহাদিগকে ভরসা দিয়া কহিলেন—"আপনাদের যেরূপ ইচ্ছা! তবে উহারা দুই জন মাত্র—উহারা অসদভিপ্রায়ে আসিলে নিশ্চয়ই দেখিবে, আপনাদের রক্ষার্থ এই স্কটিস যুবক কিরূপ প্রকৃতি অবলম্বন করে।" এই বলিয়া তিনি স্বীয় সহচরগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কে কে আমার সহায়তার জন্য আমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইতে প্রস্তুত আছ?"

এক জন মাত্র অগ্রসর হইয়া তাঁহার সাহায্যার্থে প্রস্তুত হইল। ইত্যবসরে আপাদমস্তক বর্ম্মাবৃত অনুধাবকগণ তাঁহাদের সম্মুখীন হইলেন। তাঁহারা উভয়েই নাইট। তন্মধ্যে এক জন কুইন্‌টিনকে কহিলেন—"মহাশয়! আমরা আপনার হস্ত হইতে এই রমণীদ্বয়ের ভার গ্রহণ করিতে আসিয়াছি, আপনি আমাদের হস্তে ইঁহাদের ভারার্পণ করুন; আমরাই

এই ভারবহনের যোগ্যপাত্র। আর ইঁহারা আপনার হস্তে একরূপ বন্দিনীর ন্যায় রহিয়াছেন।

কুইন্‌টিন তদুত্তরে কহিলেন -"প্রথমতঃ আপনারা জানিবেন, আমি সম্রাটের আদেশে তন্নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যপালন করিতেছি। দ্বিতীয়তঃ আমি অযোগ্য হইলেও ইঁহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমার রক্ষণাধীনে থাকিতে সম্মত হইয়াছেন।"

এক জন নাইট বলিলেন—"ওরে পথচারী ভিক্ষুক! তুই নাইটের ইচ্ছা অবহেলা ও প্রতিরোধ করিতে সাহসী হইয়াছিস্?"

কুইন্‌টিন। নিশ্চয়ই অবহেলা ও প্রতিরোধ। কারণ, আপনারা ঔদ্ধত্য ও অবৈধ অত্যাচার প্রদর্শন করিতেছেন—আপনাদের পদগৌরবের সহিত আমার পদের ইতরবিশেষ আছে কি না, জানি না, কিন্তু আপনাদের অশিষ্টাচারিতা সে পার্থক্য দূর করিয়াছে—বর্শা কিংবা অসি যাহা ইচ্ছা হয়, গ্রহণ ও ধারণ করুন।"

তচ্ছ্রবণে নাইটদ্বয় উত্তেজিত হইয়া সশস্ত্রে আক্রমণার্থ উদ্যত হইলে কুইন্‌টিন গ্যাসকন্‌কে বীরের ন্যায় সম্মুখীন হইতে আদেশ করিয়া স্বীয় অশ্বসঞ্চালন করিলেন, কিন্তু গ্যাসকন্ এক জন নাইটের হস্তস্থিত অসির আঘাতে বিকৃতবদন হইয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। কুইন্‌টিন স্বীয় দৃঢ়মুষ্টিধৃত বর্শাঘাতে এক জন নাইটকে অবিলম্বে ধরাশায়ী করিয়া একলম্ফে অশ্ব হইতে অবতরণ করতঃ তাঁহার মুখাবরণ উন্মোচন করিতে উদ্যত হইলে, তাঁহার আততায়ী দ্বিতীয় নাইট সেই সঙ্গে অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং ধরাশয্যাশায়ী অচেতন সঙ্গীর বক্ষের উপর উপবেশন করিয়া কুইন্‌টিনকে কহিলেন—"তুমি অশ্বারোহণ করিয়া রমণী লইয়া গন্তব্যস্থানে প্রস্থান কর।"

কুইন্‌টিন। আমি প্রথমে দেখিতে চাহি যে, কাহার সহিত আমার এরূপ সংঘর্ষ হইল—এবং আমার সহচরের হত্যাকারী কে?

নাইট। সে কথা তুমি জীবিত থাকিতে জানিতে বা কাহাকেও বলিতে অবসর পাইবে না—যাও, নীরবে চলিয়া যাও—আমরা তোমাদিগকে বাধা প্রদান করিয়া যেরূপ নির্ব্বোধের কার্য্য করিয়াছি, তাহার উপযুক্ত প্রতিফল হইয়াছে—আর তুমি যেরূপ অনিষ্ট করিলে—তোমার ও তোমার দলস্থ সকলের জীবনের বিনিময়ে ইহার পরিশোধ হইতে পারে. না—(কুইন্‌টিনকে অসি নিষ্কোষিত করিতে দেখিয়া) তবে যদি একান্ত ইচ্ছা, এস, প্রতিশোধ লই।"

এই বলিয়া তিনি কুইন্‌টিনের লৌহময় শিরস্ত্রাণে অশনিসম্পাতের ন্যায় প্রচণ্ডবেগে অসির আঘাত করিলেন; শিরস্ত্রাণ দ্বিখণ্ড হইয়া গেল; তৎক্ষণাৎ তাঁহার স্কন্ধদেশে সবলে আঘাত করিলেন; সেই আঘাতের বেগে কুইন্‌টিনের মস্তক বিঘূর্ণিত হইল; চারিদিক্ যেন শূন্যময় দেখিলেন; আর এক আঘাত প্রাপ্ত হইলেই কুইন্‌টিনের ভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া যাইত; কিন্তু তাঁহার যুবাবয়স, কমনীয় মূর্ত্তি, অতুল সাহস ও বীরত্ব দর্শনে নাইটের বীরহৃদয় মুগ্ধ হইল। তিনি পুনর্ব্বার অস্ত্রাঘাত-সংকল্প সংবরণ করিলেন। কুইন্‌টিনও ইত্যবসরে প্রকৃতিস্থ হইয়া পুনর্ব্বার অধিকতর সাহস ও সতর্কতার সহিত নাইটকে চারিদিক্ হইতে নানা কৌশলে ক্ষিপ্রভাবে অস্ত্রাঘাত করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। তখন নাইট ক্রোধে অন্ধ হইয়া বলিলেন—"রে নির্ব্বোধ যুবক! তোমার শিরশ্ছেদন না করিলে তুমি শান্ত হইবে না।" এই বলিয়া সাংঘাতিক আঘাতের অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন—হয় ত তিনি এইরূপ কৌশলে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন; কিন্তু ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে ঘটনাস্রোত অন্যদিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

অকস্মাৎ একদল অশ্বারোহী দ্রুতবেগে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। নাইট ও কুইনটিন উভয়েই সংগ্রামে বিরত হইলেন। কুইন্‌টিন সবিস্ময়ে দেখিলেন, তাঁহার দলপতি লর্ড ক্রফোর্ড স্বয়ং এই সৈন্যদলসঞ্চালন করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিলেন। সেই সঙ্গে প্রোভোষ্ট মার্শাল ট্রিষ্টানও উপস্থিত। অশ্বারোহীর সংখ্যা সর্ব্বসমেত বিংশতি জন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

—*—

পথ-প্রদর্শক

লর্ড ক্রফোর্ড ও তাঁহার অশ্বারোহী সহচরগণের আগমনে নাইট ও কুইনটিন দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন। নাইট তৎক্ষণাৎ তাঁহার শিরস্ত্রাণ উন্মোচন করত ক্রফোর্ডের হস্তে আপন অসি প্রদান করিয়া

কহিলেন—"আমি আপনার হস্তে আত্মসমর্পণ করিলাম ; কিন্তু আপনার নিকট বিনীত প্রার্থনা, আপনি ডিউক-অফ অর্লিয়ান্সকে রক্ষা করুণ। এই ছদ্মবেশী নাইট আমাদের পূর্ব্বপরিচিত ডুনয়।"

ক্রফোর্ড শুনিয়া সবিস্ময়ে কহিলেন—"সে কি ডিউক-অফ অর্লিয়ান্সকে রক্ষা কি জন্য ?"

ডুনয়। অনুগ্রহপূর্ব্বক কোন প্রশ্ন করিবেন না—আমারই সম্পূর্ণ অপরাধ—ঐ দেখুন, উনি ভূতলে অঙ্গসঞ্চালন করিতেছেন। আমি সম্পত্তিলাভ ও বিবাহের প্রলোভনে ঐ রমণীকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিবার আশায় আসিয়াছিলাম, কিন্তু হায় ! তাহার কিরূপ পরিণাম ঘটিল !

এই বলিয়া তিনি ভূপতিত ডিউক-অফ অর্লিয়ান্সের শিরস্ত্রাণ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন এবং সমীপবর্ত্তী হ্রদ হইতে জল আনিয়া তাঁহার বদনে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন।

কুইনটিন এই সকল অভাবনীয় ঘটনাবলী দর্শন ও শ্রবণ করিয়া বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ডিউক-অফ অর্লিয়া ফ্রান্সের ভাবী সম্রাট আর ডুনয় ফ্রান্সের অদ্বিতীয় বীর। ইঁহাদের সহিত অস্ত্র-যুদ্ধ ও আমার হস্তে ডিউকের পরাভব ও ডুনয়ের সহিত আমার সমকক্ষতা—ইহাও আমার পক্ষে অসীম সাহসিক কার্য্য। তবে সম্রাট এ সকল শুনিলে কি মনে করিবেন -

ডিউক এক্ষণে ডুনয়ের পরিচর্য্যায় কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া ভূতলে উপবিষ্ট হইলেন। ডুনয় ক্রফোর্ডকে বারংবার বিনীতভাব অনুরোধ করিতে লাগিলেন—"আপনি ডিউকের নাম প্রকাশ করিবেন না। আমি এ বিষয়ে যাবৎ অপরাধ নিজস্কন্ধে গ্রহণ করিতেছি, আপনি বলিবেন, ডিউক দৈবাৎ এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।"

ক্রফোর্ড। আমি আহ্লাদের সহিত আপনার উপকারসাধন করিতে প্রস্তুত আছি।

ডুনয়। আমি অস্ত্র ও আত্মসমর্পণ করিয়া আপনার নিকট বন্দিত্ব স্বীকার করিয়াছি, সুতরাং আমার জন্য কোন অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি না—সমগ্র ফ্রান্সের ভাবি আশা-ভরসার কেন্দ্র এই ডিউকের জন্যই আমার আন্তরিক প্রার্থনা। কারণ, তিনি আমার সৌভাগ্যবর্দ্ধন উদ্দেশে এই কার্য্য আমার অনুগৃহীত করিতে আসিয়াছিলেন।

ডিউক এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—"আমি উঁহার নিতান্ত অনিচ্ছাক্রমে উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া উঁহাকে এই কার্য্যে প্রলোভিত করিয়াছিলাম। আমি আমার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য যথাযোগ্য দণ্ড গ্রহণ করিব।" এই বলিয়া তিনি স্বীয় কোষ হইতে অসি উন্মুক্ত করিয়া সবলে নিকটবর্ত্তী হ্রদে নিক্ষেপ করিলেন। নিক্ষিপ্ত অসিফলক শূন্যমার্গে সৌদামিনীর ন্যায় ঝমকিয়া হ্রদগর্ভে নিমজ্জিত হইল। সমবেত সকলেই তদ্দর্শনে সবিস্ময়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন—ডিউকের অহঙ্কার এই কার্য্যে তিনি স্বয়ং ধ্বংসের বীজ বপন করিয়াছেন।

ডুনয় তাঁহাকে ভৎসনা-স্বরে কহিলেন—"আপনি যে প্রাতঃকালে সম্রাটের অনুগ্রহ প্রত্যাখান এবং ডুনয়ের বন্ধুত্বে অবহেলা করিয়াছেন, সেই প্রাতঃকালে এইরূপে আপনার উৎকৃষ্ট অসিত্যাগ কি উপযুক্ত বিবেচনা করিলেন ?"

ডিউক। আমি আত্মসম্মান রক্ষা ও আপনার নিরাপদ জন্য সত্য বলিয়া কিরূপ আপনার বন্ধুত্বে অবহেলা করিলাম ?

ডুনয়। আমার নিরাপদ জন্য আপনার এরূপ উৎকণ্ঠিত হইবার কোন আবশ্যক ছিল না। আমার প্রাণদণ্ডে আপনার কোন ক্ষতি হইত না। দেখুন, এক জন সামান্য স্কটিস বালকের হস্তে নিগৃহীত হইয়া আপনার মানসম্ভ্রমের কিরূপ খর্ব্বতা হইয়াছে।

ক্রফোর্ড। ও বিষয়ের আন্দোলনে আর উঁহাকে লজ্জিত করিবেন না।—আমি স্কটিস বালকের বীরত্বের পরিচয়ে সুখী হইলাম ; বোধ হয়, আপনারই অস্ত্রাঘাতে উঁহার শিরস্ত্রাণ দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে। যাহা হউক, (সহচরগণের প্রতি) তোমরা কেহ উঁহাকে একটি শিরস্ত্রাণ দাও—ডিউক ও ডুনয় ! আপনাদের অনুরোধ করিতেছি, আপনারা অশ্বে আরোহণ করিয়া আমার অনুগামী হউন।

ডিউক। আমি রমণীদ্বয়কে কি একটি কথা বলিতে পারি ?

ক্রফোর্ড। একটি অক্ষরও না। কুইনটিন ! তুমি বীরত্ব ও সম্মানের সহিত আপন কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতেছ—যাও, তোমার কার্য্যে অগ্রসর হও।

এই বলিয়া তিনি রমণীদ্বয়কে বিদায়সূচক

করিয়া প্রস্থান করিলেন। ট্রিষ্টান তাঁহার প্রস্থানকালে তাঁহাকে কহিলেন—"পেটিট্-এণ্ড্রি, আমার সহিত আগমন করুন, তাঁহার সহিত আমার কোন বিশেষ কার্য্য আছে। আর এই পথ দিয়া কিন্তু কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই কুইনটিনের সহিত আর এক জন পথ-প্রদর্শকের সাক্ষাৎ হইবে; তিনি তাঁহাদিগকে গন্তব্য-পথ প্রদর্শন করিবেন।"

ডুনয় ক্রফোর্ডকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি আমাদিগকে প্লেসিস্ দুর্গে লইয়া যাইতেছেন।"

ক্রফোর্ড দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে কহিলেন—"না, 'লচেস্' দুর্গে।" "লচেস্" দুর্গ এই নামটি ডুনয়ের কর্ণে যেন সাক্ষাৎ শমনের আহ্বান তুল্য প্রতিধ্বনিত হইল। কারণ, তিনি পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন যে, এই দুর্গে গুপ্তভাবে নানারূপ অমানুষিক নিষ্ঠুরতার কার্য্য হইয়া থাকে—এই দুর্গাভ্যন্তরে বহুসংখ্যক ভীষণ অন্ধকূপে কত হতভাগ্য জীবন্ত কবরে সমাধিস্থ হইয়াছে; সুতরাং এই লচেস্ দুর্গে তাঁহার আবাস নির্দ্দেশ হইবে জানিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন এবং নিতান্ত ভগ্ন-হৃদয়ে অবনত-বদনে ক্রফোর্ডের অনুগমন করিতে লাগিলেন।

এদিকে লেডী হেমিলিন কুইন্টিন্‌কে কহিলেন—"আপনি বোধ হয় আমাদের জন্য এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও দুঃখিত হইয়াছেন?"

কুইন্টিন্। আপনাদের ন্যায় রমণীগণের উপকারার্থ আমার দুঃখের কারণ কিছুই নাই—তবে সুবিখ্যাত নাইট ডিউক-অফ অলিয়ান্স ও হতভাগ্য সামন্ত ডুনয়ের লচেস্ দুর্গের অন্ধকূপে অবরুদ্ধ হইবার কারণ হওয়া অপেক্ষা আমার ডুনয়ের হস্তে মৃত্যুই শ্রেয়স্কর ছিল।

হেমিলিন ইসাবেলের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"দেখিলেন ইসাবেল! উনি ডিউক-অফ-আলিয়ান্স। আমিও দূর হইতে ঠিক অনুমান করিতেছিলাম; ধূর্ত্ত ও অর্থলিপ্সু সম্রাট্ যদি প্রকাশ্যভাবে আমাদিগকে আশ্রয় দান করিতেন, তাহা হইলে আমাদের ভাগ্য অন্যরূপ হইত। এই যুবক অতি সাহসের সহিত মধ্যস্থতা করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহাও দুঃখের বিষয় যে, তিনি সসম্মানে এই বীরদ্বয়ের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিলেন না।"

ইসাবেল শুনিয়া বিরক্তভাবে কহিলেন—"আপনি এই যুবকের প্রতি নিতান্ত অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিতেছেন; যদি যুবক তাঁহাদের হস্তে পরাজিত হইতেন, তাহা হইলে রাজপ্রহরিগণ আসিবামাত্র উহাদের সহিত আমাদিগকেও বন্দিনী হইতে হইত; আমি পরাজিত ব্যক্তির জন্য অশ্রুবর্ষণ করিব এবং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব, আর বিজেতাকে কৃতজ্ঞতা সহকারে ধন্যবাদ প্রদান করিব।"

কুইন্‌টিন্ ইসাবেলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, ইসাবেল দেখিলেন, কুইন্‌টিনের গণ্ডস্থল বহিয়া রক্তধারা পতিত হইতেছে—তিনি তৎক্ষণাৎ নিতান্ত দুঃখিতভাবে বলিয়া উঠিলেন "এ কি! আপনার গণ্ডে রক্তধারা! আপনি অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হউন, আপনার ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দি।"

কুইন্টিন্ বলিলেন—"আমার আঘাত ততদূর গুরুতর নহে।" তথাপি ইসাবেলের নিতান্ত নির্ব্বন্ধে তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া হ্রদতটে উপবেশন করিলেন। রমণীদ্বয় দেশকালানুরূপ পরিচর্য্যায় রক্তমোক্ষণ নিবারণ করিয়া দিলেন। ইসাবেলের রুমাল দ্বারা তাঁহার ক্ষতস্থান আবৃত হইল।

কুইনটিন সুপুরুষ ছিলেন। রমণীদ্বয় কর্ত্তৃক তাঁহার শুশ্রূষাকালে তাঁহার শিরস্ত্রাণ মস্তক হইতে অপসারিত হইলে, তাঁহার সুদীর্ঘ কুঞ্চিত কেশগুচ্ছগুলি স্তবকে স্তবকে তাঁহার যৌবন-শ্রী-উদ্ভাসিত ও বিনম্র সুশ্রী মুখমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে বিন্যস্তভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহার বদন-শোভার অধিকতর রমণীয়তা সম্পাদন করিল। যৎকালে হেমিলিন তাঁহার বাক্সের মধ্যে রক্তমোক্ষণ-প্রতিষেধক ঔষধ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং কাউণ্টেস্ ইসাবেল স্বহস্তে স্বীয় রুমাল দ্বারা তাঁহার ক্ষতস্থান চাপিয়া ধরিয়া রক্তক্ষয়-নিবারণে নিযুক্ত রহিলেন, তৎকালে তাঁহার হৃদয়ে যেন লজ্জাশীলতা ও সঙ্কোচভাবের মিশ্রণে কেমন একরূপ অনির্ব্বচনীয় ভাবান্তর হইল। আহত যুবকের আঘাতজন্য তাঁহার প্রতি সহানুভূতি ও তাঁহার উপচিকীর্ষা জন্য তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতার প্রবল উচ্ছ্বাসে কুইন্‌টিন তাঁহার চক্ষে অতুল রূপবান্ বলিয়া দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। যদিও তাঁহার বংশমর্য্যাদা ও আর্থিক অবস্থায় পরস্পর বিসদৃশ অবস্থাপন্ন, তথাপি তাঁহাদের উভয়ের রূপযৌবন ও প্রণয়প্রবণতার সৌসাদৃশ্য বশতঃ,

এইরূপ সামান্ত আকস্মিক ঘটনা হইতে যেন উভয়ের ভাগ্যলিপি অপ্রত্যক্ষভাবে তাঁহাদের পরস্পরের হৃদয়-বিনিময়ের সম্পূর্ণতাসাধন করিয়া দিল। সুতরাং যদিও কাউণ্টেস্ এতাবৎকাল কুইনটিনের কল্পনার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে তাঁহার কল্পনা-স্রোতে উদ্ভাসিতা ছিলেন, এই মুহূর্ত্ত হইতে তিনি যে তাঁহার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে হৃদয়ের অন্তরালে প্রতিষ্ঠিতা হইবেন এবং কুমারী কাউণ্টেস্ও তাঁহার পাণিগ্রহণার্থী উন্নতবংশীয় নাইটগণের উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমোচ্ছাস প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহার উদ্ধারকর্ত্তা যুবক কুইন্‌টিনের চিন্তাই হৃদয়ে পোষণ করিতে যত্নবতা হইবেন, ইহা আর বিচিত্র কি! এই সঙ্গে যখন সেই ইতর বিশ্বাসঘাতক ক্যাম্পো-ব্যাসোর বিষয় তাঁহার স্মৃতিপথে জাগরূক হইল, তাহার সেই আকৃতি তাঁহার কল্পনানেত্রে যেন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ঘৃণিত বলিয়া বোধ হইল। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, ভাগ্যে যাহাই ঘটুক না কেন, সেই ইতর ঘৃণিত অপাত্রে কখনই প্রণয়স্থাপন করিবেন না।

এ দিকে লেডী হেমিলিন কুইন্‌টিনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন জন্য তাঁহাকে বলিলেন—"আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী তাহার রুমাল দ্বারা আপনার ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিয়াছে; আমিও আপনার বীরত্বের অভিজ্ঞানস্বরূপ আমার এই রুমাল-খানি আপনাকে দিতেছি," এই বলিয়া একখানি স্বর্ণ-সূত্র-খচিত সুদৃশ্য রুমাল তাঁহাকে প্রদান করিলেন।

অনন্তর তাঁহারা নানারূপ কথোপকথন করিতে করিতে কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়া অদূরে শৃঙ্গ-নিনাদ শ্রবণ করিলেন; ক্রমে এক অশ্বারোহী আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইল। রমণীদ্বয় তাহার বেশভূষা ও আকৃতি দর্শনে বলিয়া উঠিলেন—"এই ব্যক্তি এক জন বোহিমিয়ান।"

কুইন্‌টিন অগ্রসর হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে এবং তোমার এখানে আসিবার উদ্দেশ্য কি?"

আগন্তুক। আপনাদিগকে লিজের বিশপের নিকট পথিপ্রদর্শন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য।

কুইন্টিন্। তোমার সে বিষয়ে কি নিদর্শন আছে, যাহাতে তোমাকে বিশ্বাস করিতে পারি?

আগন্তুক। নিদর্শন? নিদর্শন সেই পুরাতন গাথা—

"বরাহ বধিল অনুচর।
গৌরব লভিল নৃপবর॥"

কুইন্টিন্। যথার্থ নিদর্শন বটে, চল, অগ্রসর হও। তোমার নিকট আমার অনেক বক্তব্য আছে।

এই বলিয়া রমণীদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"আমরা যে পথিপ্রদর্শকের জন্য আশা করিতেছিলাম—এই সেই ব্যক্তি, কারণ, এমন একটি বিষয় নিদর্শনস্বরূপ উল্লেখ করিয়াছে, যাহা সম্রাট্ ও আমি ভিন্ন আর কেহই অবগত নহে। যাহা হউক, উহার সহিত কথোপকথন করিয়া দেখি, ও ব্যক্তি আমাদের কতটুকু বিশ্বাসের পাত্র হইতে পারে?"

পঞ্চদশ অধ্যায়

—*—

ভবঘুরে

কুইন্‌টিন নবাগত বোহিমিয়ানের সম্মুখীন হইয়া উহার পরিচয়-গ্রহণার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার জন্ম কি ফরাসীবংশে?"

বোহিমিয়ান। না।

কুইন্‌টিন। তুমি কোন্ দেশীয় এবং কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী?

বোহিমিয়ান। আমার কোন নির্দ্দিষ্ট দেশও নাই, ধর্ম্মও নাই।

কুইন্‌টিন একেশ্বরবাদী, অবতারবাদী, জড়োপাসক প্রভৃতি নানা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের বিষয় অবগত ছিলেন; কিন্তু একেবারে ধর্ম্মহীন ব্যক্তিও জগতে থাকিতে পারে, এই চিন্তায় নিতান্ত বিস্মিত হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার বাসস্থান কোথায়?"

বোহিমিয়ান। কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই; ঘটনাচক্রে যখন যেখানে অবস্থিতি ঘটে, সেই স্থানই আমার তৎকালীন বাসস্থান।

কুইন্‌টিন। তবে তোমার সম্পত্তি কিরূপে রক্ষা কর?

বোহিমিয়ান। আমার এই পরিধেয় অঙ্গাবরণ, আর এই অশ্বই আমার সম্পত্তি। ইহারা সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে থাকে।

কুইন্‌টিন। তোমার পরিচ্ছদ ও অশ্ব উভয়ই সুন্দর; তোমার জীবিকা-নির্ব্বাহ হয় কিরূপে?

বোহিমিয়ান। কোন নির্দ্দিষ্ট উপায় নাই, ক্ষুধার সময় ঘটনাক্রমে যাহা সংগ্রহ হয়, তাহাতেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করি।

কুইন্‌টিন। তুমি কোন্ দেশীয় আইনের অধীন? তোমার দলপতি কে?

বোহিমিয়ান। আমি কোন আইনের বাধ্য নহি, ইচ্ছা ও আবশ্যকমত আমাদের জাতির যিনি সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ, তাঁহারই আদেশ পালন করিয়া থাকি, নতুবা আমার কেহ আদেশকর্ত্তা নাই।

কুইন্‌টিন সবিস্ময়ে কহিলেন—"কি আশ্চর্য্য! মনুষ্যজাতি যে সকল বন্ধনে ও শাসনে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে, তুমি সে সকলেই বঞ্চিত। তোমার আইন নাই—শাসনকর্ত্তা নাই—নির্দ্দিষ্ট জীবিকা নাই—থাকিবার গৃহ নাই—দেশ নাই—এমন কি, ঈশ্বর নাই—ধর্ম্ম নাই: তবে রাজশাসন, সাংসারিক সুখ ও ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত হইয়া তোমার মনুষ্যোচিত কি অবশিষ্ট আছে?"

বোহিমিয়ান। আমি এখন স্বাধীনভাবে যথা ইচ্ছা বিচরণ করি, পরে মৃত্যুর দিন আসিলে মরিব।

কুইন্‌টিন। তবে তোমরা ভ্রমণশীল জাতি। তোমার নাম কি?

বোহিমিয়ান। হায়রাদ্দীন মগরাবিন অর্থাৎ হায়রাদ্দীন আফ্রিকাদেশীয় মুর।

কুইন্‌টিন। তুমি বেশ ফরাসী ভাষায় কথা কহিতে পার।

বোহিমিয়ান। আমি এ দেশীয় ভাষা কিঞ্চিৎ শিখিয়াছি। কারণ, আমি যখন অল্পবয়স্ক বালকমাত্র ছিলাম, তখন নরমাংসপ্রিয় অসভ্যগণ আমাদের অনুসরণ করে। আমার জননী এক চক্ষে তাহাদের নিক্ষিপ্ত শরাঘাতে নিহত হইলেন। আমি তাঁহার স্কন্ধদেশে একখানি কম্বল দ্বারা আবদ্ধ ছিলাম। একজন ফরাসী ধর্ম্মযাজক আমার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া আমাকে রক্ষা করেন। তাঁহার নিকট হইতে ২৩ বৎসরের মধ্যে ফরাসী ভাষা শিখিয়াছি।

কুইন্‌টিন। তাঁহার আশ্রয় ত্যাগ করিলেন কেন?

বোহিমিয়ান। আমি তাঁহার অর্থ ও উপাস্য দেবমূর্ত্তি অপহরণ করিয়াছিলাম। তিনি জানিতে পারিয়া আমাকে প্রহার করেন, আমিও তাঁহার বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করি এবং স্বদলে স্বদেশে মিলিত হই।

কুইন্‌টিন। তুমি অতি পাপিষ্ঠ। উপকারকের বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করিলে?

বোহিমিয়ান। আমার উপকার করিবার তাঁহার কি আবশ্যক ছিল? কাফ্রি-বালক গৃহ-পালিত কুক্কুর নহে যে, মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য প্রভুর পদলেহন করিবে এবং প্রহারে সঙ্কুচিত হইবে। শার্দ্দূলশিশু প্রথমে শৃঙ্খল ছিন্ন করে, তৎপরে প্রভুর বক্ষঃ বিদারণ করত পুনর্ব্বার বনমধ্যে প্রস্থান করিয়া থাকে।

কুইন্‌টিন শুনিয়া বিস্ময় ও সন্দেহ-জড়িতভাবে কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তৎপরে জিজ্ঞাসা করি-লেন—"তুমি এক্ষণে অর্থদানে আমার বিশ্বাসভাজন হইতে পার কি না?"

বোহিমিয়ান। অর্থে আমার প্রয়োজন নাই। তবে আমার প্রতি আপনি দয়া প্রকাশ করিলে আমি আপনার বিশ্বাসভাজন হইতে পারি।

কুইন্‌টিন। আমি শপথ করিতেছি যে, তোমার প্রতি সর্ব্বদা সদয় ব্যবহার করিব।

বোহিমিয়ান। শপথের আবশ্যক নাই, আমি পূর্ব্ব হইতেই আপনার বাধ্য হইয়াছি।

কুইন্‌টিন। (সবিস্ময়ে) সে কিরূপ?

বোহিমিয়ান। স্মরণ করিয়া দেখুন, সেই চের নদীর তীরে চেষ্টনাট বৃক্ষে যে রজ্জুবদ্ধ দেহটির রজ্জু কর্ত্তন করিয়া আপনি তাহার প্রাণরক্ষায় যত্নবান্ হইয়াছিলেন, সেই ব্যক্তি আমার ভ্রাতা, তাহার নাম জ্যাক্মেট।

কুইন্‌টিন। আমি দেখিতেছি, যে সকল রাজপুরুষ তোমার ভ্রাতাকে ঐরূপে বধ করিয়াছিল, তাহাদের সহিত তোমার কার্য্যের সম্বন্ধ আছে। কারণ, তাহা-দের মধ্যে এক জন আমাকে এই স্থানে আমাদের পথ-প্রদর্শন জন্য তোমার সহিত মিলিত হইবার জন্য উপদেশ দিয়াছিল।

বোহিমিয়ান। এই সকল রাজপুরুষ মেষপাল-রক্ষক সারমেয়ের ন্যায় কিয়ৎকাল আমাদের

রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া তৎপরে আমাদিগকে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করে। পরিশেষে বৃক্ষশাখায় উদ্বন্ধনে আমাদের শবদেহ বিলম্বিত হয়।

কুইন্‌টিন এই অদ্ভুতপ্রকৃতি হায়রাদ্দীনের কথায় তাহার প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারিলেন না, নিতান্ত সন্দিগ্ধভাবে তাহার নিকট হইতে অপসৃত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"এক্ষণে কাহার সহিত পরামর্শে দেশকালপাত্রোচিত কার্য্য নির্দ্ধারণ করি? আমার আর দুই জন সহচর নিতান্ত নির্ব্বোধ; সুতরাং ঐ যুবতী রমণীর সহিত পরামর্শ করিয়া দেখি—আর এই পাপিষ্ঠ একাকী আর কত দূর অনিষ্টসাধন করিতে প্রবৃত্ত হইবে! যখন আমার পিতৃগৃহ শত্রুগণ কর্ত্তৃক অগ্নিদগ্ধ হয় এবং আমার পিতা ও ভ্রাতৃগণ সেই অগ্নিশিখাময় শয্যায় চিরনিদ্রায় শায়িত হন, তখন আমি শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত একাকী শত্রুগণের সহিত অদম্যসাহসে ভীমবিক্রমে অস্ত্রসঞ্চালন করিয়াছি; এখনও আমি সৎ উদ্দেশ্য-পালনে বদ্ধপরিকর; সুতরাং সৎসাহসে অবশ্যই কর্ত্তব্যপালনে কৃতকার্য্য হইব।" এইরূপ কৃতসঙ্কল্প হইয়া তিনি বিশেষ সতর্কভাবে সদলে সপ্তাধিক দিবস জনশূন্য গ্রাম্য পথ, প্রান্তরাদি গুপ্তপথ অতিক্রম করিলেন; কচিৎ দুই এক জন ইতর ব্যক্তি দস্যু বা পথপ্রান্ত সৈনিক মাত্র তাঁহাদের নয়নগোচর হইল। কিন্তু কেহই তাঁহাদের কোনরূপ অনিষ্টচেষ্টা করিল না। তাঁহারা একেবারে জনাকীর্ণ নগর ও নগরের পথ সতর্কতার সহিত পরিত্যাগ করিয়া স্থানে স্থানে গ্রাম ও গ্রাম্যপথে অবস্থিত ধর্ম্মশালা ও পান্থনিবাসে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এই সকল স্থানে তীর্থযাত্রিগণ পথক্লেশ নিবারণ জন্য আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন; সুতরাং তাঁহারাও এই সকল আশ্রমে তীর্থযাত্রিরূপে পরিচিত হইয়া আশ্রমবাসিগণের নিকট সরলভাবে আতিথ্যলাভ করিতে লাগিলেন।

তাঁহাদের গমনপথে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোনরূপ বাধা-বিঘ্ন ঘটে নাই; তবে তাঁহার পথপ্রদর্শক হায়রাদ্দীন তাঁহাদের বিষম আপদ হইয়া উঠিল। কারণ, তাঁহারা পবিত্র-ধর্ম্মশালায় রাত্রিযাপনকালে বিধর্ম্মী হায়রাদ্দীনের এই সকল স্থানে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়া ধর্ম্মশালার বহির্দ্দেশে উহার বিশ্রামস্থান নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে কুইন্‌টিনকে তাহার সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইল। কারণ, পাছে সে কাহারও নিকট তাঁহাদের এইরূপ গুপ্তযাত্রার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে সাধারণের কৌতূহলাস্পদ ও বিপদগ্রস্ত করে। এতদ্ভিন্ন তাহার অসভ্য প্রকৃতি ও সুরাপানে উন্মত্ততা বশতঃ উচ্চৈঃস্বরে অশ্লীল সঙ্গীত ও অশ্রাব্য ভাষা উচ্চারণ দ্বারা পবিত্র ধর্ম্মশালার প্রতি অসম্মান-প্রদর্শন, শান্তিভঙ্গ ও কলুষ সঞ্চারাদি অশিষ্ট ব্যবহারে মধ্যে মধ্যে কুইন্‌টিনকে আশ্রমস্বামিগণের নিকট সঙ্কুচিতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল।

অনন্তর দ্বাদশ দিবসে তাঁহারা সন্ধ্যাকালে ফ্লাণ্ডার্স দেশের অন্তঃপাতী 'নামুর' নগরের মঠে প্রবেশ করিলেন। মঠাধ্যক্ষ অতিশয় ধার্ম্মিক, সংসারত্যাগী পুরুষ। কুইন্‌টিনের সহিত তাঁহার নানা-বিষয়ক কথোপকথন হইল। কুইন্‌টিন রমণীদ্বয়ের নিরাপদ্ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট হইতে নিজ দেশ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবার জন্য তাঁহাকে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। মঠাধ্যক্ষ বলিলেন—"লিজ দেশের অধিবাসিগণ অধিকাংশই ধনাঢ্য ও ধনমদে গর্ব্বিত, তাহাদের সহিত রাজত্ব ও নাগরিক অধিকার সম্বন্ধে ডিউক-অফ-বর্গণ্ডীর প্রায় বাদ-বিসম্বাদ ঘটিয়া থাকে; প্রজাবিদ্রোহ প্রায় দৈনন্দিন ঘটনা। লিজের বিশপ প্রজাগণের মধ্যে শান্তিস্থাপন উদ্দেশ্যে দিবারাত্র অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন উয়িলিয়ম-ডি-লা-মার্ক নামে এক সম্ভ্রান্তবংশীয় খ্যাতনামা যোদ্ধ্‌পুরুষ আছেন, তিনি বনমধ্যে বন্যবরাহের ন্যায় যথেচ্ছভাবে বিচরণ করিয়া থাকেন; তাঁহার সহস্রসংখ্যক সশস্ত্র উচ্ছৃঙ্খল অনুচর আছে। ইহারা ডিউক-অফ-বর্গণ্ডীর অধীনতা স্বীকার করে না, লুণ্ঠনই ইহাদের উপজীবিকা; এমন কি, ধর্ম্মশালা, মঠ, গির্জ্জা পর্য্যন্ত ইহাদের আক্রমণ ও লুণ্ঠন হইতে বিমুক্ত নহে।

কুইন্‌টিন। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ডিউক-অফ-বর্গণ্ডী ইহাকে স্বীয় শাসনে সংযত করিতে পারেন না।

মঠাধ্যক্ষ। ডিউক চার্লস্ এক্ষণে ফ্রান্সের সহিত সমরসজ্জায় সজ্জিত হইবার জন্য "পেরোণে" অবস্থিতি করিয়া সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন; সুতরাং যখন পরস্পর সমরসজ্জায় ব্যাপৃত, তখন দেশে নিম্নতম রাজপুরুষগণের দারুণ অত্যাচার-স্রোতে যে দেশ প্লাবিত হইবে, তাহাতে বিচিত্রতা কি? তিনি

উইলিয়ম-ডি-লা-মার্ক ও নিজের কয়েকজন সামন্তের সহায়তায় শীঘ্রই অভ্যুত্থান করিবেন।

কুইন্‌টিন। বিশপ-অফ-লিজ কি এ সকল অশান্তি নিবারণ করিতে সক্ষম নহেন?

মঠাধ্যক্ষ। তিনি ধর্ম্মবল ও সৈন্যবল উভয় বলেই বলীয়ান্। উইলিয়ম-ডি-লা-মার্ক প্রথমতঃ তাঁহার আশ্রয়েই পালিত হইয়াছেন এবং তাঁহার নিকট নানারূপে উপকৃত, কিন্তু নরহত্যাপরাধে এবং বিশপের প্রতি অশিষ্ট কর্কশ ব্যবহার জন্য তৎকর্তৃক বিতাড়িত হইয়া সেই অবধি তাঁহার সহিত প্রবলভাবে বৈরাচরণ করিতেছেন, এমন কি, তাঁহার নির্য্যাতনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন।

কুইন্‌টিন। তবে এখন বিশপের অবস্থা বড়ই বিপজ্জনক?

মঠাধ্যক্ষ। এক্ষণে সকলেই বিপন্ন। বিশপের অবস্থা নিতান্তই বিপজ্জালে জড়িত। তাঁহার যথেষ্ট ধনসম্পত্তি আছে, বিশ্বস্ত ও হিতৈষী পরামর্শদাতা আছেন, প্রচুর সৈন্যবল আছে। গতকল্য ডিউক-অফ-বর্গণ্ডী তাঁহার সাহায্যার্থ এক শত সশস্ত্র শরীর-রক্ষক প্রেরণ করিয়াছেন। এই সকলের সাহায্যে বিশপ উইলিয়মের দর্প নিশ্চয়ই খর্ব্ব করিতে পারিবেন।

তাঁহাদের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে মঠের এক ভৃত্য নিতান্ত ক্রুদ্ধভাবে জড়িতস্বরে আসিয়া মঠাধ্যক্ষের নিকট হায়রাদ্দীনের নামে অভিযোগ করিল। হায়রাদ্দীন সকলের মদিরাপাত্রে তীব্র সুরা মিশ্রিত করিয়া সকলেরই চৈতন্য হরণ করিয়াছে এবং স্বয়ং সুরার মাদকতায় নানারূপ অশ্লীল অশ্রাব্য সঙ্গীত আলাপ ও দেবনিন্দা এবং নানারূপ কটূক্তি করিতেছে। এতদ্ভিন্ন সহকারী মঠাধ্যক্ষকে জ্যোতিষগণনা সাহায্যে বলিয়াছে যে, তিনি এক রমণীর গুপ্তপ্রেমে আবদ্ধ ও শীঘ্র পুত্রমুখ দর্শন করিবেন।

মঠাধ্যক্ষ নীরবে সমস্ত শ্রবণ করিলেন এবং শ্রবণানন্তর দ্রুতপদে অবতরণ করিয়া ভৃত্যগণকে আদেশ করিলেন, "শীঘ্র ঐ পাপিষ্ঠ বোহেমিয়ানকে সম্মার্জ্জনী ও কশাঘাতে এখান হইতে দূরীভূত কর।"

কুইন্‌টিনের সমক্ষেই এই দণ্ডাজ্ঞা পালিত হইল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার মধ্যস্থতায় কোন ফলোদয় হইবে না। কশাঘাতের যন্ত্রণায় কাতর হইয়া হায়রাদ্দীন প্রাঙ্গণের চারিদিকে দৌড়িতে লাগিল। অবশেষে মঠাধ্যক্ষের আদেশে পশ্চাদ্দ্বার উন্মোচিত হইবামাত্র হায়রাদ্দীন জ্যোৎস্নালোকে সবেগে পলায়ন করিল।

কুইন্‌টিন প্রথম হইতেই ইহার উপর সন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন। প্রাতে হায়রাদ্দীন তাঁহার বিশ্বাসভাজন হইবে বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া অশিষ্ট ব্যবহারপ্রদর্শনে সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিল দেখিয়া কুইন্‌টিন ভাবিলেন—"নিশ্চয়ই ইহার মনে কোনরূপ অসৎ অভিসন্ধি আছে; দিবাভাগে আমি সর্ব্বদা উহার সন্নিকটে ছিলাম বলিয়া আপন দলে বা অপর কাহারও সহিত কোনরূপ ষড়যন্ত্র করিবার অবসর প্রাপ্ত হয় নাই, সেই জন্য এক্ষণে এখান হইতে তাড়িত হইবার উদ্দেশ্যেই এইরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়াছে।" এই ভাবিয়া তাঁহার সন্দেহ বদ্ধমূল হইল। তিনি হায়রাদ্দীনের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য মঠাধ্যক্ষের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক প্রচ্ছন্নভাবে তাহার অনুসরণ করিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়

গুপ্তচর

কুইন্‌টিন হায়রাদ্দীনের অলক্ষিতভাবে তাহার অনুসরণে মঠ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া জ্যোৎস্নালোকে দেখিলেন, হায়রাদ্দীন অনতিদূরে প্রান্তরমধ্যস্থিত এক সঙ্কীর্ণ গ্রাম্যপথে দ্রুতবেগে গমন করিতেছে। কুইন্‌টিন দূরে থাকিয়া অলক্ষিতভাবে তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। হায়রাদ্দীন ক্রমে প্রান্তর অতিক্রম করিয়া একটি ক্ষুদ্র নদীতীরে ঘন-সন্নিবিষ্ট বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া মৃদুস্বরে সাঙ্কেতিক বংশীধ্বনি করিবামাত্র দূর হইতে ঐরূপ প্রত্যুত্তরব্যঞ্জক সাঙ্কেতিক বংশীরব উত্থিত হইল।

কুইন্‌টিন ভাবিলেন, "ইহাই ষড়যন্ত্রকারীদিগের গুপ্ত সাক্ষাতের স্থান; তবে আমি কিরূপে উহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া গুপ্তভাবে উহাদের কথোপকথন শ্রবণ করি? ঐ যে একে একে চারি জন একত্র হইল। আমি অগ্রসর হইবামাত্র আমার পদশব্দে উহারা সতর্ক হইবে; আমাকে দেখিতে পাইলে হয়

ত ইসাবেল বন্ধুহীনা হইবে ; আমি যদি ইসাবেলের জন্য একাকী দ্বাদশসংখ্যক ব্যক্তির সহিত অস্ত্রবিনিময় না করি, তবে আমি ইসাবেলের বন্ধুপদবাচ্য কিরূপে? ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠবীর ডুনয়ের সহিত অস্ত্রসাক্ষাৎ করাইয়াছি—এক্ষণে কি আমি এই ভিক্ষুক জাতির ভয়ে বিচলিত হইব?" এই ভাবিয়া তিনি সাহসোদ্দীপ্ত-হৃদয়ে অকম্পিতচরণে নদীজলে অবতরণ করিয়া ধীর-পদসঞ্চারে বৃক্ষশাখাপত্রের ব্যবধানে অতি সতর্কভাবে অগ্রসর হইয়া তাহাদের সমীপবর্ত্তী হইলেন। তথায় একটি স্থূল সুদীর্ঘ বৃক্ষশাখা নদীজলে অবনত হইয়াছিল, তিনি সেই শাখাবলম্বনে ধীরে ধীরে বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক নিরাপদে অদৃশ্যভাবে বৃক্ষোপরি উপবেশন করিয়া তাহাদের কথোপকথন শ্রবণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি এক বর্ণও বুঝিতে পারিলেন না; কারণ, হায়রাদ্দীন যাহার সহিত কথোপকথন করিতেছিল, সে ব্যক্তি তাহার স্বজাতীয়।

ইত্যবসরে অনতিদূরে বংশীধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল; হায়রাদ্দীন তদুত্তরে স্বীয় বংশীধ্বনি করিবামাত্র জনৈক সশস্ত্র দীর্ঘাকার সৈনিক পুরুষ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার কটিবন্ধে দীর্ঘ কৃপাণ ও হস্তে দীর্ঘ বর্শা নির্ম্মল জ্যোৎস্নালোকে ঝলমল করিতেছে। মস্তকে দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ ও মুখমণ্ডল দীর্ঘ শ্মশ্রু দ্বারা আবৃত; দেখিলে ইহাকে জর্ম্মন্ দেশীয় সৈনিক বলিয়া বোধ হয়। ইহার নাম মেনহার। মেনহার আগমনমাত্রই হায়রাদ্দীনকে বলিল—"তুমি উপর্য্যুপরি তিন রাত্রি অনর্থক আমাকে অপেক্ষা করাইয়াছ।"

হায়রাদ্দীন বলিল—"কি করিব, মার্জ্জারের ন্যায় তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি-সম্পন্ন এক স্কটিস যুবক বিশেষ সতর্কভাবে আমার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে; যদি আমার উপর তাহার সন্দেহ বদ্ধমূল হয়, তবে নিশ্চয়ই সে আমাকে ত্যাগ করিয়া রমণীকে পুনরায় ফ্রান্সে লইয়া যাইবে।"

মেনহার। আমরা তিন জন আছি; কল্যই তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া রমণীকে হস্তগত করিয়া ফেলিব; উহাদের যে দুই জন অনুচর আছে, তুমি ও তোমার সঙ্গী, তোমরা উভয়ে তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে; আর আমি সেই স্কটিস বন্য বিড়ালের চাতুরীর উচ্ছেদসাধন করিব।

হায়রাদ্দীন। দেখ, আমি যুদ্ধব্যবসায়ী নহি; অস্ত্র-শিক্ষায় আমার তত অভিজ্ঞতা নাই। এই স্কটিস যুবক অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ বীর ডুনয়ের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়াছে। যাহা হউক, তুমি যদি নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত থাকিয়া পূর্ব্বব্যবস্থামত কার্য্য করিতে পার, তাহা হইলেই মঙ্গল; নতুবা আমি রমণীকে নির্ব্বিঘ্নে নিজে লইয়া যাইব, আর উইলিয়ম-ডি-লা-মার্ক রমণী-দ্বয়কে হস্তগত করিবেন।

মেনহার। না, না, ডিউক-অফ-বর্গণ্ডী বিশপ-অফ-লিজকে এক শত সশস্ত্র সৈন্য প্রদান করিয়াছেন; সুতরাং বিশপও এখন বিশেষ ক্ষমতাপন্ন।

হায়রাদ্দীন। তবে তুমি সেই 'তিন রাজার ক্রসের' নিকট গুপ্তভাবে অপেক্ষা করিও।

মেনহার। তুমি শপথ কর যে, তাহাদিগকে তথায় লইয়া আসিবে; কারণ, তাহারা যখন ক্রসের সম্মুখে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া জানুপরি উপবেশন পূর্ব্বক প্রার্থনায় নিযুক্ত হইবে, সেই সময়ে তাহাদিগকে বশীভূত করিয়া ফেলিব।

হায়রাদ্দীন। তুমি শপথ কর যে, সেই যুবকের একগাছি কেশ স্পর্শও করিবে না।

মেনহার। সে যুবক তোমার আত্মীয়বন্ধু কেহ নয়, তবে তাহার জন্য তুমি এত উৎকণ্ঠিত কেন?

হায়রাদ্দীন। সে যাহাই হউক, তাহার কোন অনিষ্ট-চেষ্টা করিবে না, শপথ কর।

মেনহার। বেশ, শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম। নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রস্তুত হইয়া থাকিবে; ঐ স্থানটি বেশ সুবিধাজনক ও এখান হইতে পাঁচ মাইল দূর। আচ্ছা, তোমায় আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি ও তোমার ভ্রাতা জ্যামেট উভয়েই জ্যোতির্ব্বিদ, তবে জ্যামেটের ফাঁসী দ্বারা মৃত্যুর বিষয় কি তোমরা পূর্ব্বে জানিতে পার নাই?

হায়রাদ্দীন। আমার ভ্রাতা যে সম্রাট্ লুইয়ের গুপ্ত পরামর্শ ডিউক-অফ-বর্গণ্ডীর নিকট প্রকাশ করিয়া এরূপ নির্ব্বোধের কার্য্য করিবে, তাহা যদি পূর্ব্বে জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে তাহার মৃত্যুর বিষয়ও পূর্ব্বে জানিতে পারিতাম। বর্গণ্ডীর রাজ-সভায়ও সম্রাট লুইয়ের চর আছে। সে সকল কথায় এখন আবশ্যক নাই। এক্ষণে বিদায়; নির্দ্দিষ্টভাবে কার্য্য সম্পন্ন করিও। আমি এক্ষণে স্কটিস্ যুবকের

জন্ত কিঞ্চিদ্দূরে অপেক্ষ করি; নতুবা আমার উপর তাহার সন্দেহ জন্মিবে। এই বলিয়া তাহারা উভয়ে বিভিন্ন দিকে প্রস্থান করিল।

তাহারা উভয়ে দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে কুইন্টিন বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন। তাঁহারা যে এই গভীর ষড়যন্ত্র হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন, এই আশায় তাঁহার হৃদয়ে বলসঞ্চার হইল। তিনি অতি সতর্কভাবে মঠে প্রতিগমন করিতে করিতে ভাবিলেন,—বিশ্বাসঘাতক হায়রাদ্দীনকে দেখিবামাত্র তাহার প্রাণসংহার করিবেন; কিন্তু যখন শুনিলেন, সে তাঁহার প্রাণরক্ষার্থ এত যত্নশীল, তখন তাহার প্রাণসংহার দ্বারা অকৃতজ্ঞতাপ্রকাশে তাঁহার আদৌ প্রবৃত্তি হইল না। তিনি ভাবিলেন, তাহার প্রতি কোনরূপ শত্রুতাচরণ না করিয়া বরং অধিকতর সতর্কভাবে তাহার সহিত গমন করিবেন। কারণ, তাহাকে বিদায় করিলে সে তৎক্ষণাৎ উইলিয়ম ডি-লা-মার্কের নিকট যাইয়া, তাঁহাদের বিষয় প্রকাশ করিবে। কিন্তু এক্ষণে তাঁহাদের গন্তব্য কোথায়? —রমণীদ্বয় বর্গণ্ডী হইতে পলায়ন করিয়াছেন এবং ফ্রান্সসম্রাট তাঁহাদের সহিত সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করেন নাই; সুতরাং তাঁহারা এই দুই স্থানে যাইতে সম্মত হইবেন না। কুইন্টিন্ গভীর চিন্তার পর অবশেষে স্থির করিলেন—"মেজ নদীর বামপার্শ্বস্থ পথ অবলম্বন করিয়া লিজে গমন করাই শ্রেয়স্কর; কারণ, রমণীদ্বয় তথায় বিশপের নিকট আশ্রয় প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।" তিনি আরও ভাবিয়া দেখিলেন, সম্রাট তাঁহার উপর রমণীদ্বয়ের ভারার্পণ করিয়া তাঁহাকে বিপৎসঙ্কুল পথে নিতান্ত নির্দয়ভাবে বন্দি-দশা, এমন কি, মৃত্যুমুখে সমর্পণ করিয়াছেন; এক্ষণে তিনি যদি এই অবস্থা হইতে ভাগ্যক্রমে পরিত্রাণ লাভ করিয়া সম্রাটের আনুগত্য বিচ্ছিন্ন করত লিজে যাইয়া বিশপের অধীনে সৈনিকের কার্য্য গ্রহণ করিতে পারেন, সে বিষয়ে রমণীদ্বয় তাঁহার সহায়তা করিবেন; কারণ, তাঁহাদের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহৃদ্য ও ঘনিষ্ঠভাব সংস্থাপিত হইয়াছে। এমন কি, রমণীদ্বয় তাঁহাকে তাঁহাদের করচুম্বন করিতে দিয়াছিলেন। কুইনটিন্ আরও ভাবিলেন, যখন তিনি ইসাবেলের সেই সুন্দর সুগোল বাহুতে সংসক্ত ওষ্ঠে চুম্বন করিয়াছিলেন, তখন সেই বাহু কম্পিত হইয়াছিল। যখন চুম্বনাবসানে কাউণ্টেস্ বাহুখানি অপসারিত করিলেন, সেই সঙ্গে তাঁহার গণ্ডদেশ আরক্ত, বদনে কেমন একরূপ ভাবান্তর দৃষ্ট হইয়াছিল। এরূপ ভাবান্তর প্রণয়ী-জন নব-প্রণয়-সঞ্চার-কালে আপন হৃদয়ে অনুভব করিয়া থাকেন। এই ভাব অনির্ব্বচনীয়। কুইনটিন্ ডারওয়ার্ডের ন্যায় তরুণ-বয়স্ক কোন সাহসী যুবক এরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া এরূপ অবস্থানুসারে আপন ভবিষ্য ভাগ্য-গঠন ও জীবন-স্রোত-প্রবর্ত্তন করিবার কল্পনা হইতে বিরত হইবেন? কুইনটিন ভবনমধ্যে প্রত্যাগমন করিয়া রন্ধনশালায় অগ্নির উত্তাপে আর্দ্র পরিধেয় শুষ্ক করিয়া লইলেন; কারণ, হায়রাদ্দীনের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে পাছে তাঁহার আর্দ্র বস্ত্র দর্শনে এরূপ অনুমান না করিতে পারে যে, তিনি রাত্রি-কালে মঠ হইতে বাহিরে গিয়াছিলেন। অনন্তর নিশীথরাত্রে উপাসনা-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ঐকান্তিক-ভক্তিযোগ-সহকারে ঈশ্বরোপাসনায় নিযুক্ত হইলেন। প্রশান্ত-গভীর নিশীথ-রজনীর ঘোর নিস্তব্ধতাভেদী মিলিতকণ্ঠে সুমধুর বিভুস্তোত্র গান, বিশালস্তম্ভরাজিশোভিত গথিকস্থপতি অনু-করণে নির্ম্মিত সুবিস্তৃত উপাসনা-মন্দিরের স্নিগ্ধ গম্ভীর ভাবোদ্দীপক নীরবতা, অনুজ্জ্বল আলোকমালার ক্ষীণরশ্মিবিকাশ তাঁর হৃদয়ে মানব-জীবনের নশ্বরতা দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়া দিল। তিনি হৃদয়ের স্তরে স্তরে অনুভব করিলেন, অতীত পাপের অনুশোচনা ও ধর্ম্মশীলতার উপাদানে ভবিষ্য-চরিত্র-গঠনে সকল প্রকার ধর্ম্মানুমোদিত পূজা-অর্চ্চনায় অভাবনীয়রূপে স্বর্গীয় সান্ত্বনা, সাহায্য ও মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। সরল হৃদয়ের সরল-ভক্তিপূর্ণ উপাসনাই ঈশ্বরের নিকট গ্রাহ্য। ঈশ্বর চাহেন অন্তর ও আন্তরিক সরলতা, অকপট ভক্তি ও সাধু উদ্দেশ্য। তিনি প্রার্থনা ও উপাসনার ভাষা, রীতি ও আকার দর্শন করেন না। তাঁহার চক্ষে ইতর মূর্খ জড়োপাসকের অমার্জ্জিত অক-পট হৃদয়ের সরল বিশ্বাস ও ভক্তি, সুসভ্য কপটাচারীর বাহ্য-আড়ম্বর-পূর্ণ বিধিব্যবস্থা ও আলঙ্কারিক-বাক্য-বিন্যাস-পূর্ণ ভক্তিহীন মৌখিক স্তোত্রপাঠ অপেক্ষা অধিক গ্রাহ্য।

কুইনটিন ঈশ্বরের অনুকম্পায় আত্মসমর্পণ ও সঙ্গিনী রমণীদ্বয়ের ভারার্পণ করিয়া উপাসনান্তে স্বীয় শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়

—•—

করকোষ্ঠী

পরদিন প্রত্যুষে কুইন্‌টিন্‌ জাগরিত হইয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে সদলে যাত্রার্থ বহির্গত হইলেন এবং কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবামাত্র হায়রাদ্দীন আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইল। কুইন্‌টিন্‌ গতরাত্রে 'উইলো' বৃক্ষ হইতে গুপ্তভাবে পূর্ব্ব-অধ্যায়ে উল্লিখিত হায়রাদ্দীনের যে ষড়যন্ত্রের বিষয় শুনিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে বাহ্যাকারে তাহার উপর কোনরূপ সন্দেহের চিহ্নও প্রকাশ না করিয়া ক্রমে উক্ত উইলোবৃক্ষের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—কারণ, তাঁহাদের গন্তব্য পথ এই বৃক্ষতল দিয়া প্রসারিত।

কুইনটিন্‌ হায়রাদ্দীনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গত রাত্রে তুমি কোথায় রাত্রিযাপন করিয়াছিলে ?"

হায়রাদ্দীন। মঠে, সেখানে আমার অশ্বও উত্তম আহার্য্য ও বিরামস্থান পাইয়াছিল।

কুইনটিন্‌ আর প্রত্যুত্তর না করিয়া রমণীদ্বয়ের পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং নীরবে গমন করিতে লাগিলেন। অন্যান্য দিবস কুইনটিন্‌ যাত্রাকালে তাঁহাদের পার্শ্বে থাকিয়া নানারূপ কথোপকথন দ্বারা তাঁহাদের পথক্লেশ নিবারণ করিতেন; কিন্তু অদ্য তাঁহাকে নীরবে গমন করিতে দেখিয়া ইসাবেল তাঁহাকে সলজ্জভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি বেশ সুস্থ আছেন ত ?"

হেমিলিন তদুত্তরে পরিহাস করিয়া কহিলেন—"উনি সমস্ত রাত্রি মঠে আমোদপ্রিয় মঠবাসিগণের সহিত সুরাপানে রাত্রি জাগরণ করিয়াছেন। তুমি কি জান না যে, স্কটদিগের সমস্ত আমোদ জার্ম্মাণদিগের মত সুরাপানেই আবদ্ধ থাকে ? তাহারা সন্ধ্যাকাল হইতে চঞ্চলচরণে সারানিশি নৃত্য করিয়া প্রাতে শিরঃপীড়ার সহিত রমণীর কুঞ্জে আবির্ভূত হইয়া থাকেন।"

কুইনটিন্‌। আমি সেরূপে রাত্রিযাপন করি নাই; মঠস্থ ধর্ম্মযাজকগণ তাহাদের নৈশ-উপাসনায় রত ছিলেন; আর আমি অতি সামান্য পরিমাণে নিস্তেজ সুরা পান করিয়াছিলাম।

ইসাবেল। তবে অম্ল ও নিকৃষ্ট সুরাপানে আপনার মানসিক অবস্থার বৈলক্ষণ্য হইয়াছে; আপনি প্রফুল্লভাব ধারণ করুন। যদি কখন আমরা একত্রে আমার "ব্রাকুমণ্ট" দুর্গে অবস্থিতি করিয়া স্বহস্তে আপনাকে পানীয় পরিবেশন করিতে পারি, তবে আপনাকে এরূপ উৎকৃষ্ট দ্রাক্ষারসের পানীয় পান করাইব—যাহার তুল্য মদিরা অন্য স্থানে দুষ্প্রাপ্য।

কুইনটিন্‌ বলিলেন,—"আপনার হস্তের এক গেলাস শীতল জল মাত্র"—এই বলিবামাত্র তাঁহার স্বর-কম্পন হইল।

ইসাবেল বলিলেন,—"এই সুরা আমার প্রপিতামহ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।"

হেমিলিন। তিনি একাকী দশ জন নাইটকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বীরত্বের স্বরূপ ইঁহার প্রপিতামহীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন সে সব অতীত ঘটনামাত্র। এখন আর সেই সম্মানলাভের জন্য বিপদ আলিঙ্গন কিম্বা বিপন্না সুন্দরীর উদ্ধারসাধনে অগ্রসর হইতে চাহেন না।

কুইনটিন্‌। যদিও সেরূপ বীরত্ব-গৌরব অন্য দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়া থাকে, তথাপি এখনও স্কটসদিগের হৃদয়ে দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

হেমিলিন পরিহাস-স্বরে কহিলেন,—"দেখ, দেখ, যুবক আপনার দেশের কিরূপ পক্ষপাতী—হয় ত উনি বলিবেন, উঁহার দেশে উৎকৃষ্ট দ্রাক্ষা ও জলপাই জন্মিয়া থাকে—যে বীরত্ব ফ্রান্স ও জর্ম্মাণী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে, সেই বীরত্ব গৌরব এখনও সেই শীতল বরফময় পার্ব্বত্যপ্রদেশে সজীব রহিয়াছে।"

কুইনটিন্‌। আমাদের দেশে যদিও দ্রাক্ষা ও তৈল উৎপন্ন হয় না বটে; কিন্তু আমার দেশজাত উৎকৃষ্ট অস্ত্রবলে সমৃদ্ধদেশজাত উৎকৃষ্ট উৎপন্ন দ্রব্য আমরা কররূপে গ্রহণ করিয়া থাকি; আর স্কটলণ্ডের সরল নিষ্কলঙ্ক বিশ্বস্ততা ও অম্লান সম্মানের নিদর্শন আমার ন্যায় এই হীন যুবকের আপনাদের কার্য্যেই প্রতিপন্ন হইবে।

হেমিলিন। আপনার বাক্য নিতান্ত আশ্চর্য্যজনক। আপনি কি কোন আশু ও অবশ্যম্ভাবী বিপদের সম্ভাবনা করিতেছেন ?

ইসাবেল ক্ষিপ্রভাবে বলিয়া উঠিলেন,—"আমি

উঁহার বদনে যেন বিপদের ছায়া দর্শন করিয়াছি—ভগবান্! আমাদের দশা কি হইবে?"

কুইন্‌টিন। কিছুই না,—তবে আপনাদের যেরূপ ইচ্ছা—আমি একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য হইতেছি—আপনারা কি আমাকে বিশ্বাস করেন?

হেমিলিন। আপনাকে বিশ্বাস—নিশ্চয়ই! এ প্রশ্ন কেন? আপনি সে বিষয়ে কি নিদর্শন চাহেন?

ইসাবেল। আমার সম্বন্ধে আমি আপনাকে সরলভাবে অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি. আপনার বিশ্বস্ততার কোন নিদর্শন চাহি না। আপনি যদি প্রতারণা করেন, তবে এ জগতে এক ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারিব না।

কুইন্টিন। আপনি আমার প্রতি ন্যায়বিচার করিয়াছেন; আমি রাজাদেশের বিরুদ্ধে আপনার গমনপথ পরিবর্ত্তন করিয়া 'মেজ' নদীর বামপার্শ্বস্থ পথ অনুসরণ করিয়া লিজে যাইতে ইচ্ছা করি; কারণ, আমি মধ্যে শুনিলাম, নদীর দক্ষিণপার্শ্বে দস্যু ও বর্গণ্ডী সৈনিকদল সর্ব্বদা ভ্রমণ করিতেছে; সুতরাং ঐ পথ আপনাদের পক্ষে নিতান্ত বিঘ্নসঙ্কুল; সুতরাং আমি এইরূপে পথপরিবর্ত্তনে আপনাদের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি।

ইসাবেল। আমার সম্পূর্ণ সম্মতি প্রদান করিলাম।

হেমিলিন। আমারও সম্পূর্ণ সম্মতি; কারণ, যুবকের ইচ্ছা অতি সৎ—তবে কিন্তু ইহাতে সম্রাটের আদেশের বিপরীত কার্য্য হইবে।

ইসাবেল। তাঁহার আদেশ পালন না করিলে তাহাতে ক্ষতি কি? আমরা তাঁহার অধীন প্রজা নহি—তাঁহার নিকট আশ্রয়প্রার্থিনী হইয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করেন নাই। আমি সেই ধূর্ত্ত স্বার্থপর অত্যাচারী সম্রাটের আদেশপালন জন্য এই হিতৈষী যুবকের বাক্য অবহেলা করিয়া ইঁহার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিতে পারি না।

কুইন্‌টিন শুনিয়া প্রফুল্লভাবে কহিলেন—"ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। যদি আমি আপনার এই বিশ্বাসের উপযুক্ত পাত্র হইতে না পারি, তবে এ জীবনে আমার অশেষ দুর্গতি ও পর-জীবনে যেন অনন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।"

এই বলিয়া তিনি হায়রাদ্দীনের পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে শান্তভাবে গমন করিতে দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন, এই পাপিষ্ঠ এক্ষণে কেমন বন্ধুভাবে আমাদের সহিত গমন করিতেছে। উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া আমার কণ্ঠদেশ আক্রমণ করিবে। আমরাও দেখি, বিশ্বাসঘাতকের বিশ্বাসঘাতকতা তাহার নিজ অস্ত্রে ছিন্নভিন্ন করিতে পারি কি না। এই ভাবিয়া তিনি তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"হায়রাদ্দীন! তুমি অদ্য দশ দিন আমাদের সহিত ভ্রমণ করিতেছ; কিন্তু এক দিনও আমাদিগকে তোমার জ্যোতির্ব্বিদ্যার কোন প্রমাণ প্রদর্শন করিলে না—অদ্য আমার করকোষ্ঠী পরীক্ষা কর।" বলিয়া তাহার দিকে আপন হস্ত প্রসারণ করিলেন।

হায়রাদ্দীন তাঁহার হস্ততলে অঙ্কিত রেখাগুলি বিশেষ মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিয়া বলিল, "আপনি অতীত জীবনে বহু ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন ও নানা বিপদের সম্মুখীন হইয়াছেন: বিবাহ হইতেই আপনার সৌভাগ্যোদয় হইবে। আপনি প্রণয়ে সাফল্যলাভ করিয়া ধনাঢ্যসম্প্রদায়ভুক্ত হইবেন। তবে সম্প্রতি আপনাকে বিষম বিপদে পতিত হইতে হইবে; একজন বিশ্বস্ত বন্ধুর সাহায্যে সেই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবেন।"

কুইন্‌টিন সহাস্যে পরিহাসচ্ছলে বলিলেন,—"সে বন্ধুটি কি তুমি? আমার জ্যোতিষে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে। হায়রাদ্দীন! তুমি সম্প্রতি যে আসন্ন বিপদের কথা বলিলে, নদীর দক্ষিণপার্শ্ব দিয়া গমন করিলে সেই বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে; সুতরাং আমি বামপার্শ্ব দিয়া যাত্রা করিব।"

হায়রাদ্দীন। তাহা হইলে সম্রাট নিশ্চয়ই আমার প্রাণদণ্ড করিবেন, সুতরাং কথিত আসন্ন বিপদ আপনার পরিবর্ত্তে আমার স্কন্ধে আরোপিত হইবে; কারণ, আমি পথপ্রদর্শকরূপে সম্রাট কর্ত্তৃক আপনাদিগকে নদীর দক্ষিণপার্শ্ব দিয়া লইয়া যাইতে আদিষ্ট হইয়াছি।

কুইন্‌টিন। যেরূপে হউক, নিরাপদে গমন করাই আমাদের উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্যসাধন জন্য সম্রাট্-নির্দ্দিষ্ট পথ পরিত্যাগ করিলে বিশেষ অপরাধজনক হইবে না; সুতরাং সে বিষয়ে আপত্তি করিবার কোনই কারণ নাই। রমণীদিগকে নিরাপদে "লিজে" লইয়া যাওয়াই আমার কর্ত্তব্য; সুতরাং যে পথেই হউক, আমার কর্ত্তব্যপালনই একমাত্র লক্ষ্য; নদীপার

হইয়া অনর্থক কালক্ষেপ ও পথক্লেশবর্দ্ধনের কোন প্রয়োজন নাই।

হায়রাদ্দীন। আপনার যেরূপ অভিরুচি! আমি আপনাকে নদীর বামপার্শ্ব দিয়াও লইয়া যাইতে পারি, সে জন্য আপনি আপনার প্রভুর নিকট দায়ী হইবেন।

কুইন্‌টিন তাহার এইরূপ সম্মতিপ্রকাশে মনে মনে বিস্মিত হইলেন; কারণ, তিনি ভাবিয়াছিলেন, তাহার ষড়্‌যন্ত্র ব্যর্থ হইল ভাবিয়া সে ইহাতে সম্মত হইবে না। কুইন্‌টিন ভাবিলেন, ইহাকে সঙ্গে রাখা নিতান্ত আবশ্যক; কারণ, তাহা হইলে সে আমার সমক্ষে কোনরূপ প্রতিকূলাচরণ করিতে সমর্থ হইবে না। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি সদলে দ্রুতবেগে নদীর বামপার্শ্ব দিয়া তীব্রবেগে অশ্বসঞ্চালন করিয়া পরদিবস গন্তব্য স্থানের অনতিদূরে উপনীত হইলেন। বিশপ-অফ-লিজ বিদ্রোহী নাগরিকগণের আক্রমণাশঙ্কায় স্বাস্থ্যোন্নতি-ব্যপদেশে লিজ হইতে এক মাইল দূরে "স্বোয়-রন ওরাণ্ট" দুর্গে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

কুইন্‌টিন সদলে দুর্গের তোরণদেশে সমাগত হইয়া দেখিলেন, দুর্গের চারিদিক্ সশস্ত্র প্রহরিগণের পরিবেষ্টিত ও চারিদিকে সশস্ত্র সৈনিকগণের সমাবেশ। বিশপ-অফ-লিজ আসন্ন সমরানল-প্রজ্বলন-সম্ভাবনায় আত্মরক্ষার্থ এইরূপ সৈন্যসমাবেশ করিয়াছেন। কুইন্‌টিন কাউণ্টেসদ্বয়ের আগমন সংবাদ প্রেরণ করিবামাত্র তাঁহারা পরম সমাদরে দুর্গাভ্যন্তরে একটি বিস্তৃত অভ্যর্থনা-কক্ষে নীত হইয়া বিশপ কর্তৃক অভ্যর্থিতা হইলেন।

লুই-অফ-বুঁর্ব্বো লিজের বর্ত্তমান বিশপ। ইনি প্রকৃতই মহানুভব, সদয়-হৃদয় ও সর্ব্বজনপ্রিয়। ডিউক-অফ-বর্গণ্ডীর সহিত ইঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব। এমন কি, তাঁহাকে ভ্রাতৃ সম্বোধন করিতেন; ডিউকের প্রথমা পত্নী এই বিশপের ভগ্নী ছিলেন। বিশপ কাউণ্টেসদ্বয়কে সসম্মানে ও সমাদরে আশ্রয় প্রদান করিয়া সুবিধামত ডিউক-অফ-বর্গণ্ডীর সহিত তাঁহার বিষয়ে মধ্যস্থতা করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। কাম্পে-ব্যাসো এক্ষণে ডিউকের পূর্ব্ব অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়া নিতান্ত পর্যুদস্ত হইয়া পড়িয়াছে। বিশপ বলিলেন—"তোমরা আমার অপত্যস্থানীয়া। আমি কখন নিরীহ নিরাশ্রয় মেষকে শার্দ্দূলের কবলে নিক্ষেপ করিব না, আমি শান্তিপ্রিয়। আমি আপন তনয়ানির্ব্বিশেষে তোমাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিব। যদি আমার এখানে সমরানল প্রজ্বলিত হইলে তোমাদিগকে নিরাপদে রক্ষা করিতে অশক্ত হই, তাহা হইলে তোমাদিগকে নিরাপদে জর্ম্মণীতে পাঠাইয়া দিব এবং তোমাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাদের সম্বন্ধে কোন কার্য্য করিব না। তোমাদিগকে মঠচারিণী করিতে পারিব না; কারণ, মঠবাসিগণ নিতান্ত অসৎস্বভাব। তোমরা এইখানেই সুখে স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি কর; আর এই যুবকও (কুইনটিন) এইখানে অবস্থিতি করিয়া আমাদের শুভাশীর্ব্বাদ লাভ করুন।

কুইনটিন জানুপরি উপবেশন করিয়া বিশপকে ভক্তিসহকারে অভিবাদন করিয়া বিশপের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন।

কাউণ্টেসদ্বয় অন্তঃপুরে বিশপের ভগ্নীর তত্ত্বাবধানে প্রেরিত হইলেন। কুইন্‌টিনের বহির্ব্বাটীতে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল।

অষ্টাদশ অধ্যায়

নগর-দর্শন

বিশপ-অফ-লিজের ভবনে কাউণ্টেস ইসাবেলের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া—যাঁহার সেই কোমল প্রশান্ত সলজ্জ আঁখিদুটি শুকতারার ন্যায় কুইন্‌টিনের হৃদয়গগন আলোকিত করিতেছিল, কুইন্‌টিন যেন তাঁহার হৃদয় শূন্য ও অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। ভাগ্যবিপর্য্যয় ও ঘটনা-বৈপরীত্য হেতু তিনি জীবনে নানা অবস্থায় পতিত হইয়াছেন; কিন্তু চিত্তের এরূপ উদাস উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে কখনই অভিভূত হন নাই। ইসাবেল বিশপের আলয়ে বাসস্থান লাভ করিলেন বলিয়াই তাঁহাদের পরস্পরের সান্নিধ্য ও ঘনিষ্ঠতা নিবারিত হইল। এক্ষণে আর ইসাবেল কোন্ ব্যপদেশে সর্ব্বদা কুইন্‌টিনের সংসর্গ লাভ করিবেন?

অনিবার্য্য-বিচ্ছেদ-যাতনা অপেক্ষা কর্ত্তব্যসমাধানান্তে তাঁহার প্রতি সাধারণ প্রহরীর ন্যায় ব্যবহারে কুইন্‌টিনের গর্ব্বিত হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক আঘাত লাগিল। তিনি ইসাবেলের সহিত ভ্রমণকালে উত্তেজিত কল্পনার মোহিনী শক্তিবলে শূন্যপথে কতই সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; এক্ষণে সেই চূর্ণীকৃত অট্টালিকার ধ্বংশাবশেষ দর্শনে নীরবে ২।১ বিন্দু তপ্ত অশ্রুপাত করিলেন। তাঁহার নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা প্রশমন করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনি বীর হইয়াও আপন দুর্ব্বল হৃদয়ের উপর আধিপত্যস্থাপনে সমর্থ হইলেন না, গভীর মর্ম্মবেদনায় হৃদয়ের আবেগ চাপাইতে না পারিয়া উন্মুক্ত বাতায়নপথে উপবেশন করিয়া আপন দুর্ভাগ্যের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাগ্যে ঈশ্বর কেন ধন-সম্পত্তি ও উন্নত পদমর্য্যাদা লিখেন নাই? নতুবা তিনি স্বীয় বাসনা পূর্ণ করিতে পারিতেন। তিনি শোক-দুঃখ পরিহার করিতে যত্নবান হইয়া সম্রাট লুইকে কাউণ্টেসদ্বয়ের "লিজে" উপস্থিতির সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া একখানি পত্র লিখিয়া চালেট নামক জনৈক ভৃত্যের হস্তে পত্রখানি সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিলেন। কিয়ৎকালমধ্যে তাঁহার হৃদয় পুনরায় সরস হইয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন, বাতায়নপার্শ্বে একখানি সংবাদপত্র পড়িয়া রহিয়াছে তাহাতে লিখিত আছে—

"কেমনে সে নিম্নতন রাজকর্ম্মচারী
ভালবেসেছিল হঙ্গেরী রাজকুমারী।"

কুইন্‌টিন পত্রখানি হস্তে লইয়া আপন অবস্থার সহিত সাদৃশ্য কল্পনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার পশ্চাদিক হইতে কে তাঁহার স্কন্ধদেশে হস্তার্পণ করিল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন, হায়রাদ্দীন তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান।

কুইন্‌টিন ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "তোমার এতদূর সাহস ও স্বাধীনতা যে, তুমি ভদ্রলোকের গাত্র স্পর্শ কর?"

হায়রাদ্দীন। আপনি অনুভবশক্তি, চক্ষু ও কর্ণহীন হইয়াছেন কি না জানিবার জন্য আপনার গাত্রে হস্তস্পর্শ করিয়াছি। আমি প্রায় পাঁচ মিনিটকাল আপনাকে সম্বোধন করিতেছি; কিন্তু আপনি ঐ কাগজখানি লইয়া যেন মন্ত্র-মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। এক্ষণে আপনাদিগকে পথ প্রদর্শন জন্য আমার পারিশ্রমিক ১০ মুদ্রা প্রদান করুন, আমি বিদায়গ্রহণ করি।

কুইন্‌টিন। আমি যে তোমার প্রাণসংহার করি নাই, ইহাই তোমার যথেষ্ট পুরস্কার। বিশ্বাস ঘাতক! তুমি পথে কিরূপ বিশ্বাসঘাতকতার ষড়্‌যন্ত্র করিয়াছিলে, তাহা কি তোমার স্মরণ নাই?

হায়রাদ্দীন। আমি রমণীগণের উপর কোন বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করি নাই—যদি করিতাম, তাহা হইলে পুরস্কার প্রার্থনা করিতাম না।

কুইন্‌টিন। এই লও তোমার মুদ্রা, যাও, আমার সম্মুখ হইতে দূর হও, ইচ্ছা হয়, উইলিয়ম-ডিলা-মার্কের নিকট গমন কর।

হায়রাদ্দীন। উইলিয়ম-ডি-লা-মার্ক! তবে কেবল অনুমান বা সন্দেহের জন্য আপনি পথপরিবর্ত্তন করেন নাই বুঝিয়াছি সেই উইলো বৃক্ষ যদিও নির্ব্বাক্, কিন্তু গুপ্ত শ্রোতাকে আশ্রয় দিতে পারে—আর আমি কখনও শূন্য প্রান্তর ভিন্ন তৃণগুচ্ছের নিকটও পরামর্শ করিব না। হাঃ! হাঃ স্কট আমাকে আমার নিজ অস্ত্রে আঘাত করিল! আমি আপনার করতলের রেখা দর্শনে যে ভাগ্যফল নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম আপনার নিতান্ত নির্ব্বন্ধ বশতঃ সেই গণনা সফল হইল! এখন আমি আপনার নিকট বিদায় হই—পরে একবার কাউণ্টেসগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া প্রস্থান করিব।

কুইন্‌টিন। (সবিস্ময়ে) তুমি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবে? ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

হায়রাদ্দীন। মারথন্ তাঁহাদিগের নিকট আমাকে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছে। দেখুন, আমি আপনার আশা কি, তাহা অবগত আছি—তাহা অসমসাহসিক—আমি সহায়তা করিলে তাহা মিথ্যা হইবে না। আপনার আশঙ্কা কি, তাহাও অবগত আছি তাহাতে আপনাকে জ্ঞান শিক্ষা দিবে—ভীরুতা নহে। প্রত্যেক রমণীই লাভ করা যায়—কাউণ্ট কেবল একটি আখ্যা মাত্র—ইহা কুইন্‌টিনের উপযুক্ত হইতে পারে—যেমন 'ডিউক' এই আখ্যা চার্লসের উপযুক্ত—রাজা এই আখ্যা চার্লসের উপযুক্ত—রাজা এই আখ্যা লুইয়ের উপযুক্ত।

এই বলিয়া হায়রাদ্দীন ক্ষিপ্রবেগে প্রস্থান করিল। কুইন্‌টিন তাহার অনুসরণ করিলেন,

কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে দেখিলেন,—হায়রাদ্দীন পশ্চাদ্দিকের একটি সোপান দ্বারা অবতরণ পূর্ব্বক সন্নিহিত একটি উদ্যানপথে গমন করিতেছে।

উদ্যানের দুই পার্শ্বে বিস্তৃত ও উন্নত দুর্গপ্রাসাদ; অন্য দুই পার্শ্বে অত্যুন্নত সচ্ছিদ্র প্রাচীর। উদ্যানপথ অতিক্রম করিয়া পশ্চাতে একটি খিড়কিদ্বার, তৎপশ্চাতে "আইভী" লতাচ্ছন্ন দুর্গপ্রাকার। হায়রাদ্দীন পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া গর্ব্বিতভাবে হস্তসঞ্চালন দ্বারা অনুধাবকের প্রতি বিদায়সূচক সঙ্কেত করিল। কুইন্টিন দেখিলেন, বাস্তবিক মার্থন্ খিড়কীদ্বার উন্মুক্ত করিয়া হায়রাদ্দীনকে অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার প্রদান করিয়াছে। তিনি ক্রোধে ও অপমানে আপন অধর দংশন করিলেন; কাউন্টেসগণের নিকটে হায়রাদ্দীনের চক্রান্ত ও অসৎচরিত্রের বিষয় উল্লেখ করেন নাই বলিয়া আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন; দুর্ব্বৃত্ত বোহিমিয়ান যেরূপ দাম্ভিকভাবে তাঁহাকে সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করিয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহার ক্রোধ ও ঘৃণা বলবতী হইয়া উঠিল।—তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ঘৃণাস্পদ হায়রাদ্দীনের সহায়তায় যদি ইসাবেলের পাণিগ্রহণ সম্ভবপর হয়, তবে তদ্দ্বারা কাউন্টেসের হস্ত কলঙ্কিত হইবে। তিনি পুনরায় আপনমনে বলিতে লাগিলেন—এ সকল অলীক প্রতারণামাত্র, পাপিষ্ঠের ইন্দ্রজাল! পাপিষ্ঠ নিশ্চয়ই কোন ছলে ও অসৎ অভিসন্ধিতে কাউন্টেসের নিকট প্রবেশলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। আমি মারথনের উপর লক্ষ্য রাখি এবং তাঁহাদিগকে সতর্কতা করিবার জন্য তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করি। তাঁহারা দেখুন যে, যদিও আমি তাঁহাদের সংসর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছি, তথাপি আমি ইসাবেলের নিরাপদ্ জন্য কত সতর্ক রহিয়াছি।

কুইন্টিন মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে একটি বৃদ্ধ সেই উদ্যানে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে শিষ্টভাবে বলিলেন—"এ উদ্যান সাধারণের জন্য নহে; বিশপ ও সম্ভ্রান্ত অতিথিগণের জন্য।" কুইনটিন এরূপ তন্ময়ভাবে চিন্তাবিষ্ট ছিলেন যে, দুইবার বৃদ্ধের উচ্চারিত বাক্যগুলি শ্রবণ করিয়া অর্থবোধ করিলেন এবং যেন সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চমকিত হইয়া বৃদ্ধকে অভিবাদন পূর্ব্বক দ্রুতবেগে উদ্যান হইতে প্রস্থান করিলেন। বৃদ্ধও পাছে তিনি অপরাধ গ্রহণ করিয়া থাকেন, এই ভয়ে কর্ত্তব্যনিষ্ঠভাবে সমস্ত পথ তাঁহার নিকট উপর্য্যুপরি ক্ষমা প্রার্থনা করিতে করিতে তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তাঁহার সহিত গমন করিতে লাগিল। অবশেষে কুইন্টিন্ বৃদ্ধের এইরূপ অতিমাত্রায় ক্ষমা-প্রার্থনার আড়ম্বরে অতিশয় বিরক্ত ও জ্বালাতন হইয়া মনে মনে তাহাকে নানারূপ আখ্যায় ভূষিত করিয়া তাহার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার অভিপ্রায়ে নগরদর্শনচ্ছলে তাহার নিকট হইতে সত্বর বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক ফ্লাণ্ডার্সের সুরম্য ও সমৃদ্ধ লিজ নগরীর রাজপথে উপনীত হইলেন।

যে সকল প্রণয়ীর হৃদয় লঘু ও প্রণয়প্রবণ, তাঁহারা ভাবিয়া থাকেন, যাঁহাদের অন্তঃকরণ সুদৃঢ় ও স্থিতিস্থাপক, তাঁহাদের হৃদয় ততদূর বদ্ধমূলভাবে প্রণয়বিকারগ্রস্ত হয় না। স্থান-পরিবর্ত্তন, অভিনব দৃশ্যাবলী দর্শন ও কার্য্যক্ষেত্রের ব্যস্ততায় নব পরিচিত ব্যক্তিগণের সংসর্গে প্রণয়-ব্যাধিগ্রস্তদিগের বিরহবিকারজনিত হৃদয়ের শূন্যভাব ও অন্ধকার অপসারিত হইয়া যায়। কয়েক মুহূর্ত্তমধ্যে জনাকীর্ণ রাজপথে নানারূপ দৃশ্যাবলী দর্শনে কুইনটিনের চিত্ত-বিকার প্রশমিত হইল—যেন কাউন্টেস্ ইসাবেল ও হায়রাদ্দীন নামে পৃথিবীতে কেহই নাই।

জনাকীর্ণ রাজ-পথের উভয় পার্শ্বস্থিত সুরম্য অট্টালিকা-শ্রেণী, নয়নরঞ্জন পণ্যপূর্ণ আপনশ্রেণী, আমদানী ও রপ্তানীর দ্রব্যজাতপূর্ণ গবাশ্বযান—চারিদিকে প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য্য ও বিলাসদ্রব্যসম্ভার প্রভৃতি নানা বিষয়ে দেশের সমৃদ্ধি জাঁকজমক ও ব্যস্ততার উজ্জ্বল চিত্র কুইন্টিনের চিত্তাকর্ষণ করিল; তিনি সকৌতুকে নানাদৃশ্য দর্শন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ওদিকে আবার পথগামী জনগণ তাঁহার প্রতি কৌতুহল পূর্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল; তিনি যেন সকলেরই লক্ষ্যের পাত্র হইলেন। ক্রমে চতুর্দ্দিকে জনতা-বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি নিতান্ত বিব্রত হইয়া পড়িলেন; ভাবিলেন—আমাতে এমন কি অপরূপ আছে—যাহা দর্শনমাত্র আবালবৃদ্ধবনিতার তুল্যাংশে আমার প্রতি চিত্তাকর্ষণ হইতেছে? এ স্থান হইতে পলায়নই শ্রেয়ঃকর—এই ভাবিয়া তিনি অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময় দুইজন হৃষ্ট-পুষ্ট সুবেশধারী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত

তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি তাঁহাদের আকার-প্রকার-দর্শনে ভাবিলেন,—হয় ত ইঁহারা এই সহরের ম্যাজিষ্ট্রেট; সুতরাং অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়, আমি বিদেশী; আমার আকৃতি বা পরিচ্ছদে এমন কি বিশেষত্ব আছে যে, সহরবাসিগণ আমার সম্বন্ধে এরূপ কৌতূহলবশবর্ত্তী হইয়াছে?"

সমাগত ব্যক্তিদ্বয়ের একজনের নাম "প্যাভিলন" ও অপর ব্যক্তির নাম "রুসলার।" প্যাভিলন কুইনটিনকে কহিলেন,—"আপনি ছদ্মবেশী হইলেও আপনি একজন সম্মানার্হ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; কারণ, আপনার পরিচ্ছদ ও শিরস্ত্রাণ দেখিয়া আপনাকে লিজের স্বাধীনতারক্ষক সম্রাট লুইয়ের শরীররক্ষক তীরন্দাজ বলিয়া সকলেই চিনিতে পারিয়াছে; সুতরাং সহরবাসিগণ আপনাকে দেখিয়া কৌতূহল-বশতঃ আপনার প্রতি অভিনিবিষ্টভাবে এরূপ লক্ষ্য করিয়াছে।"

কুইনটিন। আমি স্কটিস্ তীরন্দাজ হইলেও সাধারণের এত কৌতূহলের কারণ কি?

তিনি "স্কটিস তীরন্দাজ" ইহা শুনিবামাত্র সমাগত জনতা মিলিত-কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল—"ফ্রান্সের সম্রাট দীর্ঘজীবী হউন—তাঁহার স্কটিস শরীররক্ষকগণ দীর্ঘজীবী হউন, এই তীরন্দাজ দীর্ঘজীবী হউন; আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা কিংবা মৃত্যু—উইলিয়ম ডি-লা-মার্ক দীর্ঘজীবী হউন; ডিউক-অফ-বার্গণ্ডীর ধ্বংস হউক—বিশপ-অফ-লিজের সর্ব্বনাশ হউক।" জনতার চীৎকারে কুইনটিনের কর্ণ যেন বধির হইয়া যাইল।

যৎকালে ডুনয়ের খড়্গাঘাতে তাঁহার শিরস্ত্রাণ দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল, তৎকালে লর্ড ক্রফোর্ডের আদেশে তাঁহার-মস্তকে স্কটিস তীরন্দাজের পদমর্য্যাদা-সূচক এই শিরস্ত্রাণ প্রদত্ত হইয়াছিল। সমাগত জনতা তাঁহার এই শিরস্ত্রাণ দর্শনে তাঁহাকে সম্রাটের স্কটিস শরীররক্ষক বলিয়া চিনিতে পারিয়া অনুমান করিয়াছিল যে, স্কটিস শরীররক্ষকগণ সর্ব্বদা সম্রাটের নিকটে অবস্থিতি করেন। তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ একজনও যখন এই নগরে রাজপথে পদব্রজে ভ্রমণ করিতেছেন, তখন সম্রাট নিশ্চয়ই লিজবাসিগণকে প্রকাশ্যভাবে সাহায্য করিতে প্রস্তুত; হয়ত কুইন্টিন সম্রাটের দৌত্যকার্য্যে আগত, এই কল্পনায় লিজবাসিগণ কুইন্টিনকে দেখিয়া এতদূর কৌতূহলাবিষ্ট হইয়াছিল।

কুইনটিন ভাবিলেন, ইঁহাদের এই বদ্ধমূল বিশ্বাস অপনোদন চেষ্টায় তাঁহার ব্যক্তিগত অনিষ্টের সম্ভাবনা, সুতরাং তিনি এ স্থান হইতে অব্যাহতিলাভের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে প্যাভিলন ও রুসলার উভয়ে তাঁহার উভয় হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে "ষ্টাট হাউসে" লইয়া যাইতে লাগিল; কারণ, সহরের বিখ্যাত ব্যক্তিগণ তাঁহার প্রকাশ্য সংবাদ শ্রবণ ও তাঁহাকে প্রীতিভোজে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য তথায় সমাগত হইতেছিলেন। সকল প্রকার শ্রমজীবীসম্প্রদায় দলবদ্ধ হইয়া রাজপথ অবরোধ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ষ্টাটহাউসে গমন করিতে লাগিল। কি সুন্দর শোভাযাত্রা! কুইনটিন্ একজন বিশিষ্ট উন্নত ব্যক্তির ন্যায় ও সমগ্র নগর বাসীর লক্ষ্যস্থল নায়কের ন্যায় তাঁহাদের অগ্রে চলিয়াছেন আর সকলে তাঁহারই অনুগমন করিতেছে।

এই মহা সমস্যায় পতিত হইয়া কুইনটিন তাঁহার সহচরদ্বয়কে বলিলেন, "দেখুন, আমি ঘটনাক্রমে আমার পদোচিত শিরস্ত্রাণ মস্তকে ধারণ করিয়া এখানে আসিতে বাধ্য হইয়াছি, নতুবা যাত্রাকালে আমার মস্তকে অন্য প্রকার শিরস্ত্রাণ ছিল। আমার শিরস্ত্রাণ দর্শনে ও সাময়িক অবস্থাক্রমে লিজবাসিগণ আমার এ স্থানে আগমনের যেরূপ কারণ সাধারণভাবে আরোপ করিতেছে, আমার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন; আর যদি আমাকে একান্ত ষ্টাটহাউসে গমন করিতে হয়, তবে যে বিষয় সম্রাট আমাকে গুপ্ত ও বিশ্বস্তভাবে কেবলমাত্র মেনহার্স রুসলার ও প্যাভিলন প্রভৃতি তাঁহার কয়েক জন বিশ্বাসভাজন ব্যক্তির নিকট ব্যক্ত করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ্যভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।"

কুইনটিনের এই উদ্ভাবনা শক্তি যেন ইন্দ্রজালের ন্যায় কার্য্যকরী হইল। প্যাভিলন ও রুসলার নাগরিকদলের নেতা সুতরাং তাহারা উভয়েই বিশেষ ক্ষমতাপন্ন। তাহারা কুইনটিনকে কহিলেন, "তবে আপনি উপস্থিত এক্ষণে এই নগর হইতে প্রস্থান করুন। রাত্রিকালে 'সেনওয়ান্ট' দুর্গের প্রবেশদ্বারের সন্নিকটে রুসলারের ভবনে আগমন করিবেন, আমরা গুপ্তভাবে সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিব।"

কুইন্‌টিন তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"আমি এক্ষণে সম্রাটের কোন কার্য্যব্যপদেশে বিশপ-অফ-লিজের ভবনে অবস্থিতি করিতেছি।"

ক্রমে জনতার সহিত তাঁহারা সকলে একটি প্রধান রাজপথে প্যাভিলনের বাসভবনের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই ভবনের পশ্চাতে একটি রমণীয় উদ্যান; এই উদ্যানের পার্শ্বদেশ বিধৌত করিয়া "মেজ" নদী প্রবাহিত। সম্রাটের দূত বলিয়া কুইন্‌টিন এক্ষণে সর্ব্বসমক্ষে পরিগণিত; সুতরাং প্যাভিলন তাঁহাকে লইয়া নিজ ভবনে আতিথ্যসৎকারে সম্মানিত করিবেন, এই ব্যপদেশে তিনি তাঁহাকে লইয়া নিজভবনে প্রবেশ করিলেন। সমাগত জনতা কোনরূপে সন্দিহান না হইয়া বরং উচ্চৈঃস্বরে প্যাভিলনের জয়-ঘোষণা ও তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল। কুইনটিন আপনার শিরস্ত্রাণ অপসারিত করতঃ তৎপরিবর্ত্তে প্যাভিলন প্রদত্ত একটি সাধারণ টুপি ও দীর্ঘাবরণে ছদ্মবেশ ধারণ করিলেন। প্যাভিলন তাঁহাকে নগরে প্রবেশ ও বাহির হইবার জন্য একখানি নিদর্শনপত্র প্রদান করিয়া স্বীয় কন্যার হস্তে তাঁহার নিরাপদে পলায়নের ভারার্পণপূর্ব্বক বহির্দ্দেশে সমবেত জনতার সহিত হাট-হাউসে গমন করিয়া সকলকে বলিলেন যে, রাজদূত অকস্মাৎ অদৃশ্য হইয়াছেন!

প্যাভিলন প্রস্থান করিলে তাঁহার যুবতী কন্যা সহাস্য—বদনে কুইন্‌টিনের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

যুবতীর নাম "ট্রুচেন"—দেখিতে বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও নধরকান্তি। গৌরবর্ণ ওষ্ঠ সদাই হাসিমাখা। সুগোল গণ্ডস্থলে আরক্তরাগ। নবীনা পরমাসুন্দরী বটে এবং সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-ঔদার্য্যের খনি। যুবতী আসিয়া হাসিতে হাসিতে যুবককে পূর্ব্বোক্ত উদ্যান-পার্শ্বস্থ মেজনদীতীরে লইয়া গেলেন। তথায় দুই জন সবল নাবিক একখানি তরী লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। জার্ম্মাণ যুবতী জার্ম্মাণ ভাষায় বিদায় চাহিলে, কুইন্‌টিন তাঁহার প্রতি ধন্যবাদপ্রকাশচ্ছলে তাঁহার বিম্বাধরে একটি চুম্বন প্রদান করিলেন। যুবতীও সলজ্জ-কৃতজ্ঞভাবে তাহা গ্রহণ করিলেন। কারণ, লিজবাসিগণের মধ্যে কুইন্‌টিনের ন্যায় সুশ্রী সুন্দর সাহসী সুপুরুষ সমাগম দৈনন্দিন ঘটনা নহে।

কুইন্‌টিন তরণীতে আরোহণ করিলেন। তরণী ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। কুইন্‌টিন ভাবিতে লাগিলেন দুর্গে প্রত্যাগমন করিয়া নগর পরিদর্শনের কিরূপ বিবরণী প্রকাশ করিবেন? অনেক চিন্তার পর স্থির করিলেন, সংক্ষেপে এইরূপ বর্ণনা করিবেন— যাহাতে বিশপ সতর্কতা অবলম্বন করেন, অথচ কোন ব্যক্তি-বিশেষ তাঁহার প্রতিহিংসার পতিত না হন।

ক্রমে তরণী দুর্গ হইতে অর্দ্ধ-মাইল দূরে আসিয়া পৌঁছিল। কুইন্‌টিন তীরে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন—তিনি প্রধান প্রবেশদ্বার হইতে বিভিন্ন দিকে আসিয়াছেন। এদিকে দুর্গমধ্যে ঘণ্টাধ্বনি হইয়া মধ্যাহ্ন-ভোজনকাল ঘোষণা করিল; সুতরাং তিনি বিলম্ব হইবার আশঙ্কায় পরিখার উপরিস্থিত সেতুপথে দুর্গে প্রবেশার্থ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, একখানি ক্ষুদ্র তরী রহিয়াছে, তিনি ভাবিলেন, তাহার বেশ সুযোগ উপস্থিত হইল। ইত্যবসরে একব্যক্তি সেই নৌকায় আরোহণপূর্ব্বক দ্রুতবেগে নৌকা-সঞ্চালন করিয়া নিমিষমধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। কুইনটিন তাহাকে দর্শনমাত্র চিনিলেন। সেই রোহিতশ্মশ্রু হায়রাদ্দান। তাঁহাকে অন্তঃপুরসংলগ্ন উদ্যানের পশ্চাদ্দ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে দেখিয়া তাহার মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। পাপিষ্ঠ কি এতক্ষণ তবে কাউন্টেসাদিগের সহিত নিভৃতে কথোপকথন করিতেছিল?—যদি তাহাই হয়, তবে ইহার উদ্দেশ্য কি? মনোমধ্যে এইরূপ তর্ক-বিতর্ক করিতে করিতে তিনি নিতান্ত আকুল হইয়া পড়িলেন এবং ভাবিলেন, কাউন্টেসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে হায়রাদ্দানের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ ষড়যন্ত্রের বিষয় ও তাঁহার আশ্রয়দাতা বিশপের আসন্ন বিপদ্-সংবাদ জ্ঞাপন করি।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি দুর্গের প্রধান প্রবেশদ্বার পথে দুর্গমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ভোজনকক্ষে গমন করিয়া দেখিলেন, সকলে আহারে উপবেশন করিয়াছেন। বিশপের প্রধান গৃহাধ্যক্ষের পার্শ্বে তাঁহার জন্য একখানি আসন খালি রহিয়াছে। গৃহাধ্যক্ষ তাঁহাকে দেখিবামাত্র সাদর অভ্যর্থনার সহিত আপন পার্শ্বে ঐ আসনে উপবেশন করাইলেন।

কুইন্‌টিন আহার করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—"আমাকে সম্রাট লুইয়ের শরীররক্ষক স্কটস্

তীরন্দাজ বলিয়া জানিতে পারিয়া নাগরিকগণ আমাকে বিষম গোলযোগে ফেলিয়াছিল; অবশেষে একজন স্থূলোদর ব্যক্তি ও তাঁহার সুন্দরী কন্যার সাহায্যে এ যাত্রা অব্যাহতি পাইয়াছি।"

সকলে শুনিয়া বিরসভাবাপন্ন হইলেন। গৃহাধ্যক্ষ কুইন্‌টিনকে কহিলেন—"ডিউক-অফ-বর্গণ্ডী দুইবার লিজবাসিগণকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগকে বিলক্ষণ শিক্ষা দিয়াছিলেন। কত লোক অস্ত্রাঘাতে নিহত, কত লোক পলায়নকালে নদীগর্ভে নিমগ্ন হইয়াছিল; ডিউক নগরীর বেষ্টনী প্রাচীর সমভূমি করিয়াছিলেন; তথাপি তাহারা এক্ষণে একজনমাত্র স্কটিস্ তীরন্দাজের শিরস্ত্রাণ দর্শনে এরূপ উত্তেজিতভাবে উল্লাসধ্বনি করিয়াছে, তবে শীঘ্রই বোধ হয়, সমরানল প্রজ্বলিত হইবে। আমি দেখিতেছি, বিশপের মুকুট কণ্টকময়। এ স্থান আর কাহারও পক্ষে নিরাপদ নহে। আপনার যদি এখানকার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, তবে আপনার অচিরে এখান হইতে প্রস্থান করাই শ্রেয়ঃ। আমার বিশ্বাস, আপনার সমভিব্যাহারিণী রমণীদ্বয়েরও এইরূপ অভিমত, কারণ, তাহারা তাঁহাদের একজন ভ্রমণসহচরকে পত্র সহিত ফ্রান্সে প্রেরণ করিয়াছেন। বোধ হয়, সেই পত্রে সম্রাট লুইকে লিখিয়াছেন, তাঁহারা অন্য কোন নিরাপদ্ স্থানে গমন করিবেন।

রাজলক্ষ্মী স্বভাবতই চঞ্চলা—কুহকিনী ও ছলনাময়ী। কারণ, কি স্বর্গীয়, কি পার্থিব, সকল নরপতি ও রাজন্যবর্গ নিরন্তর রাজলক্ষ্মীর প্রসাদলাভে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিভাবে রাজলক্ষ্মীকে চিরালিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার আশায় হস্ত প্রসারণ করিয়া থাকেন; কিন্তু রাজলক্ষ্মী বরাঙ্গনালক্ষণাক্রান্তা কুলকামিনীর ন্যায় নির্ব্বিকারচিত্তে কেবলমাত্র আপন লীলা-আমোদ-চরিতার্থ-হেতু বিলাস-হাস্য বিভাসিত-লোচনে নিজ প্রসাদকণিকা বিতরণে তাঁহাদিগকে ক্রীড়নকের ন্যায় স্বল্পকালের নিমিত্ত পরিচালিত ও উৎসাহিত করিয়া পরিণামে অযোগ্য পাত্রে প্রসাদ-বিতরণ স্থানে তাঁহাদিগকে স্ব স্ব ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে নিক্ষেপ করিয়া সহসা প্রত্যাখ্যান করে এবং ক্ষণপ্রভা দামিনীর ন্যায় তাঁহাদিগের ভগ্য-গগন হইতে বিলীন হইয়া যায়। এইরূপ প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে যিনি বিশ্বাসঘাতক, আত্মদ্রোহী, অব্যবস্থচিত্ত, অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন মানবকুলকলঙ্ক হইয়াও রাজলক্ষ্মীর স্থায়ী প্রসাদ লাভে সমর্থ, তিনিই সৌভাগ্যশালী; কারণ, তিনি অসংখ্য প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে রাজলক্ষ্মীর প্রসাদে জয়শ্রীলাঞ্ছিত—আবার অপর পক্ষে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তিনি দুর্ভাগ্যবান্; কারণ, তাঁহাকে দিবানিশি দুর্ব্বহ ভারাক্রান্ত হইয়া জীবনের মত হৃদয়ের শান্তিসুখে জলাঞ্জলি দিয়া আহার-নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক নানাচিন্তা ও কল্পনাস্রোতে ভাসমান হইয়া কত বিনিদ্র রজনী যাপন করিতে হয়; সুতরাং রাজলক্ষ্মীলাভ প্রপঞ্চ মাত্র। রাজলক্ষ্মীর প্রসাদ দূর হইতে দৃশ্যমনোরম মরীচিকার ন্যায় কমনীয়, স্নিগ্ধ ও শান্তিভাবাপন্ন; কিন্তু সম্ভোগে হৃদয় নিয়ত আশঙ্কা, উদ্বেগ, চিন্তা ও অশান্তিপূর্ণ থাকে চার্লস ও নেপোলিয়ান্ রাজলক্ষ্মীর প্রসাদ লাভে ছিন্নমুণ্ড ও নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। রবার্ট ব্রস, আলফ্রেড এই রাজলক্ষ্মীর প্রসাদকামনায় কত অশান্তি কত নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন—আর ক্রমওয়েল রাজলক্ষ্মীর অনুগ্রহলাভে রাজসম্পদভোগে সক্ষম হইয়াছিলেন, কিন্তু মানসিক উৎকণ্ঠা-বিবর্জ্জিত নহে।

ঊনবিংশ অধ্যায়

পত্র

ভোজনান্তে গৃহাধ্যক্ষ কুইন্‌টিনের নিকট হইতে নাগরিকগণের অভিপ্রায় সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সংগ্রহার্থ তাঁহাকে একটি নিভৃত কক্ষে লইয়া গাইলেন। এই কক্ষের নিম্নদেশে কক্ষসংলগ্ন উদ্যান। কুইন্‌টিন উন্মুক্ত বাতায়ন দিয়া একদৃষ্টে উদ্যানের দিকে দেখিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে গৃহাধ্যক্ষ তাঁহাকে বলিলেন—"উদ্যানের শোভায় আপনার নয়ন উদ্যানের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে, সুতরাং আপনি উদ্যানে গিয়া বিশপের নানা দেশ হইতে সংগৃহীত বিচিত্র বৃক্ষ-লতা দর্শন করুন।"

কুইনটিন বলিলেন—"প্রাতে উদ্যানে ভ্রমণ করিতে গিয়া এক বৃদ্ধ কর্ত্তৃক উদ্যান হইতে তাড়িত হইয়াছিলাম। সুতরাং আর আমার উদ্যানে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা নাই।"

গৃহাধ্যক্ষ স্মিতমুখে কহিলেন—"বহুকাল পূর্ব্বে সাধারণের পক্ষে এ উদ্যানে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল; কারণ, তৎকালে অনেকগুলি ধর্ম্মশীলা, অনূঢ়া, মঠ-

বাসিনী যুবতী এখানে অবস্থিতি করিতেন। তাঁহাদের বায়ু সেবনার্থ ঐ উদ্যান নির্দিষ্ট ছিল: বিশপেরও বয়ঃক্রম তখন ত্রিশ বৎসর। তিনি এই উদ্যানে তাঁহাদিগকে গুপ্তভাবে ধর্ম্মোপদেশ দান করিতেন। সুতরাং এ উদ্যান তৎকালে বিশপের আদেশানুসারে সাধারণের অগম্য ছিল। যদিও এক্ষণে আর সেরূপ প্রথা প্রচলিত নাই এবং প্রকাশ্য ও সাধারণ ভাবে পূর্ব্ব নিষেধ প্রতিষেধ হয় নাই, তথাপি বৃদ্ধ বোধ হয় পুর্ব্বসংস্কার বশতঃ আপনার প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করিয়াছে। আমি আপনাকে বলিতেছি, আপনি এক্ষণে নির্ব্বিবাদে উদ্যানে ভ্রমণ করিতে পারেন; চলুন, আমিও আপনার সহিত যাইতেছি।

কুইন্‌টিন্ অনুমানে বুঝিয়াছিলেন, এই উদ্যানের অপর পার্শ্বসংলগ্ন প্রাসাদে কাউন্টেস্ ইসাবেলের বাসাগার, সুতরাং তাঁহার মনে আশার সঞ্চার হইল—এইবার উদ্যানভ্রমণচ্ছলে কাউন্টেসের সহিত সাক্ষাতের সুযোগ ঘটিবে,—এইরূপ কল্পনায় উল্লাসিত হইয়া তিনি গৃহাধ্যক্ষের সহিত উদ্যানে প্রবেশ করিয়া উক্ত প্রাসাদের বারাণ্ডা ও বাতায়নের দিকে বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন? যদি একবার তাঁহার হৃদয়নিধি নয়নের শুকতারাটিকে অন্ততঃ নিমিষের জন্য দেখিতে পান। গৃহাধ্যক্ষ বৃক্ষলতাগুল্মের গুণ ব্যাখ্যা করিতে করিতে উহাদিগের দিকে অঙ্গুলি প্রয়োগ করিয়া বলিতে লাগিলেন, এই বৃক্ষটি ভেষজ বৃক্ষ—এইটির গন্ধ অতি মনোরম—এইটি বড়ই সুদৃশ্য—এইটি বড়ই দুষ্প্রাপ্য—কুইন্‌টিন বৃদ্ধের এইরূপ অযাচিত ব্যাখ্যায় অতিশয় বিরক্ত হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন—ভাল আপদ্! বৃদ্ধ-বৃক্ষ-ব্যাখ্যা তিনিই একসঙ্গে উৎসন্ন যাক্।" অধিকক্ষণ তাঁহাকে এইরূপ জ্বালাতন হইতে হইল না; কারণ, কিয়ৎক্ষণ পরে গির্জায় ঘণ্টাধ্বনি হইবামাত্র বৃদ্ধ তাঁহাকে বলিলেন—"আমার এই সময়ে বিশেষ কোন কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে—আমি চলিলাম আপনি সন্ধ্যাকালে এমন কি যতক্ষণ ইচ্ছা, বায়ু সেবন করিতে পারেন।" এই বলিয়া বৃদ্ধ উদ্যান হইতে প্রস্থান করিলেন।

বৃদ্ধ প্রস্থান করিলে তিনি নিশ্চিন্তভাবে সমস্ত দিবস উদ্যানে ভ্রমণ ও বারাংবার উদ্যানের সম্মুখবর্ত্তী জানালার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সন্ধ্যা অতিক্রম করিলেন; ক্রমে সন্ধ্যাতিমিরে আবৃত হইয়া প্রত্যেক দৃশ্য-পদার্থ অদৃশ্য হইলে, তিনি ভাবিলেন—আর এখানে থাকা উচিত নহে, তাহাতে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে। এই ভাবিয়া তিনি প্রস্থানোদ্যত হইয়া আর একবার সে দিনের মত এই শেষবার বাতায়নের দিকে বিদায়-দৃষ্টি করিবামাত্র জানালা হইতে সতর্ক ভাবে আহ্বানসূচক মৃদু কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া সকৌতুকে জানালার নিম্নে দণ্ডায়মান হইলেন। তৎক্ষণাৎ জানালার বাহিরে প্রসারিত রমণীহস্ত হইতে একখানি পত্র তাঁহার সম্মুখে ভূতলে পতিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ পত্রখানি গ্রহণ করিয়া বক্ষে ধারণপূর্ব্বক উদ্যানের এক নিভৃত কুঞ্জে প্রবেশ করত পাঠ করিলেন। পত্রখানি এইরূপ লিখিত :—

"এই পত্র গোপনে পাঠ করিবে। তুমি কেবলমাত্র চাহনিতে সাহসের সহিত যাহা প্রকাশ করিয়াছ, বোধ হয়, আমারও নয়ন তাহা বুঝিতে পারিয়াছে; কিন্তু অন্যায় অত্যাচারে উপদ্রুত ব্যক্তিও শেষে সাহসী হইয়া থাকে। অনেকের অনুসরণ ও লক্ষ্যের পাত্রী হওয়া অপেক্ষা একজনের কৃতজ্ঞতার উপর নির্ভর করাই উচিত। ভাগ্যদেবীর সিংহাসন উন্নত পর্ব্বতশৃঙ্গে অবস্থিত; কেবল সাহসী ব্যক্তিই নিঃশঙ্কভাবে তথায় আরোহণ করিতে পারে। তুমি যদি বিপদ্‌গ্রস্তা রমণীর কিছু উপকার করিতে ইচ্ছা কর, তবে কল্য প্রাতে নীল ও শুভ্রবর্ণ পলকে তোমার টুপি সজ্জিত করিয়া এই উদ্যানে আসিবে; কিন্তু সাক্ষাৎ বা কথোপকথনের আশা করিও না। তোমার শুভগ্রহ তুঙ্গাগত হইয়া তোমার সৌভাগ্যসূচনা করিতেছে। এক্ষণে বিদায়! বিশ্বাসী উদ্যমশীল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও এবং তোমার সৌভাগ্যে সন্দিহান হইও না।"

কুইন্‌টিন্ দেখিলেন—কাউন্টেস্-পরিবারের চিহ্নাঙ্কিত একটি হীরকাঙ্গুরী পত্রমধ্যে রহিয়াছে। পত্রপাঠে অতিরিক্ত হর্ষোচ্ছ্বাসে এবং পাছে বিষয়ান্তর-সংঘটন দ্বারা তাঁহার হৃদয়ের এই উল্লাস মন্দীভূত হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় তিনি অসুস্থতাব্যপদেশে অন্যান্য ব্যক্তির সহিত ভোজনে যোগদান করিলেন না। প্রণয়িযুগলমাত্রেই অবগত আছেন, নবপ্রণয়সঞ্চারে তাঁহাদের আর আহার-নিদ্রায় ততদূর স্পৃহা থাকে না। কুইন্‌টিনেরও এক্ষণে সেই দশা। তিনি আপন কক্ষে প্রবেশ করিয়া কক্ষদ্বার অর্গলবদ্ধ

করিয়া একবার, দুইবার, তিনবার কতবারই পত্রখানি পাঠ করিলেন। পত্রখানি বক্ষে রাখিলেন, উদ্দেশ্যে পত্রখানি ও অঙ্গুরীতে কতবারই আবেগ উদ্‌ভ্রান্তভাবে চুম্বন করিলেন। ইহাই প্রণয়বিকারের পূর্ব্ব-লক্ষণ!

তাঁহার আবেগ-উত্তেজিত-প্রণয়োচ্ছ্বাস অধিকক্ষণ তাঁহাকে আনন্দসাগরে ভাসমান রাখিতে পারিল না। তাঁহার মনে হটাৎ এক চিন্তার উদয় হইল। যে ইসাবেলকে তিনি হৃদয়ের গভীর অন্তস্তল হইতে নীরবে প্রণয়োপকরণে অর্চনা করেন, সেই ইসাবেল কি এতদূর সরলভাবে তাঁহার প্রণয় প্রকাশ করিয়া এরূপ লঘুচিত্তের পরিচয় দিবেন? কিন্তু এই চিন্তার উদয়মাত্র ইহা ইসাবেলের প্রতি অকৃতজ্ঞতার পরিচয় ও অযোগ্য প্রতিদান ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ সে চিন্তার নিরোধ করিলেন। যাঁহার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন জন্য ইসাবেল স্বীয় উন্নত পদগৌরবে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া এরূপ নিম্নগামিনা হইয়াছেন,—যে রমণীর প্রোৎসহ ব্যতীত তাঁহার দিকে মুখোত্তোলন করিবার শক্তিও তাঁহার ছিল না, সেই রমণীর এরূপ অনুগ্রহশীলতা জন্য তাঁহার কি ঐ রমণীর নিন্দাপবাদে প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করা উচিত? সাধারণতঃ প্রণয়িনীগণ হৃদয়ে অদম্য প্রণয়বেগ সত্ত্বেও নায়কের ভাষায় প্রণয়প্রকাশ পর্য্যন্ত নীরবতা অবলম্বন করিয়া হৃদয়নিহিত প্রণয়-অঙ্কুর হৃদয়েই পোষণ করিয়া থাকেন; সাধারণতঃ চলিত ভাষায় যে ভাব—"বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না" বলিয়া উক্ত হয়। ইসাবেল কি তাঁহার উন্নত কুলগৌরব ও সমৃদ্ধ অবস্থা তুচ্ছজ্ঞান করিয়া নায়কের পূর্ব্বেই সেই নীরব লজ্জা-শীলতায় জলাঞ্জলি দিবেন? কুইন্‌টিন মনে মনে এই-রূপ যুক্তি-তর্কের আন্দোলন করিতে করিতে আপন মনে কতই জটিল ন্যায় শাস্ত্রের অবতারণা করিলেন। অবশেষে সিদ্ধান্ত করিলেন, যদিও ইসাবেল প্রণয়িনী-সুলভ চিত্ত-চাঞ্চল্যে সাধারণ নিয়মের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম করিয়াছেন, কিন্তু হঙ্গেরীর রাজকুমারী তাঁহার নির্দ্দিষ্ট-কুলশীল ভূমি-সম্পত্তি-বিহীন নগণ্য ভৃত্যের প্রতি প্রণয়সম্ভাষণ করিয়া ইসাবেলের পত্র অপেক্ষা অধিকতর গভীর প্রণয়ের নিদর্শন প্রকাশ করত লিখিয়াছিলেন :—

এস মম প্রাণবঁধু! এ মোর কামনা।
অন্তরের মূল তুমি হৃদয়-বাসনা॥
এস এস দিব তোমা তিনটি চুম্বন।
পাঁচ শত পৌণ্ড দিব দর্শনী কারণ॥

হঙ্গেরীর নৃপতিও ঐ ভৃত্যকে লিখিয়াছিলেন :—

বহু ভৃত্য সনে মোর আছে পরিচয়।
রাজপুত্র সম তও করি পরিণয়॥

এইরূপে হঙ্গেরী-রাজভৃত্যের সহিত আপন অবস্থার তুলনা করিয়া অবশেষে কুইন্‌টিন ইসাবেলের আচরণের সমর্থন করিলেন। আবার এক নূতন সংশয় আসিয়া তাঁহাকে আকুলিত করিল। তিনি ভাবিলেন, বিশ্বাস-ঘাতক হায়রাদ্দীন প্রায় চারি ঘণ্টাকাল কাউণ্টেসের গৃহে অতিবাহিত করিয়াছিল। সে আমাকে বলিয়া-ছিল, তাহার সাহায্যে আমার সৌভাগ্যোদয় হইবে, তবে এই পত্র কি তাহারই কৌশলজালজড়িত? যদি তাহাই হয়, তবে ইহাও কি সম্ভব নয় যে, পাপিষ্ঠ হায়রাদ্দীন কাউণ্টেস্‌কে বিশপের আশ্রয় হইতে অন্যত্র লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে কোনরূপ নূতন অভিপ্রায় উদ্ভাবন করিয়াছে? যাহা হউক ইহার উপযুক্ত তদন্ত করিতে হইবে, কারণ এই দুর্ব্বৃত্তের উপর আমার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নাই, সুতরাং যে বিষয়ে এ পাপিষ্ঠ লিপ্ত আছে, তাহার পরিণাম কখনই সম্মান বা সুখজনক হইবে না।

নিবিড়-কৃষ্ণবর্ণ-মেঘ-জালে প্রকৃতির রমণীয় চিত্রাবলী যেরূপ আবরিত ও বিমলিন হয়, এই সকল অবসাদক চিন্তায় কুইন্‌টিনের হৃদয় সেইরূপ আচ্ছন্ন হইল; শয্যা যেন কণ্টকাকীর্ণ বোধ হইতে লাগিল; অতি কষ্টে অনিদ্রায় নিশাযাপন হইল। প্রভাত হইবামাত্র টুপিতে পূর্ব্বোক্ত বর্ণের পালক ধারণ করিয়া তিনি পূর্ব্বোক্ত উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। দুইঘণ্টাকাল বৃথা আশায় ও অপেক্ষায় অতীত হইল। অবশেষে উদ্যানের সম্মুখবর্ত্তী পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট দ্বিতলের জানালার নিকটে বীণার ঝঙ্কার উঠিল; বাতায়ন উন্মুক্ত হইল; ইসাবেল বাতায়নে আসিয়া সদয়-সলজ্জভাবে অভিবাদন করি-লেন; কুইন্‌টিন সসম্মানে প্রত্যভিবাদন করিলে কাউণ্টেস্ আরক্তগণ্ডে জানালা হইতে অন্তর্হিতা হইলেন।

এতক্ষণে পত্র সম্বন্ধে সকল সন্দেহ দূর হইল। কিন্তু ইহার পর কি ঘটিবে, সে সম্বন্ধে ইসাবেল কিছুই প্রকাশ করিলেন না। কুইন্‌টিন ভাবিলেন—ইসা-বেল সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত দুর্গমধ্যে প্রবল প্রতাপান্বিত বিশপের আশ্রয়ে রহিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার কোন

বাশঙ্কা নাই—তবে তিনি ইসাবেলের ভবিষ্যৎ আদেশ-পালন জন্য প্রস্তুত থাকিলেই উপস্থিত যথেষ্ট। কিন্তু ভাগ্যচক্র অন্যদিকে তাঁহার কার্য্যাবলী প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

কুইন্‌টিন চতুর্থ রাত্রিতে পরদিবস প্রাতে অবশিষ্ট অনুচরদিগকে ফ্রান্সে প্রেরণ করিবার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া পথে পথপ্রদর্শক হায়রাদ্দীনের পূর্ব্বোক্ত বিশ্বাস-ঘাতকতায় সম্রাটের তাহার প্রতি ঐরূপ গুপ্ত আদেশের আরোপ করিয়া সম্রাটের তীরন্দাজপদ ত্যাগের আবেদন করিয়া স্বীয় মাকুল ও লর্ড ক্রফোর্ডকে একখানি পত্র লিখিয়া রাখিয়া সফল প্রণয়-সুখচিন্তায় মগ্ন হইয়া শয়ন করিলেন। কিন্তু জাগরণের সুখ-চিন্তা নিদ্রার ভীষণ স্বপ্নে পরিণত হইল।

কুইন্‌টিন স্বপ্ন দেখিলেন, যেন ইসাবেলের সহিত প্রণয়ালাপ করিতে করিতে একটি নিথর প্রশান্ত জলাশয়-তীরে ভ্রমণ করিতেছেন—ইসাবেল যের প্রেমালাপ-শ্রবণে কত হাসিতেছেন—কখন তাঁহার গণ্ডদেশ লজ্জা-রাগে রঞ্জিত হইতেছে। হঠাৎ প্রভাতের রবি প্রভাতেই অস্তমিত হইল। নিদাঘে শৈত্যোদয় হইল, প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাতে জলাশয়বক্ষঃ আলোড়িত হইয়া ভীষণ তরঙ্গ যেন বেলাভূমি গ্রাস করিতে উদ্যত হইল—প্রকৃতির সংহারিণী মূর্ত্তি! শূন্যমার্গে প্রভঞ্জন, জলাশয়বক্ষে তরঙ্গগর্জ্জন—তরঙ্গের বিপুল আস্ফালনে তাঁহারা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তাঁহাদের পলায়নপথ চারিদিকেই রুদ্ধ। সেই ভীষণ শব্দে কুইনটিনের নিদ্রা-ভঙ্গ হইল।

তিনি সুপ্তোত্থিত হইয়া শয্যায় উপবেশন করিলেন। যদিও স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনা অপসারিত হইয়া তিনি প্রকৃত অবস্থায় প্রবুদ্ধ হইয়াছেন, তথাপি যেন সেই ভীষণ গর্জ্জনধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তিনি বুঝিলেন, এই ধ্বনি ভীষণ-মিশ্রিত উচ্চ জল-কোলাহল।

তিনি শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া জানালা খুলিয়া দেখিলেন, উদ্যান নিস্তব্ধ—দুর্গের বহির্দ্দেশ হইতে ভীষণ কোলাহলধ্বনি উত্থিত হইতেছে, যেন বহুসংখ্যক প্রবল শত্রু কর্ত্তৃক দুর্গপ্রসাদ আক্রান্ত হইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ অন্ধকারেই আপন অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইলেন। এমন সময় তাঁহার কক্ষদ্বারে বাহির হইতে সবলে করাঘাত হইল, তিনি দ্বার উন্মোচনে ইতস্ততঃ করিতেছেন, এমন সময়ে দ্বার ভগ্ন হইল ও একব্যক্তি তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া পকেট হইতে আলোক জ্বালিল। তিনি সেই আলোকে দেখিলেন, আগন্তুক পূর্ব্বপরিচিত বোহিমিয়ান হায়রাদ্দীন।

হায়রাদ্দীন তাঁহাকে বলিল—"এইবার মুহূর্ত্তমধ্যে আপনার জন্মপত্রিকার ফল প্রমাণিত হইবে।

কুইনটীন। আমি দেখিতেছি, আমাদের চারিদিকেই বিশ্বাসঘাতক, তুমিও ইহার মধ্যে লিপ্ত।

হায়রাদ্দান। আপনি উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপ উচ্চারণ করিতেছেন; আপনার সহিত প্রতারণায় আমার কোন ইষ্টসিদ্ধি নাই। আপনার মঙ্গলের জন্যই আমি আসিয়াছি—লিজবাসিগণ উইলিয়ম-ডি-লা-মার্কের নেতৃত্বে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে। আপনি যদি কাউন্টেসের উদ্ধারসাধন করিয়া আপনার আশা পূর্ণ করিতে চাহেন, তবে আমার সহিত আগমন করুন। কাউন্টেস আপনাকে তাঁহার অঙ্গুরী প্রদান করিয়াছেন।

কুইনটিন। চল, সেই নামে আমি সকল বিপদের সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত আছি।

হায়রাদ্দীন। যদি আপনি স্বস্থার্থ হস্ত প্রসারণ না করেন, তাহা হইলে আপনার বিপদ্ সম্ভাবনা নাই; সতর্কভাবে ও ধৈর্য্যের সহিত আমার বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভর করিয়া যদি আগমন করেন, তাহা হইলে আমার কৃতজ্ঞতার ঋণমোচন হইবে, আপনিও কাউন্টেসকে পত্নীরূপে লাভ করিবেন। আসুন, আমার অনুসরণ করুন।

মুহূর্ত্তকালমধ্যে উভয়ে পূর্ব্বোক্ত উদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুর্গের বহির্দ্দেশে কোলাহল ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কুইনটিনের বীরহৃদয় যদিও রণ-মদে নাচিয়া উঠিল, তৎক্ষণাৎ কাউন্টেসের উদ্ধারের বিষয় স্মরণ করিয়া আবার শান্তভাব ধারণ করিল। যেরূপ রোগিগণ ভীষণ রোগযন্ত্রণার প্রশমনার্থ হাতুড়িয়া ও অবধৌতিক চিকিৎসকের ঔষধও গলাধঃকরণ করিতে অস্বীকার করে না, কুইনটিনও সেইরূপ কাউন্টেসের নিরাপদ্‌কামনায় হায়রাদ্দীনের সহায়তাগ্রহণে বিমুখ হইলেন না।

হায়রাদ্দীন তাঁহাকে লইয়া কাউন্টেসের আবাস-ভবনদ্বার-সন্নিহিত হইয়া মৃদুস্বরে সঙ্কেত করিবামাত্র দুইজন অবগুণ্ঠনবতী রমণী কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে আসিয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। কুইন্‌টিন হস্তপ্রসারণ

করিবামাত্র একটি রমণী কম্পিতহস্তে তাঁহার হস্তধারণ করিয়া তাঁহার উপর আপন দেহভার অর্পণ করিলেন। হায়রাদ্দীন অপর রমণীর হস্তধারণ করিয়া পথ দেখাইয়া খিড়কাদ্বার দিয়া দুর্গের বহির্দ্দেশে পরিখার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। পরিখায় একখানি তরণী সজ্জিত ছিল। তাঁহারা চারি জনে তাহাতে আরোহণ করিয়া পরিখা উত্তীর্ণ হইলেন।

ক্রমে কোলাহল ভীষণ জয়োল্লাসে পরিণত হইল। কুইনটিন্ বুঝিলেন, এইবার দুর্গ শত্রুকবলিত হইয়াছে। কুইনটিনের শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—"আমি ফিরিয়া যাই, অন্ততঃ আতিথেয় বিশপের কয়েক জন শত্রুর শোণিতপাত করিয়া আতিথ্য ও আশ্রয়ের আংশিক পরিশোধ করি"—কিন্তু করধৃতা রমণী করনিষ্পেষণে তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। হায়রাদ্দীনও বলিয়া উঠি বটে, আপনার বীররক্ত বারমদে উত্তেজিত হইয়াছে; কিন্তু প্রণয় ও সৌভাগ্যের জন্য অবশ্যই আমাদিগকে পলায়ন করিতে হইবে। সত্বর অগ্রসর হউন, অদূরে অশ্ব সজ্জিত রহিয়াছে।"

কুইনটিন্ জ্যোৎস্নালোকে দুইটিমাত্র অশ্ব সজ্জিত রহিয়াছে দেখিয়া বলিলেন,—"দুইটি মাত্র অশ্ব!"

হায়রাদ্দান। পাছে কাহারও সন্দেহ জন্মে, এই আশঙ্কায় দুইটি মাত্র অশ্ব সংগ্রহ করিয়াছি, আপনারা উভয়ে এই দুই অশ্ব আরোহণ করুন, আমি ও মারথন্ উভয়ে পদব্রজে যাইতেছি। মারথন্ তাহার পরিচিত স্বজাতীয়া রমণীগণের সহিত থাকিবে। মারথন্ আমাদের স্বজাতীয়া রমণী; আমাদের উদ্দেশ্যসাধন জন্যই পরিচারিকার ন্যায় বিশপের ভবনে অবস্থিতি করিতেছিল।

কাউণ্টেস সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন—"কি, মারথন্! এ কি তবে আমার আত্মীয়া নহে?"

হায়রাদ্দীন। আজ্ঞা মারথন্; আমি উভয় কাউণ্টেস্কে উইলিয়ম ডি-লা মার্কের হস্ত হইতে লইয়া আসিতে সাহস করিতে পারি নাই, এই প্রবঞ্চনার জন্য আমায় ক্ষমা করিবেন।

কুইনটিন্ শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন—"তাহা কখনই হইবে না, আমি এই দণ্ডেই স্বয়ং গিয়া লেডী হেমিলিনকে লইয়া আসিব।"

করধৃতা রমণী জড়িতভাবে মৃদুস্বরে কহিলেন—"হেমিলিন! হেমিলিন! আপনার করধারণ করিয়া রহিয়াছে এবং তাহার মুক্তির জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছে।"

কুইনটিন্ শ্রবণমাত্র হেমিলিনের হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বলিলেন—"হা! এ কি? লেডী ইসাবেলকে আমরা ফেলিয়া আসিয়াছি? বিদায়, বিদায়!"

এই বলিয়া দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইবামাত্র হায়রাদ্দীন তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিল—"শুনুন! শুনুন! সাধ করিয়া মৃত্যুমুখে যাইবেন না। এই কাউণ্টেসের প্রচুর সম্পত্তি এবং আর্ল্ডম প্রাপ্তির আশা—"এই বলিয়া হায়রাদ্দান তাঁহাকে নিবারণ করিবার জন্য সবলে তাঁহার হস্তধারণ করিবামাত্র তিনি কটিবন্ধনস্থ ছুরিকাগ্রহণার্থ হস্ত প্রসারণ করিলেন। হায়রাদ্দীন সভয়ে তাঁহার হস্ত ত্যাগ করিবামাত্র তিনি বায়ুবেগে দুর্গাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

লেডী হেমিলিন লজ্জা ভয় ও নিরাশায় অবসন্না হইয়া ভূমিতলে বসিয়া পড়িলেন। হায়রাদ্দীন তাঁহার নিকট অগ্রসর হইয়া কহিল, "তাই ত' বিষম ভ্রম হইয়াছে। আপনি উঠিয়া আমাদের সঙ্গে আসুন। প্রত্যূষেই আপনাকে একটি সুন্দর পতি মিলাইয়া দিব, যদি একটি আপনার মনোনীত না হয়, আপনি কুড়িটি স্বামী পাইবেন। তাহার জন্য চিন্তা কি?"

হেমিলিনের প্রকৃতি অতিশয় উদ্ধত ছিল, কিন্তু তিনি যেরূপ অভিমানিনী, সেইরূপ নির্ব্বোধ ছিলেন। এই বিপদে পড়িয়া তিনি করুণস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে হায়রাদ্দীনকে চোর, দস্যু, ইতর, ভৃত্য, প্রতারক, হত্যাকারী বলিয়া কটূক্তি করিতে লাগিল।

হায়রাদ্দীন অম্লানবদনে অবচলিতভাবে বলিল, "একেবারে এতগুলি কথা বলিয়া ফেলিলেন?"

হেমিলিন। পিশাচ! তুই না বলিলি যে, গ্রহফলে আমাদের মিলন অবশ্যম্ভাবী; আমাকে দিয়া পত্র লিখাইলি। হায়, আমি কি হতভাগিনী!

হায়রাদ্দীন। কেন, মিলন ত হইয়াছিল। এমন হাতে হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়াছিলাম, আবার মিলনের বাকী কি? তবে বিবাহটা—সেটা কি আর এক জনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয়? আমি কি পূর্ব্বে

* আর্ল্ডম—আর্ল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উপাধি। আর্লের অধিকৃত ভূসম্পত্তির নাম আর্ল্ডম।

তাহা বুঝিয়াছি যে, হতভাগ্য ছোঁড়া গাভীর পরিবর্তে বকনা চাহিবে? যা হবার হইয়াছে, এখন উঠিয়া আমাদের সহিত আগমন করুন। মূর্চ্ছা বা কান্নায় আমার নিকট কোন ফল হইবে না।

হেমিলিন। আমি এখান হইতে এক পা-ও নড়িব না।

হায়রাদ্দীন। যদি না নড়েন, তবে প্রাতে অপর কেহ আপনাকে দেখিবামাত্র উলঙ্গ করিয়া আপনাকে বৃক্ষগাত্রে রজ্জুবদ্ধ করিবে।

মারথন্ মধ্যস্থভাবে কহিল, "তোমার অনুগ্রহে আর উঁহার ভাগ্যে অতদূর লাঞ্ছনা ঘটিবে না। যাহা হউক, আমরা রমণী হইলেও ছুরিকা ধারণ করিতে পারি। (হেমিলিনের প্রতি) আপনি উঠিয়া আমাদের সঙ্গে আসুন; নতুবা মান-প্রাণ উভয়ই যাইবে।"

ইত্যবসরে ভীষণ রণকোলাহল, অস্ত্রশব্দ, আর্তনাদ ও জয়োল্লাসের মিশ্রিত শ্রবণভৈরব নিনাদে দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল।

হায়রাদ্দীন শুনিয়া বলিল, "আর বিলম্ব করিতেছেন কেন? ঐ শুনুন, কি ভীষণ গোল! আপনি সঙ্গে আসুন—প্রাণরক্ষা হইবে, একটি স্বামিলাভও হইবে।"

কাউণ্টেস্ মৃতকল্পার ন্যায় আর দ্বিরুক্তি না করিয়া কামিনীগণের সহিত যেন যন্ত্রচালিত পুত্তলিকাবৎ গমন করিতে লাগিলেন।

মারথন্ হায়রাদ্দীনকে কহিল, "আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম, তোমার এ কল্পনা নিতান্ত নির্ব্বোধের ন্যায়। যদি সেই যুবককে এই সঙ্গে আনিতে পারিতে তাহা হইলে আমাদের পক্ষে সকল প্রকারে মঙ্গল হইত; কিন্তু এমন এক সুন্দর যুবা পুরুষের সহিত নির্ব্বোধ বৃদ্ধার পরিণয় কিরূপে সম্ভব হয়?"

হায়রাদ্দীন। সে যে বিবাহের উপকার না বুঝিয়া কয়েক বৎসরের ছোট বড় জন্য এত গোলমাল করিবে, তাহা আমি আর বুঝিব কিরূপে? আর সেই লাজুক বালিকাকে এতদূর বাক্‌পটু করাও নিতান্ত কঠিন; আমিও ত সেই যুবকের সহিত এই বৃদ্ধার বিবাহ সম্পন্ন করিয়া তাহার প্রতি বিশেষ দয়ার কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম; কারণ, তাহা হইলে সে এই বৃদ্ধার তাবৎ সম্পত্তি লাভ করিয়া একেবারে ভাগ্যপরিবর্ত্তন করিতে পারিত। আর ইসাবেলের সহিত বিবাহসংঘটনে দেখ—উইলিয়ম, বর্গণ্ডী ও ফ্রান্স এই ত্র্যহস্পর্শ একযোগে তাহার শত্রু হইত—কারণ, ইহাদের তিন জনই তাঁহার পাণিপ্রার্থী; আর এই বৃদ্ধার অর্থ, অলঙ্কার বিস্তর আছে, আমারও কিছু প্রাপ্তির আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু "অগ্নভক্ত্যো ধনুর্গুণঃ" হইয়া গেল। যাক্, ইহাকেই আমরা উইলিয়মের নিকট সমর্পণ করিব—উইলিয়ম যখন একেবারে মদ্যপানে বিভোর হইয়া থাকিবে সেই সময়ে কাউণ্টেস্ বলিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলে তিনি নেশার ঘোরে—ছুঁড়ী কি বুড়ী অত প্রভেদ করিতে পারিবেন না। মরুভূমির সন্তানেরা এখনও জ্যোতিষ ও ইন্দ্রজালে সিদ্ধহস্ত।

বিংশ অধ্যায়

লুণ্ঠন

বিশপের অবরুদ্ধ দুর্গাভ্যন্তরস্থ সৈন্যদল আততায়িগণের বিরুদ্ধে কিয়ৎক্ষণ বিপুল সাহসের সহিত আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। অবশেষে দলে দলে বিপক্ষগণ আসিয়া দলপুষ্টি করিলে, তাহারা ক্রমে সাহসহীন ও অবসন্ন হইয়া পড়িল।

শত্রুদল দুর্গ অধিকার করিয়া দুর্গপ্রাঙ্গণে প্রবেশ পূর্ব্বক নরহত্যা ও লুণ্ঠনে ব্যাপৃত হইল। হত, আহত, মৃত ও মুমূর্ষু শবদেহে চারিদিক্ পূর্ণ ও রক্তস্রোতে রঞ্জিত হইয়া উঠিল; বিজেতৃগণ জয়োল্লাসে বিজিতগণের অনুসরণ করিতেছে। কেহ প্রাণভয়ে পলায়মান, কেহ প্রাসাদশিখর হইতে পরিখাজলে ঝম্ফ দিয়া পড়িতেছে, কেহ অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিতেছে—চারিদিকেই শোণিতপিপাসু মৃত্যুর ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি এক জন যেন ইচ্ছাপূর্ব্বক সাক্ষাৎ মৃত্যু আলিঙ্গনার্থ প্রকৃত ও দৃশ্যমান যন্ত্রণার জ্বলন্ত চিত্র অপেক্ষা অধিকতর যন্ত্রণাময় কাল্পনিক চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া উন্মত্তের ন্যায় এই আতঙ্ক ও বিভীষিকাময় স্থানে প্রবেশ করিতেছে। যাঁহারা কুইন্‌টিনের উদ্দেশ্য না জানিয়া সেই কালনিশিতে তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলিবেন, কুইনটিন্ উন্মত্ত বা বাতুল; আর যাঁহারা তাঁহার উদ্দেশ্য জানিয়াছেন, তাঁহারা বীরাগ্রণীগণের মধ্যে তাঁহার নাম ও স্থান নির্দ্দেশ করিবেন।

কুইন্‌টিন্ দেখিলেন, দুর্গের প্রবেশদ্বার জনতায় অবরুদ্ধ। চারিদিকে কেবল জনস্রোত; তিনি পরিখার জলে ঝাঁপ দিয়া সন্তরণ দ্বারা উহার সেতুদ্বারের সন্নিহিত হইয়া একটি শৃঙ্খল ধারণ করিয়া জল হইতে উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময় এক জন জর্ম্মাণ সৈনিক তাঁহার সমীপে আসিয়া তাঁহার গলদেশ লক্ষ্য করিয়া অসি উত্তোলন করিল।

কুইন্‌টিন উপস্থিত বুদ্ধিবলে তাহাকে আদেশব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন—"এ কি?—এই কি তোমার সহকারীতার পরিচয়? দাও, তোমার হস্ত প্রসারণ করিয়া দাও।"

সৈনিক যেন হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে পরিখার উপরিস্থ সেতুর উপর উঠাইয়া দিল। কুইনটিন্ তাহাকে আর চিন্তা করিবার অবসর প্রদান না করিয়া বলিলেন,—"দুর্গের পশ্চাদ্দিকস্থ প্রাসাদে বিপসের সঞ্চিত অর্থরাশি রহিয়াছে, যদি ধনবান্ হইতে ইচ্ছা হয়, অবিলম্বে সেই দিকে গমন কর।" এই বলিয়া তাহার গন্তব্য স্থানের বিপরীত দিকে তাহার গতি নির্দেশ করিলেন।

এই কথা শ্রবণমাত্র সকলে "পশ্চাদ্দিকে ধনরাশি —পশ্চাদ্দিকস্থ প্রাসাদে চল" উচ্চৈঃস্বরে বলিতে বলিতে পশ্চাদ্দিকস্থ প্রাসাদে অর্থাৎ কুইন্‌টিনের গন্তব্যস্থানের বিপরীত দিকে দলে দলে ধাবিত হইতে লাগিল। কুইনটিন অবসর বুঝিয়া নিরাপদে বিজেত্‌-দলভুক্তের ন্যায় খিড়কাদ্বার দিয়া পূর্ব্বোক্ত উদ্যানে প্রবেশ ও ক্ষিপ্রবেগে অতিক্রম করিয়া নানা কৌশলে বক্ষী ও আততায়িগণের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া কাউণ্টেসের পূর্ব্বোক্ত আবাসভবনের সম্মুখীন হইলেন; কিন্তু যাহা দেখিলেন, তাহাতে হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। দেখিলেন, প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত এবং দ্বারপথে ৩।৪টি মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি দুইটি শবদেহ সরাইয়া ফেলিয়া প্রবেশপথ সুগম করিলেন; অনন্তর তৃতীয় দেহটিকে মৃত জ্ঞান করিয়া উহার উপর পদক্ষেপ করিয়া প্রাসাদে প্রবেশার্থ যেমন পদ উত্তোলন করিলেন, অমনি সেই ব্যক্তি এক হস্তে তাঁহার পরিচ্ছদের একপ্রান্ত ধারণ করিয়া অনুনয়স্বরে বলিয়া উঠিল, "আমায় ধরিয়া উঠাইয়া দিন; আমি বর্ম্মভারে উঠিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছি, আমি নিজের মন্ত্রীসভার একজন সদস্য, আমার নাম 'প্যাভিলন।' আপনি যদি আমাদের পক্ষীয় হন, তবে আপনাকে প্রচুর অর্থশালী করিব—যদি অপর দলভুক্ত হন, তবে আপনাকে রক্ষা করিব; আমার রুদ্ধশ্বাসে মৃত্যু হইতে রক্ষা করুন।"

কুইন্‌টিন ভাবিলেন, ইহার দ্বারা আমার পলায়নের সুবিধা হইবে। এই ভাবিয়া তাঁহাকে ধরিয়া উঠাইয়া দিলেন। প্যাভিলন দণ্ডায়মান হইবামাত্র কুইন্‌টিনকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন,—"আপনি সেই তীরন্দাজ যুবক, চলুন। আমি আপনার বন্ধুভাবে আপনার সহিত যাইতেছি, আর আমার অনুচরদিগের মধ্যে কাহাকেও দেখিতে পাইলে আপনার বিশেষ সাহায্য করিতে পারিব। অদ্য অতি ভয়ঙ্কর রাত্রি তাহারা চারিদিকে ছত্রভঙ্গ হইয়া রহিয়াছে।"

কুইন্‌টিন সোপানে আরোহণপূর্ব্বক সোপান সংলগ্ন একটি দ্বিতল কক্ষে প্রবেশ করিয়া একটি অনুজ্জ্বল প্রদীপালোকে দেখিলেন—গৃহমধ্যস্থ দেরাজ, বাক্স, আলমারি প্রভৃতি ভগ্ন ও বিপর্য্যাবস্থায় পতিত হইয়া রহিয়াছে এবং গৃহদ্বারে একটি শবদেহ শায়িত। তিনি বুঝিলেন দ্বিতলস্থ কক্ষগুলি লুণ্ঠিত হইয়াছে। তিনি প্যাভিলনকে পশ্চাতে রাখিয়া উন্মত্তভাবে তিন চারিটি গৃহ অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে একটি শয়নকক্ষ দেখিয়া অনুমানে কাউণ্টেসের শয়নকক্ষ মনে করিয়া প্রথমে মৃদুস্বরে তৎপরে ক্রমশঃ উচ্চৈঃস্বরে ইসাবেলের নাম উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে বারংবার ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু গৃহমধ্যে নীরব নিরুত্তর। তিনি ক্ষোভে ও নিরাশায় সবলে ভূমিতলে পদাঘাতপূর্ব্বক স্বীয় কেশোৎপাটন ও কপালে করাঘাত করিতে লাগিলেন। অবশেষে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত ব্যবধানের অন্তরাল হইতে অস্ফুট ক্ষীণ দীপালোকের রেখামাত্র দৃষ্ট হইতেছে, তদ্দর্শনে তদভিমুখে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, পশ্চাতে একটি গুপ্তকক্ষ ও একটি গুপ্তদ্বার রহিয়াছে; তিনি সবলে দ্বার ভগ্ন করিলেন এবং গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পবিত্র ক্রুসের সম্মুখে একটি রমণী ভূতলে নিপতিতা রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ভূতল হইতে উঠাইলেন। অতি বিষাদে অতি হর্ষোদয় হইল—যাঁহার উদ্ধারার্থ তিনি সাক্ষাৎ শমনের সম্মুখীন হইয়া আপন জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছেন—ইনি তাঁহার সেই জীবনের জীবন—আশার কেন্দ্র—হৃদয়ের উৎসাহের স্থান—প্রণয়প্রতিমা

ইসাবেল। ইসাবেলকে বক্ষে চাপিয়া জাগরিত করিলেন এবং তাঁহাকে অভয় দান করিয়া আশ্বস্ত করিলেন

ইসাবেল প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন—"ডারওয়ার্ড! সত্য সত্যই কি তুমি আসিয়াছ? তবে আমার আশা আছে—আমি ভাবিয়াছিলাম সকলেই আমায় পরিত্যাগ করিয়াছে, তুমি আমায় ত্যাগ করিও না।

কুইন্‌টিন। যাহাই ঘটুক না—আপনাকে কখনই ত্যাগ করিব না। যত দিন না আপনার সুদিন আসিবে, তত দিন আপনার ভাগ্যের অংশভাগী হইয়া থাকিব।

একটি কর্ক্কশ ভগ্নকণ্ঠ রুদ্ধস্বরে পশ্চাৎ হইতে বলিয়া উঠিল—"এ যে এক প্রণয় ব্যাপার দেখিতেছি বালিকাকে দেখিয়া টুচেনের ন্যায় ইহার প্রতি আমার স্নেহোদয় হইতেছে।

কুইন্‌টিন বলিলেন—"প্যাভিলন মহাশয়! কেবলমাত্র স্নেহোদয়ে চলিবে না—আপনাকে আমাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আপনাদের মিত্র ফ্রান্সের সম্রাট ইহার ভার আমার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন; সুতরাং আপনি ইঁহাকে আশ্রয় প্রদান না করিলে সম্রাট অতিশয় রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইবেন। উইলিয়ম ডি-লা-মার্কের হস্ত হইতে ইঁহাদিগকে যেরূপে হউক রক্ষা করিতে হইবে।

প্যাভিলন। ইহা বড়ই শক্ত বিষয়; কারণ, হইয়া রমণী-হরণে অতিশয় লোলুপ। যাহা হউক, তথাপি আমি সাধ্যমত চেষ্টা করিব। বালিকার রক্ষণাবেক্ষণ অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনি গৃহদ্বার দৃঢ়রূপে অর্গলবদ্ধ করিয়া রাখুন. আমি জানালা দিয়া দেখি-যদি নিম্নে আমার সশস্ত্র অনুচরগণের সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইতে পারি। এই বলিয়া তিনি জানালা হইতে "লিজ! লিজ!" বলিয়া চীৎকার করতঃ সঙ্কেতসূচক বংশিধ্বনি করিতে লাগিলেন। বংশিরবে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সদলস্থ কয়েক জন সৈনিক তাঁহার জানালার নিম্নে সমবেত হইয়া প্রহরিস্বরূপ দণ্ডায়মান হইল।

এক্ষণে দুর্গাধিকার সমাপ্ত হইয়াছে। অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা, শোণিতপাত. লুণ্ঠন, শ্রবণভৈরব রণকোলাহল —আর্ত্তনাদ প্রভৃতি ভীষণতার চিত্র অন্তর্হিত প্রায়—এক্ষণে শান্তির প্রশান্ত মূর্ত্তি। ভীমরবে ঘণ্টাধ্বনি হইয়া নগরে জয়-ঘোষণা ও সামরিক সভাধিবেশনের বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইল। প্যাভিলনকে এই সভায় যোগদান করিতে হইবে, কিন্তু তিনি কুইন্‌টিন্ ও কাউণ্টেসের ব্যবস্থা না করিয়া যাইতে পারিলেন না। সুতরাং তাঁহার সহকারী পিটারকিন্ জেস্-লারকে তাঁহার নিকট ডাকিয়া পাঠাইলেন। পিটারকিন্ তাঁহার সকল বিষয়েই পরম বিশ্বাস-ভাজন; আহ্বান মাত্র সশস্ত্র সামরিকবেশে সজ্জিত এবং দীর্ঘ বর্শাহস্তে পিটারকিন্ তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্যাভিলন তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন—"প্রিয় পিটার! অদ্য বড়ই গৌরবের রজনী, বোধ হয় তুমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছ?"

পিটার। আপনার আনন্দেই আমার আনন্দ—তবে আপনি যে এই ঘটনাকে জয়োল্লাস বলিয়া উল্লেখ করিবেন, তাহা আমার ইচ্ছা নয়। যাহা হউক, আপনার এক্ষণে উইলিয়ম-ডি-লামার্কের নূতন সভায় গমন করা উচিত, কারণ, যদিও তিনি বিজয়লাভে এক্ষণে সর্ব্বেশ্বর হইয়াছেন, তথাপি "রাজা" কি "বিশপ" এই উভয়ের মধ্যে কোন্ উপাধি ধারণ করিবেন স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। সুতরাং এই সভা-মধ্যে প্রকাশ্যভাবে আপনারও স্বত্ব নির্দ্ধারণ করিয়া লওয়া উচিত। কসাই নিকেল এক সহরের উপকণ্ঠ-বাসিগণ সকলেই একযোগে উইলিয়মের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে।

প্যাভিলন। আমি আর এ দুর্গে থাকিব না; নগরে চলিয়া যাইব।

পিটার। হা অদৃষ্ট! দুর্গের সমস্ত সেতুপথ রুদ্ধ ও তোরণদ্বার তালা-বদ্ধ ও সশস্ত্র জার্ম্মাণ সৈন্যে সুর-ক্ষিত, কোথাও নির্গম-পথ নাই; বলপ্রয়োগে রক্ষিহস্তে নির্য্যাতন ও মৃত্যু!

প্যাভিলন। কি জন্য দুর্গদ্বার সকল রুদ্ধ হইয়াছে? আর যাহারা সৎ ও নির্লিপ্ত তাহাদিগকে অনর্থক এরূপে অবরোধে রাখিবারই উদ্দেশ্য কি?

পিটার। কি যে উদ্দেশ্য তাহা সবিশেষ বলিতে পারি না; তবে এইরূপ শুনিয়াছি যে, দুর্গ আক্রমণ কালে দুই জন কাউণ্টেস্ দুর্গ হইতে পলায়ন করিয়া-ছেন, এই কারণে তাহার উপর আবার অতিমাত্রায় সুরাপানে উইলিয়ম একেবারে ক্রোধে অন্ধপ্রায় হইয়াছেন।

প্যাভিলন শুনিয়া কুইন্‌টিনের দিকে হতাশব্যঞ্জক

দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। কুইন্‌টিন স্বীয় অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ববলে এক উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া প্যাভিলনকে উৎসাহিত করিয়া বলিলেন—, "প্যাভিলন মহাশয়! আপনি এক্ষণে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়াছেন দেখিয়া আমার নিতান্ত লজ্জাবোধ হইতেছে—আপনি সাহসের সহিত উইলিয়মের নিকট গমন করিয়া আপনার সহকারী অনুচর ও কন্যার দুর্গপরিত্যাগের আদেশ প্রার্থনা করুন। তিনি কোন ছলেই আপনাকে অবরোধ রাখিতে পারিবেন না।

প্যাভিলন। আমি ও আমার সহকারী—আমি স্বয়ং ও পিটার কিন্তু আমার অনুচর ও কন্যা কে?

কুইন্‌টিন। আমিই উপস্থিত আপনার অনুচর-স্থানীয়।

প্যাভিলন। আপনি? আপনি ত ফ্রান্স-রাজদূত!

কুইন্‌টিন। সত্য বটে, কিন্তু লিজের মাজিষ্ট্রেটের সহিত আমার দৌত্যকার্য্যের সম্বন্ধ, যদি আমি উইলিয়মের নিকট আমার ফান্সরাজের দৌত্যকার্য্যে নিয়োগের বিষয় উল্লেখ করি, তাহা হইলে তাঁহার সহিত আমাকে নানা বিষয় সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে হইবে; সেজন্য তিনি আমাকে এখানে অবস্থিতি করিতে বাধ্য করিবেন, সুতরাং আপনি আমাকে আপনার অনুচর ভাবে দুর্গ হইতে নিরাপদে বহিষ্কৃত করুন।

প্যাভিলন। বেশ, আপনার সম্বন্ধে অতি উত্তম প্রস্তাব; আপনি আমার কন্যার বিষয় উল্লেখ করিলেন —আমার কন্যা টুচেন ত নিজ ভবনেই রহিয়াছে।

কুইন্‌টিন। এই রমণীই আপনাকে পিতৃ-সম্বোধন করিবেন—আপনি ইঁহার ভয়ত্রাতা, সুতরাং আপনি এই স্থানে ইঁহার একরূপ পিতৃস্থানীয়।

ইসাবেল শুনিয়া প্যাভিলনের পদতলে নিপতিতা হইয়া বিনম্রনম বচনে কহিলেন—"আমার সমস্ত ভবিষ্যজীবনে আপনি আমার পিতৃস্থানীয় থাকিবেন—এমন একদিনও বৃথা অতিবাহিত হইবে না, যে দিন না আমি আপনাকে আপনার কন্যারূপে পিতৃভক্তি-পিতৃস্নেহ ও পিতৃসম্মান প্রদর্শন করিব—আপনি আমাকে এ উপস্থিত দুর্নিবার সঙ্কট হইতে উদ্ধার করুন—আপনি মনে করুন যেন আপনার স্বীয় ঔরসজাতা কন্যা আপনার নিকট প্রাণ ও মান ভিক্ষা চাহিতেছে—আমাকে উপেক্ষা করিবেন না।"

বৃদ্ধ প্যাভিলনের হৃদয় কারুণ্যরসে বিগলিত হইল —তিনি বলিলেন—"দেখ পিটার! এই বালিকার নেত্র দুটি ঠিক আমার ট্রুচেনের নেত্রের অনুরূপ আর, এই যুবক দেখিতে ঠিক আমার ভাবী জামাতার মত সুতরাং ইঁহাদের প্রণয়ে প্রশ্রয় দান করাই আমার উচিত।"

পিটার বলিল, "ইঁহাদের প্রণয়ে বাধা প্রদান করিলে উহা আমাদের পক্ষে নিতান্ত লজ্জাজনক ও পাপকার্য্য হইবে—"এই বলিয়া প্রৌঢ়বয়স্ক পিটার আপন নেত্র-গলিত অশ্রুধারা মার্জ্জনা করিল।

প্যাভিলন বলিলেন,—"নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই! এই কুমারী কৃষ্ণবর্ণ রেশমী পরিচ্ছদে আবৃত ও অবগুণ্ঠনবতী হইয়া আমার কন্যারূপে এস্থানে পরিচিতা হইবে—কিন্তু যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, এই ভীষণ হত্যাকাণ্ডের রাত্রে আমার কন্যা এ স্থানে কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছিল?"

পিটার বলিল,—"লিজের প্রায় অর্দ্ধেকাংশ রমণী কি জন্য আমাদের সহিত এখানে আসিয়াছিলেন? তাঁহাদের পক্ষে এ স্থানে আগমন কোনরূপে উচিত ছিল না। আমাদের ট্রুচেন না হয় কিঞ্চিৎ অধিক অগ্রসর হইয়াছেন, আর অধিক কি?"

কুইন্‌টিন পিটারের প্রশংসাচ্ছলে বলিয়া উঠিলেন—"সুন্দর যুক্তি, আপনি কেবলমাত্র সাহস অবলম্বন করিয়া এই ভদ্রলোকের (পিটারের) পরামর্শ গ্রহণ করুন; তাহা হইলে আপনার দ্বারা অতি মহৎকার্য্য সম্পাদিত হইবে। তবে সুন্দরি! আপনি একটি কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রে অবগুণ্ঠনবতী হইয়া প্রস্তুত হউন। প্যাভিলন মহাশয়! আপনি অগ্রসর হউন।"

প্যাভিলন। একটু অপেক্ষা করুন; আমি তত নিরাপদ জ্ঞান করিতেছি না; কারণ, যদি এই রমণী সেই কাউন্টেস্ হন, আর উইলিয়ম তাহা ঘূণাক্ষরে জানিতে পারেন, তাহা হইলে কি ভয়ঙ্কর পরিণাম হইবে।

ইসাবেল পুনরায় কাতরকণ্ঠে বৃদ্ধের চরণতলে জানু পাতিয়া কহিলেন,—"যদি আমি সেই হতভাগিনী হই, তাহা হইলে আপনি কি আমার এই দারুণ বিপদ-সময়ে আমাকে পরিত্যাগ

করিবেন? আমি যদি যথার্থই আপনার কন্যা হইতাম, তাহা হইলে কি আপনি আমায় পরিত্যাগ করিতেন?"

পিটারও সেই সঙ্গে বলিল,—"আপনি যখন এক বার অভয়দান করিয়াছেন, তখন আপনি ইহাকে রক্ষা করিতে বাধ্য।"

প্যাভিলন কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন,— "বেশ, বেশ, কাউণ্টেস্ হইলেও আমি রক্ষা করিব।"

কুইনটিন্ শুনিয়া বলিলেন,—"আপনার ত সৈন্যবল যথেষ্ট আছে, আপনি তবে দুর্গদ্বারস্থ প্রহরিগণের প্রতি বলপ্রয়োগে তাহাদিগকে দ্বারত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়া নির্গমপথ নিষ্কণ্টক করুন না কেন?"

প্যাভিলন ও পিটার উভয়েই বলিলেন—"প্রহরিগণের প্রতি অযথা বলপ্রয়োগ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। সাহসের সহিত সদলে উইলিয়মের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার নিকট অনুমতি গ্রহণ করাই প্রশস্ত উপায়।"

অনন্তর এইরূপ সিদ্ধান্ত হইলে, তাঁহারা সকলে প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া উইলিয়মের সভাকক্ষাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কুইন্টিন ইসাবেলের হস্তধারণ করিয়া যাইতে যাইতে তাঁহাকে অনুচ্চস্বরে আশ্বাসিত করিয়া বলিতে লাগিলেন—"আপনি সাহস অবলম্বন করুন, আপনার মানসিক দৃঢ়তার উপরেই সফলতা নির্ভর করিতেছে।"

ইসাবেল বলিলেন—"আমার নহে; আপনার সাহসই আমার অবলম্বন। অন্ধকার এই কালনিশিতে যদি রক্ষা পাই, তবে আমার রক্ষাকর্ত্তাকে ইহ-জীবনে ভুলিব না। কুইন্টিন! আমি একটি অনুগ্রহ প্রার্থনা করি, যদি আমাকে বন্দিনী হইতে হয়, তবে তাহার পূর্ব্বে তোমার ঐ তীক্ষ্ণ ছুরিকা আমার বক্ষে আমূল বিদ্ধ কর।"

কুইন্টিন কোন উত্তর না দিয়া আদরের ছলে স্বীয় অঙ্গুলি দ্বারা ইসাবেলের হস্ত ঈষৎ টিপিয়া দিলেন। ক্রমে সর্ব্বাগ্রে প্যাভিলন, পিটার তৎপশ্চাতে কুইন্টিন ও ইসাবেল তৎপরে প্যাভিলনের দ্বাদশজন শরীররক্ষক সভাকক্ষে প্রবেশ করিলেন। চারিদিকে অভ্যর্থনার উৎসব পড়িয়া গেল।

একবিংশ অধ্যায়

—*—

সুরাপায়িগণ

স্নলওয়াল্ট দুর্গে কুইন্টিন মধ্যাহ্নভোজন সমাপন করিবার পর তথায় এক অদ্ভুত ও ভয়াবহ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। নৃশংস ও সমরব্যবসায়ী সৈন্যদল কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত সমরাবসানে কিরূপ শোচনীয় দৃশ্য প্রদর্শিত হয়, তাহা এই দুর্গে বিশদভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। এমন কি, অনতিপূর্ব্বে যে স্থানে ধর্ম্মযাজকগণ প্রশান্ত ও শিষ্টাচার সংবলিতভাবে নির্দ্দোষ হাস্য-পরিহাসের সহিত একত্র উপবেশন করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি ও পিপাসা-শান্তি করিতেন, এক্ষণে সেই কক্ষ মদিরার প্রস্রবণ— সুরামত্তগণের জড়িতকণ্ঠে অশ্লীল অশ্রাব্য ও অকথ্য আলাপ, অশিষ্ট আচরণ— লাম্পট্যভাবপূর্ণ উচ্ছৃঙ্খলতার জ্বলন্ত চিত্র।

কক্ষের মধ্যস্থলে একটি বিস্তৃত টেবিল নানারূপ সুরাপাত্র ও ভক্ষ্যদ্রব্যে সজ্জিত। উইলিয়ম-ডি-লা-মার্ক ভূতপূর্ব্ব বিসপের সিংহাসনে উপবিষ্ট। তাঁহার মস্তকের কেশগুলি রুক্ষ ও শূকরের লোমের ন্যায় সরল ও সুদৃঢ়। ললাটদেশ সুপ্রশস্ত, গণ্ডদেশ আরক্ত, নাসিকা ঈগল পক্ষীর চঞ্চুর ন্যায় বক্র, চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বল তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন। মুখমণ্ডল সুদীর্ঘ শ্মশ্রুজালে আবৃত।

টেবিলের চারিপার্শ্বে তাঁহার প্রিয়পাত্র ও সৈনিকগণ সমাসীন; মাংসবিক্রেতা কসাই নিকেল ব্লকও রক্তাক্ত নগ্ন হস্তে কুঠার ধারণ করিয়া উইলিয়মের পার্শ্বে সগর্ব্বে উপবিষ্ট। সমবেত সকলেই সুরামত্ত ও জয়োল্লাসে উত্তেজিত এবং কক্ষটি যেন প্রেত-পিশাচের বিভীষিকাময় প্রেতভূমির চিত্র প্রদর্শন করিতেছে। কয়েকজন মাত্র উন্নত সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তি এই আমোদে বীতস্পৃহাবশতঃ অথচ উইলিয়মের বিরাগাশঙ্কায় নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত ও বিশুষ্ক-বদনে বসিয়া আছেন।

ভূতপূর্ব্ব বিসপের ধর্ম্মকার্য্যে ব্যবহৃত পাত্রগুলি অদ্যকার ভোজে নিয়োজিত হইয়াছে। উইলিয়মের প্রিয়পাত্র এক সাহসী সৈনিক টেবিলের উপর হইতে একটি রজতপাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন—"দুর্গ-লুণ্ঠনকালে আমি লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশভাগী হই নাই, এই পাত্র আমার সেই অভাব পূরণ করিবে"—

উইলিয়ম ও তাঁহার পারিপার্শ্বিকগণ শুনিয়া অট্টহাস করিলেন। তদ্দর্শনে আর এক জন নিম্নতন সৈনিক আর একটি পাত্র গ্রহণ করিবামাত্র উইলিয়ম ক্রোধে তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ করিলেন এবং তদ্দণ্ডে তাঁহার দেহ বর্শাফলক-বিদ্ধ হইয়া বাতায়নের নিকট লম্বমান রহিল।

প্যাভিলন আপন পদমর্য্যাদোচিত গাম্ভীর্য্য সহকারে কুইন্‌টিন, কাউণ্টেস্, পিটার ও কয়েকজন শরীররক্ষক সহ সভাকক্ষে প্রবেশ করিয়া সভাসদ্‌বর্গকে অভিবাদন করিলেন।

উইলিয়ম তাঁহাকে শ্লেষবাক্যে কহিলেন—"এত দিনের পর আমাদের ইষ্টসিদ্ধি হইল। এ কি! আপনি যে বুধের ন্যায় আবার একটি রূপসীকে লইয়া আসিয়াছেন। ঐ রূপসীটি কে? শীঘ্র উহার মুখখানির অবগুণ্ঠন মোচন করুন। অদ্য রাত্রে কোন সুন্দরী তাঁহার সৌন্দর্য্য আপনার বলিয়া অভুক্ত ফিরাইয়া লইয়া যাইতে পারিবে না।"

প্যাভিলন। আমরা কন্যা—দেবোদ্দেশে কোন মানসিক আছে বলিয়া অবগুণ্ঠন ধারণ করিয়াছেন।

উইলিয়ম। আমি এই দণ্ডেই মানসিক হইতে মুক্ত করিয়া দিতেছি। আমি এখন বিশপ—জানিবেন, এক জন জীবন্ত পুরোহিত তিনজন মৃত দেবতার সমান—আমি সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সকল বিষয়েই এক্ষণে সর্ব্বক্ষমতাপন্ন।

এই কথা শুনিবামাত্র সভাস্থ সকলেরই হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল; কারণ, সভাস্থ অধিকাংশ ব্যক্তি ইতর শ্রেণীস্থ ও নিরক্ষর হইলেও তাহারা অধার্ম্মিক নহে।

উইলিয়ম প্যাভিলনকে কহিলেন—"আপনি আমার নিকটে উপবেশন করুন—দেখুন, আমার আপন অভিষেক জন্য আমি একটি পদ খালি করিয়া ফেলিতেছি—কে আছ, শীঘ্র ভূতপূর্ব্ব বিশপকে এখানে লইয়া আইস।"

সভাস্থলে এক মহান্ কোলাহল উত্থিত হইল। প্যাভিলন ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশে আসন পরিগ্রহ না করিয়া পূর্ব্ববৎ দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার শরীররক্ষকগণ সারমেয়াক্রান্ত মেষের ন্যায় সভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। নিকটে উইলিয়মের গণিকা-পুত্র এক সুন্দর যুবক উপবেশন করিয়াছিল। উইলিয়ম সুরাপানে মত্ততা অথবা প্রণয়ে ঈর্ষ্যাবশতঃ স্বহস্তে সেই সুন্দরী গণিকাকে হত্যা করিয়াছিলেন, সেই জন্য তিনি এই যুবককে অতিশয় ভাল বাসিতেন। কুইন্‌টিন এই যুবকের সহিত স্বল্পকাল মাত্র কথোপকথনে তাহার চিত্তাকর্ষণ করিলেন এবং ভাবিলেন, এই যুবকের মধ্যস্থতায় তাঁহাদের সঙ্কল্প সিদ্ধি করিবেন।

ইত্যবসরে দুর্ব্বৃত্ত সৈনিকগণ পাশবিক বলে বিশপ-অফ্-লিজ লুই-অফ-বুর্ব্বোকে সভামধ্যে লইয়া আসিল। তাঁহার কেশদাম অসংযুক্ত ও অসম্বর বেশ। পাছে উপকারকের ঈদৃশী শোচনীয় অবস্থা ও পরিণাম দর্শনে ইসাবেল রমণীসুলভ-দুর্ব্বলতা বশতঃ শোক প্রকাশ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলেন, এই আশঙ্কায় কুইন্‌টিন তাঁহাকে আপন পশ্চাতে রাখিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

হতভাগ্য বিশপ বন্দীর ন্যায় সভাতলে আনীত হইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল গম্ভীর ও নির্ভীকভাবাপন্ন। তাঁহার এইরূপ আসন্ন কালেও তাঁহাকে হিমাদ্রিশিখরের ন্যায় গম্ভীর, অটল ও গর্ব্বোন্নত দেখিয়া উইলিয়ম কম্পিত হইলেন। বিশপের দিকে মুখোত্তোলন করিতে পারিলেন না। অবশেষে এক পাত্র পান করিয়া অমর্ষকর্কশস্বরে দাম্ভিক ভাবে বিশপকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন—"আমি আপনার সহিত বন্ধুত্ব সংস্থাপন করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম, আপনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন—এখন তাহার পরিবর্ত্তে আপনি কি করিতে ইচ্ছা করেন? নিকল! প্রস্তুত হও।"

নিকেল শোণিতপিপাসু খড়্গ উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান হইল। উইলিয়ম পুনর্ব্বার বিশপকে কহিলেন—"এক্ষণে আপনার প্রাণরক্ষার জন্য আপনি কিরূপ প্রস্তাব করিতে চাহেন?"

বিশপ পূর্ব্ববৎ অদম্য সাহসে ও অটল ভাবে বলিতে লাগিলেন—"উইলিয়ম এবং সদ্‌ব্যক্তি বলিয়া যদি এখানে কেহ থাক—তোমরা শ্রবণ কর! উইলিয়ম! তুমি জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের একটি পবিত্র নগর নরশোণিতে কলঙ্কিত করিয়াছ—পবিত্র ধর্ম্মালয়ে দস্যুর ন্যায় নিষ্কলঙ্ক শোণিতপাত ও লুণ্ঠনাদি পৈশাচিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সম্পূর্ণ অধার্ম্মিকতার পরিচয় দিয়াছ—এমন কি, আমার অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিয়াছ—তোমার এ পাপের লোকতঃ ধর্ম্মতঃ ইহলোকে পরলোকে প্রায়শ্চিত্ত নাই। তবে যদি তুমি এই অধর্ম্মলব্ধ সমৃদ্ধির মায়া পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরপরাধ বন্দিগণের

বন্দিত্বমোচান—লুণ্ঠিত দ্রব্যসমূহ প্রত্যর্পণ—অনাথা বিধবা ও শিশুগণের অশ্রুমোচন—সংসারত্যাগী যোগীর ন্যায় আশাদণ্ড ধারণ ও নগ্নপদে তীর্থ পর্য্যাটন পূর্ব্বক জীবনের অবশিষ্টাংশ যাপন করিতে পার, তাহা হইলে তোমার পাপভার লাঘব হইতে পারে।”

উইলিয়ম প্রথমতঃ বিশপের আধ্যাত্মিক উপদেশ-বাণী শ্রবণে বিস্মিত হইয়াছিলেন, ক্রমে সেই বিস্ময় ভাব ক্রোধে পরিণত হইল। তিনি আর ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ ঘাতক নিকলকে অঙ্গুলী সঙ্কেত করিলেন। তৎক্ষণাৎ বিশপের রক্তাক্ত ছিন্নমুণ্ড নীরবে ভূমিচুম্বন করিল।

এই নিদারুণ পাপাচারপূর্ণ মর্ম্মঘাতী দৃশ্যে সকলই “হায়! হায়!” শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে ক্রমে উন্মত্তবৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। উইলিয়মের আদেশানুসারে তাঁহার সৈনিকগণ একহস্তে তাহাদিগের গ্রীবাদেশ ধরণপূর্ব্বক অপর হস্তে অস্ত্র লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণে উদ্যত হইল। শান্তিময় দেবালয়ে কি ভীষণ দৃশ্য অভিনয়! এইরূপে ভয়প্রদর্শনে তাহারা ক্রমে শান্তভাব ধারণ করিল।

কুইন্‌টিনের অতুল সাহস, ক্ষিপ্রকারিতা দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা, সতর্কতা ও চতুরতাবলে পূর্ব্ব উচ্ছৃঙ্খলতার দৃশ্য এক অভিনব দৃশ্যান্তরে পরিণত হইল। কারণ, তিনি সৈনিকগণের অনুকরণে বামহস্তে কার্ল এবারসনের (উইলিয়মের পূর্ব্বোক্ত গণিকাপুত্র) কণ্ঠদেশ ধারণ পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে এক দীর্ঘ ছুরিকা লইয়া তাঁহার বক্ষোদেশ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—“যদি এইরূপই আপনাদের ক্রীড়া-কৌতুক হয়, তবে আমিও একটু ক্রীড়াতে যোগদান করি।”

উইলিয়ম তদ্দর্শনে বলিয়া উঠিলেন—“বাস্তবিক কৌতুক বটে! সৈন্যগণ! কৌতুক সংবরণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে উপবেশন কর। আর এই শবদেহটাকে এখান হইতে অচিরে স্থানান্তরিত কর—(বিশপের শবদেহে পদাঘাতপূর্ব্বক) এই শবদেহটাই বন্ধুবিচ্ছেদের মূল।”

উইলিয়মের কথায় সকলে শান্তভাবে আসন পরিগ্রহ করিলে কুইন্‌টিন সকলকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন—“উইলিয়ম-ডি-লা-মার্ক! সভাসদ ও নাগরিকগণ! তোমরা সকলেই শুন—এইরূপ দ্বিতীয় আর একটি কৌতুকের অভিনয় না হওয়া পর্য্যন্ত তোমাদের বিপদাশঙ্কা নাই। উইলিয়ম কুইন্‌টিনের বাক্য শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“যুবক! তুমি কে?”

কুইন্‌টিন সাহসের সহিত বলিলেন,—“আমি ফ্রান্সের সম্রাটের শরীররক্ষকদলের তীরন্দাজ; আমার ভাষা ও পরিচ্ছদ তাহার প্রমাণ—আমি আপনার কার্য্যাবলি দর্শন ও তাঁহার নিকট লিপিবদ্ধ করিবার জন্য এখানে উপস্থিত রহিয়াছি—আপনার কার্য্যপরম্পরা সমস্তই নিতান্ত ন্যায়বিগর্হিত ও বাতুলতার ন্যায়—দেখিবেন, ডিউক অফ বর্গণ্ডী শীঘ্রই সসৈন্যে আপনার বিরুদ্ধে অভিযান করিবেন—যদি আপনারা ফ্রান্স সম্রাটের সহায়তা প্রার্থনা করেন, তবে আপনারা ভিন্নবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক শীঘ্র লিজ নগরে প্রতিগমন করুন; যদি কেহ তাহাতে বাধা প্রদান করে, আমি তাহাকে আমার প্রভু ফ্রান্স সম্রাটের বিপক্ষরূপে পরিগণিত করিব।”

প্যাভিলনের অনুচরবর্গ সকলেই তাঁহার বাক্যে সাহস ও উত্তেজিত স্বরে—“ফ্রান্স! লিজ” বলিয়া মুক্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। নাগরিকগণও সেই চীৎকারে যোগদান করিয়া বলিতে লাগিলেন—“ফ্রান্স ও লিজ! তীরন্দাজ যুবক দীর্ঘজীবী হউন—আমরা তাঁহার সহিত বাঁচিব বা মরিব।”

উইলিয়মের নেত্রদ্বয় যেন জলন্ত অঙ্গারের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল; তিনি তৎক্ষণাৎ কোষ হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া কুইন্‌টিনের বক্ষে আঘাত করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন, কিন্তু চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার নিজ সৈন্যগণের মুখমণ্ডল ভাবান্তর ধারণ করিয়াছে; তাহাদের মধ্যে অনেকেই ফ্রান্সদেশীয় এবং ফ্রান্স সম্রাট গোপনে অর্থ ও সৈন্যদানে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছেন; বিশেষতঃ ফরাসী সৈন্যগণ বিশপের এইরূপ বিনা অপরাধে অপঘাত মৃত্যুতে অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছে—তাহার উপর ডিউক-অফ-বর্গণ্ডীর নামে তাহাদের মনে বিষম আশঙ্কার উদয় হইয়াছে। কারণ, তিনি এই দুরাচারিতার বিষয় শ্রবণ করিলে নিসন্দেহ উইলিয়মের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন—ফ্রান্সসম্রাটও ক্রোধান্ধ হইবেন। উইলিয়ম ভাবিলেন, হয় ত ফ্রান্স রাজদূতের (কুইন্‌টিনের) উপর নির্য্যাতন করিলে তাঁহার নিজ সৈন্যগণ তাঁহার অবাধ্য হইয়া তাঁহার আদেশ পালনে পরাঙ্মুখ হইবে—এইরূপ ভাবিয়া তিনি শান্তভাব ধারণ করিয়া

প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—"আমার নিজবাসিগণের উপর কোন অসৎ অভিপ্রায় নাই, তাহারা ইচ্ছা করিলে স্বাধীনভাবে নিজে প্রত্যাগমন করিতে পারে; তবে আমার ইচ্ছা, তাহারা আমাদের জয়োল্লাস বর্দ্ধন জন্য একরাত্রি আমার সহিত পান-ভোজন আমোদ-উৎসবে অতিবাহন করে। আমি লুণ্ঠিত দ্রব্যসমূহ বিভাগ করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি। আর আমার একান্ত বাসনা, এই স্কটিস যুবক অদ্য রাত্রি এই দুর্গে আমার সহিত আমোদ-আহ্লাদে যাপন করেন।"

কুইনটিন তদুত্তরে কহিলেন—"আমি প্যাভিলনের মতাবলম্বী হইতে সম্রাট্ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছি। আমি বারান্তরে আপনার ভবনে আপনার সহিত আমোদ-আহ্লাদে যোগদান করিব।"

প্যাভিলন শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"আপনি যদি আমার মতাবলম্বী হইতে চাহেন, তবে ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে আপনি দুর্গ হইতে প্রস্থান করুন"—(অনুচ্চস্বরে কহিলেন) আমার পার্শ্বচরগণ! তোমরাও প্রস্তুত থাক! আমরা যত শীঘ্র পারি, এই দস্যুগহ্বর হইতে বহির্গত হইব।"

উইলিয়ম সকলকেই ইচ্ছামত দুর্গ হইতে প্রস্থান করিতে অনুমতি প্রদান করিবামাত্র নিজের সম্ভ্রান্ত নাগরিকগণ ও কুইনটিন্ প্যাভিলন প্রভৃতি ব্যক্তিগণের সহিত প্রফুল্লভাবে দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

কুইন্টিন্ পথে ইসাবেলকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি এখন কেমন আছেন?"

ইসাবেল ক্ষিপ্রভাবে কহিলেন—"বেশ, বেশ, বেশ ভাল আছি, আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার জন্য মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব করিবেন না শীঘ্র চলুন" এই বলিয়া তিনি ক্লান্তিবশতঃ একহস্তে কুইন্টিনের গলদেশ ধারণ করিয়া যথাসাধ্য দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন। প্যাভিলন এবং পিটারও গমন করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহারা সকলে নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বহুচেষ্টায় একখানি তরণী সংগৃহীত হইল। তাঁহারা সকলে তরণীতে আরোহণ করিলেন। অনতিবিলম্বে তরণী বাহিত হইয়া প্যাভিলনের উদ্যানের পার্শ্বে আসিয়া সংলগ্ন হইল। সকলে অবতরণ করিয়া প্যাভিলনের ভবন-সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলে প্যাভিলন তাঁহার কন্যাকে দ্বার উন্মোচনার্থ আহ্বান করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে ট্রুচেন আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। সকলে ভবনে প্রবেশ করিলেন। প্যাভিলন কন্যার হস্তে অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিতা ইসাবেলের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন এবং সকলে বিশ্রামার্থ স্ব স্ব স্বতন্ত্র নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

—*—

পলায়ন

হর্ষ-ভয়-দুর্ভাবনা ও সন্দেহাকুলিত হইলেও কুইনটিন অতিরিক্ত শ্রান্তিবশতঃ পরদিবস পূর্ব্বাহ্নে বহুবিলম্বে শয্যাত্যাগ করিলেন। প্যাভিলন উৎকণ্ঠিতভাবে তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিয়া নানারূপ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে লাগিলেন।

কুইনটিন শয্যাত্যাগ করিবামাত্র বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া প্যাভিলনকে বলিলেন—"যদি ইসাবেলের শরীর সুস্থ থাকে, তবে আর অনর্থক এখানে কালহরণের আবশ্যক নাই, সত্বর আমরা বিদায় গ্রহণ করি।"

প্যাভিলন। যদিও তাঁহার মুখমণ্ডল নীরক্ত ও বিশুষ্ক, তথাপি তিনি নিতান্ত অধীরভাবে আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আপনারা এক্ষণে কোন্ পথে গমন করিবেন, তাহাই এক্ষণে তাঁহার আলোচ্য বিষয়। আর একটি বিশেষ কথা আপনাকে বলিবার আছে। আমার কন্যা ট্রুচেন ঐ যুবতীকে আপন ভগিনীর ন্যায় ভালবাসিয়াছে। উনি চলিয়া যাইবেন ভাবিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া আমাকে বলিয়াছে, যদি উনি নিতান্তই এখান হইতে প্রস্থান করেন, তবে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া গমন করুন। কারণ, নগরে সর্ব্বত্রই এইরূপ জনরব উঠিয়াছে যে, কাউণ্টেসদ্বয় তীর্থযাত্রীর বেশে এক জন স্কটিস তীরন্দাজ যুবকের সহিত পর্য্যটন করিতেছেন। আমরা দুর্গ হইতে প্রস্থান করিবার পর এক বোহিমিয়ান গত রাত্রে কাউণ্টেসদ্বয়কে এক জন স্কলম্যান্ট দুর্গে আনিয়াছে, সেই দুর্বৃত্ত উইলিয়ম-ডি-লা-মার্ককে বলিয়াছে, আপনি ফ্রান্স সম্রাটকর্ত্তৃক তাঁহার দৌত্যকার্য্যে এখানে প্রেরিত হন নাই। আপনি যুবতী কাউণ্টেসকে হরণ করিয়া তাঁহার জাররূপে তাঁহাকে লইয়া দূরদেশে পলায়ন করিতেছেন। অদ্য প্রভাতে

স্কটলণ্ডের দুর্গ হইতে এই সকল সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে ; উইলিয়ম এক্ষণে আমাদের নেতা, সুতরাং তাঁহার সহিত আমাদের সদ্ভাব রাখিয়া চলিতে হইবে।

কুইন্‌টিন কোনরূপ দ্বিরুক্তি না করিয়া কেবলমাত্র কহিলেন—"আপনার কন্যা বেশ উত্তম পরামর্শ দিয়াছেন ; আমরা এই দণ্ডেই ছদ্মবেশে বিদায় গ্রহণ করিব ; আশা করি, আপনি আমাদের পলায়ন সম্বন্ধীয় তাবৎ বিষয় গোপনে রাখিবেন।"

প্যাভিলন। "গত রাত্রে আপনি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন, সুতরাং আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ, আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন, বোধ হয়, আপনি যাত্রার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন ; আমার সহিত এই পথ দিয়া আগমন করুন।" এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে একটি গুপ্ত পথে লইয়া যাইয়া পাথেয়স্বরূপ দুইশত স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেন। তৎপরে তাঁহাকে কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন ; তথায় ইসাবেল মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-মহিলার ন্যায় ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া যাত্রার্থ নিতান্ত ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা করিতেছিলেন। ট্রুচেন ইসাবেলের বেশ বিন্যাস সম্পাদন করিয়া তাঁহাকে গন্তব্য পথ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন ; এক্ষণে কুইন্‌টিন্‌কে দর্শনমাত্র চুম্বনার্থ নিজহস্ত প্রসারণ করিলেন।

কুইন্‌টিন তাঁহার করচুম্বন করিলে, তিনি তাঁহাকে বলিলেন—"সিগনর কুইন্‌টিন! এইখানেই আমাদের বন্ধুত্বের অবসান, কারণ, আমার মনে এই আশঙ্কা, আমার পিতার মৃত্যুর পর হইতে আমার যেরূপ দুর্ভাগ্য ঘটিয়া আসিতেছে, পাছে সেই দুর্ভাগ্যের কিয়দংশ আমার বন্ধুগণের ভাগ্যে সংক্রমিত হয়। আপনিও ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আমার সহিত আগমন করুন, যে পর্য্যন্ত না আমার ন্যায় হতভাগিনীর সাহচর্য্যে আপনি বিরক্ত হন।"

কুইন্‌টিন। আপনার ন্যায় সহচরীর উপর বিরক্ত! পৃথিবীর অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আপনার ন্যায় সহচরীর সহিত ভ্রমণ করিতে প্রস্তুত আছি।

কাউণ্টেস্‌। বিসপ কি পলায়নে সমর্থ হইয়াছেন?

কুইন্‌টিন। তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

কাউণ্টেস্‌। তবে আমরা কি তাঁহার সহিত মিলিত হইতে পারি?

কুইন্‌টিন। তাঁহার সকল আশা-ভরসা এক্ষণে স্বর্গে—আপনি যেখানে যাইতে ইচ্ছা করিবেন, আমি আপনার বিশ্বস্ত সহচর ও রক্ষকরূপে আপনার সহগামী হইব।

কাউণ্টেস্‌। কোন মঠই আমার এক্ষণে উপযুক্ত আশ্রয়স্থান, কিন্তু সে স্থান কি আমার অনুসারকদিগের হস্ত হইতে নিরাপদ্‌? সে সকল বিষয় ভবিষ্যতে বিবেচ্য—এক্ষণে আপনি যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হউন।

কুইন্‌টিন বেশ পরিবর্ত্তনার্থ কক্ষান্তরে গমন করিলে ট্রুচেন জারট্রুবকে পথ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। তাহাতে জারট্রুব বলিয়া উঠিলেন—আমি আপনার পুরুষোচিত অনুসন্ধিৎসা দর্শনে চমৎকৃত হইয়াছি।"

কাউণ্টেস্‌ কহিলেন—"অভাব ও আবশ্যকই সাহস ও উদ্ভাবনী শক্তি উৎপাদন করিয়া থাকে। আমি পূর্ব্বে সামান্য একটু ক্ষতস্থান হইতে দুই এক বিন্দু রক্তপাত দেখিলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতাম ; এক্ষণে হত্যা-শোণিত-তরঙ্গ-দর্শনেও আমার হৃদয় বিচলিত হয় না। মনে করিও না, ইহা বড় সহজ কার্য্য। আমার এই ক্ষুদ্র দেহখানি যেন একটি দুর্গের ন্যায় কত অসংখ্য শত্রু কর্ত্তৃক লক্ষ্য ও আক্রান্ত হইতেছে ; আমার একমাত্র মানসিক বল-প্রসূত দৃঢ়-প্রতিজ্ঞাই আত্মরক্ষার উপায়। আমার অবস্থা যদি বর্ত্তমান অপেক্ষা আর স্বল্পমাত্র অধিক বিপজ্জনক হইত, কিংবা জানিতাম, আমাকে মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক ভীষণ দুর্ভাগ্যের বশবর্ত্তী হইতে হইবে, তাহা হইলে ভগ্নপ্রাণে হৃদয়ের দ্বার অর্গলমুক্ত করিয়া এতক্ষণে কত উত্তপ্ত অশ্রুবিন্দু মোচন করিতাম।"

ট্রুচেন তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিল—"না, না, তাহা করিবেন না, সাহস অবলম্বন করুন, মালা জপ করুন, ঈশ্বরের অনুকম্পায় আত্মসমর্পণ করুন। যদি ঈশ্বর কোন ধ্বংসোন্মুখ ব্যক্তির উদ্ধারসাধন জন্য একজন উদ্ধারকর্ত্তাকে প্রেরণ করিয়া থাকেন, তবে এই সাহসী যুবক অবশ্যই আপনার বিপদুদ্ধারের জন্য আপনার নিকট প্রেরিত হইয়াছেন।" ট্রুচেন সলজ্জভাবে বলিল—"আরও এক জন সহায় আছেন—যিনি আমার যত্নের পাত্র, আপনি আমার পিতাকে বলিবেন না আমি তাঁহাকে বলিয়াছি। হান স্লোভার আপনাদের জন্য

পূর্ব্বদিকের দ্বারে অপেক্ষা করিবেন ইসাবেল ট্রুচেনের করচুম্বন দ্বারা নীরবে ধন্যবাদ প্রকাশ করিলেন। ট্রুচেন তাঁহাকে সস্নেহালিঙ্গন করিয়া কহিলেন—"যদি দুই যুবতী ও তাহাদের অকৃত্রিম প্রণয়ভাজন দুই যুবক ছদ্মবেশ ও পলায়নে কৃতকার্য্য হইতে না পারে, তবে এই পৃথিবীই মিথ্যা।"

ইসাবেলের গণ্ডদেশ আরক্ত হইয়া উঠিল। ইত্যবসরে কুইনটিন একজন মধ্যবিত্ত জর্ম্মাণ ভদ্র যুবকের বেশে সজ্জিত হইয়া ইসাবেলের নিকট আগমন করিলেন। প্যাভিলন দুটি সবল অশ্ব সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়ে অশ্বারোহণ করিয়া যাত্রার্থ বহির্গত হইলে পিটার তাঁহাদিগের পথপ্রদর্শকরূপে পদব্রজে অগ্রসর হইলেন।

অনতিবিলম্বে তাঁহারা নগরের পূর্ব্বদিকের দ্বারে আসিয়া দ্বাররক্ষককে প্যাভিলন-প্রদত্ত নিদর্শনপত্র প্রদর্শন করাইয়া দ্বার অতিক্রম পূর্ব্বক নগরের সীমাবহির্ভূত স্থানে পদার্পণ করিবামাত্র হান গ্লোভার আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইল। হান গ্লোভার এক জন সুশ্রী জার্ম্মাণ যুবক ট্রুচেনের প্রণয়ভাজন ও ভাবী স্বামী। হান গ্লোভার ইসাবেলকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার গন্তব্য স্থান এখন কোথায়?"

ইসাবেল। ব্রাবাণ্টের সীমান্তবর্ত্তী নগরে।

কুইন্টিন। তবে কি ইহাই আপনার ভ্রমণের শেষ সীমা?

ইসাবেল। নিশ্চয়ই—আমার এ অবস্থায় আর অধিক দূর এ ভাবে ভ্রমণ করা নিরাপদ নহে—যদিও ভ্রমণের শেষ সীমা আমার পক্ষে কঠিন কারাগারে পরিণত হয়।

কুইন্‌টিন। কারাগার?

ইসাবেল। হাঁ বন্ধু! কারাগার! আমি সযত্ন থাকিব—যাহাতে আপনাকে আমার কারাবাসের অংশভাগী না হইতে হয়।

কুইনটিন। আমার বিষয় ভাবিবেন না বা বলিবেন না। আপনাকে নিরাপদ দেখিতে পাইলেই আমি আমার আত্মবিষয়ে কিছু গ্রাহ্য করি না।

ইসাবেল। আপনি আমার বন্ধু ও রক্ষাকর্ত্তা; কারণ, ঈশ্বর আমাদের উভয়ের মধ্যে এই সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন; সুতরাং আপনার নিকট প্রকাশ করিতে লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নহে। আমি স্বদেশে প্রতিগমন করিয়া ডিউক-অফ-বর্গণ্ডীর হস্তে আত্মসমর্পণ করিবার সংকল্প করিয়াছি।

কুইন্‌টিন শুনিয়া বলিলেন, "তবে আপনি কি চার্লেসের অযোগ্য প্রিয়পাত্র কাউণ্ট-অফ ক্যাম্পোবাসোর অঙ্কলক্ষ্মী হইতে চাহেন?" কুইন্‌টিন অব্যক্ত মানসিক যন্ত্রণা চাপিয়া রাখিয়া মৌখিক, নিস্পৃহ ও উদাসীনভাবে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। যেমন রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি মৌখিক দৃঢ়তার সহিত জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে—তাহার উপর কি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে?

ইসাবেল শুনিয়া সরলভাবে উপবেশন করিয়া বলিলেন, "বর্গণ্ডী আমার সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ বা আমার দেহকে কোন মঠে আবদ্ধ রাখিতে পারেন, কিন্তু আমার মনের উপর বলপ্রয়োগে ক্যাম্পোবাসোর সহিত পরিণয়-বদ্ধ করিতে পারিবেন না।"

কুইন্‌টিন। লুণ্ঠন ও কারাবাস! ইহা অপেক্ষা আর শোচনীয় কি হইতে পারে? স্বেচ্ছাক্রমে কি জঙ্গ আপন স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিতে উদ্যত হইয়াছেন?

ইসাবেল বিষাদের হাসি হাসিয়া কহিলেন, "স্বাধীনতা পুরুষের জন্য; স্ত্রী-জাতি সকল বিষয়েই পরাধীনা, কারণ, স্বভাবদত্ত পরাধীনতায় স্ত্রীজাতি আত্মরক্ষার জন্য পুরুষের অধীনা ও অনুগামিনী। আমি নিঃস্বার্থ রক্ষক কোথায় পাইব? আঃ ডারওয়ার্ড! আমি যদি তোমার ভগিনী হইতাম, তাহা হইলে তুমি কি আমার জন্য তোমার দেশের পার্ব্বত্য আবাসে একটু স্থান নির্দ্দেশ করিতে না? কিংবা কেহ আমার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া কিংবা আমার এই বহুমূল্য অলঙ্কারগুলির বিনিময়ে কেহ কি আমার রক্ষণাবেক্ষণভার গ্রহণ করিতে না? তাহা হইলে এইরূপ লজ্জিত ও উদ্বিগ্নভাবে আশ্রয়হীনা পরিব্রাজিকার ন্যায় ভ্রমণ অপেক্ষা আপন ভাগ্যসম্পদ ও বংশগৌরব বিস্মৃতিগর্ভে নিমজ্জন করিয়া হীনাবস্থায়ও শান্তিলাভ করিতে পারিতাম।"

কুইন্‌টিন শুনিয়া যুগপৎ হর্ষবিষাদে মর্ম্মাহত হইলেন। তাঁহার হৃদয় নানা দুঃখ চিন্তায় আন্দোলিত হইতে লাগিল। তিনি লজ্জা, ক্ষোভ, নিরাশা ও বিষাদে জর্জ্জরিত হইয়া আপন দুরবস্থা ও অসহায় অবস্থা স্মরণ করিয়া ভগ্নস্বরে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—"আমি এই বাহুমাত্র দানে আপনার

যতটুকু সাহায্য হয়, তাহাই করিতে সক্ষম। কারণ, স্কটলণ্ডে আমার আত্মীয়-স্বজন কেহ আছেন কি না, জানি না—শত্রুগণ গভীর নিশীথে আমাদের গৃহ অগ্নিদগ্ধ করিয়াছে—আমার সমগ্র পরিবারবর্গের উচ্ছেদসাধন করিয়াছে—আমি যদি স্কটলণ্ডে গমন করি, আমাকে একাকী ও অসহায় পাইয়া তাহারা আমাকেও আক্রমণ করিয়া আমার প্রতি যথেচ্ছাচার করিবে।"

ইসাবেল। আমি কৌতুকচ্ছলে স্কটলণ্ডের নামোল্লেখ করিয়াছিলাম; আমি দেখিলাম, তুমি স্কটলণ্ডের প্রতি পক্ষপাত বশতঃ আমাকে তথায় যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য পরামর্শ দাও কি না, কিন্তু তোমার সত্যবাদিতায় আমি অতিশয় আনন্দিত হইলাম। আমি ডিউক-অফ-বর্গণ্ডীর নিকট আত্মসমর্পণ ভিন্ন অন্যত্র আশ্রয়প্রার্থিনী হইব না—ইহাই আমার দৃঢ় সঙ্কল্প।

কুইন্‌টিন। বর্গণ্ডীর হস্তে আত্মসমর্পণ করিবার পরিবর্ত্তে আপনি আপনার দুর্ভেদ্য দুর্গে প্রত্যাগমন করিয়া আপন সম্পত্তি উপভোগ করুন না কেন? আপনার পিতার অধীন ও মিত্র সামন্তবর্গকে নিজ দলভুক্ত করিয়া বর্গণ্ডীর সহিত বরং সন্ধিস্থাপন করুন; তন্মধ্যে অনেক সাহসী বীরপুঙ্গব আপনার পক্ষে অস্ত্রধারণ করিবেন এবং আমি এক ব্যক্তির সম্বন্ধে বিশেষ জানি, তিনি দৃষ্টান্তস্বরূপ আপনার জন্য আত্মজীবন উৎসর্গ করিতে উৎসুক ও প্রস্তুত আছেন।

ইসাবেল। কুচক্রী লুই সে সমস্ত ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। বিশ্বাসঘাতক জ্যামেট মগ্রবিণ বর্গণ্ডীর নিকট সমস্ত প্রকাশ করিয়া দেওয়াতে তিনি আমার আত্মীয়বর্গকে বন্দী করিয়া আমার আবাসদুর্গ অবরোধ করিয়াছিলেন; সুতরাং এখন সে সকল চেষ্টায় আমার পক্ষীয়গণ বর্গণ্ডীর কোপানলে পতিত হইবেন; আমার জন্য আর নরহত্যা ও রক্তস্রোত দেখিতে ইচ্ছা করি না। আমি বর্গণ্ডীর হস্তে আত্মসমর্পণ করাই সর্ব্বাংশে সদ্যুক্তি স্থির করিয়াছি। আমার আত্মীয়া কাউণ্টেস্ হেমিলিন সর্ব্বপ্রথম আমাকে পলায়ন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। তিনি নিজে পলায়ন করিয়া ন্যায় ও সম্মানের কার্য্য করিয়াছেন—তুমি কি তাঁহার বিষয় কিছু অবগত আছ?

কুইন্‌টিন হেমিলিন সম্বন্ধে তাবৎ ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। তচ্ছ্রবণে ইসাবেল ক্ষুব্ধভাবে কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া বলিলেন, "তুমি তাঁহাকে একজন বিশ্বাসঘাতক বোহিমিয়ান ও পরিচারিকার হস্তে বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া আসিলে?"

কুইন্‌টিন। আমি তাঁহাকে তাঁহার নিজ নির্ব্বাচিত পরামর্শদাতার হস্তে অর্পণ করিয়া না আসিলে, আপনি এতক্ষণ উইলিয়ম-ডি-লা-মার্কের অর্দ্ধাঙ্গিনীরূপে তৎকর্ত্তৃক গৃহীতা হইতেন।

ইসাবেল। সে ঠিক বটে, আমি তোমার কার্য্যের নিতান্ত অন্যায় সমালোচনা করিয়াছি। পাপীয়সী মারথন জ্যাকেট ও হায়রাদ্দীনকে জ্যোতির্ব্বিদ্‌রূপে তাঁহার নিকট লইয়া গিয়াছিল। তাহারাই তাঁহার পরিণত বয়স সত্ত্বেও তাঁহার নিকট প্রণয়, বিবাহ, নায়ক, নায়িকা সম্বন্ধীয় নানা প্রসঙ্গ উত্থাপন ও জ্যোতিষের দোহাই দিয়া, তাহাদের নিজ মন্তব্য সমর্থন করিয়া, তাঁহাকে প্রলোভিতা করিয়া শেষে এই সর্ব্বনাশ ঘটাইল।

কুইন্‌টিন বলিলেন—"তাহারা লেডী হেমিলিনকে সম্ভবতঃ হত্যা বা তাহার প্রতি কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করিবে না। কারণ, তাহাতে তাহাদের লোভ নাই—তবে তাহারা অর্থের প্রয়াসী।" এই বলিয়া তিনি মগ্রবিণের পূর্ব্বোক্ত চক্রান্তের বিষয় বর্ণন করিলেন। ইসাবেল শুনিয়া চমকিত হইয়া কহিলেন, "এখন আমি দেখিতেছি, মারথন সর্ব্বদা আমার আত্মীয়ার সহিত আমার বিদ্বেষভাব উৎপাদনে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিত। আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, তিনি মারথনের প্রলোভনে আমার অজ্ঞাতসারে এরূপ নিষ্ঠুরভাবে আমাকে এই বিপদসঙ্কুল দুর্গে একাকিনী ফেলিয়া আপনি পলায়ন করিবেন।"

কুইন্‌টিন। লেডী হেমিলিনের বোধ হয় তত দোষ নাই—কারণ, সেই অন্ধকার রাত্রে পলায়নের উৎসাহে তিনি ছদ্মবেশী মারথনকে দেখিয়া হয় ত ভাবিয়াছিলেন, আপনিও তাঁহার সহগামিনী হইয়াছেন। আমিও মারথনের পরিচ্ছদ ও ব্যবহারে এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলাম—ভাবিয়াছিলাম, লেডী হেমেলিন ও আপনি; আপনার জন্য না হইলে সমগ্র বিশ্বরাজ্যের রাজত্বলাভেও আমি স্কনওয়াণ্ট ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইতাম না।

ইসাবেল মস্তক অবনত করিলেন, যেন কুইন্‌টিনের

বাক্যের শেষাংশটুকু শুনিয়াও শোনেন নাই। প্রণয়িনীগণের প্রকৃতিই এইরূপ—কখন অন্যমনস্ক-ভাব, কখন কৃত্রিম বিরক্তি বা উদাসীন ভাব, কখন কোন বিষয়ের পুনরুক্তি-শ্রবণ-ব্যপদেশে কথিত বিষয়ের অর্থবোধহীনতার ভাণ প্রভৃতি নানারূপ লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে; বস্তুতঃ এ সকল ভাবসমাবেশ হৃদয়-নিহিত প্রণয়ের আবরণস্বরূপ—বিশুদ্ধ ও অকৃত্রিম প্রণয় হৃদয়ক্ষেত্রে অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর ন্যায় নীরব ও ধীর-স্রোতে অদৃশ্যভাবে প্রবাহমান; উহাতে হিল্লোল-কল্লোল-তরঙ্গ-গর্জ্জন ও বীরাচার নাই; হৃদয়-গত নীরব উচ্ছ্বাসে আপন হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত হয়। অন্তরে অন্তরেই উৎপত্তি, অনুভূতি, বিকাশ, পোষণ ও প্রবাহ। এ প্রণয় রূপজমোহবিকারজনিত রূপ-তৃষ্ণা ও ইন্দ্রিয়ভোগলিপ্সা নহে—এ প্রণয় কুসুম-শোভার ন্যায় নির্ম্মল, দৃশ্যভাগো ও অন্তরে অনু-ভবনীয়।

তাঁহারা পরস্পরের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাসে স্ব স্ব অবস্থা ও বিপদ্‌সম্ভাবনা ভুলিয়া গিয়া স্বাধীনভাবে কথোপকথন করিতে করিতে হান গ্লোভার প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহারা এক্ষণে যেরূপ অবস্থায় পতিত, তাহাতে তাঁহাদের কৃত্রিম পার্থক্য সত্বর অন্তর্হিত হইয়া গেল; কারণ, ইসাবেল যদিও আভিজাত্য ও ঐশ্বর্য্যে কুইন্‌টিন অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ—(কুইন্‌টিনের কেবল অসি মাত্রই সর্ব্বস্ব ধন), তথাপি উপস্থিত ক্ষেত্রে তিনি এই স্কটিস যুবকের ন্যায় তুল্যভাবে হীনাবস্থ; তাঁহার মানসম্ভ্রম ও জীবন পর্য্যন্ত এক্ষণে কুইন্‌টিনের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সাহস ও তাঁহার প্রতি অনুরাগের উপর নির্ভর করিতেছে। তাঁহারা পরস্পর প্রেমালাপ করেন নাই; ইসাবেলের হৃদয় কুইন্‌টনের প্রতি বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়াছিল; সুতরাং কুইন্‌টিন প্রণয়-সম্ভাষণ করিলেও তিনি হয় ত অপরাধ গ্রহণ করিতেন না; কিন্তু প্রণয়িস্বভাবসুলভ ভীরুতা ও লজ্জাশীলতা অথবা হৃদয়ের মহানুভবতা গুণে ইসাবেলের এরূপ বিপন্ন ও অসহায় অবস্থায় প্রেমালাপের ঐরূপ সুযোগ সত্ত্বেও আপন স্বার্থপরতা ও কাউণ্টেসের প্রতি অসম্ভ্রম, অমর্য্যাদা ও অসৌজন্য প্রকাশ আশঙ্কায় তাঁহার জিহ্বাস্তম্ভন হইল। তাঁহারা যদিও মৌখিক ভাষাগত প্রেমালাপ করিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহাদের উভয়েরই হৃদয়ে অনিবার্য্য প্রেমসঞ্চার ও প্রণয়কল্পনার উদয় হইল এবং উভয়ে এইরূপ সম্বন্ধে সংবদ্ধ হইলেন, যে অবস্থায় পরস্পরের প্রতি প্রেমভাব ভাষায় ব্যক্ত না হইয়া স্ব স্ব হৃদয়ে অনুভূত ও আকার ইঙ্গিতে প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে এবং অব্যক্তভাবে পরস্পরের হৃদয়ের উপর অধিকার, আধিপত্য ও স্বাধীনতাস্বত্বেও নানারূপ সন্দেহ আশঙ্কায় আন্দোলিত হইয়াও কখন চাঞ্চল্য ও অযোগ্য প্রতিদানের মর্ম্মভেদী যাতনায় ও নিরানন্দে ভগ্ন ও গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।

প্রায় অপরাহ্নকালে তাঁহাদের পথপ্রদর্শক হান গ্লোভার ভীতিবিশুষ্ক-বদনে তাঁহাদিগকে বলিলেন—"ঐ দেখুন, উইলিয়ম-ডি-লা-মার্কের সশস্ত্র অশ্বারোহী সৈন্যদল আমাদের অনুসরণ করিতেছে; সৈন্যগণ জার্ম্মাণ দস্যু—ইহারা ভীষণাকার প্রদর্শন জন্য অনাবৃত বাহু ও মুখমণ্ডলে কালিমা লেপন করিয়া থাকে।"

কুইনটিন ও ইসাবেল দূর হইতে দেখিলেন, দস্যু-দলের অশ্বখুরোত্থিত ধূলিপটলে গগন যেন মেঘাচ্ছন্ন হইয়া সেই ধূলিমেঘ তাঁহাদেরই দিকে অগ্রসর হইতেছে। কুইনটিন তদ্দর্শনে ইসাবেলকে কহিলেন, "প্রিয়তমে ইসাবেল! আমার এই একমাত্র অসি ভিন্ন আর দ্বিতীয় অস্ত্র নাই। আর আমি আপনার জন্য পলাইতে পারিব না। সুতরাং আপনার সহিত পলাইব। উহারা আসিয়া উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে আমরা ঐ সম্মুখস্থ অরণ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে পলায়নের উপায় স্থির করিতে পারিব।"

ইসাবেল। "বন্ধুবর, তাই হউক" তৎপরে হান গ্লোভারকে কহিলেন—"আপনি অনর্থক আমার দুর্ভাগ্য ও বিপদের অংশভাগী হইবেন কেন? আপনি অন্য পথ দিয়া পলায়ন করুন।"

হান গ্লোভার তাঁহাদিগকে ফেলিয়া পলায়নে সম্মত হইল না। সুতরাং এক্ষণে তাঁহারা তিনজনে দ্রুতবেগে বনাভিমুখে অশ্বসঞ্চালন করিলেন। অনু-ধাবিত দস্যুগণও তাঁহাদিগকে দ্রুতবেগে পলাইতে দেখিয়া অধিকতর ক্ষিপ্রবেগে অনুসরণ করিতে লাগিল। তাঁহারা তিনজনে বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া কিয়দ্দূর অতিক্রম করিবামাত্র এক জন নাইটের পতাকানুবর্ত্তী সশস্ত্র সৈন্যদল সহসা বনমধ্য হইতে বাহির হইল। ইসাবেল পতাকা দর্শনে বলিয়া উঠিলেন—"এ যে কাউণ্ট-অফ-ক্রেভিসিয়ারের

পতাকা!—আমি ইঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিব।"

কুইন্‌টিন শুনিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন —কিন্তু আর উপায়ান্তর নাই। ইসাবেল ক্রেভি-সিয়ারের নিকট অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে বলিলেন— "আপনার ভূতপূর্ব্ব সহযোগী কাউণ্ট রেনল্ড-অফ-ক্রয়ের কন্যা ইসাবেল আপনার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া আপনার শরণার্থিনী হইতেছে।"

ক্রেভিসিয়ার শ্রবণমাত্র বলিলেন, "তুমি আমার আত্মীয়া, তুমি অবশ্যই তাহা পাইবে। এক্ষণে ঐ দস্যুদল অগ্রসর হইতেছে; উহাদের এতদূর স্পর্দ্ধা যে, ক্রেভিসিয়ারের পতাকার সম্মুখীন হয়! ইহাদিগকে অবশ্যই দমন করিতে হইবে। ডামিয়েন! আমার বর্শা দাও—তোমার বর্শা ধারণ কর!" এই বলিয়া তিনি দস্যুদলকে আক্রমণার্থ সদলে ধাবিত হইলেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

—*—

আত্মসমর্পণ

পাঁচ মিনিট কালমধ্যেই দস্যুদল পরাভূত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। ক্রেভিসিয়ার তাঁহার অশ্বের কেশরে রক্তাক্ত অসি মুছিয়া ও কোষবদ্ধ করিয়া বনপার্শ্বে ইসাবেলের নিকট আগমন করিলেন। তাঁহার অনুচরদলের কতকাংশ পরাভূত দস্যুগণের অনুধাবনে নিযুক্ত হইল এবং কতকাংশ তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতে লাগিল।

ক্রেভিসিয়ার ইসাবেলকে কহিলেন—"এরূপ ইতর ব্যক্তিগণের রক্তে অসি কলঙ্কিত হওয়া আমাদের পক্ষে নিতান্ত লজ্জার বিষয়। যাহা হউক, আমি যথাসময়ে উপস্থিত না হইলে তোমার সহচরগণ উহাদিগকে প্রতিরোধ করিতে পারিত না। উহাদের নিকট রাজকুমারী ও কৃষককুমারী সম্বন্ধে ভেদাভেদ নাই।"

ইসাবেল কোনরূপ ভূমিকার অবতারণা না করিয়া ক্রেভিসিয়ারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি জানিতে ইচ্ছা করি, আমি কি এক্ষণে আপনার নিকট বন্দিনী এবং আপনি আমায় কোথায় লইয়া যাইবেন?"

ক্রেভিসিয়ার। অবোধ বালিকা! আমার স্বেচ্ছাধীন হইলে আমি সে কথার উত্তর দিতে পারিতাম, কিন্তু তুমি আর তোমার নেই পরিণয়াকাঙ্ক্ষিণী পিতৃ-স্বসা উভয়ে সম্প্রতি স্বাধীনভাবে এরূপ পক্ষ বিস্তার করিয়াছ যে, আমার বোধ হয়, শীঘ্রই তোমাদিগকে পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী হইতে হইবে। আমি তোমাকে 'পেরোণে' ডিউক-অফ-বর্গণ্ডীর নিকট আপাততঃ লইয়া গেলে আমার কার্য্য সমাধা হইবে।

ইসাবেল। আমার বন্দিনী করিবার পূর্ব্বে আমার এই পথপ্রদর্শক বন্ধুকে (হান য়োভার) নির্ব্বিঘ্নে স্বগৃহে যাইবার স্বাধীনতা প্রদান করুন।

ক্রেভিসিয়ার। বেশ, আমার ভাগিনেয় ষ্টিফেন উহাকে নির্ব্বিঘ্নে উহার দেশের সামান্তে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবে।

ইসাবেল। (হান য়োভারের হস্তে একছড়া মুক্তার মালা দিয়া) এই মুক্তার মালা ট্রু চেনকে আমার স্মরণচিহ্নস্বরূপ গলদেশে ধারণ করিতে দিবেন।

ক্রেভিসিয়ার। বেশ স্মরণচিহ্ন! আর কিছু অনু-রোধ আছে? এইবার আমরা অগ্রসর হইব।

ইসাবেল। (কুইন্‌টিনকে দেখাইয়া) আপনি এই ভদ্র যুবকের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন।

ক্রেভিসিয়ার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কুইন্‌টিনের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া অসন্তুষ্টভাবে ব্যঙ্গস্বরে কহিলেন, "হাঁ, এ দেখিতেছি আর এক প্রকার! এ যুবক তোমার এমন কি কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে, যে জন্য তোমার এত অনুগ্রহভাজন হইয়া উঠিয়াছে?"

ইসাবেল লজ্জা ও ক্রোধমিশ্রিতস্বরে আরক্ত গণ্ডে কহিলেন, "উনি আমার জীবন, মান ও সম্ভ্রম রক্ষা করিয়াছেন।"

কুইনটিনেরও হৃদয়ে অবমাননা, ক্রোধ ও ঘৃণার সঞ্চার হইল এবং তাঁহারও মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু তিনি দেশ-কাল-পাত্র-বিবেচনায় সে ভাব হৃদয়েই সংবরণ করিলেন।

ক্রেভিসিয়ার ইসাবেলের প্রত্যুত্তর শ্রবণে অব-জ্ঞার সহিত বলিলেন, "জীবন ও সম্ভ্রম রক্ষা! তোমার জীবন ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য এই যুবকের নিকট বাধ্যতা স্বীকার করা উচিত হয় নাই, সে কথা এখন যাক্, এই যুবক এখন আমাদের সঙ্গেই থাকুক। উহার অন্য কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিব তোমার জীবন ও সম্ভ্রম রক্ষার ভার ভবিষ্যতে আমার হস্তেই থাকিবে।

কুইন্‌টিন আর নীরবে থাকিতে না পারিয়া ক্রেভিসিয়ারকে সম্বোধন করতঃ কহিলেন, "পাছে আপনি একজন অপরিচিতের প্রতি অধিকতর অবজ্ঞা ও অমর্য্যাদা-সূচক মন্তব্য প্রকাশ করেন, এই জন্য আমি অযাচিতভাবে আপনাকে নিবেদন করিতেছি, আমি ফরাসী সম্রাটের শরীররক্ষক তীরন্দাজ; কেবল সদ্বংশজাত স্কটিস ভদ্রব্যক্তিগণই এই পদের যোগ্য।"

ক্রেভিসিয়ার শুনিয়া অবজ্ঞা-সূচক হাস্য করিয়া বিদ্রূপস্বরে কহিলেন, "এস, এস তীরন্দাজ! তোমার কর চুম্বন করি—এই সংবাদের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ—এখন আমার সহিত এই দলের পুরোবর্ত্তী হইয়া অগ্রসর হও।"

কুইন্‌টিন কাউণ্টের আদেশে পুরোবর্ত্তী হইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। যদিও এক্ষণে তাঁহার গতিনির্দ্দেশে কাউণ্টের ক্ষমতা ছিল বটে, কিন্তু অধিকার ছিল না। কুইন্‌টিন দেখিলেন, ইসাবেলও সভয়ে ও উদ্বিগ্নভাবে তাঁহার দিকে করুণ দৃষ্টিপাতসহ তাঁহার অনুসরণ করিতেছেন। তদ্দর্শনে তাঁহার নেত্রযুগল অশ্রু-জলে পূর্ণ হইল। তিনি ভাবিলেন, ক্রেভিসিয়ারের নিকট তাঁহাকে বীরের ন্যায় অটল থাকিতে হইবে; কারণ, বিষাদপূর্ণ পবিত্র প্রণয়-আখ্যানে তাঁহার অবিচলিত কঠিন ও কর্কশ হৃদয়ে সহানুভূতি বা করুণরসের পরিবর্ত্তে বিদ্রূপ ও হাস্যরসের উদ্ভব হইবে মাত্র। এই ভাবিয়া তিনি গম্ভীরভাবে ক্রেভিসিয়ারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার সহিত আমার পরিচয় ও কথোপকথনের পূর্ব্বে আমি জানিতে ইচ্ছা করি, আমি এক্ষণে স্বাধীন কিংবা আপনার নিকট বন্দী?"

কাউণ্ট। এ যে বড় সমস্যা-সূচক প্রশ্ন—তবে উপস্থিত অনেকটা বন্দীর ন্যায় বটে। তবে যদি তুমি যথার্থই সদ্‌ভাবে আমার এই আত্মীয়ার উপকার করিয়া থাক, আর আমার প্রশ্নের সরলভাবে উত্তর দাও, তাহা হইলে তোমার পক্ষে মঙ্গল হইতে পারে।"

কুইন্‌টিন। এই সকল বিষয়ে কাউন্টেসের মতামতের উপর আমার নির্ভর; আর আপনি যে প্রশ্ন করিবেন, তাহার উত্তর সম্বন্ধে আপনিই বিচার করিবেন।

কাউণ্ট। বড়ই ঔদ্ধত্যের পরিচয়! আচ্ছা বেশ! তুমি কতদিন ইসাবেলের সঙ্গ লইয়াছ? বোধ হয় এ প্রশ্নের উত্তরদানে তোমার মান-মর্য্যাদার খর্ব্বতা বিবেচনা করিবে না?

কুইন্‌টিন। এরূপ অবমানসূচক প্রশ্নের উত্তর দানে নিরুত্তর থাকিলে পাছে যাঁহার প্রতি আমরা উভয়েই ন্যায়ব্যবহার করিতে বাধ্য, তাঁহার সহিত অযথা কোনরূপ মন্তব্য উচ্চারিত হয়,—এইজন্য উত্তরে নিবেদন করিতেছি—জার্ম্মাণীতে যাইবার জন্য তাঁহার ফ্রান্স ত্যাগ কালাবধি আমি তাঁহার রক্ষকরূপে তাঁহার সমভিব্যাহারে অবস্থিতি করিতেছি।

কাউণ্ট। বল, প্লেসিস দুর্গ হইতে পলায়ন কালে, তুমি একজন তীরন্দাজ নিশ্চয়ই সম্রাটের আদেশে ইঁহার সঙ্গী হইয়াছিলে?"

কুইন্‌টিন ভাবিলেন,—ফরাসী সম্রাটের সহিত আমার বিশেষ বাধ্য-বাধকতা নাই, কারণ, সম্রাট জানিতেন, ইসাবেল পথে ডি-লা-মার্ক কর্ত্তৃক আক্রান্তা হইবেন এবং তাঁহার উদ্ধারসাধন চেষ্টায় আমিও উইলিয়মের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইব—তথাপি কুইন্‌টিন সম্রাটের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতে অনিচ্ছুক হইয়া কহিলেন, "আমি আমার প্রভুর আদেশ পালন করিয়াছি মাত্র; আদেশের গুরুত্ব বা ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে অনধিকারচর্চ্চা ভাবিয়া কোন বিষয়ে অনুসন্ধান করি নাই।"

ক্রেভিসিয়ার। তবে সম্রাট যখন তাঁহার তীরন্দাজের সহিত কাউণ্টেসদ্বয়কে স্বয়ং প্রেরণ করিয়াছেন, তখন আর তখন তিনি কাউণ্টেসদ্বয়ের পলায়ন সম্বন্ধে আপনাকে অনভিজ্ঞ বলিতে পারিবেন না: কোথায় তোমাদের গন্তব্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল?

কুইন্‌টিন। "লিজে"—লিজের ভূতপূর্ব্ব বিশপের আশ্রয়াধীনে।

ক্রেভিসিয়ার। ভূতপূর্ব্ব বিশপ! লুই-অফ-বুঁর্বো কি মৃত? কই তাঁহার কোনরূপ পীড়ার সংবাদ ত আমাদের কর্ণগোচর হয় নাই—কিসে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে?

কুইন্‌টিন্ আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন। ক্রেভিসিয়ার শুনিয়া মর্ম্মাহত হইয়া সক্ষোভে বলিতে লাগিলেন,—"এ সংবাদ আমার মস্তকে যেন বজ্রাঘাতের ন্যায় পতিত হইল—লিজে বিদ্রোহ! স্কনওয়াল্ট দুর্গ অধিকৃত! বিশপ নিহত! যুবক! তুমি

নিশ্চেষ্ট রহিলে কেন? সম্মুখে বিশপের হত্যা!—এ পাপদৃশ্য তুমি স্বচক্ষে দেখিয়াও কেন প্রতীকারে যত্নবান্ হইলে না?

কুইন্‌টিন। তাহারা শত সহস্র, আমি একাকী; বিশেষতঃ কাউণ্টেসের উদ্ধারসাধনে ব্যস্ত, তথাপি আমি অধিকতর পাশবাচরণ নিবারণ করিয়াছিলাম, নতুবা অজস্র নির্দোষ শোণিতপ্রবাহে স্লন্‌ওয়াণ্ট কলঙ্কিত হইত।

ক্রেভিসিয়ার ক্ষিপ্রভাবে দুইবাহু মুষ্টিবদ্ধ করিয়া সবলে স্বীয় বক্ষে আঘাতপূর্ব্বক কহিলেন—"যুবক! তোমার কথায় আমার বিশ্বাস হইতেছে। পাষণ্ড নির্ম্মম কৃতঘ্ন রাক্ষস তাহার উপকারকের শোণিতপাত করিল, ওঃ অসহ্য! আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি সেই হত্যাকারীদিগকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিব,—তাহাদিগের শোণিততরঙ্গে হত বিশপের প্রেতাত্মার তুষ্টিসাধন করিব, তাহাদের জলন্ত ভবনের পাদদেশ বিধৌত করিয়া শোণিততরঙ্গ প্রবাহিত হইবে। লিজবাসিগণ ধনমদে এতদূর গর্ব্বিত ও উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছে।"

এইরূপ আক্ষেপ করিয়া ক্রেভিসিয়ার কুইন্‌টিনকে বিশপের হত্যাসম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। কুইন্‌টিনের উত্তরে তাঁহার রোষাবেগ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তৎপরে তিনি লেডী হেমিলিনের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

কুইন্‌টিন নিতান্ত অবজ্ঞার সহিত বলিলেন,—"আমার বিবেচনায় কাউণ্টেস ইসাবেল তাহার আত্মীয়ার বিচ্ছেদে কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না; কারণ, তাঁহার আত্মীয়ার ন্যায় অদ্ভুত প্রকৃতির নির্ব্বোধ রমণী আমার নয়নগোচর হয় নাই; আর আমি নিশ্চয় বলিতেছি, এই ঔপন্যাসিক প্রকৃতির প্রৌঢ়া পরিণয়-পাগলিনী প্রেমার্থিনী প্রমদা প্রমাদপ্রযুক্ত তাঁহার লজ্জাশীলা ও সুশৃঙ্খলসম্পন্না ভাতুষ্পুত্রী এই যুবতীকে বর্গণ্ডী হইতে ফ্রান্সে পলায়নে প্রলুব্ধ করিয়াছিলেন।"

উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিকের মুখে এ কিরূপ মন্তব্য প্রকাশ! কাউণ্টেস ইসাবেল জ্ঞান ও সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়া, সুতরাং তাঁহাকে লজ্জাশীলা ও সুশৃঙ্খলাসম্পন্না যুবতী এই মাত্র বিশেষণে ভূষিতা করিয়া কুইন্‌টিন যে তাঁহার প্রতি অবিচার করিয়াছেন, কাউণ্টকে ইহা বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব; অধিকন্তু তাহাতে তাঁহার হাস্যাস্পদ হইবার সম্ভাবনা। কারণ, এই উভয় বিশেষণ কোন শ্রমজীবী কৃষকের আলপ-বিদগ্ধ-বেদনা ও গাভী-সেবা-নিরতা কন্যার প্রতি নিযুক্ত হইলেই উহাদের উপযুক্ত প্রয়োগ ব্যবস্থা হইত। দ্বিতীয়তঃ কাউন্টেস ইসাবেল যে তাঁহার নির্ব্বোধ ও ঔপন্যাসিক প্রকৃতি পিতৃষসার তত্ত্বাবধানে ও পরিচালনাধীনে রহিয়াছিলেন, এরূপ অনুমানও তাঁহার পক্ষে অপবাদস্বরূপ। কুইন্‌টিন কাউণ্টের সরল অথচ কর্কশভাবাপন্ন মুখশ্রী দর্শনে এবং পাছে কাউণ্ট তাঁহার ঈদৃশ মনোভাব দর্শনে ঘৃণা প্রদর্শন করেন, কেবল এই আশঙ্কায় ভীত হইলেন; বস্তুতঃ কাউণ্টের অস্ত্রবলে ভীত নহেন— সে স্থলে তিনি হয় ত তাঁহাকে রণ-নিমন্ত্রণ করিতেন, কিন্তু উপহাস্যাস্পদ হইবার আশঙ্কা তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল! এই উপহাসরূপ অস্ত্রই উৎসাহশীল ব্যক্তির হৃদয় হইতে ধৃষ্টতা অন্তর্হিত করিয়া থাকে এবং এই উপহাস-আশঙ্কায় কখন বা হৃদয়নিহিত মহদ্‌ভাবের ও মহৎ কার্য্যের পরিস্ফুরণ নিবারিত হয়।

কাউণ্টের নিকট ঘৃণাস্পদ হইবার আশঙ্কায় কুইন-টিন অতিকষ্টে হেমিলিন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রদান করিয়া তাঁহার পলায়ন-বিবরণ বর্ণন করিলেন; কারণ, সবিস্তারে বর্ণন করিলে পাছে ইসাবেলের নিকট আত্মীয়াকে বিদ্রূপাস্পদ হইতে হয় এবং তাঁহার অসংলগ্ন আশার কেন্দ্রস্বরূপ তাঁহাকেও এই বিদ্রূপের অংশভাগী হইতে হয়। কুইন্‌টিন অবশেষে কহিলেন—"এইরূপ জনশ্রুতি যে, কাউণ্টেস হেমিলিন উইলিয়ম-ডি-লা-মার্কের হস্তে নিপতিত হইয়াছেন।"

ক্রেভিসিয়ার শুনিয়া কহিলেন—"উইলিয়ম হেমিলিনের অর্থলাভের প্রত্যাশায় হয় ত তাঁহাকে বিবাহ করিবে এবং অর্থগুলি সংগৃহীত হইবামাত্র তাঁহাকে হত্যা করিবে"—এই বলিয়া তিনি কিয়ৎকাল কুইন্‌টিন্‌কে রমণীদ্বয়ের ভ্রমণ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিয়া অবশেষে কহিলেন,—"দেখ, আমি সমস্তই বুঝিয়াছি—তুমি এতদিন স্বপ্নরাজ্যে সুখে পরিভ্রমণ করিয়াছ—অনেক সুখের আশা ও কল্পনা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছ, কিন্তু এখন সে সকল ভুলিয়া যাও। স্মরণ রাখিও, ইসাবেল কাউণ্টেস-অথ-ক্রয় সামান্যা পরিব্রাজিকা কামিনী নহে; আর তুমি তাঁহার যে উপকার করিয়াছ, তাহা তাঁহার বন্ধুগণ অন্ততঃ আমি

একজনের সম্বন্ধে নিশ্চয় বলিতে পারি, তিনি স্মরণ রাখিবেন; আর তুমি আপন মনে যে পুরস্কারের আশা পোষণ করিতেছ, সে পুরস্কারের আশাও বিস্মৃত হও।"

কুইন্‌টিন শুনিয়া ক্রোধ, লজ্জা ও অবমাননায় প্রজ্জলিত হইয়া রুদ্ধস্বরে কহিলেন—"যখন আপনার নিকট উপদেশের আবশ্যক হইবে, তখন প্রার্থনা করিব—যখন আপনাকে সাহায্য করিতে বলিব, তখন আপনি প্রদান বা অস্বীকার করিতে পারেন—যখন আমার সম্বন্ধে আপনার মন্তব্য মূল্যবান্ জ্ঞান করিব, তখন ইহা প্রকাশ করিতে অধিক বিলম্ব হইবে না।" •

ক্রেভিসিয়ার। আমি দেখিতেছি, আমায় তোমাকে রণাহ্বান করিতে হইবে।

কুইন্‌টিন। আপনি মনে করিতেছেন, ইহা আমার পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু আমি যখন ডিউক-অফ অর্লিয়ান্সের সহিত দ্বন্দযুদ্ধে তাঁহার বক্ষে বর্শাঘাত করিয়াছিলাম, তাঁহার বক্ষঃ হইতে ক্রেভিসিয়ার অপেক্ষা মহত্তর রক্তপাত হইয়াছিল। যখন আমি ডুনয়ের সহিত অসিযুদ্ধ করিয়াছিলাম, তখন আমি অধিকতর উন্নত বীর যোদ্ধার সম্মুখীন হইয়াছিলাম।

ক্রেভিসিয়ার পরিহাসসূচক হাস্য করিয়া কহিলেন—"ঈশ্বর তোমার মনোভাব পরিপুষ্ট করুন, যদি তোমার কথা সত্য হইত, তাহা হইলে তোমার ভাগ্যপরিবর্তন হইয়া যাইত; আমি যদি ঈশ্বর তোমার ন্যায় অজাতশ্মশ্রু বালককে এরূপ সঙ্কটময় কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন, তাহা হইলে তুমি অহঙ্কারে উন্মত্তবৎ বা বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়া যাইতে। তুমি আমার ক্রোধোৎপাদন করিতে পারিবে না। তুমি আমার হাস্যোৎপাদন করিতে পার বটে, আর দেখ, যদিও ঘটনাক্রমে তুমি রাজকুমার বা তত্তুল্য ব্যক্তির সহিত অস্ত্র-বিনিময় কাউণ্টেসের সাহায্যে করিয়া থাকে, কিন্তু সে কারণে তুমি কোনরূপে তাহাদের সমতুল্য বা সমকক্ষ নও, তবে তুমি আপন মনে সুখের স্মৃতি বা কল্পনা অনুভব করিতে পার। আর আমি যদি তোমার বন্ধুরূপে তোমার স্কন্ধদেশে মধ্যে মধ্যে হস্তার্পণ করিয়া তোমার বিবেকবুদ্ধি জাগরিত করিয়া দি, তাহাতে তুমি ক্রুদ্ধ হইও না।"

কুইন্‌টিন। আমার বংশমর্য্যাদা—

ক্রেভিসিয়ার। আমি সে সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করি নাই; তবে সৌভাগ্য, সম্পত্তি, উচ্চপদ প্রভৃতি দ্বারাই মানবজীবনের পার্থক্য নির্দ্ধারিত হয়। আর যদি জন্ম ও বংশ-মর্য্যাদা সম্বন্ধে বল, সকল মনুষ্যই 'আদম ও ইভের' সন্তান।" এই বলিয়া তিনি কুইন্‌টিনের নিকট হইতে প্রস্থান করিয়া ইসাবেলের নিকট গমন করতঃ তাঁহাকে নানারূপ উপদেশ ও পরামর্শ দিতে লাগিলেন; কিন্তু ইসাবেলের সে সকল বাক্য আদৌ হৃদয়গ্রাহী হইল না।

ক্রমে সকলে 'চার্লেরয়' নামক নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইসাবেল পথশ্রান্তি ও মানসিক উদ্বেগ প্রভৃতি কারণে নিতান্ত অবসন্না হইয়া পড়িলেন দেখিয়া তাঁহারা বিশ্রামার্থ ক্রেভিসিয়ার 'সিষ্টারসিয়ন' মঠের অধিকারিণীর হস্তে তাঁহার ভারার্পণ করিলেন। চার্লেরয় নগরে একদল বর্গণ্ডীয়ান সৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল। তাহারা ইসাবেলের মঠে অবস্থান কালে মঠরক্ষায় অথবা তাঁহার পলায়ন নিবারণে প্রহরিরূপে নিযুক্ত হইল। ক্রেভিসিয়ার ডিউক অফ বর্গণ্ডীর নিকট বিশপ অফ লিজের হত্যাসংবাদ প্রদান করিবার জন্য সত্বর নূতন অশ্বে আরোহণ করিয়া সদলে যাত্রা করিলেন। কুইন্‌টিনকেও তাঁহার আদেশে তাঁহার অনুগামী হইতে হইল। কাউণ্টেসের সহিত এইরূপে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে ক্রেভিসিয়ার যাত্রাকালে কুইন্‌টিনের নিকট রহস্যচ্ছলে পরিহাসব্যঞ্জক ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কহিলেন—"আপনার ন্যায় এরূপ রমণীনায়কের এক্ষণে শয্যায় 'চিৎ' হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে শয়নের পরিবর্তে এমন সুন্দর জ্যোৎস্নালোকে নৈশ-ভ্রমণ অধিকতর আনন্দজনক হইবে।"

কুইন্‌টিন ইসাবেলের সহিত এইরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, সুতরাং ক্রেভিসিয়ারের এইরূপ কর্কশ শ্লেষোক্তির প্রত্যুত্তর দিতে উদ্যত হইয়া সেই মুহূর্ত্তেই ভাবিলেন, কাউণ্ট তাঁহার সকল কথাই ব্যঙ্গোক্তি করিয়া উড়াইয়া দিবেন; তাঁহার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধেও সম্মত হইবেন না; সুতরাং ভবিষ্যতের জন্য নীরবে অপেক্ষা করাই যুক্তিযুক্ত। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি চার্লেরয় ও পেরণের মধ্যবর্ত্তী রাজপথে ক্রেভিসিয়ারের অনুগমন করিলেন।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

অনাহূত

প্রণয়ী যুবক আপন জীবন-স্বরূপিণী প্রণয়িনীর সহিত চির বিদায় গ্রহণে যেরূপ ভীষণ মর্ম্মঘাতী অন্তর্দাহ অনুভব করিয়া থাকেন, কুইন্‌টিনও সেইরূপ মর্ম্মান্তিক মনোযন্ত্রণায় দেশভ্রমণে অগ্রসর হইলেন। ক্রেভিসিয়ারের ইচ্ছাক্রমে তাঁহারা স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে "হেনল্ট" নামক স্থানের তৃণভূমির উপর দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। উজ্জ্বল চন্দ্রমাকরে গোচারণ ভূমি, অরণ্য-প্রদেশ, শস্যক্ষেত্র আলোকিত; শ্রমজীবী কৃষিগণ এই আলোকে তাহাদের আজীব শস্য সংহরণ করিতেছে; সুধাংশুকিরণে সুদৃশ্য ও নীরব গ্রামপার্শ্বে প্রশান্ত নদীবক্ষে পুণ্যপূর্ণ অর্ণববান ধীরে ধীরে সঞ্চালিত হইতেছে; উন্নত প্রাকার ও সুগভীর পরিখা-বলয়-বেষ্টিত দূরবর্ত্তী দুর্গপ্রাসাদ চন্দ্রালোকে যেন বিকটাকার রাক্ষসের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

এইরূপ রমণীয় রজনীর রজতাভিষেকোজ্জ্বল নৈসর্গিক চিত্রবৈচিত্র্য দর্শনে কুইন্‌টিনের চিন্তাকীটদষ্ট হৃদয়ে অণুমাত্র শান্তির উদয় হইল না। তিনি চার্লের্‌র হইতে প্রস্থান কালে তাঁহার হৃদয়খানি তথায় ফেলিয়া আসিয়াছেন—প্রতি পদক্ষেপে তাঁহাকে ইসাবেলের নিকট হইতে দূর হইতে দূরতর স্থানে বিচ্ছিন্ন করিতেছে। ইসাবেল তাঁহাকে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তিনি মনে মনে তাহাই বারংবার আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—ইসাবেলের সেই নয়ন দুটি তাঁহার প্রতি যে কোমল প্রশান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল, এক্ষণে যেন তাঁহার মানসগগনে শুকতারার ন্যায় উদয় হইয়া তাঁহার বিচ্ছেদান্ধকার কিয়ৎপরিমাণে অপসারিত করিল। প্রণয়িসুলভ কল্পনায় পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া তাঁহার হৃদয় যে ভাবে পূর্ণ হইতে লাগিল, তাহা বাস্তব ঘটনা অপেক্ষা অধিকতর হৃদয়গ্রাহী ও সম্মোহনশীল।

ক্রমে নিশীথ রাত্রি অতিক্রান্ত হইল। বিচ্ছিন্ন প্রণয়ের মর্ম্মঘাতী স্মৃতিক্ষোভ ও পথশ্রান্তি নিবন্ধন কুইন্‌টিনের ইন্দ্রিয়গণ যেন ক্রমশঃ অবশ হইয়া আসিতে লাগিল—তিনি চক্ষুঃকর্ণের স্বাভাবিক ক্রিয়াসত্ত্বেও যেন বাহ্যজ্ঞানবিরহিত হইয়া স্বপ্নাবিষ্ট ভাবে আচ্ছন্ন হইলেন। মধ্যে মধ্যে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতনাশঙ্কায় যেন তাঁহার চৈতন্যোদয় হইতে লাগিল।

এইরূপে তাঁহারা "ল্যাণ্ড্রেসি" নামক নগরে উপনীত হইলে ক্রেভিসিয়ার আহার ও বিশ্রামার্থ চারি ঘণ্টা কাল তথায় যাপন করিতে প্রস্তুত হইলেন। কুইন্‌টিন তিনরাত্রি নিদ্রাসুখে বঞ্চিত; সুতরাং তিনি গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইলেন। প্রত্যূষে ক্রেভিসিয়ারের তূর্য্যধ্বনিতে তাঁহার সুষুপ্তি ভঙ্গ হইল। নবোদিত ভানুর সহিত তিনি যেন নূতন জীবনে অনুপ্রাণিত হইয়া নববলে, নূতন সাহস, উৎসাহ ও বিশ্বাসে ফুল্লমনে শয্যাত্যাগ করিলেন। প্রণয় আর তাঁহার হৃদয়ে অতীত নিষ্ফল স্বপ্নের ন্যায় প্রতীয়মান হইল না; যদিও সফলতার সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প, তথাপি তাঁহার হৃদয়ে পুষ্ট হইয়া যেন তাঁহার জীবনের একটি উৎসাহপ্রদায়িনী শক্তিস্বরূপ অনুভূত হইল। তিনি ভাবিলেন, "কর্ণধার নভস্তলে একটি তারকা মাত্র লক্ষ্য করিয়া স্বীয় পোতে গতি সঞ্চালন করে, অথচ উহার অধিকারী হইবার আশা করিতে পারে না। যদিও আমার ভাগ্যে ইসাবেলের দর্শনলাভ না ঘটে, তথাপি তাহার চিন্তার ফলে আমি ভবিষ্যতে একজন বিশিষ্ট খ্যাতনামা বীরপুরুষ রূপে গণ্য হইতে পারিব। যখন ইসাবেল শুনিবে, কুইন্‌টিন ডারওয়ার্ড নামে এক স্কটিস যুবক একটি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া খ্যাতনামা হইয়াছে কিংবা কোন দুর্গ অধিকার-চেষ্টায় দেহত্যাগ করিয়াছে, ইসাবেল নিশ্চয় স্মরণ করিবে যে এই কুইন্‌টিন তাহারই ভ্রমণসহচর এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীণ হিতসাধনে প্রাণপণে যত্নবান্ হইয়াছিল। সুতরাং হয় ত আমার স্মৃতির আদর ও সম্মানার্থ একটি অশ্রুবিন্দু ত্যাগ করিবে অথবা আমার কবরে একটি পুষ্পমাল্য প্রদান করিবে।" এইরূপ বীরোচিত কল্পনায় কুইন্‌টিন আপন অস্থির হৃদয়ে স্থৈর্য্য বিধান ও বলসঞ্চার করিয়া দুর্ভাগ্যের সহিত প্রতিযোগিতায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। কাউণ্ট ক্রেভিসিয়ার স্বভাবতঃ পরিহাসপ্রিয়, সুতরাং তিনি কুইন্‌টিনের সহিত নানাবিধ পরিহাসাত্মক কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কুইন্‌টিন তাঁহার পরিহাসে আর পূর্ব্ববৎ বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ না হইয়া যথাযথ উত্তরদানে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেন। ক্রমে কুইন্‌টিনের সম্বন্ধে কাউণ্টের পূর্ব্ব মত পরিবর্ত্তিত হইয়া তাঁহার প্রতি স্নেহ ও অনুরাগের সঞ্চার হইল। তিনি কুইন্‌টিনকে কহিলেন—"তুমি যদি সম্রাট

লুইয়ের তীরন্দাজ পদ প্রত্যাখ্যান করিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে ডিউক-অফ-বর্গণ্ডীর অধীনে এক উন্নত পদে নিযুক্ত করিয়া দিয়া তোমার উত্তরোত্তর উন্নতিলাভের ভার গ্রহণ করিতে পারি।" কিন্তু কুইন্‌টিন উপস্থিত সে বিষয়ে সম্মত হইতে পারিলেন না।

অনন্তর তাঁহারা পেরোণের দুই মাইল দূরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে ডিউক-অফ-বর্গণ্ডীর সৈন্যগণ শিবির সন্নিবেশ করিয়া ফ্রান্স আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। সম্রাট্ লুইও "সেণ্ট মাক্সেন্সের" নিকটে বিপুল বাহিনী সজ্জিত করিয়া বর্গণ্ডীকে শিক্ষাদান করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন।

'পেরোণ' দুর্গ সমতল ক্ষেত্রে একটি সুগভীর নদীতীরে অবস্থিত এবং সুদৃঢ় প্রাকার ও সুপ্রশস্ত ও সুগভীর পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। ক্রেভিসিয়ার সদলে দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বনপথে কিয়দ্দূর গমন করিবার পর দেখিলেন, দুইজন অশ্বারোহী কতকগুলি শিকারী কুকুর সহ শ্যেন পক্ষী হস্তে লইয়া তাঁহাদের দিকে আগমন করিতেছেন; বোধ হয়, তাঁহারা শিকারামোদ উপভোগ করিতেছিলেন। ক্রেভিসিয়ারকে দেখিবামাত্র তাঁহারা উভয়ে অভিবাদন করিয়া কহিলেন—"আপনি সংবাদ প্রদান করিবেন, না গ্রহণ করিবেন? আসুন, আমরা সংবাদ আদান-প্রদান করি।"

ক্রেভিসিয়ার। আপনাদের কি কোন প্রয়োজনীয় সংবাদ আছে? অশ্বারোহিদ্বয় পরস্পরের প্রতি চাহিয়া হাস্য করিলেন। অশ্বারোহিদ্বয়ের মধ্যে একজন অপরের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, ইনি 'হিম্বার কোর্টের' ব্যারণ। দ্বিতীয় ব্যক্তি একজন অশ্বারোহী যুবক; ইনি হেনল্টের একজন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নাইট, ইঁহার নাম ফিলিপ-অফ্ কমিন্স; ইনি ডিউক চার্লসের প্রিয়পাত্র ও একজন সচিব।

ব্যারণ কহিলেন—"আমাদের সংবাদ কৃষ্ণবর্ণ 'মেঘাচ্ছন্ন' অথবা নির্ম্মল গগনে নানাবর্ণে চিত্রিত ইন্দ্রধনুর বর্ণে রঞ্জিত; এরূপ ইন্দ্রধনু সেই আদি জলপ্লাবন ও নোয়ার আর্কের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত ফ্রান্স কিংবা ফ্লাণ্ডার্সে কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই।"

ক্রেভিসিয়ার। আমার সংবাদ ঠিক ধূমকেতুর মত ভীষণ গম্ভীর, ভীতিভাব-পূর্ণ এবং ভীষণতর অমঙ্গলসূচক।

ফিলিপ বলিলেন,—"আপনি শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, সম্রাট লুই এক্ষণে পেরোণে রহিয়াছেন।"

ক্রেভিসিয়ার সবিস্ময়ে প্রত্যুত্তর দিলেন—"তবে ডিউক কি বিনাযুদ্ধে প্রস্থান করিয়াছেন? আর ফরাসীগণ কর্ত্তৃক নগর অবরুদ্ধ হইলেও আপনারা এরূপ শান্তির সহিত বিচরণ করিতেছেন? তবে বোধ হয়, তাহারা নগর অধিকারে সমর্থ হয় নাই।"

ব্যারণ। বর্গণ্ডীর পতাকা এক চুল পরিমাণও পশ্চাৎপদ হয় নাই, সম্রাট লুই এখনও এ স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। আমরা এখনও যুদ্ধসম্ভাবনাই করিতেছি। কারণ, সে, দিবস ডিউক সমরসজ্জায় বিলম্ব দর্শনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অবিলম্বে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা ও সৈন্য প্রেরণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। বর্গণ্ডীর দূত সম্রাটের নিকট এই সংবাদ জ্ঞাপন করিবার জন্য যাত্রা করিবার উদ্দেশ্যে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিতেছেন, এমন সময় সম্রাটের দূত আসিয়া ডিউকের শিবিরে প্রবিষ্ট হইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়, দূতের মুখে শুনিলাম, সম্রাট লুই স্বয়ং ডিউকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত মনোমালিন্য প্রক্ষালন করিবার জন্য স্বল্পমাত্র সহচর সমভিব্যাহারে আগমন করিতেছেন।

ক্রেভিসিয়ার। আমি কখন এরূপ ভাবি নাই যে, শৃগালের ন্যায় ধূর্ত্ত হইয়া লুই ইচ্ছাপূর্ব্বক ফাঁদে পদক্ষেপ করিবেন।

ব্যারণ। তাঁহার ইচ্ছা, ডিউকের সহিত সখ্যভাবে পুনর্মিলন। কিন্তু তিনি কি এই সাক্ষাৎকারে বিশেষ লাভবান্ হইবেন?—বেশ, ডিউক তাঁহার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কি কহিলেন?

ফিলিপ। ডিউক শুনিয়া আদেশ করিলেন, যেন সম্রাট এখানে আগমন করিলে বিশিষ্ট শিষ্টাচারে অভ্যর্থিত ও সমাদৃত হন।

ক্রেভিসিয়ার। কে কে সম্রাটের সহিত আসিয়াছে?

ব্যারণ। বিংশতিসংখ্যক স্কটিস শরীররক্ষক, তাঁহার পরিবারস্থ কয়েকজন নাইট ও ভদ্রলোক, জ্যোতির্ব্বিদ গ্যালিওটী, ডিউক-অফ-অলিয়ান্স, ডুনয়, ওলিভার ও তাঁহার প্রোভোষ্ট মার্শ্যাল।

ক্রেভিসিয়ার। ডিউক ও ডুনয় উভয়ে না 'লচেস' দুর্গে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন?

ব্যারণ। সম্রাট লুই তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিবার জন্য কারামুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

ক্রেভিসিয়ার। কোথায় তাঁহাদের বাসস্থান নির্দেশ হইয়াছে?

ব্যারণ। সে এক গুরুতর রহস্যজনক বিষয়। ডিউক 'সোম' নদীতীরস্থ এক সুরম্য ভবনে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু সম্রাট তথায় যাইবামাত্র "ডি লা" ও "পেনসিল-ডি-রিভিয়ার" নামক দুইজন ফ্রান্স হইতে নির্ব্বাসিত ব্যক্তির পতাকা দর্শনে তাঁহাদের সন্নিহিত স্থানে অবস্থান করা নিরাপদ্ ও যুক্তিযুক্ত নহে ভাবিয়া ডিউককে অনুরোধ করিয়া পেরোণে অবস্থিতি করিতেছেন।

ক্রেভিসিয়ার। তবে ইচ্ছাপূর্ব্বক শার্দ্দূলবদনে প্রবেশ করিয়াছে।

ব্যারণ। বর্গণ্ডীর বিদূষক রহস্যচ্ছলে বর্গণ্ডীকে সম্রাটের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দিয়াছেন, কারণ, দেখিলাম, বর্গণ্ডী ক্রোধে কম্পিত হইয়া অধর দংশন করিতেছিলেন। এখন আমাদের সংবাদ প্রকাশ করিলাম, কাহার সহিত এ সংবাদের তুলনা হইতে পারে?

ক্রেভিসিয়ার। বারুদপূর্ণ খনির সহিত! হয় ত ইহাতে আমাকেই অগ্নিসংযোগ করিতে হইবে। আপনার সংবাদ ও আমার সংবাদ ঠিক যেন কাষ্ঠখণ্ড ও অগ্নিতুল্য. উভয়ের রাসায়নিক মিলন বা দহন অনিবার্য্য। বন্ধুগণ! আমার অনুগমন করুন; আর যখন আমি লিজের বিশপের হত্যার বিষয় উল্লেখ করিব, তখন আপনারা ভাবিলেন যে, সম্রাট লুইয়ের পক্ষে নরকযাত্রা ও এরূপ অসময়ে পেরোণে আগমন উভয়ই তুল্যাংশে নিরাপদ।

ব্যারণ ও নাইট উভয়ে তাঁহার উভয় পার্শ্বে লিজ ও ফ্লনওয়ান্ট কাহিনী শুনিতে শুনিতে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কুইন্‌টিনকে বিশপ-অফ-লিজের হত্যাসম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কুইন্‌টিন পরিশেষে তাঁহাদের প্রশ্নসমূহের উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া উত্তরদানে বিরত হইলেন।

ক্রমে তাঁহারা সদলে পেরোণের সন্নিহিত এক সুবিস্তৃত শ্যামল প্রান্তরে আসিয়া উপনীত হইলেন। শ্যামল প্রান্তর এক্ষণে ডিউক-অফ্-বর্গণ্ডীর পঞ্চদশ সহস্র সৈনিকের শিবির-সন্নিবেশে শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

—•—

সাক্ষাৎ

রাজগণ স্বভাবতঃ রাজধর্ম্মানুসারে স্ব স্ব হৃদয়নিহিত ভাবগুলি অপ্রকাশ্য রাখিয়া পরস্পর আন্তরিক বৈরভাবসত্বেও কপট সৌজন্যাবরণে সে ভাব প্রচ্ছন্ন রাখিয়া পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন; বাহ্য আচরণে ক্রোধ বা মনোমালিন্য বা চিত্তবিকার অণুমাত্র প্রকটিত হয় না। সম্রাট লুই ও বর্গণ্ডী ডিউকের পরস্পরের প্রতি এইরূপ মনোভাব।

ডিউক অফ্-বর্গণ্ডী অতিশয় ক্ষিপ্রকারী, অধীর ও হিতাহিত বিবেকবিহীন হইলেও সম্রাট্ লুই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন এই বিবেচনায় স্বীয় পদোচিত উজ্জ্বল ও বহুমূল্য বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া সভাসদ্‌বর্গ ও উন্নত রাজপুরুষবৃন্দ সমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য গমন করিলেন এবং সম্রাট অশ্ব হইতে অবতরণ করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার সম্মানার্থ অশ্বপদতলে জানুপরি উপবেশন করিয়া একহস্তে সম্রাটের পদতলসংলগ্ন রেকাব ধারণ করিলেন। সম্রাট তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সামান্যমাত্র পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আসিয়াছিলেন এবং সঙ্গে কয়েক জন মাত্র সহচর। তিনি সার্ব্বভৌম নৃপতি আর ডিউক তাঁহার একজন অধীন সামন্ত, সুতরাং উভয়ের পরিচ্ছদগত বৈষম্যও এক অত্যদ্ভুত দৃশ্য; আবার উভয়ের আন্তরিক ভাবও এরূপ প্রচ্ছন্ন যে, তাঁহাদের এই প্রচ্ছন্নতার আবরণ ভেদ করিয়া তাঁহাদের আন্তরিক ভাব হৃদয়ঙ্গম করা সাধারণ দর্শক-মণ্ডলীর সাধ্যাতীত।

সম্রাট নিতান্ত সদয়ভাবে ও সরল আন্তরিকতা ও ঔদার্য্য সহকারে ডিউকের সহিত আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন—"প্রিয় ভ্রাতঃ! তোমার পিতা তোমার ও আমার প্রতি তুল্যাংশে স্নেহশীল ছিলেন; বোধ হয়, তোমার স্মরণ থাকিতে পারে, এক সময়ে আমরা সকলে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলাম, তুমি আমাকে একাকী বনমধ্যে ফেলিয়া গিয়াছিলে বলিয়া তোমার পিতা তোমায় কত ভৎর্সনা করিয়াছিলেন। তোমার সহিত আমার রক্তের সম্বন্ধ

ও কৃতজ্ঞতার বন্ধন ব্যতীত আধ্যাত্মিক সম্বন্ধও রহিয়াছে। কারণ, তোমার শিশু কন্যা খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার সময় আমিই তাহার ধর্ম্মপিতা হইয়াছি। আর আমার নির্ব্বাসন অবস্থায় তোমার পিতা ও তুমি আমার প্রতি যেরূপ মহানুভবতা প্রকাশ করিয়াছিলে, তাহা চিরকাল আমার অন্তরে অঙ্কিত থাকিবে।"

ডিউক সম্রাটের এইরূপ প্রণয়গর্ভ ও ঘনিষ্ঠতামূলক সম্ভাষণ শ্রবণে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিলেন এবং স্বীয় কর্কশ ও কপট স্বভাব বশতঃ বিদ্রূপাত্মক উত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন। উভয়েই পরস্পরের প্রতি স্বীয় প্রকৃত মনোমালিন্য প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়া বাহ্যদৃষ্টে সুহৃদ্বন্দের ন্যায় কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। সম্রাট দেখিলেন- তিনি পূর্ব্বে যে কয়েক জন কর্ম্মচারীকে পদচ্যুত ও নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, তাহারাই এক্ষণে ডিউকের বিশ্বস্ত প্রিয়পাত্র ও উন্নত পদে অধিরূঢ়, সুতরাং পাছে অবসর বুঝিয়া তাহারা তাঁহার প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া উঠে, এই আশঙ্কায় সম্রাট চাল সের নিকট পেরোণ দুর্গে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ডিউকের সম্মতিক্রমে তাহাই হইল। তৎপরে সম্রাট স্বীয় নিরাপদ জন্য ডিউকের নিকট প্রস্তাব করিলেন, যেন তাঁহার শরীররক্ষক স্কটস তীরন্দাজগণ তাঁহার আবাস-দুর্গ রক্ষায় নিয়োজিত হয়, ডিউক তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন,—"আপনি এক্ষণে আপনার প্রধান সামন্তের দুর্গে অতিথি, আমার দুর্গ বা রাজধানী এ সমস্তই আপনার, সুতরাং ইহাদের রক্ষণভার আপনার অনুচরবর্গ বা আমার রক্ষিবর্গের হস্তে অর্পিত হওয়া তুল্যাংশে একরূপ।"

সম্রাট যথার্থ মনোভাব গোপন করিয়া অগত্যা বাহ্য প্রসন্নভাবে কহিলেন—"সে কথা বটে, তুমি ভাই ফ্রান্সের একজন বন্ধু।"

উভয়ে বাহ্য প্রসন্নভাবে হাস্য-পরিহাসের সহিত নানাবিধ জটিল রাজনৈতিক আন্দোলন ও বাদানুবাদে ব্যাপৃত হইলেন। আন্তরিক ভাব অন্যরূপ হইলেও সম্রাটের প্রসন্ন ও হাস্যবদন বীণামধুর সম্ভাষণ; কিন্তু ডিউক আকার-ইঙ্গিতে ও কথোপকথনে উদ্ধত ভাবের পরিচয় দিতে লাগিলেন। সম্রাট অনাহূত অতিথিভাবে ডিউকের গৃহে আগমন করিয়া নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন; কারণ, তাঁহাদের উভয়ের অন্তঃকরণে শত্রুভাব সঙ্কুক্ষিত হইতেছিল। সুতরাং তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক বিপদাশঙ্কা আলিঙ্গন করিয়াছেন; কোন কর্ণধার এরূপ অসতর্কভাবে কোন অপরিজ্ঞাত ও দুর্গম সাগরকূলে অর্ণবপোতের গতি সঞ্চালন করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ, যেরূপ সতর্কতা, ধীরতা ও নৈপুণ্য সহকারে সম্রাট ডিউকের মনোভাব পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, পরীক্ষার ফলে বুঝিলেন ডিউকের হৃদয়ের অন্তস্তল গভীর ও ভীষণ গহ্বরে আবর্ত্ত ও তরঙ্গময়।

এইরূপে দিবাবসান হইল। ডিউক নৈশবিশ্রামার্থ সম্রাটের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বীয় কক্ষে গমন করিলেন এবং কয়েক জনকে উদ্দেশ করিয়া নানারূপ শপথ, অভিশাপ ও ক্রোধবাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন; তাঁহার বিদূষক লে-গ্লোরিএক্স নানারূপ হাস্যপরিহাসে তাঁহার ক্রোধ শান্তি করিলে তিনি অধিক মাত্রায় ত্রয়সুরা পান করিয়া শয়ন করিলেন।

এ দিকে ডিউকের গৃহাধ্যক্ষ সম্রাটকে তাঁহার শয়নকক্ষে লইয়া যাইলেন। সম্রাট পেরোণ-দুর্গের তোরণে উপস্থিত হইবামাত্র দেখিলেন, অনেকগুলি সশস্ত্র সৈনিকপুরুষ দুর্গরক্ষায় নিযুক্ত হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনার্থ প্রস্তুত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহারা তাঁহার শরীররক্ষক স্কটিস্ তীরন্দাজ নহে।

সম্রাট দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দুর্গমধ্যস্থ কারাগৃহের সমীপবর্ত্তী হইয়া ফিলিপ-অফ-কমিন্সকে (তাঁহার পথপ্রদর্শক) জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখানে বোধ হয় আমার শয়ন স্থান নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।"

ফিলিপ। ঈশ্বর না করুন; আপনার শয়নগৃহ অপর দিকে; প্রহরিগণ বলিয়া থাকে, রাত্রিকালে কারাগৃহের নিকটে হঠাৎ আলোক জ্বলিয়া উঠে ও অদ্ভুত শব্দোৎপাদন হয়; এই অংশ পূর্ব্বে বধ্যভূমি ছিল, সুতরাং এ অংশে আপনার শয়নকক্ষ নহে।

সম্রাট ফিলিপ-প্রদর্শিত শয়নকক্ষের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, দ্বারদেশে লর্ড ক্রফোর্ড কতকগুলি স্কটিস্ তীরন্দাজ সহ সম্রাটের শরীররক্ষায় নিযুক্ত হইয়া তাঁহার আগমন অপেক্ষায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। সম্রাট তাঁহাকে দর্শনমাত্র সাদর সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"আপনি অদ্য কোথায় ছিলেন? ভোজনকালে অনুপস্থিত ছিলেন কি জন্য?"

ক্রফোর্ড। আমি নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম। আমি পূর্ব্বে বর্গণ্ডীর দ্রাক্ষামদ্যপানে

এখানকার অত্যধিক মদ্যপায়ীকেও পরাস্ত করিতে পারিতাম, কিন্তু আমার এক্ষণে আর সে কাল নাই, এক্ষণে দুই বোতল মাত্র পানে আমি যেন বানচাল হইয়া পড়ি, সেই জন্যই অদ্য এখানে পান ভোজন হইতে অবসৃত হইয়াছিলাম।

সম্রাট। আপনি সর্ব্বদাই সতর্ক ও জ্ঞানী; তবে এক্ষণে এই কয়েকজন মাত্র ব্যক্তিকে আজ্ঞাধীন রাখা আপনার পক্ষে শ্রমবিরহিত সামান্য কার্য্য; সুতরাং এরূপ শান্তির সময়ে আপনার এতটা আত্ম-বঞ্চনা না করিয়া আহারে যোগদান করাই উচিত ছিল।

ক্রফোর্ড। যদিও অল্পসংখ্যক সহচর, তথাপি ইহাদিগকে প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে; কারণ, এক্ষণে আমাদের আতিথ্য আহারে বা প্রহারে কিসে পরিসমাপ্ত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

সম্রাট মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি কোন বিপদাশঙ্কা করেন?"

ক্রফোর্ড। করি না বটে, তবে ইচ্ছা হয় করি; কারণ, বিপদের সম্ভাবনা থাকিলেও পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত থাকিতে পারিলে অনায়াসে আত্মরক্ষা করিতে পারা যায়। অদ্য রাত্রের সাঙ্কেতিক শব্দ কি?

সম্রাট। বর্গণ্ডী।

"তবে নৈশ বিদায়," এই বলিয়া ক্রফোর্ড স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন।

সম্রাটও প্রত্যভিবাদন করিয়া স্বীয় শয়নকক্ষের দ্বারে সমাগত হইয়া দেখিলেন, লর্ড ব্যালাফ্রে তাঁহার শয়নকক্ষের প্রহরিকার্য্যে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। সম্রাট তাঁহাকে সাদরে সম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি আপনার ভাগিনেয় কুইন্‌টিন ডারওয়ার্ডের কোন সংবাদ পাইয়াছেন? তাহার বীরত্বের প্রথম পরিচয় স্বরূপ দুইজন বন্দী প্রেরণ করিবার পর হইতে আর তাহার কোন সংবাদ প্রাপ্ত হই নাই।"

ক্রফোর্ড। কুইন্‌টিন কাউণ্টেসদ্বয়কে লিজে লইয়া গিয়া তথা হইতে সারলটের হস্তে পত্র প্রেরণ করিয়াছে। সারলট এখানেই উপস্থিত আছে।

সম্রাট। তাহাকে শীঘ্রই পত্র সহ আনয়ন কর।

সম্রাটের আদেশানুসারে সারলট তাঁহার সম্মুখে আসিয়া তাঁহার হস্তে কাউণ্টেসদ্বয়ের লিখিত সম্রাটের নামীয় দুইখানি পত্র প্রদান করিল। সম্রাট পত্র দুইখানি পাঠ করিয়া হাস্য করিলেন। কাউণ্টেসদ্বয় পত্রে সম্রাটের তাঁহাদের প্রতি অনাদরপূর্ণ ব্যবহারের জন্য শ্লেষোক্তিপূর্ণ বাক্যে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন মাত্র। অনন্তর সম্রাট সারলটের নিকট হইতে কাউণ্টেস-দ্বয়ের লিজে গমন সম্বন্ধে সমস্ত অবগত হইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া ব্যালাফ্রে ও সারলটকে বিদায় দান করিয়া জ্যোতির্ব্বিদ গ্যালিওটীকে আসিতে আদেশ করিলেন।

গ্যালিওটী আসিবামাত্র সম্রাট তাঁহাকে প্রিয় বন্ধু! বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া পরম সমাদরে তাঁহার হস্তে এক বহুমূল্য অঙ্গুরীয় প্রদান করিয়া তাঁহাকে বিদায় দান করিলেন।

অনন্তর সম্রাট কেবলমাত্র ওলিভারকে নিকটে রাখিয়া নিতান্ত ক্লান্তভাবে সুখাসনে উপবেশন করিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। ওলিভার তাঁহার স্বভাবের এইরূপ বৈপরীত্য দর্শনে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া রহিল। ওলিভার সাক্ষাৎ সয়তানের আদর্শ; প্রভুর এইরূপ ভাবান্তর দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে অণুমাত্র প্রভুভক্তি ও কৃতজ্ঞতার উদ্রেক হইল না; তাঁহার মুখপ্রক্ষালন ও বেশ পরিবর্ত্তনাদি কার্য্যে ভৃত্যের ন্যায় সহায়তা করিয়া প্রভুর প্রশ্রয়দানলব্ধ স্বাধীনতা সহকারে বলিল—"আপনাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন আপনি সংগ্রামে পরাভূত হইয়াছেন।"

সম্রাট। সংগ্রাম নহে, একটি বলীবর্দ্দের পুচ্ছ-তাড়ন; ডিউক-অফ-বর্গণ্ডীর ন্যায় উন্মত্তমস্তিষ্ক আর দ্বিতীয় নাই; যাহা হউক, আমি অতিশয় সাহসের সহিত তাহার সম্মুখীন হইয়াছি, এক্ষণে তুমি হর্ষ প্রকাশ কর যে, ফ্রাণ্ডার্সে আমার অভিপ্রায় সফল হয় নাই, আর সেই কাউণ্টেসদ্বয় সম্বন্ধে, কিংবা লিজে! কেমন আমার কথা বুঝিতে পারিলে?

ওলিভার। আপনার বাক্যের মর্ম্ম গ্রহণে আমি সম্পূর্ণ অসমর্থ, কারণ, আপনি বিফলমনোরথ হইয়াছেন বলিয়া আমি হর্ষ প্রকাশ করিব, আপনার এরূপ মন্তব্যের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন আমার বুদ্ধির অগম্য—

সম্রাট। আমি ডিউককে অদ্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর স্পষ্টরূপে চিনিয়াছি; পূর্ব্বে তাঁহার সহিত একত্রে পান ভোজন মৃগয়া প্রভৃতি নানারূপ আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করিয়াছি এবং তৎকালে তাঁহার উপর অনেকাংশে আধিপত্যও করিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে—

এখন দেখ, ডিউক কিরূপ স্বেচ্ছাচারী, জেদী, সাহসী, আত্মসমর্থনপ্রিয় ও তার্কিক হইয়া উঠিয়াছে। আমিও তাহাকে এইরূপ বুঝাইয়া দিয়াছি যে, কাউন্টেসদ্বয় সম্ভবতঃ নিজে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে সীমান্ত প্রদেশে কোন দুর্দ্দান্ত ব্যক্তির কবলে পতিত হইয়াছে; আর যে ডিউকের সম্মতি ব্যতীত উহাদিগকে গ্রহণ করিবে, তাহার নিশ্চয়ই নিতান্ত দুর্ভাগ্য; কারণ, সেই ডিউকের কোপে পতিত হইবে।

ওলিভার। নিজে যে বিশৃঙ্খলতার উদয় হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করিলে সম্ভবতঃ ডিউক অতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিবেন?

সম্রাট। নিঃসন্দেহ, কিন্তু আমি এখানে আসিবার পূর্ব্বে লিজে আমার বিশ্বস্ত ব্যক্তিগণকে প্রেরণ করিয়াছি, তাহারা লিজে কোনরূপ বিশৃঙ্খলতা দেখিলে তৎক্ষণাৎ দমন করিবে আর ডিউকের সহিত আমার সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত প্যাভিলন ও রুসলেয়ারকে শান্তভাবে থাকিতে আদেশ করিয়াছি।

ওলিভার। আপনার অবস্থা ঠিক এক্ষণে সেই ব্যাঘ্রের গলদেশে বকের গ্রীবা প্রবেশ করাইয়া তাহা নির্ব্বিঘ্নে বাহির করিয়া লওয়ার ন্যায় হইয়াছে। সেই জ্যোতির্ব্বিদ্ আপনাকে এই খেলা খেলিতে উৎসাহিত করিয়াছিল বলিয়া তাহার নিকট আপনি ঋণী।

সম্রাট। যে পর্য্যন্ত না খেলায় পরাজয় হয়, সে পর্য্যন্ত নিরাশ হওয়া উচিত নহে। যদি কোনরূপে সেই বাতুলের ক্রোধোদয় না হয়, তাহা হইলে আমারই নিশ্চয় জয়লাভ হইবে; আর আমি সেই স্কটিস্ তীরন্দাজ যুবকের নিকট বিশেষ বাধ্য ও কৃতজ্ঞতাসূত্রে আবদ্ধ, কারণ,সে আমার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া কাউন্টেসদ্বয়কে ডি-লা-মার্কের কবলে পতিত হইবার আশঙ্কায় অন্য পথে লইয়া গিয়া আমাকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছে। গ্রহ নক্ষত্রগণ ভবিষ্যৎ ফল সূচনা করিয়া থাকে, কিন্তু কি উপায়ে সেই ফল লাভ হইবে, সে বিষয়ে নীরব; এমন কি আমরা যাহা আশা বা ইচ্ছা করি, ঠিক তাহার বিপরীত ফল দান করিয়া থাকে। এক্ষণে বল দেখি, ইহাদের ব্যবহারে তোমার কোনরূপ সন্দেহ বা অনিষ্টাশঙ্কা হয় কি না?

ওলিভার। আপনার অভ্যর্থনার বিশেষ ত্রুটি হইয়াছে; ডিউক অসুস্থতা-ব্যপদেশে স্বয়ং আপনার সঙ্গে না গিয়া কর্ম্মচারিগণের প্রতি আপনার শয়নগৃহ প্রদর্শনের ভারার্পণ করিয়াছেন; গৃহগুলি আপনার অভ্যর্থনা ও সম্বর্দ্ধনার উপযোগী গৃহসজ্জায় সজ্জিত নহে; আর বিশেষতঃ ঐ যে আপনার মুখপ্রক্ষালন পাত্র উহা এমন কি রৌপ্যনির্ম্মিত নহে।

সম্রাট। সত্য বটে; আমি পূর্ব্বে যখন নির্ব্বাসিত হইয়াছিলাম, ডিউক তখন রৌপ্যপাত্রে আমার অনাদর হইবে ভাবিয়া আমাকে স্বর্ণপাত্রে আহার করাইয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে ফ্রান্সের সম্রাটকে নিকৃষ্ট ধাতুপাত্রে আতিথ্যচর্য্যা করিয়াছেন। ওলিভার! চল এক্ষণে শয়ন করি, আমাদের সঙ্কল্পসিদ্ধি হইয়াছে. আমরা যে বিষয়ে হস্তার্পণ করিয়াছি, তাহাই এক্ষণে সাহসের সহিত সুসম্পন্ন করিতে হইবে। আমি জানি, ডিউক-অফ্-বর্গণ্ডী প্রবল বলীবর্দ্দের ন্যায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে স্বীয় তাবৎ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া থাকেন। বর্গণ্ডীকে তাঁহার ঔদ্ধত্য প্রকাশ জন্য আমার নিকট কৃপাপ্রার্থী হইতে হইবে।

ষড়বিংশ অধ্যায়

পাঠক পূর্ব্ব অধ্যায়ে অবগত হইয়াছেন, সম্রাট লুই ও ডিউক-অফ-বর্গণ্ডীর পরস্পরের প্রতি কিরূপ মনোভাব ছিল। তথাপি সম্রাট জ্যোতিষশাস্ত্রে অটল বিশ্বাস বিশতঃ গ্রহসূচিত ফলে নির্ভর করিয়া ও ডিউক-অপেক্ষা তিনি অধিকতর উন্নত মনোবৃত্তিসম্পন্ন, এই বিশ্বাসে সাধারণের চক্ষে নিতান্ত অপরিণামদর্শিতার কার্য্য হইলেও এরূপ ভীষণপ্রকৃতি ও দুর্দ্দান্ত শত্রুর হস্তে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আত্মসমর্পণ করিলেন। ডিউক যদিও কোপনস্বভাব, উদ্ধত ও উষ্ণমস্তিষ্ক, তথাপি বিশ্বাসঘাতক বা দুরাশয় নহেন।

পর দিবস প্রভাতে ডিউকের সৈন্যগণ মহা আড়ম্বরে সজ্জিত হইয়া দুর্গপ্রাঙ্গণে সমবেত হইল। ডিউক শূন্যগর্ভ শিষ্টাচারে সম্রাটের সম্বর্দ্ধনা করিয়া কহিতে লাগিলেন—"এ সব সৈন্য আপনারই"—

সম্রাট সৈন্যদলমধ্যে কতকগুলি ফরাসী রাজপুরুষকে দর্শন করিয়া চমকিত হইলেন। ইহারা সম্রাট কর্তৃক ফ্রান্স হইতে বিতাড়িত হইয়া

বর্গণ্ডীর সৈন্যদলে তাঁহার পতাকাধীনে সম্মিলিত হইয়াছে। সম্রাট দর্শনমাত্র তাহাদিগকে স্বীয় দলভুক্ত করিবার সংকল্প করিয়া ওলিভার ও অপর কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি দ্বারা গুপ্তভাবে তাঁহাদিগের মনোভাব পরীক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইলেন এবং এই সঙ্কল্প সিদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি ডিউকের প্রধান কর্ম্মচারিগণকে সুমিষ্ট চাটুবাক্যে কাহাকেও বা বহুমূল্য উপহার প্রদানে ফ্রান্স ও বর্গণ্ডীর মধ্যে শান্তিস্থাপনব্যপদেশে বিশেষ সতর্কভাবে তাঁহাদিগকে হস্তগত করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত হইলেন।

একে ত তাঁহাদের প্রতি সম্রাটের এইরূপ অনুকম্পা প্রদর্শনই যথেষ্ট উৎকোচ, তাহাতে তাঁহারা সম্রাট-প্রদত্ত বহুমূল্য উপকার প্রাপ্তে ও সাদর সম্ভাষণে যেন মন্ত্রমুগ্ধবৎ সম্রাটের বশীভূত হইয়া পড়িলেন এবং সম্রাটেরও সঙ্কল্প-সিদ্ধির সুযোগ অচিরাৎ ঘটিয়া উঠিল। একদা ডিউক নিবিড় অরণ্যে মৃগয়ার্থ প্রবেশ করিলে সম্রাট অবসর বুঝিয়া নির্ব্বিঘ্নে ডিউকের কয়েক জন প্রধান প্রধান রাজপুরুষের সহিত নানাবিধ কথোপকথনচ্ছলে ও পূর্ব্বোক্ত অমোঘ উপায়াবলম্বনে তাঁহাদিগকে নিজ হস্তগত করিয়া ফেলিলেন। ফ্রান্স ও বর্গণ্ডী পরস্পরের এরূপ নৈকট্য সূত্রে আবদ্ধ যে, বর্গণ্ডীর রাজপুরুষগণের প্রতি সম্রাটের অনুরাগ বা বিরাগে তাঁহাদের উন্নতি ও অবনতি; সুতরাং তাঁহারা সম্রাটের মনস্তুষ্টিসাধনে বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করিয়া তাঁহার সহায়তা করিতে কিরূপে উদাসীন হইতে পারেন? বিশেষতঃ যখন সম্রাটপ্রদত্ত উৎকোচ বা উপহার নীরবে পতনশীল শিশিরবিন্দুর ন্যায় নীরবে ও পরস্পরের অজ্ঞাতভাবে ডিউকের উন্নত কর্ম্মচারিগণের হস্তে পতিত হইয়া শস্যসম্পত্তি বর্দ্ধনের ন্যায় সম্রাটের স্বার্থসাধনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিল। সম্রাট কেবলমাত্র ক্রেভিসিয়রকে হস্তগত করিতে পারিলেন না; কারণ, ক্রেভিসিয়র একশত বর্শাধারী সৈন্যসহ উইলিয়ম ডি-লা-মার্কের বিরুদ্ধে বিশপের সহায়তা করিবার জন্য ব্রাবান্টের সীমান্ত প্রদেশে গমন করিয়াছেন।

মধ্যাহ্নকাল সমাগত হইলে মৃগয়া সমাপ্ত হইল। শিকারিগণের সকলের জন্য অরণ্যমধ্যে মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা হইল। সম্রাট মনে করিয়াছিলেন, তাঁহাদের এইরূপে অনাহূতভাবে ডিউকের ভবনে আগমনে ডিউকের তাঁহার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস বর্দ্ধিত হইবে; কিন্তু সম্রাট এই বিশ্বাসে ভ্রান্তিজালে জড়িত হইয়াছিলেন; কারণ, ডিউক স্বয়ং এরূপ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও ক্ষমতাশালী হইয়া ফ্রান্সের অধীনভাবে থাকিতে অনিচ্ছুক হইয়া স্বাধীন নরপতির ন্যায় রাজদণ্ডধারণে অধিকতর প্রফুল্ল হইয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি সম্রাটের প্রসাদনার্থ তাঁহাকে সম্রাটের প্রতি অধীন সামন্তের ন্যায় সম্মান প্রদর্শন করিতে হইল। মৃগয়া উপলক্ষে তৃণাঙ্গনে আরণ্য-ভোজন একরূপ সরলভাবে সমাহিত হইলেও পেরোণে প্রত্যাগমনানন্তর মহাসমারোহে ডিউক-ভবনে সান্ধ্য-ভোজনের অনুষ্ঠান হইল। সুসজ্জিত টেবিলে স্বর্ণপাত্রে নানা উপাদেয় আহার্য্যের সমাবেশ। ডিউকের দক্ষিণপার্শ্বে উচ্চ মঞ্চে সুসজ্জিত আসনে সম্রাট উপবিষ্ট। বিদূষক লে-গ্লোরিও নানারূপ হাস্য-পরিহাসে ভোক্তৃগণের আমোদ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। লে-গ্লোরও ডিউকের অতিশয় প্রিয় পাত্র; একদা তিনি শত্রুহস্ত হইতে ডিউকের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন সেই অবধি তিনি তাঁহার এইরূপ বিশ্বস্ত ও প্রিয় সহচর হইয়া উঠিয়াছেন।

ডিউক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঐ আসনগুলি খালি পড়িয়া রহিয়াছে কেন?"

লে-গ্লোরিও। ঐ আসন দু'খানি হিমবারকোর্ট ও কমিন্সের জন্য রহিয়াছে; তাঁহারা উভয়ে এতদূর মৃগয়ানুরক্ত যে, তাঁহারা মৃগয়ামোদে আহার পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন।

ইত্যবসরে হিমবারকোর্ট ও কমিন্স উভয়ে আসিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ ভাবে সম্রাট ও ডিউককে অভিবাদন করতঃ স্ব স্ব আসন পরিগ্রহ করিয়া বিষণ্ণ ভাবে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে ডিউক তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনাদের এরূপ আমোদ-আহ্লাদের সময় এরূপ বিষণ্ণভাবের কারণ কি?"

কমিন্স উত্তর করিলেন—"আমাদের মৃগয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে কাউন্ট ক্রেভিসিয়রের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনি সীমান্ত প্রদেশ হইতে যে সকল সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, স্বয়ং আপনার নিকট তাহা প্রকাশ করিবেন।"

সকলেই অতিশয় আগ্রহের সহিত ক্রেভিসিয়রের আগমন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ক্রেভিসিয়র আসিয়া উপনীত

হইবামাত্র ডিউক তাঁহাকে ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়! ব্রাবাণ্ট ও লিজের সংবাদ কি? আপনার আগমন-সংবাদে আমাদের আমোদ-আহ্লাদ একবালে অন্তর্হিত হইয়াছে; কি সংবাদ শীঘ্র প্রকাশ করুন। যদি লিজবাসিগণ অস্ত্র ধারণ করিয়া থাকে, তবে আমাদের মহামান্য সম্রাটের সহিত পরামর্শ করিয়া উপযুক্ত প্রতিবিধানে যত্নবান্ হইব।"

ক্রেভিসিয়ার। সংবাদ? অতিশয় ভীষণ সংবাদ! আমি কোনরূপে সহায়তা করিয়াও বিশপকে রক্ষা করিতে পারিলাম না। উইলিয়ম-ডি-লা মার্ক লিজবাসিগণের সহিত যোগদান করিয়া বিশপকে হত্যা করিয়াছে।

ডিউক শুনিয়া চমকিত হইয়া কহিলেন—"হত্যা! আপনি অলীক সংবাদে প্রতারিত হইয়াছেন; বিশপের হত্যা অসম্ভব!"

ক্রেভিসিয়ার। প্রভু! এ সংবাদ অলীক নহে; সম্রাটের জনৈক শরীররক্ষক স্কটিস যুবক তথায় উপস্থিত থাকিয়া উইলিয়মের আদেশ সংঘটিত বিশপের হত্যাকাণ্ড স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আমি তাঁহার নিকট হইতে এ সংবাদ শ্রবণ করিয়াছি।

ডিউক শুনিবামাত্র ক্রোধে ভূতলে পদাঘাত করিয়া আদেশ করিলেন—"সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া ফেল, কাহাকেও বাহির হইতে দিও না; সৈন্যগণ! অসি উন্মুক্ত কর।" এই বলিয়া তিনি সম্রাটের দিকে পরুষকটাক্ষে চাহিয়া আপন অসি স্পর্শ করিলেন!

সম্রাট লুই তাঁহার ঈদৃশ ভাব দর্শনে অণুমাত্র বিচলিত না হইয়া গম্ভীর বদনে কহিলেন—"ভ্রাতঃ, এই দুঃসংবাদে তোমার বুদ্ধিভ্রংশ হইবার উপক্রম হইয়াছে।"

ডিউক শুনিয়া কর্কশ স্বরে কহিলেন—"না! তাহারা আমার প্রতিহিংসা উদ্দীপিত করিয়াছে। ভ্রাতৃঘাতক! পিতৃদ্রোহী! প্রজাপীড়ক! বিশ্বাসঘাতক! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, আপনি এক্ষণে আমার করতলগত।"

সম্রাট। বরং আমার নির্বুদ্ধিতাকে ধন্যবাদ দাও।

সম্রাটকে অণুমাত্র বিচলিত হইতে না দেখিয়া ডিউকের হস্ত যেন অসি-কোষে আবদ্ধ হইয়া রহিল। তিনি আর অসি নিষ্কোষিত করিতে পারিলেন না।

এ দিকে ডিউকের আদেশ মাত্র হলের দ্বারগুলি ঝন্ ঝন্ শব্দে অর্গলবদ্ধ ও রক্ষিবর্গ দ্বারা সুরক্ষিত হইল। উপস্থিত স্বল্পসংখ্যক ফরাসী রাজপুরুষ সম্রাটের রক্ষার্থ আসন ত্যাগ করিয়া সম্রাটকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

ডুনয় প্রথমতঃ ডিউককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"ডিউক! আপনি যে ফ্রান্সের অধীন, আর আমরা এক্ষণে আপনার ভবনে অতিথি, তাহা কি আপনি বিস্মৃত হইয়াছেন? যদি আপনি আমাদের সম্রাটের বিরুদ্ধে হস্তোত্তোলন করেন; তাহা হইলে আমরা অন্ততঃ মৃতকল্প পিপীলিকার ন্যায় দংশনে পরাঙ্মুখ হইব না। আমরা বর্গণ্ডীতে যে পরিমাণে মদিরা পান করিয়াছি, সেই পরিমাণে বর্গণ্ডীর রুধির পান করিব। আলিয়ান্স! ফরাসি ভদ্রব্যক্তিগণ! সাহস অবলম্বন করিয়া ডুনয়ের পার্শ্বে সমাগত হউন, ডুনয়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করুন।"

শ্রবণ মাত্র সম্রাটের পক্ষীয় কয়েকজন ডুনয়ের পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। লর্ড ক্রফোর্ড বৃদ্ধবয়সেও যুবজনোচিত সাহস ও ক্ষিপ্রকারিতার সহিত জনতা ভেদ করিয়া সম্রাট ও ডিউকের মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইয়া শুভ্র মস্তক হইতে শিরস্ত্রাণ উন্মোচন করিলেন। তাঁহার শুষ্ক ও মলিন গণ্ড আরক্ত হইয়া উঠিল। নিষ্প্রভ নয়ন হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। তিনি দক্ষিণ হস্তে অসি নিষ্কোষিত করিয়া জলদগম্ভীর স্বরে হলের অভ্যন্তরভাগ প্রতিধ্বনিত করিয়া সদর্পে বলিলেন—"আমি ইঁহার পিতা ও পিতামহের জন্য সংগ্রামে অস্ত্রধারণ করিয়াছি। পরিণাম যাহাই ঘটুক না কেন, এ ক্ষেত্রেও অস্ত্রধারণে পশ্চাৎপদ হইব না।"

ডিউক তখনও অসিমূলনিবদ্ধহস্তে দণ্ডায়মান, যেন সমরানল প্রজ্বালনে উদ্যত। এমন সময়ে ক্রেভিসিয়ার ক্ষিপ্রবেগে অগ্রসর হইয়া ডিউককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"প্রভু! ক্রোধ সংবরণ করুন, অতিথি-শোণিতে ভবন কলঙ্কিত করিবেন না। বিশেষতঃ সম্রাট! এক হত্যার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য অধিকতর গুরু পাপজনক হত্যাকার্য্যের অনুষ্ঠানে স্বীয় ভবন কলুষিত করিবেন না। আর ফরাসী ভদ্র মহোদয়গণ! আপনাদেরও প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্পূর্ণ বিফল ও অনর্থক; উহা আপনাদের

ধ্বংসেই পর্য্যবসিত হইবে, সুতরাং এই রক্ত-পিপাসু প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে নিরত হউন।"

সম্রাট দেখিলেন এই দ্বন্দে তাঁহার ও তাঁহার পক্ষীয়গণের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং তিনি এই বিপৎকালে উত্তেজিত না হইয়া স্থির ও প্রকৃতিস্থ ভাবে কহিলেন—"লর্ড ক্রেভিসিয়ার সৎ-বিবেচনার কথা বলিয়াছেন। ডিউক-অফ অর্লিয়ান্স। ডুনয়! লর্ড ক্রফোর্ড! আপনারা শান্ত হউন; হঠাৎ ক্ষিপ্রকারিতায় আপন আপন সর্ব্বনাশ সাধন করিবেন না। প্রিয় ভ্রাতা ডিউক অফ-বর্গণ্ডী তাঁহার অতি নিকট আত্মীয় বিশপ-অফ-লিজের হত্যা সংবাদে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। বিশপের মৃত্যুতে আমরাও সাতিশয় শোকসন্তপ্ত হইয়াছি। ঈর্ষাপরতন্ত্র প্রজাগণ প্রিয় ভ্রাতা ডিউক-অফ-বর্গণ্ডীর হৃদয়ে আমাদের বিরুদ্ধে বৃথা সন্দেহ উৎপাদন করিয়া দিয়াছে; কিন্তু বাস্তবিক আমরা এই হত্যাকাণ্ডে কোনরূপে লিপ্ত নহি; যদি ডিউক অলীক সন্দেহ-বশে তাঁহার আত্মীয় ও তাঁহার সম্রাটকে এই স্থানে হত্যা করেন, তাহাতে আমাদের ভাগ্যে অপযশ ঘটিবে না, কিন্তু আপনাদের এই রূপ উত্তেজনা বিশেষ দোষের আকার পরিণত হইবে; সুতরাং আমি আপনাদের সম্রাটরূপে ও আপনাদিগকে আমার বিশ্বস্ত, বশীভূত ও হিতৈষী কর্ম্মচারিজ্ঞানে আদেশ করিতেছি—'আপনারা শান্তভাবে অবস্থান করুন, এবং আবশ্যক হইলে স্ব স্ব অস্ত্রত্যাগ করিতে প্রস্তুত থাকুন।"

লর্ড ক্রফোর্ড সম্রাটের ইচ্ছা ও আদেশানুসারে স্বীয় অর্দ্ধোন্মুক্ত অসি কোষবদ্ধ করিয়া ধীরভাবে কহিলেন—"প্রভু! সত্য বটে।"

ডিউক অফ-বর্গণ্ডী এতক্ষণ ভূমিসংসক্ত লোচনে দণ্ডায়মান ছিলেন, এক্ষণে বিদ্রূপ স্বরে কহিলেন—"ক্রেভিসিয়ার! আপনি বেশ বলিয়াছেন; ফরাসী ভদ্র ব্যক্তিগণ! আপনারা সকলে অস্ত্রত্যাগ করুন; আপনাদের প্রভু শান্তিভঙ্গ করিয়াছেন, দাতা লুইয়ের অস্ত্রত্যাগ ইচ্ছা করি না।"

ডুনয় ও ক্রফোর্ড কহিলেন—"সম্রাটের আদেশ ব্যতীত আমরা অথবা আমাদের পক্ষীয় কেহই অস্ত্র ত্যাগ করিবে না।"

সম্রাট শুনিয়া কহিলেন—"ডুনয়! আপনার অতি সৎ সাহস। লর্ড ক্রফোর্ড। আপনি সুবিজ্ঞ, কিন্তু আপনাদের এইরূপ নির্ব্বন্ধপূর্ণ হিতৈষিতায় আমার পক্ষে সুফলের পরিবর্ত্তে অতিশয় কুফল উৎপন্ন করিবে। এই বর্গণ্ডী-বাসিগণ আমাদের সকলকে রক্ষা করিবেন। সুতরাং আমি আদেশ করিতেছি, আপনারা সকলে অচিরে অস্ত্রত্যাগ করুন।"

সম্রাট এইরূপ দেশকালপাত্রোচিত ব্যবহারে বিশেষ বিবেচনার কার্য্য করিলেন, নতুবা তিনি তাঁহার স্বল্পসংখ্যক সহচরগণ সহ নিমেষ মধ্যেই নিহত হইতেন—অথচ তাঁহার এই সময়োচিত ব্যবহারে তাঁহার নীচত্ব বা ভীরুতা প্রকাশিত হইল না, তিনি কেবল মাত্র ডিউকের ক্রোধ পরিহার করিলেন মাত্র; অথচ সাহসী ব্যক্তি যেরূপ বাতুলের ভীতিব্যঞ্জক আকার-ইঙ্গিত নিভয় ও প্রশান্তভাবে দর্শন করিয়া থাকে, তিনিও সেইরূপ ডিউকের এইরূপ ক্রোধ-ব্যঞ্জক আস্ফালন সত্ত্বেও তাঁহার দিকে নির্ভীক ও প্রশান্তভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন।

লর্ড ক্রফোর্ড সম্রাটের আদেশানুসারে ক্রেভি-সিয়ারের হস্তে স্বীয় অসি প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন—"এই আমার অসি গ্রহণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করুন।"

ডিউক-অফ বর্গণ্ডী অত্যধিক-রোষ-বিজড়িত-রুদ্ধস্বরে কহিলেন—"আপনার অস্ত্র গ্রহণ করুন, আপনারা যে অস্ত্রধারণ করিবেন না প্রতিশ্রুত হইলেন, ইহাই যথেষ্ট; আর লুই! আপনি যতক্ষণ না বিশপের হত্যাকাণ্ডে আপনারা নির্দ্দোষিত প্রমাণ করিতে পারিবেন, ততক্ষণ আপনি আমার নিকট বন্দী। যাও, ইঁহাকে আল হারবাটের টাওয়ারে লইয়া যাও; ইঁহার পক্ষীয় ছয়জন মাত্র ইঁহার সহিত তথায় থাকিতে পারিবেন। লর্ড ক্রফোর্ড! আপনার সহচরগণ দুর্গ পরিহার করিয়া স্থানান্তরে অন্যত্র অব-স্থিতি করিবে। নগরের চারিদিক ও দুর্গদ্বার রুদ্ধ কর ও চতুর্দ্দিকে আমার কৃষ্ণবর্ণ ওয়ালুন সৈন্যগণ দ্বারা প্রহরিসংখ্যা ত্রিগুণিত কর। সহরময় সৈন্যগণ নিয়ত পরিক্রমণ করুক; দেখিও, সম্রাটের যেন কোন অনিষ্ট না ঘটে।"

এই বলিয়া ডিউক সম্রাটের দিকে পরুষ কটাক্ষে চাহিয়া ক্ষিপ্রভাবে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ডিউক কক্ষ হইতে প্রস্থান করিবামাত্র সম্রাট চারিদিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"মহাশয়গণ!

আত্মীয়ের মৃত্যু-শোকে ডিউক নিতান্ত অধীর হইয়াছেন বটে, কিন্তু আমার বিশ্বাস, আপনারা আপনাদের সম্রাটের প্রতি কর্ত্তব্য বিস্মৃত হয়েন নাই।"

এ দিকে রাজপথে সৈন্যগণের আহ্বানসূচক ঢক্কা ও তূর্য্যধ্বনি হইতে লাগিল।

ক্রেভিসিয়র সম্রাটকে প্রত্যুত্তরে কহিলেন—"আমরা বর্গণ্ডীর প্রজা এবং তদনুরূপ কর্ত্তব্য পালন করিব এবং আমাদের আশা, প্রার্থনা ও চেষ্টা যে, আপনার সহিত আমাদের প্রভুর সদ্ভাব সংস্থাপন হয়, তবে আপাততঃ প্রভুর আদেশ পালন করিতে হইবে। আপনি ছয়জন সহচর নির্ব্বাচন করিয়া আমার সহিত আগমন করুন।"

তদনুসারে সম্রাট ওলিভার, ব্যালাফ্রে, ট্রিষ্টান ও তাহার দুইজন অনুচর ও গ্যালিওটীর সহিত ডিউক-নির্দ্দেশিত টাওয়ারে গমনার্থ ক্রেভিসিয়রের অনুগমন করিলেন।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

অনিশ্চিত

চল্লিশ জন সশস্ত্র রক্ষী জ্বলন্ত মশাল হস্তে সম্রাট লুইকে বেষ্টন করিয়া পেরোণ হইতে হারবার্ট টাওয়ারে লইয়া যাইল। সম্রাট যখন সেই গভীর অন্ধকারময় নির্জ্জন অন্ধকূপ সদৃশ কারাগৃহে প্রবেশ করিলেন,যেন এক অশরীরী বাণী তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল—"সকল আশা নির্ম্মূল হইল"—কারাগৃহের আকার দর্শনে হয় ত সম্রাটের মনে উদয় হইল, তিনি নিরপরাধে বা সামান্য সন্দেহমাত্রে কতশত ব্যক্তিকে চিরজীবন তরে এইরূপ অন্ধকূপে নিক্ষেপ করিয়াছেন, বুঝি তাঁহার সেই পাপের এই প্রায়শ্চিত্ত। সম্রাট পূর্ব্বদিবস সন্ধ্যাকালে এই টাওয়ার দর্শনে হঠাৎ বিচলিত হইয়া আপন ভাগ্য সম্বন্ধে একরূপ সন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন; এক্ষণে সেই সংশয় নিশ্চয় হইয়া-উঠিল। ভাগ্যচক্রের কি অদ্ভুত আবর্ত্তন! হয়ত ডিউক অফ-বর্গণ্ডী তাঁহাকে এরূপ অসহায় অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া ভীষণ জিঘাংসা বৃত্তি সাধন করিবে।

সম্রাট কারাকক্ষে গমন করিতে করিতে দেখিলেন, তাঁহার কয়েকজন স্কটিস শরীর-রক্ষক রক্তাক্ত-দেহে ভূতলে পতিত রহিয়াছে। সম্রাট তদ্দর্শনে নিতান্ত ক্ষুব্ধভাবে বলিয়া উঠিলেন—"হা ভাগ্য! তোমাদের এই অবস্থা! বোধ হয় অন্যায় ভাবে না হইলে কখনই তোমাদের এরূপ শোচনীয় পরিণাম সংঘটিত হইত না।"

কারাধ্যক্ষ আসিয়া সুবৃহৎ কারাকক্ষদ্বার উন্মুক্ত করিল। সম্রাট পূর্ব্বোক্ত নিজ নির্ব্বাচিত ছয়জন সহচরসহ মশালের আলোকে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। বহু দিবস এই কক্ষ জনসমাগমশূন্য ও পরিত্যক্ত অবস্থায় পতিত থাকায় উহা এক্ষণে পেচক ও কম্বপক্ষের আবাস গৃহে পরিণত হইয়াছে; সুতরাং উহারা অদৃষ্টপূর্ব্ব মশালের আলোক দর্শনে ত্রস্ত, বিস্মিত ও গৃহমধ্যে উড্ডীয়মান হইয়া মশালের উপর বারংবার পতিত হইয়া আলোক নির্ব্বাপিত করিবার উপক্রম করিতে লাগিল। কারাধ্যক্ষ কারাগৃহের এইরূপ অবস্থা-দর্শনে সম্রাটের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিতে লাগিলেন—"সময়ের অল্পতাবশতঃ এই কক্ষের আপনার আবাসোপযোগী সংস্কার করিতে পারি নাই। প্রায় বিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে সম্রাট চার্লস-দি-সিম্পল এই কক্ষে অবস্থান করিয়াছিলেন, আর তৎপরে অদ্য আপনার এখানে পদার্পণ হইয়াছে।"

সম্রাট। বেশ! বেশ! তবে আমার পূর্ব্বপুরুষ এই কক্ষে নিহত হইয়াছিলেন! এই যে কাষ্ঠনির্ম্মিত মেঝের উপর রক্তচিহ্ন রহিয়াছে।

"চলুন, এই কক্ষের পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে আপনার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে," এই বলিয়া কারাধ্যক্ষ সম্রাটকে পার্শ্ববর্ত্তী সজ্জিত কক্ষে লইয়া গেল।

সম্রাট ক্রেভিসিয়রের হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লর্ড ক্রেভিসিয়র! ডিউক আমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবেন বলিয়া আপনার বিশ্বাস? তিনি আমাকে অধিক দিন বন্দিভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার আশা করিতে পারেন না।"

ক্রেভিসিয়র। সে বিষয়ে আপনি উপযুক্ত বিচারক। তবে আমার প্রভু অতিশয় সদাশয়, তিনি কোনরূপ নীচতা অবলম্বন করিতে পারিবেন না, বরং ন্যায়পরতা ও মহানুভবতাই প্রকাশ করিবেন।

তবে আমি এখন চলিলাম; আপনার সহচরগণ পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে শয়ন করিবেন।

সম্রাট। তাঁহাদের জন্য আপনার ব্যস্ত হইবার আবশ্যকতা নাই। তাঁহারা ক্লেশসহিষ্ণু, সকল কষ্টই তুচ্ছজ্ঞান করেন; তবে আমি আবশ্যক মত তাঁহাদের সহিত কথোপকথনের আদেশ প্রার্থনা করিতেছি।

ক্রেভিসিয়ার। সে বিষয়ে আমার প্রভুর আপত্তি নাই।

সম্রাট। আপনার প্রভু এক্ষণে আমার প্রভু, যথার্থই সদয় প্রভু! আমার রাজ্য এক্ষণে সঙ্কীর্ণ ভাব ধারণ করিয়া একটি মাত্র জীর্ণ ও পুরাতন দালান ও শয়নগৃহে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু এত সঙ্কীর্ণ হইলেও আমি আমার যে প্রজাগণের নিমিত্ত শ্লাঘান্বিত, তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট বিস্তৃত।"

ক্রেভিসিয়ার বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত প্রহরিগণের গভীর পদশব্দ শ্রবণ-গোচর হইতে লাগিল। পরক্ষণে সকলই নীরব, কেবল কারাদুর্গের পাদদেশে প্রবহমান সোমনদীর কল কুল নাদ মধুর অস্ফুট ভাবে রজনীর নীরবতা ভঙ্গ করিতেছে।

ক্রেভিসিয়ার প্রস্থান করিলে সম্রাট স্বীয় সহচরগণকে কহিলেন—"আপনারা সকলে ঐ দালানে যাইয়া বিশ্রাম করুন, কিন্তু কেহই নিদ্রিত হইবেন না। সকলেই প্রস্তুত হইয়া থাকিবেন, কারণ, অদ্য রাত্রে হয় ত বিশেষ আবশ্যক কর্ত্তব্য সমাহিত হইতে পারে।"

সম্রাটের আদেশানুসারে সকলে দালানে প্রবেশ করিয়া নিতান্ত ক্লিষ্ট ও নিরাশভাবে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

সম্রাট ভীষণ মর্ম্মযন্ত্রণায় স্বীয় শয়নকক্ষে পদচারণা করিতে করিতে কখন বা স্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান হইয়া হস্তে হস্তসংঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শয়নকক্ষের পার্শ্বেই চার্লস-দি-সিম্পলের হত্যাগৃহ—মধ্যস্থলে একটি দ্বার ব্যবধান। তিনি সেই দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া উক্ত হত্যা-গৃহের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া স্বগত ভাবে কহিতে লাগিলেন—"চার্লস-দি-সিম্পল! চার্লস-দি-সিম্পল! ভাবী বংশাবলী একাদশ লুইকে কি আখ্যা প্রদান করিবে? কারণ, সম্ভবতঃ শীঘ্রই লুইয়েরও হত্যারক্ত তোমার ঐ শুষ্ক হত্যারক্তকে পুনর্ব্বার নূতনবর্ণে রঞ্জিত করিবে। নির্ব্বোধ লুই! অর্ব্বাচীন লুই! আহাম্মক লুই! উদ্‌ভ্রান্ত লুই! এ সকল বিশেষণ আমার নির্ব্বুদ্ধিতার যথেষ্ট পরিচায়ক নহে। কলহ-প্রিয় ও শোণিতলোলুপ লিজবাসিগণ যে শান্তভাবে থাকিবে, পাশবপ্রকৃতি উইলিয়ম্ যে তাহার পাশবিক বলপ্রয়োগ ও নৃশংসাচরণে প্রতিহত হইবে, আমি যে ডিউক-অফ-বর্গণ্ডীর সহিত ন্যায়ানুমোদিত বাদানুবাদে কৃতকার্য্য হইতে পারিব, এ সকল চিন্তাই আমার পক্ষে বিষম নির্ব্বোধের কার্য্য হইয়াছে; কিন্তু কপটাচারী গ্যালিওটী ও কার্ডিনাল ব্যালুও এ যাত্রা নিষ্কৃতি পাইবে না। আমি এই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইলে কার্ডিনালের মস্তক ছিন্ন করিব; আর বিশ্বাস-ঘাতক গ্যালিওটীর মস্তকও আমার মুষ্টির ভিতর! আমি এখনও যথেষ্ট পরিমাণে সম্রাট। এখনও এই কারাকক্ষ আমার বিস্তৃত সাম্রাজ্য, এই কপটভাষী নক্ষত্রদর্শী মিথ্যাবাদী প্রতারকের ছলনায় আমি বন্দী হইয়াছি। দেখি, ইহাদের উভয়ের সংযোগের ফল কি হয়। উপস্থিত এক্ষণে আমার দেবাপদে উপাসনা আবশ্যক।"

এই বলিয়া তিনি কারাগৃহে অবস্থিত ক্রসের সম্মুখে জানুপরি উপবেশন করিয়া করযোড়ে ও ভক্তি-গদ্গদ-বাক্যে যীশুমাতা মেরিকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন—"দয়াময়ী জননি! তুমি সর্ব্বশক্তিমতী ও সর্ব্বত্র বিদ্যমানা, আমি পাপী। মাগো! আমার প্রতি কৃপাকটাক্ষে চাও; এই লৌহময় দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দাও; এই পরিখা শুষ্ক ও সমতল করিয়া আমাকে জননীর ক্রোড়ে শিশুর ন্যায় ক্রোড়ে লইয়া এই বিপদ হইতে রক্ষা কর! মা! অদ্য রাত্রে আমি একটি কার্য্য সমাধা করিব; কিন্তু ইহা পাপকার্য্য নহে, তবে ইহা গুপ্তভাবে সম্পাদ্য ন্যায়-বিচার কার্য্য। পাপিষ্ঠ আমার সহিত প্রতারণা করিয়াছে, তাহাকে রক্ষা করা উপযুক্ত নহে। আমি পৃথিবীকে তাহার পাপভার হইতে মুক্ত করিব; সে সয়তান-শিষ্য ঐন্দ্রজালিক। জননি! আমায় সহায়তা করুন, আমার শ্যাম্পেন দেশ আপনার নামে উৎসর্গ করিব।"

যীশুমাতার প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে ভক্তিভাবে এইরূপ প্রার্থনা করিয়া তাঁহার হৃদয়ে বলসঞ্চার হইলে, তিনি ব্যালাফ্রেকে স্বীয় কক্ষে আগমন করিবার জন্য

আহ্বান করিলেন এবং ব্যালাফ্রে প্রবেশ করিলে, তিনি তাঁহাকে বলিলেন—"আপনি আমার বহুদিনের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ; কিন্তু আপনার ততদূর গৌরবজনক পদোন্নতি হয় নাই। আমরা এখানে এমন এক বিষয়ে জড়িত যে, হয় ত আমার মৃত্যু পর্য্যন্ত সং হইতে পারে ; কিন্তু তথাপি আমি আপনাকে পুরস্কৃত ও একজন শত্রুকে শাস্তি প্রদান করিব ; সেই শত্রু বিশ্বাসঘাতক নরাধম গ্যালিওটী, যে আমাকে চাতুরী-পূর্ণ মিথ্যা বাক্যে প্রলোভিত করিয়া আমার ধ্বংস সাধনোদ্দেশ্যে আমায় এই ভীষণ শত্রুর কবলে আনয়ন করিয়াছে ; আমি তাহাকে এখানে আসিতে আদেশ করিয়াছি। সে আসিবামাত্র আপনি তাহার পঞ্চম পঞ্জরাস্থি ভেদ করিবেন।"

ব্যালাফ্রে। আমি অসি হস্তে সম্মুখ-সংগ্রামে ন্যায়যুদ্ধে সিংহবিক্রমে শত্রুশির ছিন্ন করিতে পারি। কিন্তু এরূপ গুপ্ত হত্যাকার্য্যে আমি নিতান্ত বিমুখ ; কারণ, ইহা স্কটিস বীরগণের বীরধর্ম্মের রীতিবিরুদ্ধ। আপনার প্রভোষ্ট মার্শাল ট্রিষ্টান তাহার দুইজন অনুচরসাহায্যে এ কার্য্য আপনার কথিত উপায়ে সম্পন্ন করিতে পারিবে।

সম্রাট। বেশ! ইহা অতি উত্তম পরামর্শ! তবে গ্যালিওটী যখন কক্ষে প্রবেশ করিবে, আপনি তখন অস্ত্রধারণ করিয়া প্রবেশদ্বার রক্ষা করিবেন। আপনি যাইয়া প্রভোষ্ট-মার্শ্যালকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিন।

ব্যালাফ্রে তৎক্ষণাৎ যাইয়া প্রভোষ্ট-মার্শ্যাল ট্রিষ্টানকে সম্রাটের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

ট্রিষ্টান আসিবামাত্র সম্রাট তাহাকে কহিলেন—"আপনি এক্ষণে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় কিরূপ বিবেচনা করেন?"

ট্রিষ্টান। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীর ন্যায়—তবে ডিউকের প্রত্যাদেশ হইলে আমরা মুক্তিলাভ করিতে পারি।

সম্রাট বিকট হাস্য করিয়া কহিলেন, "মুক্তিলাভ হউক বা না হউক, তজ্জন্য চিন্তা নাই, তবে যে পাপিষ্ঠের ছলনার আমরা এই অভাবনীয় বিপজ্জালে জড়িত হইয়াছে, তাহার সমুচিত দণ্ডবিধান আবশ্যক। আপনি শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতে প্রস্তুত আছেন কি না?"

ট্রিষ্টান। আপনার আদেশ পালনে, আমার প্রাণ পর্য্যন্ত পণ। আমার অনুচরদ্বয় ট্রয়-এসচিলিস ও পেটিট এণ্ডি, আমার বিশ্বস্ত ও আমার কার্য্যে সহায়তা করিবে। আমরা সকলেই আপনার সহিত জীবন ধারণ বা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ; এক্ষণে কি কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে, স্পষ্টাক্ষরে আদেশ করুন।

সম্রাট। তবে শ্রবণ করুন। সেই পাপিষ্ঠ গ্যালিওটী! তাহার জন্যই আমাদের এই বিপদ ; যাহা হউক, ঐ বুঝি পাপিষ্ঠ আসিতেছে, আপনি তবে প্রস্তুত হউন ; আমি আর একবার পাপিষ্ঠের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি। পাপিষ্ঠ আমার কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র, আমি যদি এইমাত্র সঙ্কেতবাক্য উচ্চারণ করি—"উপরে ঈশ্বর আছেন" তবে আপনি তৎক্ষণাৎ আপনার কর্ত্তব্য সমাধা করিবেন ; আর যদি আপনি আমাকে এরূপ উচ্চারণ করিতে শ্রবণ করেন 'শান্তিতে চলিয়া যান' তবে বুঝিবেন, আমার মত-পরিবর্ত্তন হইয়াছে।"

ট্রিষ্টান। কার্য্য সমাধা হইলে তাহার দেহ সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা হইবে?

সম্রাট। (চারিদিকে দেখিয়া) এই জানালা দিয়া সোমনদীগর্ভে নিক্ষেপ করিলেই নির্ব্বিবাদে সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে।

"বেশ তাহাই সুপরামর্শ"—এই বলিয়া ট্রিষ্টান সম্রাটের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণান্তর তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সহচরদ্বয়ের সহিত মৃদুস্বরে সম্রাটের আদেশ পালন সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অবশেষে স্থির হইল, গ্যালিওটী সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র ট্রিষ্টান তাঁহাকে কথোপকথনে ব্যাপৃত করিয়া অন্যমনস্ক করিয়া রাখিবেন এবং পেটিট এণ্ডি তাঁহার গলদেশে ফাঁস আবদ্ধ করিয়া বিনারক্তপাতে তাহার হত্যাকার্য্য সম্পাদন করিবে। এইরূপে দুইজনে নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যসাধনে প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

—:—

সম্রাট লুই গ্যালিওটীকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিবার জন্য লে-গোরিওকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তদনুসারে লে-গোরিও গ্যালিওটীর অনুসন্ধানে বাহির

হইয়া পেরোণের এক শৌণ্ডিকালয়ে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গ্যালিওটী মুররমণীর ন্যায় বেশধারিণী এক রমণীর সহিত কক্ষের এক নিভৃত স্থানে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। লে-গ্নোরিও তাঁহাদের সন্নিহিত হইবামাত্র রমণী তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইয়া গ্যালিওটীকে কহিল,—"ইহাই যথার্থ সংবাদ, আপনি ইহার উপরে নির্ভর করিতে পারেন," এই কথা বলিয়াই রমণী তৎক্ষণাৎ বিদ্যুদ্‌বেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

লে-গ্নোরিও গ্যালিওটীর সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহার স্বভাবতঃ কৌতুকপ্রিয় স্বভাবের পরিচায়ক স্বরে হাস্যবদনে কহিলেন,—"ভ্রাতঃ, এক প্রহরী অপসৃত হইলে আর এক প্রহরী তৎক্ষণাৎ আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে, এক নির্ব্বোধ প্রস্থান করিলে, আমার ন্যায় আর এক নির্ব্বোধ আসিয়া উপস্থিত হয়, আমি আপনাকে সম্রাটের অভিপ্রায়ানুসারে সম্রাটের নিকট লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছি। তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। আপনি আমার সহিত আগমন করুন।"

গ্যালিওটী কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া লে-গ্নোরিওর সহিত আসিয়া সম্রাটের কক্ষদ্বারে উপনীত হইয়া ত্রিষ্টানের আকার-ইঙ্গিত ও তাহার হস্তস্থিত উদ্বন্ধনরজ্জু দর্শনে সংশয়াকুলিত হৃদয়ে সম্রাটের কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদচ্ছলে বলিল, "সুগ্রহগণ আপনার মঙ্গল বিধান করুন।"

সম্রাট শুনিয়া বলিলেন "আমার বর্ত্তমান বাস গৃহ এক্ষণে কিরূপ ভাবে কোথায় অবস্থিত, আমি কিরূপ প্রহরিবেষ্টিত, এই সকল দেখিয়া আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান্ সহজেই অনুমান করিতে পারেন. আমার সুগ্রহগণ কিরূপ অবিশ্বাসী, আর কুগ্রহগণ তাহাদের সাধ্যানুরূপ কুফলের পরাকাষ্ঠা প্রদান করিয়াছে! গ্যালিওটী! আমাকে এইরূপ বন্দিভাবাপন্ন দেখিয়া কি তোমার অণুমাত্র লজ্জার উদয় হয় না, তখন তোমার বাক্যে নির্ভর করিয়াই এখানে আসিয়া আমি এরূপ অর্ব্বাচীনতার কার্য্য করিয়াছি?"

গ্যালিওটী। আপনিও জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন এবং আপনার দৃঢ় অধ্যবসায়, তবে দুর্ভাগ্যের প্রথম আক্রমণে এতদূর বিচলিত হইয়া অবাস্তবিক ও ছায়াময় বিপদে আপনার পক্ষে সেই গৌরবান্বিত পথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে উদ্যত হওয়া কি লজ্জার বিষয় নহে?

সম্রাট। (সবিস্ময়ে) অবাস্তবিক ও ছায়াময়! তবে এই কারাগৃহ ও কারাবাস কি অবাস্তবিক! আর আমার ঘৃণিত শত্রু বর্গণ্ডীর প্রহরিগণের অস্ত্র-শব্দ এ সকল কি ছায়াময়? বিশ্বাসঘাতক! যদি কারাবাস, সিংহাসনচ্যুতি, জীবনের আশঙ্কা অবাস্তবিক হয়, তবে বাস্তব পদার্থ কি?"

গ্যালিওটী। অজ্ঞতা ও কুসংস্কারই বাস্তবিক মহান্ অনর্থ। রাজগণ যদি প্রভূত রাজশক্তি সত্ত্বেও অজ্ঞতা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়েন, তবে তাঁহারা অন্ধকূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ যতিগণের অপেক্ষা অধিক মুক্ত নহেন। সুতরাং আপনি যদি যথার্থ সুখের পথে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করেন, তবে আপনাকে অবশ্যই আমার উপদেশ শ্রবণ করিতে হইবে।

সম্রাট। এইরূপ দার্শনিক যুক্তির পথেই তোমার উপদেশ আমাকে চালিত করিবে। পেরোণ দুর্গে অবরুদ্ধ ও এমন সুন্দর রাজমুকুট হইতে বঞ্চিত হওয়া অপেক্ষা অধিকতর স্বল্পমূল্যে আমি এরূপ মানসিক উন্নতি লাভ করিতে পারিতাম। যাহা হউক, এখনও সরলভাবে স্বীকার কর যে, তুমি আমায় মিথ্যা আশায় প্রতারিত করিয়াছ। তোমার জ্যোতিষ শাস্ত্র অলীক প্রহেলিকা মাত্র; আর গ্রহগণের শক্তিও নদীজলে প্রতিফলিত ছায়ার ন্যায় নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল, স্মরণ রাখিবে, উপরে ঈশ্বর আছেন।

গ্যালিওটী। আপনি গ্রহশক্তির বিষয়ে সন্দিহান হইতেছেন কেন? দেখুন, চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রজলে জোয়ার উৎপন্ন হইয়া সাগরবক্ষঃ জলোচ্ছ্বাসে কিরূপ স্ফীত হইয়া উঠে, আবার ঐ আকর্ষণের তারতম্যানুসারে জলোচ্ছ্বাস মন্দীভূত হইয়া ভাটায় পরিণত হইয়া থাকে; আপনি ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়া এখানে আসিয়াছেন, তবে এই পথ অতিশয় বন্ধুর ও বিপজ্জনক হইলে সে পথ সহজগম্য করিবার শক্তি আমার পক্ষে কিরূপে সম্ভব? আপনি কি বিদিত নহেন যে, আমাদের ভাগ্যফল যদিও সময়ে সময়ে আমাদের বাসনার প্রতিকুলাচারী, কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে আমাদের মহৎ মঙ্গল সাধন করিয়া থাকে?

সম্রাট। একটি মিথ্যা কথা আমার স্মরণ হইতেছে, তুমি না আমায় বলিয়াছিলে যে, সেই স্কটিস

যুবক আমার স্বার্থ ও সম্মানরক্ষার্থ কোন অসমসাহসিক কার্য্য সম্পাদন করিবে, কিন্তু দেখ, ডিউক-অফ-বর্গণ্ডীর হৃদয়ে কিরূপ ভাবান্তর সংঘটন হইয়াছে এবং তোমার গণনা কিরূপ অলীক।

গ্যালিওটী। অলীক নহে, সম্পূর্ণ সত্য। আমি বলিয়াছিলাম, সেই যুবক কোন প্রার্থনীয় কার্য্যে বিশ্বস্ততার পরিচয় প্রদান করিবে, কোন নিন্দনীয় কার্য্যে সহায়তা করিবে না, ইহা কি সত্য নহে? যদি আপনার সন্দেহ উদয় হয়, তবে হায়রাদীন মগারাবীনকে জিজ্ঞাসা করুন।

ক্রোধে ও লজ্জায় সম্রাটের গণ্ডদেশ আরক্ত হইয়া উঠিল। গ্যালিওটী পুনর্ব্বার কহিল—"আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, নক্ষত্রে যুবক যাত্রা করিয়াছিল, তাহার ফলে যুবকের পথ বিঘ্নসঙ্কুল হইবে, কিন্তু প্রেরকের মঙ্গল ঘটিবে।"

সম্রাট। মঙ্গলের পরাকাষ্ঠা ঘটিয়াছে। অবমাননা ও বন্দিত্ব! ইহা অপেক্ষা আর অধিক মঙ্গল কি হইতে পারে?

গ্যালিওটী। এখনও সেই পরিণাম সংঘটনের কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট আছে। আপনার সেই স্কটিস যুবক আপনার আদেশ পালন করিয়া আপনার যেরূপ উপকার সাধন করিয়াছে, তাহা আপনার মুখেই প্রকাশিত হইবে।

সম্রাট। কি! এতদূর প্রতারণা ও অবমাননা? তুমি বলিতে পার, তোমার মৃত্যুকালের আর কত বিলম্ব আছে?

গ্যালিওটী। আপনার মৃত্যুর ২৪ ঘণ্টা পূর্ব্বে!

সম্রাট। বটে, তোমার এত অল্পক্ষণ পরে?

গ্যালিওটী। দুই এক দিবস ধৈর্য্য ধারণ করিয়া অপেক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন, স্কটিস যুবক সম্বন্ধে আমার ভবিষ্যদ্বাণী সত্য কি না? তাহার অসম-সাহসিকতা হইতে আপনি যথেষ্ট উপকৃত হইবেন, আর আমার যদি মৃত্যু ঘটে, তবে আমার মৃত্যুর অব্যবহিত পরক্ষণ হইতে আপনার মৃত্যুর পূর্ব্ববর্ত্তী ২৪ ঘণ্টাকাল আপনার প্রার্থনা, উপাসনা ও পাপ প্রক্ষালন কার্য্যে অতিবাহিত হইবে।

সম্রাট। বেশ, তুমি এখন শান্তিতে প্রস্থান কর।

গ্যালিওটী নীরবে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রস্থান করিল। সম্রাট ইঙ্গিতে প্রভোষ্ট মার্শালকে তাঁহার গাত্রে হস্তার্পণ করিতে নিষেধ করিলেন। দুঃসাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বলে গ্যালিওটীর জীবন রক্ষা হইল, কিন্তু সম্রাট তাহার প্রতি অভীপ্সিত প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে বঞ্চিত হইয়া সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন।

পরদিন প্রভাতে ডলিভার লি ডেভিসিয়ারের নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করিয়া সম্রাটের কোন আদেশ পালনার্থ দুর্গের বহির্দ্দেশে যাত্রা করিল। সম্রাট পুনর্ব্বার নবীভূত বিশ্বাসে গ্যালিওটীকে স্বীয় সমীপে আহ্বান করাইয়া তাঁহার সহিত গভীর পরামর্শে নিযুক্ত হইলেন।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

অনিশ্চিত

সম্রাট লুই যেরূপ সভয় ও উদ্বিগ্নভাবে রজনী যাপন করিলেন, ডিউক-অফ-বর্গণ্ডীও তদ্রূপ নানারূপ চিন্তাতরঙ্গে ভাসমান হইয়া ক্রোধ, শোক ও বৈরনির্য্যাতনস্পৃহার তীব্র উত্তেজনায় ততোধিক অস্থির ও উৎকণ্ঠিত চিত্তে বিনিদ্র ভাবে রজনী অতিবাহিত করিলেন। তাঁহার হৃদয় যেন অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরির ন্যায় সঙ্ক্ষুভিত হইতে লাগিল। বিশপ-অফ-লিজের হত্যার বিষয় নিরন্তর স্মৃতিপথে জাগরূক থাকায় তিনি সমস্ত রাত্রি যেন উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপ বাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে প্রতিজ্ঞা করিলেন—উইলিয়ম-ডি-লা মার্কের, লিজ-বাসিগণের এবং এই হত্যাকাণ্ডের মূল চক্রীর শোণিতে মৃত বিশপের তর্পণ করিবেন। এইরূপে ক্রোধে, অনাহারে, অব্যবস্থিত ও উত্তেজিত ভাবে, তাঁহার আর এক দিবসও রজনী অতিবাহিত হইল। সকলেই তাঁহার এরূপ ভাবান্তর দর্শনে ভীত হইয়া ভাবিতে লাগিল—পাছে ডিউক বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়া পড়েন।

অনন্তর তৃতীয় দিবসে ডিউক-অফ-বর্গণ্ডীর সচিব ও সদস্যগণের এক মহতী সভার অধিবেশন হইল। ডিউক-অফ-ক্যাম্পো-ব্যাসো প্রস্তাব করিলেন—"শত্রু যখন ডিউকের মুষ্টির ভিতর, তখন এরূপ সুযোগ প্রত্যাখ্যান না করিয়া শত্রু নিপাত করাই

উচিত!" কমিন্স উচ্ছ্বসিত কহিলেন—"সম্রাট যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত বা সহায়তা করিয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না, সম্রাট সম্ভবতঃ প্রমাণ সাহায্যে তাঁহার এ বিষয়ে নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে পারিবেন; সম্রাটের প্রতি কোনরূপ অহিতাচরণে তাহার নিতান্ত কুফল অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং সম্রাটের সহিত সন্ধিস্থাপন করাই সর্ব্বাংশে শ্রেয়স্কর।"

সভাস্থলে বিশপের হত্যাকাণ্ডে সম্রাটের নির্লিপ্ততা সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ হইল। সকলেই স্ব স্ব মতামত প্রদান করিতে লাগিলেন। অবশেষে লর্ড ক্রেভিসিয়ার কহিলেন,—"আমি এরূপ বিশ্বাস করিতে পারি না যে, সম্রাট বিশপের হত্যা অনুমোদন করিয়াছিলেন এবং ইহাও আমি অবগত আছি যে, সম্রাটের একজন অনুচর এই হত্যার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন; আপনি আদেশ করিলে সেই ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে আনয়ন করিতে পারি।"

"ইহা সদযুক্তি বটে! ক্রোধপরবশেও আমরা ন্যায়পথ ও ন্যায়বিচার হইতে স্খলিত হইব না। আপনি সেই ব্যক্তিকে আমার সম্মুখে আনয়ন করিবেন। অদ্য সভা ভঙ্গ হউক; আমি এক্ষণে বেশ-পরিবর্ত্তন জন্য চলিলাম।" এই বলিয়া ডিউক তৎক্ষণাৎ সভাকক্ষ হইতে প্রস্থান করিলেন।

সম্রাটের নিরাপদ অবস্থা ও বর্গণ্ডীর সম্মান এক্ষণে যেন পাশক-ক্রীড়ার উপর নির্ভর করিতে লাগিল। লর্ড হিমবার-কোর্ট লর্ড ক্রেভিসিয়ার ও কমিন্সকে কহিলেন, "আপনারা সত্বর সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে আত্মরক্ষা জন্য দেশ-কালপাত্রোচিত ব্যবস্থা করিতে ও বিশেষরূপে সতর্ক হইতে পরামর্শ দিবেন; আর সম্ভবতঃ তাঁহার সেই শরীররক্ষক স্কটিস যুবক, যুবক হইলেও বিশেষ সাহসী, সতর্ক, পরিণামদর্শী ও কার্য্যতৎপর; সুতরাং বোধ হয়, ডিউকের সম্মুখীন হইলে হতবুদ্ধি হইয়া কোন রূপ অসংলগ্ন ও অযথা বাক্যোচ্চারণে সম্রাটকে অধিকতর বিপদ্‌গ্রস্ত করিবে না।"

ক্রেভিসিয়ার। আমি এই দণ্ডেই সেই স্কটিস যুবক ও কাউন্টেস্-অফ-ক্রয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিব।

হিমবার কোর্ট। আপনি না বলিয়াছিলেন, তাঁহাকে 'সেন্ট-ব্রিজাস' ভাগিনীনিবাসে রাখিয়া আসিয়াছিলেন?

ক্রেভিসিয়ার। ডিউকের আদেশানুসারে তিনি এখানে আনীতা হইয়া এই স্থানেই অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি এক্ষণে তাঁহার আত্মীয় লেডী হেমিলিন ও তাঁহার নিজ অদৃষ্টের বিষয় ভাবিয়া অত্যন্ত অবসাদ-গ্রস্তা হইয়াছেন।

এই বলিয়া ক্রেভিসিয়ার সম্রাটের নিকট গমন করিয়া তাঁহার নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত নিবেদন করিলেন। কাউন্টেস-অফ-ক্রয় ডিউক-অফ্-বর্গণ্ডীর হস্তে নিপতিত হইয়াছেন জানিয়া সম্রাট অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন; কমিন্সের সহিত সম্রাটের নানারূপ কথোপকথন হইল। কমিন্স নানা প্রসঙ্গের পর কহিলেন "ডিউক সম্ভবতঃ এই সকল বিদ্রোহ দমনে আপনার সাহায্য প্রার্থনা করিবেন এবং আপনার সমক্ষেই বিদ্রোহিগণের প্রতি দণ্ড বিধান করিবেন।"

সম্রাট। তাহারা নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য করিয়াছে, সুতরাং আমি তাহাদিগকে রক্ষা করিতে যত্নবান্ হইব না, তাহাদের সমুচিত শাস্তিবিধান হওয়াই উচিত। আমি তাহাদের জন্য কাহারও সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইতে পারিব না। আর এক কথা, আমার কন্যা জোয়ানের সহিত ডিউক-অফ আর্লিয়ান্সের পরিণয়সম্বন্ধসংস্থাপন আমার দিবসের চিন্তা ও রাত্রে স্বপ্নের বিষয় হইয়াছে। আমি এ সম্বন্ধ কখনই ত্যাগ করিতে পারিব না। আমি স্বহস্তে আমার র ক কৌশলজালের উচ্ছেদ বা এই ভাবী দম্পতির দাম্পত্য সুখের উচ্ছেদসাধন করিতে পারিব না।

কমিন্স। তাহারা কি পরস্পরের প্রতি বিশেষ আসক্ত?

সম্রাট। একজন অবশ্য আসক্ত বটে, কিন্তু অপরটির জন্য আমি অতিশয় উৎকণ্ঠিত রহিয়াছি। লর্ড কমিন্স! আপনি হাস্য করিতেছেন বটে, বোধ হয় প্রণয়ের বেগ কিরূপ প্রবল, আপনার সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা নাই।

কমিন্স। প্রণয় ব্যাপারে আমার ততদূর বোধা-বোধ নাই সত্য।

কমিন্স। সে কথা অনেকটা সত্য বটে; কারণ, আমি ডিউক-অফ্-আর্লিয়ান্সের সহিত কাউন্টেস্-অফ্-ক্রয়ের প্রস্তাবিত বিবাহ সম্বন্ধে আপনার মতামত জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, কিন্তু

আবার ভাবিলাম, কাউণ্টেস যখন অন্য এক জনের প্রতি প্রণয় স্থাপন করিয়াছেন, তখন ডিউকের সহিত বিবাহে তাঁহারা উভয়েই সুখী হইতে পারিবেন না।

সম্রাট শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুণ্ণভাবে বলিলেন, "সত্য বলিতে কি, ডিউক আমার কন্যা জোয়ানকে যদিও ঘৃণাচক্ষে দেখিয়া থাকেন, তথাপি তিনি নিশ্চয়ই জোয়ানের সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইবেন; সুতরাং কাউণ্টেসের সহিত ডিউকের বিবাহের ততদূর সম্ভাবনা নাই।"

কমিন্স। আমি লর্ড ক্রেভিসিয়ারের নিকট হইতে শুনিয়াছি যে, কাউণ্টেস এক যুবকের প্রতি উন্মাদভাবে প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়াছেন; এমন কি, সেই যুবক পথে কাউণ্টেসের বিলক্ষণ সুহৃদের কার্য্য করিয়াছেন।

সম্রাট। আমার সেই শরীররক্ষক স্কটিস তীরন্দাজ! যাহার নাম কুইনটিন ডারওয়ার্ড।

কমিন্স। কুইন্‌টিন ও কাউণ্টেস উভয়ে একত্র ভ্রমণ কালে বন্দিরূপে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

সম্রাট। গ্যালিওটি গণনা করিয়া বলিয়াছিল যে, এই যুবকের ভাগ্য আমার ভাগ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট; সুতরাং যদি কাউণ্টেস বর্গণ্ডীর ইচ্ছার প্রতিকূলাচরণ করিয়া কুইনটিনের প্রতি এরূপ অনুরক্ত হয়, তাহা হইলে কুইন্‌টিনের দ্বারা আমার বিশেষ অভীষ্টসিদ্ধি হইবে। সে যাহা হউক, আপনি কি আপনার প্রভুর যথার্থ মনোভাব নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন?

কমিন্স। তাঁহার মনোভাব ঠিক যেন প্রবহমান জলস্রোতের ন্যায় প্রতিহত না হইলে প্রশান্তভাবে প্রবাহিত হয়; আর কখন কোন্ সূত্রে যে সে ভাবের বিকৃতি হয়, তাহা নির্দ্ধারণ করা অতি কঠিন। আর এক নূতন সংবাদ, উইলিয়ম-ডি-লা-মার্ক কাউণ্টেস হেমিলিনের পাণিগ্রহণ করিয়াছেন।

সম্রাট। সে বৃদ্ধা রমণী এই বৃদ্ধ বয়সে বিবাহের জন্য উন্মাদিনীর ন্যায় হইয়াছিল। এমন কি, সয়তানকেও পতিত্বে বরণ করিতে উদ্যত; সে যাহা হউক, উইলিয়ম-ডি-লা-মার্ক এই কামুকী বৃদ্ধাকে বিবাহ করিয়া নিতান্ত পশুভাবের পরিচয় প্রদান করিয়াছে।

কমিন্স। এরূপ জনশ্রুতি যে, উইলিয়মের নিকট হইতে এক জন দূত আসিতেছেন; তাঁহার বার্ত্তা শ্রবণে ডিউক হয় ত ক্রোধে অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিবেন।

সম্রাট। আমি এরূপ নির্ব্বোধের ন্যায় শূকরের সম্মুখে মুক্তা ছড়াইতে অগ্রসর হইব না। তাহাদের কোন প্রমাণই সম্ভবতঃ গ্রাহ্য হইবে না।

কমিন্স সম্রাটের নিকট বিদায় গ্রহণার্থ গাত্রোত্থান করিয়া প্রস্থানে উদ্যত হইয়া কহিলেন—"যাহা হউক, আপনি এক্ষণে সর্ব্বদা আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকিবেন এবং কালোচিত ভাবে বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন এবং আপনার বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় গ্রাহ্য না করিয়া আপন পদোচিত গৌরব ও মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ডিউকের সহিত কথোপকথন করিবেন।"

সম্রাট। যদি আমি জীবিত থাকি, তবে আপনি নিশ্চয় জানিবেন, ফ্রান্সে আপনার এক জন হিতৈষী বন্ধু রহিল। আপনাকে প্রাপ্ত হইলে আমার রাজত্ব একটি-রত্নভাণ্ডারে পরিণত হইবে।

"আমি এক্ষণে বিদায় হইতেছি। ডিউক সম্ভবতঃ স্বল্পকালমধ্যেই আপনাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আহ্বান করিবেন, সুতরাং আপনি প্রস্তুত হউন।" এই বলিয়া কমিন্স প্রস্থান করিলেন।

কমিন্স প্রস্থান করিলে সম্রাট হাস্য করিয়া স্বগতঃ ভাবে কহিতে লাগিলেন—"এইবার বৃহৎ মৎস্য জালে পড়িয়াছে। কমিন্স! তুমি চাটুবাক্যে আমার মনোরঞ্জন করিয়া স্বার্থসিদ্ধির পথ অন্বেষণ করিতে যত্নবান্ হইয়াছ। তুমি যতই কেন চাতুরী অবলম্বন কর না, তোমার মস্তক ভবিষ্যতে আমার মুষ্টির ভিতর। আর চার্লস ডিউক-অফ বর্গণ্ডি! তুমি বৃহৎ নক্রমীনের ন্যায় আমার দিকে মুখব্যাদান করিয়া অগ্রসর হইতে প্রস্তুত হইয়াছ। আমিও প্রথমতঃ বোধ হয় প্রাণভয়ে কম্পিত নাবিকবালকের ন্যায় প্রথমে কম্পমান হইয়া পরে তোমার উদরে দীর্ঘ বর্শা প্রবেশ করাইয়া তোমার ভবলীলা সংবরণ করাইয়া দিব।"

ত্রিংশ অধ্যায়

—•—

সম্রাট লুই ও ডিউক-অফ-বর্গণ্ডীর পরস্পর সাক্ষাতের পূর্ব্বদিবস প্রাতে ওলিভার উপহার ও সম্রাটের অনুগ্রহে ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা দিয়া বর্গণ্ডীর উচ্চপদস্থ ক্ষমতাপন্ন রাজপুরুষদিগকে বশীভূত করিয়া তাঁহাদিগকে গুপ্তভাবে সম্রাটের পক্ষাবলম্বনে প্রলোভিত করিয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহারা সম্রাটের প্রতি ডিউকের উদ্দীপিত রোষানল অধিকতর প্রজ্বলিত না করিয়া উহা নির্ব্বাপিত করিতে যত্নবান হন; এইরূপে তিনি কাউণ্ট ক্রেভিনিয়ারের অনুগ্রহপূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যালাফ্রে ও কুইন্‌টিন ডারওয়ার্ডের সহিত মিলিত হইয়া লর্ড ক্রফোর্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ক্রফোর্ড কুইন্‌টিকে সম্রাটের হিতসাধনোদ্দেশ্যে নানারূপ উপদেশ প্রদান করিয়া কহিলেন—"যুবক! তোমার প্রকৃতি ও ভাগ্য অতি অদ্ভুত। অনেকে উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিলেও তাহাদের অদৃষ্টে এরূপ সৌভাগ্য-সংঘটন হয় না।"

ব্যালাফ্রে শুনিয়া কহিলেন, "অল্প বয়সে সম্রাটের শরীররক্ষকপদে উন্নীত হওয়াই এই সৌভাগ্যের সোপান।"

কুইনটিন অবনত মস্তকে বিনীত ভাবে কহিলেন—"এরূপ সৌভাগ্য বোধ হয় ভাগ্যে অধিক দিন স্থায়ী হইবে না; কারণ, আমি শীঘ্রই এই পদ ত্যাগ করিব।"

ব্যালাফ্রে। সে কি? ইচ্ছাপূর্ব্বক পদত্যাগ করিবেন?

ক্রফোর্ড। বোধ হয় সম্রাটের আদেশ পালনকালে তোমার প্রতি কোনরূপ অবিচারের কার্য্য হইয়া থাকিবে; যদি সত্য সত্য তাহাই হয়, তবে সম্রাটকেই কি ইহার নায়ক বলিয়া তোমার বিশ্বাস হয়?

কুইন্‌টিন। সম্রাটের আদেশ পালন কালে আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণ সন্দর্শন করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহা নিবারণ করিয়াছিলাম, তবে সম্রাট সে সম্বন্ধে লিপ্ত কি নির্লিপ্ত তাহা ঈশ্বর ও সম্রাটই জানেন; তবে যে সম্রাট আমায় ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় আমার আহার ও নিরাশ্রয় অবস্থায় আমাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তাঁহার অবনতি ও বিপৎকালে তাঁহার বিরুদ্ধে অপযশ ঘোষণা করিতে চাহি না।

ক্রফোর্ড। তুমি যথার্থ স্কটের ন্যায় বলিয়াছ; আচ্ছা কুইন্‌টিন! সম্রাট কি তাঁহার সহিত তাঁহার সমগ্র স্কটিস শরীররক্ষক দল আনয়ন করিয়াছেন?

কুইন্‌টিন। আমি তাহা বলিতে পারি না; বিশেষতঃ যেরূপ বাক্যে বা আলাপে বর্গণ্ডীর নিকট সম্রাটের ক্ষতিগ্রস্ত বা বিপদগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা সেরূপ আলাপে আমি অনিচ্ছুক; তবে আমি আপনার নিকট বিশ্বস্ত ভাবে এইটুকু প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি যে, এমন এক ব্যক্তি আছেন, যিনি আমার নিকট হইতে সম্রাটের নিরাপদসম্বন্ধে অনেক বিষয় অবগত হইয়াছেন, কিন্তু তিনি এক্ষণে গুপ্তভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। আমি সম্রাটের এক জন সৈনিক পুরুষ এবং সম্রাটের দানশীলতায় তাঁহার নিকট অনুগৃহীত বলিয়া আমি সেই সকল বিষয় গোপন রাখিতে বাধ্য, কিন্তু সেই রমণী সেরূপ বাধ্য কি না?

ক্রফোর্ড। যদি এ সকল গুপ্ত বিষয়ে কোন রমণী সংশ্লিষ্ট থাকেন, তাহা হইলে বিশেষ আশঙ্কার বিষয়!

কুইন্‌টিন। সে জন্য কোন আশঙ্কার কারণ নাই। আপনি যদি একবার লর্ড ক্রেভিনিয়ারকে অনুরোধ করিয়া কাউণ্টেস ইসাবেলের সহিত আমার সাক্ষাৎ করাইয়া দিতে পারেন, কারণ, কাউণ্টেস আমার সমস্ত গুপ্ত বিষয় অবগত আছেন, আর যাহাতে সম্রাটের উপর ডিউকের ক্রোধসঞ্চার হয়, এরূপ কোন বিষয় প্রকাশে আমি স্বয়ং যেরূপ নির্লিপ্ত থাকিব, আমার অনুরোধে কাউণ্টেসও সেইরূপ করিতে সম্মত হইবেন।

ক্রফোর্ড ও শুনিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলেন ও কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ ভাবে থাকিয়া বলিতে লাগিলেন—"এ সকলের অর্থ আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কেউ! ইসাবেল কাউণ্টেস-অফ-ক্রয়। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা! তুমি এক জন সামান্য অবস্থাপন্ন স্কটিস যুবক। তোমার এতদূর বিশ্বাস যে, কাউণ্টেস তোমার পরামর্শ মত কার্য্য করিবেন? যাহা হউক, আমি এজন্য ক্রেভিনিয়ারের নিকট তোমার জন্য অনুরোধ করিব।" এই বলিয়া লর্ড ক্রফোর্ড ব্যালাফ্রের সহিত প্রস্থান করিলেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যে ক্রফোর্ড প্রসন্ন বদনে ও নিতান্ত প্রফুল্লভাবে একাকী প্রত্যাগমন করিয়া কুইনটিনকে কহিলেন—"কুইনটিন্! ক্রেভিসিয়ারকে অনেক কষ্টে সম্মত করিয়াছি, আমার সঙ্গে সে। অতি অল্পক্ষণের জন্য তুমি কাউণ্টেসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইবে, কিন্তু তুমি জান, স্বল্পসময়ের কিরূপে সদ্ব্যবহার করিতে হয়—আমার তোমাকে এই ধৃষ্টতার জন্য ভর্ৎসনা করিতে ইচ্ছা হয় না; কিন্তু আমি হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেছি না।"

বৃদ্ধের এইরূপ রূঢ়ভাবে সহানুভূতি প্রদর্শনে ও তাঁহার হৃদয়নিহিত বিমল অকপট ও অসাধারণ প্রণয় এরূপ অযোগ্য ভাবে বিলোকনে, কুইনটিন মনে মনে অতিশয় বিরক্ত হইয়া নীরবে বৃদ্ধের সহিত "আর কুলাইন" ভগিনী-নিবাসে গমন করিলেন। তথায় কাউণ্টেস অবস্থিতি করিতেছিলেন। কুইনটিন দেখিলেন, তথায় অভ্যর্থনা-কক্ষে লর্ড ক্রেভিসিয়ার উপস্থিত রহিয়াছেন।

ক্রেভিসিয়ার কুইনটিনকে দর্শন মাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"তবে যুবক! তুমি তোমার পলাতিক সঙ্গিনীকে একবার দেখিতে ইচ্ছা কর, কেমন?"

কুইনটিন। হাঁ মহাশয়! আমি তাঁহার সহিত এক বার নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি।

ক্রেভিসিয়ার। না, তা কখনই হইতে পারে না, কাউণ্টেস সম্ভ্রান্ত ও সম্বংশশীলা মহিলা, আর তুমি এক জন সামান্য সৈনিকপুরুষ, তাঁহার সহিত তোমার নির্জ্জনে সাক্ষাৎকার কখনই হইতে পারে না; নিতান্ত অসঙ্গত ও অসম্ভব।

কুইনটিন। আপনাদের সমক্ষে আমি কাউণ্টেসকে একটি কথাও বলিব না; আপনারা আমাকে এমন অনেক কথা বলিয়াছেন, যাহা আমি সাহস করিতে পারি না; যাহা আশা করিলে আমি দাই বলিয়া পরিগণিত হইব।

ক্রফোর্ড শুনিয়া ব্যস্তভাবে কহিলেন—"ঠিক কথা, নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিলেই বা ক্ষতি কি? অভ্যর্থনা কক্ষের মধ্যস্থলে লৌহের গরাদের এক দ্বার আছে; ঐ দ্বারের উভয় পার্শ্বে উভয়ে দণ্ডায়মান হইয়া ২।১ মিনিটের জন্য নির্জ্জন আলাপ করিলে তাহাতে আর অনিষ্ট সম্ভাবনা কি? এইরূপে এক যুবতীর দুই এক মিনিটের সাক্ষাতে ও আলাপে আর রাজা মহারাজার প্রাণসংশয়ের কোন সম্ভাবনা নাই।"

এই বলিয়া লর্ড ক্রফোর্ড সবলে ক্রেভিসিয়ারকে টানিয়া লইয়া গেলেন। ক্রেভিসিয়ার নিতান্ত অনিচ্ছুকভাবে ও কুইনটিনের প্রতি সরোষকটাক্ষপাত করিতে করিতে ক্রফোর্ডের অনুগমন করিলেন।

মুহূর্ত্তকালমধ্যে কাউণ্টেস ইসাবেল গরাদের অপর পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। এ পার্শ্বে কুইনটিন দণ্ডায়মান; দীর্ঘ অদর্শনের পর আবার মধুরে মধুরে মিলন। এরূপ মিলনের মধুরত্ব আস্বাদনে ভুক্তভোগী প্রণয়িযুগলই সমর্থ। ইসাবেল কুইনটিনকে দেখিয়া মাত্র তৎক্ষণাৎ প্রথমে ভূতলে দৃষ্টিপাত করিলেন, তৎপরে মৃদুমধুর স্বরে কহিলেন—"যদিও অপরে অন্যায় করিয়া মিথ্যা সন্দেহ করে, আমি কেন অকৃতজ্ঞ হইব। প্রিয় বন্ধু! আপনি আমার প্রাণ ও মান রক্ষা করিয়াছেন, আমি অবশ্যই বলিব যে, আমি বিশ্বাসঘাতকতায় বড়ই যাতনা পাইয়াছি, আমার একমাত্র বিশ্বস্ত অকপট ও চিরবন্ধু!" এই বলিতে বলিতে তিনি গরাদের মধ্য দিয়া আপনার হাতখানি প্রসারিত করিয়া দিলেন। কুইনটিনও তৎক্ষণাৎ সেই সুন্দর সুগোল বাহুখানি আপন হস্তে সাদরে ধারণ করিয়া সজলনয়নে অজস্র চুম্বন করিলেন। কাউণ্টেস একবার মাত্র বলিলেন—"ডারওয়ার্ড! তোমার সহিত দ্বিতীয় বার সাক্ষাৎ হইলে আর তোমার এরূপ ভাবের প্রশ্রয় দিব না।"

কুইনটিন তাঁহাকে বিশ্বস্ত ভাবে প্রাণপণে অনেক বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের উভয়ের হৃদয়গত সম্বন্ধ বিবেচনা করিয়া আশা করি পাঠিকাগণ তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি এরূপ ভাব প্রদর্শন জন্য ক্ষমা করিবেন।

অবশেষে ইসাবেল হস্তখানি সরাইয়া লইলেন এবং গরাদের নিকট হইতে দুই এক পদ পশ্চাতে গিয়া সলজ্জ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কুইনটিন! আমার নিকট তোমার এখন কি প্রার্থনা আছে? লর্ড ক্রফোর্ড এইমাত্র লর্ড ক্রেভিসিয়ারের সহিত আমার নিকট আসিয়াছিলেন; তাঁহার নিকট শুনিলাম, তুমি আমাকে কি অনুরোধ করিবে। দেখিও সেই অনুরোধ যেন সুসঙ্গত হয়, আর অভাগিনী ইসাবেল যেন তাহার কর্ত্তব্যজ্ঞান ও আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তোমার সেই প্রার্থনা পূরণ করিতে পারে। তুমি জান, আমার ক্ষমতা এখন অতি অল্প মাত্র, সুতরাং আমার ক্ষমতাতীত এমন কিছু অনুরোধ করিও না। আর একটি কথা, ক্ষিপ্রভাবে

এমন কোন কথা বলিও না, যাহা অপরে অন্তরাল হইতে শুনিলে আমাদের উভয়েরই অপযশ ঘটিতে পারে।

কুইন্‌টিন বিষণ্ণ ভাবে কহিলেন—"আপনি সে জন্য আশঙ্কা করিবেন না। আমাদের ভাগ্যে এই স্থানে এক্ষণে যে দূরত্বের ব্যবধান রহিয়াছে, তাহা আমি বিস্মৃত হই নাই, অথবা আপনাকে আপনার গর্ব্বিত আত্মীয়গণের অবজ্ঞার পাত্রী করিব না; যদিও তাঁহারা আপনাকে এখন এক ব্যক্তির প্রণয়পাত্রী বলিয়া মনে করিতে পারেন, যদিও সে ব্যক্তি তাঁহাদের অপেক্ষা ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতায় অনেকাংশে হীন বটে, কিন্তু আভিজাত্যে তাঁহাদের তুল্য; কিন্তু সে সকল বিষয় এক জনের হৃদয় ব্যতীত অন্য সকলের পক্ষে স্বপ্নের ন্যায় বিবেচিত হউক, যদিও অন্য সকলের পক্ষে স্বপ্ন-সদৃশ, কিন্তু একজনের হৃদয়ে সেই স্বপ্ন সাফল্যে পরিণত হইবে।"

ইসাবেল। স্থির হও! তোমার ও আমার উভয়েরই মঙ্গলের জন্য এখন ওরূপ বাক্য উচ্চারণ করিও না। এখন আমার নিকট তোমার কি প্রার্থনীয়, তাহাই প্রকাশ করিয়া বল।

কুইন্‌টিন। এক জন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে আপনার প্রতি শত্রুতাচরণ করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি ক্ষমা প্রার্থনা।

ইসাবেল। আমার বিশ্বাস, আমি সকল শত্রুকেই ক্ষমা করিয়া থাকি, কিন্তু ডারওয়ার্ড! তুমি কি অতুল সাহস ও অদ্ভুত উপস্থিত বুদ্ধিবলে আমাকে নানা বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়াছ, সেই বিশপ, তাঁহার হত্যাদৃশ্য!

কুইন্‌টিন দেখিলেন ইসাবেলের গণ্ডদেশ মলিন হইয়া আসিতেছে, সুতরাং তাঁহার চিত্তের ভাবান্তর-সাধনোদ্দেশ্যে কহিলেন—"আর সে সকল অতীত বিষয় স্মরণ করিবেন না, এক্ষণে বর্ত্তমানই আমাদের লক্ষ্য। সম্রাট লুই এক্ষণে এক জন কুচক্রী বিশ্বাসঘাতক ও কূট রাজনীতি অবলম্বনকারী বলিয়া অভিযুক্ত হইবার যোগ্য; কারণ, তিনি বাস্তবিকই সেইরূপ; কিন্তু তিনি যে আপন পলায়ন কার্য্যে প্রশ্রয় দিয়া আপনাকে ডি-লা-মার্কের কবলগ্রস্তা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, আপনার মুখে সে কথা ব্যক্ত হইতে সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার মৃত্যু বা সিংহাসনচ্যুতি অনিবার্য্য; আর ফ্রান্স ও বর্গণ্ডীর মধ্যে শোণিতপিপাসু সংগ্রামও অবশ্যম্ভাবী।"

ইসাবেল। যদি আমার নিবারণ করিবার শক্তি থাকে, তবে আমা হইতে কখনই এ সকল অনিষ্ট সংঘটিত হইবে না। তোমার সামান্য অনুরোধেই আমি প্রতিহিংসাবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হইতাম, তুমি আমার যে মহোপকার সাধন করিয়াছ, তাহা অপেক্ষা সম্রাটের আমার প্রতি অনিষ্ট চেষ্টা অধিক স্মরণীয় নহে; কিন্তু তাহাই বা কিরূপ হইবে? যখন আমি ডিউক-অফ্-বর্গণ্ডীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইব, তখন আমাকে নীরব থাকিতে অথবা সত্য বলিতে হইবে: কিন্তু নীরব থাকা অসম্ভব আর মিথ্যা গল্প-রচনায় কি তুমি অনুমোদন করিবে?

কুইন্‌টিন। নিশ্চয়ই নহে; আপনি যাহা সত্য বলিয়া জানেন, তাহাই আপনি বক্তব্য প্রমাণরূপে উল্লেখ করিবেন। তবে বর্গণ্ডীর রাজসভা সম্রাটের প্রতি ন্যায়বিচার করিতে কখনই বিমুখ হইবে না। তাঁহারা যতক্ষণ না যথেষ্ট প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহ দ্বারা তাঁহার অপরাধ প্রমাণিত করেন, ততক্ষণ তাঁহাকে নির্দোষ বলিয়া স্বীকার করিবেন; আর আপনি যে বিষয় নিশ্চিত বলিয়া অবগত নহেন, সে বিষয় অপর ব্যক্তির প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হইবে।

ইসাবেল। আমি এখন সমস্ত বুঝিয়াছি।

কুইন্‌টিন। আমি আরও সুস্পষ্ট রূপে আপনাকে বুঝাইয়া দিতেছি।

কুইন্‌টিন এই কথা বলিবামাত্র ভগিনী-নিবাসের ঘণ্টাধ্বনি হইল; এবং ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণমাত্র ইসাবেল কহিলেন "আমাদের সাক্ষাৎকাল অতিক্রান্ত হইয়াছে, আমরা এইবার বিদায় লইব। বোধ হয়, চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হইব, কিন্তু ডারওয়ার্ড! তুমি আমাকে ভুলিও না, আমি কখনও তোমাকে ভুলিব না; তোমার সেই সকল মহৎ উপকার—"

ইসাবেল আর অধিক বলিতে পারিলেন না। কেবল মাত্র তাঁহার হস্ত প্রসারণ করিলেন। কুইন্‌টিন পুনর্ব্বার তাঁহার হস্তচুম্বন করিলেন। আর আমি বলিতে পারি না, কি জন্য এরূপ ঘটিল যে, কাউণ্টেস্ তাঁহার হস্ত অপসারণ করিবার কালে গরাদের এত নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন যে, কুইন্‌টিন সাহসের সহিত ইসাবেলের ওষ্ঠে চুম্বন দান করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। যুবতী তাঁহাকে চুম্বন জন্য তিরস্কার করিলেন না, হয় ত তিরস্কার করিবার সময় ছিল না, কারণ, ক্রফোর্ড ও ক্রেভিকিয়ার আসিয়া

উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা মন্তরাল হইতে যুবক-যুবতীর সমস্ত ব্যাপার দর্শন করিয়াছিলেন। ক্রেভিসিয়ার ক্রুদ্ধভাবে ও ক্রফোর্ড হাসিতে হাসিতে আসিয়া তাঁহাদের নিকট দণ্ডায়মান হইলেন। ক্রেভিসিয়ার তথায় উপস্থিত হইয়াই কাউণ্টেসকে কহিলেন "শীঘ্র তোমার গৃহে গমন কর।" কাউণ্টেস তৎক্ষণাৎ অবগুণ্ঠনে বদন আবৃত করিয়া স্বীয় গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

ক্রেভিসিয়ার কুইন্টিনকে কহিলেন—"প্রগল্ভ যুবক! এমন এক দিন আসিবে, যখন রাজা বা রাজন্বের কোন স্বার্থের সহিত তোমার সম্বন্ধ থাকিবে না; আর তখন তুমি শিক্ষা করিবে তোমার এইরূপ স্পর্দ্ধান্বিত উর্দ্ধদৃষ্টির জন্য কিরূপ শাস্তি!"

লর্ড ক্রফোর্ড বাধা দিয়া কহিলেন—"আর না, যথেষ্ট" অত ক্রোধের আবশ্যক নাই; আর কুইন্টিন! তুমি স্থির হও, কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া তোমার গৃহে চলিয়া যাও।" কুইন্টিন সর্দ্দারের আদেশে নীরবে প্রস্থান করিলেন। ক্রফোর্ড কাউণ্টকে কহিলেন—"সার্ কাউণ্ট! কুইন্টিনকে এতদূর ঘৃণা করিবার কোন কারণ নাই, কারণ, কুইন্টিন এক জন রাজার ন্যায় মহান্ ব্যক্তি, তবে সেরূপ ধনশালী নয়, এই মাত্র প্রভেদ। সুতরাং আপনি তাঁহার সম্বন্ধে কোন শাস্তির উল্লেখ করিবেন না।"

ক্রেভিসিয়ার। আপনি সেজন্য অপরাধ গ্রহণ করিবেন না; আমার ইচ্ছা আর কখন ইহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ না হয়।

ক্রফোর্ড হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "সে কথা আপনি বলিবেন না, কারণ, পর্ব্বতেরাও পরস্পর সাক্ষাৎ করে, সুতরাং হস্ত-পদবিশিষ্ট মানব পরস্পর দর্শনেচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিলে কি জন্য তাহারা পরস্পর সাক্ষাৎলাভে বঞ্চিত থাকিবে? ক্রেভিসিয়ার ঐ যে চুম্বন দেখিলেন, উহা বড়ই প্রেমার্দ্র চুম্বন! আর ঐ চুম্বন নিতান্ত অর্থপূর্ণ, প্রাণস্পর্শী।"

ক্রেভিসিয়ার। আর অধিক কথার প্রয়োজন নাই, মহতীসভাধিবেশন ঘোষণা করিয়া ঘণ্টাধ্বনি হইয়াছে, ইহার যে কি ফল ফলিবে, তাহা ঈশ্বরই জানেন।"

ক্রফোর্ড। ফল নির্দ্দেশ অসম্ভব বটে, কিন্তু তাহাও আপনাকে নিশ্চয়রূপে বলিতেছি, যদি সম্রাটের অঙ্গে কেহ বলপ্রয়োগসূচক হস্তার্পণ করে, তবে সম্রাটের যদিও বন্ধু-সংখ্যা অত্যল্প এবং শত্রুসংখ্যা সমধিক, তথাপি তিনি অসহায় ও অপ্রতিহত ভাবে নির্জ্জিত হইবেন না, সম্রাটের আদেশেই আমরা এইরূপ নিশ্চেষ্ট রহিয়াছি।

ক্রেভিসিয়ার। আপনি আপনার প্রভুর আদেশ পালন করিলেই দেখিবেন সমস্ত নির্ব্বিবাদে মীমাংসা হইয়া যাইবে।"

একত্রিংশ অধ্যায়

—:—

প্রমাণ

ঘণ্টাধ্বনি হইবামাত্র ডিউক-অফ-বর্গণ্ডী তাঁহার সদস্যগণ সহ সম্রাটের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সম্রাট লুই তাঁহার জন্য তথায় অপেক্ষা করিতেছিলেন; ডিউক প্রবেশ করিবামাত্র সম্রাট স্বীয় আসন হইতে উত্থিত হইয়া সসম্মানে ও গম্ভীরভাবে ডিউকের সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। শত্রুগৃহে শত্রুমণ্ডলীপরিবৃত হইয়া এরূপ আসন্ন বিপৎকালেও তাঁহার এরূপ গম্ভীরভাবাপন্ন নির্ভীক প্রশান্তভাব দর্শনে ডিউক মনে মনে চমৎকৃত ও বিচলিত হইলেন। যদিও তাঁহার হৃদয়ে অদম্য প্রতিহিংসানল সন্ধুক্ষিত হইতেছিল, তথাপি তিনি অতি কষ্টে আন্তরিক ভাব গোপন করিয়া বাহ্যশিষ্টাচারোর্ম্মিলিত কপটমধুরবাক্যে সম্রাটকে বলিলেন—"বোধ হয় আপনার এখানে স্বচ্ছন্দে থাকিবার বিষয়ে নানারূপ অসুবিধা ঘটিতেছে!"

সম্রাট সহাস্য বদনে কহিলেন—"আমার কোন পূর্ব্বপুরুষ এখানে যেরূপ অবস্থায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন, আমি তাঁহা অপেক্ষা অধিক সুখে আছি।"

ডিউক। তবে আপনি সে সকল বিষয় অবগত হইয়াছেন? আপনার উক্ত পূর্ব্বপুরুষ এই হারবার্ট টাওয়ারে নিহত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, অনর্থক সে সকল অতীত বিষয়ের আন্দোলনের আবশ্যকতা নাই। এক্ষণে আমি ফ্রান্স ও বর্গণ্ডীর মঙ্গল উদ্দেশ্যে একটি সভাধিবেশনের অনুষ্ঠান করিয়াছি এবং আপনাকে সেই সভায় উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধ করিতে আসিয়াছি; আশা করি, আপনি অনুরোধ রক্ষা করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিবেন।

সম্রাট। আপনি অতদূর অনুনয়ের পরিবর্ত্তে আদেশব্যঞ্জক স্বরে আমাকে বলিলেই উপযুক্ত হইত; আমি এক্ষণে হতশ্রী এবং অত্যল্পসংখ্যক মাত্র আমার অনুচর। সুতরাং সভাতলে আপনি আমাদের উভয়ের পক্ষে উজ্জ্বল রত্নের ন্যায় বিভাসিত হইবেন।

অনন্তর সম্রাট ও ডিউক হারবার্ট টাওয়ার হইতে নির্গত হইয়া দুর্গপ্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। চারিদিক ডিউকের সশস্ত্র ও সুবেশধারী শরীররক্ষক রাজপুরুষ ও সৈন্যগণে সমাকীর্ণ। সভাগৃহে একখানি চন্দ্রাতপের নিম্নে দুইখানি সুরম্য আসন; একখানি সম্রাটের জন্য ও উহা অপরখানি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চতর মঞ্চে স্থাপিত, প্রায় বিংশতিসংখ্যক উন্নতপদস্থ রাজপুরুষ উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধভাবে স্ব স্ব মর্য্যাদার উপযোগী আসনে সমাসীন।

নৃপতিদ্বয় স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। যাঁহার অপরাধের বিচার জন্য এই সভার অধিবেশন, তিনিই সর্ব্বোচ্চ সম্মানিত আসনে সভাপতির ন্যায় সসম্মানে সমাসীন।

সম্ভবতঃ এইরূপ বিসদৃশ ভাব ও তজ্জনিত সন্দেহ অপনোদনার্থ ডিউক সম্রাটকে সসম্মানে অভিবাদন করতঃ বক্ষ্যমাণ বক্তৃতার সহিত সভার কার্য্য আরম্ভ করিলেন।

"সমাগত সদস্য, সভ্য ও রাজপুরুষগণ!

আমাদের রাজ্যমধ্যে যে সকল অশান্তি উৎপাদন হইয়াছে, তাহা বোধ হয় আপনাদের অজ্ঞাত নাই; আর কাউণ্টেস ইসাবেল-অফ-ক্রয় ও তাঁহার আত্মীয়া কাউণ্টেস হেমিলিন গুপ্তভাবে পলায়ন করিয়া বিদেশীয় রাজশক্তির নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আমাদের নিকট নিতান্ত অবিশ্বাসের কার্য্য করিয়াছেন, এজন্য তাঁহাদের তাবৎ ভূমি-সম্পত্তি রাজসংসারভুক্ত হওয়াই উচিত; আরও আমাদের পরম বন্ধু বিশপ অফ-লিজের ভীষণ ও শোচনীয় হত্যাকাণ্ড এবং লিজবাসিগণের বিদ্রোহিতার জন্য অতিশয় লঘুতম শাস্তিবিধানই হইয়াছে। আর এই সকল সাংঘাতিক লোমহর্ষণ কাণ্ড যে কেবল মাত্র রমণীর বিশ্বাসঘাতকতা ও নির্ব্বুদ্ধিতা এবং নাগরিকগণের স্পর্দ্ধা ও ধৃষ্টতার পরাকাষ্ঠার জন্যই সংঘটিত হইয়াছে তাহা নহে! আমাদের রাজ্যের নিকটবর্ত্তী এক বিদেশীয় রাজশক্তিও ইহার নায়ক, যাঁহার নিকট হইতে বর্গণ্ডী কেবল মাত্র আন্তরিক ও অকপট বন্ধুত্ব ভিন্ন অপর কিছু আশা করে না (ভূতলে পদাঘাত ও দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া) যদি এই সকল যথার্থ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে আমাদের এই সকল অনর্থপরম্পরা নিবারণ করিবার শক্তি ও উপায় যখন আমাদের করতলগত, তখন কে আমাদিগের সে বিষয়ে গতিরোধ করিতে অগ্রসর হইতে পারে?"

ডিউক প্রথমে প্রশান্তভাবে তাঁহার বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু উপসংহারকালে তাঁহার কণ্ঠস্বর এরূপ জলদগম্ভীরভাব ধারণ করিল যে, তচ্ছ্রবণে সভাস্থ সকলে শিহরিয়া উঠিলেন। সম্রাটের গণ্ডদেশ মলিন হইল, কিন্তু তিনি যথেষ্ট সাহস সংগ্রহ করিয়া স্থির, ধীর, গম্ভীর ও অটল ভাবে দণ্ডায়মান, হইয়া নিম্নলিখিত বক্তৃতা প্রদান করিলেন —

— "ফ্রান্স ও বর্গণ্ডীর সমবেত মহোদয়গণ!

যখন স্বয়ং সম্রাট অপরাধীর ন্যায় আপন নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ জন্য আপনাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান, তখন আপনাদের ন্যায় কৌলীন্য-গৌরব ও মর্য্যাদাসম্পন্ন মহোদয়গণ অপেক্ষা আর অন্য বিচারকের আবশ্যক নাই। আপনাদের সহযোগী ডিউক-অফ বর্গণ্ডী প্রকাশ্য ভাবে বাস্তব ঘটনাগুলির সবিশেষ উল্লেখ না করিয়া আমাদের এই বিরুদ্ধভাব বরং আরও গাঢ় অন্ধকারে আবৃত করিয়াছেন; সুতরাং আমার বর্ত্তমান অবস্থায় আমি সেইরূপ লজ্জাশীলতাবর্জ্জিত হইয়া আপনাদের অবগতি ও উপলব্ধির জন্য জন্য অধিকতর সরল ভাবে সমস্ত বিষয় আপনাদের কর্ণগোচর করিতেছি! আমার অন্যায় বন্ধু ও সহযোগী ডিউক-অফ্ বর্গণ্ডী আমাদের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগের উল্লেখ করিলেন, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, তাঁহার স্বাভাবিক স্থিরবুদ্ধি ও সদবৃত্তির কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইতেছে; নতুবা তিনি জনশ্রুতির উপর এতদুর বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া আমাদিগের বিরুদ্ধে এই সকল অলীক ও কাল্পনিক অপরাধ আরোপ করিলেন কেন? প্রধান রাজন্যবর্গের তাঁহাদের অধিপতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, লিজ-বাসিগণের অস্ত্রধারণে উত্তেজনা, উইলিয়ম-ডি-লা-মার্কের এই বীভৎস হত্যাকাণ্ডে প্রণোদন, এই সকল অভিযোগ আমার বর্ত্তমান অবস্থার সহিত সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্য ভাব প্রদর্শন করিতেছে, নতুবা আমি এই সকল

বিষয়ে লিপ্ত থাকিলে কখনই স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া এরূপ অতর্কিত ভাবে ডিউকের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতাম না। হয় ত কেহ আপন ইষ্টসিদ্ধির জন্য আমার নাম গ্রহণপূর্ব্বক এই সকল কার্য্য করিয়া থাকিবে. কিন্তু আমার নামে আরোপিত ঘটনার জন্য আমি সম্ভবতঃ কোনরূপে দায়ী হইতে পারি না। যদি দুইটি অবোধ রমণী কোন ব্যক্তিগত অসন্তোষের কারণ বশতঃ আমার রাজ্যে আশ্রয়-গ্রহণ করিয়া থাকে, তবে তাহারা কি আমার উপদেশ-ক্রমে সেইরূপ করিয়াছে? তবে তাঁহাদের প্রতি পাছে অসম্মান বা অবমাননা প্রদর্শন করা হয়, এই আশঙ্কায় আমি তাঁহাদিগকে তৎক্ষণাৎ আমার রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত না করিয়া অনতিবিলম্বে তাঁহাদিগকে পরম ভক্তিভাজন সেই স্বর্গীয় বিশপের নিকট নিরাপদ আশ্রয়লাভার্থ প্রেরণ করিয়াছিলাম। স্বর্গীয় শ্রদ্ধাস্পদ বিশপ আমার ভ্রাতা বর্গণ্ডী ডিউকের ও আমার পরম আত্মীয়; সুতরাং এরূপ স্থলে ভ্রাতা ডিউক-অফ-বর্গণ্ডী বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক বিচার না করিয়াই আমাকে অপরাধী বলিয়া স্থির করিয়াছেন এবং আমার উপরেই বিশেষ সন্দেহ করিয়াছেন; আর আমি অসংশয়িত ভাবে হইাও বলিতেছি যে, আমি বন্ধুভাবেই যখন স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহার রাজ্যে আগমন করিয়াছি, তখন আমার অতিথিভাবে আগমনে তাঁহার প্রমোদভবন বিচারভবনে ও আতিথ্য-আগার কারাগারে পরিবর্ত্তিত হওয়া অতি অদ্ভুত ব্যাপার।"

ডিউক শুনিয়া কহিলেন—"দেখুন, যাহারা কোনরূপ ছলনাময় কার্য্যের উদ্ধারসাধকরূপে অপরকে উত্তেজিত করিয়া স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধির পথানুসরণ করেন, তাঁহারা বাহ্যদৃশ্যে নির্লিপ্ত ও নির্দ্দোষ ভাবই প্রকাশ করিয়া থাকেন। যাহা হউক, প্রমাণ-সাহায্যে এ সকল বিষয়ের সত্যাসত্য এই দণ্ডেই প্রমাণিত হইবে; কাউন্টেস ইসাবেলকে এখানে আনয়ন কর।"

ডিউকের আদেশমাত্র ইসাবেল কাউন্টেস-অফ ক্রেভিসিয়ার ও "আরসুলাইন" ভগিনীনিবাসের জনৈক এবেসের * সহিত সভাকক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ডিউক তাঁহাকে দেখিবা মাত্র শ্লেষব্যঞ্জক কর্কশ স্বরে বলিলেন—"কি সুন্দরি! আমাদের যথার্থ দাবী সম্বন্ধে উত্তর দিবার সময়ে তোমার মুখে বাক্যোচ্চারণ হয় নাই, আর তুমি অনা-য়াসে রমণী হইয়া এক দেশ হইতে দেশান্তরে পলায়ন করিয়া দুইটি প্রবলপরাক্রান্ত রাজ্যমধ্যে এরূপ অকৌশল উৎপাদন করিলে? যাহা সমরানল ভিন্ন অন্য কোনরূপে শান্ত হইবার উপায় বা সম্ভাবনা নাই।"

ইসাবেল প্রথমে ভাবিয়াছিলেন ডিউকের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া ও তাঁহাকে সমস্ত সম্পত্তি প্রদান করিয়া কোন মঠে সন্ন্যাসিনী হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন, কিন্তু ডিউকের ভ্রূভঙ্গীপূর্ণ কঠোর শ্লেষবাক্যে শ্রবণে তাঁহার সে সঙ্কল্প মুহূর্ত্তমধ্যে দূরীভূত হইল। তিনি নীরবে ও নিশ্চলভাবে যেন বজ্রাহতার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ডিউক তাঁহাকে উপবেশন করিতে আদেশ করিলে তিনি আসন পরিগ্রহ করিবামাত্র ডিউক পুনর্ব্বার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন্ প্রেতাত্মা তোমায় আশ্রয় করিয়া তোমাকে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে পরামর্শ দিয়াছিল?"

ইসাবেল গভীর মর্ম্মযন্ত্রণায় ভগ্নস্বরে কহিলেন—"আপনার প্রস্তাবিত পরিণয়ে অনিচ্ছা বশতঃ আমি ফ্রান্স-রাজের শরণাপন্ন হইতে গিয়াছিলাম, আর আপনাদের প্রতি সম্রাটের অভিপ্রায় সম্বন্ধে আমি যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা আমার পিতৃ-স্বসা লেডী হেমলেনের নিকট হইতে শুনিয়াছি। তিনিও অতি নীচ বিশ্বাসঘাতক নরাধমদিগের কথিত বিবরণে বিশ্বাস করিয়াছিলেন; তদ্ভিন্ন আমি উৎ-পরে মারশন ও হায়রাদ্দীন মগ্রাবিনের বিশ্বাসঘাত-কতার জলন্ত পরিচয় পাইয়াছিলাম: ইহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জায়েট আমাদের পলায়ন করিতে পরামর্শ দিয়াছিল। সে সকল প্রকার বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্যে বিশেষ রূপে দক্ষ এবং সম্রাটের আদেশ ব্যতীত ও তাঁহার অজ্ঞাতসারে কখন কখন সম্রাটের এক জন পরম বিশ্বস্ত ও কার্য্যভারপ্রাপ্ত অনুচর বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিত।"

ডিউক সক্রোধে বলিলেন—"আমি এক্ষণে সম্রাটের নিকট হইতে জানিতে ইচ্ছা করি, যদি তাঁহারই আমন্ত্রণে এই রমণীদ্বয় তাঁহার নিকট আশ্রয়প্রার্থিনী হইয়া গমন করিয়া না থাকে, তবে

* ABESS.

তিনি কি জন্য তাঁহাদিগকে আপনার রাজ্যমধ্যে স্থান দিলেন ?”

সম্রাট। আমি তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ বা আশ্রয় প্রদান করি নাই, তবে তাঁহারা আমার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া আমি তাঁহাদিগকে অসহায়া কামিনী জ্ঞানে তাঁহাদিগের প্রতি কেবলমাত্র দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাদিগকে স্বল্পকালের জন্য গোপনে আশ্রয় প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে অধুনা পরলোকগত বিশপের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমি ইঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, ইঁহারা সত্য করিয়া বলুন, আমি যথার্থ আন্তরিক ভাবে অথবা অনিচ্ছার সহিত ইঁহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলাম এবং অবশেষে ইঁহাদের প্রতি আমার অবহেলায় ইঁহারা কিরূপ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ইসাবেল আপনি আমাদের প্রতি যেরূপ অবহেলা সূচক ব্যবহার করিয়াছিলেন, সেরূপ ব্যবহার আপনার ন্যায় এক জন নরপতি, সমরনীতি-বিশারদ বীরপুরুষ ও মর্য্যাদা-সম্পন্ন ভদ্রমহোদয়ের নিকট প্রথমে ঘুণাক্ষরে আশা করিতে পারি নাই।

কাউণ্টেস সম্রাটের প্রতি ভৎর্সনাসূচক স্বর ও দৃষ্টিপাত সহকারে উপরি-উক্ত উত্তর প্রদান করিলেন, সম্রাট সেই ভৎসনা উপেক্ষা করতঃ পক্ষান্তরে উহা হইতে আপনার নির্দ্দোষিতা প্রমাণার্থ যথেষ্ট উপকরণ সংগ্রহ করিয়া লইলেন।

বর্গণ্ডী এতক্ষণ মৌন অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখভঙ্গী দর্শনে স্পষ্ট বোধ হইল, তিনি কাউণ্টেসের উত্তরে তাদৃশ সন্তোষ লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি কাউণ্টেসকে ক্ষিপ্রভাবে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—“সুন্দরি ! আমার বোধ হইতেছে, তোমার ভ্রমণ-বিবরণে যেন কোন প্রণয় ব্যাপার উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইয়াছ। এ কি ! তোমার গণ্ডদেশ আরক্ত হইয়া উঠিতেছে কেন ? কোন এক বনবার তোমার ভ্রমণকালে তোমার শান্তিভঙ্গ করিয়াছিল—এ সকল সংবাদ আমাদের কর্ণগোচর হইয়াছে ; সুতরাং আমাদের এক্ষণে যথেষ্ট বিবেচ্য বিষয় রহিয়াছে—সম্রাট লুই ! আপনি বলুন দেখি, এই পরিব্রাজিকা রমণীর জন্য কত নরপতি বিবাদ-কলহে রত হইয়াছেন। এখন ইহার জন্য একটি উপযুক্ত পাত্র স্থির করা উচিত কি না ?”

ডিউক পাছে, অধিকতর অসঙ্গত বা অশ্রাব্য বাক্য উচ্চারণ করেন, এই আশঙ্কায় সম্রাট ডিউকের বাক্যে অনুমোদন করিলেন। তদ্দর্শনে কাউণ্টেস আপন নিরাশ ও নিরাশ্রয় অবস্থা স্মরণ করতঃ সাহসে নির্ভর করিয়া ডিউকের আসনসমক্ষে নতজানু হইয়া বলিতে লাগিলেন—“আমি আপনার আদেশ ব্যতীত আপনার রাজ্য ত্যাগ করিয়া আপনার নিকট অপরাধিনী হইয়াছি এবং আমার অপরাধ জন্য আপনি আমার উপর যে দণ্ড বিধান করিবেন, আমি তাহাতেই প্রস্তুত আছি—আমি আমার দুর্গ ও তাবৎ ভূমিসম্পত্তি আপনার হস্তে সমর্পণ করিতেছি। আপনি কোন মঠে ভগিনীনিবাসে আমার অবস্থিতি ও গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য একটি মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিন।”

ডিউক সম্রাটকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “যুবতীর এই আবেদন সম্বন্ধে আপনার মতামত কি ?”

সম্রাট। রমণীর এই ধর্ম্ম-শীলতার প্রতিরোধ করা উচিত নহে।

ডিউক। কাউণ্টেস ইসাবেল ; গাত্রোত্থান কর ! আমি তোমার সম্পত্তি বা সম্মানে হস্তক্ষেপ না করিয়া তোমার সম্পত্তি ও সম্মান বৰ্দ্ধিত করিয়া দিব।

কাউণ্টেস। প্রভু ! আপনার অসন্তোষ অপেক্ষা আপনার এরূপ প্রসন্নতায় আমার অধিক আশঙ্কা হইতেছে ; কারণ, আমাকে বাধ্য হইয়া—

ডিউক। প্রতিপদক্ষেপেই আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধ কার্য্য ও আমার আদেশ লঙ্ঘন !—যাও, এখান হইতে প্রস্থান করিয়া স্বস্থানে গমন কর। তোমার বিষয় বিবেচনা করিয়া পরে আদেশ প্রদান করিব—হয় আমার আদেশ পালন করিবে, নতুবা—

ইসাবেল তখনও ডিউকের পদতলে উপবিষ্ট। পাছে ডিউকের ক্রোধানল আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠে এই আশঙ্কায় লেডা ক্রেভিসিয়ার ইসাবেলকে লইয়া সভাগৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন।

কুইন্‌টিনকে সভাকক্ষে আনয়ন করিবার জন্য ডিউক আদেশ প্রদান করিবামাত্র কুইন্‌টিন তাঁহার মাতুলপ্রদত্ত সম্রাটের শরীররক্ষক স্কটিস তীরন্দাজ-বেশে সভাকক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নির্ভীক-তেজস্বিতা-প্রদীপ্ত-বদনে ডিউকের সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার রমণীয় লাবণ্যপূর্ণ সুন্দর মুখশ্রী, বীরোচিত বিশাল বপু ও তদ্রূপ সম্ভ্রান্ত ও উন্নত মর্য্যাদাপরিচায়ক উজ্জ্বল বেশ দর্শনে সভাস্থ

সকলেরই চিত্ত যেন যুগপৎ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল; সকলেই তাঁহার নবীন বয়স দেখিয়া মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন—কুটরাজনীতিপরিচালিত সম্রাট লুই এরূপ নবীন যুবককে কখনই কোনরূপ জটিলতাপূর্ণ মন্ত্রণা-প্রসূত কার্য্যভার অর্পণ করিবেন না। ডিউকের আদেশে ও সম্রাটের অনুমোদনে কুইন্‌টিন কাউন্টেস-দ্বয়ের সহিত তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং লিজে উপস্থিতি প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত তাবৎ বিষয় সবিস্তারে বর্ণন করিলেন।

সম্রাট তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি আমার আদেশ পালন করিয়াছিলে?"

কুইন্‌টিন। হাঁ।

ডিউক। তুমি কি তোমার সম্রাটের আদেশ প্রতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলে?

কুইন্‌টিন। না; সম্রাটের আদেশানুসারে আমার নামুরের নিকট মেজনদী উত্তীর্ণ হইবার কথা ছিল, কিন্তু ঐ নদীর বামতীরস্থ পথ লিজে যাইবার পক্ষে সুগম ও নিরাপদ বলিয়া আমি ঐ পথ অনুসরণ করিয়াছিলাম।

ডিউক। কি জন্য ঐ আদেশ লঙ্ঘন করিয়া অন্য পথ অবলম্বন করিলে?

কুইন্‌টিন। আমার পথপ্রদর্শকের প্রতি সন্দেহ-নিবন্ধন।

ডিউক। কে তোমার পথপ্রদর্শক? কে ঐ ব্যক্তিকে তোমার পথপ্রদর্শকরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছিল এবং কি জন্যই বা তাহার উপর তোমার সন্দেহের উদয় হইল?

কুইন্‌টিন। আমার পথপ্রদর্শক বোহিমিয়া-বাসী হায়রাদ্দীন মগরাবিন, সম্রাটের প্রভোষ্ট মার্শাল ট্রিষ্টান কর্ত্তৃক নিযুক্ত।

আর সন্দেহের কারণ ইতিপূর্ব্বে ফ্রান্সিস্কান কনভেণ্টে যাহা * ঘটিয়াছিল, কুইন্‌টিন তাহাই উল্লেখ করিলেন।

ডিউক। যদি জীবনের আশঙ্কা থাকে, তবে সত্য করিয়া বলিবে, সম্রাটের গুপ্ত আদেশে তাহারা তোমাদিগের গতিরোধ করিয়া রমণীদ্বয়কে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতে আসিয়াছিল কি না?

কুইন্‌টিন। সম্রাট যে এরূপ কার্য্যে প্রোৎসাহিত করিবেন বা লিপ্ত থাকিবেন, ইহা আমার কখনই বিশ্বাস হয় না।

সম্রাট এতক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে কুইন্‌টিনের কথাগুলি শ্রবণ করিতেছিলেন; এক্ষণে কুইন্‌টিনের এই কথাটি শুনিয়া যেন তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড অপসারিত হইল। ডিউক ব্যঙ্গচ্ছলে বলিলেন—"তুমি বেশ বিশ্বস্ত দূতের কার্য্য করিয়াছ।"

কুইন্‌টিন। আমি আমার প্রভুর আদেশ সসম্মানে পালন করিয়াছি। প্রভু কাউন্টেসদ্বয়কে নির্ব্বিঘ্নে লিজে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন, আমিও প্রাণপণে সে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি।

ডিউক। তবে আমি যে শুনিয়াছি, লিজবাসিগণ কর্ত্তৃক বিশপ নিহত হইবার পর তুমি লিজের রাজপথে সম্রাটের প্রেরিত ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতি-নিধি বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া লিজবাসিগণের উপর প্রভুত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলে, ইহা কিরূপ অভিনয়?

কুইন্‌টিন। লিজবাসিগণ তাঁহাদের অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া আমার প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করিয়া-ছিলেন; অবশেষে আমি বিরক্ত হইয়া কাউন্টেস ও আমার উভয়ের প্রাণরক্ষার্থ নগর হইতে পলায়ন করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ সম্রাটের কোনরূপ আদেশ, উপদেশ বা ইঙ্গিত অনুসারে আমি লিজবাসিগণের সহিত আপনার বিশ্বাস ও ধারণানুরূপ কোন প্রকার ব্যবহার করি নাই।

ক্রেভিসিয়ার এতক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন, এই কথা শুনিবামাত্র তিনি সোৎসাহে বলিয়া উঠি-লেন "যুবক, যথার্থ সাহস ও সদ্‌বিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন। ইহাতে সম্রাটের প্রতি কোনরূপ অপ-রাধ আরোপিত হইতে পারে না।"

সভাস্থ সকলেই অস্ফুটস্বরে ক্রেভিসিয়ারের মতের পোষকতা করিলেন। সম্রাট শুনিয়া আশ্বস্ত ও সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু ডিউকের আর ক্রোধের পরিসীমা রহিল না। তিনি ক্রোধকষায়িতনেত্রে একবার চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। হয় ত কেহই তাঁহার ক্রোধানল-নির্ব্বাণে অগ্রসর হইত না; ইত্যবসরে কমিন্স নিবেদন করিলেন—"লিজ হইতে এক দূত আসিয়াছেন।"

* পাঠক ষোড়শ অধ্যায়ে অবগত আছেন।

ডিউক শুনিয়া আদেশ করিলেন—"সত্বর তাঁহাকে এখানে লইয়া আইস, আমি তাঁহার নিকট হইতে লিজের সংবাদ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।"

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

দূত

লিজ হইতে দূত আসিয়াছে জানিয়া সকলেই তাঁহাকে দেখিবার জন্য অতিশয় উৎসুকভাবাপন্ন হইলেন। লিজবাসিগণ বিশপের হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করিয়া ডিউকের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছে, সুতরাং তিনি কি সংবাদ আনয়ন করিয়াছেন, কতক্ষণে তাহা শ্রবণ করিবেন, এই আশায় প্রতি মুহূর্ত্তেই তাঁহাদের কৌতূহল বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

দূত আসিয়া ডিউকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। দূতের পরিচ্ছদ অতিশয় জাঁকজমকপূর্ণ ও স্বর্ণসূত্রের কারুকার্য্যখচিত, এবং তাঁহার শিরস্ত্রাণে উইলিয়ম-ডি-লা-মার্কের বরাহ-মূর্ত্তি অঙ্কিত। দূতকে দেখিলে সাহসী ও সন্দিগ্ধ বলিয়া বোধ হয় এবং তাঁহার আকার ইঙ্গিতে প্রগল্‌ভতার ভাবদর্শনে বোধ হয়, তাঁহার বিশ্বাস, প্রগল্‌ভতার আশ্রয় ভিন্ন তিনি এ ক্ষেত্রে দৌত্যকার্য্য সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না।

ডিউক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে? কি জন্য আসিয়াছ?"

দূত। আমার নাম রোগ ম্যাংগ্রিয়ার; আমি উইলিয়ম-ডি-লা-মার্কের কর্ম্মচারী। যে ডি-লা-মার্ক তাঁহার পত্নী লেডী হেমিলিনের স্বত্বে এক্ষণে কাউণ্ট অফ ক্রয় ও ব্রাকমণ্টের লর্ড।—

ডিউক উইলিয়ম-ডি-লা-মার্কের অকস্মাৎ এতগুলি উপাধি ও দূতের এই সকল উপাধি উল্লেখে এরূপ ধৃষ্টতামূলক সাহসিকতা দর্শনে বিস্ময়ে যেন মূকের ন্যায় কিয়ৎক্ষণ বাক্‌শক্তিহীন হইয়া রহিলেন।

দূত পুনরায় বলিতে লাগিল—"আমি আবার প্রভুর নামে আপনাকে অবগত করিতেছি যে, তিনি কাউণ্ট-অফ-ক্রয় ও বিশপ-অফ-লিজ এই উপাধি ও মর্য্যাদা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।"

ডিউক দূতের কথায় কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া অবশিষ্টাংশ শ্রবণ করিবার জন্য গম্ভীরভাবে নিরুত্তর হইয়া রহিলেন।

দূত পুনরায় বলিতে লাগিল—"আমি এক্ষণে কাউণ্ট-অফ-ক্রয় ও বিশপ-অফ-লিজের নামে তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ আপনাকে বলিতেছি, স্বাধীন লিজ নগরের যে সকল ভূসম্পত্তি বর্গণ্ডী কর্ত্তৃক আক্রান্ত বা বলপূর্ব্বক আক্রান্ত হইয়াছে ও আপনি যে ৩৬টি জাতীয় পতাকা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা প্রত্যর্পণ করুন। এতদ্ভিন্ন যে দুর্গগুলি আপনি ভূমিসাৎ করিয়াছেন, সেগুলি পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করিবার জন্য অনুমোদন করুন, আর আমার প্রভু উইলিয়ম-ডি-লা-মার্ককে বিশপ ও কাউণ্ট বলিয়া স্বীকার করুন।"

ডিউক। আর কিছু বক্তব্য আছে?

দূত। ব্রাকমণ্ট দুর্গে আপনার যে রক্ষিত সৈন্যদল রহিয়াছে, তাহা আপনি আপনার নামে অথবা কাউণ্টেস্ অফ-ক্রয় ইসাবেলের নামে তথা হইতে স্থানান্তরিত করুন, অবশেষে সম্রাটের বিচারানুসারে অন্যান্য বিষয়ের মীমাংসা হইবে; তৎপরে আমার প্রভু কাউণ্টেস ইসাবেলকে একটি নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি প্রদান করিবেন।

ডিউক। (শ্লেষব্যঞ্জক ভাবে) তোমার প্রভু বড় মহানুভব ও সদ্‌বিবেচক। আর কিছু বক্তব্য আছে?

দূত। আপনি আমার প্রভুর বিশ্বস্ত পরম বন্ধু সম্রাটকে তাঁহার অধীন হইয়াও আপনার কর্ত্তব্যজ্ঞান-বিরুদ্ধভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাকে অচিরে মুক্তিদান করুন, নতুবা আমি তাঁহার আদেশক্রমে তাঁহার প্রতিনিধিরূপে আপনার সহিত প্রতিযোগিতা ঘোষণা করিতেছি।

ডিউক তাহাতে উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সম্রাট গাত্রোত্থান করতঃ কহিলেন—"ভ্রাতঃ বর্গণ্ডী! আমিই এই দাম্ভিক ব্যক্তিকে যথোপযুক্ত উত্তর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি এবং তজ্জন্য আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি।" তৎপরে দূতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, —"ওহে দূত! তুমি সেই নরঘাতক, দুর্ব্বৃত্ত উইলিয়ম-ডি-লা-মার্কের নিকট যাইয়া বল যে, ফ্রান্সের সম্রাট তাহার এই হত্যাকার্য্যের সমুচিত শাস্তিবিধানার্থ শীঘ্রই লিজে উপস্থিত হইয়া তাহাকে জীবন্ত ফাঁসী কাঠে লম্বমান করিবেন। তাহার এতদূর স্পর্দ্ধা যে, আমাদের সহিত সমকক্ষতালাভের বাসনা করিতে অগ্রসর হইয়াছে!"

ডিউক। আপনি আমার পক্ষীর রূপে উহাকে যাহা বলিতে হয় বলুন। লার্গেসি। উহাকে বেত্রাঘাত করিয়া উহার অস্থি-মাংস বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেল।

ক্রেভিসিয়ার ও হিমবার্কোট সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"দূত অবধ্য; উহার প্রতি দণ্ডবিধান কর্ত্তব্য নহে।"

ডিউক। নিশ্চয়ই এই দূত ছদ্মবেশী প্রবঞ্চক; টয়সন-ডি-অর! উহাকে আপনাদের সমক্ষে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া উহার দৌত্যকার্য্যের সত্যতা নিরূপণ করুন।

ডিউকের আদেশ শ্রবণ মাত্র দূতের বদন মলিন ও শুষ্ক হইয়া গেল। টয়সন-ডি-অর তাঁহাকে দৌত্য কার্য্যের সাঙ্কেতিক চিহ্নাদি নানা ও বিষয়ে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু দূত কোন প্রশ্নেরই উত্তর দানে সমর্থ হইল না। ডিউক তদ্দর্শনে ক্রোধকর্কশ স্বরে বলিলেন—"পাপিষ্ঠ প্রতারক! রৌপ্যমুদ্রা ও কৃত্রিম রৌপ্যমুদ্রার কত প্রভেদ দর্শন কর।"

দূত। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করুন, আর (সম্রাটের প্রতি) আপনিও আমায় রক্ষা করুন!

সম্রাট। তোমার রক্ষা? তবে সত্য করিয়া বল, তুমি দূত কি না?

দূত। এই আমার প্রথম দৌত্যকার্য্যে নিয়োগ।

ডিউক। (সক্রোধে) কে আছ? ইহাকে আমার শিকারী কুকুর দিয়া ভক্ষণ করাও। যাও, আমার ৪।৫টি কুকুর লইয়া আইস।

দূত। তবে আমাকে শিকারের পশুর ন্যায় ব্যবহার করুন।

ডিউক। বেশ, ৬০ গজ দূর হইতে তোমার পশ্চাতে কুকুর ছাড়িয়া দেওয়া হইবে; যাও, তুমি দৌড়াইতে আরম্ভ কর।

দূত পলাইবার আদেশ প্রাপ্তিমাত্র প্রাণপণে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল এবং ৬০ গজ অতিক্রম করিবামাত্র ৫টি ভীষণ সারমেয় তাহার অনুধাবন করিল। দূতের গাত্রে গুরুভার পরিচ্ছদ থাকায় সে অধিক দ্রুতবেগে ধাবিত হইতে সমর্থ হইল না; সুতরাং কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই দুর্দ্দান্ত সারমেয়গণ কর্ত্তৃক ধৃত হইল। ডিউক ও সম্রাট উভয়েই এই-রূপ মানবশিকার দর্শনে অতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন। যদিও মানবের যন্ত্রণা হাস্যের কারণ নহে, কিন্তু তথাপি দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে উহা অসংবরণীয় হাস্যের কারণ হইয়া থাকে। ডিউক ও সম্রাট উভয়ে হাস্যরসের স্রোতে এরূপ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিলেন যে, সম্রাট হাসিতে হাসিতে যেন ভূতলে পতনোন্মুখ হইয়া ডিউকের পরিচ্ছদ-প্রান্ত ধরিয়া ফেলিলেন, ডিউকও তৎক্ষণাৎ সেই ভাবে বিভোর হইয়া দুই হস্তে সম্রাটের গ্রীবাদেশ ধারণ করিলেন। উভয়ে পুনর্ব্বার সখ্যভাবে আবদ্ধ হইলেন।

শার্দ্দূলের ন্যায় ভীষণ সারমেয়গণের ভীষণ দংষ্ট্রা-ঘাতে দূতকে মৃতপ্রায় হইতে দেখিয়া ডিউক তাহা-দিগকে ডাকিয়া লইলেন। ইত্যবসরে ওলিভার আসিয়া সম্রাটকে চুপি চুপি কহিল—"এ যে দূতবেশ-ধারী ম্যায়রাদীন মগরাবীন, ডিউকের সহিত ইহার কথা-বার্ত্তা ততদূর মঙ্গলজনক নহে।"

সম্রাট মৃদুস্বরে ওলিভারকে কহিলেন—"উহার মৃত্যু অনিবার্য্য।"

মুহূর্ত্তকাল পরে ট্রিষ্টান ওলিভারের সাঙ্কেতিক উপদেশক্রমে সম্রাট ও ডিউকের সম্মুখীন হইয়া বলিল—"আমি এই দূতকে প্রার্থনা করি, দেখুন, ইহার স্কন্ধদেশে আমার মোহর অঙ্কিত আছে। এ ব্যক্তি অতিশয় দুর্ব্বৃত্ত, সম্রাটের ও বহুসংখ্যক প্রজার প্রাণবিনাশ করিয়াছে। কত ধর্ম্মমন্দির লুণ্ঠন ও কুমারীর সতীত্বনাশ করিয়াছে।

ডিউক। বেশ, বেশ! এ ব্যক্তি আমাদের সম্রাটের সম্পত্তি। (সম্রাটের প্রতি) আপনি ইহাকে লইয়া কি করিবেন?

সম্রাট। ইহাকে উদ্বন্ধনরজ্জুতে লম্বমান করিব।

ডিউক হাস্যচ্ছলে কহিলেন—"লুই! লুই! আপনি যেমন আমাদের প্রফুল্লচিত্ত সহচর—ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, আপনি সেইরূপ বিশ্বস্ত হউন। আমি সর্ব্বদাই মনে মনে স্মরণ করিয়া থাকি। আমরা এক-কালে কতই আমোদ আহ্লাদে প্রফুল্লভাবে কালাতি-পাত করিতাম: যাহা হউক, এক্ষণে আপনি এ সমস্ত বিস্মৃত হইয়া আমার সহিত বিশ্বস্তভাবে ডি-লা-মার্ক ও দুর্বৃত্ত লিজবাসিগণের বিশপহত্যার জন্য তাহাদিগকে সমুচিত দণ্ড বিধানার্থ যাত্রা করিতে প্রস্তুত আছেন কি না?

সম্রাট। নিশ্চয়ই।

ডিউক। তবে অধিক সৈন্য লইয়া যাইবার

প্রয়োজন নাই। আপনার স্কটিস শরীররক্ষক দল ও দুইশত বর্শাধারী সৈনিক লইয়া গমন করিলেই যথেষ্ট হইবে। আর এক কথা, ডিউক-অফ-আর্লিয়ান্সের সহিত কাউণ্টেস ইসাবেলের পরিণয়ে আপনি সম্মত কি না?"

সম্রাট। ভ্রাতঃ! ডিউক-অফ-আর্লিয়ান্সের সহিত আমার কন্যা শ্রীমতী জোয়ানের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়া রহিয়াছে; সুতরাং এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করুন।

ডিউক। বেশ, সে সকল বিষয় ভবিষ্যতে বিবেচনাসাপেক্ষ রহিল, এক্ষণে আমরা উভয়ে পুনর্ব্বার পরস্পর ভ্রাতা ও বন্ধু।

সম্রাট। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! তিনিই নরপতিগণের হৃদয় স্বীয় মুষ্টিমধ্যে ধারণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে শান্তিপুর্ণ ও সদয়ভাবে অবনত করিয়া কত নরহত্যা নিবারণ করেন;—ওলিভার! তুমি ট্রিষ্টানকে বল যেন সত্বর ঐ পাপিষ্ঠ বোহিমিয়ানের উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিতে প্রস্তুত হয়।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

—*—

প্রাণদণ্ড.

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! যে তিনি আমাদিগকে হাসিবার ও হাসাইবার শক্তি প্রদান করিয়াছেন। যাহার হৃদয় বিরস, প্রাণে হাসি নাই ও হাস্যপরিহাসে যাহার বৈরাগ্য তাহাকে ধিক!—এই সামান্য হাস্যরসের স্রোতে ফ্রান্স ও বর্গণ্ডীর আসন্ন সংগ্রামানল নির্ব্বাপিত হইল!

পেরোণ দুর্গ হইতে বর্গণ্ডীর প্রহরিগণ অবসৃত হইল; সম্রাটের বাসস্থান টাওয়ার হইতে স্থানান্তরিত হইল; তদ্দর্শনে ফরাসী ও বর্গণ্ডীয়ানগণের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। সম্রাট ও ডিউকের মধ্যে অন্ততঃ বাহ্যদৃষ্টে পরস্পর সদ্ভাব ও সখ্যভাব সংস্থাপিত হইল। ডিউক সম্রাটের প্রতি তাঁহার পদমর্য্যাদোচিত ভক্তি, সম্মান, শ্রদ্ধা ও আদর প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

ডিউকের কর্ম্মচারিগণ হায়রাদ্দীন মগরাবিনকে সম্রাটের প্রভোষ্ট মার্শালের হস্তে সমর্পণ করিল। হায়রাদ্দীন এক্ষণে ট্রিস-এসচিলিস ও পেটিট-এণ্ডির তত্বাবধানে রক্ষিবর্গপরিবৃত হইয়া সন্নিহিত অরণ্যে আনীত হইল। এই অরণ্যমধ্যস্থ এক বৃক্ষশাখায় উদ্বন্ধনে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। চারিদিকে জনতা; ঘাতুক এক বৃহৎ বৃক্ষশাখায় রজ্জুবন্ধন করিতেছে, ইত্যবসরে হায়রাদ্দীন কুইন্‌টিন্-ডারওয়ার্ডকে জনতামধ্যে দেখিতে পাইয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিল কুইন্‌টিন্ পাপিষ্ঠের পরিণাম দেখিতে এখানে সমাগত হইয়াছিলেন।

উদ্বন্ধন-সজ্জা প্রস্তুত হইলে হায়রাদ্দীন গলদেশে রজ্জু সংলগ্ন হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে কুইন্‌টিনের সহিত একবার স্বল্পকালের জন্য বাক্যালাপ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। কুইন্‌টিন্ সম্রাটের বিশ্বস্ত ও প্রিয়পাত্র, সুতরাং তাঁহাদের কোন বিপদাশঙ্কা নাই জানিয়া ট্রিস-এসচিলিস তাহাতে সম্মতি প্রদান করিল।

আহ্বানমাত্র কুইন্‌টিন্ হায়রাদ্দীনের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হায়রাদ্দীনের পরিচ্ছদ সারমেয়ের তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন, তাহার মুখের কৃত্রিম-বর্ণ-রঞ্জিত আভা বিমলিন। ছদ্মবেশধারণার্থ কৃত্রিম শ্মশ্রুও ছিন্ন ভিন্ন; তাহার গণ্ড ও ওষ্ঠে যেন মৃত্যুর মলিনতা অঙ্কিত, তথাপি তাহার জাতিসুলভ সাহসিকতায় তাহার চক্ষুদ্বয় যেন ঘুর্ণিত হইতেছে এবং ওষ্ঠে মৃদুহাস্য-রেখা অঙ্কিত থাকিয়া আসন্ন মৃত্যুকেও যেন অবজ্ঞা করিতেছে।

এই দৃশ্য দেখিয়া কুইন্‌টিনের হৃদয়ে যুগপৎ ভয় ও দয়ার সঞ্চার হইল। হায়রাদ্দীন তাঁহাকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া কহিল, "আমি গোপনে ইঁহাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।"

কুইন্‌টিনের অনুরোধে রক্ষিগণ তাহার কিছুদূরে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিল। কুইন্‌টিন্ তাহার নিকট অগ্রসর হইয়া তাহাকে বলিলেন,—"অবশেষে তোমার এই পরিণাম! তোমার পাপ ও বিশ্বাসঘাতকতার এত শীঘ্র প্রায়শ্চিত্ত হইল?"

হায়রাদ্দীন। এই আমার ভাগ্যফল।

কুইন্‌টিন। অনর্থক কালহরণ করিও না, তোমার কি বক্তব্য আছে শীঘ্র প্রকাশ কর, তৎপরে আধ্যাত্মিক মঙ্গল সাধনে যত্নবান্ হও।

হায়রাদ্দীন। বিংশতি বৎসরের কুষ্ঠব্যাধি কি এক মুহূর্ত্তের চিকিৎসায় আরোগ্য হইতে পারে?

যাহা হউক, আমি আপনাকে ভাল বাসিতাম এবং আমার ইচ্ছা ছিল, আমি এক সমৃদ্ধিশালিনী রমণীর সহিত আপনার মিলন করিয়া দিব ; আপনি তাহার ওড়না আপনার অঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন, আমি তাহাতেই ভ্রান্ত হইয়াছিলাম, আরও আমার এই বিশ্বাস ছিল, লেডী হেমিলিন ও তাঁহার সহিত তাঁহার যে অর্থ ছিল, তাহাই আপনি সেই ইসাবেল ও তাঁহার বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি অপেক্ষা অধিক পছন্দ করিবেন।

কুইন্‌টিন্। ও সকল অনর্থক ও অলস আলোচনার আবশ্যক নাই, রক্ষিগণ ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছে।

হায়রাদ্দীন। উহাদিগকে দশটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেই উহারা আর দশ মিনিট কাল অপেক্ষা করিবে। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আপনার প্রতি আমার যথার্থই আন্তরিক সদ্ভাব ছিল, আর হেমিলিনের সহিত আপনার বিবাহ অতি সহজেই সম্পন্ন হইত, এক্ষণে হেমিলিন উইলিয়ম ডি-লা-মার্কের পরিণীতা পত্নী।

কুইন্‌টিন্। ও সকল অনধিকার চর্চ্চার কোন প্রয়োজন নাই, তোমার কি বিশেষ বক্তব্য তাহাই আমি শুনিতে ইচ্ছা করি।

হায়রাদ্দীন। আপনি ঠিক বলিয়াছেন, আমি বহুমূল্য পুরস্কারের লোভে উইলিয়ম-ডি-লা-মার্কের নিকট হইতে এই সাংঘাতিক ছদ্মবেশে আসিয়াছিলাম। সম্রাটের নিকট উইলিয়মের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘোষণা ও এক গভীর রহস্য সম্রাটের কর্ণগোচর করিয়া সম্রাটের নিকট হইতে আরও অধিকতর উৎকৃষ্ট পুরস্কার পাইব, মনে এরূপ আশাও ছিল।

কুইন্‌টিন্। বড়ই সাংঘাতিক আশা।

হায়রাদ্দীন। যেরূপ আশা তাহার উপযুক্ত প্রতিফলও হইয়াছে। ডি-লা-মার্ক ইতিপূর্ব্বে মারথনের দ্বারা সম্রাটের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিল; কিন্তু মারথনের সম্রাটের নিকট গমন করিবার সাহস না থাকায় সে জ্যোতির্ব্বিদের নিকট ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ও স্কনওয়াল্টের বিবরণ ব্যক্ত করিয়াছিল। মারথনের সংবাদ সম্রাটের নিকট দৈববাণীর ন্যায় পৌঁছিবারই সম্ভাবনা ; কিন্তু আমার বিশেষ প্রয়োজনীয় গুপ্তরহস্য শ্রবণ করুন। উইলিয়ম বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন এবং বিশপের ভাণ্ডারস্থ অর্থে প্রত্যহ ঐ সৈন্যদল পুষ্ট ও বর্দ্ধিত করিতেছেন। কিন্তু তিনি বর্গণ্ডীর সহিত সম্মুখ সংগ্রামে ইচ্ছুক নহেন ; নিশীথে সসৈন্যে চক্রান্তকারিগণকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিবেন। সৈন্যগণের মধ্যে বহুসংখ্যক ফরাসী সৈন্য আছে ; তাহারা 'ফ্রান্স, সেণ্ট লুই' প্রভৃতি সমরধ্বনি উচ্চারণ করিবে, ইহাতে বর্গণ্ডী-সৈন্যদলে বিশেষ বিশৃঙ্খলতা হইবার সম্ভাবনা। আর সম্রাট যদি তাঁহার শরীররক্ষক দল ও অন্যান্য সৈন্যগণ সহ ডি-লা-মার্কের সহিত যোগদান করেন, তবে ডিউক-অফ-বর্গণ্ডীর সৈন্যগণের পরাভব অনিবার্য্য ; ইহাই আমার গুপ্ত সংবাদ, আপনি এক্ষণে এই সমরানল উদ্দীপিত বা নিবারিত করিতে সমর্থ এবং সম্রাট কিংবা ডিউকের নিকট এই সংবাদ প্রকাশ করিয়া যাহাকে ইচ্ছা রক্ষা বা বিনাশ করিতে পারেন। আমি সে সম্বন্ধে কিছুই গ্রাহ্য করি না। আমার এই দুঃখ আমি তাহাদের ধ্বংস প্রত্যক্ষ করিতে পাইব না।

কুইন্‌টিন্। ইহা অতি প্রয়োজনীয় গুপ্ত সংবাদ বটে!

হায়রাদ্দীন। আপনি ত এই সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন, এক্ষণে প্রফুল্লমনে চলিয়া যান, আমি কিন্তু আপনার নিকট যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলাম তাহা আর পূর্ণ হইল না।

কুইন্‌টিন্। কি প্রার্থনা বল, যদি আমার সাধ্যায়ত্ত হয়, অবশ্যই তাহা পূর্ণ হইবে।

হায়রাদ্দীন। পৃথিবীতে আমার একটি মাত্র প্রিয় বস্তু আছে, সেটি আমার "ক্লেপার" ; এক মাইল দূরে আপনি তাহাকে এক জন কয়লা-বিক্রেতার কুটীর পার্শ্বে তৃণ-ভক্ষণ করিতে দেখিতে পাইবেন ; আমি ত জন্মের মত চলিলাম, আপনি আমার সাধের অশ্বটিকে যত্নে রক্ষা করিবেন। দিন-রাত্রি অবিশ্রান্ত ভ্রমণশীল, আবরণযুক্ত উষ্ণ অশ্বশালা কিংবা শীতকালের অনাবৃত শীতল প্রান্তর তাহার পক্ষে উভয়ই সমান। আপনি শপথ করিয়া বলুন আমার ক্লেপারকে যত্নে রক্ষা করিবেন?

"আমি শপথ করিতেছি," এই বলিয়া কুইনটিন এরূপ কঠিন হৃদয়েও কোমলতার মিশ্রণ দেখিয়া মনে মনে বিমুগ্ধ হইলেন।

হায়রাদ্দীন। তবে এইবার বিদায়, আপনি প্রস্থান করুন, না না, একটু অপেক্ষা করুন, একখানি পত্র আছে, ডি-লা-মার্কের পত্নী লেডী হেমিলিন

তাঁহার ভ্রাতৃকন্যাকে এই পত্রখানি দিয়াছেন। আমি আপনার চাহনিতে বুঝিয়াছি, আপনি আন্তরিক ইচ্ছার সহিত এই পত্রবাহকের কার্য্যে প্রস্তুত, সুতরাং ইহা গ্রহণ করুন; আর একটি কথা, আমার অশ্বের পর্য্যাণের ভিতরে একটি স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ পুটক আছে, তাহা আপনি গ্রহণ করিবেন।

কুইন্‌টিন। আমি সৎকার্য্য ও তোমার আত্মার সদ্গতির জন্য উহা ব্যয় করিব।

হায়রাদ্দীন। ও কথার উল্লেখ করিবেন না, আত্মার উন্নতির ন্যায় কোন বস্তু নাই, থাকিতে পারে না এবং থাকিবে না; উহা পুরোহিতগণের স্বকপোল-কল্পিত অলীক স্বপ্ন মাত্র।

কুইন্‌টিন। ওহে হতভাগ্য! সৎ চিন্তা কর, আমি এক জন ধর্ম্ম-যাজকের জন্য চলিলাম, তুমি তোমার পাপের জন্য বিনা অনুশোচনায় দেহ ত্যাগ করিলে তোমার গতি কি হইবে?

হায়রাদ্দীন শৃঙ্খলাবদ্ধ হস্ত দ্বারা স্বীয় বক্ষে আঘাত করিয়া কহিল,—"পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া যাইবে, স্বভাব-গঠিত দেহ স্বভাবের গর্ভে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে —আর না, আমার শেষ বাক্য জন্মের মত উচ্চারণ করিয়াছি, আপনি প্রস্থান করুন।"

কুইন্‌টিন দেখিলেন, এরূপ অন্ধ নাস্তিকের সহিত বাদানুবাদ করা বৃথা; সুতরাং তিনি তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া ক্লেপারের উদ্দেশে বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ মধ্যে তাহাকে হস্তগত করিয়া ফেলিলেন। এ দিকে অতীত-পাপ-স্মরণে অকম্পিত ভবিষ্য জীবনে বিশ্বাসহীন ও মৃত্যুভয়ে নির্ভীক হায়রাদ্দীনের জীবন-লীলা সংবরণ হইল।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

সম্মানের পুরস্কার

কুইন্‌টিন পেরোণদুর্গে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, একটি সভাধিবেশন হইয়াছে; এই সভার মন্তব্যের সহিত তিনিও স্বার্থসূত্রে সংযুক্ত এবং ইহাতে তাঁহার অসাধারণ ভাগ্য-পরিবর্তন সংঘটিত হইবে।

সম্রাট ডিউকের সহিত লিজবাসিগণের বিরুদ্ধে আসন্ন সমরাভিযান সম্বন্ধে পরামর্শে ব্যাপৃত হইলেন। তিনি ব্যালুর পরামর্শেই বর্গণ্ডীর প্রতি অযথা বিশ্বাস স্থাপন করিয়া এরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন। তাহার প্রতি কিরূপ বৈরনির্য্যাতনবৃত্তি চরিতার্থ করিবেন মনে মনে তাহাও চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রভোষ্ট মার্শেল ট্রিষ্টান তাঁহার সৈন্য-সজ্জার আদেশ প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার উপর কার্ডিনাল ব্যালুকে লচেস্ দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য ভারার্পণ হইল। সম্রাট বলিলেন—"কার্ডিনালের রক্তপাত করিবার আবশ্যক নাই; তাহাকে বন্দী করিয়া রাখাই তাহার উপযুক্ত দণ্ড।"

অনন্তর সমর-অভিযান-সম্বন্ধীয় তাবৎ বিষয় যথাবিধি নিষ্পন্ন হইলে ডিউক-অফ-বর্গণ্ডী কাউণ্টেস ইসাবেলের সহিত ডিউক-অফ-অর্লিয়ান্সের পরিচয়ে সাধারণ সমক্ষে সম্রাটকে সম্মতি প্রদানার্থ অনুরোধ করিলেন। সম্রাট ডিউক-অফ-অর্লিয়ান্সের সম্মতির অপেক্ষা ব্যপদেশে প্রথমতঃ প্রত্যাখ্যানসূচক বাদানুবাদ করিয়া অগত্যা নিতান্ত অনিচ্ছায় ও দীর্ঘ-নিশ্বাসের সহিত সম্মতি প্রদান করিলেন।

ডিউক-অফ-বর্গণ্ডী কহিলেন—"অর্লিয়ান্সের মতামত সম্বন্ধে আমি অনুসন্ধান করিয়া যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে তিনি রাজকুমারীর পাণি-গ্রহণ করিয়া সম্মানিত হইবার পরিবর্ত্তে কাউণ্টেস-অফ-ক্রয়কেই বিবাহ করিতে অধিক সম্মত।"

সম্রাট। ডিউক অতিশয় অকৃতজ্ঞ ও নির্দ্দয়। যাহা হউক, উভয়ের সম্মতি হইলেই আপনার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য হইবে।"

"আপনার সে জন্য কোন আশঙ্কার কারণ নাই। এই বলিয়া তিনি ডিউক-অফ-অর্লিয়ান্স ও ইসাবেলকে স্বীয় সমক্ষে আগমন করিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন। আহ্বানমাত্র তাঁহারা উভয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বর্গণ্ডী তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"ফ্রান্স ও বর্গণ্ডীর চিরন্তন শান্তি ও সদ্ভাব সংস্থাপন জন্য আমাদের উভয়ের ইচ্ছা ও সম্মতিক্রমে তোমাদের পরস্পরের পরিণয়সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইয়াছে।

ডিউক-অফ-অর্লিয়ান্স এই প্রস্তাব শুনিবামাত্র আহ্লাদ সাগরে নিমগ্ন হইলেন। কিন্তু সম্রাট সম্মুখে উপবেশন করিয়া রহিয়াছে দেখিয়া সে ভাব সংবরণ করিয়া কহিলেন—"কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমার ইচ্ছা ও সম্মতি আমার প্রভুর ইচ্ছাধীন।"

সম্রাট শুনিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন—"আমি এ-স্থানে একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি,বোধ হয় তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিবার তত আবশ্যক হইবে না যে, তোমার গুণাবলী দর্শনে আমি আমার পরিবারমধ্যে তোমার বিবাহ-সম্বন্ধ ইতিপূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলাম; তবে এক্ষণে প্রিয় ভ্রাতা বর্গণ্ডী অন্য পাত্রার সহিত তোমার বিবাহ সম্পন্ন করিয়া ফ্রান্স ও বর্গণ্ডীকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিতে চাহেন; সুতরাং এস্থলে আমার আশা ও ইচ্ছা অবশ্যই সংবরণ করিতে হইবে।"

অর্লিয়ান্স সম্রাটের এইরূপ স্বার্থত্যাগ দর্শনে ও তাঁহার কন্যা জোয়ানের সহিত পরিণয়ে অব্যাহতি লাভ করিবার সুযোগ পাইলেন বুঝিয়া মনে মনে অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন।

বর্গণ্ডী তৎপরে ইসাবেলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অর্লিয়ান্সের সহিত তাঁহার প্রস্তাবিত বিবাহ-সম্বন্ধ জ্ঞাপন করিলেন।

ইসাবেল সাহস অবলম্বন করিয়া কহিলেন,—"প্রভু! আপনার আদেশ শুনিলাম এবং উহা পালন করিতে বাধ্য থাকিলাম।"

বর্গণ্ডী সম্রাটকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বেশ বেশ, তবে অবশিষ্ট বিষয় আমারা সাধ্যমত করিয়া ফেলিব; অদ্য প্রাতে আপনি এক শূকর শিকার করিয়াছেন, আবার অপরাহ্নে এক শার্দ্দূলকে সুপ্তোত্থিত করিলেন।"

কাউণ্টেস দেখিলেন, স্পষ্টরূপে মীমাংসা করাই উচিত; সুতরাং সঙ্কুচিত অথচ দৃঢ়ভাবে ও উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন—"আপনি আমার কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়েন নাই, আপনার পিতৃপুরুষ প্রদত্ত ভূমিসম্পত্তির সম্বন্ধেই আমি বলিয়াছিলাম; আমার অবাধ্যতা জন্য যদি আমি সেই সকল সম্পত্তি-ভোগে অনধিকারী অথবা অযোগ্যা বলিয়া বিবেচিত হই, তবে আমি উক্ত সম্পত্তি আপনার হস্তে ন্যস্ত করিতে প্রস্তুত আছি।"

বর্গণ্ডী ক্রোধে ভূতলে পদাঘাত করিয়া কহিলেন—"তুমি জান, কাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাহার সহিত এরূপ উদ্ধত ভাবে প্রত্যুত্তর করিতেছ?"

ইসাবেল পূর্ব্ববৎ নির্ভীক চিত্তে দৃঢ়স্বরে কহিলেন—"জানি, আমাদের অধিপতির সমক্ষে, জানি আমি [illegible] কথা কহিতেছি, আর যে সম্পত্তি আপনার পূর্ব্বপুরুষগণ আমার পূর্ব্বপুরুষগণকে সদয়ভাবে প্রদান করিয়াছিলেন, আপনি যদি আমাকে আমার সেই নিজ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহা গ্রহণ করেন, তবে জানিবেন, সম্পত্তি আপনার হইতে পারে, কিন্তু আমার এ দেহ আপনার নহে; আমার হৃদয়ের তেজ এখনও আমাকে সজীব রাখিয়াছে; আমি ঈশ্বরের কার্য্যে দেহ মন সমস্তই উৎসর্গ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিব।"

ডিউক শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন—"যদি কোন মঠে তোমার স্থান না হয়?"

ইসাবেল। ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিব।

ডিউক। ইহা কোন গুপ্ত ও অন্যায্য বাসনা চরিতার্থ করিবার ছল মাত্র। আর্লিয়ান্স! যদি আমি স্বহস্তে, উহার হস্তধারণ করিয়া বিবাহ-বাসরে লইয়া যাই, তবে রমণী নিশ্চয়ই আপনার হইবে।

লেডী ক্রেভিসিয়ার সাতিশয় তেজস্বিনী ও স্বাধীন প্রকৃতি রমণী, তিনি আর অকারণে অসহায়া রমণীর নিগ্রহ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রতিবাদস্বরে কহিলেন—"প্রভু! আপনি ক্রোধবশে ইহার প্রতি এরূপ ভাষা প্রয়োগ করিবেন না, বলপ্রয়োগে ভদ্রমহিলাকে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাহারও হস্তে সমর্পণ করা উচিত নহে।"

মঠধারিণীও বলিলেন—"রাজার উচিত নহে যে, তিনি সংসারের নানা চিন্তা ও জ্বালা-যন্ত্রণায় উৎ-পীড়িতা ও ভগ্নহৃদয়া সন্ন্যাসার্থিনী রমণীকে তাঁহার পবিত্র ধর্ম্মপথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত করেন।"

ডুনয় বলিলেন—"যখন কাউণ্টেস্ সর্ব্বজনসমক্ষে প্রকাশ্য ভাবে এই পরিণয়ে অসম্মতি প্রকাশ করিতেছেন, তখন অর্লিয়ান্স ডিউকের এ পরিণয়ে সম্মত হওয়া উচিত নহে।

অর্লিয়ান্স শুনিয়া নিরাশ ভাবে বলিলেন—"অন্য এক সময়ে কাউণ্টেস্‌কে আমার মনোভাব প্রকাশ করিয়া একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলে হয় না কি?"

ইসাবেল লেডী ক্রেভিসিয়ার প্রভৃতি মহিলা ও পুরুষগণের মন্তব্য শ্রবণে উৎসাহিতা হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তা সহ কহিলেন—"আর সে সকল চেষ্টায় কোন ফল নাই। আমি এ বিবাহে সম্পূর্ণ অসম্মত।"

ডিউক। আর্লিয়ান্স! রমণী সহজে সম্মত না হইলে পরিশেষে বলপূর্ব্বক সম্মত করাইব।

অর্লিয়ান্স। উনি যখন আমাকে প্রকাশ্য

ভাবে প্রত্যাখ্যান করিলেন, তখন আর আমার পক্ষে কোন চেষ্টা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

ডিউক একবার অর্লিয়ান্সের দিকে ও আর একবার সম্রাটের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, সম্রাটের হৃদয় জয়োল্লাসে পূর্ণ হইয়াছে; সুতরাং তিনি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া তাঁহার সেক্রেটারীকে কহিলেন—"রমণীর তাবৎ সম্পত্তি রাজসংসারভুক্ত ও কারাগারে ইহার বাসস্থান নির্দ্দেশ হউক।"

ক্রেভিসিয়ার তচ্ছ্রবণে বলিয়া উঠিলেন—"বিশেষরূপ বিবেচনা পূর্ব্বক ইঁহার সম্ভ্রম ও মর্য্যাদানুসারে ইঁহার দণ্ড বিধান করা উচিত। ইনি আমার আত্মীয়া সুতরাং আমি অকারণে ইঁহার প্রতি কোনরূপ অমর্য্যাদাসূচক ব্যবহার দর্শন করিতে পারি না।"

ডিউক শুনিয়া প্রথমতঃ ক্রেভিসিয়ারের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ভাব দমন করিয়া ফেলিলেন। কারণ, সভাস্থ সকলেরই মুখভাব দর্শনে তাঁহার স্পষ্ট বিশ্বাস জন্মিল যে, ইসাবেলের এরূপ দণ্ড বিধানে কাহারও অভিপ্রায় বা সম্মতি নাই। বিশেষতঃ তাঁহাদের মনোমালিন্য ঘটিলে সম্রাটেরই তাহাতে বিশেষ মঙ্গল; সুতরাং তিনি মিষ্টবাক্যে ক্রেভিসিয়ারকে কহিলেন—"ক্রেভিসিয়ার! আমি অতিশয় ক্ষিপ্রভাবে ঐরূপ বলিয়া ফেলিয়াছি - সমরনীতি অনুসারে উহার বিচার নিষ্পত্তি করিব; আর উহার নিজে পলায়নেই বিশপের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। যিনি এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লইয়া সেই হত্যাকারী ডি-লা-মার্কের ছিন্ন মুণ্ড আনিয়া দিতে পারিবেন, তিনিই এই কুমারীর পাণিগ্রহণের যোগ্য পাত্র।"

কাউণ্টেস্। আপনি কি আমাকে এক জন অসিজীবীর পুরস্কারস্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে চাহেন?

ডিউক। অবশ্য তিনি কোন ভদ্রবংশোদ্ভব হইবেন।

লর্ড ক্রফোর্ড, ক্রেভিসিয়ার, ডুনয় প্রভৃতি সকলেই ডি-লা-মার্কের সহিত সংগ্রামে বদ্ধপরিকর হইয়া নানারূপ হাস্যপরিহাস করিতে লাগিলেন। কেবল মাত্র ব্যালাফ্রে অস্ফুট স্বরে কুইনটিন্‌কে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন—"এইবার তোমার ভাগ্যপরীক্ষার বিশিষ্ট সুযোগ, তুমি সর্ব্বদাই বলিতে, বিবাহ দ্বারা আমাদের বংশগৌরব বৃদ্ধি হইবে! তুমি অগ্রসর হও।"

ইত্যবসরে লেডী ক্রেভিসিয়ার ইসাবেলকে লইয়া সভাকক্ষ হইতে প্রস্থান করিলেন। তিনি ইসাবেলকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন—"যিনি যতই বীর হউন না, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহই ডিউকের অঙ্গীকৃত পুরস্কার লাভে সক্ষম হইবেন না। তবে যিনি ডি-লা-মার্কের বধসাধনে কৃতকার্য্য হইবেন, তিনি তোমার সুনজরে পড়িলে তবে তাঁহার ভাগ্যে উক্ত পুরস্কারলাভের সম্ভাবনা। প্রণয়ও জলমগ্ন নিরাশের ন্যায় তৃণগুচ্ছ ধারণে হস্ত প্রসারণ করে।" লেডী ক্রেভিসিয়ারের মুখে এইরূপে ক্ষীণ আশার ইঙ্গিত মাত্র শুনিয়া ইসাবেলের নেত্র হইতে জলধারা পতিত হইতে লাগিল।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

— * —

অভিযান

কয়েক দিবস অতীত হইবার পর সম্রাট শুনিলেন, তাঁহার প্রতিহিংসা চরিতার্থ জন্য কার্ডিনাল ব্যালু একটি সঙ্কীর্ণ পিঞ্জরে চিরজীবনের মত বন্দিদশায় আবদ্ধ হইয়াছেন। সম্রাট এই সংবাদে অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। ডিউকের অনুরোধে সম্রাট তাঁহার সহিত ডি-লা-মার্কের বিরুদ্ধে সমরাভিযান করিবার জন্য স্বীয় রাজ্য হইতে সৈন্য আনয়ন করাইলেন।

তিনি 'ক্ষণে আর বর্গণ্ডী-ডিউকের নিকট বন্দী নহেন। তাঁহার স্বাধীনতা প্রাপ্তির সহিত অর্লিয়ান্সের হস্তে স্বীয় কন্যা জোয়ানকে সম্প্রদান করিবার বাসনা পুনরায় উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। যদিও তাঁহাকে বর্গণ্ডীর পতাকানুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার অধীন ভাবে সমর-যাত্রা করিতে হইবে, তথাপি তিনি এরূপ দশা-বিপর্য্যয়হেতু অণুমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন না। ওলিভারকে নির্জ্জনে কহিলেন - "পড়তা পড়িলে সকলেরই প্রথম প্রথমজয়লাভ হয় বটে কিন্তু ধৈর্য্য ও জ্ঞানবলে পরাভূত ব্যক্তির পরিণামে জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী।"

এইরূপ সান্ত্বনাজনক বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া সম্রাট নির্দ্দিষ্ট দিবসে স্বীয় শরীররক্ষক দলে বেষ্টিত হইয়া

অশ্বপৃষ্ঠে স্বর্গতী-সৈন্যদলের সহিত লিজাভিমুখে সমর-যাত্রায় যোগদান করিবার জন্য পেরোণ দুর্গ হইতে নিক্রান্ত হইলেন।

এদিকে সম্ভ্রান্ত রমণীগণ নগরের তোরণশিরে সমাগত হইয়া রাজপথগামী সৈন্যদলের সমরযাত্রা দর্শন করিতে লাগিলেন। লেডী ক্রেভিসিয়ারের নিতান্ত অনুরোধে অনিচ্ছাসত্বে ইসাবেলও তথায় আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

সৈনিক পুরুষগণ সুদৃশ্য পতাকা হস্তে ও সুরম্য পরিচ্ছদ ও অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে তোরণের নিম্নদেশ অতিক্রম করিয়া বিভাগবিন্যস্ত ও শ্রেণীবদ্ধ ভাবে গমন করিতে লাগিলেন। সমবেত রমণীগণ তদানীন্তন প্রথানুসারে কেহ বা রুমাল, অবগুণ্ঠন-বস্ত্র ও হস্ত-সঞ্চালনে, কেহ বা সহাস্যবদনে স্ব স্ব পরিচিত যোদ্ধৃগণকে সম্ভাষণ ও উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। যোদ্ধৃগণও স্ব স্ব পরিচিতা প্রণয়িনীগণকে সপ্রেম কটাক্ষ ও মৃদু হাস্যে নীরব প্রত্যুত্তর দিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন।

কাউণ্টেস ইসাবেল যদিও তথায় উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু সাধারণ যোদ্ধৃগণের মধ্যে কেহই তাঁহার প্রতি কোনরূপ সাঙ্কেতিক সম্ভাষণ করিতে সাহসী হন নাই—একটি মাত্র যুবক তাঁহার শ্যেনদৃষ্টিতে ইসাবেলকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার পিতৃস্বসার পত্রখানি (যাহা তিনি হায়রাদানের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) নিজ বর্শাফলকে সংলগ্ন করিয়া ইসাবেলের হস্তে প্রদান করিলেন। তাঁহার এইরূপ আচরণে লর্ড ক্রেভিসিয়ার প্রভৃতি কয়েক জন তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

ইসাবেল শুনিয়া সলজ্জভাবে কহিলেন—"আপনারা অকারণ এরূপ অসন্তুষ্ট হইতেছেন কেন? আমার পিতৃস্বসা লেডী হেমিলিন আমাকে এই পত্রখানি লিখিয়াছেন।"

ক্রেভিসিয়ার বলিলেন—"কি পত্র লিখিয়াছেন, আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি।"

কাউণ্টেস পত্রখানি পাঠ করিলেন। পত্রে এইরূপ লিখিত ছিল—"আমি এখন উইলিয়ম ডি-লা-মার্কের পত্নী। যে উইলিয়ম স্বীয় অকুতসাহসবলে নিজের সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছেন; তুমি অপরের কথায় নির্ভর করিয়া আমার উইলিয়মের স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে কোনরূপ বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করিও না। তাঁহার এমন অনেক দোষ ছিল, অপরের সে সকল দোষ সত্বেও আমি তাঁহাদের প্রতি সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছি। উইলিয়ম সুরাসক্ত ছিলেন, আমার পিতামহও সুরাসক্ত ছিলেন; উইলিয়ম অতিশয় হঠকারী ও কঠিন প্রকৃতি, আমার ভ্রাতাও ঐরূপ ছিলেন; উইলিয়ম কটুভাষী, অধিকাংশ জর্ম্মাণ ঐরূপ; উইলিয়ম স্বেচ্ছাচারী ও সকলের উপর আধিপত্য করিতে ভালবাসেন। আমার বিশ্বাস, মানব মাত্রেই ঐরূপ; আমি আশা করি এবং তোমাকে অনুরোধ করিতেছি যে, তুমি যেরূপে পার এই পত্রবাহকের সহিত পলায়ন করিয়া আমার নিকট আগমন করিবে। আমি এখানে আর্ল এবারসনের সহিত তোমার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়াছি।

ইসাবেল পত্র পাঠ করিয়া নীরব হইলে লর্ড ক্রেভিসিয়ার কহিলেন—"ছি! ছি! বড়ই লজ্জার বিষয়! তবে ইসাবেল! তুমি কি তোমার পিসির নিকট যাইয়া ঐ এবারসনকে বিবাহ করিয়া নন্দন-কাননের সুখভোগ করিবে?"

ইসাবেল। আমি বিশপের হত্যাকারীর উপর প্রতিহিংসা দর্শনে ইচ্ছুক।

ক্রেভিসিয়ার। যথার্থ ক্রয়-বংশীয়া রমণীর উপযুক্ত কথা বটে।

সহসা ইসাবেলের হৃদয়ে এক চিন্তার উদয় হইল। রমণীর তীক্ষ্ণ উপস্থিত বুদ্ধি কখনই তাহার অভিপ্রায়-সিদ্ধির পথ নির্দ্ধারণে পরাঙ্মুখ নহে, সুতরাং সৈন্যদল প্রস্থান করিবার অনতি পূর্ব্বেই কুইন্‌টিন এক অপরিচিত ব্যক্তির নিকট হইতে লেডী হেমিলিনের পূর্ব্বপত্র প্রাপ্ত হইলেন। খুলিয়া দেখিলেন, পত্রের শেষাংশে লিখিত হইয়াছে—"যিনি ডিউক-অফ অর্লিয়ান্সের বক্ষে আঘাত করিতে অণুমাত্র ভীত হন নাই, তিনি কখনই সেই পাষণ্ড হত্যাকারীর বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিতে ভীত হইবেন না।" স্কটিস যুবক পত্রখানি অসংখ্যবার চুম্বন করিয়া বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলেন। কারণ, যে পথে তাঁহার সম্মান ও প্রণয়ের পুরস্কার, তিনি এক্ষণে সেই পথ অনুসরণ করিতেছেন। একটি গভীর রহস্য। এক জনের মৃত্যু, যাহাতে তাঁহার আশা ফলবতী হইবে, সেই রহস্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়ে গৌরবের পথে অগ্রসর হইয়াছেন।

কুইন্‌টিন ভাবিলেন, হায়রাদ্দীন তাঁহাকে ডি-লা-মার্কের আক্রমণ সম্বন্ধে যেরূপ উপদেশ দিয়াছিল, ঠিক তাহার বিপরীত ভাবে কার্য্যানুষ্ঠান করা উচিত; নতুবা অবরোধকারী সৈন্যদলের ধ্বংস-সম্ভাবনা; বিশেষতঃ নিশীথকালে অকস্মাৎ শত্রুসৈন্যের অতর্কিত ভাবে আক্রমণে আত্মরক্ষার সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প; এইরূপে নানাবিধ চিন্তার পর তিনি স্থির করিলেন, সম্রাট ও ডিউক উভয়ে যখন নির্জ্জনে থাকিবেন, তখন স্বয়ং তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগের নিকট স্বীয় গুপ্ত সঙ্কল্প প্রকাশ করিবেন এবং তাঁহার এইরূপ সাফল্যালাভসূচক পরামর্শ শ্রবণে সম্রাট, ডিউকের সহায়তা করিতে নিশ্চয়ই প্রলোভিত হইবেন। সুতরাং তিনি উভয়ের সহিত নিভৃত সাক্ষাতের সুযোগ অন্বেষণে ব্যাপৃত হইলেন।

এদিকে সম্রাট ও ডিউকের যুক্ত সৈন্যদল সমর-যাত্রায় অগ্রসর হইয়া লিজরাজ্যে উপনীত হইল। বর্গণ্ডী-সৈন্যগণ লিজবাসিগণের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিতে লাগিল। যে সকল শান্তিপ্রিয় নিরীহ অধিবাসিগণ হয় ত নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকিতেন, তাঁহারাও ইহাদের অত্যাচারে আত্মরক্ষার্থ অস্ত্রধারণ করিতে লাগিলেন। সম্রাটের আদেশে স্বল্পসংখ্যক ফরাসী-সৈন্য নিশ্চেষ্ট ভাবে স্ব স্ব দলের পতাকানু-বর্ত্তী হইয়া রহিল; তদ্দর্শনে ডিউক-অফ্-বর্গণ্ডীর মনে সন্দেহের উদয় হইল; হয় ত সম্রাটের সৈন্যগণ লিজবাসিগণের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে।

অবশেষে বর্গণ্ডীসৈন্যদল অবাধে মেজনদীর সন্নি-হিত রমণীয় উপত্যকার পাদদেশে উপস্থিত হইল এবং তথা হইতে ক্রমে সমৃদ্ধ ও বহুজনাকীর্ণ লিজ-নগরে প্রবেশ করিয়া দেখিল—স্নওয়াল্ট দুর্গ ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছে; ক্রমে অনুসন্ধানে জানিতে পারিল, উইলিয়ম-ডি-লা-মার্ক স্বীয় সৈন্যসহ নগরে অবস্থিতি করিতেছেন এবং ফ্রান্স ও বর্গণ্ডীর সৈন্যসহ সম্মুখসংগ্রামে অনিচ্ছুক; অথচ তাহারা দেখিল, নগরবাসিগণ প্রাণপণে নগর ও আত্মরক্ষায় যত্নবান্ হইলে সেই নগর-আক্রমণ অতি বিপজ্জনক কার্য্য; তথাপি তাহারা "বর্গণ্ডী বর্গণ্ডী, হত্যা-হত্যা" প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে যেমন নগর-লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল, তৎক্ষণাৎ নগরবাসিগণ দলে দলে আসিয়া বিপুল বিক্রমে তাহাদিগকে হত্যা করিতে লাগিল। ডি-লা-মার্কও ইত্যবসরে বহু-সংখ্যক সৈন্য লইয়া চারিদিক হইতে বর্গণ্ডীসৈন্য-গণকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। বর্গণ্ডীসৈন্যগণ এইরূপে চারিদিক হইতে অকস্মাৎ আক্রান্ত হইয়া একেবারে হতবুদ্ধি ও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল।

এই সংবাদ ডিউকের কর্ণগোচর হইলে তিনি ক্রোধে অন্ধপ্রায় হইয়া উঠিলেন। সম্রাট বিশৃঙ্খল সৈন্যদলের উদ্ধারার্থ স্বীয় সৈন্য প্রেরণ করিলেন। লর্ড হিম্বারকোর্ট ও ক্রেভিসিয়ার উভয়ে নিজসৈন্য-গণকে বিতাড়িত করিলেন। ক্রমে নৈশ অন্ধকারে জগত আবৃত হইল এবং মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল; ভূমি কর্দ্দমাক্ত হইয়া উঠিল সুতরাং বর্গণ্ডী-সৈন্যগণের ক্লেশ ও দুর্গতির সীমা রহিল না; সেনা-পতিগণ স্বীয় সৈন্যদল হইতে বিচ্ছিন্ন এবং সৈন্যগণ পতাকা ও নায়ক হইতে বহুদূরে বিক্ষিপ্ত, প্রত্যেকে আশ্রয়লাভার্থ ব্যগ্রভাবে ধাবমান্। হিম্বার্‌কোর্ট ডিউক কর্তৃক তিরস্কৃত হইলেন। বহু চেষ্টায় নগরের উপকণ্ঠে একখানি সামান্য গ্রাম্য ভবনে ডিউক ও তাঁহার কতিপয় উন্নত কর্ম্মচারিগণের জন্য নৈশাবাস নির্দ্দিষ্ট হইল। এই ভবনের বামদিকে একটি উদ্যানপরিবেষ্টিত সুদৃশ্য ভবনে সম্রাট অব-স্থিতি করিলেন এবং এই ভবনসংলগ্ন সুবৃহৎ প্রাঙ্গণে তাঁহার স্কটিস শরীররক্ষকদল প্রহরীর ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। সাধারণ সৈন্যদল উদ্যানমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ডুনয়, ক্রফোর্ড ও ব্যালাফ্রে সৈন্যদলের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। সম্রাট ডিউকের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য বর্গণ্ডীর ভবনে গমন করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে কুইন্টিন ডারওয়ার্ড সম্রাট ও ডিউকের সাক্ষাৎলাভার্থ অনুমতি প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহাদের আদেশ মাত্র উভয় নৃপতির সমক্ষে উপনীত হইয়া তাঁহাদিগের নিকট উইলিয়মের মনোভাব প্রকাশ করিলেন; অর্থাৎ উইলিয়মের অভিপ্রায় এই যে, তিনি ফরাসী পরি-চ্ছদ ও ফ্রান্সের পতাকার ন্যায় পতাকা ধারণপূর্ব্বক নগর অবরোধকারিগণের শিবির আক্রমণ করিবেন। সম্রাট একাকী গোপনে এই আবশ্যকীয় গুপ্ত সংবাদে অতিশয় সন্তুষ্ট হইতেন, কিন্তু বর্গণ্ডীর সমক্ষে উক্ত হইল দেখিয়া তিনি কেবল মাত্র বলিলেন—"সত্য হউক বা মিথ্যা হউক এ সংবাদ আমাদের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বটে।"

ডিউক শুনিয়া বলিলেন—"বিন্দুমাত্রও নহে, যদি যথার্থই এইরূপ উদ্দেশ্য থাকিত তাহা হইলে এক জন স্কটিস তীরন্দাজ আমার নিকট এ সংবাদ প্রকাশ করিত না।"

সম্রাট। সে যাহাই হউক, আপনি ও আপনার সেনাপতিগণ সকলেই সতর্ক থাকুন, যেন শত্রুপক্ষ ঐরূপে অকস্মাৎ অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিতে সমর্থ না হয়। আমি আমার সৈন্যগণের প্রত্যেককে তাহাদের বর্ম্মের উপরে এক একখানি শ্বেতবর্ণ উত্তরীয় ধারণ করিতে আদেশ করি। ডুনয়! আপনি এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।

এই বলিয়া সম্রাট ডিউকের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় নৈশাবাসে প্রতিগমন করিলেন।

সম্রাটের আদেশে সকলে সশস্ত্র হইয়া রহিল। যাহারা "ফ্রান্স সেণ্ট ডেনিস্" শব্দ উচ্চারণ করিবে, তাহারা তৎক্ষণাৎ হন্তব্য; সম্রাট স্বয়ং বর্ম্মাবৃত ও অস্ত্রধারণ করিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। কুইন্‌টিন প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

আক্রমণ

রজনীর গভীর অন্ধকারে চারিদিকে ঘোর নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিল। সৈন্যগণ দিবসের পরিশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত ও অবসন্নদেহে যথেচ্ছ ভাবে আশ্রয়-স্থান অবলম্বন করিয়া শ্রান্তিনিবারণে ব্যাপৃত হইল। প্রায় সকলেই ক্রমে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়িল কেবল মাত্র ডিউক ও সম্রাটের প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত প্রহরিগণ তন্দ্রাবিষ্ট ভাবে জাগরিত। যিনি বিশপ-হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে সমর্থ হইবেন, তিনি অমূল্য পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন এই আশায় অনেক যুবক বিপদ্ সাগরে ঝাঁপদিতে উদ্যত হইয়া প্রভাতের অপেক্ষায় এক্ষণে গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত। হয় ত এই বহু-আশাপূর্ণ-প্রভাত-দর্শন অনেকের ভাগ্যে ঘটিবে না, কিন্তু আমাদের কুইন্‌টিনের সম্বন্ধে অন্যরূপ বিপুল সৈন্যস্রোতমধ্যে ডি-লা-মার্ককে চিনিবার উপায় একমাত্র তিনিই অবগত। কাহার নিকট তিনি সেই জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সেই স্মৃতি অনুক্ষণ তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। এক মধুর আশাপ্রদ ভবিষ্যদ্বাণীর আকর্ষণে তিনি বিপদ্ সাগরের সম্মুখীন; সমরবিজয়াশা হৃদয়ে দেদীপ্যমান, সুতরাং তিনি অক্লান্ত ও বিনিদ্র ভাবে পদচারণা করিতে করিতে যতদূর দৃষ্টিপাত করিতে পারা যায়, ততদূরে সতর্ক ভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন। এইরূপে ক্রমে তিন ঘটিকা অতিক্রান্ত হইলে এবং চারিদিক নীরব ও প্রশান্ত ভাবে পূর্ণ দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, তবে প্রভাতে সমর আরম্ভ হইবে। প্রভাতের আলোকে যুদ্ধকার্য্যের বিশেষ সুবিধা হইবে ভাবিয়া তিনি অতিশয় উৎফুল্ল হইলেন, কিন্তু অকস্মাৎ বহু দূরে যেন এক অস্ফুট মিশ্রধ্বনি তাঁহার কর্ণগোচর হইল, তিনি নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করিতে লাগিলেন। সে ধ্বনি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন, ইহা কি সুদূরপ্রবাহিত-প্রভঞ্জন-ধ্বনি বা প্রস্রবণের সলিলোচ্ছ্বাস! কিন্তু সেই অস্ফুট ধ্বনি ক্রমশঃ উচ্চতর হইয়া যেন তাঁহার দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ নিঃশব্দে পশ্চাৎপদ হইয়া তাঁহার মাতুলকে সংবাদ প্রদান করিলেন। মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে ব্যালাফ্রে তাঁহার স্কটিস তীরন্দাজগণসহ সতর্ক হইয়া উঠিলেন; সঙ্গে সঙ্গে লর্ডক্রফোর্ড সম্রাটকে সংবাদ দিবার জন্য এক জন তীরন্দাজকে প্রেরণ করিয়া সদলে শত্রুপক্ষের দৃষ্টিপথ হইতে লুক্কায়িত ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সহসা সেই পূর্ব্বোক্ত মিশ্রধ্বনি স্তব্ধ হইয়া আসিল এবং তৎপরিবর্ত্তে বহুসংখ্যক ব্যক্তির এককালীন দ্রুতপদবিক্ষেপের শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল।

লর্ড ক্রফোর্ড মৃদুস্বরে কহিলেন "দেখ, বর্গণ্ডী য়ানগণ অলস বলীবর্দ্দের ন্যায় নিদ্রা যাইতেছে। কানিংহাম! তুমি শীঘ্র যাইয়া তাহাদিগকে জাগরিত কর।"

কুইন্‌টিন বলিলেন—"আপনি যাইবার সময় একবার পশ্চাদ্ভাগ উত্তমরূপে পরিদর্শন করিয়া যাইবেন, যদি আমি কাহারও পদশব্দ শুনিতে পাই, তবে নগরের উপকণ্ঠে ও আমাদের মধ্যে একদল বলবান সৈন্য সুসজ্জিত রহিয়াছে, জানিবেন।"

লর্ড ক্রফোর্ড। কুইন্‌টিন! তুমি বেশ সদ্‌যুক্তির কথা বলিয়াছ; তুমি নবীনবয়স্ক হইলেও এক জন প্রবীণের ন্যায় বিচক্ষণ সৈনিক। যাহা হউক, আমি জানিতে চাহি, তাহারা এখন কোথায়?

কুইনটিন। আমি গুপ্তভাবে যাইয়া আপনাকে সে সংবাদ আনিয়া দেতেছি।

ক্রফোর্ড। তবে শীঘ্র যাও।

কুইনটিন পূর্ব্ব-দিবস সন্ধ্যাকালে লিজের পথ-ঘাট সমস্ত দেখিয়াছিলেন; সুতরাং দীর্ঘবর্শা ও বন্দুক হস্তে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন—এক দল লিজ-সৈন্য সম্রাটের বাসভবনের নিকট সমবেত হইয়াছে এবং একটি ক্ষুদ্র দল তাঁহারই দিকে অগ্রসর হইতেছে; তন্মধ্যে দুই তিন জন অধিকতর অগ্রবর্ত্তী হইবামাত্র তিনি বন্দুক ছুড়িলেন; এক জন গুলীর আঘাতে আর্ত্তনাদ করিয়া ভূতলশায়ী হইল; অগ্রবর্ত্তী দল হইতে অনবরত গুলীবর্ষণ হইতে লাগিল; কুইনটিন সতর্কভাবে তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বদলে আসিয়া মিলিত হইলেন।

ক্রফোর্ড তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন—"বেশ, সাহসী যুবক! তোমার অদ্ভুত কৃতিত্ব। এক্ষণে যোদ্ধ্গণ! তোমরা প্রাঙ্গণে সমবেত হও, উহারা অধিক সংখ্যক; সম্মুখসমর সুবিধাজনক হইবে না।"

তাহারা আদেশ মাত্র প্রাঙ্গণ ও উদ্যানে গমন করিয়া দেখিল, সম্রাট অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিতেছেন। ক্রফোর্ড তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন—"আপনি কোথায় যাইতেছেন? এখানে ত সসৈন্যে বেশ নিরাপদে আছেন।"

"না, তা' নয়; আমি এই দণ্ডেই ডিউকের সহিত সাক্ষাৎ করিব; নতুবা তাঁহার মনে সন্দেহের উদয় হইবে; এক্ষণে তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদন আবশ্যক, নতুবা বর্গণ্ডীয়ান ও লিজবাসিগণ উভয় পক্ষই আমাদের আক্রমণ করিবে।" এই বলিয়া সম্রাট অশ্বারোহণ করিয়া বলিলেন—"ডুনয়! আপনি ফ্রেঞ্চ-সৈন্যদল পরিদর্শন করুন। আর ক্রফোর্ড! আপনি স্কটিস তীরন্দাজদল ও অন্যান্য পারিবারিক রক্ষিবর্গের ভার গ্রহণ করুন; আর কামানগুলি সজ্জিত করিয়া রাখিবেন। তদ্ভিন্ন শত্রুসৈন্য যতই জয়লাভ করুক, আপনারা অগ্রসর হইবেন না।" এই বলিয়া তিনি কয়েক জন মাত্র শরীররক্ষক সমভিব্যাহারে ডিউকের ভবনাভিমুখে অশ্বচালনা করিলেন।

কুইনটিন সৌভাগ্যক্রমে এই ভবনের অধিস্বামীকে গুলীর আঘাতে নিহত করিয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত শত্রুদলের পথপ্রদর্শকরূপে তাহাদিগকে এই ভবন আক্রমণ করিবার জন্য লইয়া আসিতেছিল; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত সৈন্যদলের অগ্রবর্ত্তী হইতে বিলম্ব সংঘটিত হওয়াতে সম্রাট এই সকল ব্যবস্থা করিয়া দিবার উপযুক্ত যথেষ্ট সময় প্রাপ্ত হইলেন।

কুইনটিন্ সম্রাটের আদেশে তাঁহার ডিউকের ভবনে গমন করিলেন। ডিউক তখন সাতিশয় গম্ভীর ও ক্রুদ্ধভাবে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন নগরের উপকণ্ঠে তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে—সম্রাটের বাসভবন আক্রান্ত হইয়াছে এবং এক বৃহৎ সৈন্য দল দিয়া দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও অলি-গলি আসিয়া "ফ্রান্স ও ভেনিস" এই যুদ্ধধ্বনি উচ্চারণ করত লিজসৈন্যদলের সহিত মিলিত হইয়া বর্গণ্ডীয়ানদিগকে আক্রমণ করিতেছে। এই সকল কারণে ডিউক ফরাসীগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সন্দেহ করিয়া সম্রাট তাঁহার দলস্থ সকল সৈন্যের প্রতি কটূক্তি ও অভিশাপ বাণী উচ্চারণ করিতে আদেশ করিলেন—"কৃষ্ণবর্ণ উত্তরীয়ধারী ফরাসী সৈন্যদিগের প্রতি গুলী ও শর নিক্ষেপ কর।" কিন্তু তৎক্ষণাৎ সম্রাট ব্যালাফ্রে কুইনটিন এবং কয়েক জন মাত্র তীরন্দাজ সহ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সকল অলীক সন্দেহ দূরীভূত হইল। তিনি হিমবারকোর্ট ক্রেভিসিয়ার ও অন্যান্য বিখ্যাত বর্গণ্ডীসেনাপতিগণসহ সমরে যোগদান করিলেন এবং স্বহস্তে শত্রুদলের শিরশ্ছেদ করিতে লাগিলেন! এ দিকে কামান হইতে অজস্র গোলাবর্ষণে লিজ-সৈন্যগণ অতিশয় ভীত হইতে লাগিল। সম্রাট ধীর, স্থির, গম্ভীর ও প্রশান্তভাবে রণপরিদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার গাম্ভীর্য্য, বুদ্ধিমত্তা ও সমরনীতি দর্শনে বর্গণ্ডীয়ান সেনাপতিগণও তাঁহার আদেশ পালন করিতে লাগিলেন।

নগরের চারিদিকে অগ্নিদাহ হইতে লাগিল; মধ্যস্থলে ফরাসীসৈন্য অগণিত লিজসৈন্যসহ বিপুলবিক্রমে অস্ত্র-বিনিময় করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে কামান-গর্জ্জন। এইরূপে তিন ঘণ্টাকাল যুদ্ধের পর রজনী অবসান হইয়া প্রভাতালোকে রণস্থল আলোকিত হইয়া উঠিল; ডুনয়, ক্রফোর্ড, ক্রেভিসিয়ার প্রভৃতি সকলে দিবালোকে দেখিতে পাইলেন—দলে দলে লিজসৈন্যগণ আসিয়া দলপুষ্টি করিতেছে।

ক্রফোর্ড ডুনয়কে কহিলেন, "দেখুন, ঐ দলের সেনাপতি ঠিক আপনার ন্যায় বেশধারণ করিয়াছে—কি ভীষণ প্রতারণা! উহাকে যথোচিত দণ্ডবিধান করা উচিত।"

কুইন্‌টিন। উহাকে দণ্ড দিবার ভার আমার উপর অর্পণ করুন।

ডুনয়। তোমার উপর ভারার্পণ কেন? এ সকল কার্য্যে প্রতিনিধির আবশ্যক নাই।

এই বলিয়া তিনি স্বীয় সৈন্যদলকে বর্শাহস্তে সবেগে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। তাহারা অগ্রসর হইবামাত্র ডুনয়বেশধারী শত্রু-সেনাপতির পদাতিক সৈন্যগণ বর্শাফলক ঘনসন্নিবিষ্ট ও সমতলভাবে ধারণ করিয়া যেন ব্যূহ রচনা করিয়া ফেলিল। ডুনয় তীব্রবেগে অশ্বচালনা করিয়া এক লম্ফে সেই কঠিন ব্যূহ ভেদ করিয়া মধ্যস্থলে ডুনয়বেশী সেনাপতির সম্মুখীন হইলেন। কুইন্‌টিনও তাঁহার পশ্চাতে যাইয়া উপস্থিত—দীর্ঘ তরবারির আঘাতে নিজ-সৈন্যগণের ছিন্নমস্তক অবিশ্রান্ত ভূমি চুম্বন করিতে লাগিল। এদিকে ডুনয় দেখিলেন—উইলিয়ম ডি-লা-মার্ক আর একস্থানে যুদ্ধ করিতেছেন—তাঁহাকে দেখিবামাত্র ডুনয় কুইন্‌টিনকে কহিলেন—"তুমিই উহার উপর প্রতিহিংসা গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র; আমি তোমার উপরই এই কার্য্যের ভারার্পণ করিলাম। ব্যালাফ্রে! আপনার ভাগিনেয়ের সহায়তা করুন।

কুইন্‌টিন আদেশ প্রাপ্তি মাত্র সানন্দচিত্তে সসৈন্য ডি-লা-মার্কের দিকে বেগে ধাবিত হইলেন। এদিকে ডি-লা-মার্কের সৈন্যদল বর্গণ্ডীয়ানদিগের শ্রেষ্ঠতর অস্ত্রনৈপুণ্যে ক্রমশঃ পরাভূত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। কুইন্‌টিন তীব্রবেগে ডি-লা-মার্কের অনুসরণ করিতে লাগিলেন, ব্যালাফ্রেও কুইন্‌টিনের পার্শ্বে রহিলেন, কিয়দ্দূর অনুসৃত হইয়া ডি-লা-মার্ক এক ভিন্ন প্রাচীরের নিকট আসিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাদের সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার হস্তে একটি রক্তাক্ত লৌহদণ্ড; তিনি সেই দণ্ডাঘাতে অনেক অনুসরণকারী ফরাসী সৈন্যকে ভূমিসাৎ করিলেন। কুইন্‌টিন তাঁহার সম্মুখীন হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং সন্নিহিত প্রাচীরের ভগ্নস্তূপে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার সহিত অসিযুদ্ধ করিবার জন্য অসি উন্মুক্ত করিলেন—ডি-লা-মার্কও ভুজদণ্ডে হস্তস্থিত লৌহদণ্ড উত্তোলন করিয়া কুইন্‌টিনের কৃপাণাঘাত ব্যর্থ করিতে উদ্যত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে উদ্যত হইবামাত্র ভীষণ জয়োল্লাসধ্বনি, জনতাকোলাহল ও আর্ত্তনাদ অবরোধকারিগণের অপর দিক দিয়া নগরপ্রবেশ ঘোষণা করিল। ডি-লা-মার্ক তৎক্ষণাৎ অস্ত্র সংবরণ করতঃ বেগে পলায়ন করিলেন। তাঁহার সৈন্যগণও মধ্যে মধ্যে পলায়ন ও মধ্যে মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অনুসরণকারিগণকে অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল। ডি-লা-মার্কের ছদ্মবেশ বশতঃ পুরস্কারলুব্ধ বর্গণ্ডীয়ান ও ফরাসী বীরগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না; কিন্তু কুইন্‌টিন ও ব্যালাফ্রে প্রভৃতি কয়েক জন মাত্র তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া ক্রমাগত তাঁহার অনুধাবন করিতে লাগিলেন। সমগ্র নগরমধ্যে কেবল রমণী, বালক, বৃদ্ধ, যুবকের আর্ত্তনাদ ও ক্রন্দন-রোল, লুণ্ঠন, হত্যাকার্য্য, পলায়ন ও অনুসরণের বীভৎস চিত্র!

ডি-লা-মার্ক এই সকল দৃশ্য অতিক্রম করিয়া অবশেষে একটি ক্ষুদ্র গির্জ্জার দ্বার-দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এমন সময়ে একদল সৈন্য "ফ্রান্স, ফ্রান্স, বর্গণ্ডী, বর্গণ্ডী, প্রভৃতি জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিতে করিতে সেই রাজপথে আগমন করিল, ডি-লা-মার্ক ছয় জন মাত্র সৈন্যকে আপনার সহিত রাখিয়া অবশিষ্টগণকে তাহাদের সহিত সংগ্রামার্থ প্রেরণ করিলেন। কুইন্‌টিন তাঁহার সম্মুখীন হইবামাত্র তিনি হস্তস্থিত লৌহদণ্ড সঞ্চালন করিতে করিতে, "এস, তোমার মুকুট পরিবার সাধ হইয়াছে, মুকুট লাভ কর।" এই বলিয়া লৌহদণ্ড উত্তোলন করিলেন; কুইন্‌টিন লৌহদণ্ড মস্তকে পতিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই লম্ফ প্রদানে একপার্শ্বে সরিয়া গেলেন; লৌহদণ্ডের আঘাত ভূতলে প্রতিহত হইল। কুইন্‌টিনের অস্ত্রশিক্ষা অতীব সুন্দর। ডি-লা-মার্ক গুরুভার লৌহদণ্ড সঞ্চালনে শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, তথাপি অমিততেজে কুইন্‌টিনের প্রতি ক্ষিপ্রহস্তে প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। কুইন্‌টিনও সুকৌশলে দণ্ডাঘাত ব্যর্থ করিয়া আত্মরক্ষা ও প্রহারের সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে "আমায় রক্ষা কর—রক্ষা কর" বলিয়া এক রমণীকণ্ঠের করুণ স্বর উত্থিত হইল। কুইন্‌টিন্‌ গ্রীবাসঞ্চালন করিয়া দেখিলেন "কাউণ্ট্ ড প্যাভিলন, এক জন ফরাসী সৈনিক তাঁহাকে সবলে আকর্ষণ

করিয়া লইয়া যাইতেছে। তিনি ডি-লা-মার্ককে কহিলেন—"এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করুন।" এই বলিয়া তিনি এক লম্ফে তাঁহার উপকারিণী রমণীরউদ্ধার-সাধনে ধাবিত হইলেন।

ডি-লা-মার্ক লৌহদণ্ড সঞ্চালন পূর্ব্বক প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করতঃ কহিলেন,—"আমি কাহারও জন্য অপেক্ষা করিতে পারি না," সম্ভবতঃ এরূপ দুর্দ্দান্ত শত্রুর হস্ত হইতে এরূপ দৈবক্রমে মুক্তিলাভে তিনি মনে মনে পরম আনন্দিত হইলেন।

তাঁহাকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া ব্যালাফ্রে কহিলেন—"তুমি অবশ্য অপেক্ষা করিবে, আমি আমার ভাগিনেয়কে কখনই বিফলমনোরথ হইতে দিব না।" এই বলিয়া তিনি নিষ্কোষিত অসি-হস্তে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন।

এ দিকে কুইনটিন্ দেখিলেন, জারট্রুডের উদ্ধার-সাধন এক মুহূর্ত্তের কার্য্য নহে, কারণ, জারট্রুডকে যে আক্রমণ করিয়াছে, সে একাকী নহে, তথাপি কুইনটিন্ তাহাকে পরাস্ত করিয়া জারট্রুডকে তাহার কবল হইতে রক্ষা করিলেন। আক্রমণকারী ও তাহার সঙ্গিগণ তথা হইতে পলায়ন করিল। জারট্রুড যে অসহায়, কুইনটিন্ সে কথা বিস্মৃত হইয়া যেমন ডি-লা-মার্কের অনুসরণার্থ তথা হইতে প্রস্থান করিবেন, অমনি জারট্রুড নিতান্ত নিরাশ ভাবে সবলে তাঁহার হস্তধারণ করতঃ নিতান্ত কাতর স্বরে অনুনয় করিয়া কহিল—"আপনি ভদ্রলোক, আমাকে এখানে একাকিনী ফেলিয়া যাইবেন না; আমার পিতৃভবনে আমাকে পৌছাইয়া দিন; যে ভবনে এক দিন আপনি ও লেডী ইসাবেল আশ্রয় লইয়াছিলেন। অন্ততঃ ইসাবেলের খাতিরে আমায় পরিত্যাগ করিবেন না।"

জারট্রুডের অনুরোধ নিতান্ত করুণরসপূর্ণ ও অনিবার্য্য। নিতান্ত অসন্তুষ্ট ভাবে গৌরবাশায় জলাঞ্জলি দিয়া কুইনটিন্ অবলা রমণীর সতীত্ব-মানসম্ভ্রম রক্ষার্থ মন্ত্রশক্তিপরাভূত অনিচ্ছুক প্রেতাত্মার ন্যায় বাধ্য হইয়া রমণীকে তাঁহার পিতৃভবনে নিরাপদে লইয়া যাইলেন এবং সেই মুহূর্ত্তে তিনি সেই ভবনে উপস্থিত না হইলে জারট্রুডের পিতার উদ্ধত লুণ্ঠনকারী নরঘাতক সৈনিক-হস্তে প্রাণবিয়োগ হইত।

ইত্যবসরে সম্রাট ও ডিউক অশ্বপৃষ্ঠে নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ বর্ম্মাচ্ছাদিত, অশ্বমধ্যে ডিউকের সর্ব্বাঙ্গ রক্তপ্লুত। তাঁহাদের আদেশে নগর-লুণ্ঠন নিবারিত হইল। বিক্ষিপ্ত সৈন্যগণ একত্র হইল। নৃপতিদ্বয় নগরবাসিগণকে, অভয়দান করিলেন।

লর্ড ক্রফোর্ড সৈন্যগণকে একত্র করিবার উদ্দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে মেজ নদীর তীরে দেখিলেন, ব্যালাফ্রে একহস্তে একটি ছিন্নমুণ্ড লইয়া আসিতেছেন। ক্রফোর্ড তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ মুণ্ড হস্তে কি জন্য—এ কাহার মুণ্ড?"

ব্যালাফ্রে। আমার ভাগিনেয় এই মুণ্ডচ্ছেদ-কার্য্য আরম্ভ করিয়া প্রায় শেষ করিয়াছিল, আমি অবশিষ্টটুকু সম্পন্ন করিয়াছি। এ ব্যক্তি আমাকে তাহার ছিন্নমুণ্ডটি মেজ নদীতে নিক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিয়াছিল।

ক্রফোর্ড। তাই বুঝি মুণ্ডটি নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন?

ব্যালাফ্রে। মুমূর্ষুর অনুরোধ রক্ষা না করিলে তাঁহার প্রেতাত্মা আমার স্কন্ধে চাপিয়া আমাকে বিভীষিকা দেখাইবে। আমি রাত্রে সুষুপ্তি ভোগ করিতে চাহি।

ক্রফোর্ড। আপনি আমার সহিত আসুন।

সমরাবসানে দেশমধ্যে শান্তি সংস্থাপিত হইলে সম্রাট ও ডিউক উভয়ে কাহাকে কিরূপ সম্মান ও পুরস্কারাদি প্রদান করা কর্ত্তব্য, সেই বিষয়ের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইলেন; ক্রয় ও কাউণ্টেস-অফ-ক্রয় তাঁহাদের প্রথম বিবেচ্য বিষয় বলিয়া নির্ণীত হইল। অনেকেই কাউণ্টেসের পাণিগ্রহণ করিবার আশায় ছিলেন, তাঁহারা সকলেই নিরাশ হইলেন; কারণ, সকলেই ডি-লা-মার্কের কোন-না কোন চিহ্নের অনুরূপ বস্তু প্রদর্শন করিয়া ডিউকের অঙ্গীকৃত পুরস্কার-প্রার্থী হইলেন, কিন্তু কাহারও কোন নিদর্শন তাঁহার মনোনীত হইল না।

অবশেষে ক্রফোর্ড ব্যালাফ্রের সহিত ডিউকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ব্যালাফ্রেকে কহিলেন—"আপনি নিদর্শন প্রদান করুন।"

ব্যালাফ্রে তৎক্ষণাৎ ডি-লা-মার্কের রক্তাক্ত ছিন্ন-মুণ্ড ভূতলে স্থাপন করিলেন।

সম্রাট বলিলেন—"ক্রফোর্ড! আমার বিশ্বাস, আমাদের কোন এক বিশ্বস্ত স্কট বোধ হয় ই পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।"

ক্রফোর্ড। লুডোভিক লেসলি—যাঁহাকে ব্যালাফ্রে বলিয়া থাকি, তিনি।

ডিউক। তিনি কি ভদ্রলোক? নতুবা আমি অঙ্গীকার জন্ম দায়ী নহি।

ক্রফোর্ড। হাঁ, ভদ্রবংশসম্ভূত বটে, তবে ইঁহার আকৃতি তত সুন্দর নহে—কর্কশস্বভাব, বৃদ্ধ।

ডিউক। এরূপ বেতনভোগী বৃদ্ধ কর্কশস্বভাব তীরন্দাজের হস্তে কাউণ্টেস অফ ক্রয়কে তাহার পত্নীরূপে সম্প্রদান সম্পূর্ণ অসম্ভব।

ক্রফোর্ড শুনিয়া সম্রাট ও ডিউককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আমার দেশবাসী ও বৃদ্ধবন্ধুর সম্বন্ধে বক্তব্য এই—এক দৈবজ্ঞ ইঁহাকে জ্যোতিষ গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, বিবাহ দ্বারা ইঁহার পারিবারিক সৌভাগ্য বর্দ্ধন হইবে। কিন্তু ইনি বৃদ্ধ, আর ইনি আমার পরামর্শমত সকল কার্য্যই সমাধা করিয়াছেন। ইনি যদিও ডি-লা-মার্কের শিরশ্ছেদন করিয়াছেন, তথাপি এই গৌরবলাভের যথার্থ যোগ্য পাত্র—ইঁহার ভাগিনেয়। কারণ, সেই যুবকই ডি-লা-মার্ককে নির্জিত পর্য্যুদস্ত করিয়া ইহা দ্বারা শিরশ্ছেদের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিল।

সম্রাট শুনিয়া কহিলেন—"আমি সেই যুবকের সাহস, জ্ঞান, বুদ্ধি ও কার্য্যকুশলতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি। কারণ, তাহার সতর্কতা ও জ্ঞান ব্যতীত আমাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী ছিল। সেই যুবকই ডি-লা-মার্ক কর্তৃক নৈশ-আক্রমণ-সংবাদ প্রদান করিয়া পূর্ব্ব হইতে আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিল।

ডিউক। আমি তাহার প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়াছি বলিয়া তাহার নিকট ক্ষতিপূরণ জন্ম দায়ী।

ডুনয়। যুবক অতিশয় সাহসী ও বীরাগ্রগণ্য।

ক্রফোর্ড। যুবক স্কটলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব 'হাইট্‌ল্যার্ড। এলান ডারওয়ার্ডের বংশধর।

ক্রেভিসিয়ার। তবে যুবক যদি সেই বংশীয় হন, তবে আমার আর কিছুই বক্তব্য নাই। ভাগ্যদেবী স্বয়ং ইঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ইঁহার যোগ্য পুরস্কার মিলাইয়া দিয়াছেন; কিন্তু কি আশ্চর্য্য, স্কটগণের আত্মীয়তা কি এতদূর বিস্তৃত!

ডিউক। এই যুবকের সহিত পরিণয়ে ইসাবেলের মতামত কি সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে হইবে।

ক্রেভিসিয়ার। সে বিষয়ে আর কোনরূপ সন্দেহের কারণ নাই; কাউণ্টেস্ এ পরিণয়ে নিশ্চয়ই সম্মতা হইবেন; আর এই যুবক তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অটল সহিষ্ণুতা ও প্রণয়প্রবণতাগুণে সমৃদ্ধি, পদমর্য্যাদা ও সুন্দরী প্রণয়িনী লাভ করিবার যথার্থ যোগ্য পাত্র, তবে কেন ইহার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে?

ডিউক। তবে আমরা রাজধানীতে যাইয়া ইসাবেলের সহিত এই যুবকের পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করিব।

নিজে শান্তিসংস্থাপন করিয়া নৃপতিদ্বয় অন্যান্য সকলের সহিত স্বল্প দিন মধ্যেই স্ব স্ব রাজধানীতে প্রতিগমন করিলেন। মহাসমারোহে ইসাবেলের সহিত কুইন্‌টিনের উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল। বহু ক্লেশ, বহুযাতনা, বহু আশার পরে পরম পিতা পরমেশ্বরের অনুকম্পায় প্রণয়িযুগল এক প্রাণে আবদ্ধ হইলেন।

বিবাহ-বাসরে কুইন্‌টিন ইসাবেলকে ভুজপাশে আবদ্ধ করিয়া হর্ষোচ্ছ্বাসে বলিয়াছিলেন—"ইসাবেল! আজ তোমার আমায় প্রাণে প্রাণে মিশিয়া যাক্।" ইসাবেল কোন উত্তর না দিয়া সলজ্জভাবে তাঁহার পৃষ্ঠদেশে তিনটি মৃদু করাঘাত করিলেন।

সম্পূর্ণ।